শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

প্রথম খণ্ডম্

সাউরী প্রপন্নাশ্রমতঃ

সাউরী, পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

(প্রথম খণ্ডম্)

শ্রীশ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী প্রভুপাদ প্রণীতম্

(তৎকৃত দিগ্‌দর্শিনী নাম্নী টীকা সমেতঞ্চ)

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিরত্ন গোস্বামিনা

প্রথমখণ্ডস্য টীকা-তাৎপর্য্য-বঙ্গানুবাদ-সারশিক্ষাঞ্চ বিলিখিতম্

প্রথম সংস্করণে মুদ্রিতঞ্চ।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিশাস্ত্রী গোস্বামিনা

দ্বিতীয়খণ্ডস্য টীকা-তাৎপর্য্য-বঙ্গানুবাদ-সারশিক্ষাঞ্চ

বিলিখিতম্; প্রথমখণ্ডস্য দ্বিতীয় সংস্করণে

তৎকৃত টীকা-তাৎপর্য্য-বঙ্গানুবাদ-

সারশিক্ষাঞ্চ সন্নিবেশিতম্।

সাউরী প্রপন্নাশ্রমতঃ

সাউরী, পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রকাশক ঃ
ব্রজমোহন দাস
সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন ঃ ৭২১৪৬৬

প্রকাশন তিথি ঃ গৌর-পূর্ণিমা, ১৪২২
প্রথম সংস্করণ ঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৪১ বঙ্গাব্দ—১৩৩০
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৪৭০ বঙ্গাব্দ—১৩৬২
তৃতীয় সংস্করণ ঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫০৯ বঙ্গাব্দ—১৪০১
চতুর্থ সংস্করণ ঃ শ্রীচৈতন্যাব্দ—৫৩১ বঙ্গাব্দ—১৪২২

মুদ্রক ঃ
পান প্রিন্টার্স
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

হরফ বিন্যাস ঃ
প্রিন্টিং উদ্যোগ
১৯ডি/এইচ/১৪ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬

আনুকূল্য ঃ পাঁচশত টাকা

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পোঃ—সাউরী
জেলা—পশ্চিম মেদিনীপুর
পিন—৭২১৪৬৬
মো ঃ ৮০১৬৮৩২৪৪৩, ৮৯৭২৩৬৪৭০০

দীনস্বরূপ দাস বাবাজী
শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির
পোঃ—রাধাকুণ্ড
জেলা—মথুরা, ইউ.পি.
পিন—২৮১৫০৪

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

মহেশ লাইব্রেরী
১৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

সম্পাদকের নিবেদন

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ অতি অপূর্ব গ্রন্থ। শাস্ত্রগ্রন্থ মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। শাস্ত্র সমুদ্র মথিত হইয়া এই 'বৃহদ্ভাগবতামৃতম্' উত্থিত হইয়াছে। সেই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন—

"সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
কৃষ্ণ, ভক্ত, ভক্তিতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥"

স্বল্পায়ুর্বিশিষ্ট ও সঙ্কীর্ণমেধা জীবগণের পক্ষে বিপুল ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও বিচারপূর্বক অধিকার ক্রমে কর্তব্য নির্ণয় করা সম্ভবপর নয়। কারণ, ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণও বেদ-শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে অক্ষম হইয়া কেহ কর্মকে, কেহ জ্ঞানকে, কেহ বা যোগকে 'একমাত্র গ্রাহ্যমত' বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। সেই সকল কল্পিত ঔপাধিক ধর্ম হইতে মানবসমাজে নানাবিধ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল। এই সমস্ত উৎপাতের উপশম নিমিত্ত সম্যক্ শাস্ত্রের বিবাদভঞ্জনকারী পরমকারুণিক রসিকশেখর ভগবান গৌরচন্দ্র স্বীয় পার্ষদ প্রভুপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী দ্বারা জগন্নিস্তারের একমাত্র উপায় স্বরূপ সর্বশাস্ত্র মীমাংসারূপ বৃহদ্ভাগবতামৃতম্-শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ইহা সমস্ত শাস্ত্রের শিরোভূষণ স্বরূপে দেদীপ্যমান। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের চরম লক্ষ্যরূপ শুদ্ধাভক্তিই সর্বজীবের নিত্য কর্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। নিরুপাধিক চিন্ময়ী প্রেমসেবাই ভক্তির সিদ্ধস্বরূপ এবং নিরুপাধি প্রেমসেবা লাভই জীবের সর্বোচ্চ-সার্থকতা। এবম্বিধ প্রেম ও প্রেম সেবাই শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে উপদ্দিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থের আখ্যান-ভাগ যেমন অভিনব, তেমনই হৃদয়গ্রাহী, ইহার মধ্যে ভক্তি ও ভক্ততত্ত্বের যে অপূর্ব ব্যাখ্যা, বিচিত্র বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। এই গ্রন্থ বৈষ্ণবগণের যে কত আদরের ধন ও কিরূপ প্রিয়তর এবং এতদ্দ্বারা যে কি অপূর্ব রসাস্বাদ হইয়া থাকে, তাহা সহৃদয় পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

অতীব দুঃখের বিষয় এই যে, এতাদৃশ অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ একবারেই দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ইতিপূর্বে বোম্বাই হইতে সংস্কৃত মূল ও টীকাসহ দেবনাগর অক্ষরের একটি সংস্করণ বাহির হইয়াছিল। কিন্তু অস্মদ্দেশে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত না হইলে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির আস্বাদকদিগের আনন্দ বৃদ্ধি হয় না। যদিও বহরমপুর হইতে পূজনীয় রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহোদয় কর্তৃক সংস্কৃত মূলের বঙ্গানুবাদ সহ

কয়েক সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ। এতন্নিবন্ধন আমরা অতি যত্নের সহিত মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহকারে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ প্রকাশ করিলাম।

মূল সংস্কৃত শ্লোকের ও টীকার মাধুর্যাদি যাহাতে সাধারণ পাঠকগণেরও সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় এইরূপ ভাবে সংস্কৃত মূল শ্লোকের অনুবাদ ও সারস্য প্রকটনের জন্য টীকার তাৎপর্যগুলির বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। কারণ, স্বয়ং গ্রন্থকারই এই দিগদর্শিনী টীকার লেখক, সুতরাং মূল ও টীকাতে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। বরং মূলের অভিপ্রেত সিদ্ধান্তগুলি টীকাতে অধিকতররূপে বিকশিত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সারশিক্ষাগুলিকে পৃথক্‌ভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্যতম প্রভুপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিতীর্থ ঠাকুর সঠিক বঙ্গানুবাদ সহ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্ প্রকাশের অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপানিদেশে, তাঁহার কৃপার সমুত্তম আধার পরমারাধ্য পণ্ডিত শ্রীমৎ ত্রৈলোক্যনাথ ভক্তিরত্ন মহোদয় এই গ্রন্থের অনুবাদ কার্য সুসম্পন্ন করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। পরম পূজনীয় ভাগবতবর শ্রীল মুকুন্দচরণ ভক্তানন্দ মহোদয় এই গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ আনুকূল্য করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ প্রকাশ দ্বারা যদি কাহারও কোন প্রকার আনুকূল্য হয়, তাহা হইলে এ দাস শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবে। পরিশেষে বৈষ্ণবমণ্ডলীর শ্রীচরণে নিজ ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

দীন সম্পাদক

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

নিবেদন

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোঁসাইর করি চরণ-বন্দন।
যাঁহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপার করুণায় 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্' প্রচুর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সংস্কৃতে মূল ও টীকা এবং বাংলা ভাষায় মূলের অনুবাদ, টীকার তাৎপর্য ও সারশিক্ষা সম্বলিত হইয়া ভক্তগণের নিকট বাহির হইলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই অমূল্য গ্রন্থের পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক, কারণ এই গ্রন্থের উপদেশের সার্বভৌমত্ব সর্বত্রই স্বীকৃত। এই গ্রন্থ, একাধারে লীলা, রস, ভাব এবং সিদ্ধান্ত প্রভৃতি ভজনের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের পূর্ণ অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের ন্যায় উপাদেয় গ্রন্থরত্ন আর হয় নাই, হইবারও নহে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এই গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বয়ং লিখিয়াছেন—

যচ্ছুকেনোপদিষ্টং তে বৎস নিষ্কৃষ্য তস্য মে।
সারং প্রকাশয় ক্ষিপ্রং ক্ষীরাম্ভোধেরিবামৃতম্॥ (১।১।১৮)

শ্রীউত্তরাদেবী কহিলেন—বৎস, তুমি শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখপদ্ম হইতে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, ক্ষীরসাগর হইতে অমৃত উত্তোলনের ন্যায় নিজবুদ্ধি দ্বারা তাহার সার উদ্ধার করিয়া আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল।

টীকার তাৎপর্য—হে বৎস, তুমি শ্রীশুকদেব কর্তৃক যাহা উপদিষ্ট হইয়াছ, তাহার সার (পরম উপাদেয় অংশ) আমার নিমিত্ত প্রকাশ কর। এতদ্দ্বারা বক্ষ্যমাণ বিষয়ের পরম গোপনিয়ত্ব ব্যঞ্জিত হইতেছে। আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি কি শ্রীমদ্ভাগবতের সার বৃন্দাবনের রহঃক্রীড়াখ্যানই শ্রবণ করিবেন? তাহাতেই 'নিষ্কৃষ্য' ইত্যাদি বলিতেছেন। যন্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়ন পূর্বক যেরূপ ইক্ষু হইতে প্রথমে হেয় বাদ দিয়া সারাংশ রসক্রমে গুড়, খণ্ডসার, শর্করা গৃহীত হয়, সেইরূপ নিজের বিশুদ্ধ বুদ্ধিবলে শ্রীমদ্ভাগবতের সরসতত্ত্ব ক্রমপূর্বক বিচার দ্বারা অনুভব পর্যন্ত অর্থাৎ পরমগোপ্য বৃন্দাবন রহঃক্রীড়াখ্যান বর্ণন কর। ইহাকে ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়া অমৃত উত্তোলন বলা চলে।

অতএব শ্রীউত্তরাদেবীর প্রশ্নই এই গ্রন্থের ভিত্তিস্বরূপ এবং উত্তরে শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় ভক্তিসিদ্ধান্ত মাধুরীই প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—মাতঃ! যদ্যপি আমার প্রয়াণকাল নিকটবর্তী এবং আমি ঐ অত্যল্পকাল মধ্যে মুনিব্রত অবলম্বনে অভিলাষী হইয়াছি, তথাপি আপনার প্রশ্ন মাধুরীকর্তৃক মুখরিকৃত হইয়া 'শ্রীভাগবতামৃতম্' কথনে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই শ্রীভাগবতামৃত নিখিল সম্পদযুক্ত ভগবদ্ভক্তিপর শাস্ত্রসমূহের মধ্যেও অমৃতস্বরূপ পরম মধুর সারতর অংশ বিশেষ। এখানে অমৃত শব্দের ধ্বনিগম্য অর্থ এই যে, ভগবদ্ভক্তিপর শাস্ত্রসকল ক্ষীরসমুদ্রতুল্য এবং তত্তৎশাস্ত্র মধ্যবর্তী সর্বসদগুণময় বিচিত্র সিদ্ধান্তসমূহ রত্নতুল্য; আবার সেই রত্নসমূহের মধ্যেও এই 'শ্রীভাগবতামৃত' মহার্ঘ রত্নবিশেষ।—অথবা, অমৃত যেমন ক্ষীর সাগরের পরম মধুর সারতর অংশ, তদ্রূপ যাবতীয় ভগবৎশাস্ত্রের সারতর অংশ এই 'শ্রীভাগবতামৃতম্'। যদ্যপি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীশুকদেব কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন (সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র নহে), তথাপি শ্রীভাগবত সর্ববেদশাস্ত্র ফলসার-স্বরূপ এবং উহারই সার প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমতী উত্তরাদেবীর প্রার্থনা এবং তাঁহার প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ শ্রীপরীক্ষিৎ বর্ণিত 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্' শাস্ত্রের আবির্ভাব। সুতরাং ইহা সর্ববেদশাস্ত্র তথা নিখিল ভক্তিশাস্ত্রের সার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অথবা শ্রীভাগবতশাস্ত্র অক্ষরস্বরূপে ও অর্থস্বরূপে সর্বদা পরমসুন্দর মহাপুরাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার সারাংশরূপ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত বর্ণন করিলেই সর্ব বেদশাস্ত্রের সার বর্ণন স্বতঃই নিষ্পন্ন হইবে। যদ্যপি সর্ববেদরূপ কল্পপাদপের পরমানন্দ রসপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত নিঃশ্রেয়স কানন হইতে আসিয়া শ্রীমন্ শুকমুখে এবং অধুনা তাহাই তদীয় মুখ হইতে 'শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ সংবাদরূপে' পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছে, তথাপি 'যতক্ষণ রস-সাক্ষাৎকার না হয়, ততক্ষণ তোমরা এই অমৃতময় ফল মুহুর্মুহ সেবন করিতে থাক'—এই পরাশর বচনে এবং মহানুভবগণের অনুভবে শ্রীমদ্ভাগবতে হেয়াংশ নাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। তথাপি শ্রীগোপীনাথ চরণারবিন্দের মকরন্দ পান করিতে অভিলাষী রসিক-ভক্তগণ তদীয় আদ্যক্রীড়া সম্বন্ধীয় কথাতেই রুচিমান এবং অন্য উপাখ্যানে রুচিহীন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য উপাখ্যান হেয় বা অসার নহে। যেহেতু, শ্রীভাগবতের প্রত্যেক উপাখ্যানই শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্ম ও তদীয় প্রিয়তমজনের মাহাত্ম্য-কথনেই পর্যবসিত হইয়াছে। তথাপি সাক্ষাৎবৃত্তিতে স্ফুটরূপে সর্বত্র বা সর্ব উপাখ্যানে রসিক ভক্তগণের হৃদয়ের বাসনা পূর্তি হয় না বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হেয়বৎ প্রতীতি হয় মাত্র, বস্তুতঃ হেয় নহে। যেরূপ ভক্তি-মার্গপ্রবিষ্ট ব্যক্তির নিকট অদ্বৈতপর ধর্ম, জ্ঞান, যোগ ও মোক্ষাদির কথা রুচিপ্রদ হয় না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মধুররসের ভক্তগণের নিকট (শ্রীমদ্ভাগবত

বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের আদ্যরস লীলা বিষয়ক উপাখ্যান ব্যতীত) অন্য উপাখ্যান রুচিপ্রদ হয় না—কিন্তু, হেয় বলিয়া নহে। অতএব কোন দোষ প্রসঙ্গই উপস্থিত হইতেছে না। যদ্যপি শ্রীভাগবতামৃতম্ ভাগবতোত্তম শ্রীমৎ শুক-নারদাদি কর্তৃক সমুদ্ধৃত এবং মুনীন্দ্রমণ্ডলে অবধারিত, তথাপি ক্ষীরসমুদ্র মথিত অমৃতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসময়ী কথামৃতে পরিপূর্ণ বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্ত প্রযুজ্য। অপিচ পরাশরাদি মহাজন সম্মত হইলেও মন্ত্রাদিবৎ পরমগুহ্য, কিন্তু তথাপি কাহাকেও বঞ্চনা না করিয়া স্ফুটরূপে কীর্তন করিব। অথবা, আমার সময় অল্প বলিয়া ব্যগ্রভাবে সঙ্কোচবৃত্তিতে বা অসম্যকরূপে বলিব না। আপনি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন অর্থাৎ নিশ্চয়পূর্বক হৃদয়ে অবধারণ করুন।

এজন্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামীপ্রভু ভক্তিরসামৃতে (১।৪।২০) লিখিয়াছেন—

শ্রীমৎ প্রভুপদাম্ভোজৈঃ সর্ব্ব ভাগবতামৃতে।
ব্যক্তিকৃতাস্তি গূঢ়াপি ভক্তিসিদ্ধান্ত মাধুরী॥

অর্থাৎ, আমার প্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ নিজ 'শ্রীভাগবতামৃত' নামক গ্রন্থে এই ভক্তিসিদ্ধান্ত মাধুরী গূঢ় হইলেও স্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

অতএব গূঢ় ভক্তিসিদ্ধান্তমাধুরী জানিতে হইলে এই গ্রন্থই যে নিরন্তর অনুশীলন করা উচিৎ—ইহা বলা বাহুল্য।

গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত—পূর্ব ও উত্তর। পূর্বখণ্ডের নাম 'শ্রীভগবৎ কৃপাসার নির্দ্ধার' এবং উত্তরখণ্ডের নাম 'গোলোকমাহাত্ম্য নিরূপণ'। প্রতি খণ্ডে সাতটি অধ্যায় আছে; পূর্ব খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ের নাম যথা—ভৌম, দিব্য, প্রপঞ্চাতীত, ভক্ত, প্রিয়, প্রিয়তম ও পূর্ণ। উত্তরখণ্ডে—বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভজন, বৈকুণ্ঠ, প্রেম, অভীষ্টলাভ ও জগদানন্দ।

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিতীর্থ ঠাকুর এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে কয়েকখানি হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের দুরাদৃষ্টবশতঃ তাঁহার প্রকটকালে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। পরে তাঁহার অপর কৃপাপাত্র প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিরত্ন ঠাকুর ১৩৩৬ সালে পূর্বখণ্ড প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। তাহাও বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। পরে তাঁহার অপর কৃপাপাত্র প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিশাস্ত্রী ঠাকুর প্রভুপাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য উত্তরখণ্ডসমূহ ও পূর্বখণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ, এই দীন প্রকাশকের মধ্য দিয়া বাহির করিলেন।

গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, পরম করুণাময় শ্রীমৎ গ্রন্থকারই এই গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়াছেন। প্রভুপাদ সাধারণের বুঝিবার জন্য অতি সরল বঙ্গভাষায় উক্ত মূলের অনুবাদ, টীকার তাৎপর্য ও সারশিক্ষা সমাবেশ করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা একদিকে যেমন সুসংযত ও সুমার্জিত, অন্যদিকে তেমনই গাম্ভীর্য মর্যাদার গৌরব-বৈভবে সমলঙ্কৃত, কিন্তু তাই বলিয়া শব্দবিন্যাস গুরুভারে কোথাও দুর্বোধ্য

হয় নাই। সারশিক্ষায় যে সকল সার অথচ সূক্ষ্ম দার্শনিক সিদ্ধান্ত সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, উহা সাধারণ পাঠকের বিশেষ মনোযোগ ব্যতিরেকে দুরূহ মনে হইতে পারে, এবং যাঁহারা গ্রন্থের অন্তঃস্থলে প্রবেশ না করিয়া শফরীর ন্যায় গ্রন্থানুশীলন করেন—তাঁহাদের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে, এই গ্রন্থপাঠকালে ধীরস্থির ভাবে তাঁহারা যেন গ্রন্থমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করেন। বিশেষতঃ এই শ্রেণীর নিগূঢ় ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমন্বিত গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হইলে শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভগবৎ চরণে শরণ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য; অন্যথায় শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্যক্‌রূপে হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয় না। ভাষান্তর কার্য স্বভাবতঃ দুরূহ, বিশেষতঃ 'পৃথিবীতে বিজ্ঞ নাহি সনাতন সম'—এই প্রভুবাক্য স্মরণ করিলে মনে হয়, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর গুরুগম্ভীর ও নিগূঢ় ভক্তিসিদ্ধান্ত-মাধুরী অন্য ভাষায় প্রকাশ দুরূহ। তথাপি অনুবাদকের এইটুকু ভরসা যে এই গ্রন্থপাঠে সহৃদয় পাঠকের মনে ইষ্টদেবের রূপ-গুণ-লীলার স্মৃতি জাগ্রত হইয়া যে আনন্দ-লহরী সৃজন করিবে, তাহার বেগে অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিধৌত হইয়া যাইবে এবং তখন তিনি কেবল রসটকু পান করিয়া বিভোর থাকিবেন।

পরিশেষে কৃপাময় পাঠকগণের শ্রীচরণে নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন মূল, টীকা ও তাহার বঙ্গানুবাদ পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া গ্রন্থের গভীর তাৎপর্য অবধারণ করেন, কারণ মাদৃশ জীবাধমের পক্ষে গ্রন্থ পরিচয় মাহাত্ম্য বর্ণন অসম্ভব।

বর্তমান পরিস্থিতিতে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণের ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য আশানুরূপ হ্রাস করিতে না পারিয়া দুঃখিত; কিন্তু ইহাই আশ্বাস যে—গ্রন্থ বিক্রয়লব্ধ অর্থ কেবল শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবাকার্যে ব্যয় হইবে। এই গ্রন্থ মুদ্রণ কার্যে বহু অর্থ ব্যয়ের মধ্যে কতকাংশ মদীয় সতীর্থ শ্রীযুত হারাধন দাস ভক্তি-ভাস্কর, শ্রীকমললোচন দাস ভক্তিসরোজ, শ্রীযুত রামজীবন ভক্তিবারিধী মহাশয় আনুকূল্য করিয়াছেন। ইঁহারা অবশ্যই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপালাভ করিবেন। গ্রন্থসম্পাদন বিষয়ে শ্রীধাম গোবর্ধন নিবাসী পূজ্যপাদ শ্রীল অদ্বৈতদাস বাবাজী মহারাজের সহায়তার জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। শ্রীমান্ কিশন, মদন, গোবিন্দ প্রভৃতি মুদ্রণের বহু কার্যে সহায়তা করিয়াছে, কৃপাময় বৈষ্ণবগণ ইহাদিগকে কৃপা করিবেন।

হে কৃপাময় সহৃদয় পাঠকগণ! ত্রুটি-বিচ্যুতি যাহা কিছু ঘটিয়াছে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন, ইহাই কাতর প্রার্থনা।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

সাউরী প্রপন্নাশ্রম
গৌর-পূর্ণিমা
বাং ১৩৬২ সাল

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
শ্রীপ্রমোদগোপাল ভক্তিশাস্ত্রী
প্রকাশক

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

সম্পাদকীয়

অপার করুণাময় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অশেষ করুণায় 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্' গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। বহু ঘাত-প্রতিঘাত আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান চিত্ত শ্রীমদ্ প্রভুপাদের হার্দ কৃপাই একমাত্র সম্বল করিয়া অতি সাহসিক কার্যে অগ্রসর হইয়াছি। এই গ্রন্থের মহিমা মাদৃশ জীবাধমের বাক্য বা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে অক্ষম। অপ্রাকৃত কবিকুল চূড়ামণি শ্রীপাদ্ কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখনীতে উহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত—"সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে। ভক্ত, ভক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥" এই তিন তত্ত্বের মহিমা জ্ঞান ব্যতীত, স্বরূপজ্ঞান ব্যতীত ভজন সাধন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রভুপাদ্ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিতীর্থ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"না জেনে কে আমি, কেই-বা আমার। কিসের ভজন কর বা কাহার। ইথে কি সুফল ফলিবে তোমার, মহী বিনে মহীরুহ কি দাঁড়ায় অথবা ভিত্তি বিনে শূন্যে গৃহ কি দাঁড়ায়।" বস্তুতঃ ভজন সাধনের সর্বপ্রথম কথা ভজনীয় বস্তুর, সাধ্যবস্তুর সাধন প্রণালীর তত্ত্বজ্ঞান, শ্রীমদ্ গোস্বামীপাদ উক্তগ্রন্থে এমন সুকৌশলে উপাখ্যান ছলে বর্ণন করিয়াছেন যাহাতে অল্পবিদ্য, সুবিদ্য, কৃতবিদ্য সকলের হৃদয়েই ভক্তিরসস্রোত প্রবাহিত হইবে। গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে কৃত। প্রথম খণ্ডের নামকরণ করিয়াছেন কৃপাভর নির্দ্ধারণ খণ্ড। উহাতে জগতে কে অধিক কৃষ্ণকৃপাপাত্র তাহাই নির্ধারিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণকৃপা ও অকৃপার অনুগামিনী, তাই সর্বাদ্যে ভজনের ক্রমহিসাবে ভক্তির উৎকর্ষ ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপিত হইয়াছে। সর্বত্র লক্ষিতব্য বিষয় দীনতা। যেহেতু শ্রীল প্রভুপাদ্ ভক্তিতীর্থ ঠাকুরের বাণী-দীনতা হইতে হয় প্রেমভক্তি। বিনা দৈন্যে প্রেম নহেরে উৎপত্তি। শ্রীপাদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় লিখিয়াছেন—

দীনতা মানদত্বাদি শিলাক্লৌপ্তে মহাবৃতি।
ভক্তিবল্লীনৃভিঃ পান্যাঃ শ্রবণাদ্যমুযোনৈঃ॥

অর্থাৎ দীনতা ও মানদত্বাদি সদ্গুণে গুণান্বিত হইতে হইলে শৈলী প্রাচীররূপ আবরণ দিয়া শ্রবণ-কীর্তনাদি বারি সেচনের দ্বারা নরমাত্রেই এই ভক্তিলতাকে পালন করিবেন। শ্রীল গোস্বামীপাদের লেখনীতে ইহা সব্যক্ত হইয়াছে। ২য় খণ্ড গোলোক-

মাহাত্ম্য বর্ণন প্রসঙ্গে ধামতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, সাধনপ্রণালী, সাধ্যবস্তুর স্বরূপাদি নির্ণীত। পরিশেষে রাধাদাস্যই চরম সাধ্যরূপে নির্ণীত। এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণ মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীপ্রেমানন্দ শাস্ত্রীজী মহারাজ সঠিক মূল শ্লোক, বঙ্গানুবাদ, টীকার অনুবাদ, সারশিক্ষা সহ প্রকাশ করেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, এ-জাতীয় সংস্করণ অদ্যাপি অন্য কোথাও প্রকাশ হয় নাই। বহুদিন পূর্বেই উক্ত সংস্করণ শেষ হইয়া গিয়াছে। ভারত তথা ভারতের বাইরে আমেরিকা প্রভৃতি স্থান হইতে পুনঃ পুনঃ বহু পত্রাদি আসে। কিন্তু আমার অযোগ্যতা, বিশেষতঃ অর্থাদির অভাবে উক্ত মহৎ কার্য সম্পাদনে সম্পূর্ণ অযোগ্য মনে করিয়া বহু দুঃখে কাল কাটাইতেছিলাম। হঠাৎ শ্রীল প্রভুপাদের প্রেরণাক্রমে আমার এক সতীর্থবর হাওড়া জেলা নিবাসী শ্রীল প্রভুপাদের প্রিয় শিষ্য শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল (কামদেবপুর) এবং শ্রীল প্রভুপাদের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু প্রভুপাদ্ শ্রীশ্রীভাগবতভূষণঠাকুর মহোদয়ের প্রিয়তম শিষ্য রামজীবনপুর নিবাসী শ্রীমান্ নিমাই চরণ লৌহদ্বয় অত্যন্ত আগ্রহী এবং উৎসাহী হইয়া ভক্ত-গৃহে গৃহে ফিরিয়া অর্থ ভিক্ষা এবং কিছু টাকা ধার-কর্জ করিয়া এই সু-মহৎ সেবাকার্যে ব্রতী হইয়াছেন।

আমার অযোগ্যতা বশতঃ কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা সম্ভব। সহৃদয় পাঠকবর্গ সংশোধন করিয়া পাঠ করিয়া ভক্তিরস আস্বাদন করুন এবং এ-অযোগ্য অধমকে কৃপা-আশীর্বাদে ধন্য করিয়া ২য় খণ্ড প্রকাশনে সাহায্য করুন। নিবেদন ইতি—

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত ভক্তিতত্ত্ব-বাচস্পতি

শ্রীভক্তিতীর্থ গ্রন্থভাণ্ডার
প্রপন্নাশ্রম, সাউরী
শ্রীজাহ্নবামাতাঠাকুরানী আবির্ভাব বাসর
৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০১ বঙ্গাব্দ
৫০৯ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

তৃতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপার করুণায় ও শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া 'শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্' (১ম) পূর্ব খণ্ডের শ্রীভগবৎ কৃপাসার নির্দ্ধার-এর ৭টি অধ্যায় পুনঃ প্রকাশিত হইলেন। বহুদিন যাবৎই এই গ্রন্থের দুষ্প্রাপ্যতা পরিলক্ষিত হইতেছিল, গ্রন্থের কলেবর বৃহৎ হওয়ায় প্রচুর অর্থের প্রয়োজনে পুনঃ প্রকাশে অনেকেই দ্বিধাগ্রস্ত।

অতীব আনন্দের বিষয় এই সংস্করণে শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ, শ্রীল ভক্তিরত্ন প্রভু ও শ্রীল পঞ্চানন ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর কৃত দিগ্‌দর্শিনী টীকা, মূলানুবাদ, টীকার তাৎপর্য ও সারশিক্ষা পূর্ব সংস্করণের মতই যথাযথভাবে এই সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতেই প্রকাশিত হইলেন, ১ম খণ্ডের ১ম সংস্করণ সাউরী প্রপন্নাশ্রমের শাখা শ্রীল ভক্তিতীর্থ প্রভুর প্রতিষ্ঠিত রামজীবনপুর শুদ্ধ সেবকাশ্রমের 'সেবক প্রিন্টিং ওয়ার্কসে' ৪৪১ শ্রীগৌরাঙ্গাব্দে, আজ হইতে প্রায় ৬৭-৬৮ বৎসর পূর্বে প্রথম মুদ্রণের শুভারম্ভ হয়, পরে অসমাপ্ত মুদ্রণ মদীয় মধ্যম ভ্রাতা শ্রীল প্রমোদগোপাল ভক্তিশাস্ত্রীর তত্ত্বাবধানে, মেদিনীপুরে 'আনন্দ ভবন আর্ট প্রেস' হইতে সম্পূর্ণ হয়।

প্রভুপাদ্ শ্রীল পঞ্চানন ভক্তিশাস্ত্রী (পরে প্রেমানন্দ দাস বাবাজী, বৃন্দাবন) যিনি এই গ্রন্থ প্রথম মুদ্রণের সম্পাদনা করিয়াছিলেন, তাহার বিগত শততম আবির্ভাব বার্ষিকীতে বিভিন্ন স্থানে ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় তাহারই কয়েকজন আশ্রিত ও অনুরাগীর মধ্যে প্রেরণা আসে এই গ্রন্থ পুনঃ মুদ্রণে। কিন্তু এই দুরূহ কার্য কে বা কাহারা করিবেন? বিশেষতঃ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কয়েকজন উৎসাহী প্রভুপাদের কৃপা নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন প্রথমেই সম্ভাব্য স্থানে শ্রীবৈষ্ণবদের দ্বারস্থ হইয়া গ্রন্থ মুদ্রণের অনুমতি প্রার্থনা করিবেন, সঙ্গে অর্থ সাহায্যের ভিক্ষা। এই প্রচুর পরিমাণ অর্থের দায়িত্ব স্বীকারে অনেকেই অনিচ্ছুক। অন্যত্রও অর্থ সাহায্যের আশা কম। তথাপি সহৃদয় শ্রীবৈষ্ণব মহোদয় ও অনুরাগীবৃন্দের কৃপায় ১ম খণ্ডের পুনঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ের মুদ্রণে উত্তর খণ্ড যাহা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং পৃষ্ঠা সংখ্যাও অনেক। কাজেই অর্থের প্রয়োজন আরও বেশী। এখন কৃপাময় পাঠক ও অনুরাগীবৃন্দের সাহায্যই সম্বল। মুদ্রণকার্যে নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্যে প্রথমেই নির্ভুলভাবে মুদ্রণে অভিজ্ঞ প্রুফ বিচারের প্রয়োজন।

জেলার শ্যামপুর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় শ্রীযুত কিশোরীমোহন মৈনান, ডবল এম. এ. (পি. এইচ. ডি.), বিনা পারিশ্রমিকে এই দূরূহ দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে কলিকাতায় গ্রন্থ ছাপা এবং দূরবর্তীস্থান শ্যামপুরে প্রুফ দেখা, ইহাতে শ্রম ও সময়ের অপচয়ে গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্বিত হয়। মুদ্রণ ত্বরান্বিত করার জন্য প্রেসের সঙ্গেই চুক্তি হয়। তাহারাই প্রুফ দেখার দায়িত্ব লইবেন (যে প্রস্তাব প্রথমে তাহারা স্বীকার করেন নাই)। ইহার জন্য নির্মলা প্রেসের সকল কর্মী ও প্রুফ-রীডার মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ।

অনেক সহৃদয় ভক্ত গ্রন্থ প্রকাশে সাধ্যমত আনুকূল্য করিয়াছেন এবং আশা রাখি ভবিষ্যতেও করিবেন। কৃতজ্ঞতা স্বীকারে যাহাদের সাহায্যে গ্রন্থ প্রকাশ হইলেন—যথাক্রমে শ্রীযুত কালীদাস সাহা, শ্রীমান্ রামপদ দত্ত, শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ খাটুয়া, শ্রীমান্ মদনগোপাল সাউ, পুরুষোত্তম দাস ISCON, শ্রীযুত বৃন্দাবন দাস মহাপাত্র, শ্রীযুত লক্ষ্মণ চন্দ্র পাল, শ্রীযুত গৌর মাইতি, শ্রীমান্ অজয় বাগ, শ্রীমতী নিবেদিতা কয়াল ও শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদাসীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইহারা সকলেই শ্রীরাধাকান্তের কৃপাভাজন সন্দেহ নাই।

অর্থাভাবের জন্য অগ্রিম গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন—যথাক্রমে শ্রীল সতীশচন্দ্র ভক্তিতত্ত্ব-বাচস্পতি, শ্রীল সুধাংশুকান্তি দাস ভক্তিবিলাস, শ্রীল প্রফুল্লকুমার দাস (রাধাকুণ্ড), শ্রীযুত শ্যামসুন্দর দাস (বৃন্দাবন), শ্রীযুত পঙ্কজাক্ষ রায় (এগরা), শ্রীযুত নিতাই গোপাল চন্দ্র (সিংহাই), শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র মণ্ডল (কামদেবপুর) প্রমুখ। যাহারা বর্তমানে গ্রাহক হইয়াছেন ও ভবিষ্যতে গ্রাহক হইয়া পরবর্তী মুদ্রণকার্যে সহযোগিতা করিবেন—তাহারা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র।

অনেক উদার মহানুভব নিঃশর্তভাবে নগদ অর্থ ধার হিসাবে দিয়া গ্রন্থ প্রকাশে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে শ্রীল সতীশচন্দ্র দত্ত ভক্তিতত্ত্ব-বাচস্পতি (প্রপন্নাশ্রম গ্রন্থ ভাণ্ডার), শ্রীনারায়ণচন্দ্র মণ্ডল, শ্রীমান্ সুনীতি কয়াল, শ্রীমান্ শুভেন্দু কামিল্যা, শ্রীযুত কুঞ্জবিহারী আইচ, শ্রীমান্ বিমলেন্দু মণ্ডল, শ্রীযুত রথীনবাবু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য, নিঃসন্দেহে ইঁহারা সকলেই শ্রীশ্রীরাধাকান্তের বিশেষ কৃপাপাত্র।

গ্রন্থ বিষয়ে নূতন করিয়া জানাইবার কিছু নাই, পূর্ব সংস্করণেই তাহা যথাযথভাবে বর্ণিত হইয়াছেন, সে কারণ পুনরুক্তি করিয়া গ্রন্থ কলেবর বৃদ্ধি করিলাম না।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রন্থ মুদ্রণে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রহিলাম। প্রভুবর্গের কৃপায় এইবারও সাউরী প্রপন্নাশ্রম হইতে গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায় আমি বিশেষ আনন্দিত। বৃদ্ধ বয়সে আমার পক্ষে এই দুরূহ কার্যের ভার গ্রহণ করা সম্ভব হইত না, বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র

মণ্ডল (কামদেবপুর), শ্রীমান্ নিতাই গোপাল চন্দ্র (সিংহাই) ও শ্রীমান্ নিমাই চন্দ্র লৌহ (রামজীবনপুর) ইঁহাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া, অর্থাদি সংগ্রহ ছাড়াও সুষ্ঠু মুদ্রণে উহাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতার জন্য শ্রীশ্রীরাধাকান্তের নিকট ভক্তিলাভের প্রার্থনা জানাই।

বর্তমানে সর্বপ্রকার ব্যয় বেশী হওয়ায় গ্রন্থ মূল্য আশানুরূপ হ্রাস করিতে না পারায় কৃপাময় পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি, বাধা-বিঘ্নের মধ্যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেন। ইহার মধ্যে যাহা কিছু ত্রুটি তাহা আমারই অজ্ঞতা, গ্রন্থ পাঠে কেহ উপকৃত হইলে প্রভুবর্গের আশীর্বাদ জানিবেন। অদোষ দরশি শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে, প্রকাশের বিলম্ব-হেতু ক্ষমা প্রার্থনা পূর্বক কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

বৈষ্ণবপদরজাভিলাষী
দীন প্রকাশক
শ্রীললিতগোপাল ভক্তিমিত্র
সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পশ্চিম মেদিনীপুর

প্রকাশনা তিথি
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা
৮ই আষাঢ়, ১৪০১ বঙ্গাব্দ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি—

"সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।
কৃষ্ণ, ভক্ত, ভক্তিতত্ত্ব জানি যাহা হৈতে॥"

নীলাচল বিভূষণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দের প্রাণসম্পদ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু কৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাপুষ্ট শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রণীত মূল শ্লোক এবং তৎকৃত 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকা, টীকার তাৎপর্য, সারশিক্ষা সম্বলিত '**শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্**' গ্রন্থরত্ন পুনরায় প্রকাশিত হইলেন।

বলাবাহুল্য, পূর্ব পূর্ব সংস্করণে এই গ্রন্থের মহিমা বিষয় সবিশেষ বর্ণিত আছে। ভজনানন্দী বৈষ্ণববৃন্দ, সজ্জনবৃন্দ ইহার আস্বাদনে ধন্য হইয়াছেন। চাহিদা থাকিলেও দুর্ভাগ্যের বিষয়, অর্থসংকটের জন্য এই গ্রন্থ প্রকাশনায় অনেক বিলম্ব হইয়াছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোনও এক শুদ্ধভক্তের আগ্রহাতিশয্যে এই গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণে উৎসাহিত হই। বিশেষ কথা, বর্তমানে সর্বপ্রকার ব্যয় বেশী হওয়ায় বাধ্য হইয়া এই গ্রন্থের আনুকূল্য বৃদ্ধির জন্য কৃপাময় পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই কার্যে যাঁহারা সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণে অনিচ্ছাকৃত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিতে পারে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গ সে বিষয়ে আমায় যেন ক্ষমা করেন এবং পরবর্তীকালে সেইগুলি সংশোধনের যেন সুযোগ করিয়া দেন—ইহাই প্রার্থনা।

নিবেদন ইতি—
বৈষ্ণবদাসানুসাদ
ব্রজমোহন দাস
সাউরী প্রপন্নাশ্রম

প্রকাশন তিথি, গৌরপূর্ণিমা
বাংলা ১৪২২ সাল
শ্রীভক্তিতীর্থ গ্রন্থভাণ্ডার
সাউরী প্রপন্নাশ্রম
পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

প্রথম খণ্ড

(শ্রীভগবৎ কৃপাসার-নির্দ্ধার)

বিষয়-সূচী

বিষয়	শ্লোকনির্দেশ

প্রথম অধ্যায় (ভৌম)

দ্বিতীয় অধ্যায় (দিব্য)

তৃতীয় অধ্যায় (প্রপঞ্চাতীত)

চতুর্থ অধ্যায় (ভক্ত)

বিষয়	শ্লোকনির্দেশ

পঞ্চম অধ্যায় (প্রিয়)

বিষয়	শ্লোকনির্দেশ

ষষ্ঠ অধ্যায় (প্রিয়তম)

সপ্তম অধ্যায় (পূর্ণ)

বিষয়	শ্লোকনির্দেশ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ পঞ্চানন ভক্তিশাস্ত্রী—(প্রেমানন্দ দাস বাবাজী)

আবির্ভাব—১২৯৮, ১০ পৌষ কৃষ্ণানবমী তিরোভাব—১৩৯০, ১৪ জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাতৃতীয়া

॥ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায় ভগবতে শ্রীরাধিকারমণায় ॥

শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতম্

প্রথম খণ্ডম্

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

১। জয়তি নিজপদাব্জ-প্রেমদানাবতীর্ণো
বিবিধমধুরিমাব্ধিঃ কোঽপি কৈশোরগন্ধিঃ।
গতপরমদশান্তং যস্য চৈতন্যরূপা-
দনুভবপদমাপ্তং প্রেম গোপীষু নিত্যম্॥

মূলানুবাদ

১। যিনি নিজ পাদপদ্ম-যুগলে প্রেম-বিতরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, যিনি বিবিধ মধুরিমার সাগর, যাঁহার প্রেম পরমদশার চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াও গোপীবর্গে নিত্য বিরাজমান এবং যাঁহার শ্রীচৈতন্যাখ্যস্বরূপ হইতে সেই চরম-সীমান্ত গোপীপ্রেম সকলের অনুভবের বিষয় হইয়াছে, সেই নিত্য-কৈশোর-ভূষিত কোন এক অনির্বচনীয় পুরুষ সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন॥ ১॥

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

ভক্তি র্যা নিখিলার্থবর্গজননী যা ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতে-
রানন্দাতিশয় প্রদা বিষয়জাৎ সৌখ্যাদ্বিমুক্তির্যয়া।
শ্রীরাধারমণং পদাম্বুজযুগং যস্যা মহানাশ্রয়ো,
যা কার্য্যা ব্রজলোকবৎ গুরুতরপ্রেম্নৈব তস্যৈ নমঃ॥
নমশ্চৈতন্যচন্দ্রায় স্বনামামৃতসেবিনে।
যদ্রূপাশ্রয়ণাদ্ যস্য ভেজে ভক্তিময়ং জনঃ॥
অভিপ্রেতার্থবর্গানামেকদেশস্য দর্শনাৎ।
দিগ্‌দর্শিনীতি-নাম্নীয়ং স্বয়ং টীকাপি লিখ্যতে॥

১। ইহ হি গ্রন্থে ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষপ্রদায়িনী শ্রীভগবতো ভক্তির্নিরূপ্যতে, তস্যাস্তু ব্রহ্মানন্দানুভবাদপি পরমমহান্ সুখরাশিঃ সম্পদ্যতে; সাচ গোপীনাথ-চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্বমধিকৃত্যৈব বিধেয়া। তত্র চ প্রেম্নৈব, তত্রাপি শ্রীমন্নন্দব্রজজনপ্রেমবৎ সর্ব্ব-নিরপেক্ষতয়া পরম-মহত্তমেনৈবেতি নির্দ্ধার্য্যতে। এতাদৃশীং ভক্তিং কুর্ব্বতাং জনানাং বৈকুণ্ঠোপরি শ্রীমদ্গোলোকে শ্রীমন্নন্দকিশোরেণ সমং নিরন্তরস্বৈরবিহারঃ প্রাপ্যং ফলমিতি চাগ্রে প্রদর্শ্যতে। এতদেবাখিলং যথাস্থানমগ্রে ব্যক্ততয়া বিস্তরেণ নির্ব্বচনীয়ম্। তদর্থমেব পরমাভীষ্টতরস্য শ্রীমদ্দৈবতবরস্যাসাধারণ পরমোৎকর্ষবর্ণনেন তন্মহাপ্রসাদং যাচমান ইব প্রথমং মঙ্গলমাচরতি, জয়তীতি, সর্ব্বোৎকর্ষতয়া বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। উৎকর্ষশ্চাত্রাসংকোচবৃত্ত্যা নিজসীমান্তং প্রাপ্ত এব গৃহ্যতে; স চ সর্ব্ববিলক্ষণনিজরূপগুণলীলাদিমাধুরীপ্রকটনেন সর্ব্বচিত্তাকর্ষকয়োঃ শ্রীমচ্চরণারবিন্দয়োর্ভক্তেঃ প্রদানমেব; তত্র চ সপ্রেমকায়াঃ; তত্রাপি দীনহীনজনেষ্বপি তদ্বিস্তারণমিতি। স কো জয়তীত্যপেক্ষায়াং বিশেষ্যং দর্শয়ন্ পরমোৎকর্ষমেবোদ্দিশতি,—কোঽপীতি, কেনাপি প্রকারেণ নির্ব্বক্তুমশক্য ইত্যর্থঃ। তদেবাহ বিবিধেতি। বিবিধানাং রূপগুণাদিসম্বন্ধি নানাপ্রকারাণাং মধুরিম্নামব্ধিরনবগাহ্য-স্থিরাপারাগাধাশ্রয়ঃ। তত্র রূপমধুরিমাণমাহ—কৈশোরেতি। কৈশোরস্য গন্ধঃ সততসম্পর্কবিশেষো যস্মিন্ সঃ। বাল্যেঽপি তারুণ্যেঽপি পরমমহাসুন্দরকৈশোরশোভানপগমাৎ সর্ব্বদৈব কৈশোরবিভূষিত ইত্যর্থঃ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে (২। ২৮। ১৭) শ্রীকপিলদেবেনাপি স্বমাতরং প্রত্যুপদিষ্টম্। 'সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরমিতি'। ননু ঈদৃশো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রো বৈকুণ্ঠোপরি শ্রীমদ্গোলোকে বিহরতি; তস্য চ পরম দুর্লভত্বাৎ তদীয়ভক্তিমহিমবর্ণনাদি-মহাপ্রসাদোঽপ্যতিদুষ্প্রাপ্য এবেত্যত্রায়াসো ব্যর্থ এবেত্যাশঙ্ক্য তত্রোত্তরং বদন্ গুণমধুরিমাণং দর্শয়িতুমাদৌ পরমৌদার্য্যমাহ—নিজেতি, নিজপদাব্জয়োঃ প্রেম তস্য দানার্থং ভূতলে মথুরায়াং গোলোকাদবতীর্ণ ইত্যর্থঃ। অতস্তৎপ্রসাদশ্চাসৌ সুপ্রাপ্য ইবেতি ভাবঃ। যদ্যপি কংসবধাদ্যর্থমবতীর্ণোঽস্তি তথাপি তৎপ্রয়োজনমীষৎকরং প্রেমদানমেবাসাধারণতয়া মুখ্যং। তথাচ শ্রী প্রথমস্কন্ধে শ্রীকুন্তীস্তুতৌ। (শ্রীভা ১।৮।২০)—'তথা পরমহংসানাং মুনীনামমলাত্মনাম্। ভক্তিযোগবিধানার্থাং কথং পশ্যেম হি স্ত্রিয়ঃ ॥' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈঃ—'আত্মারামানপি স্বগুণৈরাকৃষ্য ভক্তিযোগং কারয়িতুমবতীর্ণং ত্বাং কথং বয়ং স্ত্রিয়ঃ পশ্যেমেতি। অতএবাদাবিদং বিশেষণং নির্দ্দিশ্য পশ্চাৎ প্রেমসম্প্রদানোপকরণত্বেন বিবিধ মধুরিমাব্ধিরিত্যাদি বিশেষণান্যুক্তানি। পুনরাসাধারণং তস্য লক্ষণমেব নির্দ্দিশন্ লীলামাধুরীমাহ

গতেত্যর্দ্ধেন। গোপীষু শ্রীমন্নন্দব্রজবল্লবীষু যস্য নিত্যং প্রেম, বল্লবীগণবল্লভ ইত্যর্থঃ। বহুব্রীহিণা স এবার্থঃ জ্ঞেয়ঃ। এবং দশাক্ষর মহা মন্ত্রবরার্থঃ সূচিতঃ। অগ্রে গোলোকমাহাত্ম্যোপাখ্যানারম্ভে তথৈব মাহাত্ম্যভরকথনাৎ। কথম্ভূতম্? গতঃ প্রাপ্তঃ পরমদশায়াঃ চরমকাষ্ঠায়া অন্তোঽবসানং যেন তৎ। এবং নিজপদাব্জ-প্রেমদানাবতীর্ণত্বাত্তৎকৃপয়ান্যেষাং তস্মিন্ প্রেমেত্যুক্তং। তস্য তু গোপীষু প্রেমেতি তাসাং পরমমাহাত্ম্যমুদ্দিষ্টম্। যদ্যপি যেষাং তস্মিন্ প্রেমা তেঽপি তস্য প্রেমবিষয়া এব, তথাপি তেষাং যাবন্ত এব প্রেমবিশেষাস্তস্মিন্ তস্যাপি তেষু তাদৃক্ প্রেমবিষয়তা। তাস্তু তস্য নিত্যসিদ্ধ নিরুপাধি প্রেমবিষয়া ইতি নিত্যপ্রিয়াণাং তাসাং মাহাত্ম্যবিশেষঃ স্বত এব সিধ্যেৎ। কিঞ্চ, নিত্যমিত্যনেন কদাচিৎ কথঞ্চিদপি তস্য তাসূপেক্ষাদিকং কিঞ্চিন্নাস্তীত্যপি বোধ্যতে। এতচ্চ শ্রীমদ্গোলোকমাহাত্ম্যে শ্রীনারদাদ্যুক্ত্যা ব্যক্তী ভবিষ্যতি। ননু ঈদৃশাশ্চেত্তে কথং তর্হি তেষাং মাহাত্ম্যং জ্ঞানগম্যং স্যান্মনসোঽপ্যগোচরত্বাদ্? সত্যং, তস্যৈবাবতারস্য প্রভাববিশেষাদিত্যাহ—চৈতন্যেতি। যস্যেত্যত্রাপ্যর্থবলাদন্বেত্যেব। যস্য চৈতন্যাখ্যং রূপমবতারঃ তস্মাদনুভবস্য সাক্ষাৎকারস্যাপি কিমুত জ্ঞানস্য পদং ব্যবসিতিবিষয়ং বা প্রাপ্তং। অয়মর্থঃ—যদ্যপি শ্রীচৈতন্যদেবো ভগবদবতার এব; তথাপি প্রেমভক্তিবিশেষপ্রকাশনার্থং স্বয়মবতীর্ণত্বাত্তেন তদর্থং স্বয়ং গোপীভাবোঽপি ব্যজ্যতে। তদনুরূপেণ নিরন্তরমুদ্যতা তস্য শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমবিশেষেণ তদ্বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাদি তাদৃশ এব বোধ্যতে। এবং তস্য দীন-নীচজনৈকবন্ধোর্মাহাত্ম্যবিশেষেণাধুনিকৈর্নীচৈরপি সর্ব্বৈর্গোপীবিষয়কং ভগবৎপ্রেম সাক্ষাদেব তদনুভূতমিতি। এবং গোপীনাং পরমমাহাত্ম্যভরসিদ্ধ্যা তৎপ্রিয়স্য ভগবতোঽপি পরমোৎকর্ষবিশেষঃ সিদ্ধঃ। অনেন চৈতদ্-গ্রন্থ-প্রতিপাদ্যার্থশ্চ সূচিতঃ। ভগবৎকৃপাভরপাত্রনির্দ্ধারণাদিনা পর্য্যবসানে গোপীনামেব মাহাত্ম্যভর-প্রতিপাদনদ্বারা সপরিকরস্য তদ্বিষয়ক ভগবৎপ্রেমবিশেষস্যৈব নিরূপণাদিত্যেষা দিক্। এবমনুভূতত্বাচ্চাত্রারব্ধং তদ্বর্ণনং ন দুঃশকং, ন চ কিঞ্চিৎ সন্দেহাস্পদমপীতি শ্রদ্ধয়া সর্ব্বৈঃ শ্রীবৈষ্ণববরৈঃ বক্ষ্যমাণমিদমশেষং শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১। যে ভক্তি নিখিল পুরুষার্থবর্গের জননী, যে ভক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, যে ভক্তির কৃপায় অনিত্য বিষয়সুখ হইতে বিমুক্তি লাভ করা যায়, শ্রীরাধারমণ-চরণযুগল যাঁহার প্রধান

আশ্রয়, ব্রজবাসিগণের ন্যায় গুরুতর প্রেম সহকারে যাঁহার অনুশীলন করিতে হয়, সেই শ্রীভক্তিদেবীকে নমস্কার।

যাঁহার শ্রীরূপের আশ্রয় করিলে মাদৃশ জনও তদীয় ভক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই নিজনামামৃতসেবী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে নমস্কার।

এই টীকার নাম 'দিগ্‌দর্শিনী'। কারণ, এই টীকা দ্বারা আলোচ্য গ্রন্থের বহুপ্রকার অভিপ্রেত অর্থের মধ্যে 'দিক্‌দর্শন-ন্যায়ে' একদেশের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই গ্রন্থের প্রতি শ্লোকেই বহুপ্রকার অর্থ বর্তমান, এই টীকাতে তাহার একদেশমাত্র দেখান হইয়াছে। আর এই টীকাটিও আমারই (গ্রন্থকারেরই) লিখিত।

এই গ্রন্থে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িণী শ্রীভগবদ্ভক্তি নিরূপিতা হইতেছেন। এই ভক্তির অনুশীলনে ব্রহ্মানন্দানুভব হইতেও পরম মহান্ সুখরাশি সম্পন্ন হয়েন। শ্রীমন্নন্দব্রজজনের ন্যায় শ্রীগোপীনাথ-চরণারবিন্দ-যুগলের আশ্রয়ে সর্বনিরপেক্ষ পরমমহোত্তম প্রেমের সহিত এই ভক্তির অনুশীলন করিতে হয়। উক্ত বিষয় অর্থাৎ অধিকারী, অভিধেয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনরূপ অনুবন্ধ-চতুষ্টয় এই গ্রন্থে নির্ধারিত হইতেছেন। যাঁহারা এতাদৃশী ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের বৈকুণ্ঠোপরি শ্রীমদ্‌গোলোকে শ্রীমন্নন্দকিশোরের সহিত নিরন্তর-স্বৈরবিহাররূপ পরম ফল লাভ হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

এই গ্রন্থের নির্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তির জন্য গ্রন্থকার নিজ পরমাভীষ্টতর শ্রীশ্রীমদ্ রাধারমণদেবের অসাধারণ পরমোৎকর্ষ বর্ণন দ্বারা তদীয় মহাপ্রসাদ-প্রার্থনরূপ প্রথম মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—'জয়তি' ইত্যাদি। এস্থলে জয় শব্দের অর্থ, যিনি সর্বতোভাবে সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। আর এই উৎকর্ষ শব্দের অর্থও অসঙ্কোচবৃত্তিতে নিজসীমা পর্যন্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব যিনি সর্ববিলক্ষণ নিজ-রূপ-গুণ-লীলাদি-মাধুরী-প্রকটন দ্বারা সর্বচিত্তাকর্ষক নিজপাদপদ্মযুগলে দীনহীনজনসুলভ প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া আপনার সকল আবির্ভাব হইতেও সর্বোৎকর্ষের চরমসীমা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই কোন এক অনির্বচনীয় পুরুষ জয়যুক্ত হইতেছেন। 'সেই কোন এক অনির্বচনীয় পুরুষ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, তাঁহার কৃপা ও রূপ-গুণাদির মাধুরী কেহ কখনও বর্ণনা করিতে সমর্থ নহেন। অতঃপর অন্যান্য বিশেষণ উক্ত হইতেছে—বিবিধ ইত্যাদি। যিনি রূপ-গুণাদি সম্বন্ধীয় বিবিধ মধুরিমার সাগরস্বরূপ। অর্থাৎ সাগর যেরূপ অনবগাহ্য, স্থির, অপার ও অগাধজলের আশ্রয়; তদ্রূপ শ্রীনন্দ-কিশোরও অনবগাহ্য, স্থির, অপার ও অগাধ মধুরিমার আশ্রয়। এক্ষণে রূপমাধুরী

বলিতেছেন—'কৈশোর' ইত্যাদি। তাঁহার রূপে সতত কৈশোর-সম্পর্ক বিদ্যমান। বাল্য-তারুণ্যাদি সকল অবস্থাতেই পরম মহাসুন্দর কৈশোর-শোভাশালী, কখনও উহার অপগম হয় না—সর্বদাই নিত্যকৈশোরে বিভূষিত। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—"শ্রীভগবান সর্বদা কৈশোরে অবস্থিত এবং তিনি ভক্তানুগ্রহকাতর।" যদি ঈদৃশ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বৈকুণ্ঠের উপরিস্থিত শ্রীমদ্‌গোলোকে বিহার করেন, তবে পরমদুর্লভত্ব-হেতু তদীয় ভক্তিমহিমা-বর্ণনাদি-মহাপ্রসাদে অতি দুষ্প্রাপ্য; সুতরাং এবিষয়ে প্রয়াস ব্যর্থ নহে কি? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া তদুত্তরে তদীয় গুণ-মধুরিমা প্রদর্শন করিতে গিয়া প্রথমতঃ তাঁহার পরম ঔদার্যমাধুরী প্রকাশ করিতেছেন—'নিজ' ইত্যাদি। নিজ-পাদাজযুগলে প্রেমদানার্থ তিনি শ্রীগোলোক হইতে ভূলোকে শ্রীমথুরামণ্ডলে অবতরণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার প্রসাদ সুপ্রাপ্য হইয়াছেন। যদ্যপি কংস প্রভৃতি অসুরসংহার দ্বারা ভূভার হরণরূপ অবতার-প্রয়োজন; কিন্তু তথাপি উহা অকিঞ্চিৎকর, প্রেম-বিতরণরূপ প্রয়োজনই অসাধারণ বলিয়া মুখ্য। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধে শ্রীকুন্তীস্তবে এইরূপই উক্ত হইয়াছে—'হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি পরমহংস নির্মলাত্মা মুনিগণের প্রতি ভক্তিযোগ বিধানের নিমিত্তই অবতীর্ণ হইয়াছ, সুতরাং আমরা স্ত্রীজাতি হইয়া কিরূপে তোমাকে জানিতে পারিব?' শ্রীধরস্বামীপাদও উক্তপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নিজগুণে আত্মারামগণকে আকর্ষণ করতঃ ভক্তিযোগ প্রদানের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ।' এইজন্য সর্বাগ্রে 'নিজপাদাব্জ-প্রেমদানাবতীর্ণ', এই বিশেষণ নির্দেশ করিয়া পরে প্রেম বিতরণের উপকরণরূপে 'বিবিধ মধুরিমাব্ধি' ইত্যাদি বিশেষণ উল্লিখিত হইয়াছে। পুনশ্চ অসাধারণ লক্ষণ নির্দেশ করিবার জন্য লীলামাধুরী বর্ণন করিতেছেন—'গত' ইত্যাদি। গোপীগণে (শ্রীমন্নন্দব্রজবল্লবীগণে যাঁহার নিত্য প্রেম, তিনি বল্লবীগণ-বল্লভ। এইরূপে দশাক্ষর মহামন্ত্রবরের অর্থ সূচিত হইয়াছে। এবিষয়ে অগ্রে শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য উপাখ্যানের প্রারম্ভে (দশাক্ষর মহামন্ত্রবরের অর্থ-বিকাশ-প্রসঙ্গে) গোপীপ্রেমের মাহাত্ম্যরাশি বিবৃত হইবে। সেই গোপীপ্রেম কিরূপ? সেই গোপীপ্রেম পরমাবস্থার চরম-সীমাপ্রাপ্ত। আর এইরূপে 'নিজপাদাব্জ প্রেমদানাবতীর্ণ' বিশেষণ দ্বারা গোপীগণ ব্যতীত আপামর সাধারণকেও কৃপা করিয়া সেই প্রেম প্রদান করেন, বুঝা যাইতেছে; কিন্তু পরবর্ত্তী 'প্রেম গোপীষু নিত্যম্' এই বাক্যে গোপীপ্রেমেরই পরম মাহাত্ম্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে। যদ্যপি প্রেমিক ভক্তমাত্রই ভগবৎপ্রেমের বিষয় হইয়া থাকেন, তথাপি শ্রীভগবানের প্রতি যাঁহার যে পরিমাণ প্রেম হয়, শ্রীভগবানেরও তাঁহার প্রতি সেই পরিমাণ প্রেম হয়; কিন্তু গোপীগণ শ্রীভগবানের নিত্য প্রিয়া, সুতরাং নিত্যসিদ্ধ নিরুপাধিক ভগবৎপ্রেমের

বিষয় বলিয়া তাঁহাদিগেরই মাহাত্ম্যবিশেষ স্বতঃই সিদ্ধ (নিষ্পন্ন) হইতেছে। আর 'নিত্য' শব্দ দ্বারাও কখনও কোনরূপে শ্রীভগবানের শ্রীগোপীগণের প্রতি কিছুমাত্র উপেক্ষাদি নাই বুঝা যাইতেছে। এবিষয় পরে শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যে শ্রীনারদোক্তিতে ব্যক্ত হইবে। যদি বল, ঈদৃশী গোপীপ্রেম মনোবুদ্ধির অগোচর হইলে তদ্বিষয়ে মাহাত্ম্যজ্ঞান হইবে কিরূপে? সত্য, এই গোপীপ্রেম মুনিগণেরও মনস্পথের অতীত; কিন্তু শ্রীরাধারমণদেবের তদ্বিষয়ক প্রেমবিশেষের প্রভাবে উহা স্বয়ংই অভিব্যক্ত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচৈতন্যরূপ হইতে ঐ গোপীপ্রেম সকলের অনুভবের বিষয় হইয়াছে। ফলিতার্থ এই যে, যদ্যপি শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই শ্রীকৃষ্ণ, তথাপি প্রেমভক্তিবিশেষ প্রকাশনার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া সেই গোপীভাবও স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছে। (এতদ্দ্বারা তাঁহার কৃপায় অন্যেরও প্রেমলাভ সূচিত হইল) আর তদনুরূপেই নিরন্তর উদ্যত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমবিশেষ হইতে গোপীবিষয়ক-শ্রীকৃষ্ণপ্রেমও তাদৃশরূপে বোধগম্য হইয়াছে। অর্থাৎ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্যরূপে গোপীভাবে বিভাবিত হইয়া গোপীপ্রেম স্বয়ং আস্বাদনপূর্বক জগতে প্রচার করিয়াছেন। এইরূপে দীন-হীনজনৈকবন্ধু শ্রীচৈতন্য-দেবের কৃপামাহাত্ম্য-প্রভাবে আধুনিক দীনহীন ব্যক্তি-সকলও সেই গোপীবিষয়ক ভগবৎপ্রেম সাক্ষাৎ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রকারে গোপীগণের পরম মাহাত্ম্যরাশি সিদ্ধ হওয়াতে তাঁহাদের প্রিয় শ্রীভগবানেরও পরমোৎকর্ষবিশেষ সিদ্ধ হইতেছে। এতদ্দ্বারা এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য-বিষয় নির্ধারিত বা অর্থ সূচিত হইল। আবার ভগবৎকৃপাভরপাত্র নির্ধারণাদির পর্যবসানেও গোপীগণের মাহাত্ম্যরাশি প্রতিপাদন-দ্বারা (প্রয়াগ তীর্থ হইতে দ্বারকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া শ্রীনারদ যে যে মহাত্মার সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পরিপূর্ণসর্বার্থ হইয়াছেন, সুতরাং তদ্দ্বারাও গোপীগণের পরমমাহাত্ম্য স্বতঃই সিদ্ধ হইয়াছে।) সপরিকর শ্রীভগবানেরও প্রেমবিশেষ নিরূপণাদি হইবেন। এই বিচারে ইহাই দিক্দর্শন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায় অনুভূত উক্ত গোপীপ্রেম আমরাও অসন্দিগ্ধরূপে বর্ণন করিতে অসমর্থ হই নাই এবং ইহাও কিছুমাত্র সন্দেহের বিষয় নহে। অতএব সমগ্র শ্রীবৈষ্ণবপ্রবরের পক্ষে শ্রদ্ধাসহকারে এই গ্রন্থই শ্রোতব্য।

সারশিক্ষা

১। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে বিঘ্নসম্ভাবনা করিয়া তন্নিবারণ মানসে নিজ অভীষ্টদেবের অসাধারণ পরমোৎকর্ষ-বর্ণনরূপ মঙ্গলাচরণ দ্বারা তদীয়

মহাপ্রসাদ প্রার্থনা করিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে সমগ্র শ্রীবৈষ্ণবপ্রবরের উপযোগী বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নির্দেশ করিয়াছেন। কারণ, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় কি, এবং সেই বিষয়ের সহিত গ্রন্থের সম্বন্ধ কিরূপ ও তাহার ফল কি, ইহা না জানিলে কাহারও গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্তি হইবে না। এইজন্য গ্রন্থের উপক্রমে উক্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে। আর ঐ বিষয়ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ-সিদ্ধান্ত-রহস্যের সারভূতা ভক্তি এবং ভক্তির-অনুষ্ঠান-প্রকার। অতএব এই বিষয়বস্তুই অধিকারী, অভিধেয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজননামক অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছে।

অধিকারী—যাঁহারা শ্রীরাধারমণের শ্রীচরণ-কমলের মকরন্দ পান করিতে অভিলাষী, তাঁহারাই এই গ্রন্থপাঠের অধিকারী।'

অভিধেয়—ব্রজ-গোপ-গোপিকার দাস্য প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া এই ভক্তির অনুশীলন করিতে হয়।

এইরূপ দুর্লভতর বস্তুর প্রতি প্রবল লালসা বিনা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব সেই শ্রীনন্দনন্দন-পাদপদ্মযুগলকে বিষয় করিয়া লৌকিক সদ্বন্ধুর ন্যায় অর্থাৎ লোকানুসারিণী যে পতি-পুত্রাদি বুদ্ধি, (তাহাই সর্বোত্তমা সৌহার্দ্যপরা বুদ্ধি বলিয়া) তাদৃশ সম্বন্ধজ্ঞানে ভয়াদি-জনিত বিঘ্ন দূর করিয়া এই ভক্তির অনুশীলন করিতে হয়। আর সেই অনুশীলন-সিদ্ধির মহামুখ্য সহায়ক এই গ্রন্থ। যদিও' শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁর লীলা-পরিকরাদির ভাবমাধুর্য-প্রাপ্তির অধিকার-যোগ্যতা উক্ত ভাবমাধুর্য-প্রাপ্তির লোভই সম্পন্ন করে, তথাপি এই গ্রন্থ অনুশীলন করিলে সেই বিষয়ে লোভোৎপত্তি হয় এবং সেই লোভোৎপত্তির সমকালেই সাধক-চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয় বলিয়া লভ্যবস্তু-বিষয়ক স্মরণাদিও তাহার পক্ষে সুগম হয়।

সম্বন্ধ—এই গ্রন্থের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার লীলা-পরিকরগণের ভাব-মাধুর্যাদিব্যঞ্জক লীলাচরিতের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ।

প্রয়োজন—শ্রীরাধারমণের শ্রীচরণযুগলে উক্তপ্রকার প্রেমসেবা প্রাপ্তিই প্রয়োজন।

প্রশ্ন হইতে পারে, আলোচ্য ভক্তির স্বরূপ কি?—পরম অনির্বচনীয় হইলেও উহার ভাব-মাধুর্য সেই ব্রজবাসিগণই অবগত আছেন। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিপর শাস্ত্রসকলে এবং রসিক সম্প্রদায় উহার তত্ত্ব পরমানন্দ-পরিপাকময়তারূপে নিরূপণ করিয়াছেন; তথাপি বহির্মুখ সমীপে উহা 'পুরুষার্থবর্গের জননী'-স্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন; কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ উক্ত ধর্মাদি চতুর্বর্গের আদর করেন না। আবার জ্ঞানী ও যোগী সম্বন্ধে ঐ ভক্তি

'নির্বিশেষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতেও অধিক আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন।' যদিও ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পুরুষার্থ দুইটি—সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি; কিন্তু একথা সঙ্গত হয় না। কারণ, সুখপ্রাপ্তি হইলে স্বতঃই দুঃখ নিবৃত্তি হয়; সুতরাং সুখই পুরুষার্থ। যদিও প্রবৃত্তির প্রেরণায় দুঃখ নিবৃত্তির ইচ্ছা জন্মায়, তথাপি সুখবিষয়ক জ্ঞানই ঐ ইচ্ছার জনক। অতএব সুখই পরমপুরুষার্থ —ইহা সর্বশাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। তবে যে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে পুরুষার্থ বলা হয়, তাহা উপায়ে উপেয় (ফল) ভাবের আরোপ মাত্র। যদিও উক্ত ধর্মাদি দ্বারা কচিৎ মিশ্রাভক্তি লাভ করা যায়, তজ্জন্য গৌণরূপে উহারাও পুরুষার্থ নামে অভিহিত হইয়া থাকে; কিন্তু উহারা স্বতঃ পুরুষার্থ নহে—পুরুষার্থ লাভের উপায় মাত্র। এইরূপে সামান্যতঃ আলোচনায় ভক্তির পরম পুরুষার্থত্ব প্রতিপন্ন হইলেও ভক্তির স্বরূপলক্ষণ বা প্রধানতম আশ্রয়তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিল। এইজন্য পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন— "শ্রীরাধারমণ-চরণযুগল যাঁহার প্রধান আশ্রয়।" এতদ্দ্বারা নিখিল শ্রীভগবদবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্ব-হেতু সর্বাবতারিত্ব এবং নিরতিশয় ঐশ্বর্যবত্ত্ব-হেতু সর্বশ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইলেও তিনি এই ভক্তির প্রধানতম আশ্রয় নহেন; উহা নিরুপাধিক নিরতিশয় পরম প্রেমের মূর্তি শ্রীব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেও শ্রীরাধার প্রেমাতিশয্যে এবং তাঁহার সংস্পর্শে সর্বাতিশয় সৌন্দর্যাদি মধুরিমার মহাসমুদ্র-স্বরূপ শ্রীরাধারমণ- চরণযুগলই এই ভক্তির প্রধানতম আশ্রয় এবং ইহাই ভক্তির স্বরূপ লক্ষণ বলিয়া এই গ্রন্থে নিরূপিতা হইতেছেন। আর তটস্থ লক্ষণ বিষয়ে বলিয়াছেন—"এই ভক্তির কৃপায় অনিত্য বিষয়সুখ হইতে বিমুক্তি লাভ করা যায়।" যদিও এই ভক্তিদেবী সর্বত্র দেশ, কাল ও পাত্র নির্বিশেষে স্বীর ফল প্রদানে স্বরূপ যোগ্যতার সর্বতোভাবে নিরপেক্ষা; তথাপি সাধকের যোগ্যতানুসারে অর্থাৎ ভক্তিবাসনার ক্রমবিকাশ অবলম্বন করিয়াই ফলোপাধায়করূপে আবির্ভূতা হইয়া থাকেন। এই আবির্ভাব-প্রকারও গৌণ ও মুখ্য-ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে গৌণরূপে আবির্ভাব বর্ণাশ্রমাদি ধর্মের দ্বার দিয়া বা আত্ম-অনাত্ম-বিবেক ও জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির মধ্য দিয়া ভক্তির স্ফূরণ হয় বলিয়া তাহাতে কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির সংমিশ্রণ থাকে, এইজন্য ঐ ভক্তিকে আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়; কিন্তু এই ভক্তির মূলে মহৎকৃপা না থাকার জন্য জীবের শুদ্ধ আত্মতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন না। তবে দৈবাৎ কোন ভাগ্যে কাহারও শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের শ্রবণাদি বা শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইলে ভক্তির কৃপায় ঐ অনিত্য বিষয়সুখকামনা হইতে মুক্তি লাভ হয়। এইরূপ গৌণভক্তি অবলম্বনে সুখপ্রাপ্তির ক্রমবিকাশ (প্রয়াগ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মলোক পর্যন্ত) দেখান হইয়াছে।

আর মুখ্যভক্তি ভক্তকৃপায় স্বপ্রকাশ হইয়াই জীবের শুদ্ধ আত্মায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। অতএব গৌণী ভক্তিমার্গে কদাচিৎ শ্রীভগবানে কর্মসমর্পণাদিদ্বারা প্রবেশ সম্ভব হইলেও হইতে পারে; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তিমার্গে একমাত্র শ্রীভগবৎকৃপা ও তদীয় ভক্তবৃন্দের কৃপা ভিন্ন প্রবেশ লাভ হয় না। এই মুখ্যা ভক্তি বৈধ ও রাগভেদে দুইরূপে আবির্ভূতা হয়েন। তাহার মধ্যে অনুরাগের অভাব-হেতু কেবলমাত্র শাস্ত্রের শাসনভয়ে যে ভক্তিতে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে বৈধীভক্তি বলে। আর ব্রজবাসীদিগের ভাব-মাধুর্য শ্রবণের ফলে লোভবশতঃ শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। এই রাগানুগামার্গে ভজন করিলেই ব্রজে শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায়। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাপরিকরমাত্রেরই রাগাত্মিকা ভক্তি; কিন্তু ঐশ্বর্যপ্রধান নিত্যলীলা পরিকরগণের রাগভক্তি গৌণ রাগাত্মিকা; আর কেবল মাধুর্যসম্পন্ন ব্রজপরিকরদিগের ভক্তি মুখ্য রাগাত্মিকা। এই রাগভক্তির প্রভাবে স্বয়ং ভগবানকে ঐশ্বর্য গোপন করিয়া পরমমাধুর্য আবিষ্কার করিতে হয়।

এই রাগভক্তি পূর্বে ব্রহ্মা শিবাদিরও অগম্য ছিল, কিন্তু আজ তাহা আপামর সাধারণ জীবেরও অনুভবের বিষয় হইয়াছে। যদি করুণাঘন ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গরূপে তাহা জগতে প্রদান না করিতেন, তবে জীবের পক্ষে চিরকালই অলভ্য থাকিত। কারণ, যাহা যাঁহার বস্তু, তাহা তিনি ভিন্ন অপরে প্রদান করিতে সমর্থ নহেন। সেইজন্য যাঁহারা শ্রীরাধারমণ-চরণযুগলের প্রেমসেবা লাভে একান্ত অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে আনন্দলীলাময় বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের ও তদীয় পরিকরবৃন্দের শ্রীচরণকমলে শরণাগত হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

২। শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো নিতরাং জয়ন্তি
গোপ্যো নিতান্তভগবৎপ্রিয়তাপ্রসিদ্ধাঃ।
যাসাং হরৌ পরমসৌহৃদমাধুরীণাং
নির্ব্বক্তুমীষদপি জাতু ন কোঽপি শক্তঃ॥

মূলানুবাদ

২। যে ব্রজগোপীগণ শ্রীভগবানের নিতান্ত প্রিয়তমরূপে প্রসিদ্ধ, যাঁহাদিগের শ্রীহরিতে পরম-সৌহৃদ-মাধুরীসমূহের কিঞ্চিৎমাত্রও কেহ কখনও নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; সেই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রসিদ্ধ প্রেয়সীসকল সর্বতোভাবে সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

২। শ্রীভগবন্মহাপ্রসাদপ্রাপ্তিস্তু তদীয়প্রিয়তমজনানাং প্রসাদাদেব ভবতীতি তেষামুক্তপ্রকারকমের পরমোৎকর্ষমাহ, শ্রীরাধিকেতি। গোপীষু সর্ব্বাস্বপি শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠতমা; অতএব তদাদিত্বমুক্তম্। নিতরামিতি, ভগবতঃ কদাচিৎ কঞ্চিৎ প্রত্যুপেক্ষাদিকং লোকদৃষ্ট্যা প্রতীয়েতাপি, অতঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বদৃষ্ট্যা তস্য পরমোৎকর্ষো ন সিধ্যেৎ। আসাঞ্চ তন্নাস্তি, কিন্তু সর্ব্বদৈব সর্ব্বত্রৈব সর্ব্বৈরেব পরমোৎকর্ষোঽনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীভগবতৈব তাঃ প্রতি শ্রীদশমে—'ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ। যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা' ইতি; যতঃ নিতান্তা অতিগাঢ়া পরমকাষ্ঠাং প্রাপ্তা যা ভগবতঃ প্রিয়তা প্রেমাস্পদত্বং তয়া প্রসিদ্ধাঃ। প্রসিদ্ধত্বাচ্চ নাত্র প্রমাণমনুসন্ধেয়মিত্যর্থঃ। তথাপি ভক্ত্যানন্দভরেণ তত্রৈব হেতুং নির্দ্দিশতি, যাসামিতি, হরৌ পরমমনোহরে শ্রীকৃষ্ণে যৎ পরমং সৌহৃদং প্রেম তস্য মাধুরীণাং মধ্যে ঈষন্মনাগপি জাতু কদাচিৎ স হরিরপি নির্ব্বক্তুং নিরূপয়িতুং ন শক্তো ভবতি। অন্যস্য তত্র কা কথা ইত্যর্থঃ। এবং ভগবতস্তাসাং চান্যোন্যং নিত্যপ্রেম-বিশেষো দর্শিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২। শ্রীভগবানের মহাপ্রসাদ প্রাপ্তি তদীয় প্রিয়তমজনগণের প্রসাদেই হইয়া থাকে। অতএব তদীয় প্রিয়তমজন সকলও তাঁহারই ন্যায় পরমোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। ইহাই 'শ্রীরাধিকা' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের সর্বভক্তের

মধ্যে গোপীগণই শ্রেষ্ঠ এবং সর্বগোপীর মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠতমা। এইজন্য শ্রীরাধিকার নাম প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে। 'নিতরাং' শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, ভক্তমাত্রই ভগবানের প্রিয় বটেন, কিন্তু লোকদৃষ্টিতে কদাচিৎ কাহারও প্রতি কিঞ্চিৎ উপেক্ষাদি প্রতীত হইলে সর্বত্র সর্বদা সকলের দৃষ্টিতে তাঁহার পরমোৎকর্ষতা সিদ্ধ হয় না; কিন্তু গোপীগণের সম্বন্ধে তাহা নহে। অর্থাৎ কখন কোন প্রকারে শ্রীভগবানের কিছুমাত্র উপেক্ষাদি দেখা যায় না; বরং সর্বদা সর্বত্র সর্বমহানুভবগণ-কর্তৃক তাঁহাদিগের পরমোৎকর্ষতাই অনুভূত হইয়া থাকে। আর গোপীদিগের প্রেমাতিশয় বর্ণনাও শ্রীভগবান নিজমুখে করিয়াছেন—"হে ব্রজসুন্দরীগণ! আমার সহিত তোমাদের যে প্রেমময় সংযোগ—যাহার জন্য তোমরা দুশ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খল ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছ; তাহার প্রতিদানের জন্য আমি দেব-পরিমিতি আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হইলেও কিছুমাত্র শোধ দিতে পারিব না। অতএব তোমাদের সাধুকৃত্য-দ্বারাই তাহার বিনিময় হউক। অর্থাৎ আমি তোমাদের প্রেমে ঋণী রইলাম।" এইপ্রকার বহুস্থলেই গোপীদের প্রেমমহিমা উদ্‌গীত হইয়াছে। কারণ, গোপীগণ প্রগাঢ় পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ভগবৎপ্রেমাস্পদরূপে প্রসিদ্ধ। এইস্থলে 'প্রসিদ্ধ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, যাহা প্রসিদ্ধ তদ্বিষয়ে আর অন্য প্রমাণ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না; তথাপি ভক্ত্যানন্দভরে তাহার হেতু নির্দেশ করিতেছেন—'যাসাং' ইত্যাদি। যাঁহাদিগের শ্রীহরিতে (পরম মনোহর শ্রীকৃষ্ণে) পরম-সৌহৃদ-মাধুরী-সমূহের মধ্যে উৎকৃষ্ট যে প্রেম, সেই প্রেমমাধুরীর লেশমাত্রও কেহ কখনও (এমন কি স্বয়ং শ্রীহরিও) নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়েন না, সেই শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীসকল সর্বতোভাবে সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে শ্রীভগবানের ও শ্রীগোপীগণের পরস্পর নিত্যপ্রেমবিশেষ প্রদর্শিত হইল।

সারশিক্ষা

২। শাস্ত্রার্থ-নির্ণয় বিষয়ে রসিক সিদ্ধ-ভক্তগণের অনুভূতিও একটি বিশেষ প্রমাণ। তাঁহারা বলেন—"নামমাত্র জগচ্চিত্তদ্রাবিকা দীনপালিকা" অর্থাৎ শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীসকল শ্রীকৃষ্ণেরই হ্লাদিনীশক্তি। তাহার মধ্যে শ্রীরাধিকা হ্লাদিনীসার-মহাভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া তাঁহার নামে বিশ্বসংসারের কুলিশ কঠোরচিত্তও প্রেমে দ্রবীভূত হয়। এজন্য তাঁহাকে দীনজনের পালনকারিণী বলা হয়। অতএব কেহ যদি তাঁহার নাম গ্রহণপূর্বক শরণাগত হয়, তিনি তাহাকে প্রেমভক্তিদানে রক্ষা করেন।

আবার ব্যঙ্গার্থপ্রদ বহু শাস্ত্রবচনও দেখা যায়—"কৃষ্ণাশ্রয়ঃ স ন ব্রজরমানুগঃ

স্বহৃদি সপ্তশল্যানি মে।" শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—আমার আশ্রয় করিয়াও যে ব্যক্তি ব্রজলক্ষ্মীগণের আনুগত্যে ভজন না করে, তাহার ভজন, আমার হৃদয়ে শূল সদৃশ হইয়া থাকে।

শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে লিখিত আছে—"অপ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে। ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ।" যাহারা গোবিন্দের অর্চনা করিয়াও ভক্তগণের অর্চনা করে না, তাহারা বিষ্ণুর প্রসাদ লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। যেহেতু, তাহারা দাম্ভিক বলিয়া ভগবানের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

এইসকল প্রমাণ হইতে জানা যাইতেছে যে, কোন ভগবদ্ভক্তপূজাই ভগবৎ-পূজন হইতে শ্রেষ্ঠ। অতএব নিখিল ভক্তগণের শিরোমণিস্বরূপ অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যলীলাপরিকরগণেরও পূজ্যা গোপীগণের পূজা শ্রেষ্ঠতর। আবার তাহার মধ্যেও শ্রীরাধার আরাধনা শ্রেষ্ঠতম।

শ্রীভগবান আনন্দময় হইলেও হ্লাদিনীর সারভূতা ভক্তিই ভগবানকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। এইজন্য ভক্তভাব ভগবদ্ভাব হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে; বরং উৎকৃষ্ট বলিয়া ভক্তই ভগবানের একমাত্র প্রিয়তম এবং সর্বভক্তমধ্যে শ্রীউদ্ধবই শ্রেষ্ঠ। কারণ, শ্রীভগবানই বলিয়াছেন—'ত্বন্তু ভাগবতেম্বহম্' (ভাঃ ১০।১৬।১৯) আমি ভাগবতগণের মধ্যে তুমি (উদ্ধব) আর এই শ্রীউদ্ধবই গোপীগণের পদরেণু বন্দনা করিয়াছেন—"বন্দে নন্দব্রজ-স্ত্রীণাং পদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।" (ভাঃ ১০। ৪৭। ৬৩) 'আমি নন্দব্রজস্থিত গোপীগণের পাদরেণুর নিরন্তর বন্দনা করি'। অতএব গোপিকারাই সর্বশ্রেষ্ঠা এবং সেই গোপীগণের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা নিরতিশয় বরীয়সী। তাই মহানুভবগণ বলেন—শ্রীরাধার প্রেমাদি গুণ-সম্পত্তিরাশির একাংশও অন্যত্র নাই। তথাপি রসপুষ্টির জন্য তিনি স্বয়ংই শ্রীললিতা, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি গোপীস্বরূপে আত্মপ্রকটন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দে বিহার করেন। এইরূপে তাঁহারা উৎকর্ষের চরমসীমা লাভ করিয়াছেন বলিয়া পরমমাধুর্যময় ভগবত্তাসার ব্রজলীলাতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। "মাধুর্য্য ভগবত্তাসার, ব্রজে কৈল পরচার" (শ্রী চৈঃ চঃ), অতএব ব্রজলীল শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই মাধুর্যের মুখ্যতম অভিব্যক্তি এবং ব্রজই ইহার বিকাশক্ষেত্র। এইজন্য স্বতন্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতেও অধিকতর অনুরাগের সহিত শ্রীরাধাদাস্যাভিমান-পূর্বক তাঁহার প্রাণবন্ধুরূপে শ্রীকৃষ্ণই ভজনীয়তত্ত্ব এবং তাঁহার শ্রীচরণকমলে প্রেমসেবাই সাধ্য। ইহারই নামান্তর গোপীভাবে ভজন। বস্তুতঃ গোপিকার রাগের আনুগত্যভাবময়ী ভক্তিরই গোপীভাব। এই গোপীভাব

প্রাপ্তির নিমিত্ত যাঁহারা লুব্ধ হয়েন, তাঁহারা তাঁহাদেরই কৃপা-প্রভাবে সেই ভক্তি লাভ করিতে পারেন। কারণ, নিত্যলীলাপরিকরগণের ভাবের আনুগত্য ব্যতীত ভক্তির রাগানুগত্ব সিদ্ধ হয় না। চিরতপস্যারত লক্ষ্মীদেবীর গোপীত্ব লাভ না হওয়া, ইহার দৃষ্টান্ত। আবার শ্রুতিগণ গোপীর আনুগত্যে ভজন করিয়া গোপীভাব লাভ করিয়াছেন। অতএব রাগানুগীয় সাধকের সাধনক্ষেত্রে নিত্যপরিকর শ্রীরাধা, শ্রীললিতা, শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজদেবীগণ এবং তাঁহাদের অনুগত শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রভৃতি ব্রজবাসিগণ আনুগত্যের মূল আশ্রয় এবং শ্রীগুরুদেব সাধকের সাধনানুগত্যের আশ্রয়। অর্থাৎ ঐ নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের আনুগত্যের পরম্পরাক্রমে অনুগতির আশ্রয়—স্বতন্ত্ররূপে নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিত্যপরিকরদিগের গুরুতরপ্রেমের বশীভূত বলিয়া তাঁহারা কৃপা করিয়া যাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করেন, তাঁহাদিগের প্রেমবশ্যতা-হেতু শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। আর এই সেবাও ভাবনাময়ী মানসীসেবা এবং পরিচর্যামযী বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপারসাধ্যা-ভেদে দ্বিবিধ।

এই সকল প্রমাণমূলে জানা গেল যে, ভক্তসেবা, ভগবৎসেবা হইতেও সমধিক ফলপ্রদ। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' (শ্রীভাঃ ১১।১৯।২১) অতএব সাধক ও সিদ্ধ উভয়েরই পক্ষেই এই বাক্য প্রযোজ্য। অতএব রাগানুগামার্গপ্রবিষ্ট সাধককে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, যাঁহার অনুগত (শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতির অনুগত) হইয়া ভজন করিতে হইবে, তাঁহাতে যেন শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন প্রীতি না হয়। কারণ, ন্যূন প্রীতি হইলে আনুগত্য সিদ্ধ হইবে না, বরং স্থলবিশেষে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি অপেক্ষা (শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিমূলক) অধিক প্রীতি তাঁহাতে বহন করিতে হইবে। আর যথাবস্থিতদেহেও সেইরূপ গুরু ও বৈষ্ণবই সুবৃহৎ, সুতরাং তাঁহাদের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণভক্তির তুল্য ভক্তি করিতে হইবে; বরং কোন সময়ে যদি ঐ ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণভক্তিদ্বারা পুষ্যমানা হয়, তাহা হইলে ভক্তির চমৎকারিতাই সাধিত হইবে। আবার পরস্পর সৌহার্দ্যবিশিষ্ট সজাতীয় ভক্তদের মধ্যে একভক্তে অন্য ভক্তের যে প্রীতি, তাহাও শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতির পোষক বলিয়া প্রীতির সহায় হইবে।

৩। স্বদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য স্বভাবাৎ
সুমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ।
জয়তি কনকধামা কৃষ্ণচৈতন্যনামা
হরিরিহ যতিবেশঃ শ্রীশচীসূনুরেষঃ॥

মূলানুবাদ

৩। নিজভাব হইতে নিজভক্তবর্গের আপনাতে সুমধুর ভাববিশেষ আলোচনা করিয়া এবং তাদৃশ ভক্তভাবে লোভবশতঃ যিনি এই গৌড়দেশে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই কনককান্তি যতিবেশধারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামক শ্রীশচীনন্দনহরি সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী-টীকা

৩। ননু কথং তর্হি তদ্বর্ণয়িতুমুপক্রম্যত ইত্যুক্তরীত্যৈব পুনরাশঙ্ক্য, তত্র চ পূর্ব্বোক্তমেবোত্তরমভিপ্রেত্য নিখিলদীনহীনজনৈকোদ্ধারকস্য নিজনামসঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ভক্তিরসবিস্তারকস্য শ্রীভগবৎপ্রিয়তমাবতারস্য পরমমহাগুরোঃ শ্রীচৈতন্যদেবস্য প্রসাদপ্রাপ্তয়ে তস্য পরমোৎকর্ষমাহ,—স্বদয়িতেতি। স্বস্য হরের্ভাবঃ নিজভক্তজনেষু যঃ প্রেমা তস্মাৎ সকাশাৎ স্বদয়িতানাং নিজভক্তানাং ভাবং স্বস্মিন্ অসাধারণপ্রেমাণং সুমধুরং পরমোৎকৃষ্টং বিভাব্যালোচ্য তাদৃশভাবে লোভাদ্ধেতোঃ যো ভক্তরূপেণ প্রিয়সেবকস্বরূপেণাবতীর্ণঃ ইহ ভূলোকে গৌড়ে নবদ্বীপে, স শচীসূনুর্হরির্জয়তি। কথম্ভূতঃ? কনকবদ্ধাম কান্তির্যস্য সঃ, গৌরাঙ্গসুন্দর ইত্যর্থঃ। এষ ইতি সাক্ষাদনুভূততাং তদানীং তস্য বর্ত্তমানতাং চ বোধয়তি। এবং পুরা যৎ স্বয়ং হরি নির্ব্বক্তুং ন শশাক, অধুনা ভক্তরূপাবতারেঽস্মিন্ স্বানামনুভবপদমপি প্রাপয়ামাসেত্যস্যাবতারস্য মহানুৎকর্ষঃ সিদ্ধঃ। কিঞ্চ,—'নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্। অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভি'রিত্যাদিবচনৈঃ স্বস্মাদপি স্বভক্তানামুৎকর্ষ শ্রীভগবান্ স্বয়ং সর্ব্বত্র যৎ প্রতিপাদয়তি তচ্চ ব্যক্তীভূতম্। তথা পূর্ব্বশ্লোকবর্ত্তিনিতরামিতাস্যাপ্যুক্তোঽর্থঃ সুসঙ্গতঃ। পক্ষে চ, ভক্তঃ স্বপ্রিয়ভৃত্যো যো রূপঃ কর্ণাটদেশবিখ্যাতবিপ্রকুলাচার্য্য শ্রীজগদ্‌গুরুবংশজাত শ্রীকুমারাত্মজো গৌড়দেশীয়-শ্রীরূপনামা বৈষ্ণববরস্তেন সহেত্যর্থঃ। ততশ্চ প্রসঙ্গসামর্থ্যাদ্ যতিবেশ ইত্যাদি বিশেষণবশাৎ ভক্তরূপ এবাবতীর্ণ ইতি বোদ্ধব্যম্। যতঃ সন্ন্যাসিবরবেশধারিণঃ শ্রীশচীনন্দনস্য স্বভক্তিরসবিস্তারণার্থং ভক্তবৎ স্বয়মেব ক্রিয়মাণং নামসঙ্কীর্ত্তনবন্দনাদিকং ভক্ততাং

প্রথয়ত্যেব, পরমদুর্লভতরভগবৎপ্রেমভক্তেঃ কলৌ সর্ব্বত্র বিস্তারণাদিকঞ্চ ভগবদবতারতামিতি দিক্। তদুক্তং শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যপাদৈঃ—'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুস্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্যপাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩। যদি সেই প্রেমমাধুরীর লেশমাত্রও কেহ কখনও নিরূপণ করিতে সমর্থ না হয়েন, তাহা হইলে তুমি আবার তাহা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছ কেন? ঐরূপ প্রশ্ন হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, এবিষয়ের উত্তর পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তথাপি পূর্বোক্ত অভিপ্রেত উত্তর প্রদান করিতেছেন,—নিখিল দীন-হীনজনের উদ্ধারক নিজনাম সংকীর্তন-প্রধান ভক্তিরস বিস্তারকারী শ্রীভগবৎপ্রিয়তমাবতার মহাগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রসাদলাভার্থ তাঁহার পরমোৎকর্ষ বলিতেছেন—'স্বদয়িত' ইত্যাদি। নিজভাব—শ্রীহরির নিজভক্তজনে যে ভাব তাহা, সেই ভাব (অসাধারণ প্রেম) সুমধুর ও পরমোৎকৃষ্ট। অতএব শ্রীহরির ভক্তগণের প্রতি যে প্রেম, সেই প্রেম হইতেও শ্রীহরির প্রতি ভক্তগণের যে প্রেম, তাহা অসাধারণ সুমধুর ও পরমোৎকৃষ্ট আলোচনা করিয়া তাদৃশ ভাবপ্রাপ্তির লোভে যিনি ভক্তরূপে বা প্রিয়সেবকরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কোন্ স্থানে অবতীর্ণ হইয়াছেন? এই ভূলোকে গৌড়মণ্ডলস্থ শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই শ্রীশচীনন্দন হরি সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। সেই হরি কিরূপ? কনককান্তি—কনকের ন্যায় কান্তি যাঁহার, সেই গৌরাঙ্গসুন্দর। মূলে 'শ্রীশচীসূনুরেষঃ' পদের 'এষঃ' শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ অনুভূত এবং তৎকালেও বর্তমান আছেন, বুঝিতে হইবে। পূর্বে স্বয়ং শ্রীহরি যে গোপীপ্রেম-মাধুরীর বর্ণনা করিতেও পারেন নাই, অধুনা কিন্তু তিনি ভক্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া সেই প্রেম স্বয়ং অনুভব করিতেছেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারেই মহান্ উৎকর্ষ সিদ্ধ হইতেছে। আরও বলিতেছেন, (শ্রীভগবান নিজমুখেও বলিয়াছেন) "আমি ভক্তের চরণধূলি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিব। যেহেতু, ভক্ত-চরণধূলি গ্রহণ ভিন্ন ভক্তি হয় না, আর ভক্তি বিনা আমার মাধুর্য অনুভব হয় না—আমিই এইরূপ নিয়ম করিয়াছি। অতএব আমিও আমার ভক্তের মত (ভক্তের পদধূলিগ্রহণপ্রাপ্তা) ভক্তি দ্বারা আমার পরিপূর্ণ মাধুর্যরসে নিমগ্ন হইব —এইরূপ মনে করিয়া নিষ্কিঞ্চন অথচ মদীয় রূপাদি মননশীল শান্ত (বৈরভাবরহিত- সমদর্শী) ভক্তের অনুবর্তী হইয়া থাকি।" এই বাক্যে শ্রীভগবান নিজ হইতে নিজভক্তের উৎকর্ষ স্বয়ংই সর্বতোভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাৎপর্য

এই যে, "আমাকে ভক্তগণ যে অহৈতুকী ভক্তি করেন, আমি তাহার প্রতিদান করিতে পারি না; এই দোষ হইতে নির্মুক্ত বা পবিত্র হইব মনে করিয়া ভক্তের পশ্চাৎ গমন করিয়া চরণধূলায় ভূষিত হই।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবতারে ইহা বাক্যমাত্রেই পর্যবসিত হইয়াছিল; অধুনা কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গরূপে উহা স্বয়ং আচরণ করিয়া দেখাইলেন যে, ভক্ত যেমন ভগবানে ভক্তিমান, ভগবানও তেমনি ভক্তে ভক্তিমান। অতএব পূর্ববর্তী শ্লোকে 'নিতরাং'- শব্দপ্রয়োগ সুসঙ্গত হইয়াছে। এক্ষণে পক্ষান্তরে অর্থ করিতেছেন, অর্থাৎ মূলে 'ভক্তরূপেণ'-পদে শ্রীরূপনামক নিজপ্রিয়-ভক্তের সহিত (যিনি কর্ণাটদেশ-বিখ্যাত বিপ্রকুলাচার্য শ্রীজগদ্গুরুবংশজাত শ্রীকুমার-নামক মহাত্মার পুত্র গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীরূপের সহিত) অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখানে প্রসঙ্গবশতঃ 'যতিবেশঃ' বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু তিনি ভক্তরূপেই অবতীর্ণ—যতিরূপে নহে, বেশে যতি বুঝিতে হইবে। যেহেতু, সন্ন্যাসীবর-বেশধারী শ্রীশচীনন্দনই স্বভক্তিরস বিস্তারের জন্যই ভক্তের ন্যায় স্বয়ং নাম-সংকীর্ত্তন-বন্দনাদি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভক্তত্বই প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ শ্রীশচীনন্দনই কলিতে সর্বত্র পরম দুর্লভতর ভগবৎ প্রেমভক্তি বিস্তার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ভগবদবতারত্ব নিরূপিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে শ্রীপাদ সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিতেছেন—"কালপ্রভাবে স্বকীয় ভক্তিযোগ অন্তর্হিত হইলে, যিনি সেই ভক্তিযোগের পুনঃপ্রাদুর্ভাব করাইবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণপূর্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়ভাবে লীন হউক।"

সারশিক্ষা

৩। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার পুনশ্চ স্বীয় অসামর্থ্য আশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবৎ প্রিয়তমাবতার পরমমহাগুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রসাদ লাভের জন্য তাঁহার মহিমা বর্ণন করিতেছেন। তিনি পূর্বেই শ্রীবৈষ্ণব-স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্।।

'যাঁহার কৃপায় কুক্কুরও সাঁতার দিয়া সুখে সমুদ্র পার হইতে পারে, সেই জগৎগুরু শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।' অতএব তাঁহার কৃপায় গ্রন্থকার যে তদীয় প্রেমবিতরণের মহিমা-বর্ণন বা শ্রীগোপীপ্রেম-মাধুরী নিরূপণ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের ভজনীয় গুণসমূহের মধ্যে জীবের প্রতি করুণাই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেই করুণার বিকাশ যাঁহার মধ্যে যত বেশী হইবে, তিনিই সর্বসেব্য। এই বাক্যকে ভিত্তি করিয়া

অগ্রসর হইলে দেখা যাইবে যে, 'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ'—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা জগতে পরতত্ত্ব আর নাই।

শ্রীল শুকদেব বলিয়াছেন—"ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্" (শ্রীভাঃ ১০।৮৬।৫৯) এই উক্তি অনুসারেও ভক্ত ও ভগবান প্রেম দ্বারা পরস্পর বর্তমান—ইহা দৃষ্ট হইতেছে। এই স্বয়ং ভগবান অন্তরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও কনককান্তি শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজ আচরণ দ্বারা জগতে ভক্তি ও ভক্তের মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

যে প্রেমভক্তি দ্বারা শ্রীভগবানের মাধুর্যরস আস্বাদন হয়, শ্রীভগবান সেই প্রেমের বিষয় এবং ভক্ত সেই প্রেমের আশ্রয়। অতএব আশ্রয়জাতীয় প্রেমরস আস্বাদনের জন্য শ্রীভগবানের তাদৃশ অভিলাষ হওয়া স্বাভাবিক। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিষয়॥
বিষয়-জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।
আমা হৈতে কোটীগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয়-জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।

× × × ×

সেই রাধাভাব লঞা চৈতন্যাবতার।
যুগধর্ম্ম নাম-প্রেম কৈল পরচার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার॥
সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার।
আনুষঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার॥ (শ্রীচৈঃ চঃ ১।৪)

এই গোপীপ্রেম-মাধুর্যরস অতল ও অপার বলিয়া প্রাচীন রসিকভক্তমণ্ডলী উহার সীমা নির্ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই; কিন্তু সেই মাধুর্যরস ও নামসংকীর্তন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ নিজ চন্দ্রামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

শ্রীমদ্ভাগবতস্য পরমং তাৎপর্য্যমুট্টঙ্কিতং
শ্রীমদ্বৈয়াসকিনা দুরন্বয়তয়া রাসপ্রসঙ্গেঽপি যৎ।
যদ্রাধা-রতিকেলি-নাগর-রসাস্বাদৈক তদ্ভাজনং
তদ্বস্তু-প্রথনায় গৌরবপুষা লোকেঽবতীর্ণো হরিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের পরম তাৎপর্য, যাহা শ্রীব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব গোস্বামী-কর্তৃক রাসলীলা বর্ণন-প্রসঙ্গে উত্থাপিতমাত্র হইয়াছিল, কিন্তু বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হয় নাই; কারণ, অনুশীলন ব্যতীত সেই প্রেমপ্রাপ্তির উপায় না থাকায় এবং তৎকালে আস্বাদনের পাত্রাভাব-হেতু তাহা গোপন করিয়াছিলেন; কিন্তু অধুনা শ্রীরাধার রতিকেলি-নাগর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সেই রস আস্বাদন করিয়া বিস্তার করিবার নিমিত্ত আপনিই শ্রীগৌরবিগ্রহে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীপাদ আরও বলিয়াছেন—এই প্রেম নামক অদ্ভুত পুরুষার্থ, যাহা কেহ শ্রবণ করেন নাই। নাম মহিমা কি, তাহা পূর্বে কেহই জানিতেন না। শ্রীবৃন্দাবনের পরম-মাধুর্যে কেহ প্রবেশ করিতে পারেন নাই এবং পরমাশ্চর্য মাধুর্যরসের পরকাষ্ঠাস্বরূপ শ্রীরাধাকে কেহই পূর্বে অবগত ছিলেন না। কেবল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই করুণা করিয়া এই সমস্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। আর সেই শুদ্ধপ্রেম কেবল শ্রীনামসংকীর্তন দ্বারাই লাভ হইতে পারে বলিয়া তিনি স্বয়ং আচরণ করিয়া জগতকে নামের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করাইয়া অবাধে সর্বজীবকে সেই শ্রীনাম প্রদান করিয়াছেন।

(২।৫ শ্লোকের টীকার তাৎপর্য্য ও সারশিক্ষা দ্রষ্টব্য)

৪। জয়তি মথুরাদেবী শ্রেষ্ঠা পুরীষু মনোরমা
পরমদয়িতা কংসারাতে র্জনিস্থিতিরঞ্জিতা।
দুরিতহরণান্মুক্তে র্ভক্তেরপি প্রতিপাদনা-
জ্জগতি মহতা তত্তৎক্রীড়াকথাস্ত বিদূরতঃ॥

মূলানুবাদ

৪। যিনি পুরীসমূহের শ্রেষ্ঠা এবং সর্বাভীষ্ট পূরণ করিয়া সকলের মনকে হরণ করেন বলিয়া মনোরমা; কংসারির সেই সকল মনোরম ক্রীড়ার কথা দূরে থাকুক; কেবল তাঁহার জন্ম ও অবস্থান দ্বারা শোভিতা বলিয়া যিনি সকলের দুরিতহরণ এবং মুক্তি ও ভক্তি-প্রতিপাদন-হেতু জগতে পূজিতা, সেই শ্রীকৃষ্ণের পরমদয়িতা শ্রীমথুরাদেবী সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪। সর্ব্বেষ্টসিদ্ধিকারিতাদৃগ্‌ভক্তিপ্রাপ্তিস্তু ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপ্রেমাস্পদ-ত্বান্নিরন্তরক্রীড়াবিশেষমণ্ডিতত্বাচ্চ ভগবত্যাং শ্রীমথুরায়ামেব সংপদ্যত ইত্যাশয়েন তস্যাঃ প্রসাদলব্ধয়ে তন্মাহাত্ম্যং স্তৌতি—জয়তীতি। দেবী পরমেশ্বরী, সর্ব্বদা দ্যোতমানা বা। নিত্য ভগবৎসান্নিধ্যেন কালভয়াদ্যভাবাৎ। অতএব পুরীষু কাশ্যাদি সপ্তসু কিংবা ঊর্দ্ধাধোমধ্যবর্ত্তমানাসু দেবাদীনাং শ্রীভগবতোঽপি পুরীষু সর্ব্বাস্বেব মধ্যে শ্রেষ্ঠা উৎকৃষ্টা। যতো মনোরমা বিচিত্রশোভাভরেণ পরমসুন্দরী। যদ্বা, সর্ব্বেষামেব সর্ব্বাভীষ্টপূরণেন মনো রময়তীতি তথা সা। তদুক্তং পদ্মপুরাণে—'ত্রিবর্গদা কামিনাং যা মুমুক্ষুণাঞ্চ মোক্ষদা। ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা কস্তাং মথুরাং নাশ্রয়েদ্বুধঃ॥' ইতি। অতএব কংসারাতেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভগবতঃ পরমবল্লভা। কংসারাতেরিতি কংসবধেন প্রায়ো মথুরাবাসিনামার্ত্তিভয়নাশনাৎপর-মদয়িততালক্ষণং দর্শয়তি। অতএব কংসারাতেরেব জনিরাবির্ভাবঃ স্থিতিশ্চ নিত্যনিবাসঃ—'মথুরা ভগবান যত্র নিত্য সন্নিহিতো হরিঃ' ইত্যাদ্যুক্তেঃ, তাভ্যাং রঞ্জিতা শোভিতা অতএব দুরিতানাং হরণাদ্বিনাশনাৎ তথা মুক্তের্ভক্তেরপি প্রতিপাদনাৎ প্রদানাদপি জগতি মহিতা পূজিতা সর্ব্বৈঃ। কংসারাতেরেব তাসাং তাসামনির্ব্বাচ্যানাং সুপ্রসিদ্ধানাং বা রাসাদিক্রীড়ানাং কথা তু বিদূরতঃ অতিদূরেঽস্তু তাভির্যদস্যা মহিতত্বং তদ্বার্ত্তা কেন নিরূপয়িতুং শক্যত ইত্যর্থঃ। দুরিতহরণাদৌ পুরাণানাং বচনানি; তত্র বারাহস্য—'অন্যত্র যৎ কৃতং পাপং তীর্থমাসাদ্য নশ্যতি। তীর্থে তু যৎ কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি॥ মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং

বিনশ্যতি। এষা পুরী মহাপুণ্যা যত্র পাপং ন তিষ্ঠতি।।' ইতি। তথা, 'জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ পাপং সমুপার্জ্জিতম্। সুকৃতং দুষ্কৃতং বাপি মথুরায়াং প্রণশ্যতি।।' ইতি স্কান্দস্য—'কাশ্যাদিপুর্য্যো যদি নাম সন্তি, তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা। যা জন্মমৌঞ্জীব্রতমৃত্যুদাহৈর্নৃণাং চতুর্দ্ধা বিদধাতি মোক্ষম্।।' ইতি, পাদ্মস্য চ —'অন্যেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু মুক্তিরেব মহাফলম্। মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়াং হি লভ্যতে' ইত্যাদীনি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪। সর্বসিদ্ধিকারি-তাদৃগ্ প্রেমভক্তির লাভ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর ক্রীড়াবিশেষমণ্ডিত পরমপ্রেমাস্পদ ভগবতী শ্রীমথুরামণ্ডলেই সিদ্ধ হয় বলিয়া তদীয় প্রসাদ-লাভার্থ তন্মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন—'জয়তি' ইত্যাদি। দেবী মথুরা সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। দেবী শব্দের অর্থ হইল সর্বদা দ্যোতমানা বা ভগবানের ক্রীড়াস্পদ বলিয়া পরমেশ্বরী। যেহেতু, ভগবানের নিরন্তর ক্রীড়াবিশেষ দ্বারা ভগবৎসান্নিধ্যবশতঃ কালভয়াদির অভাব ব্যঞ্জিত হইতেছে। অতএব কাশী প্রভৃতি সপ্তপুরীর মধ্যে কিংবা ঊর্দ্ধ্ব, অধঃ ও মধ্যবর্তী যাবতীয় দেবাদির পুরী, এমন কি শ্রীভগবানের অন্যান্য পুরী সকলের মধ্যেও সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টা। যেহেতু মনোরমা, অর্থাৎ সকলের সর্বাভীষ্ট পূরণ করেন বলিয়া শ্রীমথুরা সর্বমনোরমা। এ বিষয়ে পদ্মপুরাণের উক্তি এইরূপ—'শ্রীমথুরা সকাম ব্যক্তিগণের ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ দান করেন, মুমুক্ষুকে মোক্ষ ও ভক্তি-কামীদিগকে ভক্তি প্রদান করেন। অতএব কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই মথুরার আশ্রয় না করে?' অতএব কংসারি শ্রীকৃষ্ণের পরমদয়িতা। কারণ 'কংসারি'-শব্দ দ্বারা মথুরাবাসিদিগের আর্তি ও ভয়াদি নাশ-হেতু পরমদয়িতা লক্ষণই সূচিত হইতেছে। বিশেষতঃ মথুরায় শ্রীহরির আবির্ভাব ও নিত্য নিবাস। "মথুরায় শ্রীহরি স্বয়ং সর্বদা সন্নিহিত রহিয়াছেন।" ইত্যাদি প্রমাণমূলেও জানা যাইতেছে যে, শ্রীমথুরা শ্রীভগবানের নিত্যনিবাস দ্বারা শোভিতা। অতএব দুরিতহরণ (পাপনাশ) এবং মুক্তি ও ভক্তির প্রতিপাদন-হেতু এই মথুরা জগতে পূজিতা এবং কংসরিপু শ্রীকৃষ্ণের পরম বল্লভা। অতএব কংসারির সেই সেই অনির্বচনীয় সুপ্রসিদ্ধ রাসাদি ক্রীড়ার কথা দূরে থাকুক, কেননা তত্তৎ ক্রীড়াদির মাধুর্য কে বর্ণন করিতে পারে? অপিচ কেহই পারে না। শ্রীমথুরার কেবল পাপনাশনাদি মহিমা-হেতু জগতে অতীব প্রশংসনীয় বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। দুরিতহরণাদি বিষয়ে বরাহপুরাণে উক্ত আছে—'অন্যত্র পাপ করিলে তাহা তীর্থ গমনে বিনষ্ট হয়, কিন্তু তীর্থে গিয়া

পাপাচরণ করিলে নিশ্চয়ই বজ্রলেপবৎ অচল অটল হইয়া থাকে। পরন্তু মথুরা তীর্থে পাপ করিলে সেই পাপ মথুরাতেই বিনষ্ট হয়।' অর্থাৎ যে কোন প্রকারের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি হউক না কেন, তাহা মথুরাতেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। কারণ জ্ঞান বা অজ্ঞান হইতে যে সকল পাপাদি উদ্ভূত হয়, এই মথুরাপুরী সন্ধিনীশক্তির বিলাস বলিয়া সেই সকল পাপের স্থিতি হয় না। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে—"যদিও এই পৃথিবীতে কাশী প্রভৃতি অসংখ্য পুরী আছে, তথাপি তাহাদের মধ্যে মথুরাই সর্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু, ইহাতে জন্ম, উপনয়ন ব্রত, মৃত্যু ও দাহ প্রভৃতি চারি-প্রকারের মধ্যে কোন একটি অনুষ্ঠিত হইলেই ধাম মোক্ষ প্রদান করেন।" পাদ্মে লিখিত আছে —"অপরাপর পুণ্যক্ষেত্রে বাসের মহাফল কেবলমাত্র মুক্তিই, কিন্তু এই মথুরার সামান্যমাত্র সম্বন্ধ হইলেই মুক্তদিগেরও প্রার্থিত হরিভক্তি লাভ হয়।"

সারশিক্ষা

৪। শ্রীমথুরার সামান্য সম্বন্ধ হইলেই হরিভক্তি লাভ হয় সত্য, কিন্তু এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বহুকাল সাধন করিলেও যে হরিভক্তি লাভ করা যায় না, তাহা সম্বন্ধমাত্র হইলেই লাভ হইবে কিরূপে? উত্তর—এই মথুরার এমন কোন অলৌকিক অচিন্ত্যশক্তি আছে যে, ইহার সম্বন্ধ-মাত্রই ভক্তি ও ভক্তির বিষয় শ্রীভগবানকে প্রকাশ করিয়া দেয়।

৫। জয়তি জয়তি বৃন্দারণ্যমেতন্মুরারেঃ
প্রিয়তমমতিসাধুস্বান্তবৈকুণ্ঠবাসাৎ।
রময়তি স সদা গাঃ পালয়ন্ যত্র গোপীঃ
স্বরিতমধুরবেণু বর্দ্ধয়ন্ প্রেম রাসে॥

মূলানুবাদ

৫। যিনি সাধুগণের হৃদয়কমল এবং শ্রীবৈকুণ্ঠনিবাস হইতেও শ্রীমুরারির অতিশয় প্রিয়তম বাসস্থান বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন, যেস্থানে তিনি স্বয়ং প্রত্যেক গাভীকে পালন করিয়া থাকেন, মধুর মধুর বেণুবাদনপরায়ণ হইয়া সদা রাসবিলাস দ্বারা গোপীসকলের প্রেমবর্ধন করিয়া থাকেন, সেই বৃন্দাবন সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন—সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫। শ্রীমথুরায়াঞ্চাস্যাং শ্রীব্রজভূমিরেব শ্রীভগবতোঽসাধারণমধুরমধুরবিহার-পরম্পরাস্পদং, তস্যামপি 'বৃন্দাবনং গোবর্দ্ধনং যমুনাপুলিনানি চ। বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতিঃ রামমাধবয়োর্নৃপ॥' ইতি শ্রীদশমস্কন্ধোক্তেঃ (১০।১১।৩৬) তৎস্থানত্রয়মেব তস্য পরমপ্রিয়তমমিতি তৎপ্রসাদপ্রাপ্তয়ে তেষাং পরমোৎকর্ষং বর্ণয়ন্নাদৌ শ্রীবৃন্দাবনস্যাহ—জয়তীতি। পরমোৎকর্ষভরাপেক্ষয়া, তত এব হর্ষাতিশয়েন বীপ্সা। এতদিতি গ্রন্থকারস্য তদানীং তত্রৈব বাসং বোধয়তি। অতিপ্রিয়তমমিত্যন্বয়ঃ। অথবা, অতিসাধবঃ অত্যন্তভগবদ্ভক্তিপরায়ণা জনাস্তেষাং স্বান্তে চিত্তে বৈকুণ্ঠে চ যো বাসস্তস্মাদপি। যদ্বা, তত্তদ্রূপাদাবাসাদপি পরমপ্রিয়ং, সদা প্রাকট্যেন বিচিত্রমধুরস্বৈরবিহারামৃতলহরীবিস্তারণাৎ। তত্র তত্র চ তদসম্ভবাৎ। অতঃ কদাচিত্তত্র তত্রাচ্ছন্নোঽপি ভবেৎ, ন ত্বত্র। অতএবোক্তং 'নিত্যং সন্নিহিতো হরি'রিত্যাদি। তথা 'পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ। গাঃ পালয়ন্ সহবলং ক্বণয়ংশ্চ বেণুং বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্রয়মার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥' ইত্যাদৌ অঞ্চতীতি বর্ত্তমান নির্দ্দেশাদিবৎ। তদেবাহ, রময়তীতি স মুরারির্যত্র বৃন্দারণ্যে সদা গাঃ পালয়ন্ গোপীঃ শ্রীরাধিকাপ্রভৃতী রময়তি রসবরবিস্তারণেন সুখয়তি। রাসে রাসক্রীড়াবিষয়ে; যদ্বা রাসে নিমিত্তে স্বস্মিন্ প্রেম বর্দ্ধয়ন্। স্বরিতো বাদিতঃ; যদ্বা, স্বরিতঃ বিচিত্র স্বরং প্রাপিতো মধুরো জগচ্চিত্তাকর্ষকো রেণু র্যেন তথাভূতঃ সন্। যদি চ বর্দ্ধয়ন্নিতি হেতৌ শতৃঙ্, ততশ্চ গোপালনস্য তদ্দ্বারকবেণুবাদনাদিনা

গোপীরমণস্যাপি বিবিধবৈদগ্ধ্যাদিনা রাসে প্রেমবর্দ্ধনমেব মুখ্যং প্রয়োজনমিত্যূহ্যম্। প্রেমরসবিশেষবিস্তারণার্থমেবাবতীর্ণত্বাৎ। গোপালনং গোপীরমণাদিকং চ তদুপকরণমিতি দিক্।

টীকার তাৎপর্য্য

৫। শ্রীমথুরামণ্ডলের মধ্যে আবার শ্রীব্রজভূমিই শ্রীভগবানের অসাধারণ মধুর মধুর বিহারশ্রেণীর আস্পদ এবং ব্রজভূমির মধ্যেও শ্রীবৃন্দাবন, গোবর্ধন, যমুনাপুলিনাদিই তাদৃশ ক্রীড়ার জন্য প্রসিদ্ধ। যথা, "শ্রীরামকৃষ্ণ বৃন্দাবন, গোবর্ধন ও যমুনাপুলিন দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন।" (শ্রীভাঃ) অতএব উক্ত স্থানত্রয় শ্রীভগবানের পরম প্রিয়তম বলিয়া তৎপ্রসাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ শ্রীবৃন্দাবনের পরমোৎকর্ষ বলিতেছেন—'জয়তি জয়তি' ইত্যাদি। এই বৃন্দাবন পরমোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন —পরমোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। অতিশয় হর্ষবশতঃ দুইবার 'জয়তি' বলিয়াছেন। আর 'এতৎ' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। যিনি ভগবৎপরায়ণ সাধুগণের চিত্তে বৈকুণ্ঠনিবাস হইতেও অতিশয় প্রিয়তম বাসস্থান বলিয়া প্রতিভাত হয়েন। অথবা বৈকুণ্ঠনিবাস অপেক্ষা শ্রীবৃন্দাবনবাসই শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়তম বাসস্থান। কারণ শ্রীভগবান এই শ্রীবন্দাবনেই স্বেচ্ছামত এবং সদা-প্রকটিত বিবিধ মধুর মধুর লীলামৃত লহরী বিস্তার করেন; কিন্তু সেইরূপ স্বৈরবিহারাদি শ্রীবৈকুণ্ঠাদি-ধামে অসম্ভব। এইজন্য শ্রীবৈকুণ্ঠধামেও শ্রীভগবান কখন কখন প্রচ্ছন্ন থাকেন, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনে সদা বিরাজ করেন। এইজন্য শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—"শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীহরি সতত সন্নিহিত রহিয়াছেন।" তথা, "ব্রজভূমি অতিশয় পুণ্যবতী, কারণ শ্রীশিব ও লক্ষ্মী যাঁহার চরণ অর্চন করিয়া থাকেন; সেই পুরাণপুরুষ মনুষ্যচিহ্নে গূঢ় হইয়া বনজাত মনোহর মালা ধারণ পূর্বক বেণুবাদন করিতে করিতে শ্রীবলরামের সহিত গোচারণ উপলক্ষ্যে তথায় ভ্রমণ করিয়া থাকেন।" এই শ্লোকে বর্তমানকালের উপপাদক 'অঞ্চতি' ক্রিয়াপদ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলার নিত্যতা প্রতিপাদন করিতেছে, তদ্রূপ মূল শ্লোকেও বর্তমানকালের উপপাদক 'রময়তি' ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপে শ্রীমুরারি যেস্থানে সদা গোপালন করিতে করিতে রাসক্রীড়াবিষয়ে প্রেমবর্ধনার্থ বেণুবাদন পূর্বক শ্রীরাধিকা প্রভৃতি গোপীগণকে আনন্দিত করিতেছেন। অথবা রাসক্রীড়াবিষয়ে আপনাতে গোপীগণের প্রেমবর্ধনের নিমিত্ত মধুর বেণুবাদনপরায়ণ হইয়া সদা গো-সকলকে পালন করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের বেণু প্রায়ই গোপালন কার্যে এবং তদীয় বিবিধ

বৈদগ্ধীবিলাস গোপীরমণকার্যে ব্যবহৃত হইলেও রাসে প্রেমবর্ধনই উহার মুখ্য প্রয়োজন বুঝিতে হইবে। অতএব জগৎচিত্তাকর্ষক বংশীবাদন করিতে করিতে সেই গোপীগণের চিত্তে শৃঙ্গার রস বিস্তার করিতেছেন। যেহেতু, প্রেমবিশেষে বিস্তারার্থেই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া গোপালন ও গোপীরমণ উক্ত প্রেমবিশেষের উপকরণমাত্র জানিতে হইবে।

সারশিক্ষা

৫। এই শ্রীবৃন্দাবনের প্রকট ও অপ্রকট উভয় প্রকাশই স্বরূপে সচ্চিদানন্দময় এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বিভাবিত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বস্তু। এইজন্য শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—'ত্রিভুবনে শোভাসার হেনস্থান নাহি আর, যাহার স্মরণে প্রেম হয়।'

স্ফূর্তিপ্রাপ্ত-শ্রীবৃন্দাবন বিষয়ে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলেন—'শ্রীমদ্ বৃন্দাবনং তদ্ঘনমিহ তদধি শ্যামলেনাস্তি রাধা। নিত্য ক্রীড়াকিশোরী স্মর মধুরতরং তৎপদদ্বন্দ্বরোচিঃ॥' অদ্বৈত ব্রহ্মজ্যোতির ঘনীভূত অবস্থা মহানন্দময় ভগবদ্-জ্যোতি; আবার তাহার মধ্যে যে পরম আস্বাদ্যভাবাত্মক মহান্ জ্যোতিঃ বিরাজ করিতেছে, সেই মহান্ জ্যোতিরই ঘনীভূত অবস্থা এই শ্রীবৃন্দাবন। এইজন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দরের সহিত শ্রীরাধা নিত্য লীলামগ্ন। হে সাধক! এই ধামেই তাঁহার মধুর চরণকমলের কান্তি স্মরণ কর। বস্তুতঃ যেরূপ মধুর ও উজ্জ্বলভাবে শ্রীবৃন্দাবনের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাধকগণের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যদিও শ্রীবৃন্দাবনের সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ প্রাকৃত লোচনের গোচরীভূত নহে বলিয়া প্রাপঞ্চিক জগতের তুল্যরূপে দৃষ্ট হয়; তথাপি শ্রীধাম-প্রভাবে তাহাদিগেরও দেহাবসানে সচ্চিদানন্দময় দেহ অবশ্য লাভ হইবে।

৬। জয়তি তরণিপুত্রী ধর্ম্মরাজস্বসা যা
কলয়তি মথুরায়াঃ সখ্যমত্যেতি গঙ্গাম্।
মুরহরদয়িতা তৎপাদপদ্মপ্রসূতং
বহতি চ মকরন্দং নীরপূরচ্ছলেন॥

মূলানুবাদ

৬। যিনি শ্রীমথুরার সখীত্ব প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগঙ্গার মহিমাকেও অতিক্রম করিতেছেন, যিনি জলপ্রবাহ-ছলে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-প্রসূত মকরন্দ বহন করিতেছেন, সেই মুরহরদয়িতা ভানুপুত্রী ধর্মরাজভগিনী শ্রীযমুনা সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬। তথৈব শ্রীবৃন্দাবনালঙ্কারভূতায়াঃ শ্রীযমুনায়া আহ, জয়তীতি। তরণেঃ সূর্য্যস্য পুত্রীতি জগৎপ্রকাশকত্বাদিকং, ধর্ম্মরাজস্য যমস্য স্বসেতি ধর্ম্মপালকত্বাদিকং চোক্তম্। পরমতীর্থত্বং সর্ব্বার্থপ্রদত্বং চাহ, যেতি। মথুরায়াঃ সখ্যং সখীত্বং কলয়তি ভজতে। মথুরামণ্ডলে সুন্দরগতিলীলয়া বহুধা প্রবহণাৎ অতএব গঙ্গামতিক্রামতি। ততোঽপি অধিকমাহাত্ম্যবত্ত্বাৎ। তদুক্তং শ্রীবরাহেণ—'গঙ্গা শতগুণা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে। যমুনা বিশ্রুতা দেবি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ তস্যাঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র কেশী নিপাতিতঃ। কেশ্যাঃ শতগুণা প্রোক্তা যত্র বিশ্রমিতো হরি'রিতি কুতঃ? মুরহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দয়িতা, গোকুলে মধুপুর্য্যাং দ্বারকায়ামপি বিচিত্রবিহারাস্পদত্বাৎ। কিঞ্চ, তস্য মুরহরস্য পাদপদ্মভ্যাং প্রসূতং জাতং মকরন্দং তদ্ভক্তিরূপং মধুররসবিশেষং নীরপূরস্য জলপ্রবাহস্য ছলেন যা বহতি। যথাকথঞ্চিদাশ্রয়ণেন সদ্যোঽশেষতাপহরণাৎ পরমাপ্যায়নাচ্চেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬। এক্ষণে শ্রীবৃন্দাবনালঙ্কারভূতা শ্রীযমুনার উৎকর্ষ বলিতেছেন—'জয়তি' ইত্যাদি। তরণিপুত্রী শ্রীযমুনা সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। 'তরণিপুত্রী' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তরণি (সূর্য) যেমন জগৎ প্রকাশক, তেমনি শ্রীযমুনাও জগৎপ্রকাশকত্ব সর্বধর্মের প্রকাশিকা। 'ধর্মরাজস্বসা' (যমভগিনী) এই বিশেষণ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীযমুনা সর্বধর্মের পালনকারিণী। অর্থাৎ জগতের সমস্ত ধার্মিকগণকে পালন করেন। এই শ্রীযমুনা আবার পরমতীর্থ বলিয়া সর্বার্থপ্রদত্ব-হেতু মথুরার সখীত্ব লাভ করিয়াছেন এবং মথুরামণ্ডলে সুন্দরগতিতে অর্থাৎ বহুপ্রকার লীলাভঙ্গিতে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা হইতে অধিক মহিমাশালিনী

হইয়াছেন। এইপ্রকারে শ্রীগঙ্গার মাহাত্ম্য অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া শ্রীযমুনার অধিকতর মাহাত্ম্য স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। এবিষয় শ্রীবরাহপুরাণে উক্ত আছে—(পৃথিবীর প্রতি শ্রীবরাহদেবের উক্তি) "হে দেবি! আমার মথুরা-মণ্ডলস্থ যমুনা, গঙ্গা অপেক্ষা শতগুণে বিখ্যাত, ইহাতে তর্ক করিও না। আবার যেখানে কেশী নামক দৈত্য নিহত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতেও শতগুণ ফলপ্রদ এবং এই কেশীঘাট হইতেও বিশ্রামঘাট শতগুণাধিক মাহাত্ম্যমণ্ডিত।" কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া গোকুলে, মধুপুরে ও দ্বারকায় বিচিত্র বিহারাস্পদপাত্রীরূপে এই শ্রীযমুনা জল-প্রবাহছলে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-প্রসৃত মকরন্দ বহন করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তিরূপ মধুর রসবিশেষ বহন করিতেছেন। অতএব এই শ্রীযমুনার জল কোন প্রকারে কিঞ্চিৎমাত্র স্পর্শ করিলেও তৎক্ষণাৎ অশেষ তাপ নাশ-হেতু পরমাপ্যায়ণ হইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

৬। শ্রীব্রহ্মার কমণ্ডলুজল শ্রীবামনদেবের পাদপদ্ম প্রক্ষালনে অত্যন্ত পবিত্র হওয়ায় পবিত্রতা-বিধায়িনী শ্রীগঙ্গানামে অভিহিতা হইয়াছেন।

পঞ্চমস্কন্ধের বর্ণনানুসারে শ্রীবামনদেবের পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা অণ্ডকটাহের ঊর্দ্ধভাগ নির্ভিন্ন হওয়ায় কারণার্ণবের যে জলধারা নিঃসৃত হয়, তাহাই গঙ্গা। আবার নিম্নের বর্ণনানুসারে সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণই দ্রব্যরূপে গঙ্গা হইয়াছেন। অতএব ঐ ত্রিধারারূপে মিলিত গঙ্গাজল স্পর্শমাত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাপরাশি ক্ষালন হয়। "স্বর্ধুনি গঙ্গা তস্যা আপস্তু, সোঽসৌ নিরঞ্জনো দেবশ্চিৎস্বরূপিণী জনার্দ্দনঃ। স এব দ্রব্যরূপেণ গঙ্গাম্ভো নাত্র সংশয়ঃ।" (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ৬৮) যিনি সেই নিরঞ্জন চিৎস্বরূপ দেব জনার্দন, তিনি দ্রব্যরূপে এই গঙ্গাজল, তাহাতে সংশয় নাই। এই হেতু গঙ্গাজল স্বয়ং চিৎস্বরূপা বলিয়া স্নান ও পানাদিরূপে বা কোনপ্রকারে সেবিত হইলে জীবের পাপরাশি ধ্বংস হইয়া যায়।

শ্রীল স্বামিপাদ টীকায় বলিয়াছেন,—ইতঃপূর্বে সুরধুনী গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ ছিলেন, কিন্তু অধুনা যদুবংশে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তিরূপ যে তীর্থ উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা শ্রীবামনদেবের পাদ-শৌচ-তীর্থকে অল্প করিয়াছে। অর্থাৎ শ্রীগঙ্গা হইতেও শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ভক্তের মহিমা অধিক বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রেয়সী—শ্রীযমুনার অধিকতর মহিমা স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। তাই আক্ষেপসহকারে শ্রীশিব বলিতেছেন—'অহো অভাগ্যং লোকস্য ন পীতং যমুনাজলম্। গো-গোপ-গোপিকাসঙ্গে যত্র ক্রীড়তি কংসহা।।'

কংসহা শ্রীকৃষ্ণ গো গোপ ও গোপীগণ সঙ্গে যে জলে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই যমুনা জল যে জন পান করিল না, অহো! তাহার কি দুর্ভাগ্য!

৭। গোবর্দ্ধনো জয়তি শৈলকুলাধিরাজো
যো গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্য্যঃ।
কৃষ্ণেন শক্রমখভঙ্গকৃতার্চ্চিতো যঃ
সপ্তাহমস্য করপদ্মতলেঽপ্যবাৎসীৎ॥

মূলানুবাদ

৭। গোপিকাগণ যাঁহাকে 'হরিদাসবর্য্য' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ইন্দ্রের যজ্ঞবিধ্বংসকারী শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার অর্চনা করিয়াছিলেন, যিনি সুমেরু প্রভৃতি পর্বতের অধিরাজ, সেই গোবর্ধন সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭। তথৈব শ্রীগোবর্দ্ধনস্যাপ্যাহ, গোবর্দ্ধনেতি। শৈলকুলস্য পর্ব্বতবর্গস্যাধিরাজ ইতি হিমালয়-সুমেরু প্রভৃতিভ্যোঽপি মহিমোক্তঃ। তমেব দর্শয়তি, য ইতি। হরিদাসেষু শ্রীকৃষ্ণসেবকেষু মধ্যে বর্য্যঃ শ্রেষ্ঠ ইতি য উদিত উক্তঃ, সপ্রেমবিবিধসেবয়া শ্রীকৃষ্ণস্য প্রীত্যুৎপাদনাৎ। তথাচ শ্রীদশমস্কন্ধে—'হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো যদ্রামকৃষ্ণচরণ-স্পর্শপ্রমোদঃ। মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ' ইতি। অতঃ শক্রমখস্য ভঙ্গং লোপং করোতীতি তথা, তেন শ্রীকৃষ্ণেন যো গোবর্দ্ধনোঽর্চ্চিতঃ। প্রত্যব্দক্রিয়মাণেন্দ্রমখত্যাজনেন তদ্দ্রব্যৈঃ শ্রীনন্দাদিদ্বারা তৎপূজাপ্রবর্ত্তনাৎ, স্বয়মপি প্রদক্ষিণীকরণাদিনা সম্মানিতত্বাৎ। তত্তদ্বিশেষশ্চ শ্রীদশমস্কন্ধাদৌ তত্তৎপ্রসঙ্গতোঽনুসন্ধেয়ঃ। অনেন সুরেশ্বরাদপি মাহাত্ম্যমুক্তম্। অসাধারণং মাহাত্ম্যমাহ, সপ্তেতি। অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য। অপিশব্দঃ পূর্ব্বোক্তসমুচ্চয়ে। যদ্বা, কিমন্যদ্বক্তব্যং, করপদ্মতলেঽবাৎসীৎ অবসদপীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭। সেইপ্রকার শ্রীগোবর্ধনের উৎকর্ষ বলিতেছেন,—'গোবর্ধন' ইত্যাদি। শ্রীগোবর্ধন শৈলকুলাধিরাজ হিমালয় সুমেরু প্রভৃতি হইতেও অধিকতর মহিমান্বিত। কারণ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রেম সহকারে নিত্য নিজপ্রভুর নানা প্রকার সেবা করিয়া প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন। দশমস্কন্ধে উক্ত আছে—(শ্রীগোপিকারা বলিলেন) 'এই গোবর্ধন পর্বত শ্রীকৃষ্ণের দাসগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনমাত্র ইনি আনন্দে আপ্লুত

হইয়া পানীয়, কন্দমূল, বিশ্রামের জন্য কন্দর এবং গোগণের নিমিত্ত সুন্দর তৃণ ইত্যাদি দ্বারা ঐ গোসমূহের সমভিব্যাহারী শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করিতেছেন।' অধিক কি বলিব, ইন্দ্রযজ্ঞ-ভঙ্গকারী শ্রীকৃষ্ণও ইঁহার অর্চন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ইনি হরিদাসশ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াও স্বয়ং ইঁহার পূজা প্রবর্তন করিয়াছেন, প্রদক্ষিণাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছেন এবং প্রত্যব্দ-ক্রিয়মাণ ইন্দ্রযজ্ঞের পরিবর্তে শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণ দ্বারা ইঁহার পূজা বিধান করিয়াছেন। তত্তৎ বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ দ্রষ্টব্য। এতদ্দ্বারা সুরেশ্বর ইন্দ্রাদি অপেক্ষাও শ্রীগোবর্ধনের অধিক মাহাত্ম্য উক্ত হইল। এক্ষণে অসাধারণ মাহাত্ম্য বলিতেছেন—'সপ্ত' ইত্যাদি। যিনি শ্রীকৃষ্ণের করকমলতলে সপ্তাহকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য আর কি হইবে? অর্থাৎ কিছুই হইতে পারে না।

সারশিক্ষা

৭। মথুরাখণ্ডে লিখিত আছে—ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগোবর্ধনরূপে বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের ভক্তরূপ এই শ্রীগোবর্ধনগিরি নিজবলেই শ্রীকরকমলে গৃহীত হইয়া ইন্দ্র-কৃত বৃষ্টি আদি উপদ্রব নিবারণ করিয়া ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এখনও ভক্তগণ শ্রীগোবর্ধন-কর্তৃক ভজনবিঘ্ন হইতে রক্ষিত হইতেছেন। আর যিনি শ্রীগোবর্ধনের এতাদৃশ কৃপাপ্রাপ্ত বা মহিমায় বিশ্বাসী, তিনিই ধন্য।

৮। জয়তি জয়তি কৃষ্ণপ্রেমভক্তির্যদঙ্ঘ্রি-
নিখিল নিগমতত্ত্বং গূঢ়মাজ্ঞায় মুক্তিঃ।
ভজতি শরণকামা বৈষ্ণবৈস্ত্যজ্যমানা
জপ-যজন-তপস্যা-ন্যাসনিষ্ঠাং বিহায়॥

মূলানুবাদ

৮। যে মুক্তি বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক ত্যজ্যমানা হইয়াও নিখিল নিগমতত্ত্ব সম্যক বিচার করিয়া জপ, তপ, যজ্ঞ ও সন্ন্যাস, এই চারিটি আশ্রমধর্ম্মের নিষ্ঠা পরিত্যাগপূর্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তির পাদপদ্মের শরণকামনায় (একদেশমাত্র) আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন—সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮। ইদানীং সচ্চিদানন্দরূপায়াঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তেরেব সৎপ্রসাদায় তদুৎকর্ষং বর্ণয়তি, জয়তীতি। শ্রীকৃষ্ণে প্রেম্না প্রেমযুক্তা বা ভক্তিঃ। যদঙ্ঘ্রিং যদীয়চরণারবিন্দমেকং যদেকদেশং, কঞ্চিদিত্যর্থঃ, মুক্তির্ভজতি আশ্রয়তে। শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিপ্রকারমধ্যে সকৃদযৎকিঞ্চিদাশ্রয়ণেনৈব মুক্তিঃ স্যান্নান্যেন কেনাপীত্যর্থঃ। কিং কৃত্বা? গূঢ়ং রহস্যং নিখিলানাং নিগমানাং বেদশাস্ত্রাণাং তত্ত্বং সারমাজ্ঞায় সম্যগ্বিচারেণ নির্ণীয় জপ-যজন-তপস্যা-ন্যাসানাং ক্রমেণ চতুরাশ্রমধর্ম্মিণাং নিষ্ঠাং পরাকাষ্ঠাং তেষু চোত্তমাং স্থিতিং বিহায় বিশেষেণ হিত্বা। পরমনিষ্ঠয়া কৃতেষ্বপি তেষু মুক্তির্নৈব ভবেদিত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেবং শ্রীকৃষ্ণভক্তা এব মুক্তা ভবন্তীত্যায়াতং, তথাপি তে তামতিতুচ্ছত্বান্নাদ্রিয়ন্ত ইত্যাহ, বৈষ্ণবৈরিতি। শ্রীবিষ্ণুদেবতাকৈঃ যথাকথঞ্চিদ্ গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈরপীত্যর্থঃ। ত্যজ্যমানা স্বয়ং দাসীবদুপস্থিতাপ্যুপেক্ষ্যমাণা। ত্যজ্যমানেতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন পূর্ব্বমধুনা পশ্চাদপীতি কালত্রয়ং সংগৃহ্যতে। তর্হি কিমর্থং ভক্ত্যঙ্ঘ্রিং ভজতে তদাহ, শরণকামেতি। অনন্যগতিকত্বে নাশ্রয়মাত্রমিচ্ছন্তী। অন্যথা অশরণত্বান্নশ্যেদেবেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। যথাকথঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণমাশ্রয়তামেব দাসীব স্বাশ্রিতমূঢ়কামিনাং নিমিত্তং কটাক্ষেণ কদাচিদীক্ষ্যমাণা দূরে তিষ্ঠতি বিবিধসিদ্ধয় ইব। অন্যৈশ্চ প্রার্থ্যমানাপি ন প্রাপ্যতে, জপাদিনা দুর্ল্লভত্বাদিতি। অতস্তৈঃ শাস্ত্রতত্ত্বমপি ন জ্ঞায়ত ইত্যায়াতমিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮। ইদানীং সচ্চিদানন্দরূপা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তির সৎপ্রসাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত তদুৎকর্ষ বর্ণিত হইতেছেন—'জয়তি' 'জয়তি' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তি

সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন—সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। মুক্তি যাঁহার চরণারবিন্দের একদেশমাত্র ভজনা করেন। অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা ভক্তি-প্রকার মধ্যে কোন একটির কিঞ্চিৎমাত্র একবার আশ্রয় করিলেই মুক্তি হয়। যদি বল, মুক্তি চতুরাশ্রমের ধর্মনিষ্ঠা অর্থাৎ জপ, যজন, তপস্যা, সন্ন্যাস, এই চারিটির প্রতি নিষ্ঠা ছাড়িয়া প্রেমভক্তির পাদপদ্ম ভজনা করিলেন কিরূপে? গূঢ় (রহস্যভূত) নিখিল নিগমতত্ত্ব সম্যক্ বিচার (নির্ণয়) করিয়া। অর্থাৎ সর্ববেদসার উপনিষদাদি বিচার করিয়া উক্ত চারি আশ্রমের ধর্ম নিষ্ঠা সহকারে অনুষ্ঠিত হইয়াও মুক্তিদান করিতে পারে না জানিয়া, তন্নিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্বক। কিন্তু বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক এই মুক্তি ত্যজ্যমানা হইয়াও অর্থাৎ যদিও বৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃ মুক্ত, তথাপি তাঁহারা মুক্তিকে অতি তুচ্ছ ভাবিয়া আদর করেন না। এখানে 'বৈষ্ণব' বলিতে যথাকথঞ্চিৎ বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা-গৃহীত ব্যক্তি বুঝিতে হইবে। আর 'বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক মুক্তি ত্যজ্যমানা' বলিতে মুক্তি স্বয়ং দাসীর ন্যায় উপস্থিত হইলেও তাঁহারা উপেক্ষা (ত্যাগ) করেন। বর্তমানকালের উপপাদক 'ত্যজ্যমানা' ক্রিয়া প্রয়োগ-হেতু বুঝা যাইতেছে যে, মুক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক নিত্যকালই ত্যজ্যমানা। অতএব পূর্ব, অধুনা ও পশ্চাৎ, এই কালত্রয়ই সংগৃহীত হইতেছে। আচ্ছা, তাহা হইলে মুক্তি ভক্তির পাদপদ্ম ভজনা করেন কেন? শরণকামনায় অনন্য গতিস্বরূপে আশ্রয় করিবার জন্য। অন্যথা (অশরণত্ব-হেতু) নাশপ্রাপ্ত অর্থাৎ ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে মুক্তিপদও নষ্ট হয়। তাৎপর্য এই যে, যথাকথঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণাশ্রয় করিলেই মুক্তি তাঁহার কাছে দাসীর ন্যায় আগমন করেন;কিন্তু মূঢ় কামী ব্যক্তি মুক্তির জন্য প্রাণপাত করিলেও মুক্তি কদাচ তাহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করেন না। অর্থাৎ ভক্তি ছাড়িয়া যাঁহারা মুক্তি কামনায় কেবল জপ, তপ, যজ্ঞ ও সন্ন্যাসাদি অবলম্বন করেন, তাঁহারা মুক্তিপ্রাপ্ত হন না বলিয়া তাঁহাদিগের পক্ষে দুর্লভ বলা হইয়াছে; কিন্তু মূঢ়ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের এই গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারে না।

সারশিক্ষা

৮। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস হইলেও যাহারা অনাদিকাল হইতে নিজ-প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া আছে, তাহারাই মায়া-কর্তৃক বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব জীবের মায়াবন্ধন আত্যন্তিক অব্যাহতিকেই মুক্তি বলা হয়। যদিও অনাদি-বহির্মুখ জীবের মায়াবন্ধনের হেতু শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতি, তথাপি শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির ফলে এই মায়াবন্ধন ছেদনযোগ্য; কিন্তু বহির্মুখ জীবের জড়ীয় মনোবৃত্তির নিকট আত্মসুখ-তাৎপর্যই মুক্তির উপায় বলিয়া স্থিরতর আছে। পরন্তু মুক্তিলাভের এই পন্থা দোষদুষ্ট ও মায়া-বিজৃম্ভিত বলিয়া বৈষ্ণবগণ-কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

বাস্তবিকপক্ষে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্বিধ পুরুষার্থই আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা-তাৎপর্যরূপ কৈতবমাত্র। কারণ, জীব হইলেন স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণদাস বা তাঁহার (চিৎকণ) অংশ। আর অংশ বলিয়া অংশীর সেবাই হইল তাহার স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম। অতএব জীব আত্মেন্দ্রিয় সুখসাধন প্রয়াস পরিশূন্য হইয়া স্বীয় প্রভু শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে আনুষঙ্গিক ফলেই মুক্তি সুসিদ্ধ হইয়া যায়। এজন্য স্বতন্ত্রসুখ-সাধন প্রয়াস আবশ্যক হয় না বলিয়া ভক্তের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসুখ-সাধন ব্যতীত অন্য কামনা দৃষ্ট হয় না। অতএব আত্মসুখ সন্ধানের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যই পরম পুরুষার্থরূপ প্রেম প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট পন্থা।

এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভেই উক্ত হইয়াছে—"ধর্ম্মঃপ্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সত্যম্।" ইহাই পরমধর্মের লক্ষণরূপে নির্দিষ্ট আছে। 'প্রোজ্ঝিত কৈতবঃ' (প্র+উজ্ঝিত+কৈতবঃ) প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে কৈতব যাহাতে। এস্থলে 'প্র' শব্দের অর্থ মোক্ষাভিলাষরূপ কৈতব পর্যন্ত রহিত বুঝিতে হইবে। (শ্রীল স্বামীপাদ) অতএব কৈতবরহিত পরমধর্মই নির্মৎসর সাধু বৈষ্ণবগণের আচরিত ধর্ম।

আচ্ছা, মুক্তি বলিতে কি বুঝায়? শাস্ত্র বলেন, 'মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।' (ভাঃ ২।১০।৬) অন্যথা রূপ পরিত্যাগ পূর্বক জীবের স্বরূপে অবস্থিতির নামই মুক্তি। 'অন্যথারূপম্—অবিদ্যয়াধ্যস্তং কর্তৃত্বাদি" (শ্রীল স্বামীপাদ) অবিদ্যা-প্রভাবজনিত কর্তৃত্বাদি স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিবিশেষ। অতএব এই অন্যথারূপ বলিতে স্ব-স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপ এবং ইহার পরিহারই মুক্তি। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু 'স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ' অর্থ করিয়াছেন, স্বরূপ সাক্ষাৎকার। কারণ, জীব তটস্থ ধর্ম বশতঃ কেবল স্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না; বিশেষতঃ মায়াবদ্ধদশায়ও জীবের স্বরূপে অবস্থান অব্যাহত থাকে, কিন্তু তাহা উপলব্ধ হয় না মাত্র; কারণ উহাতে মায়িক উপাধি যোগ হয় এবং মায়িক উপাধি যোগ-হেতু স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়। অতএব অন্যথারূপ অজ্ঞান দূরীভূত হইলেই স্বরূপজ্ঞান প্রকাশিত হয়। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, জীবের স্বরূপ সাক্ষাৎকার মুক্তিপদবাচ্য হইতে পারে না, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারই মুক্তি এবং উহাও শ্রীভগবানে শরণাগতি ভিন্ন সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ মায়িক উপাধি দূর হয় না। শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন, 'দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাম্ তরন্তি তে।।' (শ্রীগীতা ৭।১৪) আমার নিত্য ক্রীড়াশীলা মায়া দুরতিক্রমণীয়া, আমাকেই যাহারা প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় করে (শরণাগত হয়) তাহারা এই মায়া অতিক্রম করিয়া থাকে।

৯। **জয়তি জয়তি নামানন্দরূপং মুরারে-**
র্বিরমিতনিজধর্ম্মধ্যানপূজাদিযত্নং।
কথমপি সকৃদাত্তং মুক্তিদং প্রাণিনাং যৎ
পরমমমৃতমেকং জীবনং ভূষণং মে॥

মূলানুবাদ

৯। যিনি বর্ণাশ্রমধর্ম, ধ্যান, পূজাদি বিরমিত করিয়াছেন। অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিগণের মনোনিগ্রহ, পূজানিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের পূজার উপকরণ সংগ্রহাদির দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন; যিনি কোনরূপে একবারমাত্র গৃহীত হইলেই প্রাণীমাত্রেরই মুক্তিপ্রদ হয়েন, যিনি আমার (গ্রন্থকারের) পক্ষে একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ—জীবনস্বরূপ—ভূষণস্বরূপ, শ্রীকৃষ্ণের সেই আনন্দময় শ্রীনাম সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন—সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯। তত্রাপি পরমোৎকৃষ্টং শ্রীভগবন্নামসেবনমিতি তৎপ্রসাদায় তদুৎকর্ষং বর্ণয়তি,—জয়তীতি। আনন্দং রূপয়তি প্রকাশয়তীতি। যদ্বা, আনন্দস্বরূপম্; অথবা আনন্দয়তীত্যানন্দং চ তদ্‌রূপঞ্চেতি আনন্দরূপং মুরারের্নাম জয়তি জয়তি। সর্ব্বতঃ পরমোৎকর্ষবিশেষালোচনেনাত্যন্তাদরে বীপ্সা। উৎকর্ষবিশেষমেব দর্শয়তি,—বিরমিতেতি। নিজধর্ম্মা বর্ণাশ্রমাচারাস্তেষু তদ্বতাং তত্তদনুষ্ঠানেন যদ্দুঃখং, তদনাদরেণ ভক্তিমাশ্রিতানামপি ধ্যানে দুর্নিগ্রহমনোনিয়মনাদিনা যদ্দুঃখং, পূজায়ামপি পবিত্রসদ্দ্রব্য-সম্পাদনাদিনা যৎ দুঃখং আদিশব্দেন শ্রবণাদিষ্বপি বক্ত্রপেক্ষাদিনা যদ্দুঃখং স্যাৎ, বিরমিতং নিরাকৃতং তত্তদ্যেন তৎ, নাম-সংকীর্ত্তনমাত্রেণৈব তত্তৎফলসিদ্ধেঃ। তথা চ শ্রীতৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভাঃ ৩।৩৩।৭)—'তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।' ইতি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ,—'ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥' ইতি। ননু ত্রিবর্গঃ সিধ্যতু নাম, মুক্তিস্ত্বধিকারিণামেব স্যাৎ, তত্রাপি খলু নাম্নৈব শ্রদ্ধাভক্তিভ্যাং সততং সংকীর্ত্তয়তামেব, ইত্যাশঙ্ক্যাহ,—কথমপীতি। সে কেচিৎ প্রাণিনস্তেষাং সর্ব্বেষামপি মুক্তিদং, তত্রাপি কথমপি কেনাপি প্রকারেণ নামাভাসাদিনা, দম্ভলোভাদিনা, ক্ষুৎপতনশ্রমভ্রমণাদিনা, হাস্যাদিনাপি বা আত্তমুচ্চারিতম্। তথা চোক্তং শ্রীষষ্ঠস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ৬।৩।২৪),—'এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং সংকীর্ত্তনং ভগবতো

গুণকর্ম্মনাম্নাম্। বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি, নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়া মুক্তিম্॥' ইতি, প্রভাসপুরাণে চ,—'মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং, সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্। সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা, ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥' ইতি; যদ্বা, গৃহীতং কেনাপীন্দ্রিয়েণেত্যর্থঃ, তত্র চ সকৃদপি। তথা চ শ্রীষষ্ঠস্কন্ধে চিত্রকেতুকৃত শ্রীশেষভগবৎস্তুতৌ—'সকৃদাদদীত যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্।' ইতি। তত্রান্তঃকরণৈস্তস্য গ্রহণং নামাক্ষরাদিচিন্তনরূপং, বাহ্যেন্দ্রিয়ৈশ্চ যথাযথমূহ্যম্। তত্র বাক্শ্রোত্রাভ্যাং গ্রহণং মুদ্রাদিনা বক্ষঃস্থলাদৌ নামাঙ্কনেন তথা পত্রাদ্যঙ্কিতনামস্পর্শনেন চ, হস্তেন গ্রহণং নানাঙ্কিতমুদ্রাধারণমিতি দিক্। মম তু তত্তৎ সর্ব্বনিরপেক্ষস্য তদেবৈকমখিলং সৎফলমিত্যাহ,—যদিতি। অমৃতং নির্ব্বাণসুখং, পরমামৃতং মুক্তিসুখাধিকাধিকবৈকুণ্ঠসুখম্ কিংবা মধুরমধুরমিত্যর্থঃ। পরমমিতানুবর্ত্তত এব, পরমং জীবনং পরমং ভূষণঞ্চ; তদেবমেব মম পরম্যপেক্ষ্যং সর্ব্বশোভাসম্পাদকঞ্চেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমভক্তির অঙ্গ সকলের মধ্যে শ্রীভগবন্নাম সেবনই পরমোৎকৃষ্ট এবং সেই শ্রীনামের কৃপালাভই সর্বার্থ সিদ্ধির মূল; তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার শ্রীনামের প্রসাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত তদুৎকর্ষ বলিতেছেন—'জয়তি জয়তি' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দস্বরূপ শ্রীনাম সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন, সর্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছেন। শ্রীনাম আনন্দকে প্রকাশ করেন বলিয়া আনন্দরূপ। অথবা শ্রীনাম স্বয়ংই আনন্দরূপ। অথবা সকলকে আনন্দ প্রদান করেন বলিয়া তাঁহার শ্রীনাম আনন্দস্বরূপ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনাম সদা জয়যুক্ত হউন, সদা জয়যুক্ত হউন। সর্বতোভাবে পরমোৎকর্ষ বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত আদরে দুইবার 'জয়তি' বলিয়াছেন। এক্ষণে সেই শ্রীনামের উৎকর্ষবিশেষ প্রদর্শন করিতেছেন—'বিরমিত' ইত্যাদি। বর্ণাশ্রমাচারীদিগের তত্তদনুষ্ঠানের যে দুঃখ, কিংবা বর্ণাশ্রমে অনাদর করিয়া যাহারা ভক্তিযোগাশ্রিত, তাহাদের ধ্যানাঙ্গ সাধনে দুর্নিগ্রহ মনকে নিয়মিত করিবার জন্য যে দুঃখ, পূজানিষ্ঠিত ব্যক্তিগণের পূজার জন্য সদ্দ্রব্যাদি সম্পাদনের যে দুঃখ, শ্রবণাঙ্গ-সাধনে বক্তার অপেক্ষাজনিত যে দুঃখ, তাহা আনন্দস্বরূপ শ্রীনামের আশ্রয় দ্বারা বিরমিত বা নিরাকৃত হয়। কারণ, কোনরূপে একবার মাত্র শ্রীনাম গৃহীত হইলেই অর্থাৎ শ্রীনাম সংকীর্তন মাত্রেই তত্তৎ সাধনের ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত আছে—

'যাহার জিহ্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণের নাম বর্তমান, সে চণ্ডাল হইলেও গরীয়ান্।' অতএব "যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ তপস্যা করিয়াছেন। তাঁহারাই যথার্থ হোম করিয়াছেন, তাঁহারাই সর্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন; তাঁহারাই সত্য সদাচারী; তাঁহারাই সার্থক বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে—"সত্যযুগে ধ্যানে, ত্রেতায় যজ্ঞে, দ্বাপরে পরিচর্যায় যে যে ফল লাভ হইয়া থাকে, তত্তৎ ফল কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনেই প্রাপ্তি হয়।" যদি সকৃৎ নামাভাসে ধর্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ সিদ্ধ হয় হউক, কিন্তু মুক্তি লাভের জন্য কি শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে সর্বদা শ্রীনামকীর্তন করিতে হইবে? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কায় বলিতেছেন—'কথমপি' একবার মাত্র। অর্থাৎ মুক্তির জন্য শ্রদ্ধা সহকারে সদা শ্রীনামকীর্তন করিবার আবশ্যক হয় না। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, যে কোন প্রাণী, যে কোন প্রকারে একটিমাত্র নামাভাসের ফলেই মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে। যেহেতু, দম্ভ, লোভাদি বা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পতন, শ্রম, ভ্রমণ বা হাস্যাদিজনিত নামাভাস হইতেও মুক্তিলাভ হয়। এবিষয় শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত আছে—'পাপনাশের জন্য শ্রীভগবানের শ্রীনামসংকীর্তন অলং (অতিরিক্ত) মাত্র। কারণ, কেবলমাত্র নামাভাসেই অজামিল মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিল।' অতএব শ্রীভগবানের শ্রীনামকীর্তনই যে কেবল পুরুষদিগের পাপক্ষয়মাত্রের উপযোগী, এরূপ বলা যায় না। কারণ, মহাপাপী অজামিল অশুচি ও মুমুর্ষু সময়ে অসুস্থচিত্ত হইয়াও পুত্রের আহ্বান উপলক্ষে শ্রীনাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিল। প্রভাসখণ্ডে লিখিত আছে—'হে ভৃগুবর! শ্রীকৃষ্ণনাম মধুর হইতেও সুমধুর সকল মঙ্গলেরও সুমঙ্গল, সকল বেদ-কল্পলতিকার উৎকৃষ্ট ফল ও চিৎ (ব্রহ্ম) স্বরূপ; উহা শ্রদ্ধায় বা হেলায় একবারমাত্র পরিগীত হইলেও মনুষ্যমাত্রকেই ত্রাণ করেন।' (এস্থলে 'পরি' উপসর্গ নিষেধার্থ প্রয়োগ বলিয়া হেলাপূর্বক অর্থাৎ অসম্যক্ প্রকারে উচ্চারিত হইলেও ঐ কৃষ্ণনাম সম্যক্ উচ্চারিতের ন্যায় ফল প্রদান করেন, বুঝিতে হইবে) অথবা 'কেনাপি' বলিতে পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে-কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে-কোন প্রকারে একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণনাম গৃহীত হইলেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত আছে—'হে ভগবন্! আপনার শ্রীনাম একবারমাত্র শ্রবণ করিলেই জীব সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হয়।' যে-কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীনামগ্রহণ হইবে কিরূপে? অন্তঃকরণের দ্বারা শ্রীনামগ্রহণ বলিতে শ্রীনামাক্ষরাদির চিন্তন। আর বাহ্যেন্দ্রিয় অর্থাৎ বাক্যের দ্বারা কীর্তন, কর্ণের দ্বারা শ্রবণ, চক্ষুদ্বারা শ্রীনামাক্ষরাদি দর্শন অর্থাৎ কোথাও কাহারও দ্বারা লিখিত শ্রীনামাক্ষরাদি দর্শন। ত্বকের দ্বারা শ্রীনামগ্রহণ বলিতে বক্ষঃস্থলাদিতে শ্রীনামাঙ্কন বা পত্রাদিতে লিখিত

শ্রীনামস্পর্শন বা হস্তের দ্বারা শ্রীনামাঙ্কিত মুদ্রাধারণ বুঝিতে হইবে। আমার পক্ষে এই শ্রীনামই একমাত্র পরম অমৃতস্বরূপ। অর্থাৎ স্বধর্ম, ধ্যান ও অর্চনাদি সাধনে নিরপেক্ষ যে আমি, আমার পক্ষেও এই শ্রীনাম একমাত্র সৎফলস্বরূপ, জীবনস্বরূপ ও ভূষণস্বরূপ। এস্থলে অমৃত বলিতে নির্বাণসুখ বা মুক্তিসুখ হইতেও অধিকতর পরম অমৃতস্বরূপ, অধিক কি বলিব, বৈকুণ্ঠসুখ হইতেও পরম অমৃতস্বরূপ, কিংবা মধুর হইতেও সুমধুর। অতএব শ্রীনামই আমার পরমজীবন, পরম ভূষণ এবং শ্রীনামই আমার পরম অপেক্ষণীয় সর্বশোভাসম্পাদক। ইহাই এই বিচারের দিক্‌দর্শন।

সারশিক্ষা

৯। নাম ও নামী স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও কৃপার আধিক্যে নামী হইতেও নামের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন জীব নামীর নিকট কৃতাপরাধ হইলেও নামের আশ্রয় গ্রহণ মাত্রেই অপরাধশূন্য হইয়া নামীর কৃপাভাজন হইয়া থাকেন। নামী কেবল সাধ্যতত্ত্ব কিন্তু নাম সাধ্য ও সাধন। এইজন্য কেবলমাত্র নামাশ্রয় হইতেই শ্রদ্ধাদিক্রমে প্রেমোদয় এবং শ্রীকৃষ্ণ-সেবামৃতে চিরনিমগ্ন হওয়া যায়—

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদয় প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥ (শ্রীচৈঃ চঃ)

বস্তুতঃ নাম ও নামী অভিন্নতত্ত্ব—'একমেব সচ্চিদানন্দ-রসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতম্' (শ্রীল জীব) একই সচ্চিদানন্দরূপ তত্ত্ববস্তু নাম ও নামীরূপে দুই প্রকারে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব শ্রীনাম স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ বলিয়া শ্রবণ, কীর্তন বা স্মরণাদি ব্যাপারে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য নহেন; কিন্তু ঐ ঐ ইন্দ্রিয় শ্রীনামগ্রহণে উন্মুখ হইলে শ্রীনাম স্বয়ংই তাহাতে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া (চিন্তামণি স্বরূপে) সর্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণনামের আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা অনুচ্চারিত বা অসম্যক্ উচ্চারিত অর্থাৎ উচ্চারিত করিতে উদ্যত হইলেও ঐ নাম উচ্চারিতের ন্যায় ফলপ্রসূ হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য শ্রীভগবৎস্বরূপের নাম অনুচ্চারিত হইলে সম্যক্ ফলপ্রসূ হয় না। এইরূপে নামীর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণনামও পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমস্বরূপে লীলায়িত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ হইতে যেমন সকল অবতারের আবির্ভাব হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণই সকল অবতারের কারণ; তেমনি

শ্রীকৃষ্ণনাম হইতেও সকল নামের আবির্ভাব হয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণনামই সকল শ্রীভগবন্নামের কারণস্বরূপ।

বস্তুতঃ শ্রীনাম পরমস্বতন্ত্র এবং স্বপ্রকাশতত্ত্ব বলিয়া নামের প্রভাব প্রকটন সম্বন্ধে কোন প্রকার বিধির অপেক্ষা নাই, সুতরাং শ্রীনাম-মাহাত্ম্যসম্বন্ধে কোন প্রকার অর্থবাদেরও অবকাশ নাই। কারণ, অর্থবাদের প্রয়োজন কেবল বিধিশেষত্বে বা অপ্রাপ্ত অর্থ সম্বন্ধেই বিধির প্রয়োজন হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্র শ্রীনামমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অর্থবাদ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যেহেতু, অর্থবাদও নামাপরাধের অন্তর্ভূত। অপরাধ-হেতু নামাশ্রয়ী বহুকাল এমন কি বহুজন্মও নামের ফলে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আবার নামাপরাধ হইতে সাধকের নিষ্কৃতি লাভ করিবার উপায়ও শ্রীহরিনাম গ্রহণ।

শ্রীনাম পরমস্বতন্ত্র বলিয়া যেরূপেই উচ্চারিত হউন না কেন, নিজ প্রভাব ত্যাগ করেন না। কারণ, নামোচ্চারণমাত্রেই স্বনামপ্রিয় শ্রীভগবান মনে করেন যে, "এই ব্যক্তি আমারই এবং আমাকর্তৃক সর্বথা রক্ষণীয়।" এইজন্য নামাভাসাদি স্থলেও শ্রীনাম স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন; কিন্তু অপরাধ থাকিলে নাম স্বপ্রভাব গোপন করেন বলিয়া নামাভাসও হয় না।

ফলতঃ একান্তভাবে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই শ্রীনাম কৃপা করিয়া প্রেম প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং আনুষঙ্গিক ফলরূপে সংসারক্ষয় বা মুক্তি হইয়া থাকে।

১০। নমঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নিরুপাধি কৃপাকৃতে।
যৎ শ্রীচৈতন্যরূপোঽভূৎ তন্বন্ প্রেমরসং কলৌ॥

মূলানুবাদ

১০। যিনি কলিযুগে প্রেমরসবিস্তার জন্য শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই নিরুপাধি-করুণাকারী শ্রীকৃষ্ণরূপ-গুরুবরকে নমস্কার করি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০। এবং পরমং মঙ্গলমাচর্য্য নিজাভীষ্টসিদ্ধয়ে শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়রীত্যা স্বস্যেষ্টদৈবতরূপং শ্রীগুরুবরং প্রণমতি—নমঃ ইতি। নিরুপাধিমহৈতুকীং কৃপাং করোতি তথা, তস্মৈ। তদেবাহ—য ইতি। তন্বন্নিতি হেতৌ শতৃঙ্। পরমদুর্লভতরমপি নিজচরণারবিন্দবিষয়কং প্রেমরূপং রসং মধুরদ্রব্যবিশেষম্; যথা, প্রেম্ণিরসং রাগং বিস্তারয়িতুমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০। এই প্রকারে বিশেষ মঙ্গলাচরণ করিয়া এক্ষণে স্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চিরন্তনী রীতি অনুসারে নিজ অভীষ্টদেব শ্রীগুরুবরকে প্রণাম করিতেছেন—'নমঃ' ইত্যাদি। কলিযুগে প্রেমরস বিস্তারার্থ যিনি শ্রীচৈতন্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই নিরুপাধি-করুণাকারী শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীগুরুবরকে প্রণাম করি। সেই প্রেমরস কিরূপ? পরম দুর্লভতর নিজচরণারবিন্দ-বিষয়ক প্রেমরূপ রসবিশেষ। অথবা রস শব্দের অর্থ রাগও হয়, অতএব রাগের সহিত বর্তমান যে প্রেম, সেই প্রেমরূপ মধুর দ্রব্যবিশেষ।

সারশিক্ষা

১০। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক হইয়াও বহু মূর্তিতে ভক্তের ভাবনা ও সেবাবাসনার অনুরূপভাবে আবির্ভূত হইয়া ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য ও মাধুর্যের মহাসিন্ধু হইলেও তাঁহার সকল লীলা ও সকল মূর্তিতে পরিপূর্ণ কৃপাবিকাশ হয় না। এজন্য যে ভক্ত যেরূপে কৃতার্থ হইতে চাহেন, তাঁহার সেইরূপ অভীষ্ট লীলাবিগ্রহের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কারণ, শ্রীভগবান শ্রীগুরুরূপে যাদৃশী কৃপা করেন, অন্যরূপে তাদৃশী কৃপা করেন না, কিংবা কৃপা করিলেও শ্রীগুরুর মধ্য দিয়াই সেই কৃপার বিকাশ হয়।

১১। ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রাণাময়ং সারস্য সংগ্রহঃ।
অনুভূতস্য চৈতন্যদেবে তৎ প্রিয়রূপতঃ॥

মূলানুবাদ

১১। এই গ্রন্থ ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রসমূহের সারভূত এবং শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা হইতে অনুভূত; কিংবা তাঁহার প্রিয় রূপ হইতে অনুভূত বলিয়া তাঁহারই সংগ্রহ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১। অধুনাত্র প্রতিপাদ্যমাহ—ভগবদ্ভক্তীতি। যানি যানি ভগবতো ভক্তিসম্বন্ধীনি শাস্ত্রাণি বিদ্যন্তে, তেষাং সারস্য তত্ত্বস্য হেয়রহিতাংশস্য বাহয়ং সংগ্রহঃ সংগ্রহরূপো গ্রন্থঃ—অনেন স্বয়ং নির্ম্মাণৌদ্ধত্যং পরিহৃতম্, প্রামাণ্যঞ্চাস্য দর্শিতম্। তত্র ক্বচিৎ তত্তৎপদ্যানাং, ক্বচিৎ তত্তৎপদ্যাক্ষরাণাং ক্বচিচ্চ তত্তদর্থানাং পদ্যতয়া গ্রথনেন সংগ্রহণমিত্যূহ্যম্। ননু বহূনাং ভক্তিশাস্ত্রাণামেকত্র দুর্লভত্বাৎ তত্তৎসারস্য চ দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ কথং সংগ্রহঃ সম্ভবতি? তত্রাহ—অনুভূতস্যেতি, বহিরন্তঃ করণদ্বারাত্মসাৎকৃতস্য। কুত্র? চৈতন্যদেবে চিত্তাধিষ্ঠাতৃশ্রীবাসুদেবে ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ? তস্য শ্রীচৈতন্যদেবস্য যৎ প্রিয়তমং রূপং ত্রিভঙ্গিসুন্দরবেণুবাদনপর-শ্রীনন্দকিশোরস্বরূপং, তস্মাৎ; ধ্যানাদিনা তৎসেবনাদিত্যর্থঃ। অন্তর্য্যামিনো নিরুপাধি-সহজ কৃপাকারিণো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদাদ্ধ্যানাদিনা তস্মিন্ স্বয়ং প্রস্ফুরতি সতি তত্তৎ সর্ব্বমপি পরিস্ফুরেদিতি ভাবঃ। যদ্বা, চৈতন্যদেবেতিখ্যাতে শ্রীশচীনন্দনে। ততশ্চ তস্য যৎ প্রিয়ং রূপং—যতিবেশপ্রকাণ্ড-গৌর-শ্রীমূর্ত্তিস্তস্মাৎ, তদনুভাববিশেষেণেত্যর্থঃ। পক্ষে, তস্য প্রিয়ো স্বপনামা মহাশয়স্তস্মাদিতি পূর্ব্ববৎ। অতো ভগবৎকৃপাবিশেষেণ সাক্ষাদনুভবাৎ সংগ্রহোঽয়ং ন দুর্ঘট ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১। অধুনা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিতেছেন—'ভগবদ্ভক্তি' ইত্যাদি। ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় যে যে শাস্ত্র বর্তমান আছেন সেই সেই শাস্ত্র সমূহের সার, ইহা তাহারই সংগ্রহ। এখানে 'সার' বলিতে হেয়াংশ রহিত কেবল তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, আর সারসংগ্রহ—পদের উল্লেখ করিবার জন্য স্বয়ং গ্রন্থকারের নির্মাণ-ঔদ্ধত্য পরিহৃত হইল এবং গ্রন্থেরও প্রামাণ্য দেখান হইল। এক্ষণে

সংগ্রহ-প্রকার বলিতেছেন, কোনস্থলে আকরগ্রন্থের পদ্য, কোনস্থলে বা পদ্যাংশ (অক্ষরমাত্র), কোনস্থলে বা তাহার অর্থাদি সংগ্রহপূর্বক বক্ষ্যমাণ পদ্যগ্রন্থ গ্রথিত হইয়াছেন। যদি বলা হয় যে, বহু সংখ্যক ভক্তিশাস্ত্রের একত্র সমাবেশ নিতান্ত দুর্ঘট; বিশেষতঃ দুর্লভত্ব-হেতু এবং তত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রযুক্ত তাহার সারসংগ্রহ কিরূপে সম্ভব হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন—অনুভূত। অর্থাৎ বহিরন্তঃকরণদ্বারা তত্ত্ববস্তু সাক্ষাৎকার হইলে যেরূপ তাহার সারসংগ্রহ কঠিন হয় না, সেইরূপে এই তত্ত্ববস্তু সংগৃহীত হইয়াছে। আচ্ছা, তাহার অনুভূতি হইল কিরূপে? শ্রীচৈতন্যদেবের চিত্তাধিষ্ঠাতৃ শ্রীবাসুদেবের স্বরূপ হইতে। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়তম রূপ—ত্রিভঙ্গ সুন্দর বেণুবাদনপরায়ণ শ্রীমন্নন্দকিশোরদেবের ধ্যানাদিরূপ সেবন হইতে ইহা অনুভূত হইয়াছে। যেহেতু, সকলের অন্তর্যামি এবং নিরুপাধি সহজ-কৃপাকারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে সকলেরই চিত্তে ঈদৃশ ভক্তিতত্ত্ব স্বয়ং প্রস্ফূরিত হইয়া থাকে। অথবা শ্রীচৈতন্যদেব হইতে অর্থাৎ বিখ্যাত শ্রীশচীনন্দনের প্রিয়রূপ যতিবেশধারী প্রকাণ্ড গৌরমূর্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের অনুভববিশেষ হইতে অনুভূত। অথবা শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় শ্রীরূপগোস্বামী-নামক মহাশয় হইতে অনুভূত। অতএব শ্রীভগবদ্কৃপাবিশেষ হইতে অনুভূত—সাক্ষাৎকৃত হইয়াছে বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রের সারসংগ্রহ দুর্ঘট হয় না।

সারশিক্ষা

১১। ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রে সারতত্ত্ব নিহিত আছে বটে, কিন্তু আলোচনা করিয়া বাহির করিতে হয়, আবার কেবল আলোচনা করিলেই সারতত্ত্ব কোন্‌টি তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পরমভক্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর চরণে শরণাপন্ন হইয়া শাস্ত্রালোচনা করিলে তাঁহার কৃপার সারতত্ত্ব বোধগম্য হইবে—ইহাই এই শ্লোকের ব্যঞ্জনা বলিয়া মনে হয়।

১২। শৃণ্বন্তু বৈষ্ণবাঃ শাস্ত্রমিদং ভাগবতামৃতং।
সুগোপ্যং প্রাহ যৎ প্রেম্না জৈমিনির্জনমেজয়ং॥

মূলানুবাদ

১২। বৈষ্ণবগণ এই "শ্রীভাগবতামৃত"-নামক শাস্ত্র শ্রবণ করুন। এই গ্রন্থ সুযোগ্য হইলেও জৈমিনি মুনি অনুরাগভরে রাজা জনমেজয়কে বলিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২। অত ইদং সংগৃহ্যমাণং পরমসদ্ধর্ম্মং শিক্ষয়তি, পরমসন্মার্গে প্রবর্ত্তয়তীতি বা শাস্ত্রং ভাগবতামৃতং নাম;—ভাগবতানাং ভগবদ্ভক্তিপরাণাং শাস্ত্রাণাং পরমমধুরসাররূপত্বাৎ; এবং যথার্থসংজ্ঞমিত্যর্থঃ। এতদগ্রে বিস্তরেণ ব্যক্তং ভাবি। যে বৈষ্ণবাস্ত এব শৃণ্বন্তু, অন্যেষামত্রানধিকারাৎ, বিশেষণা বৈষ্ণবানাং শুষ্কচিত্তানাং রসাভাবাদেতচ্ছ্রবণে শ্রদ্ধানুৎপত্তের্মহাপাতকমেব স্যাদিতি তেষামত্র বর্জ্জনং কৃপয়ৈবেতি মন্তব্যম্। তত্র যদ্যপি গৃহীত শ্রীবিষ্ণুদীক্ষাকা এব বৈষ্ণবা উচ্যন্তে; যথোক্তং পদ্মপুরাণে—'সাঙ্গং সমুদ্রং সন্যাসং সঋষিচ্ছন্দদৈবতম্। সদীক্ষাবিধি সধ্যানং সযন্ত্রং দ্বাদশাক্ষরম্॥ অষ্টাক্ষরমথান্যং বা যে মন্ত্রং সমুপাসতে। জ্ঞেয়াস্তে বৈষ্ণবা লোকা বিষ্ণুর্চ্চনরতাঃ সদা॥' ইতি তথাপাত্র ভক্তিরসিকাস্তত্রাপি শ্রীনন্দকিশোরচরণারবিন্দমকরন্দবিষয়কলোভবিশেষবন্ত এব গ্রাহ্যাঃ, প্রায়স্তেষামেবৈতচ্ছ্রবণে প্রীতিবিশেষোৎপত্তেঃ। শৃণ্বন্ত্বিতি সদা শ্রীবৈষ্ণবানাং চরণপরিসরেঽনুবৃত্ত্যা তেষাং সাক্ষাদপি পরোক্ষনির্দ্দেশঃ পরমগৌরবেণ। যদ্বা, 'হে বৈষ্ণবাঃ' ইতি সম্বোধনম্; তত্রাপি গৌরবেণৈব ভবন্তু ইত্যধ্যাহারঃ। সুগোপ্যং পরমরহস্যম্ তমেবার্থমিতিহাসদ্বারা নিরূপয়িতুং শ্রীজৈমিনিমুনীশ্বরকথিত-মুপাখ্যানমুপক্ষিপতি—প্রাহেতি যচ্ছাস্ত্রং জৈমিনিনামা মহামুনির্জনমেজয়ং রাজানং প্রতি প্রকর্ষেণাকথয়ৎ; তয়োশ্চ পরমভাগবতত্বং প্রসিদ্ধমেব; যতঃ 'বেদানাং সামবেদোঽস্মি'—(শ্রীগীতা ১০।২২) ইতি ভগবন্মহাবিভূতিতয়োক্তস্য চতুর্বেদশ্রেষ্ঠস্য সামবেদস্যাধ্যাপকস্তৎসারবেত্তা ভগবদ্ভক্তিপ্রবৃত্তিতাৎপর্য্যেণ কর্মপ্রাধান্যবাদীভক্তিমার্গোপদেষ্টা শ্রীজগন্নাথদেবস্য মাহাত্ম্যভরবক্তা শ্রীজৈমিনিঃ, শ্রীজনমেজয়শ্চ পরমভাগবতঃ শ্রীপরীক্ষিন্নন্দন এব শ্রীবিষ্ণু শ্রীবৈষ্ণবকথারসিকঃ, অতস্তস্য তং প্রত্যেবৈতৎ কথনং যুক্তমেব। তত্র চ প্রেমণৈব ভগবতি ভাগবতোত্তমে বা স্বশিষ্যে জনমেজয়ে কিংবা ভক্তিমার্গে যোঽনুরাগস্তেনৈব কেবলং ন ত্বন্যেন কেনাপি হেতুনা, সুগোপ্যত্বাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২। অতএব এই গ্রন্থ ভগবদ্ভক্তিশাস্ত্রসমূহের সারসংগ্রহরূপ বলিয়া পরম সদ্ধর্ম শিক্ষাদানপূর্বক সন্মার্গে প্রবর্তিত করেন। আর এই শাস্ত্রে ভগবদ্ভক্তিপর শাস্ত্রসমূহের পরম মধুর সাররূপত্ব-হেতু ইহার নাম হইয়াছে—'ভাগবতামৃত'; সুতরাং গ্রন্থের যথার্থ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। এ বিষয় পরে বিশেষভাবে বলা হইবে। অতএব শ্রীবৈষ্ণবসকল এই 'ভাগবতামৃত' নামক শাস্ত্র শ্রবণ করুন। এখানে বৈষ্ণব বলিতে যাঁহারা শ্রীমন্নন্দকিশোরের চরণকমলের মকরন্দ পান করিতে অভিলাষী, তাঁহারাই এই শাস্ত্র শ্রবণের অধিকারী; সুতরাং অপর ব্যক্তিগণ শ্রবণের অনধিকারী সূচিত হইতেছে। যেহেতু, অবৈষ্ণবের চিত্ত শুষ্ক, অর্থাৎ সরস নহে বলিয়া গ্রন্থশ্রবণে তাহাদের শ্রদ্ধা হইবে না। আর অশ্রদ্ধায় শ্রবণ করিলেও মহাপাতক অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তাহাদিগকে বর্জন করাই কৃপার লক্ষণ জানিতে হইবে। যদিও বৈষ্ণব শব্দে শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রকেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে এবং পদ্মপুরাণেও ঐ প্রকার উক্ত হইয়াছে, 'ন্যাস, মুদ্রা, ঋষি ও ছন্দাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর বা দশাক্ষর মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যিনি সর্বদা শ্রীবিষ্ণুর অর্চনে রত, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিতে হইবে।' এস্থলে ভক্তিরসিক ব্যক্তি সকলকেই এই গ্রন্থ শ্রবণের অধিকারী জানিতে হইবে। আবার সেই ভক্তিরসিকগণের মধ্যেও যাঁহারা শ্রীনন্দকিশোরের চরণারবিন্দের মকরন্দ পান করিতে অভিলাষী, তাঁহারাই এই শ্রবণের বিশেষ অধিকারী বলিয়া তাঁহাদিগেরই বিশেষ প্রীতি উৎপন্ন হইবে। যদিও এই সকল বৈষ্ণবগণ গ্রন্থকারের সাক্ষাতে বিরাজমান রহিয়াছেন, তথাপি 'শৃণ্বন্ত বৈষ্ণবাঃ' বৈষ্ণবেরা শ্রবণ করুন, এইরূপ পরোক্ষ নির্দেশ করিলেন কেন? গ্রন্থকার সর্বদা বৈষ্ণবচরণে অনুবৃত্তি-পরায়ণ বলিয়া গৌরববশতঃ সাক্ষাতেও পরোক্ষবৎ নির্দেশ করিয়াছেন, অথবা 'হে বৈষ্ণবাঃ!' সম্বোধন পদ বলিয়া অর্থ করিলেও 'আপনারা শ্রবণ করুন' এইরূপ গৌরবসূচক অধ্যাহার করিতে হইবে। এই শাস্ত্র সুগোপ্য—পরম রহস্যময় বলিয়া ইতিহাসের মধ্য দিয়া অর্থ নিরূপিত হইতেছেন। অর্থাৎ এই ভাগবতামৃত নামক শাস্ত্র শ্রীজৈমিনি-নামক মহামুনি পরমভাগবত শ্রীজনমেজয় রাজার সমীপে প্রকৃষ্টরূপে কীর্তন করিয়াছিলেন। যেহেতু, তাঁহারা উভয়েই পরমভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ হয়ত শ্রীজৈমিনিমুনিকে কর্মবাদী ঋষি বলিয়া জানেন; কিন্তু শ্রীগীতায় মহাবিভূতি-কথন প্রসঙ্গে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"বেদসমূহের মধ্যে আমি সামবেদ।" আর সেই চতুর্বেদশ্রেষ্ঠ সামবেদের অধ্যাপক শ্রীজৈমিনিমুনি;

শ্রীজৈমিনি ভক্তিহীন কর্মবাদী নহেন, ভগবদ্ভক্তিতাৎপর্যমূলক কর্মপ্রাধান্যবাদী—ভক্তিমার্গের উপদেষ্টা। বিশেষতঃ ইনি স্বীয় পুরাণে শ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্যরাশি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আর শ্রীজনমেজয়ও পরমভাগবত শ্রীপরীক্ষিতের পুত্র এবং নিজেও পরমভাগবত, শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কথারসিক। অতএব এই সুগোপ্য ভক্তিরসময় 'ভাগবতামৃত' শাস্ত্রের বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই সুযোগ্য হইতেছেন। বিশেষতঃ পরমভাগবত শ্রীজৈমিনি অনুরাগবশতঃ স্বশিষ্য ভাগবতোত্তম শ্রীজনমেজয়কে এই সুগোপ্য শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন।

সারশিক্ষা

১২। প্রাচীন সংস্কার এবং আধুনিক উত্তমজ্ঞানসম্পন্ন ভক্তগণেরই ভক্তিতত্ত্ব-প্রতিপাদক শব্দমূর্তি শ্রীভাগবতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে বা শ্রবণে রুচি হইয়া থাকে এবং সেই রুচিই তাঁহাদের ভক্তিতত্ত্ব বোধগম্য করাইয়া থাকে, কিন্তু শুষ্ক তর্কযুক্তিতে ঐ তত্ত্বজ্ঞান সুদূরপরাহত। যেহেতু, তর্কের কোনদিনই প্রতিষ্ঠা নাই। অর্থাৎ তর্কবলে একজনের স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত অন্য অভিযুক্ততর তার্কিকের তর্কে খণ্ডিত হইয়া থাকে।

যদিও শ্রীভাগবতামৃত গ্রন্থ শ্রবণ করিলে শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তির উদয় হয়, তথাপি উহা দ্বেষবুদ্ধিশূন্য হইয়া শ্রদ্ধা সহকারেই শ্রবণ করিতে হয়।

শ্রীগীতা-তত্ত্বের উপসংহারে শ্রীভগবান্ শাস্ত্রের অধিকারী অনধিকারীর বিষয়ে বলিয়াছেন—'যাহারা শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবে।' কারণ, তাহারা সংশয়শূন্য বলিয়া আমাতে পরাভক্তিলাভ করিবে। আর "অতপস্কায় অভক্তায় অশুশ্রূষবে ন বাচ্যম্।" যে তপস্যা করে নাই, যে ভজন করে নাই, যে এসব তত্ত্বকথা শুনিতে চাহে না, তাহাকে ইহা বলা উচিত নহে। আর "ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি"—যে আমাকে দ্বেষ করে বা আমাকে ভালবাসে না, তাহাকেও ইহা বলা উচিত নহে। কারণ, তাহার কাছে সত্য বলিয়া কিছুই নাই, সুতরাং তাহাকে ভক্তিতত্ত্ব বলিলে সে কদর্থ করিবে। এইরূপে তাহাকে উপেক্ষা করাই তাহার প্রতি কৃপা জানিতে হইবে।

১৩। মুনীন্দ্রাজ্জৈমিনেঃ শ্রুত্বা ভারতাখ্যানমদ্ভুতং।
পরীক্ষিন্নন্দনোঽপৃচ্ছত্তৎখিলং শ্রবণোৎসুকঃ॥

মূলানুবাদ

১৩। শ্রীপরীক্ষিৎনন্দন শ্রীজনমেজয় শ্রীজৈমিনির নিকট অদ্ভুত ভারতাখ্যান শ্রবণ করিয়া উহার শেষভাগ শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩। কদা কুতশ্চেত্যাদ্যপেক্ষায়ামাহ—মুনীন্দ্রাদিতি দ্বাভ্যাং শ্লোকাভ্যাম্। ভারতানাং ভরতবংশ্যানাং রাজ্ঞামাখ্যানং বৃত্তম্। যদ্বা, ভারতেতি বিখ্যাতমাখ্যানং কথাম্। অদ্ভুতং পরমবিস্ময়জনকং তথা পূর্ব্বমশ্রবণাৎ। তস্য ভারতাখ্যানস্য যৎ খিলং শেষস্তস্য শ্রবণে উৎসুকঃ সন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩। কোন্ সময়ে কোথায় এই শাস্ত্র কথিত হইয়াছিল? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'মুনীন্দ্রাৎ' ইত্যাদি। মুনীন্দ্র জৈমিনির নিকট হইতে ভারতাখ্যান (ভরতবংশীয় রাজাদের আখ্যান।) অথবা ভারত নামক বিখ্যাত আখ্যান। শ্রীজনমেজয় পরম বিষয়জনক ভারতাখ্যান শ্রবণ পূর্বক উহার শেষভাগ শ্রবণে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীজনমেজয় উবাচ—

১৪। ন বৈশম্পায়নাৎ প্রাপ্তো ব্রহ্মন্ যো ভারতে রসঃ।
ত্বত্তো লব্ধঃ স তচ্ছেষং মধুরেণ সমাপয়।।

মূলানুবাদ

১৪। শ্রীজনমেজয় বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি মহর্ষি বৈশম্পায়নের মুখ হইতে ভারত শ্রবণে যে রস প্রাপ্ত হই নাই, তাহা আপনার নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব সেই ভারতের শেষভাগ মধুর রস দ্বারা সমাপন করুন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১৪। হে ব্রহ্মন্! সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তে! শ্রীজৈমিনে! ভারতে তচ্ছ্রবণে ইত্যর্থঃ। যো রসঃ প্রীতিবিশেষো ন প্রাপ্তঃ, স রসস্ত্বত্তঃ সকাশাৎ প্রাপ্তঃ;—ভগবদ্ভক্তিরসেন কথনাৎ। তত্তস্মাত্তস্য ভারতস্য শেষমন্তভাগং, মধুরেণ রসেনৈব সমাপয় সম্পূর্ণং কুরু। যথা লোকে শিখরিণ্যাদিমধুরদ্রব্যবিশেষেণৈব ভোজনসমাপনমিতি ধ্বনিতম্।

টীকার তাৎপর্য্য

১৪। হে ব্রহ্মন্! সাক্ষাৎ বেদমূর্তে! শ্রীজৈমিনে! আমি মহর্ষি বৈশম্পায়নের মুখ হইতে ভারতাখ্যান শ্রবণে যে রস প্রাপ্ত হই নাই, সেই রস আপনার মুখকমল হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। যেহেতু, তাহা ভগবদ্ভক্তি-রসের সহিত কথিত হইয়াছিল। অতএব সেই ভারতের শেষভাগ মধুর রস দ্বারা সমাপন করুন। যেমন লোকে তিক্ত, কটু আদি রস পরিবেশনের পর শিখরিণি ইত্যাদি মধুর দ্রব্যবিশেষ দ্বারা ভোজন সমাপন করাইয়া থাকে, সেইরূপ আপনিও 'মধুরেণ সমাপয়েৎ'—ন্যায়ানুসারে মধুর রসময়ী কথা দ্বারা পরিতৃপ্ত করুন, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীজৈমিনিরুবাচ—

১৫। শুকদেবোপদেশেন নিহতাশেষসাধ্বসং।
সম্যক্‌প্রাপ্তসমস্তার্থং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসংপ্লুতং।।

১৬। সন্নিকৃষ্ট-নিজাভীষ্ট পদারোহণকালকং।
শ্রীমৎ পরীক্ষিতং মাতা তস্যার্ত্তা কৃষ্ণতৎপরা।।

১৭। বিরাটতনয়ৈকান্তেঽপৃচ্ছদেতন্নৃপোত্তমং।
প্রবোধ্যানন্দিতা তেন পুত্রেণ স্নেহসংপ্লুতা।।

মূলানুবাদ

১৫—১৭। শ্রীজৈমিনি বলিলেন, হে নৃপোত্তম! শ্রীশুকদেবের উপদেশে শ্রীমৎ পরীক্ষিতের নিখিল ভয় বিনষ্ট হইয়াছিল এবং সম্যক্ প্রকারে চতুর্বর্গের ফলপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার নিজাভীষ্টপদ (শ্রীগোলোক) অরোহণের কাল নিকটবর্তী হইয়াছিল, তজ্জন্য পুত্রবৎসলা জননী বিরাটতনয়া পুত্রশোকে কাতরা হইয়াছিলেন, তথাপি পুত্র-কর্তৃক আশ্বাসিত ও আনন্দিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকথাশ্রবণে অত্যন্ত উৎসুকা হইয়া বক্ষ্যমাণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫—১৭। সোঽপি তথৈব বিবক্ষংস্তদনুকূলমুত্তরাপরীক্ষিৎসংবাদং প্রস্তৌতি, শুকদেবেতি। হে নৃপোত্তম শ্রীজনমেজয়! শ্রীমন্তং পরীক্ষিতং তস্য মাতা বিরাটতনয়া শ্রীমদুত্তরা এতদ্বক্ষ্যমাণমপৃচ্ছদিতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। তত্রাদৌ বক্তুর্মাহাত্ম্যবিশেষং প্রতিপাদয়িতুং সার্দ্ধশ্লোকেন তমেব বিশিনষ্টি—শুকেতি। শুকঃ শ্রীবাদরায়ণিঃ স এব দেবঃ পরমপূজ্যত্বাদিনা তস্য উপদেশেন শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণকথনদ্বারা তৎকৃতশিক্ষয়া নিতরাং হতং নাশিতম্ অশেষং সাধ্বসং তক্ষকাৎ সংসারাদপি ভয়ং যস্য। সম্যক্ অনায়াসাদিনা সাধুপ্রকারেণ প্রাপ্তাঃ সমস্তা অর্থা ধর্ম্মার্থকামমোক্ষা যেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দপ্রেমরসপ্রবাহে নিমগ্নম্। ননু রাজ্যমধ্যে শ্রীশুকদেবোপদেশো নাভূত্তস্মিন্ বৃত্তে চ সদ্য এব তস্য বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিরিতি কঃ প্রশ্নাবসর ইত্যপেক্ষায়ামাহ,—সন্নিকৃষ্টঃ নিকটায়াতঃ নিজাভীষ্টপদারোহণস্য কালো যস্য। শ্রীশুকদেবগমনানন্তরং শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বং যোঽল্পতরঃ কিয়ান্ কালো বৃত্তঃ তস্মিন্নেবাপৃচ্ছৎ, স চ তদানীমেবোত্তরং দদাবিতি

জ্ঞেয়ম্। অতঃ শোকেনার্ত্তা। তথাপি প্রশ্নে হেতুঃ; কৃষ্ণতৎপরা তৎকথাশ্রবণাত্যন্তোৎসুকেত্যর্থঃ। একান্তে বিবিক্তে পরমরহস্যত্বাৎ। ননু পরমভাগবতোত্তমস্য স্বপুত্রস্য তস্য শোকেন কাতরা সা প্রশ্নোত্তরং কথং সম্যক্ শ্রোতুমবগন্তুং বা প্রভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ, প্রবোধ্যেতি। তেনৈব স্বপুত্রেণ শ্রীপরীক্ষিতা জন্মমরণাদীনাং মিথ্যাত্বাদিকং প্রকর্ষেণানুভবপর্য্যন্তং বোধয়িত্বা আনন্দিতা। অতঃ স্নেহে শ্রীকৃষ্ণবিষয়কে পরমভাগবতস্বপুত্রবিষয়কে বা স্নেহরসপূরে নিমগ্না সতী॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫—১৭। শ্রীউত্তরা বক্ষ্যমাণ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং সেই বিবক্ষিত বিষয়ের অনুকূল "উত্তরা-পরীক্ষিৎ সংবাদ" বিবৃত হইতেছে। শ্রীজৈমিনি বলিলেন, হে নৃপোত্তম জনমেজয়! শ্রীমৎ পরীক্ষিৎকে তাঁহার জননী বিরাটতনয়া শ্রীউত্তরাদেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন (বক্ষ্যমাণ বিষয় তিনটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে এবং প্রথমতঃ অর্ধশ্লোকে বক্তার মাহাত্ম্যবিশেষ প্রতিপাদিত হইয়াছে), পরম পূজ্যপাদ শ্রীবেদব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবের উপদেশে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণ-কথন দ্বারা এবং তৎকৃতশিক্ষায় যাহার নিখিল ভয় বিনষ্ট হইয়াছিল, সেই ভয় কিরূপ? তক্ষকদংশনভয় বা সংসারাদির অশেষ ভয় বিনষ্ট হইলে যিনি সম্যক্ প্রকারে এবং অনায়াসে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদি চতুর্বর্গের ফল প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-প্রেমরস প্রবাহে নিমগ্ন ছিলেন, যাঁহার নিজাভীষ্টপদ শ্রীবৈকুণ্ঠ আরোহণের কাল নিকটবর্তী হইয়াছিল, সেই নৃপোত্তম শ্রীপরীক্ষিৎকে তাঁহার মাতা শ্রীমতী উত্তরা জিজ্ঞাসা করিলেন। যদি বল, শ্রীশুকদেবের উপদেশের পরই তাঁহার শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রত্যাবর্তন বা বক্ষ্যমাণ প্রশ্নের অবসর কোথায়? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন,—'সন্নিকৃষ্ট' ইত্যাদি। শ্রীশুকদেবের গমনের পর এবং তাঁহার নিজাভীষ্টপদ আরোহণের পূর্বে যে অল্পতর কাল বাকি ছিল, সেই কালের মধ্যে তাঁহার জননী প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তিনিও উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন জানিতে হইবে। আচ্ছা, তিনি ত' পুত্রশোকাতুরা (পুত্রের ভাবি বিয়োগ হইতে উৎপন্ন শোকে কাতরা), সুতরাং প্রশ্ন করিলেন কিরূপে? তিনি শ্রীকৃষ্ণ তৎপরা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকথাশ্রবণে অত্যন্ত উৎসুকা ছিলেন বলিয়া একান্তে বক্ষ্যমাণ পরম রহস্যময় বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তথাপি যদি বল, পরম ভাগবত নিজপুত্রের শোকে কাতরাবস্থায় তাদৃশ প্রশ্নের উত্তর কিরূপে শ্রবণ করিবেন? আর কিরূপেই বা তাহা অনুভব

করিবেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন —'প্রবোধ্যানন্দিতা।' অর্থাৎ স্বপুত্র শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ সংসারের জন্ম-মরণাদির মিথ্যাত্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দানে তাঁহাকে প্রবোধিতা করিয়াছিলেন এবং তিনি প্রকর্ষের সহিত অনুভব পর্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিতা হইয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বা পরমভাগবত স্বপুত্রের স্নেহরসে নিমগ্না হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে তাদৃশ প্রশ্ন করা বা সেই প্রশ্নের উত্তর শ্রবণে তাহা অনুভব করা আশ্চর্যের বিষয় হয় নাই।

সারশিক্ষা

১৫—১৭। সাধারণ জীবের লোকান্তরিত প্রিয়জনের সহিত মিলন-জন্য জন্মান্তরের অপেক্ষা করিতে হয় এবং সেই জন্মান্তরও কর্মপরতন্ত্র বলিয়া প্রিয়সঙ্গম হইতে পারে, নাও হইতে পারে। আবার অনুকূল কর্মবশে প্রিয়সম্মিলন ঘটিলেও ইহলোক ত্যাগ ও জন্মান্তর লাভ এই সন্ধিক্ষণেও অন্ততঃ অন্যকে প্রিয়বিচ্ছেদ দুঃখভোগ করিতে হয়। শ্রীউত্তরাদেবী বা মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতের কিন্তু তাহা হয় নাই। অর্থাৎ তাঁহার বা তাঁহার মাতা শ্রীউত্তরাদেবীর বিরহদুঃখভোগ করিতে হয় নাই। কারণ, ইঁহাদের পার্ষদদেহ নিত্য বলিয়া সেই দেহেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্য তাঁহাদের জন্মান্তর-প্রাপ্তি-কালসন্ধিরূপ অল্প সময়ও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অন্তরায় হয় না বা প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির বিলম্ব কি বিঘ্ন ঘটিতে পারে না। যদিও তাঁহাদের প্রকটলীলায় নিজ নিজ ভাবানুসারে বা লীলাবশে সংঘটিত হয় এবং সাধারণ জীবাভিমান করিয়া থাকেন বা তাদৃশরূপে লোকচক্ষে অন্তর্ধানাদি লীলাও আবিষ্কার করেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের পার্ষদত্ব বা তদুচিত অভিমান অব্যাহত থাকে বলিয়া শ্রীমতী উত্তরাদেবী শ্রীকৃষ্ণকথারসে নিমগ্না হইয়াছিলেন।

শ্রীউত্তরোবাচ—

১৮। যচ্ছুকেনোপদিষ্টং তে বৎস নিষ্কৃষ্য তস্য মে।
সারং প্রকাশয় ক্ষিপ্রং ক্ষীরাম্ভোধেরিবামৃতম্॥

মূলানুবাদ

১৮। শ্রীউত্তরা বলিলেন, বৎস! তুমি শ্রীশুকদেবের শ্রীমুখকমল হইতে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, ক্ষীর সাগর হইতে অমৃত উত্তোলনের ন্যায় নিজবুদ্ধি দ্বারা তাহার সার উদ্ধার করিয়া আমার কাছে প্রকাশ করিয়া বল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮। ভো বৎস, তে ত্বং প্রতি যদুপদিষ্ট তস্য সারং পরমোপাদেয়াংশং মে মাং প্রতি প্রকাশয় পরমগোপ্যমভিব্যঞ্জয়। ননু তর্হি বৃন্দাবনরহঃক্রীড়াখ্যানমেকং শৃণ্বিতি চেত্তত্রাহ—নিষ্কৃষ্যেতি। যথেক্ষুখণ্ডরাশের্যন্ত্রাদিনা নিষ্পীড্য সারাংশঃ শর্করা গৃহ্যতে, তথা তৎসরস-সকলোপদেশস্য তত্ত্বং সুবুদ্ধ্যা অনুভবপর্য্যন্তং যত্নতো বিচার্য্য কথয়েত্যর্থঃ। তত্রানুরূপো দৃষ্টান্তঃ ক্ষীরাম্ভোধেরিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮। হে বৎস! তুমি শ্রীশুকদেব-কর্তৃক যাহা উপদিষ্ট হইয়াছ, তাহার সার (পরমোপাদেয় অংশ) উদ্ধার করিয়া আমার নিমিত্ত প্রকাশ করিয়া বল। এতদ্দ্বারা বক্ষ্যমাণ বিষয়ের পরম গোপনীয়ত্ব ব্যঞ্জিত হইতেছে। তাহা হইলে আপনি কি শ্রীমদ্ভাগবতের সার শ্রীবৃন্দাবনের রহঃক্রীড়াখ্যানই শ্রবণ করিবেন? তাহাতেই বলিতেছেন—'নিষ্কৃষ্য' ইত্যাদি। যন্ত্রদ্বারা নিষ্পীড়নপূর্বক যেরূপ ইক্ষু হইতে প্রথমতঃ সারাংশরূপ রস নিষ্কাশন করিতে হয়, অর্থাৎ হেয়াংশ বাদ দিয়া ক্রমশঃ সারাংশ গ্রহণ করিতে করিতে গুড়, খণ্ডসারাদি ক্রমে পরমোপাদেয় শর্করা গৃহীত হয়, সেইরূপ নিজের বিশুদ্ধ বুদ্ধিবলে শ্রীমদ্ভাগবতের সরসতত্ত্ব ক্রমপূর্বক বিচারদ্বারা অনুভব পর্যন্ত অর্থাৎ পরমগোপ্য বৃন্দাবনরহঃক্রীড়াখ্যান বর্ণনা কর। তাহার অপরূপ দৃষ্টান্ত—যেমন ক্ষীরসাগর মন্থন করিয়া অমৃত উত্তোলন।

শ্রীজৈমিনিরুবাচ—

১৯। উবাচ সাদরং রাজা পরীক্ষিন্মাতৃবৎসলঃ।
শ্রুতাত্যদ্ভুতগোবিন্দ কথাখ্যানরসোৎসুকঃ॥

শ্রীবিষ্ণুরাত উবাচ—

২০। মাতর্যদ্যপি কালেঽস্মিংশ্চিকীর্ষিতমুনিব্রতঃ।
তথাপ্যহং তব প্রশ্নমাধুরীমুখরীকৃতঃ॥

২১। গুরোঃ প্রসাদতস্তস্য শ্রীমতো বাদরায়ণেঃ।
প্রণম্য তে সপুত্রায়াঃ প্রাণদং প্রভুমচ্যুতম্॥

২২। তৎকারণ্যপ্রভাবেণ শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্।
সমুদ্ধৃতং প্রযত্নেন শ্রীমদ্ভাগবতোত্তমৈঃ॥

২৩। মুনীন্দ্রমণ্ডলীমধ্যে নিশ্চিতং মহতাং মতম্।
মহাগুহ্যময়ং সম্যক্ কথয়াম্যবধারয়॥

মূলানুবাদ

১৯। শ্রীজৈমিনি বলিলেন, মাতৃবৎসল রাজা পরীক্ষিৎ নিজগুরু শ্রীশুকদেবের মুখকমল-বিনিঃসৃত অতি অদ্ভুত শ্রীগোবিন্দকথার আখ্যানরসে উৎসুক হইয়া আদরের সহিত বলিতে লাগিলেন।

২০—২৩। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, মাতঃ! যদ্যপি আমার প্রয়াণকাল নিকটবর্তী এবং আমি ঐ অতি অল্পকাল মৌনব্রত অবলম্বনে অতিবাহিত করিব মনে করিয়াছি; তথাপি আপনার প্রশ্নের মাধুরী আমাকে মুখর করিয়াছে। অতএব পুত্রের সহিত আপনার প্রাণদাতা প্রভু শ্রীঅচ্যুতকে প্রণাম করিয়া তদীয় কারুণ্য-প্রভাবে গুরুবর সেই শ্রীশুকদেবের প্রসাদে আপনার প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ 'শ্রীমদ্ভাগবতামৃত' সম্যক্ বর্ণন করিতেছি। আপনি অবধারণ করুন। এই শ্রীভাগবতামৃত ভাগবতোত্তম শ্রীমৎ শুক-নারদাদি-কর্তৃক সমুদ্ধৃত, মুনীন্দ্রমণ্ডলী মধ্যে অবধারিত এবং পরাশরাদি-মহাজনসম্মত, অতএব অতি গোপনীয় মহারসময়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯। শ্রুতায়াঃ শ্রীশুকদেবমুখপদ্মাদাকর্ণিতায়া গোবিন্দস্য শ্রীগোপালদেবস্য কথায়া বার্ত্তায়া আখ্যানে কথনে রসেন রাগেন উৎসুকঃ প্রহৃষ্টঃ তদাখ্যানোন্মুখো

বা। অতঃ স্বরমেবৈবংভূতঃ বিশেষতশ্চ মাত্রা পৃষ্টঃ, তত্রাপি মাতৃবৎসলঃ। অতো নিগূঢ়মপি শ্রীভাগবততত্ত্বং কার্ৎস্ন্যেন কথয়ামাসেতি ভাবঃ॥

২০—২৩। ভো মাতঃ, যদ্যপি চিকীর্ষিতং সংপ্রতি কর্ত্তুমিষ্টং মুনিব্রতং মৌনং যেন তাদৃশোঽস্মি, তথাপি তব প্রশ্নস্য মাধুর্য্যা মুখরীকৃতঃ মুখরিতঃ সন্নহং শ্রীভাগবতামৃতং কথায়ামীতি চতুর্ভিরন্বয়ঃ। শ্রীমন্তি নিখিলসম্পদ্যুক্তানি ভাগবতানি ভগবদ্ভক্তিপরাণি যানি শাস্ত্রাণি তেষামমৃতং পরমমধুরসারতরাংশমিত্যর্থঃ। অমৃতশব্দেন তেষাং সর্ব্বসদ্গুণময়বিচিত্ররচনমহারত্নাদ্যালয়ত্বাৎ ক্ষীরাব্ধিতুল্যতা ধ্বনিতা। এবমন্যত্রাপি বোদ্ধব্যম্। যদ্যপি শ্রীপরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেবেন শ্রীভাগবতমেবোপদিষ্টমস্তি, নতু সর্ব্বাণি ভক্তিশাস্ত্রাণি, তথাপি তস্য সর্ব্ববেদশাস্ত্রফলসাররূপত্বাৎ তৎসারপ্রকাশনপ্রার্থনেনৈবাশেষভক্তিশাস্ত্রাণামপি প্রশ্নোদ্ভুতেস্তদুত্তরস্যাপি তথৈবোপপত্তেঃ। যদ্বা, শ্রীমদক্ষরতোঽর্থতশ্চ সর্ব্বথা পরমসুন্দরং যদ্ভাগবতং নাম মহাপুরাণবর্য্যং তস্যামৃতম্। তৎকথনেনৈব সর্ব্ববেদশাস্ত্রসারকথনস্যাপি সিদ্ধেঃ। তত্র যদ্যপি 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং, শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্। পিবত ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥' (শ্রীভাঃ ১।১।৩) ইত্যাদি-বচনতঃ সতামনুভবাচ্চ শ্রীভাগবতে হেয়াংশো নাস্তি, তথাপি শ্রীগোপীনাথচরণারবিন্দমকরন্দৈকলম্পটতাবিশেষ-সম্পন্নেভ্যস্তদীয়াদ্যরসক্রীড়াসম্বন্ধিকথাবিশেষং বিনা নান্যৎ কিমপি রোচতে। যথা ভক্তিমার্গপ্রবিষ্টেভ্যোঽদ্বৈতপরধর্ম্মজ্ঞানযোগমোক্ষাদিকথা, যথা চ মুমুক্ষুভ্যোঽর্থকামাদিবার্ত্তা, ইত্যেবং তদপেক্ষয়া তাদৃশরসময়মুপাখ্যানাদিকমেব সারঃ; তদিতরচ্চাশেষং তেষাং মতে হেয়মেবেতি ন দোষপ্রসঙ্গঃ। যদ্যপি চ শ্রীগোপীনাথ-পাদপদ্ময়োস্তৎপ্রিয়তমানাঞ্চ মাহাত্ম্য এব সর্ব্বেষাং তদুপাখ্যানাদীনামপি তাৎপর্য্যং, তথাপি সাক্ষাদ্বৃত্ত্যা তেষু তৎ স্ফুটং নাস্তীতি তদ্রসিকেষু হৃদয়াপুর্ত্তেস্তেষাং হেয়ত্বমেব পর্য্যাবস্যতীতি দিক্। শ্রীমদ্ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ শ্রীশুকনারদাদিভিঃ সম্যগুদ্ধৃতম্; তত্রাপি ক্ষীরাম্ভোধেরিবা-মৃতমিতি দৃষ্টান্তো দ্রষ্টব্যঃ; মহতাং শ্রীনারদপরাশরব্যাসাদীনাং মতং সম্মতম্; সম্যগ্ যথার্থং, ন তু পরমগুহ্যত্বেন মন্ত্রশাস্ত্রাদিবৎ কিঞ্চিদ্বঞ্চনেন কালসঙ্কোচবৈয়গ্র্যেণা-সমগ্রতয়া বা। অবধারয় কথ্যমানমিদং শৃণু, শ্রদ্ধয়া নিশ্চিত্য হৃদি রক্ষেতি বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯। মাতৃবৎসল রাজা শ্রীপরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের মুখকমল হইতে অতি অদ্ভুত শ্রীগোপালদেবের কথা শ্রবণ করিয়া সেই আখ্যান বর্ণনরসে স্বয়ংই উৎসুক ছিলেন। আবার স্বীয় মাতা-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আদর সহকারে বলিতে লাগিলেন। যেহেতু, তিনি মাতৃবৎসল, সুতরাং অতি নিগূঢ় হইলেও শ্রীভাগবততত্ত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন।

২০—২৩। ভো মাতঃ। যদ্যপি আমার প্রয়াণকাল নিকটবর্তী এবং আমি ঐ অত্যল্পকাল মধ্যে মুনিব্রত অবলম্বনে অভিলাষী হইয়াছি, তথাপি আপনার প্রশ্নের মাধুরীকর্তৃক মুখরীকৃত হইয়া শ্রীভাগবতামৃত-কথনে প্রবর্তিত হইতেছি। এই শ্রীভাগবতামৃত নিখিল সম্পদ্‌যুক্ত ভগবদ্ভক্তিপর শাস্ত্র-সমূহের মধ্যেও অমৃতস্বরূপ—পরম মধুর সারতর অংশবিশেষ। এখানে 'অমৃত' শব্দের ধ্বনিগম্য অর্থ এই যে, ভগবদ্ভক্তিপর শাস্ত্র-সকল ক্ষীরসমুদ্রতুল্য এবং তত্তৎশাস্ত্রমধ্যবর্তী সর্বসদ্‌গুণময় বিচিত্র সিদ্ধান্তসমূহ রত্নতুল্য; আবার সেই রত্নসমূহের মধ্যেও এই 'শ্রীভাগবতামৃত' মহার্ঘ রত্নবিশেষ। অথবা অমৃত যেমন ক্ষীরসাগরের পরম-মধুর-সারতর অংশ, সেইরূপ যাবতীয় ভাগবত শাস্ত্রের সারতর অংশ এই "শ্রীভাগবতামৃত"। এইরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। যদ্যপি শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজের প্রতি কৃপা করিয়া শ্রীশুকদেব কেবলমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিয়াছিলেন, সমস্ত ভক্তিশাস্ত্র নহে; তথাপি শ্রীভাগবত সর্ববেদশাস্ত্র-ফলসাররূপ এবং সেই শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের সার প্রকাশ করিবার জন্যই শ্রীমতী উত্তরাদেবীর প্রার্থনা এবং তাঁহার প্রার্থনার উত্তরস্বরূপ শ্রীপরীক্ষিৎ-বর্ণিত 'শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত' শাস্ত্রের আবির্ভাব; সুতরাং ইহা সর্ববেদশাস্ত্রের বা নিখিল ভক্তিশাস্ত্রের সার বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অথবা শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অক্ষরস্বরূপে ও অর্থস্বরূপে সর্বথা পরমসুন্দর মহাপুরাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাহার সারাংশরূপ এই শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত বর্ণন করিলেই সর্ববেদশাস্ত্রের সারবর্ণন স্বতঃই নিষ্পন্ন হইবে। যদ্যপি "সর্ববেদরূপ কল্পপাদপের পরমানন্দ রসপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত নিঃশ্রেয়স কানন হইতে আনিয়া আমি শ্রীমান্ শুকমুখে অর্পণ করিয়াছি এবং অধুনা তাহাই তদীয় মুখ হইতে (শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ সংবাদরূপে) পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছে, তথাপি যতক্ষণ রস সাক্ষাৎকার না হয়, ততক্ষণ তোমরা এই অমৃতময় ফল মুহুর্মুহুঃ সেবন করিতে থাক।" এই শ্রীপরাশর-বচনে এবং মহানুভবগণের অনুভবে শ্রীমদ্ভাগবতে হেয়াংশ নাই প্রতিপাদিত হইয়াছে; তথাপি শ্রীগোপীনাথ-চরণারবিন্দের মকরন্দ পান করিতে অভিলাষী রসিক ভক্তগণ তদীয় আদ্য রসক্রীড়া

সম্বন্ধীয় কথাতেই রুচিমান এবং অন্য উপাখ্যানে রুচিহীন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যান্য উপাখ্যানগুলি হেয় বা অসার নহে। যেহেতু, শ্রীভাগবতের প্রত্যেক উপাখ্যানই শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্ম ও তদীর প্রিয়তম-জনের মাহাত্ম্য-কথনেই পর্যবসিত হইয়াছে। তথাপি সাক্ষাৎবৃত্তিতে স্ফুটরূপে সর্বত্র বা সর্ব উপাখ্যানে রসিকভক্তগণের হৃদয়ের বাসনা পূর্তি হয় না বলিয়া তাঁহাদিগের নিকট হেয়বৎ প্রতীতি হয় মাত্র, বস্তুতঃ হেয় নহে। যেমন, ভক্তিমার্গপ্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট অদ্বৈতপর ধর্ম, জ্ঞান, যোগ ও মোক্ষাদির কথা রুচিপ্রদ হয় না। আবার মুমুক্ষুর কাছে অর্থশাস্ত্র বা কামাদিবার্তা রুচিপ্রদ হয় না। তেমনি শ্রীকৃষ্ণের মধুররসের ভক্তগণের নিকট (শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের আত্মরসলীলা সম্বন্ধীয় উপাখ্যান ব্যতীত) অন্য উপাখ্যান রুচিপ্রদ হয় না—কিন্তু হেয় বলিয়া নহে; সুতরাং দোষপ্রসঙ্গ উপস্থিত হইতেছে না। যদিও এই শ্রীভাগবতামৃত ভাগবতোত্তম শ্রীমৎ শুক-নারদাদি-কর্তৃক সমুদ্ধৃত এবং মুনীন্দ্রমণ্ডলে অবধারিত, তথাপি ক্ষীরসাগর-মথিত অমৃতের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের মধুররসময়ী-কথামৃতে পরিপূর্ণ বলিয়া উক্ত দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য। আবার পরাশরাদি মহাজন-সম্মত হইলেও পরমগুহ্য-হেতু (মন্ত্রশাস্ত্রাদিবৎ সম্যক্ বর্ণনের বিষয় না হইলেও) অর্থাৎ পরমগুহ্য মন্ত্র যেমন কিঞ্চিৎ বঞ্চনে (বহির্মুখকে বঞ্চনা করিয়া) বর্ণিত হয়, ইহা মন্ত্রাদিবৎ পরমগুহ্য হইলেও সেইরূপে বলিব না, সম্যক্ স্ফুটরূপেই কীর্তন করিব। অথবা আমার সময় অল্প বলিয়া ব্যগ্রভাবে সঙ্কোচবৃত্তিতে অসম্যক্রূপে বলিব না। আপনি শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করুন অর্থাৎ নিশ্চয় পূর্বক হৃদয়ে অবধারণ করুন।

সারশিক্ষা

২০—২৩। শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলারসের এমনই প্রভাব যে, 'আপনা বিনু অন্য মাধুর্য করায় বিস্মরণ' এজন্য রসিকভক্তগণের স্বাভীষ্ট লীলাকথা ছাড়া অন্য কথায় রুচি হয় না। ইহা লীলাকথারই স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া কোনরূপ দোষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় না।

২৪। একদা তীর্থমুর্দ্ধন্যে প্রয়াগে মুনিপুঙ্গবাঃ।
মাঘে প্রাতঃ কৃতস্নানাঃ শ্রীমাধবসমীপতঃ।।
২৫। উপবিষ্টা মুদাবিষ্টা মন্যমানাঃ কৃতার্থতাম্।
কৃষ্ণস্য দয়িতোঽসীতি শ্লাঘন্তে স্ম পরস্পরম্।।

মূলানুবাদ

২৪-২৫। একদা তীর্থশিরোমণি প্রয়াগে মাঘ মাসে মুনিশ্রেষ্ঠগণ প্রাতঃস্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীমাধবসমীপে উপবেশনপূর্ব্বক আনন্দবশে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়া একে অপরকে বলিতেছেন, 'তুমি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পাত্র'—এইরূপে পরস্পর গর্ব প্রকাশ করিতেছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪-২৫। তদেব সপ্রসঙ্গং প্রস্তৌতি—একদেত্যাদিনা। একদা প্রয়াগে মুনিপুঙ্গবা মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পরস্পরং শ্লাঘন্তে স্ম অশ্লাঘন্তেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। (কথং? কৃষ্ণস্য ভগবতো দয়িতঃ পরমানুগ্রহপাত্রং ত্বমসীত্যেবম্। তত্র চ সতাং হ্রীমতাং তেষামাত্মশ্লাঘা পরমানুচিতেতি ত্বমেব কৃষ্ণস্য দয়িত ইত্যেকোঽন্যমশ্লাঘত স চ ত্বমিত্যেবং সর্ব্বেঽপ্যন্যোন্যমশ্লাঘন্তেত্যর্থঃ। তীর্থানাং মুর্দ্ধন্যে শ্রেষ্ঠে সর্ব্বতীর্থরাজ ইত্যর্থঃ;—শ্রীযমুনা-গঙ্গা-সঙ্গমবত্ত্বাৎ। তথা শ্লাঘনে হেতবঃ;—মাঘ ইত্যাদয়ঃ। মাঘে প্রাতঃস্নানঞ্চ শ্রীমাধব-ভক্তাবেব পর্য্যবস্যতি, যথোক্তং শ্রীদত্তাত্রেয়েণ—'ব্রতদানতপোভিশ্চ ন তথা প্রীয়তে হরিঃ। মাঘে মজ্জনমাত্রেণ যথা প্রীণাতি মাধবঃ॥' ইতি। অতঃ শ্রীমাধবস্য প্রয়াগাধিষ্ঠাতুর্ভগবতঃ সমীপে উপবিষ্টাঃ, অতএব মুদাবিষ্টাঃ হর্ষেণ ব্যাপ্তাঃ, কৃতার্থতামাত্মনঃ পরিপূর্ণার্থতাং মন্যমানাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪-২৫। উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনার্থ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—'একদা' ইত্যাদি। একদা প্রয়াগে মুনিশ্রেষ্ঠগণ পরস্পর শ্লাঘা করিতেছিলেন। কি প্রকারে? 'তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহপাত্র' বলিয়া। কিন্তু সাধুগণ হ্রীমান বলিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করেন না, তজ্জন্য একে অপরকে, তিনি আবার তাঁহাকে 'ভগবানের অনুগ্রহপাত্র' বলিয়া পরস্পর শ্লাঘা করিতেছিলেন। প্রয়াগ সর্বতীর্থরাজ

কেন? তথায় শ্রীগঙ্গা ও শ্রীযমুনা মিলিতা হইয়াছেন বলিয়া। আরও শ্লাঘার হেতু এই যে, তীর্থরাজ প্রয়াগে মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান। কারণ, মাঘে প্রাতঃস্নান শ্রীমাধবভক্তিতে পর্যবসিত হয়। এই কথা শ্রীদত্তাত্রেয় বলিয়াছেন—'ব্রত, দান, তপস্যাদির দ্বারা শ্রীহরি সেরূপ প্রীত হয়েন না, যেরূপ মাঘে প্রাতঃস্নানে প্রীত হয়েন।' অতএব মুনিশ্রেষ্ঠগণ প্রাতঃস্নানাদি কৃত্য সমাপন করিয়া সানন্দহৃদয়ে প্রয়াগতীর্থের অধিষ্ঠাতা শ্রীমাধবের সমীপে উপবেশনপূর্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন।

২৬। মাতস্তদানীং তত্রৈব বিপ্রবরঃ সমাগতঃ।
দশাশ্বমেধিকে তীর্থে ভগবদ্ভক্তিতৎপর॥

২৭। সেবিতোঽশেষসম্পত্তিস্তদ্দেশস্যাধিকারবান্।
বৃতঃ পরিজনৈর্বিপ্রভোজনার্থং কৃতোদ্যমঃ॥

২৮। বিচিত্রোৎকৃষ্টবস্তুনি স নিষ্পাদ্য মহামনাঃ।
আবশ্যকং সমাপ্যাদৌ সংস্কৃত্য মহতী স্থলীম্॥

২৯। সত্বরং চত্বরং তত্র মধ্যে নির্ম্মায় সুন্দরং।
উপলিপ্য স্বহস্তেন বিতানান্যুদতানয়ৎ॥

মূলানুবাদ

২৬—২৯। হে মাতঃ! তৎকালে প্রয়াগে দশাশ্বমেধিক তীর্থে অশেষ সম্পত্তিশালী সেই প্রদেশাধিকারী ভগবদ্ভক্তি-তৎপর এক বিপ্রবর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবার মানসে স্বীয় পরিজনবর্গে পরিবৃত হইয়া আগমন করিলেন। সেই মহামনা ব্রাহ্মণ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া প্রথমতঃ প্রাতঃস্নানাদি নিত্যক্রিয়া সমাপন করিলেন, পরে সুবিস্তীর্ণস্থান সংস্কার-পূর্বক তন্মধ্যে একটি চত্বর নির্মাণ করিলেন এবং স্বহস্তে সম্মার্জনীদ্বারা সেই স্থান উপস্কার অর্থাৎ গোময়াদি দ্বারা লেপন করিয়া আতপাদি নিবারণ জন্য তাহার উপরিভাগে একটি চন্দ্রাতপ তুলিয়া দিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬—২৯। তত্র প্রয়াগ এব যদ্দশাশ্বমেধিকং নাম নাম তীর্থং তস্মিন্ বিপ্রবরঃ সমাগতঃ। তমেব বিশিনষ্টি—ভগবদিত্যাদি সপাদশ্লোকেন। অশেষাভিঃ সম্পত্তির্ধন-জনান্নপানাদিভিঃ সেবিতঃ পরিবৃতঃ। স চ বিপ্রবরঃ বিচিত্রাণি বিবিধানি উৎকৃষ্টানি বস্তুনি ভোগ্যাদিদ্রব্যানি নিষ্পাদ্য সাধয়িত্বা চত্বরং বেদীং নির্ম্মায় বিতানানি চন্দ্রাতপান্ উদতানয়ৎ উচ্চৈর্বিস্তারয়ামাসেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। আবশ্যকং নিত্য-কৃত্যং স্নানাদি। মহতীং সুবিস্তীর্ণাং স্থলীং স্থানমেকং সংস্কৃত্য সংমার্জ্জনোপলেপনাদিনোপস্কৃত্য। তত্র স্থল্যাং॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৬—২৯। তৎকালে সেই প্রয়াগধামে দশাশ্বমেধিক-তীর্থে এক বিপ্রবর আগমন করিলেন। তিনি ধন, জন, অন্ন-পানাদি অশেষ সম্পত্তি দ্বারা পরিবৃত ছিলেন। সেই বিপ্র উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া প্রথমতঃ আবশ্যকীয় নিত্যকৃত্য স্নানাদি সমাপন করিলেন। পরে সুবিস্তীর্ণ স্থান সম্মার্জনী দ্বারা সংস্কার করিয়া তাহার মধ্যস্থলে একটা সুন্দর চত্বর নির্মাণ করিলেন এবং স্বহস্তে গোময়াদি দ্বারা লেপন করিলেন। আতপাদি নিবারণ জন্য উর্ধ্বদিকে একখানি চন্দ্রাতপ তুলিয়া দিলেন।

৩০। শালগ্রামশিলারূপং কৃষ্ণং স্বর্ণাসনে শুভে।
নিবেশ্য ভক্ত্যা সংপূজ্য যথাবিধি মুদা ভৃতঃ।।

৩১। ভোগাম্বরাদি সামগ্রীমর্পয়িত্বাগ্রতো হরেঃ।
স্বয়ং নৃত্যন্ গীতবাদ্যাদিভিশ্চক্রে মহোৎসবম্।।

মূলানুবাদ

৩০-৩১। সেই চত্বরে স্বর্ণসিংহাসনে শালগ্রামশিলারূপী শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া সানন্দচিত্তে যথাবিধি ভক্তির সহিত অন্ন-বস্ত্রাদি বিবিধ উপচার সামগ্রী সমর্পণপূর্বক প্রভুর অর্চনা করিলেন। পরে শ্রীহরির অগ্রে স্বয়ং নৃত্য করিতে করিতে গীত-বাদ্যাদির সহিত মহোৎসব সমাপন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩০-৩১। কৃষ্ণং যথাবিধি পাদ্যার্ঘ্যাদ্যুপচারসমর্পণপূর্ব্বকং ভক্ত্যা সংপূজ্য মহোৎসবং চক্রে ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। মুদ্রা হর্ষেণ, ভৃতঃ পূর্ণঃ। যথাবিধীতি যদুক্তং, তদেব কিঞ্চিদভিব্যঞ্জয়তি ভোগেতি ভোগে ভোগ্যং অন্নপানাদি অম্বরং বস্ত্রং তদাদি সামগ্রীং দ্রব্যং। আদিশব্দেন গন্ধপুষ্পধূপদীপাদি। হরে স্তস্যৈবাগ্রতো নৃত্যন্।

টীকার তাৎপর্য্য

৩০-৩১। যথাস্থানে শ্রীকৃষ্ণকে স্থাপন করিয়া যথাবিধি পাদ্য, অর্ঘ্য ও অন্নবস্ত্রাদি বিবিধ উপহার সামগ্রী (আদি-শব্দে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপাদিও গ্রহণ করিতে হইবে) সমর্পণপূর্বক ভক্তিসহকারে তাঁহার পূজা সমাপন করিলেন। এবং শ্রীহরির সম্মুখে স্বয়ং নৃত্য করিতে করিতে গীত-বাদ্যাদি দ্বারা মহোৎসব করিতে লাগিলেন।

৩২। ততো বেদপুরাণাদিব্যাখ্যাভির্বাদকোবিদান্।
বিপ্রান্ প্রণম্য যতিনো গৃহিনো ব্রহ্মচারিণঃ।।

৩৩। বৈষ্ণবাংশ্চ সদা কৃষ্ণকীর্ত্তনানন্দলম্পটান্।
সুবহূন্মধুরৈর্ব্বাক্যৈর্ব্যবহারৈশ্চ হর্ষয়ন্।।

৩৪। পাদশৌচজলং তেষাং ধারয়ন্ শিরসি স্বয়ম্।
ভগবত্যর্পিতৈস্তদ্বদন্নাদিভিরপূজয়ৎ।।

৩৫। ভোজয়িত্বা ততো দীনানন্ত্যজানপি সাদরম্।
অতোষয়দ্ যথান্যায়ং শ্বশৃগালখক্রিমীন্।।

মূলানুবাদ

৩২—৩৪। অনন্তর বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যান দ্বারা পরস্পর বাদকুশল বহু যতি, ব্রহ্মচারী এবং গৃহী ব্রাহ্মণসকলকে প্রণাম করিলেন ও সদা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনানন্দলম্পট বৈষ্ণবসকলকে সুমধুর বাক্যাবলি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া এবং দণ্ডবৎ প্রণামাদি করিয়া বিবিধ ব্যবহার দ্বারা সৎকার করিলেন। পরে ঐ সকল মহাত্মাদিগের পদধৌত জল স্বয়ং মস্তকে ধারণ করিলেন এবং ভগবন্নিবেদিত অন্নাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের ন্যায় পূজা করিলেন। অর্থাৎ ভোজন করাইলেন।

৩৫। তদনন্তর দীন দরিদ্র ও ক্ষুধার্ত অভ্যাগত ব্যক্তিসকলকে যথাবিধানে ভোজন করাইয়া পরিতুষ্ট করিলেন। পরে কুক্কুর, শৃগাল, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীসকলকে যথাযোগ্য ভোজনের দ্বারা তৃপ্ত করিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩২—৩৪। ততশ্চ বিপ্রান্ বৈষ্ণবাংশ্চ সুবহূন্ অন্নাদিভিঃ তদ্বদ্ভগবন্তমিবাপূজয়দিতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। বেদাদীনাং ব্যাখ্যাভির্যে বাদা উদ্গ্রাহাস্তেষু কোবিদান্ নিজনিজপাণ্ডিত্যবলেনান্যোন্যং সদা বিবদমানানিত্যর্থঃ। এবং বিপ্রাণাং লক্ষণমুক্ত্বা বৈষ্ণবানাং লক্ষণমাহ—সদা কৃষ্ণেতি। যদ্যপি বৈষ্ণবেষ্বপি মধ্যে ব্রাহ্মণাঃ সন্ত্যেবেতি, তেষামুভয়েষাং ভিন্নতরা নির্দ্দেশো ন ঘটতে। তথাপি ব্রাহ্মণব্যতিরিক্তা গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকাঃ পরেঽপি বর্ত্তন্তে, তথা বৈষ্ণবদীক্ষারহিতাশ্চ ব্রাহ্মণাঃ সন্তীতি পৃথক্ নির্দ্দেশো যুক্ত এব। মধুরৈর্ব্বাক্যৈঃ স্তুত্যাদিভিঃ।

মধুরৈর্ব্যবহারৈশ্চ দণ্ডবৎপ্রণামপাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ তেষাং বিপ্রাণাং বৈষ্ণবানাঞ্চ। আদিশব্দেন নীরাজনাদীনি॥

৩৫। দীনান্ ভক্ত্যাদিহীনান্ শূদ্রান্। যদ্বা ক্ষুধাদিনার্ত্তান্। যথান্যায়মিত্যস্য সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩২—৩৪। তদনন্তর সেই বিপ্র ভগবন্নিবেদিত অন্নাদিদ্বারা বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণসকলকে শ্রীভগবানের ন্যায় পূজা করিলেন; (ইহাই তিনটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে।) বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যান দ্বারা বাদ-বিবাদ-কুশল অর্থাৎ নিজ নিজ পাণ্ডিত্যবলে পরস্পর সদা বিবদমান ব্রাহ্মণসকল। এইরূপে ব্রাহ্মণসকলের লক্ষণ বলিয়া বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতেছেন—'সদা কৃষ্ণেতি।' অর্থাৎ সদা শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনানন্দলুব্ধ বৈষ্ণবসকল। যদিও বৈষ্ণব বলিতে বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্রাহ্মণ বা অন্যবর্ণের ব্যক্তিমাত্রকেই বুঝায়, অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত, তাঁহারাও বৈষ্ণব শব্দে অভিহিত; আর অন্য বর্ণজাত ব্যক্তিগণও বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইলে তাঁহারাও বৈষ্ণবশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ও দীক্ষিত অন্য বর্ণজাত ব্যক্তির পৃথক সংজ্ঞা নির্দেশ অযুক্ত; কিন্তু এস্থলে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য ব্রাহ্মণও বিদ্যমান আছেন, এজন্য তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পৃথক্ নির্দেশ করাই যুক্তিযুক্ত। অতঃপর সেই বিপ্রবর বহু বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী, গৃহী ও যতি সকলকে বিবিধ মধুর বাক্যে স্তবাদি করিলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম, পাদ-প্রক্ষালনাদি বিবিধ ব্যবহার দ্বারা আনন্দিত করিলেন ও ঐ সকল মহাত্মাদিগের পাদ-প্রক্ষালনজল স্বয়ং মস্তকে ধারণ করিলেন। আদি-শব্দে নীরাজনাদিও বুঝিতে হইবে।

৩৫। দীন-শব্দে ভক্তিহীন শূদ্রাদি বা ক্ষুধাতুর ব্যক্তিসকল।

৩৬। এবং সন্তর্পিতাশেষঃ সমাদিষ্টোঽথ সাধুভিঃ।
পরিবারৈঃ সমং শেষং সহর্ষং বুভুজেঽমৃতম্॥

মূলানুবাদ

৩৬। উক্ত প্রকারে সর্বপ্রাণীর তৃপ্তিবিধান করিয়া এবং সাধুগণ-কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া সপরিবারে সহর্ষে সকলের অবশেষ অন্নাদি অমৃতবোধে ভোজন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬। এবমুক্তপ্রকারেণ সংতর্পিতমশেষং সর্ব্বং প্রাণিজাতং যেন সঃ; পরিবারৈর্নিজভৃত্যকুটুম্বাদিভিঃ সমং বুভুজে। অমৃতং, মহাযজ্ঞশেষত্বাৎ পরম মধুরত্বাৎ মৃত্যুনিবর্ত্তকত্বাৎ পরমসুখময়ত্বাচ্চ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬। এইরূপে সর্বপ্রাণীর তৃপ্তিসাধনের পর সাধুগণের আদেশে বিপ্রবর নিজ ভৃত্যাদি পরিবারবর্গের সহিত সহর্ষে ভোজনাবশেষ অমৃততুল্য অন্নাদি ভোজন করিলেন। 'অমৃত' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, মহাযজ্ঞশেষত্বহেতু ঐ অন্নাদি পরম মধুর ও মৃত্যুভয় নিবর্তক বলিয়া পরম সুখময়।

সারশিক্ষা

৩৬। অন্নাদি উপচারসমূহ ধ্বংসশীল বস্তু শ্রীভগবানে নিবেদিত হইলে অবিনশ্বর ভক্তিসাধন করে। যেহেতু, ঐ সকল বস্তু দ্বারা যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার আলম্বন থাকেন—শ্রীভগবান। কিন্তু যজ্ঞাদি কর্মে শ্রীভগবানের প্রতি শরণাপত্তি থাকে না, এজন্য ধ্বংসশীল বস্তু দ্বারা যাহা হয়, তাহাতে সর্বত্র শ্রীভগবানের আশ্রয়ণ-ভাব থাকে না। আর যে সকল নশ্বর বস্তু দ্বারা যজ্ঞ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অবলম্বন ঐ যজ্ঞ। আর ঐ যজ্ঞ গুণময় বলিয়া উহার ফলও অবিনাশী নহে, এস্থলে ইহাই উপাধি। অর্থাৎ ভক্তভিন্ন আর কেহই শুদ্ধান্তঃকরণ নহে। ভক্তগণ নিষ্কাম ভক্তি সহকারে অন্নাদি যাহা কিছু শ্রীভগবানে সমর্পণ করেন, শ্রীভগবান তৎসমুদয় অতি আদরের সহিত গ্রহণ করেন, কিন্তু সকামভক্তের কামনানুরূপ ফলমাত্র প্রদান করিয়া থাকেন। এস্থলে মহাযজ্ঞ-শেষত্ব-হেতু কেবল মৃত্যুভয়-নিবর্তক ভাবই অভিব্যক্ত এবং অন্যান্য মহান্ গুণসকল প্রচ্ছন্ন।

(৪৫-৪৬ শ্লোকের সারশিক্ষা দ্রষ্টব্য)

৩৭। ততোঽভিমুখমাগত্য কৃষ্ণস্য রচিতাঞ্জলিঃ।
তস্মিন্নেবার্পয়ামাস সর্ব্বং তৎফলসঞ্চয়ম্।।

৩৮। সুখং সংবেশ্য দেবং তং স্বগৃহং গন্তুমুদ্যতন্।
দূরাচ্ছ্রীনানারদো দৃষ্ট্বোত্থিতো মুনিসমাজতঃ।।

৩৯। অয়মেব মহাবিষ্ণোঃ প্রেয়ানিতি মুহুর্ব্রুবন্।
ধাবন্ গত্বান্তিকে তস্য বিপ্রেন্দ্রস্যেদমব্রবীৎ।।

মূলানুবাদ

৩৭। অতঃপর সেই শালগ্রামরূপী শ্রীকৃষ্ণের পুরোভাগে আগমনপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া পূর্বোক্ত ক্রিয়মাণ এবং সঞ্চিত অখিল কর্মের ফল সমর্পণ করিলেন।

৩৮-৩৯। অতঃপর সেই বিপ্রবর শালগ্রামরূপী ভগবানকে সিংহাসনে সন্নিবেশিত করিয়া নিজগৃহাভিমুখে গমনোদ্যত হইলে শ্রীনারদ দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া সহসা মুনিসমাজ হইতে উত্থিত হইলেন। আর 'ইনিই মহাবিষ্ণুর প্রিয়' বারংবার এই কথা বলিতে বলিতে সেই বিপ্রবরের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৭। কৃষ্ণস্য শালগ্রামশিলামূর্ত্তেঃ তস্য পূর্ব্বোক্তাখিলকর্ম্মণঃ ফলসঞ্চয়ম্।।

৩৮-৩৯। দেবং শালগ্রামরূপিণং ভগবন্তম্; তং বিপ্রবর্য্যম্; অয়ং বিপ্রবর্য্য এব পরমপ্রেয়ান্ পরমপ্রিয় ইতি মুহুর্ব্ব্যক্তং বদন্।।

টীকার তাৎপর্য্য

৩৭-৩৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪০। শ্রীকৃষ্ণপরমোৎকৃষ্টকৃপয়া ভাজনং জনম্।
লোকে বিখ্যাপয়ন্ ব্যক্তং ভগবদ্ভক্তিলম্পটঃ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

৪১। ভবান্ বিপ্রেন্দ্র কৃষ্ণস্য মহানুগ্রহভাজনম্।
যস্যেদৃশং ধনং দ্রব্যমৌদার্য্যং বৈভবং তথা॥

৪২। সদ্ধর্ম্মাপাদকং তচ্চ সর্ব্বমেব মহামতে।
দৃষ্টং হি সাক্ষাদস্মাভিরস্মিংস্তীর্থবরেঽধুনা॥

মূলানুবাদ

৪০। ভগবদ্ভক্তিলম্পট শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকৃষ্ট কৃপাপাত্র জনকে লোকসমাজে সুব্যক্তরূপে বিখ্যাপিত করিবার জন্যই বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন।

৪১-৪২। শ্রীনারদ বলিলেন, হে বিপেন্দ্র! আপনিই শ্রীকৃষ্ণের মহা অনুগ্রহের পাত্র। যেহেতু এই তীর্থরাজ প্রয়াগে আপনার এতাদৃশ ধন, দ্রব্য, ঔদার্য ও বৈভব প্রভৃতি সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। আবার ঐ সকল বৈভবও সদ্ধর্মের সম্পাদক হইয়াছে, ইহাও সাক্ষাৎ অনুভব করিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪০। কিমর্থং তদাহ—শ্রীকৃষ্ণেতি। জনমিতি জাত্যবেকত্বং; কিংবা শ্রীকৃষ্ণকৃপা-বিশেষচরমকাষ্ঠাস্পদশ্রীরাধিকাভিপ্রায়েণ; যদ্যপি তং জনং স্বয়ং জানাত্যেব, তথাপি ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা লোকে বিখ্যাপয়ন্ বিখ্যাপয়িতুং, যতো ভগবদ্ভক্তৌ লম্পটঃ; বিচিত্রতন্মধুররসপানাসক্তঃ॥

৪১-৪২। হে বিপ্রেন্দ্র! ব্রাহ্মণকুলশ্রেষ্ঠ! কৃষ্ণস্য পরমকৃপাপাত্রং ভবানেব। তল্লক্ষণং দর্শয়তি—যস্যেতি সার্দ্ধেন। বৈভবং পরিচ্ছদপরিবারাদি; তথেতি সমুচ্চয়ে; সদ্ধর্ম্মো ভগবদ্ভক্তিলক্ষণো ধর্ম্মঃ, তমাপাদয়তি সম্পাদয়তীতি তথা তৎ; তত্র চ কিঞ্চিদন্যথা নাস্তি। নিহ্নোতুং চ ন শক্যমিত্যাহ—দৃষ্টমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪০। শ্রীনারদ কিজন্য এই কথা বলিলেন? তাহাই 'শ্রীকৃষ্ণ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকৃষ্ট কৃপার পাত্র জনকে জনসমাজে বিখ্যাপিত

করিবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র জন-সকল একজাতীয় বলিয়া মূলে 'জনম'-শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। কিংবা শ্রীকৃষ্ণকৃপাবিশেষের পরাকাষ্ঠাস্পদ শ্রীমতী রাধিকা, ইহা শ্রীনারদ জ্ঞাত আছেন; কিন্তু তাঁহাকে জনসমাজে ব্যক্তভাবে বিখ্যাপিত করিবার নিমিত্তই বক্ষ্যমাণ বাক্যসকল বলিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ শ্রীনারদ স্বয়ং ভক্তিলম্পট অর্থাৎ মধুর ভক্তিরস পানে আসক্ত বলিয়া তাদৃশ বাসনার স্ফুরণ জানিতে হইবে।

৪১-৪২। হে বিপ্রেন্দ্র! (ব্রাহ্মণকুলশ্রেষ্ঠ) আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপাপাত্র। কৃপার লক্ষণ দেখাইতেছেন—আপনার পরিচ্ছদ পরিবারাদি বৈভবসমূহ সদ্ধর্ম-সম্পাদক। সদ্ধর্ম বলিতে ভগবদ্ভক্তিলক্ষণ ধর্ম। সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 'আমি সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম',—বাক্যদ্বারা বর্ণনের অক্ষমতা সূচিত হইতেছে।

৪৩। বিদ্বদ্‌বরেণ তেনোক্তো নন্বিদং স মহামুনিঃ।
স্বামিন্ কিং ময়ি কৃষ্ণস্য কৃপালক্ষণমীক্ষিতম্॥

৪৪। অহং বরাকঃ কো নু স্যাং দাতুং শক্নোমি বা কিয়ৎ।
বৈভবং বর্ত্ততে কিং মে ভগবদ্ভজনং কুতঃ॥

মূলানুবাদ

৪৩-৪৪। শ্রীনারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বিপ্রবর শ্রীনারদকে বলিলেন, স্বামিন্! আমাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালক্ষণ কি দেখিলেন? আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, আমি কিন্তু তাদৃশ উক্তির পাত্র নহি। আর আমি কি বা দান করিতে সমর্থ? আমার বৈভবই বা কি আছে? আর আমার ভগবদ্ভজনই বা কোথায়?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৩-৪৪। তেন বিপ্রবরেণ স নারদ ইদমুক্তঃ। কিং? তদাহ—স্বামিন্নিত্যাদিনা ময়েত্যন্তেন। হে শ্রীনারদ! কিং কতমদীক্ষিতম্, অপি তু কৃপালক্ষণং নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—অহমিতি। অহং কঃ, ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত্যাদৌ কতমো ভবেয়ম্? অপি তু ন কোঽপি; যতো বরাকঃ পরমতুচ্ছঃ, তদেবাহ—দাতুমিত্যাদিনা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৩-৪৪। দেবর্ষির এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই বিজ্ঞ বিপ্রবর দেবর্ষিকে বলিলেন, কি বলিলেন? স্বামিন্! আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, আমি তাদৃশ উক্তির পাত্র নহি। হে শ্রীনারদ! আপনি আমাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপার কি লক্ষণ দেখিলেন? অপিচ আমাতে কৃপার চিহ্নমাত্র নাই। তাহার কারণ বলিতেছেন—আমি বরাক, ভগবৎকৃপার অপাত্র, আর আমি কি বা দান করিতে সমর্থ? আমার বৈভবই বা কি আছে? আমার ভগবদ্ভজনই বা কোথায়?

৪৫। কিন্তু দক্ষিণদেশে যো মহারাজো বিরাজতে।
স হি কৃষ্ণকৃপাপাত্রং যস্য দেশে সুরালয়াঃ॥

৪৬। সর্ব্বতো ভিক্ষবো যত্র তৈর্থিকাভ্যাগতাদয়ঃ।
কৃষ্ণার্পিতান্নং ভুঞ্জানা ভ্রমন্তি সুখিনঃ সদা॥

মূলানুবাদ

৪৫-৪৬। কিন্তু দক্ষিণদেশে যে মহারাজ বিরাজ করিতেছেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র; তাঁহার রাজ্যমধ্যে বহু দেবালয় রহিয়াছে। তাঁহার রাজ্যে সর্বত্রই ভিক্ষুক, তীর্থপর্যটনকারী অভ্যাগত ব্যক্তিসকল শ্রীকৃষ্ণার্পিত অন্নাদি ভোজন করিয়া সদা সুখে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৪৫-৪৬। মহারাজ ইতি তদ্দেশনিকটবর্ত্তিনাং কতিপয়নৃপাণামধিরাজত্বেন, ন তু চক্রবর্ত্তিত্বেন; তদানীং শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য চক্রবর্ত্তিত্বাৎ। অতএবাগ্রে 'সার্বভৌমঃ' ইতি বক্ষ্যতি। দেশে রাষ্ট্রে; সুরালয়া দেবস্থানানি; তৈর্থিকাস্তীর্থস্নানাদ্যর্থং পর্য্যটন্তোঽকিঞ্চনাঃ; অভ্যাগতা অন্যেঽতিথয়স্তদাদয়ঃ; আদিশব্দেন যে কেচিৎ ক্ষুধিতাঃ। শ্রীকৃষ্ণার্পিতত্বাদন্নস্য পাবিত্র্যং মাধুর্য্যাদিকমূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৫-৪৬। মহারাজ বলিবার তাৎপর্য এই যে, দেশের নিকটবর্তী কতিপয় রাজার অধিরাজ; কিন্তু রাজচক্রবর্তী নহেন। কারণ, তৎকালে শ্রীযুধিষ্ঠিরই রাজচক্রবর্তী। এইজন্য অগ্রে মহারাজ আপনাকে সার্বভৌম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার রাজ্যমধ্যে শত শত দেবালয় রহিয়াছে। তাঁহার রাজ্যের সর্বত্রই তৈর্থিক (তীর্থ-স্নানার্থ পর্যটক) অভ্যাগত ব্যক্তিসকল (আদি শব্দে যে কেহ ভিক্ষুক ও ক্ষুধাতুর ব্যক্তিসকল) শ্রীকৃষ্ণার্পিত অন্নাদি ভোজন করিয়া সুখে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এখানে শ্রীকৃষ্ণার্পিত অন্নের পবিত্রতা ও মাধুর্যাদির মহত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে জানিতে হইবে।

সারশিক্ষা

৪৫-৪৬। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, এখানে শ্রীকৃষ্ণার্পিত অন্নের পবিত্রতা ও মাধুর্যাদি গুণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিবার তাৎপর্য কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণই

সর্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং ফলদাতাও তিনি স্বয়ং—অন্য কেহ নহে; কাজেই অন্য কামনা করিয়া তাঁহার পূজা করিলেও শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা করা হয়, কিন্তু ঐ পূজায় ভক্তি লাভ হয় না। কারণ, ভক্তিলাভের যে বিধি অর্থাৎ অন্য কামনা-ত্যাগপূর্বক কেবল তাঁহার প্রীতির জন্যই তাঁহার পূজা—এই বিধি মহারাজের পূজায় দেখা যায় না বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত উপহারাদিও যথাযথ মহাপ্রসাদ-গুণসম্পন্ন হইয়াছে বলা যায় না। যথা,—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ (গীতা ৯।২৬)

শ্রীভগবানের পূজায় কি কি দ্রব্য দিতে হইবে এবং কেমন করিয়া দিতে হইবে? —এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, 'আমার ভক্ত ভিন্ন আর কেহই শুদ্ধান্তঃকরণ নহে, সেই ভক্ত অর্থাৎ সংযত-মনা নিষ্কাম ভক্ত ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল বা জলমাত্র যাহা কিছু আমাকে দিয়া থাকে, আমি তৎসমুদয় অতি আদরের সহিত ভক্ষণ করিয়া থাকি।

এই শ্লোকে 'ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি' এবং 'ভক্ত্যুপহৃতং' দুইবার প্রয়োগ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, ভক্তির সহিত দিতে হইবে এবং উহা (ভক্তি-উপহৃত) ভক্তিরূপ উপহার হইবে, তাহা হইলে পত্র, পুষ্প, ফল বা জল যাহাই দেওয়া হউক না কেন, শ্রীভগবান তাহা ভক্ষণ করিবেন। কারণ, শ্রীভগবানের কোন্ দ্রব্যের অভাব আছে যে, পূজক সেই দ্রব্য দিয়া তাঁহার অভাব পূর্ণ করিবেন? কাজেই দ্রব্যের প্রাচুর্যতা বা অপ্রাচুর্যতা লইয়া প্রশ্ন হইতে পারে না। প্রশ্ন হইবে, পূজক কি ভাবে তাহা শ্রীভগবানে অর্পণ করিতেছেন। যেহেতু, তিনি ভাবগ্রাহী—ভক্তির ভিখারী—ভক্তিমাত্র আস্বাদন করেন। অতএব পূজকের প্রদত্ত উপহারও ভক্তিরূপ হইবে। যদিও অন্যের সাধনের ন্যায় ভক্তের সাধনে আয়াসের গন্ধমাত্র নাই, তথাপি সেই অনায়াস সাধনের ফলেই ভক্ত শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার প্রদত্ত উপহারও মহাপ্রসাদ-গুণসম্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু প্রস্তাবিত প্রসাদ অপেক্ষিত অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতার সম্পদলাভের উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানে অর্পিত হইয়াছে। এইজন্যই পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের তাদৃশ উক্তি জানিতে হইবে।

৪৭। রাজধানীসমীপে চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
সাক্ষাদিবাস্তে ভগবান্ কারুণ্যাৎ স্থিরতাং গতঃ॥

৪৮। নিত্যং নবনবস্তত্র জায়তে পরমোৎসবঃ।
পূজাদ্রব্যাণি চেষ্টানি নূতনানি প্রতিক্ষণম্॥

৪৯। বিষ্ণোর্নিবেদিতৈস্তৈস্তু সর্ব্বে তদ্দেশবাসিনঃ।
বৈদেশিকাশ্চ বহবো ভোজ্যন্তে তেন সাদরম্॥

মূলানুবাদ

৪৭। তাঁহার রাজধানী মধ্যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীভগবান কৃপা করিয়া স্থিরমূর্তি পরিগ্রহপূর্বক সাক্ষাৎ অবস্থান করিতেছেন।

৪৮। সেইস্থানে নিত্য নব নব মহোৎসব হইয়া থাকে এবং পূজা দ্রব্যাদিও প্রতিক্ষণেই নূতন নূতন হইয়া থাকে।

৪৯। রাজা শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত সেই সকল উপচার দ্বারা সমাগত বৈদেশিক ও স্বদেশবাসী বহু বহু ব্যক্তিকে আদরের সহিত ভোজন করাইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৭। স্থিরতাং গত ইতি প্রায়োঽচলরূপতাং বোধয়তি॥

৪৮। তত্র পূজায়া দ্রব্যাণি চ প্রতিক্ষণং নূতনান্যেবেষ্টানি; যদ্বা, প্রতিক্ষণং নূতনান্যেব জায়ন্তে। তত্র চ ইষ্টানি লোকপ্রিয়াণ্যেব॥

৪৯। তৈর্দ্রব্যৈঃ; তেন মহারাজেন; পূর্ব্বং তদ্রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র গ্রাম-নগরাদিস্থিতস্ততো বহুষু দেবালয়েষু ভিক্ষুপ্রভৃতীনামন্নভোজনার্থং সুখভ্রমণমুক্তম্। ইদানীং রাজধানীনিকটে মুখ্যশ্রীভগবদালয় ইতি শেষঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৭—৪৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫০। পুণ্ডরীকাক্ষদেবস্য তস্য দর্শনলোভতঃ।
মহাপ্রসাদরূপান্নাদ্যুপভোগসুখাপ্তিতঃ।।

৫১। সাধুসঙ্গতিলাভাচ্চ নানাদেশাৎ সমাগতাঃ।
নিবসন্তি সদা তত্র সন্তো বিষ্ণুপরায়ণাঃ।।

মূলানুবাদ

৫০-৫১। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ ভগবানের দর্শন লোভে এবং মহাপ্রসাদরূপ অন্নাদি ভোজনসুখ লাভের জন্য ও সাধুসঙ্গ অভিলাষে নানা দেশ হইতে সমাগত বিষ্ণুপরায়ণ সাধুসকল নিয়ত সেই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫০-৫১। মহাপ্রসাদরূপাণামন্নাদীনামুপভোগানাং ভোগ্যদ্রব্যাণাং সুখাপ্তিতঃ অনায়াসেন লাভাৎ; যদ্বা, অন্নাদীনামুপভোগেন যৎ সুখং তস্যাপ্তেরনুভবাৎ। সন্তঃ সাধবস্তত্রাপি বিশেষতো বিষ্ণুপরায়ণাঃ; যদ্বা, সতাং লক্ষণমিদমুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫০-৫১। মহাপ্রসাদরূপ অন্নাদির উপভোগ-সুখ লাভের জন্য বা অনায়াসে পাইবার জন্য, অথবা অন্নাদি উপভোগের যে সুখ, সেই সুখ অনুভব করিবার জন্য সাধু-সকল বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ নিয়ত সেইস্থানে বাস করিয়া থাকেন। অথবা এখানে সাধুলক্ষণ নির্দেশ করিবার জন্য প্রথমে 'সন্ত' (সাধু) শব্দ প্রয়োগ করিয়া পরে বিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবগণের নির্দেশ করিয়াছেন।

৫২। দেশশ্চ দেববিপ্রেভ্যো রাজ্ঞা দত্তো বিভজ্য সঃ।
নোপদ্রবোঽস্তি তদ্দেশে কোঽপি শোকোঽথবা ভয়ম্॥

৫৩। অকৃষ্টপচ্যা সা ভূমির্বৃষ্টিস্তত্র যথাসুখম্।
ইষ্টানি ফলমূলানি সুলভান্যম্বরাণি চ॥

৫৪। স্বস্বধর্মকৃতঃ সর্বাঃ সুখিন্যঃ কৃষ্ণতৎপরাঃ।
প্রভাস্তমনুবর্ত্তন্তে মহারাজং যথা সুতাঃ॥

৫৫। স চাগর্বঃ সদা নীচযোগ্যসেবাভিরচ্যুতম্।
ভজমানোঽখিলান্ লোকান্ রময়স্যচ্যুতপ্রিয়ঃ॥

মূলানুবাদ

৫২। আর রাজাও স্বীয় রাজ্যকে দেবতা ও ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্যে বিভাগ করিয়া দান করিয়াছেন, তথাপি ঐ মহারাজ-অধিষ্ঠিত দেশে কোনরূপ উপদ্রব বা শোক-ভয়াদি দৃষ্ট হয় না।

৫৩-৫৪। ঐ রাজ্যের ভূমি সুজলা-সুফলা বলিয়া কর্ষণ ব্যতিরেকে বীজবপন করিলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব ঐ রাজ্যে ফল, মূল ও বস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল অতি সুলভ। আর ঐ স্থানের প্রজাবর্গও স্বধর্মনিষ্ঠ ও শ্রীকৃষ্ণতৎপর বলিয়া সুখী এবং তাঁহারা সকলেই পুত্রের ন্যায় রাজার অনুবর্তী।

৫৫। সেই অচ্যুতপ্রিয় রাজাও নিরহঙ্কার এবং সদা নীচজনোচিত সেবা দ্বারা ভগবান শ্রীঅচ্যুতের অর্চনা করিয়া থাকেন। আর রাজার তাদৃশ ব্যবহার দ্বারাও অখিল লোক আনন্দ লাভ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫২। স তন্মহারাজাধিষ্ঠিতো দেশঃ; রাজ্ঞা তেনৈব॥

৫৩-৫৪। অকৃষ্টপচ্যা কর্ষণব্যতিরেকেণ সর্ব্বশস্যাঢ্যা; ইষ্টানি প্রিয়াণি; অনুবর্ত্তন্তে প্রীত্যা তদাজ্ঞাপালনশীলা ইত্যর্থঃ। যদ্বা, যাদৃশো রাজ্ঞস্তস্য ব্যবহারস্তাসামপি তাদৃশ এবেতি॥

৫৫। অগর্ব্বঃ এতাদৃশরাজ্যবৈভবধর্ম্মভগবৎসেবাতিশয়ে সত্যপি নিরহঙ্কারঃ সন্; নীচেতি, নীচাভিঃ; স্বয়ং সংমার্জ্জনলেপন-দীপিকা-গ্রহণাদিভিঃ যোগ্যসেবাভিঃ; অচ্যুতপ্রিয় ইতি কেবলং প্রেম্ণৈব ভজনং বোধয়তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫৩-৫৪। অকৃষ্টপচ্যা—কর্ষণ ব্যতিরেকেও সর্বশস্যাঢ্যা। ইষ্ট—প্রিয়, অনুবৃত্তি— প্রীতির সহিত রাজাজ্ঞাপালন। অথবা রাজা যাদৃশ শ্রীকৃষ্ণভক্ত, তাঁহার প্রজাবর্গের ব্যবহারও তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণভক্তির অনুকূল।

৫৫। অগর্ব—এতাদৃশ রাজ্য-বৈভব-ধর্ম ও ভগবৎসেবাতিশয় থাকা সত্ত্বেও নিরহঙ্কার। নীচসেবা—স্বয়ং সংমার্জন, লেপন, দীপপ্রদান ইত্যাদি নীচজনোচিত ভগবৎসেবা। অচ্যুতপ্রিয়—কেবল প্রেমের সহিত শ্রীঅচ্যুতের ভজন।

৫৬। তস্যাগ্রে বিবিধৈর্নামগাথা-সংকীর্ত্তনৈঃ স্বয়ম্।
নৃত্যন্ দিব্যানি গীতানি গায়ন্ বাদ্যানি বাদয়ন্॥

৫৭। ভ্রাতৃভার্য্যাসুতৈঃ পৌত্রৈর্ভৃত্যামাত্যপুরোহিতৈঃ।
অন্যৈশ্চ স্বজনৈঃ সাকং প্রভুং তং তোষয়ৎ সদা॥

৫৮। তে তে তস্য গুণব্রাতাঃ কৃষ্ণভক্ত্যনুবর্ত্তিনঃ।
সংখ্যাতুং কতি কথ্যন্তে জ্ঞায়ন্তে কতি বা ময়া॥

মূলানুবাদ

৫৬-৫৭। সেই রাজা স্বয়ং এবং স্বীয় ভ্রাতা, ভার্যা, পুত্র, পৌত্র, ভৃত্য, অমাত্য, পুরোহিত ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত প্রভুর সম্মুখে বিবিধ গুণগাথা ও নামসংকীর্ত্তন, নৃত্য, দিব্য গীতসমূহ গান ও বাদ্যাদি বাদন দ্বারা নিজ প্রভুর সন্তোষ বিধান করিয়া থাকেন।

৫৮। বাস্তবিকপক্ষে রাজার সেই সেই গুণগ্রাম শ্রীকৃষ্ণভক্তির অনুবর্তী। তাঁহার সেই অসংখ্য গুণাবলীর কয়টি বা আমি জানি, কয়টির বা সংখ্যা নির্দেশ করিয়া বলিতে পারিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৬-৫৭। তদেব দর্শয়তি—তস্যেতি দ্বাভ্যাম্। ভ্রাতৃভার্য্যেত্যনেন তস্য ভ্রাতৃপ্রভৃতীনামপি পরমবৈষ্ণবত্বমুক্তম্॥

৫৮। তে তে পরমানির্ব্বচনীয়াঃ সুপ্রসিদ্ধা বা; তস্য মহারাজস্য গুণানাং ব্রাতাঃ সমূহাঃ কৃষ্ণভক্তেরনুবর্ত্তিনোঽনুকূলাঃ। অয়ং ভাবঃ;—উক্তানি সর্ব্বাণ্যেতান্যেব ভগবৎকৃপালক্ষণানি। অতঃ স এব ভগবৎকৃপাপাত্রং ন ত্বহং, তত্তদভাবাদিতি দিক্; এবমগ্রেঽপি সর্ব্বত্রোহ্যম্; এবং চ জাত্যনপেক্ষয়া কেবলং ভগবৎকৃপাবিশেষাদেব মাহাত্ম্যং দর্শিতম্, অন্যথা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়স্য মহিমানু পপত্তেঃ। এতদ্‌ব্রাহ্মণাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষামপি কৃতার্থত্বমগ্রে শ্রীভগবতৈব স্বয়ং বক্ষ্যতে, কেবলং তারতম্যমাত্রম্; এতচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৬-৫৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫৮। মহারাজের সেই সেই পরমানির্বচনীয় বা সুপ্রসিদ্ধ গুণসমূহ শ্রীকৃষ্ণভক্তির

অনুকূল। অতএব তাঁহার উক্ত গুণগ্রাম ভগবৎকৃপার লক্ষণ। যেহেতু, ভগবৎকৃপা ব্যতীত তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণভজন এবং ভজনের অনুকূল গুণসমূহ অর্থাৎ দীনতা, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণ স্ফুরিত হইত না। অতএব তিনি ভগবৎকৃপাপাত্র। এইরূপ গ্রন্থের সর্বত্র জানিতে হইবে। আর এইপ্রকারে জাতির অপেক্ষাও তিরোহিত হইয়াছে, অন্যথা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের মহিমা অধিক নহে; কিন্তু এখানে (ভক্তিরাজ্যে) জাতির অপেক্ষা না করিয়া কেবল ভগবৎকৃপাভরতার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভগবৎকৃপাই ব্রাহ্মণাদি সর্ববর্ণের কৃতার্থতা-ব্যঞ্জক লক্ষণ। এবিষয়ের তারতম্য স্বয়ং ভগবানই অগ্রে ব্যক্ত করিবেন।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৫৯। ততো নৃপবরং দ্রষ্টুং তদ্দেশে নারদো ব্রজন্।
দেবপূজোৎসবাসক্তাস্তত্র তত্রৈক্ষত প্রজাঃ।।

৬০। হর্ষেণ বাদয়ন্ বীণাং রাজধানীং গতোঽধিকম্।
বিপ্রোক্তাদপি সংপশ্যন্ সংগম্যোবাচ তং নৃপম্।।

মূলানুবাদ

৫৯। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—অতঃপর সেই নৃপবরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত শ্রীনারদ ঐ দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন এবং রাজ্য মধ্যে স্থানে স্থানে দেবপূজায় অনুরক্ত প্রজাগণকে দর্শন করিলেন।

৬০। অনন্তর শ্রীনারদ হর্ষভরে বীণাবাদন করিতে করিতে রাজধানী প্রবেশ করিলেন এবং প্রয়াগে বিপ্রবরের মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাও অধিক ঐশ্বর্য দর্শন করিতে করিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৯। নৃপবরং তমেব মহারাজম্; তত্র তত্র স্থানে স্থানে।।

৬০। বিপ্রোক্তাৎ দশাশ্বমেধতীর্থে সংভাষিতো যোঽসৌ ব্রাহ্মণস্তেন 'কিন্তু দক্ষিণদেশে যঃ' ইত্যাদিনা যদুক্তং দেবপূজাদিকং, ততোঽপ্যধিকং, সংপশ্যন্ অনুভবন্।।

টীকার তাৎপর্য্য

৫৯-৬০। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনারদ উবাচ—

৬১। ত্বং শ্রীকৃষ্ণকৃপাপাত্রং যস্যেদৃগ্‌রাজ্যবৈভবম্।
সল্লোকগুণধর্ম্মার্থজ্ঞানভক্তিভিরন্বিতম্॥

মূলানুবাদ

৬১। শ্রীনারদ বলিলেন, রাজন্! আপনিই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র। কারণ, যাঁহার এতাদৃশ রাজ্যবৈভব, স্বধর্মনিরত প্রজাবর্গ, লোকবাৎসল্যাদি গুণগ্রাম এবং ধর্ম, অর্থ, জ্ঞান, ভক্তিদ্বারা সুশোভিত বৈভবসমূহ বর্তমান।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬১। যস্য তব; সদ্ভিরুৎকৃষ্টৈলোকাদিভিরন্বিতম্,—তত্র লোকাঃ প্রজাঃ, তেষাং সত্ত্বং পূর্ব্বোক্তেন স্বধর্ম্মাদিপরত্বেন; গুণাঃ সর্ব্বত্র ভগবদ্‌ভক্তি-প্রবর্ত্তনাদিনা লোকবাৎসল্যাদয়ঃ, তেষাং গর্ব্বরাহিত্যাদিনা; ধর্ম্মা ভিক্ষুকাদিভ্যোঽন্নদানাদিকৃতাঃ, তেষাঞ্চ ভগবদর্পণাদিনা; অর্থা ধনানি তেষাং ভগবৎপূজাদ্রব্যসাধনত্যাদিনা; উৎকৃষ্টঃ কামশ্চ রাজ্যবৈভবমিত্যনেনোক্ত এবাস্তিঃ জ্ঞানং সচ্ছাস্ত্রাভ্যাসজনিতো মোক্ষাদিহেতুর্বিবেকঃ, তস্য ভগবৎপূজাপরতাদিনা; ভক্তিশ্চ ভগবৎসেবা; তস্যাশ্চ প্রেমনৈব ক্রিয়মাণত্বাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬১। দেবর্ষি বলিলেন, রাজন্! আপনার স্বধর্মনিরত উৎকৃষ্ট লোকাদি (লোক—প্রজা, তাহাদিগের স্বধর্মপরত্বাদি পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে) গুণ—সর্বত্র ভগবদ্ভক্তি-প্রবর্তনাদি এবং লোকবাৎসল্য ও গর্বরাহিত্যাদি গুণগ্রাম। ধর্ম—ভিক্ষুক প্রভৃতিকে অন্নাদি দান দ্বারা অর্জিত ধর্ম। অর্থ—ভগবৎ-পূজাদ্রব্যাদি সাধন দ্বারা অর্থের সদ্‌ব্যয় এবং সেবাকামনায় রাজ্য-বৈভবাদির সংরক্ষণ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। জ্ঞান—সৎশাস্ত্রাভ্যাসজনিত মোক্ষাদি-হেতু বিবেক। আর মোক্ষাদি-হেতু সেই বিবেকও ভগবৎসেবা পরতায় পর্যবসিত হইতেছে। ভক্তি—ভগবৎসেবা এবং সেই ভগবৎ-সেবাও প্রেমের সহিত ক্রিয়মান।

সারশিক্ষা

৬১। প্রয়াগের বিপ্রবর স্বধর্মাচরণদ্বারা নিষ্কাম বিষ্ণুভক্তিকে সাধ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব উহা স্বরূপতঃ শুদ্ধাভক্তি নহে—কর্মমিশ্রা বা আরোপসিদ্ধা-

ভক্তিমাত্র! অর্থাৎ স্বরূপতঃ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির ভাব আরোপিত হইয়াছে; আর নিষ্কাম বর্ণাশ্রমধর্মে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হইলেই যে তিনি শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হইবেন, তাহাও নহে। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—'বর্ণাশ্রমাচারেত্যাদিকং অজাতদৃঢ়শ্রদ্ধান্ শুদ্ধভক্ত্যনধিকারিণঃ প্রত্যেবোক্তমিতি ভাবং' (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ১।২।১১৮ টীকা) যাহাদের দৃঢ়শ্রদ্ধা নাই, তাহাদের জন্যই "বর্ণাশ্রমাচারবতাং" ইত্যাদি শ্লোক বলা হইয়াছে। শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করিতে করিতে যদি সৌভাগ্যক্রমে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হয়, তাহা হইলে শুদ্ধভক্তির অধিকারী হইতে পারেন। এইজন্যই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার নিষ্কাম বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠানরত মিশ্রভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্ররূপে উপস্থাপিত করিয়া ক্রমশঃ ভক্তির ও ভক্তের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন।

এখানে সন্দেহ হইতে পারে যে, প্রত্যেক সাধককে কি এই প্রকার নিষ্কাম বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন সোপান অতিক্রমপূর্বক সর্বোচ্চস্তরে শ্রীরাধারমণের প্রেমসেবা লাভ করিতে হইবে? উত্তর—না, এতাদৃশ বর্ণাশ্রমধর্মের অনুষ্ঠান ভক্তির সোপান বা অঙ্গ নহে; বরং শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল, অবস্থাবিশেষ সাধককে সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের শরণ গ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু, বর্ণাশ্রমধর্মের ফলে ঐহিক ও পারত্রিক স্বর্গসুখাদি প্রাপ্তি;কিংবা নিষ্কাম কর্মাদি দ্বারা মুক্তির অনুকূল বিষ্ণুভক্তি লাভ হইয়া থাকে। যদিও মিশ্রাভক্তিমার্গে এইপ্রকারে নিষ্কাম কর্মাদি দ্বারাও সাধ্য বিষ্ণুভক্তিলাভ হইতে পারে, কিন্তু তথাপি শুদ্ধাভক্তি মার্গে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় ভক্তের কৃপাভিন্ন প্রবেশ লাভ হয় না।

'ভক্তি' শব্দে সেবা বুঝায়। ভজ্ দাতু হইতে ভক্তি-শব্দ নিষ্পন্ন, ভজ্ ধাতুর অর্থ সেবা। এতএব শুদ্ধাভক্তি স্বরূপতঃ ভগবৎসেবা, কিন্তু সকলের নিকট একইভাবে আত্মপ্রকাশ করেন না; লোকের বাসনা-ভেদই ইহার কারণ। যদিও ভক্ত ও ভগবানের প্রসাদে ভক্তি লাভ হয়, তথাপি সাধকের প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কারই ভক্তি উদয়ের তারতম্যের কারণ এবং এই সংস্কারও প্রত্যেকের বিভিন্ন প্রকার বলিয়া ভগবৎসেবাবৃত্তি উন্মেষেরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে; কাজেই সকলের তুল্যরূপে ভক্তিলাভ হয় না।

সাধ্য-ভক্তি ও সাধন-ভক্তি-ভেদে আপাততঃ ভক্তি দুই প্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে। সাধ্য-ভক্তি লাভ করিতে হইলে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা যে সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহাদিগকে সাধনভক্তি বলে। এস্থলে প্রয়াগস্থ বিপ্রবরের যে বিষ্ণুভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইল সাধ্য-বিষ্ণুভক্তি। আর তাহার সাধন হইল বর্ণাশ্রম

ধর্মের অনুষ্ঠান। এই প্রকার সাধ্য-বিষ্ণুভক্তিও শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভেদে দুই প্রকার। তাহার মধ্যে শুদ্ধা সাধ্য-বিষ্ণুভক্তি বিষ্ণু-সুখৈক-তাৎপর্যময়ী সেবা। আর বিদ্ধা ভক্তিতে বহুবিধ বাসনার মিশ্রণ থাকে বলিয়া স্বসুখতাৎপর্যময়ী। অতএব এই বিদ্ধা সাধ্যভক্তিও সাধকের বাসনানুসারে কর্মমিশ্রা, যোগমিশ্রা, জ্ঞানমিশ্রা প্রভৃতি আকারে বহুভেদ হইয়া থাকে।

আলোচ্য শ্লোকে যে ভক্তির কথা বলা হইতেছে, ইহাও সাধ্যভক্তি; কিন্তু ইন্দ্রের সৌভাগ্যলাভের কামনাযুক্ত বলিয়া শুদ্ধাভক্তিমধ্যে পরিগণিত হইবে না। কারণ, শুদ্ধাভক্তির কোন হেতু নাই। 'ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা' এই ন্যায়ানুসারে ভক্তিলাভের সাধনও ভক্তি; কিন্তু এস্থলে স্বধর্মনিরত প্রজা, পরিজনবর্গ, রাজ্যাদি সম্পদ এবং অন্নদানাদি ধর্ম, মোক্ষসাধক জ্ঞানাদি দ্বারা সাধ্যভক্তির সাধন বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ সেবাবাসনার তারতম্যানুসারেই ভক্তিবিকাশের তারতম্য হয় এবং স্বসুখ-বাসনাই ভগবৎসেবাবাসনার বিঘ্ন জন্মায়। অতএব আলোচ্য ভক্তিও জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমধ্যে পরিগণিত।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৬২। তত্তদ্‌বিস্তার্য্য কথয়ন্নাশ্লিষ্যন্ ভূপতিং মুহুঃ।
প্রশশংস গুণান্ গায়ন্ বীণয়া বৈষ্ণবোত্তমঃ।।

৬৩। সার্ব্বভৌমো মুনিবরং সংপূজ্য প্রশ্রিতোঽব্রবীৎ।
নিজশ্লাঘাভরাজ্জাত-লজ্জা-নমিতমস্তকঃ।।

৬৪। দেবর্ষেঽল্পায়ুষং স্বল্পৈশ্বর্য্যমল্পপ্রদং নরম্।
অস্বতন্ত্রং ভয়াক্রান্তং তাপত্রয়নিয়ন্ত্রিতম্।।

৬৫। কৃষ্ণানুগ্রহবাক্যস্যাপ্যযোগ্যমবিচারতঃ।
তদীয়করুণাপাত্রং কথং মাং মন্যতে ভবান্।।

মূলানুবাদ

৬২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, বৈষ্ণবোত্তম শ্রীনারদ, রাজার ঐ সকল গুণরাশি বিস্তার পূর্বক বর্ণন করিতে করিতে তাঁহাকে বারবার আলিঙ্গন করিলেন এবং বীণাযোগে তদীয় গুণগ্রাম গান করিতে করিতে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

৬৩। আর সার্বভৌম রাজাও নিজের প্রশংসাতিশয় শ্রবণে লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া মুনিবরের বিশেষ পূজা করতঃ বিনয়সহকারে বলিতে লাগিলেন।

৬৪-৬৫। হে দেবর্ষে! আপনি এই অধম মনুষ্যকে কেন বিনা বিচারে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করিতেছেন? আমরা মানব, আমাদের আয়ু অল্প; স্বল্প ঐশ্বর্য এবং আমরা অল্পদাতা, বিশেষতঃ কর্মপরাধীন, ভয়াক্রান্ত, তাপত্রয়-পীড়িত, 'শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র' বাক্যেরও অযোগ্য।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬২। তত্তৎ রাজ্যবৈভবাদিকং; গুণান্ ভগবদ্ভজনাদিরূপান্; প্রশশংস 'ত্বমেব শ্রীকৃষ্ণস্য পরমকৃপাপাত্রম্', ইত্যেবমস্তৌৎ।।

৬৩। নিজশ্লাঘাতিশয়েন উচ্চৈর্জাতয়া লজ্জয়া নমিতং মস্তকং যেন যস্য; বা সঃ।।

৬৪-৬৫। দেবর্ষে! হে শ্রীনারদ! নরঃ মাম্ তদীয়করুণায়াঃ শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহস্য পাত্রং কথমবিচারতঃ বিচারমকৃত্বৈব ভবান্ মন্যত ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ অস্বতন্ত্রং

স্বধর্ম্মাচারাদিপরাধীনং, কৃষ্ণস্য যদনুগ্রহবাক্যং 'তামনুগ্রহীষ্যামি', ইত্যাদিরূপং তস্যাপ্যযোগ্যম্ অনর্হম্, অস্তু তাবদনুগ্রহস্য। যদ্বা, 'অস্মিন্ কৃষ্ণস্যানুগ্রহোঽস্তি', ইতি বচনস্যাপ্যযোগ্যমবিষয়ং, কুতস্তৎসম্পত্তিলক্ষণস্য? অতঃ-কেবলম বিচারেণৈবৈতং কথয়সীতি ভাবঃ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬২-৬৩। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৬৪-৬৫। হে দেবর্ষে! আমরা মানব, বিশেষতঃ আমার ন্যায় মানবকে আপনি কেন অবিচারে শ্রীকৃষ্ণের করুণাপাত্র বলিয়া মনে করিতেছেন? ইহাই দুইটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। অস্বতন্ত্র—স্বধর্মাচারাদির অধীন, সুতরাং 'শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহপাত্র'- বাক্যেরও অযোগ্য। 'আমি তোমাকে অনুগ্রহ করিব', এই আশ্বাস বাক্যও তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণের অযোগ্য—দূরে থাকুক তাঁহার অনুগ্রহ। অথবা আমাতে 'শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ আছে', এইরূপ বাক্যেরও অযোগ্য। হায়! কোথায় সেই সম্পত্তি লক্ষণ! আর কোথায় বা সেই অনুগ্রহ!! অতএব আপনি কেবল অবিচারেই বলিতেছেন।

৬৬। দেবা এব দয়াপাত্রং বিষ্ণোর্ভগবতঃ কিল।
পূজ্যমানা নরৈর্নিত্যং তেজোময়শরীরিণঃ।।

৬৭। নিষ্পাপাঃ সাত্ত্বিকা দুঃখরহিতাঃ সুখিনঃ সদা।
স্বচ্ছন্দাচারগতয়ো ভক্তেচ্ছাবরদায়কাঃ।।

৬৮। যেষাং হি ভোগ্যমমৃতং মৃত্যুরোগজরাদিহৃৎ।
স্বেচ্ছয়োপনতং ক্ষুত্তৃড়্বাধাভাবেঽপি তুষ্টিদম্।।

৬৯। বসন্তি ভগবন্ স্বর্গে মহাভাগ্যবলেন যে।
যো নৃভির্ভারতে বর্ষে সৎপুণ্যৈর্লভ্যতে কৃতৈঃ।।

মূলানুবাদ

৬৬—৬৯। প্রকৃতপক্ষে দেবতাগণই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দয়ার পাত্র। কারণ, তাঁহারা মানবগণ-কর্তৃক নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের শরীর তেজোময়, নিষ্পাপ, সত্ত্বগুণযুক্ত, দুঃখরহিত। তাঁহারা সদাসুখী, স্বচ্ছন্দাচার, স্বচ্ছন্দগতি-সমন্বিত। বিশেষতঃ আপন আপন ভক্তবর্গের অভিলষিত বরপ্রদানে সমর্থ। আবার নিত্য অমৃত পান করিয়া মৃত্যু, রোগ ও জরা প্রভৃতি জয় করিয়াছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি বাধার অভাবেও স্বেচ্ছাক্রমে উপস্থিত যজ্ঞাদি ভাগ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। হে ভগবন্! এই ভারতবর্ষে প্রচুর পুণ্য কর্ম করিলে যে স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, মহাভাগ্যবলে সেই স্বর্গলোকে তাঁহারা সুদীর্ঘকাল বাস করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৬—৬৯। নরৈরস্মাভিঃ, স্বচ্ছন্দেন নিজেচ্ছয়ৈবাচারো গতিশ্চ গমনং যেষাং তে, মনুষ্যবদ্‌বিধিপারতন্ত্র্যাদ্যভাবাৎ আকাশমার্গগামিত্বাচ্চ। ভক্তানাং নিজসেবকানামিচ্ছয়া বরস্য দায়কাঃ, যেষাং দেবানাং মৃত্যুরোগজরাদি হরতীতি তথা তৎ, আদিশব্দেন ক্লমস্বেদদৌর্গন্ধ্যাদি, ননু নহি দেবানাং ক্ষুধাদিপীড়া বর্ত্ততে, সদা সুখিন ইত্যাদ্যুক্তেঃ। তদভাবে চ ভোগা ন সুখদাস্তত্রাহ—ক্ষুদিতি। ক্ষুধাদ্যভাবেঽপি দেবৈঃ সুখেনৈব তদুপভুজ্যতে ইত্যর্থঃ। হে ভগবন্! শ্রীনারদ! যে দেবাঃ, যঃ স্বর্গঃ; ভারতে বর্ষে কৃতৈঃ সদ্ভিরুৎকৃষ্টৈঃ পুণ্যৈঃ কৃত্বা; এবং নরেভ্যো দেবানাং বৈপরীত্যোক্ত্যা ভগবদ্দয়াপাত্রতা সাধিতা; যতো নরাণামল্পায়ুষ্ট্বাদিকমুক্তম্, দেবানাঞ্চ মৃত্যুহরামৃতভোগেন বহ্বায়ুষ্ট্বম্,

নরৈর্নিত্যপূজ্যত্বাদিনা চ মহৈশ্বর্য্যম্, ভক্তেচ্ছাবরদানেন চ বহুপ্রদত্বম্, স্বচ্ছন্দাচার-গতিত্বেন পরমস্বাতন্ত্র্যমিতি দিক্, নরাণামপি দেববৈপরীত্যেনান্যদপি লক্ষণমুহ্যম্; এবম্ অগ্রেঽপি ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৬—৬৯। আরও দেখুন, মাদৃশ নরগণ-কর্তৃক দেবগণ পূজিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা নিজ নিজ ইচ্ছামত আচার-ব্যবহার করিতে পারেন। কারণ তাঁহারা স্বচ্ছন্দগতি অর্থাৎ মনুষ্যগণের মত বিধি-পরতন্ত্র নহেন—আকাশমার্গে স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারেন। নিজ সেবকগণকে অভিলষিত বর প্রদানে সমর্থ এবং মৃত্যু, রোগ ও জরা প্রভৃতির হরণকারী। আদি-শব্দে দেহের ক্লান্তি, স্বেদ, দুর্গন্ধাদি হরণ করেন বুঝিতে হইবে। যদি বল, দেবতাগণের যখন ক্ষুধাদি পীড়া আছে, তখন তাঁহারা সুখী কিরূপে? অথবা যদি বল, তাঁহাদের ক্ষুধা বা তৃষ্ণাদি নাই, তাহা হইলেও তাঁহারা সুখী হইবেন কিরূপে? কারণ, ভোগেই সুখসম্পন্ন হয়, এবং ক্ষুধা না থাকিলে সেই ভোগও সুখদায়ক হয় না। তাহাতেই বলিতেছেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অভাবেও তৃপ্তিকর অমৃত তাঁহাদিগের ভোগ্য। হে ভগবন্ শ্রীনারদ! ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট পুণ্য সঞ্চয় করিলে যে স্বর্গ লাভ হয়, মহাভাগ্যবলে সেই স্বর্গলোকে তাঁহারা বাস করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে মনুষ্য অপেক্ষা দেবতাগণের বিপরীত ধর্ম উল্লেখ দ্বারা ভগবৎকৃপাপাত্রতা সাধিত হইল। যেমন, নরগণের আয়ু অল্প, কিন্তু দেবতাগণ মৃত্যুহর অমৃত ভোজন করেন বলিয়া তাঁহাদের আয়ু প্রচুরতর, মানবগণ-কর্তৃক নিত্য-পূজিত বলিয়া তাঁহারা মহৈশ্বর্যযুক্ত। ভক্তকুলের অভিলষিত বরপ্রদাতা বলিয়া তাঁহাদের বহুপ্রদত্ব মহিমা সিদ্ধ হইতেছে। তাঁহারা তেজোময় শরীরবিশিষ্ট এবং স্বচ্ছন্দাচার ও স্বচ্ছন্দগতিবিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাদিগের পরমস্বাতন্ত্র্য সূচিত হইতেছে। এইপ্রকারে নরগণ হইতেও দেবতাগণের বৈপরীত্যমূলক অন্যান্য লক্ষণ উহ্য রহিল। কিঞ্চিৎমাত্র অগ্রে ব্যক্ত হইবে।

৭০। মুনে বিশিষ্টস্তত্রাপি তেষামিন্দ্রঃ পুরন্দরঃ।
নিগ্রহেঽনুগ্রহেঽপীশো বৃষ্টিভির্লোকজীবনঃ॥

৭১। ত্রিলোকীশ্বরতা যস্য যুগানামেকসপ্ততিম্।
যাশ্বমেধশতেনাপি সার্ব্বভৌমস্য দুর্লভা॥

৭২। হয় উচ্চৈঃশ্রবা যস্য গজ ঐরাবতো মহান্।
কামধুক্ গৌরুপবনং নন্দনঞ্চ বিরাজতে॥

মূলানুবাদ

৭০—৭২। হে মুনে! ঐ স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যে আবার পুরন্দর নামক ইন্দ্রই শ্রেষ্ঠ। তিনি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং তাহাদিগের নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ। ভূতলে জলবর্ষণদ্বারা লোকসকলের জীবনস্বরূপ। আমাদিগের ন্যায় সার্বভৌম রাজার সম্বন্ধে শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারাও যাহা দুর্লভ, সেই ত্রিলোকের ঈশ্বরতা তিনি একাত্তর চতুর্যুগ ব্যাপিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আর সেই স্বর্গে উচ্চৈঃশ্রবা নামক মহান্ অশ্ব, ঐরাবত নামক মহান্ গজ, কামদুঘা গাভী, নন্দন-কানন বিরাজিত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭০—৭২। তত্র তস্মিন্ স্বর্গে তেষু দেবেষ্বপি বিশিষ্টঃ দয়াবিশেষপাত্রমিত্যর্থঃ; নিগ্রহে শাপদানাদৌ, অনুগ্রহে বরদানাদৌ চ, ঈশঃ সমর্থঃ; দেবানাঞ্চ ভক্তেচ্ছয়া বরদায়কত্বমাত্রমুক্তম্। ইন্দ্রস্য চ তদনপেক্ষয়া ততোঽপ্যধিকদানাদিসামর্থ্যমিতি তেভ্যো বিশেষঃ; লোকান্ জীবয়তি সংবর্দ্ধয়তীতি তথা সঃ; চতুর্যুগানামেকোত্তর-সপ্ততিং ব্যাপ্য যস্যেন্দ্রস্য ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যম্; যা ত্রিলোকীশ্বরতা সার্ব্বভৌমস্যাপি মাদৃশো দুর্লভা, কর্ম্মস্ববশ্যং ছিদ্রসম্ভবাদশ্বমেধশতস্য দুষ্করত্বাচ্চ। হয়ো মহান্ গজশ্চ মহান্, অমৃতমথনোদ্ভূততয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠগুণবত্ত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭০—৭২। হে মুনে! সেই স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে আবার তাঁহাদিগের অধিপতি শ্রীইন্দ্রই শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র। নিগ্রহ—শাপদানাদি, অনুগ্রহ—বরদানাদি বিষয়ে সমর্থ। অপর দেবতাগণের কেবল ভক্তেচ্ছায় বরদায়কত্ব সামর্থ্য থাকিলেও শ্রীইন্দ্র কিন্তু ত্রিলোকের রাজা বলিয়া সেই

দেবতাদিগেরও নিগ্রহে ও অনুগ্রহে সমর্থ। এতদ্দ্বারা অন্যান্য দেবগণ হইতেও শ্রীইন্দ্রের অধিক দানাদি সামর্থ্য সূচিত হইতেছে। বিশেষতঃ তিনি জলবর্ষণ দ্বারা লোকসকলের জীবনস্বরূপ হয়েন। আমাদিগের ন্যায় সার্বভৌম রাজার সম্বন্ধে শত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান দ্বারাও যাহা দুর্লভ, সেই ত্রিলোকের ঈশীত্ব তিনি একাত্তর চতুর্যুগ ব্যাপিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান প্রায়শঃ ছিদ্রযুক্ত হয় বলিয়া নিশ্ছিদ্র কর্ম একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু এতাদৃশ সুদুষ্কর অশ্বমেধ যজ্ঞও তিনি নিশ্ছিদ্ররূপে সম্পাদন করিয়াছেন। আর অমৃতমথনোদ্ভূত সর্বশ্রেষ্ঠ গুণসম্পন্ন মহান্ অশ্ব ও ঐরাবত প্রভৃতিও লাভ করিয়াছেন।

সারশিক্ষা

৭০—৭২। এই মনুষ্যলোকের সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগে দেবলোকের একটি যুগ হইয়া থাকে। এই প্রকার সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একটি দিবস হয়। রাত্রির পরিমাণও তদ্রূপ। এইরূপ এক একটি দিনের বা কল্পের অন্তর্গত চতুর্দশ মন্বন্তর; অর্থাৎ একাত্তরটি চতুর্যুগ একটি মন্বন্তরের অন্তর্গত। চতুর্দশ মন্বন্তরে চতুর্দশ ইন্দ্র। তাহার মধ্যে বৈবস্বত মন্বন্তরের ইন্দ্রের নাম পুরন্দর।

৭৩। পারিজাতাদয়ো যত্র বর্ত্তন্তে কামপূরকঃ।
কামরূপধরাঃ কল্পদ্রুমাঃ কল্পলতান্বিতাঃ॥
৭৪। যেষামেকেন পুষ্পেণ যথাকামং সুসিধ্যতি।
বিচিত্রগীতবাদিত্র-নৃত্যবেশাশনাদিকম্॥
৭৫। আঃ কিং বাচ্যং পরং তস্য সৌভাগ্যং ভগবান্ গতঃ।
কনিষ্ঠভ্রাতৃতাং যস্য বিষ্ণুর্বামনরূপধৃক্॥
৭৬। আপদ্ভ্যো যমসৌ রক্ষন্ হর্ষয়ন্ যেন বিস্তৃতাম্।
সাক্ষাৎ স্বীকুরুতে পূজাং তদ্বেৎসি ত্বমুতাপরম্॥

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাসার নির্দ্ধারখণ্ডে ভৌমো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

৭৩-৭৪। সেই নন্দন-কাননে পারিজাতাদি কল্পবৃক্ষ, কামরূপধর কল্পলতা-সকল শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। বেশী কি বলিব, নন্দন-কাননজাত একটি পুষ্প দ্বারাও বিচিত্র গীত, বাদ্য, নৃত্য এবং বসন, ভূষণ ও চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্বিধ ভোজ্য সামগ্রীও প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং সর্বকামও সুসিদ্ধ হয়, আর সেই বিচিত্র সম্পদের ঐ ইন্দ্রই অধীশ্বর।

৭৫-৭৬। আঃ! ঐ ইন্দ্রের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব, ভগবান শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং বামনরূপে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ব অঙ্গীকার করিয়া আজ্ঞাধীন হইয়াছেন। তিনি ইন্দ্রকে বিপদসমূহ হইতে রক্ষা করিয়া আনন্দিত করিতেছেন এবং সাক্ষাৎ তাঁহার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিতেছেন। এ সকল বৃত্তান্ত বা ইহা অপেক্ষাও অধিক আপনি জানেন। আমি আর কি বলিব?

ইতি প্রথমখণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে মূলানুবাদ সমাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৩-৭৪। যত্র নন্দনে। কামপূরকত্বমেবাহ—যেষামিতি। বিচিত্রং গীতাদি সুষ্ঠু সিধ্যতি, তত্র বেশো ভূষণম্, আদি-শব্দেন পানশয়নাশনাদি॥

৭৫-৭৬। তস্য ইন্দ্রস্য, ন চ কেবলং ভ্রাতৃত্বমাত্রং প্রাপ্তঃ, তদনুরূপং ব্যবহরতি চেত্যাহ—আপদ্ভ্য ইতি। যম্ ইন্দ্রম্, অসৌ বিষ্ণুঃ, যেন ইন্দ্রেণ বিস্তৃতাং বিস্তারেণ

কৃতাপূজাং সাক্ষাৎ স্বীকুরুতে স্বয়মেব পূজাদ্রব্যগ্রহণাৎ। তস্য সৌভাগ্যমিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ, তত্তদীয়ং সৌভাগ্যম্ উত অপি পরমপি কনিষ্ঠভ্রাতৃত্বেন শ্রীবিষ্ণুলালনাদিকম্। যদ্বা, যদুক্তং—মদুক্তাদন্যচ্চ ত্বমেব জানাসি; কিমহং তদ্বর্ণয়ামীত্যর্থঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতটীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাং প্রথমখণ্ডে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

৭৩-৭৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৭৫-৭৬। কেবল ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধমাত্র নহে, তদনুরূপ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। এই বামনরূপী ভগবান শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ শ্রীইন্দ্র-কৃত বিস্তৃত পূজাদ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন। অতএব ঐ দেবরাজ ইন্দ্রের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? যাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে শ্রীবিষ্ণু লালনাদিও স্বীকার করিতেছেন। হে দেবর্ষে! এ সকল ত' আপনি জানেন, বরং ইহার অধিকও জানেন। অতএব আমি আর কি বলিব?

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে প্রথম খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে
টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১। প্রশস্য তং মহারাজং স্বর্গতো মুনিরৈক্ষত।
রাজমানং সভামধ্যে বিষ্ণুং দেবগণৈর্বৃতম্॥

২। বিচিত্রকল্পদ্রুমপুষ্পমালাবিলেপভূষাবসনামৃতাদ্যৈঃ।
সমর্চ্চিতং দিব্যতরোপচারৈঃ, সুখোপবিষ্টং গরুড়স্য পৃষ্ঠে॥

৩। বৃহস্পতিপ্রভৃতিভিঃ স্তূয়মানং মহর্ষিভিঃ।
লাল্যমানমদিত্যা তান্ হর্ষয়ন্তং প্রিয়োক্তিভিঃ॥

৪। সিদ্ধবিদ্যাধ্রগন্ধর্ব্বাপ্সরোভির্বিবিধৈঃ স্তবৈঃ।
জয়শব্দৈর্বাদ্যগীতনৃত্যৈশ্চ পরিতোষিতম্॥

৫। শক্রায়াভয়মুচ্চোক্ত্যা দৈত্যেভ্যো দদতং দৃঢ়ম্।
কীর্ত্ত্যার্প্যমাণং তাম্বুলং চর্ব্বন্তং লীলয়াহৃতম্॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, মাতঃ! মুনিবর শ্রীনারদ এইরূপে সেই মহারাজকে প্রশংসা করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন এবং দেবসভামধ্যে সুশোভিত দেবতাবৃন্দে পরিবৃত শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিলেন।

২—৫। সেই শ্রীভগবান বিহগরাজ শ্রীগরুড়ের পৃষ্ঠে সমাসীন রহিয়াছেন, দেবতারা কল্পদ্রুমজাত বিচিত্র পুষ্পমালা, বিলেপন, ভূষণ, বসন ও অমৃতাদি দিব্য দিব্য উপচার দ্বারা তাঁহার পুজা করিতেছেন! বৃহস্পতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন, জননী অদিতি-দেবী লালন করিতেছেন, আর শ্রীভগবান প্রিয়বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করিতেছেন। সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ বিবিধ স্তব, জয়শব্দ ও বাদ্য-গীত-নৃত্যাদি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতেছেন। শ্রীভগবান প্রকাশ্যরূপে ইন্দ্রকে দৈত্যগণ হইতে দৃঢ় অভয় প্রদান করিতেছেন এবং নিজপত্নী শ্রীকীর্তিদেবী-কর্তৃক নিবেদিত তাম্বুল লীলাসহকারে গ্রহণ করিয়া চর্বণ করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

আদ্যেঽধ্যায়েঽত্র কৃষ্ণত্র কৃষ্ণস্য পরমপ্রেষ্ঠনির্ণয়ে।
মর্ত্ত্যোৎকর্ষাপকর্ষৌ হি নীচোচ্চাপেক্ষয়োদিতৌ॥
আহাধ্যায়ে দ্বিতীয়ে তু তথৈবেন্দ্রস্বয়ম্ভুবোঃ।
উৎকর্ষমপকর্ষঞ্চ নিকৃষ্টোৎকৃষ্টবীক্ষয়া॥

১। স্বঃ স্বর্গং গতঃ সন্ মুনিঃ শ্রীনারদঃ সভামধ্যে বিষ্ণুমৈক্ষত॥

২—৫। তমেব বিশিনষ্টি—বিচিত্রেতি চতুর্ভিঃ। উপচারার পাদ্যার্ঘ্যাদয়ঃ ষোড়শ চতুঃষষ্ঠির্বা; তদ্বিশেষো বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়াদিগ্রন্থেভ্যো জ্ঞাতব্যঃ। অদিত্যা মাত্রা লাল্যমানং কোমলহস্ততলস্পর্শাদিনা নন্দ্যমানম্; তান্ দেবগণান্ মহর্ষীংশ্চ হর্ষয়ন্তম্; সিদ্ধাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্বিবিধৈঃ স্তবাদিভিঃ কৃত্বা পরিতোষিতম্; তত্র সিদ্ধৈঃ স্তবৈর্জয়শব্দৈশ্চ, বিদ্যাধরাদিভিস্তু যথাক্রমং বাদ্যাদিভিরিতি বিবেকঃ। 'দৈত্যেভ্যঃ সকাশাদ্ভয়মুচ্চোক্ত্যা, শক্রায় দদতং দৈত্যেভ্যো মা ভয়ং কার্ষীস্তান্ হত্বা ধ্রুবং ত্বাং রক্ষিষ্যামি' ইত্যেবং দক্ষিণ-শ্রীহস্তাব্জাগ্রদুত্থাপ্য তন্মুদ্রাবিশেষেণ ব্যক্তং ব্রুবন্তমিত্যর্থঃ। কীর্ত্তির্নাম শ্রীবিষ্ণোঃ পত্নী, তয়া অর্প্যমাণম্ উপস্কৃত্য নিবেদ্যমানং লীলয়া আহৃতম্ অঙ্গুষ্ঠতর্জন্যগ্রাভ্যাং গৃহীতং সৎ। যদ্যপি পূর্ব্বোক্তরীত্যা শ্রীনারদস্য শক্রেণ সহ সম্ভাষণমেব মুখ্যং প্রয়োজনং ন তু শ্রীবিষ্ণোর্দর্শনং, তথাপি ভগবতস্তস্য সর্ব্বদেবগণপ্রধানতয়া ভূমিতো নিজমাহাত্ম্যবিশেষপ্রকটনেন তৎপ্রাক্ তস্মিনেব দৃষ্টিরুৎপততীতি প্রথমং তদ্দর্শনমুক্তম্; তদপি শক্রবিষয়ক-তদীয়দয়াবিশেষ বোধনায়ৈবেতি দিক্। এবমগ্রে ব্রহ্মালোকেঽপ্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

প্রথম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়পাত্র নির্ধারণ প্রসঙ্গে মর্ত্যলোকবাসী ভক্তগণের নীচোচ্চ বিষয়মতি অপেক্ষায় অপকর্ষ ও উৎকর্ষ নিরূপিত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় অধ্যায়েও সেইরূপ ইন্দ্র ও ব্রহ্মার বিষয়ের নিকৃষ্টত্ব উৎকৃষ্টত্ব অপেক্ষায় অপকর্ষ ও উৎকর্ষ নিরূপিত হইবে।

১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২—৫। তাহাই 'বিচিত্র' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। উপচার—পাদ্য অর্ঘ্যাদি ষোড়শ উপচার বা চতুঃষষ্ঠি উপচার। বিশেষ বিবরণ 'বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়' গ্রন্থে জ্ঞাতব্য। জননী অদিতিদেবী কোমল করস্পর্শাদি দ্বারা বামনরূপী শ্রীবিষ্ণুকে লালন করিতেছেন। আর তিনিও প্রিয়বাক্য দ্বারা দেবগণ ও মহর্ষিগণকে আনন্দিত করিতেছেন। সিদ্ধগণ বিবিধ স্তব ও জয়-শব্দ দ্বারা এবং

বিদ্যাধরগণ দিব্য বাদ্য, গন্ধর্বগণ গীত ও নৃত্য দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতেছেন। শ্রীবামনদেব উচ্চৈঃস্বরে ইন্দ্রকে দৈত্যগণ হইতে দৃঢ় অভয় প্রদান করিতেছেন। কিরূপে? নিজ দক্ষিণ শ্রীহস্তকমল ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া অভয়মুদ্রা-বিশেষ প্রকাশ-পূর্বক ব্যক্তভাবে বলিতেছেন—"দৈত্য হইতে আপনি ভয় করিবেন না, আমি দৈত্যবধ করিয়া নিশ্চয় আপনাকে রক্ষা করিব।" নিজপত্নী শ্রীকীর্তিদেবী-কর্তৃক উপস্কৃত তাম্বূল লীলাসহকারে গ্রহণপূর্বক অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগ দ্বারা গ্রহণ করিয়া চর্বণ করিতেছেন। যদিও পূর্বোক্ত রীতি অনুসারে (শ্রীভগবৎকৃপাভরপাত্র নির্ধারণ প্রসঙ্গে) শ্রীনারদের ইন্দ্র সহ সম্ভাষণই মুখ্য প্রয়োজন—বিষ্ণুদর্শন নহে; তথাপি শ্রীভগবান নিজমাহাত্ম্য বিশেষ প্রকটন দ্বারা সর্বদেবগণের প্রধানরূপে বিরাজমান বলিয়া প্রথমেই তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। এইজন্যই প্রথমতঃ তাঁহার দর্শন উক্ত হইয়াছে। তাহাও আবার ইন্দ্র-বিষয়ক তদীয় দয়াবিশেষ বোধগম্য জন্যই পূর্বে শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপ ব্রহ্মালোক পর্যন্ত জানিতে হইবে।

৬। শক্রশ্চ তস্য মাহাত্ম্যং কীর্ত্তয়ন্তং মুহুর্ম্মুহুঃ।
স্বস্মিন্ কৃতোপকারাংশ্চ বর্ণয়ন্তং মহামুদা॥

৭। সহস্রনয়নৈরশ্রুধারা বর্ষন্তমাসনে।
স্বীয়ে নিষণ্ণং তৎপার্শ্বে রাজন্তং স্ববিভূতিভিঃ॥

মূলানুবাদ

৬-৭। দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীভগবানের পার্শ্বে অবস্থিত স্বীয় আসনে স্বকীয় বিভূতি ছত্র-চামরাদির সহিত বিরাজমান হইয়া বারবার তদীয় মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। আর নিজের প্রতি ভগবদ্-কৃত উপকারসকল বর্ণন করিতে করিতে মহানন্দে সহস্রনয়নে অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬-৭। শক্রশ্চেক্ষত; তস্য বিষ্ণোর্মাহাত্ম্যং ভক্তবাৎসল্যাদিকং স্বস্মিন্ শক্রে বিষয়ে কৃতানুপকারান্ বলিগৃহীতত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যনিষ্পাদনাদীন্ বর্ণয়ন্তম্। অতএবানন্দাশ্রুধারা বর্ষন্তম্; তস্য বিষ্ণোঃ স্বীয়ে ঐন্দ্রে আসনে নিষণ্ণমাসীনম্; স্ববিভূতিভিঃ ছত্রচামরালঙ্কারবাহনাদিভিঃ শোভমানম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬-৭। অতঃপর শ্রীনারদ শ্রীইন্দ্রকেও দর্শন করিলেন। শ্রীইন্দ্র নিজের প্রতি শ্রীবিষ্ণুর ভক্তবাৎসল্যাদি মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। অর্থাৎ বলির নিকট হইতে ত্রৈলোক্যরাজ্য গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে অর্পণাদির উপকার সকল বর্ণন করিতে করিতে মহানন্দে সহস্রনয়নে অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। সেই দেবরাজ শ্রীবিষ্ণুপার্শ্বে স্বীয় ঐন্দ্র-নামক আসনে সমাসীন। স্ব-বিভূতি—ছত্র, চামর, অলঙ্কার, বাহনাদি দ্বারা শোভমান।

৮। অথ বিষ্ণুং নিজাবাসে গচ্ছন্তমনুগম্য তম্।
সভায়ামাগতং শক্রমাশস্যোবাচ নারদঃ।।

মূলানুবাদ

৮। অনন্তর শ্রীবিষ্ণু নিজ নিবাসে গমনপরায়ণ হইলে দেবরাজ তাঁহার অনুগমন করিয়া পরে সভামধ্যে সমাগত হইলে দেবর্ষি তাঁহাকে আশীর্বাদ-সহকারে অভিনন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮। তং তাদৃশমহাভাগ্যবন্তং শক্রং সভায়ামাগতং সন্তমুবাচ, বিষ্ণোঃ সাক্ষাৎ তৎপ্রস্তাবস্যাযোগ্যত্বাৎ। আশস্য জয়াশীর্ভিরভিনন্দ্য।।

টীকার তাৎপর্য্য

৮। তাদৃশ ভাগ্যবন্ত দেবরাজ সভাস্থলে সমাগত হইলে শ্রীনারদ বলিলেন। শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাতে তৎসম্বন্ধে উত্থাপন করা অনুচিত বলিয়া পূর্বে কিছু বলেন নাই। এক্ষণে জয়াশীর্বাদ-সহকারে অভিনন্দন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

শ্রীনারদ উবাচ—

৯। কৃতানুকম্পিতস্ত্বং যৎ সূর্য্যচন্দ্রযমাদয়ঃ।
তবাজ্ঞাকারিণঃ সর্ব্বে লোকপালাঃ পরে কিমু।।

১০। মুনয়োঽস্মাদৃশো বশ্যাঃ শ্রুতয়স্ত্বাং স্তুবন্তি হি।
জগদীশতয়া যত্ত্বং ধর্ম্মাধর্ম্মফলপ্রদঃ।।

মূলানুবাদ

৯-১০। শ্রীনারদ বলিলেন, হে দেবরাজ! তুমি শ্রীবিষ্ণুর অনুকম্পিত; যেহেতু, সূর্য, চন্দ্র, যমাদি লোকপাল তোমার আজ্ঞাকারী, অপর বসু প্রভৃতি যে তোমার আজ্ঞাকারী, তাহা বলা বাহুল্য। অধিক কি, আমার মত মুনি-সকলও তোমার বশীভূত। শ্রুতিসকল তোমাকে জগদীশ্বর বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন; যেহেতু, তুমি ধর্মাধর্মের ফল প্রদান করিয়া থাক।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯-১০। যদ্ যস্মাৎ; পরে বসুমরুদ্রুদ্রগণাদয়স্তবাজ্ঞাকারিণঃ ইতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। শ্রুতয়শ্চ ঐন্দ্র্যস্ত্বাং জগদীশতয়া স্তুবন্তি; তচ্চোচিত-মেবেত্যাহ—যদিতি, যদ্ যস্মাৎ ত্বং ধর্ম্মস্যাধর্ম্মস্য চ ফলং স্বর্গনরকভোগাদিকং প্রদদাসীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯-১০। হে দেবরাজ! তুমি শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহপাত্র। যেহেতু, চন্দ্র ও সূর্যাদি লোকপালসকল তোমার আজ্ঞাকারী, অপর, বসু-রুদ্রাদি যে তোমার আজ্ঞাকারী, তাহা বলা বাহুল্য। ঐন্দ্রী প্রভৃতি শ্রুতিকল তোমাকে জগদীশ্বর বলিয়া স্তব করিয়া থাকেন। যেহেতু, তুমি ধর্মাধর্মের ফলদাতা। অর্থাৎ ধর্মের ফল স্বর্গভোগ, অধর্মের ফল নরকভোগাদির বিধান করিয়া থাক। অতএব তোমার উদ্দেশ্যে শ্রুতি-সকলের তাদৃশ স্তবাদি যুক্তই হইতেছে।

সারশিক্ষা

৯-১০। 'ঐন্দ্রশ্রুতি' বলিতে ইন্দ্রসম্বন্ধিনী শ্রুতি। অর্থাৎ কর্মকাণ্ড-প্রতিপাদক শ্রুতির শাখাবিশেষ। ঐ সকল শাখায় বিষ্ণুযাগ, রুদ্রযাগ, ইন্দ্রযাগ প্রভৃতি নানা

কর্মে নানা দেবতার উপাসনা বিহিত হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের ঈশ্বরত্ব-প্রতিপাদক মাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই বেদের সারমর্ম না জানিলেই কেহ শ্রীবিষ্ণু, কেহ শ্রীরুদ্র, কেহ বা শ্রীইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া মতদ্বৈধের সৃষ্টি করিবে। সেইজন্য ভগবদ্-অবতার শ্রীবেদব্যাস বেদ-বিচারপূর্বক শাস্ত্রসমন্বয় করিয়া ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ণ করিলেন; কিন্তু চিত্ত প্রসন্ন হইল না। এজন্য গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। দৈবক্রমে সেই সময় দেবর্ষি শ্রীনারদ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীব্যাসদেবও যথাবিধি তাঁহার পূজা করিলেন। পরে দেবর্ষির নিকট তিনি স্বীয় চিত্ত অপ্রসন্নতার কথা বলিলেন। শ্রীদেবর্ষি তাহার উত্তরে বলিলেন, 'আপনি শ্রীহরির লীলাচরিত-কথা বর্ণন করুন, তদ্দ্বারাই আপনার চিত্ত প্রসন্ন এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসারও সমাধান হইবে।' অতঃপর শ্রীব্যাসদেব সমাধি অবলম্বনে মনঃস্থির করিয়া ভক্তিযোগ-প্রভাবে পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। ইহা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের মুখ-বিগলিত বাণী—'ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্' (শ্রীভাঃ ২।৭।৫১) অতএব ইহা অনাদিকাল সিদ্ধ এবং সর্বশ্রুতিসার ও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই মূর্তবিগ্রহ। আর এই গ্রন্থ অর্থাৎ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ঐ মহাপুরাণেরই সারসংকলন। অতএব পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ত্রিতাপদগ্ধ পথবিভ্রান্ত মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি করুণা করিয়া যে আশার বাণী প্রচার করিয়াছেন, জড়জগতের অতীত চিৎরাজ্যের বিশেষতঃ শ্রীগোলোকের বার্তা শুনাইয়াছেন এবং সেই পথের সন্ধান প্রদান করিয়া জীবগণকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তাহার তুলনাস্থল নাই।

১১। অহো নারায়ণো ভ্রাতা কনীয়ান্ যস্য সোদরঃ।
সদ্ধর্ম্মং মানয়ন্ যস্য বিদধাত্যাদরং সদা॥

মূলানুবাদ

১১। অহো! শ্রীনারায়ণ তোমার কনিষ্ঠ সহোদর এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা হইয়া জ্যেষ্ঠের প্রতি যেরূপ সম্মান করা উচিত, তিনিও সদ্ধর্মের পালন নিমিত্ত তোমায় তদ্রূপ সম্মান করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১। অহো জগদীশতা নাম সর্ব্বলোকেশ্বরত্বং তস্যাঃ কা কথা? প্রপঞ্চাতীতেঽপি তবৈশ্বর্য্যং সম্পন্নমিবেত্যাশয়েনাহ—অহো ইতি আশ্চর্য্যে। নারায়ণঃ সর্ব্বজীবেশ্বরেশ্বরো যস্য ভ্রাতা, তত্র চ সহোদরঃ, তত্রাপি কনীয়ান্; ততঃ সতাং ধর্ম্মং কনিষ্ঠৈর্জ্যেষ্ঠানাং সম্মানঃ কার্য্য ইত্যাদিরূপং সদাচারং মানয়ন্ প্রবর্ত্তয়ন্; যস্য আদরং বাক্‌প্রতি-পালনাদিনা গৌরবং করোতি স ত্বমিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১। অহো! তোমার জগদীশতা বা সর্বলোকেশ্বরত্বের কথা কি বলিব? তুমি প্রপঞ্চাতীত ঐশ্বর্যসম্পন্ন, এই আশয়েই বলিতেছেন, 'অহো' ইত্যাদি। কি আশ্চর্য! সর্বজীবেশ্বর স্বয়ং শ্রীনারায়ণ তোমার কনিষ্ঠ সহোদর এবং কনিষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠের সম্মানরূপ সদাচার পালনার্থ অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠ ভ্রাতার যেরূপ সম্মান-প্রদর্শন ও সদাচার পালন করা কর্তব্য, শ্রীনারায়ণ স্বয়ংই সেই বর্ত্মের অনুগমন করিয়া তোমার প্রতি সেই সদ্ব্যবহার প্রবর্তন করিতেছেন। কিরূপে? আদর, সম্মান, বাক্যপালনাদি-দ্বারা তোমার প্রতি সদা গৌরব প্রকাশ করিতেছেন।

সারশিক্ষা

১১। "স ঈশো যদ্বশে মায়া, সজীব যস্তয়ার্দ্দিতঃ।" অর্থাৎ মায়া যাঁহার বশীভূত, তিনিই ঈশ্বর; মায়ার দ্বারা যিনি পীড়িত, তিনি জীব। এই জীব ভগবদ্-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া নিজ কর্মফল সংসার ভয় প্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, দেবতা সকলও এই জীবকোটির অন্তর্ভূত।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১২। ইত্থমিন্দ্রস্য সৌভাগ্যবৈভবং কীর্ত্তয়ন্মুহুঃ।
দেবর্ষির্বাদয়ন্ বীণাং শ্লাঘমানো ননর্ত্ততম্॥

১৩। ততোঽভিবাদ্য দেবর্ষিমুবাচেন্দ্রঃ শনৈর্হ্রিয়া।
ভো গান্ধর্ব্বকলাভিজ্ঞ কিং মামুপহসন্নসি॥

মূলানুবাদ

১২। এই প্রকারে ইন্দ্রের সৌভাগ্য-বৈভব বার বার কীর্তন করিয়া দেবর্ষি বীণাবাদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে শ্রীভগবানের দয়াপাত্র বলিয়া প্রশংসা করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

১৩। তখন ইন্দ্র দেবর্ষিকে প্রণাম করিয়া লজ্জাবশতঃ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—হে গান্ধর্বকলা বিশারদ! আপনি কি আমাকে উপহাস করিতেছেন?

দিগ্দর্শিনী টীকা

১২। তমিন্দ্রং শ্লাঘমানঃ দেবা এব দয়াপাত্রমিত্যাদিকায়াঃ সার্বভৌমোক্তেরর্থনির্বচনেন প্রশংসন্॥

১৩। গান্ধর্ব্বকলায়া অভিজ্ঞেষু মিথ্যাস্তুতিপরোপহাসাদিকং নাসম্ভাবিত-মিত্যভিপ্রায়েণ তথা সম্বোধনম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২। শ্লাঘমান অর্থাৎ ইন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া দেবগণও শ্রীবিষ্ণুর দয়াপাত্র ইত্যাদিরূপে সার্বভৌমবাক্যের অর্থ নির্বাচন-পূর্বক প্রশংসন বা সৌভাগ্য—বৈভব বর্ণন।

১৩। গান্ধর্বকলাভিজ্ঞ—সঙ্গীতবিদ্যাবিদ্ এস্থলে কিন্তু শ্লেষার্থে গান্ধর্বকলাভিজ্ঞজনের অপরের প্রতি মিথ্যা স্তুতি বা উপহাসাদি করা অসম্ভব নহে। এই অভিপ্রায়ে উক্ত সম্বোধন।

১৪। অস্য ন স্বর্গরাজ্যস্য বৃত্তং বেৎসি ত্বমেব কিম্।
কতি বারানিতো দৈত্যভীত্যাস্মাভির্ন নির্গতম্॥

মূলানুবাদ

১৪। আপনি কি এই স্বর্গরাজ্যের বৃত্তান্ত জানেন না? আমরা দৈত্যভয়ে এই স্বর্গ হইতে কতবারই না পলায়ন করিয়াছি?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪। ননু নৈষা স্তুতির্নচায়মুপহাসোঽপীতি চেত্তত্রাহ—অস্যেতি। ত্বমপি ন বেৎসি কিম্। অপি তু জানাস্যেবেত্যর্থঃ; তদেবাহ—কতীতি। ইতঃ স্বর্গাৎ কতি বারান্ ন নির্গতং নাপসৃতম্, অপি তু বহুশঃ পলায্য তপস্যাদিবেশেনাচ্ছন্নৈর্ভূত্বা মর্ত্ত্যলোকাদৌ নিভৃতমুষিতমস্তীত্যর্থঃ; অনেন স্বর্গে বসন্তি যে ইত্যুক্তো মর্ত্ত্যলোকাৎ স্বর্গস্যোৎকর্ষো নিরাকৃতঃ স্বর্গেঽপি মুহুরুপদ্রবভরোৎপত্তেঃ; তথা 'স্বচ্ছন্দাচারগতয়ঃ' ইত্যুক্তঃ স্বর্গিণামপ্যুৎকর্ষো নিরস্তঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪। যদি বলেন, ইহা মিথ্যা স্তুতি বা উপহাস নহে, পরন্তু সত্যই; তাহা হইলে শ্রবণ করুন, আপনি কি এই স্বর্গরাজ্যের কথা বিদিত নহেন? অর্থাৎ সবই জানেন। আমরা দৈত্যভয়ে এই স্বর্গরাজ্য হইতে কতবারই না বিতাড়িত হইয়াছি? অর্থাৎ বহুবার আমি পলায়ন করিয়াছিলাম এবং তপস্বী প্রভৃতির বেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া গোপনে মর্ত্যলোকে বাস করিয়াছিলাম। এই উক্তি দ্বারা মর্ত্যলোক হইতে স্বর্গলোকের উৎকর্ষ নিরাকৃত হইয়াছে। কারণ, স্বর্গেও বারংবার দৈত্যগণ-কর্তৃক উপদ্রব হইয়া থাকে। এজন্য স্বর্গবাসিদিগেরও 'স্বচ্ছন্দাচার ও স্বচ্ছন্দগতি' ইত্যাদি উৎকর্ষ নিরস্ত হইয়াছে।

১৫। আচরন্ বলিরিন্দ্রত্বমসুরানেব সর্ব্বতঃ।
সূর্য্যেন্দ্রাদ্যধিকারেষু ন্যযুঙ্ক্ত ক্রতুভাগভুক্॥

১৬। ততো নস্তাতমাতৃভ্যাং তপোভির্বিততৈর্দৃঢ়ৈঃ।
তোষিতোঽপ্যংশমাত্রেণ গতো ভ্রাতৃত্বমচ্যুতঃ॥

মূলানুবাদ

১৫। দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া অসুরদিগকেই সর্বতোভাবে সূর্য চন্দ্রাদির অধিকারে নিযুক্ত করতঃ আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ংই যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিত।

১৬। তাদৃশ দুঃখভোগের পর আমার পিতা ও মাতার সুদীর্ঘকালের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শ্রীঅচ্যুত নিজ অংশমাত্র দ্বারা আমার ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫। 'সূর্য্যাদয়ো লোকপালাস্তবাজ্ঞাকারিণঃ' ইতি যদুক্তং, তৎ পরিহরতি—আচরন্নিতি। মম সূর্য্যাদীনাং চাধিকারবিঘ্নেন কুতস্তেষাং লোকপালকত্বমহিমা? কুতো বা তদাজ্ঞাপালকত্বেন মম মহামহিমাস্তীত্যর্থঃ; ক্রতুভাগভুগিত্যনেন বলিরেব যজ্ঞানাং ভাগান্ ভুঙ্‌ক্তে, বয়ং ক্ষুত্তৃড়াদিপীড়িতা মৃতা ইবেত্যর্থঃ; এতেন চ 'যেষ্যং হি ভোগ্যমমৃতম্' ইত্যাদিকং নিরস্তম্॥

১৬। ততস্তাদৃশদুঃখানন্তরং বিততৈরতিদৃঢ়ৈরিতি কালবিলম্বং তয়োরপি পরমদুঃখং সূচয়তি। অংশমাত্রেণেত্যসমগ্রত্বান্নারায়ণো ভ্রাতেতি নিরাকৃতমিব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫। অতঃপর "সূর্যাদি লোকপাল-সকল তোমার আজ্ঞাকারী", এই উক্তির পরিহার করিতেছেন। আমার ও সূর্যাদির অধিকার বিঘ্নের জন্য তাহাদের লোক-পালকত্বাদির মহিমা কোথায়? আর তাহাদিগের আজ্ঞাকারীরূপে আমার মহিমাই বা কোথায়? তৎকালে দৈত্যরাজ বলি যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিত, আমরা ঐ যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত হইলে ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় পীড়িত হইয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। এই বাক্যের দ্বারা 'দেবতাদিগের তৃপ্তিকর অমৃত ভোগ্য' ইত্যাদি উৎকর্ষ নিরস্ত হইল।

১৬। অতঃপর 'তাদৃশ দুঃখভোগের পর ও সুদীর্ঘকাল সুদৃঢ় তপস্যায়', এই বাক্যে কালবিলম্ব-হেতু দেবতাদিগের পরমদুঃখ সূচিত হইতেছে। আর 'বিষ্ণু অংশমাত্র দ্বারা—সমগ্ররূপে নহে', এই বাক্যের দ্বারা 'স্বয়ং নারায়ণ তোমার কনিষ্ঠ সহোদর', ইহাও নিরাকৃত হইল।

১৭। তথাপ্যহত্বা তান্ শত্রূন্ কেবলং নস্ত্রপাকৃতা।
মায়াযাচনয়াদায় বলে রাজ্য দদৌ স মে॥

১৮। স্পর্দ্ধাসূয়াদিদোষেণ ব্রহ্মহত্যাদিপাপতঃ।
নিত্যপাতভয়েনাপি কিং সুখং স্বর্গবাসিনাম্॥

মূলানুবাদ

১৭। আমার ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়াও সেইসকল শত্রু বিনাশ না করিয়া কেবল আমাদিগের পক্ষে লজ্জাকর ছলপূর্বক ভিক্ষা দ্বারা বলির নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছেন।

১৮। স্বর্গে স্পর্ধা অসূয়াদি দোষও আছে, বিশেষতঃ ব্রহ্মহত্যাদি পাপ এবং নিত্য পতনের ভয় বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব স্বর্গবাসীগণের কি সুখ?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৭। নোঽস্মাকং দেবজাতীনাং ত্রপাং করোতীতি ত্রপাকৃৎ তয়া কপটযাজ্ঞয়া; —প্রথমং বামনরূপেণ স্বপাদপরিমিত-পদত্রয়ভূমিং ভিক্ষিত্বা পশ্চান্মহা রূপমাবির্ভাব্য ত্রৈলোক্যাক্রমণাৎ। বলেঃ সকাশাদাদায় স্বর্গরাজ্যং মহ্যং সোঽচ্যুতো দদৌ; ইত্থং রাজ্যলাভেঽপ্যধুনা ন সুখং, লজ্জাকরত্বাৎ॥

১৮। 'পূজ্যমানা নরৈর্নিত্যম্' ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধদ্বয়েনোক্তং স্বর্গিগণামুৎকর্ষং নিরাকরোতি—স্পর্দ্ধেতি। স্পর্দ্ধাদিসত্তয়া সাত্ত্বিকত্বম্ অপাস্তম্; বিশ্বরূপ-বৃত্রবধাদিনা দেবেন্দ্রস্য ব্রহ্মহত্যাদিপাপোৎপত্তের্নিষ্পাপত্বমপি নিরস্তম্; সদা স্বর্গাদধঃপাতভরস্য বিদ্যমানতয়া শরীরস্য তেজোময়ত্বমপি নাতীবাদৃতং স্যাৎ, যথোক্তমেকাদশস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ১১।১০।২০)—'কো ন্বর্থঃ সুখয়ত্যেনং কামো বা মৃত্যুরন্তিকে। আঘাতং নীয়মানস্য বধ্যস্যেব ন তুষ্টিদঃ॥' ইতি। এবং প্রয়ো নরৈঃ সাম্যপত্তের্নিত্যপূজ্যত্বমপ্যেবাং ন সিধ্যতীতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭। আমরা দেবতা, আমাদের পক্ষে যাহা লজ্জাকর, তাদৃশ কপট যাজ্ঞা দ্বারা বলিরাজার নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য আদায়-পূর্বক আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। কিরূপে? তিনি ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়াও শত্রু সকলকে বিনাশ না করিয়া কেবল প্রথমে বামনরূপে নিজপাদ-পরিমিত পাদত্রয় ভূমি ভিক্ষা করিলেন, পরে মহাবিভূতিরূপ আবিষ্কার করিয়া ত্রৈলোক্যরাজ্য আক্রমণ করিলেন। এইপ্রকার

ছল প্রকাশে বলিরাজের নিকট হইতে স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিয়া আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। এই প্রকারে রাজ্যলাভ-হেতু অধুনা উহা সুখকর না হইয়া লজ্জাকর হইয়াছে।

১৮। "দেবগণ মানবগণ-কর্ত্তৃক নিত্য পূজিত হইয়া থাকেন।" ইত্যাদি পূর্বশ্লোকোক্ত স্বর্গবাসীর উৎকর্ষ নিরাকরণ জন্য বলিতেছেন—'স্পর্ধা' ইত্যাদি স্বর্গে স্পর্ধা ও অসূয়া প্রভৃতি দোষ সকল বর্তমান। এতদ্দ্বারা স্বর্গের সাত্ত্বিকত্ব অপগত হইল, আর বিশ্বরূপ ও বৃত্রাদিবধদ্বারা ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাদি পাপের উৎপত্তি জন্য নিষ্পাপত্বও নিরস্ত হইল। আবার স্বর্গ হইতে সর্বদা অধঃপতনের ভয়-হেতু স্বর্গবাসীর "তেজোময় শরীরবিশিষ্ট" ইত্যাদি উৎকর্ষও অতীব আদৃত হইতেছে না। একথা একাদশস্কন্ধে উক্ত আছে—"যাহার সমীপে মৃত্যু বর্তমান, সেই ব্যক্তিকে অর্থ বা তজ্জন্য কাম কি তুষ্টি প্রদান করিতে পারে? কখনই নহে। বধ্যস্থানে যাহাকে লওয়া হইতেছে, এমন বধ্যব্যক্তিকে পায়স-পিষ্টকাদি মিষ্টান্ন সেরূপ প্রীতি প্রদান করিতে পারে না।" এইরূপে প্রায়শঃ মনুষ্যের সহিত দেবগণের সাম্য প্রমাণিত হওয়ার দেবগণের নিত্য-পূজ্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, ইহাই গূঢ় অভিপ্রায়।

সারশিক্ষা

১৮। বিশ্বরূপ নারায়ণ কবচস্বরূপ বৈষ্ণবী বিদ্যা ইন্দ্রকে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও সেই বিদ্যা দ্বারা অসুরদিগকে জয় করেন। কোন সময়ে দেবরাজ লক্ষ্য করিলেন যে, দেবগণের মঙ্গলোদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিতে করিতে বিশ্বরূপ মাতৃস্নেহের বশবর্তী হইয়া গোপনে অসুরগণকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতেছেন। দেবতাদিগকে এইপ্রকার প্রবঞ্চনা দর্শনে ইন্দ্র অত্যন্ত কুপিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিশ্বরূপের মস্তক ছেদন করিলেন।

বিশ্বরূপের পিতা ত্বষ্টা নিজপুত্রের নিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রের শত্রু কামনায় যজ্ঞারম্ভ করিলেন এবং সেই যজ্ঞে 'ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব' বলিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। কিন্তু ঐ মন্ত্র উচ্চারণ-দোষে ইন্দ্রের শত্রু উৎপন্ন না হইয়া 'ইন্দ্র যাহার শত্রু' সেই বৃত্রাসুর উৎপন্ন হইল। পরে দধ্যঞ্চ ঋষির অস্থিদ্বারা বজ্র নির্মাণ করাইয়া দেবরাজ বৃত্রাসুরকে নিধন করেন। এইরূপে ব্রহ্মহত্যা-পাপ তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল।

১৯। কিঞ্চ মাং প্রত্যুপেন্দ্রস্য বিদ্ধ্যপেক্ষাং বিশেষতঃ।
সুধর্ম্মাং পারিজাতং চ স্বর্গান্মর্ত্ত্যং নিনায় সঃ॥

মূলানুবাদ

১৯। আর আমার প্রতি শ্রীমান্ উপেন্দ্রের বিশেষ উপেক্ষাই দেখা যায়, যেহেতু তিনি স্বর্গের শ্রেষ্ঠসম্পদ সুধর্মা সভা ও পারিজাত বৃক্ষ স্বর্গ হইতে লইয়া মর্ত্যলোকে স্থাপন করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯। মুনের্বিশিষ্টস্তত্রাপীত্যাদিনোক্তং দেবেভ্যোঽধিকমিন্দ্রে ভগবদনুগ্রহং নিরস্যতি—কিং চেতি। স্বর্গিণাং বিবিধভয়দোষাদিসদ্ভাবাল্লাঘবং পর্য্যবস্যত্যেব, তচ্চ ভগবদুপেক্ষয়ৈব; সা চাধুনা মদ্বচনাত্ত্বয়া জ্ঞাতা; তথাপরাং সাক্ষান্মদ্‌বিষয়কামেব বিশেষতো বিষ্ণোরুপেক্ষাং বিদ্ধি প্রতীহীত্যর্থঃ। তামেবাহ—সুধর্ম্মামিতি সার্দ্ধত্রয়েণ। মর্ত্ত্যং ভূতলং, স উপেন্দ্রঃ; মর্ত্ত্যশব্দেন মরণধর্ম্মশীলপদেন তন্নয়নমযুক্তমিত্যুদ্দিষ্টম্। এবমুপেক্ষাপ্রতিপাদনাৎ পরিহৃতমপি নারদোক্ত-মন্যদ্‌ভগবৎকৃপালক্ষণং নিরস্তমিত্যূহ্যম্, তস্যাপ্যুপেক্ষাকোট্যামেব পর্য্যবসানাৎ। অন্যবিষয়ককৃপাভরদৃষ্ট্যা, তুচ্ছতামাননাদ্বা; ইত্থমগ্রেঽপি সর্ব্বত্র যথাযথং পরিহারঃ কল্পনীয়ঃ; তত্র পূর্ব্ববৎ ক্রমেণোপেক্ষণীয় এব, ভক্তিস্বাভাবিকাতৃপ্তিদুঃখেন বক্তৃণাং তেষামিন্দ্রাদীনামেব তত্র তাৎপর্য্যাভাবাৎ। ইত্থং চ যস্য পরিহারো ন বর্ত্ততে, যশ্চ পরিহার্য্যাদপ্যধিকোঽর্থো ভবেৎ, সোঽপি সোঽপি চ সেঢ়ব্য এব; পূর্ব্বোক্তাদ-তৃপ্তিদুঃখাত্তুচ্ছতামাননাচ্চ, তথা প্রণয়রোষাচ্চেতি দিক্। অতঃ ইতঃপরং গ্রন্থবিস্তারভয়াৎ প্রায়শো বিস্তার্য্য তত্তন্ন লেখ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯। "মুনে, ঐ দেবতাগণের মধ্যে আবার তাঁহাদিগের অধিপতি শ্রীইন্দ্রই শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র।" এই উক্তির নিরসন জন্য বলিতেছেন—'কিঞ্চ' ইত্যাদি। স্বর্গবাসিদিগের বিবিধ ভয় ও দোষাদির বিদ্যমানতা-হেতু লাঘবতা আমাতেই পর্যবসিত হইতেছে। অতএব আমার প্রতি শ্রীমান্ উপেন্দ্রের বিশেষ উপেক্ষাই দেখা যায়, অনুগ্রহ নহে। অধুনা আমার বাক্যে তাহাও জ্ঞাত হইতেছেন। আর মদ্বিষয়ক প্রভুর উপেক্ষাদির কথাও আপনি বিশেষভাবে জানেন। তিনি সুধর্ম-নামক স্বর্গসভা ও পারিজাতবৃক্ষ, এই দুইটি সর্গের উৎকৃষ্ট বস্তুই এখান হইতে মর্ত্যলোকে লইয়া গিয়াছেন; কিন্তু মরণধর্মশীল লোকে স্বর্গের সেই সব

শ্রেষ্ঠ সম্পদ লইয়া যাওয়া অনুচিত। এই প্রকারে শ্রীবামদেবের উপেক্ষা প্রতিপাদন দ্বারা শ্রীইন্দ্র শ্রীনারদোক্ত ভগবৎকৃপালক্ষণ পরিহার-পূর্ব্বক বলিলেন, এইরূপ কোটি কোটি বিষয়ে আমাদের প্রতি শ্রীমান্ উপেন্দ্রের উপেক্ষাই দেখা যাইতেছে। আর যদিও অন্য বিষয়ে তাঁহার কৃপার কিছু লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও অতি তুচ্ছ। এইরূপ অগ্রেও সর্বত্র যথাযথ কৃপার পরিহার কল্পনা করিতে হইবে এবং পূর্ববৎ ক্রমশঃ উপেক্ষাও বুঝিতে হইবে। যদি প্রশ্ন হয়, ভক্তিতে কখনও কাহারও তৃপ্তি হয় না, ইহাই ভক্তির স্বভাব; সুতরাং বক্তা ইন্দ্রও অতৃপ্তিজনিত দুঃখবশতঃ উক্ত প্রকার বলিয়াছেন। সত্য, ভক্তিতে কখনও কাহারও তৃপ্তি হয় না বটে, কিন্তু এস্থলে ভক্তির স্বভাববশতঃ অতৃপ্তি নহে। কারণ শ্রীইন্দ্রের বহুতর দুঃখ বিদ্যমান, তাই তিনি ঐ প্রকার বলিয়াছেন; সুতরাং ভক্তির আধিক্যবশতঃ অতৃপ্তি-তাৎপর্যবোধক নহে। যদিও কোন কোন কৃপার লক্ষণ সুব্যক্ত বলিয়া তাহার পরিহার করা যায় না, তথাপি দেবরাজ শ্রীইন্দ্র সেই সেই কৃপায় অতৃপ্ত বলিয়া তুচ্ছ মনে করিতেছেন, কিংবা প্রণয়রোষ বশতঃ আক্ষেপ সহকারে বলিতেছেন। পরন্তু গ্রন্থ বিস্তারভরে তৎসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া লিখিত হইল না।

সারশিক্ষা

১৯। প্রকৃতপক্ষে শ্রীইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণদর্শনের মুখ্য ফলে বঞ্চিত রহিয়াছেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণদর্শনের মুখ্য ফল প্রেমভক্তি লাভ এবং আনুষঙ্গিক ফল কর্মক্ষয়; কিন্তু দেবরাজের কর্মক্ষয়ের পরিবর্তে ভোগবাসনাই দৃষ্ট হইতেছে। ক্বচিৎ জীবন্মুক্ত পুরুষে অভিনিবেশ প্রারব্ধ কর্মভোগ বর্তমান থাকিলেও শ্রীইন্দ্রের ভোগ সে জাতীয় নহে। তিনি অভিনিবেশ সহকারে স্বর্গীয় বিষয় ভোগের জন্য স্বর্গে গমন করিয়াছেন। কর্মভোগ ক্ষয়ের জন্য কোন প্রার্থনা করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণচরণপ্রাপ্তির জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। ইহাতে তাঁহার বহির্মুখতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কারণ, অন্তর্মুখ ব্যক্তি ভগবৎসেবাভিলাষী, পক্ষান্তরে বহির্মুখ ব্যক্তি বিষয়সুখাভিলাষী। ইহার কারণ এই যে, শ্রীইন্দ্রের ভক্তদ্রোহ ও ভগবদবজ্ঞা অপরাধ বর্তমান ছিল বলিয়া ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও প্রচুরতম বিষয়-সুখের অপ্রাপ্তিতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বহির্মুখতা ঘুচে নাই বুঝিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিষয়সম্বন্ধ যদি বহির্মুখতার লক্ষণ হয়, তবে শ্রীপ্রহ্লাদাদির বিষয়-সম্বন্ধ ছিল কেন? উত্তর—তাঁহার বিষয়সম্বন্ধ নিজ প্রয়োজনের জন্য নহে—শ্রীকৃষ্ণসেবা সম্পাদনের জন্য। এ বিষয় পরে বলা হইয়াছে।

২০। গোপালৈঃ ক্রিয়মাণাং মে ন্যহন্ পূজাং চিরন্তনীম্।
অখণ্ডং খাণ্ডবাখ্যং মে প্রিয়, দাহিতবান্ বনম্॥

২১। ত্রৈলোক্যগ্রাসকৃদ্‌বৃত্রবধার্থং প্রার্থিতঃ পুরা।
ঔদাসীন্যং ভজংস্তত্র প্রেরয়ামাস মাং পরম্॥

মূলানুবাদ

২০। গোপগণ-কর্তৃক ক্রিয়মাণ আমার চিরন্তনী পূজা তিনি নাশ করিয়াছেন। তিনি আমার প্রিয় বিশাল খাণ্ডববন দাহন করাইয়াছেন।

২১। পূর্বে যখন আমি ত্রৈলোক্য গ্রাসকারী বৃত্র বধের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তখন তিনি তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়া আমাকেই বৃত্রবধার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০। গোপালৈঃ শ্রীনন্দাদ্যৈঃ ন্যহন্ নিতরাং নাশিতবান্, তদ্দ্রব্যৈশ্চ শ্রীগোবর্দ্ধনপূজাপ্রবর্ত্তনাৎ। চিরন্তনীং চিরকালীনাং দাহিতবান্ অর্জ্জুনেন; তং চ স্বপুত্রতয়া নির্দিশতি॥

২১। পুরেত্যনেন সুধর্ম্মানয়নাদিকং সংপ্রতীতি ধ্বনিতম্। পরং কেবলং মামেব প্রবর্ত্তয়ামাস; নতু স্বয়ং তত্র কিঞ্চিৎ সাহায্যমকরোদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০। শ্রীনন্দাদি গোপসকল ইন্দ্রযাগ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন এবং সেই সকল পূজোপচার দ্বারা শ্রীগোবর্ধন পূজা প্রবর্তন করিয়াছেন। বিশাল খাণ্ডববন দাহন করাইয়াছেন। অর্জুন তাঁহার পুত্র বলিয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করিলেন না।

২১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২২। উৎসাদ্য মামবজ্ঞায় মদীয়মমরাবতীম্।
সর্ব্বোপরি স্বভবনং রচয়ামাস নূতনম্॥

মূলানুবাদ

২২। তিনি আমাকে অবজ্ঞাপূর্বক মদীয় অমরাবতী শ্রীহীন করিয়া সর্বলোকোপরি নূতন নিজভবন রচনা করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২! অমরাবতীমিন্দ্রপুরীমুৎসাদ্য ভঙ্‌ক্ত্বা সর্ব্বোপরীতি ব্রহ্মলোকোপরি রচিতত্বাৎ। স্বভবনং রমাপ্রিয়ং নাম বৈকুণ্ঠম্; তচ্চ ব্রহ্মাণ্ডান্তর এব বোদ্ধব্যম্। অতএব প্রপঞ্চাতীত-সচ্চিদানন্দঘনবৈকুণ্ঠাপেক্ষয়া নূতনম্, এতচ্চ হরিবংশে পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে—'ইদং ভঙ্‌ক্ত্বা মদীয়ঞ্চ ভগবান্ বিষ্ণুনা কৃতম্। উপর্য্যুপরি লোকানামধিকং ভুবনং মুনে॥' ইতি। সপ্তমতল্মন্বন্তরীণপুরন্দরনামেন্দ্রেণ যদুক্তং, তদনুসারেন যচ্চাষ্টমস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ৮।৫।৪-৫) পঞ্চমমন্বন্তর-কথনে—'পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ। তয়োঃ স্বকলয়া জজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ম্॥ বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোকনমস্কৃতঃ। রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া॥' ইতি। তচ্চ কল্পভেদব্যবস্থয়েতি মন্তব্যম্। যদ্বা, পূর্ব্বং পঞ্চমমন্বন্তরে কল্পনামাত্রম্, ইদানীং ত্বধিকতয়া সম্যঙ্‌নির্ম্মাণমিত্যবিরোধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২। অমরাবতী ইন্দ্রপুরী উৎসাদন করিয়া সর্বলোকোপরি (ব্রহ্মলোকোপরি) রমাপ্রিয়-নামক বৈকুণ্ঠ মধ্যে নূতন নিজভবন নির্মাণ করিয়াছেন। এই বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্তী বলিয়া প্রপঞ্চাতীত সচ্চিদানন্দঘন বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ন্যূন বুঝিতে হইবে। এবিষয় হরিবংশে পারিজাতহরণ প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে। যথা, হে মুনে! আমার এই অমরাবতী উৎসাদন করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সর্বলোকোপরি প্রপঞ্চান্তর্বর্তী বৈকুণ্ঠ মধ্যে নিজভবন রচনা করিয়াছেন। সপ্তমমন্বন্তরের পুরন্দরনামক ইন্দ্র-কর্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে। (পঞ্চমমন্বন্তর কথনে) শুভ্রনামা পিতা হইতে বিকুণ্ঠানাম্নী মাতাতে বৈকুণ্ঠনামা দেবগণের সহিত আবির্ভূত হইয়া ভগবান স্বয়ংও 'বৈকুণ্ঠ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। এই বৈকুণ্ঠ রমাদেবী-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার প্রীতি-সাধনের জন্য লোকনমস্কৃত বৈকুণ্ঠলোক রচনা করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি প্রমাণ কল্পভেদে

ব্যবস্থিত জানিতে হইবে। অথবা পূর্বকল্পীয় পঞ্চম মন্বন্তরে কল্পনামাত্র হইয়াছিল, অধুনা তদপেক্ষা অধিকতর ঐশ্বর্যপ্রকাশ-হেতু সম্যক্ নির্মাণ বলায় বাক্যেরও বিরোধ হইতেছে না।

সারশিক্ষা

২২। মন্বন্তরের মধ্যে দেবরাজ শ্রীইন্দ্রের শত্রু বিনাশ জন্য দেবগণের মধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে (ইন্দ্রসাহায্য কল্পে) আবির্ভাব, তাহাই মন্বন্তর অবতার। এই মন্বন্তর অবতার নিজকার্য অবসানে নিজলোকে গমন করেন। এইজন্য চতুর্দশ মন্বন্তরে চতুর্দশ অবতার নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

২৩। আরাধনবলাৎ পিত্রোরাগ্রহাচ্চ পুরোধসঃ।
পূজাং স্বীকৃত্য নঃ সদ্যো যাত্যদৃশ্যং নিজং পদম্॥

মূলানুবাদ

২৩। তিনি আমার পিতা-মাতার তপস্যাবলে এবং পুরোহিত শ্রীবৃহস্পতির আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া মৎকৃত পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য নিজভবনে গমন করেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩। ননু সমুদ্রকোটিগম্ভরাশয়ো দুর্বিতর্ক্যলীলোঽসৌ পরদুঃখকাতরোঽনু-কম্পয়ৈব সর্ব্বং করোতীতি মন্যতামিতি চেৎ সত্যং, কিন্তু যদি প্রসন্নো ভূত্বা নিত্যমসৌ স্বয়ং সাক্ষাৎ সন্তুয়াস্মৎ-পূজাং স্বীকুর্য্যাৎ, তদা তত্তৎ সর্ব্বমপি বয়ং সোঢ়ুং শক্নুমঃ; তদ্দূরেঽস্তু দর্শনমপি তস্য ন নিত্যং প্রাপ্নুম ইত্যাশয়েনাহ—আরানেতি সপ্তভিঃ। পিত্রোরিতি অস্মদীয়পিতৃভ্যাং পূর্ব্বজন্মন্যধুনাপি যৎ কৃতং ক্রিয়মাণঞ্চ তস্যারাধনং তস্যৈব প্রভাবেণেত্যর্থঃ। পুরোধসোঃ বৃহস্পতেঃ; অতো নাস্মদ্‌বিষয়ক-কারুণ্যাদিতি ভাবঃ। অনেন 'সাক্ষাৎ স্বী-কুরুতে পূজাম্' ইতি যদুক্তং, তৎ পরিহৃতং; নোঽস্মাকম্ অস্মৎকৃতামিত্যর্থঃ। অদৃশ্যম্ অস্মাভিদ্রষ্টুমশক্যং পদং; যদ্বা, অদৃশ্যম্ যথাস্যাত্তথা যাতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩। যদি বলেন, সমুদ্র-কোটি-গভীরাশয় ও দুর্বিতর্ক্য লীলাময় ভগবান পরদুঃখে কাতর হইয়াই সমস্ত কার্য করেন, তুমি ইহাই মনে কর এবং ইহা সত্যও বটে; কিন্তু যদি তিনি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং নিত্য সাক্ষাৎভাবে আমার পূজা স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে আমি সকল দুঃখ সহ্য করিতে সক্ষম হইতাম। পরন্তু সেইরূপ সৌভাগ্যলাভ দূরে থাকুক, তাঁহার দর্শনও সর্বদা পাই না—ইত্যাদি আশয়ে বলিতেছেন, 'আরাধনা বলাৎ।' আমাদের পিতা ও মাতার পূর্বজন্ম ও বর্তমান জন্মের ক্রিয়মাণ আরাধনা-প্রভাবে এবং পুরোহিত বৃহস্পতির আগ্রহবশতঃ তিনি আমাদের পূজা স্বীকার করেন, কিন্তু মদ্বিষয়ক কারুণ্যভাব হইতে নহে। এতদ্দ্বারা 'সাক্ষাৎ ইন্দ্র-দত্ত পূজা গ্রহণ করিতেছেন' এই উক্তি পরিহৃত হইল। আবার মৎকৃত পূজা গ্রহণের পরই তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য নিজধামে গমন করেন, সুতরাং সর্বদা তাঁহার দর্শনেও আমরা অশক্ত অথবা আমাদের অদৃশ্যভাবেই নিজপদে গমন করেন।

২৪। পুনঃ সত্বরমাগত্য স্বার্ঘ্যস্বীকরণাদ্বয়ং।
অনুগ্রাহ্যাস্ত্বয়েত্যুক্তোঽস্মানাদিশতি বঞ্চয়ন্॥

২৫। যাবন্নাহং সমায়ামি তাবদ্ব্রহ্মা শিবোঽথবা।
ভবদ্ভিঃ পূজনীয়োঽত্র মত্তো ভিন্নৌ ন তৌ যতঃ॥

২৬। একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা বিষ্ণুরুদ্রপিতামহাঃ।
ইত্যাদি শাস্ত্রবচনং ভবদ্ভির্বিস্মৃতং কিমু॥

মূলানুবাদ

২৪—২৬। আবার সত্বর আগমন করিয়া মৎপ্রদত্ত অর্ঘ্যাদি পূজা স্বীকার করেন; কিন্তু যখন আমরা প্রার্থনা করি যে, "হে প্রভো! আমরা আপনার অনুগ্রহপাত্র" তখন তিনি আমাদিগকে বঞ্চনার অভিপ্রায়ে বলিয়া থাকেন, "আমি যাবৎ আগমন না করি, তাবৎ তোমরা ব্রহ্মা অথবা শিবের পূজা করিবে। যেহেতু, তাঁহারা আমা হইতে ভিন্ন নহেন। বিষ্ণু, রুদ্র ও পিতামহ এই তিন দেবতা একই মূর্ত্তি" ইত্যাদি শাস্ত্র বচন কি তোমরা বিস্মৃত হইয়াছ?

দিগ্দর্শিনী টীকা

২৪—২৬। বঞ্চয়ন্নিত্যস্যায়মভিপ্রায়ঃ; অনন্যগতিকেভ্যোঽস্মভ্যং শ্রীবিষ্ণুপাদ-পদ্মদ্বয়ং বিনা নান্যদুপাস্যং রোচতে ইতি স্বয়মসৌ জানাত্যেব; তথাপি 'একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবাঃ' ইতি শাস্ত্রবচননিদর্শনেন যদন্যপূজায়ামস্মান্ প্রবর্ত্তয়তি সা তস্য কেবলং বঞ্চনৈবেতি। অতএব ভগবদ্বচনাদরেণ কদাচিৎ স্বর্গে শ্রীরুদ্রপূজোৎসবোঽপি পারিজাতহরণাদিপ্রসঙ্গে শ্রূয়তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪—২৬। আমাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই আদেশ করিয়া থাকেন যে, "আমি যাবৎ আগমন না করি, তাবৎ তোমরা ব্রহ্মা অথবা শিবের পূজা করিবে। যেহেতু, উহাঁরা আমা হইতে ভিন্ন নহেন।" কিন্তু আমরা অনন্যগতি অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্মদ্বয় ব্যতীত আমাদের অন্য উপাস্যে রুচি নাই। তথাপি "বিষ্ণু, রুদ্র ও ব্রহ্মা এই তিন দেবতা একই মূর্তি" ইত্যাদি শাস্ত্রবচন নির্দেশ-পূর্বক আমাদিগকে রুদ্র ও ব্রহ্মার পূজায় প্রবর্তিত করেন। ইহা কেবল আমাদিগকে বঞ্চনা করা মাত্র। অতএব ভগবদ-বচনে আদর-হেতু কখন কখন স্বর্গে শ্রীরুদ্রপূজোৎসবও হইয়া থাকে। পারিজাতহরণপ্রসঙ্গে স্বর্গে যে শ্রীরুদ্রপূজোৎসবের কথা শুনা যায়, তাহাও এইপ্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল জানিতে হইবে।

২৭। বাসোঽস্যানিয়তোঽস্মাভিরগম্যো মুনিদুর্লভঃ।
বৈকুণ্ঠে ধ্রুবলোকে চ ক্ষীরাব্ধৌ চ কদাচন॥

মূলানুবাদ

২৭। অতএব তাঁহার বাসেরও স্থিরতা নাই এবং তাঁহার মুনিজন-দুর্লভ বাসস্থান আমাদেরও অগম্য। তিনি কখনও বৈকুণ্ঠে, কখনও ধ্রুবলোকে, কখনও বা ক্ষীরসাগরের মধ্যে শ্বেতদ্বীপে বাস করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৭। এবং চেত্তস্য পার্শ্ব এব ভবদ্ভির্গম্যতাং তত্রাহ—বাস ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। যতো মুনিভিরাত্মারামৈরপি দুর্লভঃ অনিয়তত্বমেবাহ—বৈকুণ্ঠে প্রপঞ্চাতীতে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তিরমাপ্রিয়সংজ্ঞকে বা ধ্রুবলোকে বিষ্ণুপদেতিখ্যাতে; ক্ষীরাব্ধৌ শ্বেতদ্বীপে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭। ভাল, তাহা হইলে তোমাদের কর্তব্য শ্রীভগবানের পার্শ্বে গমন করা। তাহাতেই 'বাসো' ইত্যাদি সার্ধ দুই শ্লোকে বলিতেছেন—উহার বাসেরও স্থিরতা নাই, এমনকি আত্মারাম মুনিসকলেরও দুর্লভ, কাজেই আমাদের অগম্য। তিনি কখনও প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠধামে কখনও বা প্রপঞ্চান্তর্বর্তী রমাপ্রিয়-নামক বৈকুণ্ঠলোকে, কখনও বা ধ্রুবলোকে, (বিষ্ণুপদাখ্যস্থানে) কখনও বা ক্ষীরাব্ধি মধ্যে শ্বেতদ্বীপে বাস করিয়া থাকেন।

সারশিক্ষা

২৭। পৃথিবীতে যে সকল ভগবৎপুরী বর্তমান আছেন, শ্রীবৈকুণ্ঠেও অবিকল সে সকল পুরী অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহাদের সাধারণ নাম পরব্যোম। আবার ভগবৎস্বরূপ যেরূপ স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বৈচিত্রীর তারতম্যানুসারে পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগের ধামও তত্তৎস্বরূপের অনুরূপ অর্থাৎ পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম সন্ধিনীর বিলাসভূত।

২৮। সম্প্রতি দ্বারকায়াঞ্চ তত্রাপি নিয়মোঽস্তি ন।
কদাচিৎ পাণ্ডবাগারে মথুরায়াং কদাচন॥

২৯। পুর্য্যাং কদাচিত্তত্রাপি গোকুলে চ বনাদ্‌বনে।
ইত্থং তস্যাবলোকোঽপি দুর্লভো নঃ কুতঃ কৃপা॥

মূলানুবাদ

২৮-২৯। সম্প্রতি শ্রীভগবান দ্বারকায় বাস করিতেছেন, কিন্তু সেখানেও বাসের নিয়ম নাই। কদাচিৎ পাণ্ডবগৃহে, কখনও বা মথুরাতে বাস করেন। মথুরায় বাসকালেও আবার কখনও মধুপুরে, কখনও বা গোকুলে বাস করিয়া থাকেন। গোকুলে বাস-কালেও এক বন হইতে অন্য বনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে তাঁহার দর্শনই দুর্লভ। অতএব আমাদিগের প্রতি তাঁহার কৃপা কোথায়?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮-২৯। নন্বিদানীং পরমপ্রকটতয়া পৃথিব্যামবতীর্ণত্বাৎ সুলভ এব ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সংপ্রতীতি। তত্র পৃথিব্যামপি বাসনিয়মো নাস্তি; যতঃ কদাচিদ্‌দ্বারকায়াং, কদাচিৎ পাণ্ডবানাং গৃহে তেষাং দর্শনাদ্যর্থমিন্দ্রপ্রস্থাদাবিত্যর্থঃ। ততঃ পূর্ব্বং চ মথুরায়াং তত্র তস্যামপি মথুরায়াং পুর্য্যাং তত্রত্যপুরে, তৎপূর্ব্বমপি গোকুলে, তত্র চ বৃহৎ বনাদেঃ সকাশাদ্‌বৃন্দাবনাদৌ কদাচিৎ কস্মিংশ্চিদ্ বন ইত্যর্থঃ। যদ্বা, তত্র দ্বারকায়াং বাসেঽপি নিয়মো নাস্তি, যতঃ কদাচিৎ পাণ্ডবাগারে কদাচিন্মথুরায়াম্। তদুক্তং প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ১।১১।৯) আনর্ত্তদেশীয়ৈঃ—'যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্, কুরূন্ মধুন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।' ইতি মথুরায়ামপি কদাচিন্মধুপুর্য্যাং কদাচিদ্‌গোকুলে চ তত্রাপি চ বদাদ্‌বন ইত্যেবং দৃশ্যে সত্যপি অনিয়তত্বাৎ পরমরহস্যত্বাচ্চাস্মাভিরগম্যমেবেতি ভাবঃ। ইত্থমুক্তপ্রকারেণ তদ্দর্শনমপ্যস্মাভির্যথাসুখং ন প্রাপ্যতে, কুতোঽস্মান্ প্রতি তৎকৃপা স্যাদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮-২৯। আচ্ছা, ইদানীং তিনি পরমপ্রকটরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার দর্শন সুলভ হইয়াছে। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'সম্প্রতি' ইত্যাদি। পৃথিবীতেও তাঁহার বাসের নিয়ম নাই। যেহেতু, তিনি কখনও দ্বারকায়

বাস করেন, কখনও বা পাণ্ডবগৃহে বাস করেন। আচ্ছা, তাহা হইলে তাঁহার দর্শন নিমিত্ত ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করাই কর্তব্য? হে দেবর্ষে! সেখানেও তাঁহার বাসের স্থিরতা নাই। তৎপূর্বে মথুরায় বাস করেন, মথুরামণ্ডলে বাসকালেও আবার কখনও মধুপুরে, কখনও গোকুলে বাস করেন। গোকুলেও বাসের স্থিরতা নাই, বন হইতে বনান্তরে অর্থাৎ কখনও বৃহদ্বন হইতে বৃন্দাবনে, আবার বৃন্দাবন হইতে অন্য বনে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এইজন্য পূর্বেই বলিয়াছি, তাঁহার দ্বারকাবাসেরও স্থিরতা নাই। কখনও পাণ্ডবগৃহে, কখনও বা মধুপুরে। এবিষয়ে প্রথমস্কন্ধে উক্ত আছে—(আনর্তদেশ-বাসিগণের উক্তি) 'হে কমললোচন! তুমি সুহৃৎগণের সাক্ষাৎ জন্য হস্তিনাপুরে বা মথুরায় গমন করিলে।' ইত্যাদি। আর বৃন্দাবনের বনে বনে যে তাঁহার ভ্রমণ, তাহা পরম-রহস্যময় বলিয়া আমাদের অগম্য। এই প্রকারে তাঁহার দর্শনও আমাদের পক্ষে পরম দুর্লভ বলিয়া সুখজনক হয় না। অতএব আমাদের প্রতি তাঁহার কৃপা কোথায়?

৩০। পরমেষ্ঠিসুতশ্রেষ্ঠ কিন্তু স্বপিতরং হরেঃ।
অনুগ্রহপদং বিদ্ধি লক্ষ্মীকান্তসুতো হি সঃ॥

মূলানুবাদ

৩০। হে পরমেষ্ঠিপুত্রশ্রেষ্ঠ দেবর্ষে! বরং আপনার পিতাকেই শ্রীহরির কৃপাপাত্র বলিয়া জানিবেন। কারণ, তিনি শ্রীলক্ষ্মীকান্তের পুত্র।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩০। হে পরমেষ্ঠিনঃ সুতেষু শ্রেষ্ঠ! শ্রীনারদ! যদ্যপি জ্যৈষ্ঠ্যেন সনকাদীনামেব শ্রৈষ্ঠ্যমুচিতং, তথাপি ভগবদ্ভক্তিবিশেষণাস্য। তদুক্তম্। হি যস্মাদ্; স তৎপিতা, লক্ষ্মীকান্তস্য তস্যৈব সুতঃ; যদ্যপি ভগবন্নাভিপদ্মাদেব ব্রহ্মা জাতঃ, ন তু লক্ষ্মীগর্ভতঃ, তথাপি তস্য পুত্রত্বেন তস্যা অপি পুত্র এব এতচ্চ ব্রহ্মণো নিঃশেষ-সম্পৎসত্তাবোধনার্থম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০। হে পরমেষ্ঠিতনয়শ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ! (যদ্যপি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র বলিয়া শ্রীসনকাদিরই শ্রেষ্ঠত্ব অভিপ্রেত হইতেছে, তথাপি তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীনারদ ভগবদ্ভক্তি বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হওয়ায় শ্রীনারদকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।) আপনার পিতা শ্রীলক্ষ্মীকান্তের পুত্র। যদ্যপি ভগবান শ্রীনারায়ণের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, লক্ষ্মীরও পুত্র। অতএব হে দেবর্ষে! আপনার পিতা শ্রীব্রহ্মাকেই শ্রীহরির কৃপাপাত্র বলিয়া জানিবেন। আর 'লক্ষ্মীকান্তসুত'-পদটিও লক্ষ্মী-সম্বন্ধে ব্রহ্মার সমস্ত সম্পদসত্তা বোধনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে।

৩১। যস্যৈকস্মিন্ দিনে শক্রা মাদৃশাঃ স্যুশ্চতুর্দশ।
মন্বাদিযুক্তা যস্যাশ্চচতুর্যগসহস্রকম্॥

৩২। নিশা চ তাবতীত্থং যাহোরাত্রাণাং শতত্রয়ী।
ষষ্ঠ্যুত্তরা ভবেদ্বর্ষং যস্যায়ুস্তচ্ছতং শ্রুতম্॥

মূলানুবাদ

৩১-৩২। তাঁহার একদিনে মাদৃশ চতুর্দশ ইন্দ্র, চতুর্দশ মনু ও তৎ পুত্রাদি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন। এইপ্রকার তাঁহার একদিনের পরিমাণ চারি সহস্র দৈব যুগ, নিশাও সেই পরিমিত। ঐরূপ অহোরাত্র তিনশত ষষ্ঠি সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহার এক বৎসর পূর্ণ হয়। তাদৃশ একশত বৎসর তাঁহার আয়ুর পরিমাণ।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩১-৩২। আদিশব্দেন দেবা ঋষয়ো মনুপত্রা হরেরেকোঽবতারশ্চ। যথোক্তং দ্বাদশস্কন্ধে (শ্রীভাঃ ১২।৭।১৫)—'মন্বন্তরং মনুর্দ্দেবা মনুপুত্রাঃ সুরেশ্বরাঃ। ঋষয়োঽংশাবতারশ্চ হরেঃ ষড়্বিধমুচ্যতে॥' ইতি। তাবতী চতুর্যুগসহস্রপ্রমাণা; ইত্থং চতুর্যুগসহস্রদ্বয়েন যস্যাহোরাত্রমেকং, তাদৃশানামাহোরাত্রাণাং ষষ্ঠ্যুত্তরশতত্রয়েণ বর্ষম্; তাদৃগ্বর্ষশতং যস্য ব্রহ্মণ আয়ুঃ স্থিতিকালঃ শ্রুতমস্মাভির্ন তু সিশ্চয়েন জ্ঞায়তে; স্বল্পায়ুষাং নঃ সম্যগ্জ্ঞানাভাবাদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১-৩২। 'মন্বাদি'-শব্দের আদি-পদে দেবতা, ঋষি ও মনুপুত্র-সকলকেও শ্রীহরির এক অবতার বলিয়া জানিতে হইবে। এ বিষয় দ্বাদশস্কন্ধে উক্ত আছে—মনু, দেবতা-সকল, মনুর পুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণও শ্রীহরির অংশাবতার। যাহাতে নিজ নিজ অধিকার বর্তমান থাকে, তাহাই মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ এইরূপে তাঁহারা শ্রীহরির ষড়বিধ অবতাররূপে উক্ত হইয়া থাকেন; আর শ্রীব্রহ্মার একটিমাত্র দিবসের পরিমাণ চারি সহস্র দৈবযুগ, তাঁহার রাত্রিকালও সেই পরিমিত চারি সহস্র দৈবযুগ। ঐরূপ দিবা-রাত্র তিন শত ষাট সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহার একটি বৎসর পূর্ণ হয়, তাদৃশ একশত বৎসর তাঁহার আয়ুর পরিমাণ অর্থাৎ তাঁহার স্থিতিকাল। এই সকল কথা আমি শ্রীবৃহস্পতির মুখে শুনিয়াছি; কিন্তু নিশ্চয়রূপে জানি না। কারণ, আমি অত অল্প আয়ুবিশিষ্ট, কিরূপে তাঁহার আয়ুর পরিমাণ অবগত হইব?

৩৩। লোকানাং লোকপালানামপি স্রষ্টাধিকারদঃ।
পালকঃ কর্মকলদো রাত্রৌ সংহারকশ্চ সঃ॥
৩৪। সহস্রশীর্ষা যল্লোকে স মহাপুরুষঃ স্ফুটম্।
ভুঞ্জানো যজ্ঞভাগৌঘং বসত্যানন্দদঃ সদা॥

মূলানুবাদ

৩৩-৩৪। তিনি লোকসকলের ও লোকপালগণের সৃষ্টিকর্তা, অধিকারদাতা, পালনকর্তা, কর্মফলদাতা এবং রাত্রাগমে সংহারকর্তাও তিনিই। তাঁহার লোকে সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষ মূর্তিমান হইয়া সদা বিরাজমান রহিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ যজ্ঞভাগ গ্রহণ ও ভোজন করিয়া তল্লোকবাসিদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৩-৩৪। অধিকারাঃ প্রাজাপত্যেন্দ্রাদয়স্তান্ দদাতীতি তথা সঃ; পালকো যজ্ঞাদিপ্রবর্ত্তনেন স্বস্বমর্য্যাদাস্থাপনাদিনা চ কর্ম্মণাং পুণ্যপাপানাং ফলং সুখদুঃখং দদাতীতি তথা সঃ, ব্রহ্মণৈব তথা তত্তদ্‌বিহিতত্বাৎ। এবং পদত্রয়েণ স্থিতিকর্ত্তৃত্বমুক্তং; স্বরাত্রৌ সত্যাম্। যথোক্তং হিরণ্যকশিপুনা সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।৩।২৭) 'আত্মনা ত্রিবৃতা চেদং সৃজত্যবতী লুম্পতি। রজঃসত্ত্বতমোধাম্নে পরায় মহতে নমঃ॥' ইতি। যস্য লোকে ভুবনে; সোঽনির্ব্বচনীয়মপি মহত্ত্বেন প্রসিদ্ধো মহাপুরুষাখ্যো ভগবান্ সহস্রশীর্ষাঃ স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্যাত্তথা সদা বসতি। এষ চ শ্রীমহাপুরুষঃ শ্রীভাগবতে (শ্রীভা ২।৬।৪২) 'আদ্যোঽবতারঃ' ইত্যুক্তোঽস্তি। তথা চ প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।৩।১৫) 'জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ। নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥ যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ। তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্॥ পশ্যন্ত্যদো রূপমদভ্রচক্ষুষা, সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতম্। সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং, সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥ এতন্নানাবতরাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্। যস্যাশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্ নরাদয়ঃ॥' ইতি। এষামর্থঃ; —মহদাদিভির্মহত্তত্ত্বাহঙ্কার-পঞ্চতন্মাত্রৈঃ সম্ভূতং মিলিতম্; একাদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চমহাভূতানীতি ষোড়শ কলা অংশা যস্মিন্; এবং জগৎকারণানামপি মহদাদীনাং তদেকাশ্রয়ত্বমুক্তম্, পুরুষস্য মহদাদিজগদ্‌যোনিপ্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বাৎ। যস্য রূপস্যাম্ভসি একার্ণবে শয়ানস্য সতঃ; যস্য নাভিহ্রদাম্বুজস্যাবয়বসংস্থানৈঃ পত্রাদি সন্নিবেশৈঃ;

‘তদ্‌বিলোক্য বিয়দ্‌ব্যাপি পুষ্করং যদধিষ্ঠিতম্‌। অনেন লোকান্‌ প্রাগ্‌লীনান্‌ কল্পিতাস্মীত্যচিন্তয়ৎ॥ পদ্মকোষং তদাবিশ্য ভগবচ্ছক্তিচোদিতঃ। একং ব্যভাঙ্‌ক্ষীদুরুধা ত্রিধা ভাব্যং দ্বিসপ্তধা॥’ ইতি তৃতীয়স্কন্ধোক্তেঃ (শ্রীভা ৩।১০।৭-৮)—‘বিশুদ্ধং মায়াশ্রয়ত্বেঽপি তৎসঙ্গদোষহীনং সত্ত্বং সত্তয়া সর্ব্বত্র স্থিতং ব্রহ্ম তদ্‌ঘনমিত্যর্থঃ। অস্য চাবতারত্বেঽপি নানাবতারনিধানতোক্তিঃ, প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃত্বাদিনা মহিমাতিশয়েন বৈকুণ্ঠেশ্বরেণ শ্রীনারায়ণেন সহাভেদাভিপ্রায়াৎ। যদ্বা অস্য নাভিকমলাজ্জাতস্য ব্রহ্মণঃ সৃষ্টাবেব প্রায়ঃ সর্ব্বেষামবতারাণাং প্রাদুর্ভাবাদিতি দিক্‌।’ অতএব দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ২।৬।৪২)—‘আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য’ ইত্যত্র শ্রীধরস্বামিপাদৈ-র্ব্যাখ্যাতমিদম্‌—‘পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ; যস্য সহস্রশীর্ষেত্যাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোঽবতারঃ।’ বক্ষ্যতি হি একাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।৪।৩-৪)—‘ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ, পুরঃ বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্‌। স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধান নারায়ণ আদিদেবঃ॥ যৎকায় এব ভুবনত্রয়সন্নিবেশো, যস্যেন্দ্রিয়ৈস্তনুভৃতামুভয়েন্দ্রিয়াণি। জ্ঞানং স্বতঃ শ্বসনতো বলমোজঈহা, সত্ত্বাদিভিঃ স্থিতিলয়োদ্ভব আদিকর্ত্তা॥” ইতি। অনয়োরর্থঃ—বিরাজং ব্রহ্মাণ্ডপুরং বিরচয্য নির্ম্মায় তস্মিন্‌ লীলয়া প্রবিষ্টঃ, ন তু ভোক্তৃত্বেন, প্রভূতপুণ্যস্য জীবস্য তত্র ভোক্তৃত্বাৎ; এবং তস্য পুরুষনামনির্ব্বচনং কৃত্বা শ্রীমূর্ত্তিং বর্ণয়তি;—যস্য কায়ে, সপ্তমী আধারে; যশ্চ সত্ত্বাদীভির্বিশ্বস্য স্থিতৌ লয়োদ্ভবে আদিকর্ত্তেতি তস্য চরিতঞ্চ সূচিতমিতি। অস্য চ ব্রহ্মলোকনিবাসে তৃতীয়স্কন্ধাদ্যনুসারেণাখ্যায়িকেয়ং শ্রূয়তে। অয়ং সহস্রশীর্ষাক্ষিপাদাদ্যবয়ববান্‌, জগদাশ্রয়-পরমস্থূলতরবিগ্রহো মহাপুরুষাখ্যো ভগবান্‌ ব্রহ্মণাদৌ ধ্যানেন স্বহৃদি দৃষ্টঃ। অথ স্তুতেন তেন সৃষ্টৌ নিযুক্তো ব্রহ্মা বরং যযাচে—‘ভগবন্‌ ঈদৃগ্‌রূপো ভবান্‌ সাক্ষাদ্‌ভূয় মম লোকে বসতু’ ইত্যতস্তথৈবায়ং স্থিত ইতি। প্রকৃতং ব্যাখ্যামঃ। যজ্ঞভাগানামোঘং সমূহম্‌ প্রবাহন্যায়েন সততং তত্র যজ্ঞগণপ্রবৃত্তেঃ। অতএব সর্ব্বেষাং তত্রত্যানামানন্দদঃ সন্‌। যদ্যপি কদাচিন্মথুরায়াং সম্পূর্ণতয়া ভগবতোঽবতরণাৎ তদানীমস্য ব্রহ্মলোকে বাসো ন স্যাৎ, তথাপি ব্রহ্মকালস্য মহত্ত্বাতিশয়াপেক্ষয়াতদবতরণকাল-স্যাত্যন্তস্বল্পতরত্বেন সদেত্যুক্তির্ঘটিত এব; এবমগ্রেঽপি নিত্য মিতি চ। যদি বাত্র সদেত্যস্য যথানির্দ্দেশমানন্দমিত্যনেনৈব সম্বন্ধঃ, তথাপি স এবার্থঃ পর্য্যবস্যতি; তদানীমানন্দদানস্যাপ্যভাবাদিতি দিক্‌॥’

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩-৩৪। শ্রীব্রহ্মা দেবতাসকলকে প্রজাপতিত্ব ও ইন্দ্রত্বাদি পদের অধিকার প্রদান করেন, তিনি লোকসকলের পালনকর্তা; অর্থাৎ যজ্ঞাদি-প্রবর্তন ও স্বস্বমর্যাদা

স্থাপনাদি দ্বারা সকলকে পালন করেন। তথা লোকসকলের কর্মফল-প্রদাতা, অর্থাৎ পুণ্যকর্মের ফল সুখ এবং পাপকর্মের ফল দুঃখ প্রদান করিয়া থাকেন। আবার উহাদের সংহারকর্তাও তিনিই। এইরূপে উক্ত পদত্রয় দ্বারা তাঁহার স্থিতি-কর্তৃত্ব সূচিত হইল। ব্রহ্মার রাত্রিতেই সৃষ্টির সংহার হয়। সপ্তমস্কন্ধে হিরণ্যকশিপুর উক্তি—"যিনি স্বীয় প্রভাবে এই জগৎকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিগুণাত্মক সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন, সেই রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের আশ্রয়স্বরূপ অপরিমেয় পরমেশ্বরকে প্রণাম করি।" সেই ব্রহ্মালোকে অনির্বচনীয় মহিমাময় সুপ্রসিদ্ধ সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষ ভগবান সুব্যক্তরূপে নিরন্তর বাস করেন। যথা, (শ্রীভাঃ) শ্রীভগবান লোকসৃষ্টির মানসে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব, পরে অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা বিনির্মিত ষোড়শ-অংশবিশিষ্ট, (পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়) বিরাটরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই পুরুষ পদ্মনামক কল্পে যোগনিদ্রা অবলম্বন করিয়া শয়ন করিলে, তাঁহার নাভিহ্রদ হইতে এক পদ্ম উদ্ভূত হয়, এবং সেই পদ্মগর্ভে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি শ্রীব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। তাঁহারই অবয়ব-সংস্থান দ্বারা এই ভূর্লোকাদি জগৎ প্রপঞ্চের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু তিনি বিশুদ্ধসত্ত্ব, অর্থাৎ রজস্তম দ্বারা অস্পৃষ্ট যে নিরতিশয় সত্ত্ব, তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। সূরীগণ সমাধিতে চিন্ময় চক্ষুদ্বারা সেই স্বরূপ দর্শনপূর্বক বলিয়া থাকেন যে, সেই পুরুষরূপ ভগবানের অসংখ্য হস্ত, অসংখ্য পদ, অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য কর্ণ ও নাসিকা এবং তিনি অসংখ্য মৌলি হইয়াও পট্টবাস ও কুণ্ডলাদি অলঙ্কারে বিভূষিত এবং ঐ মহাপুরুষই যাবতীয় অবতারের অক্ষয় বীজস্বরূপ হইয়াও অব্যয়—কদাপি ইহার ক্ষয় বা ধ্বংস নাই। ইনি সকল অবতারের নিধান এবং ইহারই অংশদ্বারা দেবতা, পক্ষী ও মনুষ্য প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, এই মহাপুরুষই জগদ্‌যোনি ও প্রকৃতির অধিষ্ঠাতারূপে উক্ত হইয়া থাকেন এবং এই মহাপুরুষরূপেই তিনি একার্ণবে শয়ান রহিয়াছেন। আর ইঁহার স্বরূপও বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। অর্থাৎ ইনি মায়ার আশ্রয় হইলেও মায়াসঙ্গহীন বিভু ও ব্রহ্মঘনস্বরূপ। ইনি বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণের সহিত অভিন্ন বলিয়া তাঁহাকে নানাবতারের নিধান ও প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলা হইয়া থাকে। তৃতীয়স্কন্ধেও এইরূপ উক্ত আছে—'লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহার আসনস্বরূপ পদ্মকে আকাশব্যাপী দেখিয়া এই চিন্তা করিলেন যে, পূর্বকালীন লোকত্রয়কে এই পদ্মদ্বারাই পুনর্বার সৃষ্টি করিব।' অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ পদ্মকোষে প্রবেশ করিলে সেই এক পদ্মই তিনপ্রকারে বিভক্ত হইল। অথবা ঐ পদ্ম অতিশয় বিশাল বলিয়া চতুর্দশ-লোকস্বরূপ হইল। অথবা ঐ মহাপুরুষের নাভিকমলজাত সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড

মধ্যেই সর্বাবতারের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। যথা, দ্বিতীয়স্কন্ধে—"সেই আদিপুরুষ কল্পে কল্পে আপনিই আপন দ্বারা আপনাকে আপনাতে সৃজন ও পালন করিতেছেন।" ইহার টীকায় শ্রীল স্বামিপাদ বলিয়াছেন—পুরুষ অর্থে প্রকৃতি-প্রবর্তক, অর্থাৎ যিনি সহস্রশীর্ষা লীলাবিগ্রহরূপে কথিত, তিনিই আদ্য পুরুষাবতার। একাদশস্কন্ধেও উক্ত আছে—"আত্মসৃষ্ট পঞ্চভূতদ্বারা ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণ করিয়া যখন নিজ অংশদ্বারা তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন, আদিদেব শ্রীনারায়ণ তখন 'পুরুষ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন।" অতএব এই ত্রিভুবন-সংস্থানই তাঁহার শরীর, তাঁহার ইন্দ্রিয়চয় হইতে দেহধারীদিগের উভয়বিধ ইন্দ্রিয়সকল, তাঁহার নিজস্বরূপভূত জ্ঞান হইতে জ্ঞান এবং তাঁহার প্রাণ হইতে দেহশক্তি-ইন্দ্রিয়শক্তি-ক্রিয়াশক্তি সঞ্জাত হইয়াছে। অতএব তিনি সত্ত্বাদি দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্যের আদি কর্তা। তাৎপর্য এই যে, আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণ স্বসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডপুরে লীলাবশতঃ প্রবেশ করিয়া 'পুরুষ' সংজ্ঞা লাভ করেন; কিন্তু জীবের ন্যায় ভোক্তারূপে পুরে বাস করেন না। যদিও তাঁহার শরীরে ত্রিভুবন সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। অর্থাৎ তিনি বিরাট পুরুষরূপে সহস্রশীর্ষাদি অবয়ব বিশিষ্ট এবং সমস্ত জগতের আশ্রয়স্বরূপ পরম স্থূলতর বিগ্রহ; তথাপি সেই মহাপুরুষাখ্য ভগবানকে শ্রীব্রহ্মা সমাধি দ্বারা নিজহৃদয়ে দর্শন করেন যে, তিনি সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্তিবিশিষ্ট। শ্রীব্রহ্মা আবার তাঁহাকে প্রার্থনা করেন যে, আপনি সদা অনুভূতরূপে আমার লোকে বাস করুন।" এইপ্রকারে শ্রীব্রহ্মা স্তব-স্তুতি করিয়াছিলেন এবং তাঁহা-কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই সৃষ্ট্যাদি কার্য নির্বাহ করেন। এই মহাপুরুষই সহস্রশীর্ষারূপে ব্রহ্মালোকে বাস করেন এবং যজ্ঞভাগসমূহ সাক্ষাৎ গ্রহণ করিয়া ভোজন করেন। এইজন্য ব্রহ্মালোকে প্রবাহের ন্যায় নিরন্তর যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠিত হইতেছেন এবং সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষও সদা সকলের আনন্দপ্রদরূপে তথায় বিরাজমান রহিয়াছেন। যদ্যপি কোন সময়ে স্বয়ং ভগবান মথুরায় অবতরণ করেন, সেই সময় অবতারসকলও তাঁহাতে মিলিত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মালোকবর্তী মহাপুরুষও তৎকালে তথায় থাকিতে পারেন না, তিনিও অবতারীর সহিত সম্মীলিত হয়েন। তথাপি ব্রহ্মালোকের কাল যেরূপ দীর্ঘতর, সেই কালের তুলনায় প্রপঞ্চে তাঁহার অবতার-স্থিতিকাল অতি অল্পতর বলিয়া ব্রহ্মালোকে 'সদা বাস করেন' এই উক্তিরও সত্যতা সংঘটিত হইতেছে। বিশেষতঃ এই সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষই ব্রহ্মালোকে ব্যক্তভাবে সর্বদা অবস্থান করিয়া তল্লোকবাসিদিগকে আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন।

সারশিক্ষা

৩৩-৩৪। শ্রীভগবান স্বেচ্ছায় নানামূর্তি প্রকট করিয়া লীলা করেন। তাঁহার সেই নিত্যসিদ্ধ শ্রীমূর্তি জগতে প্রকাশিত হইলেই তাঁহাকে শাস্ত্রকারগণ অবতার বলেন; কিন্তু তাঁহার সকল অবতারের কার্য একরূপ নহে, এজন্য পুরুষাবতার, গুণাবতার, লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার এবং আবেশাবতার বলা হয়। যদিও শ্রীভগবানের অবতার অসংখ্য, তথাপি প্রধানতঃ এই ছয় অবতারই বলা হয়। প্রকৃতির অন্তর্যামী, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী ও জীবের অন্তর্যামী, এই ত্রিবিধ শ্রীভগবানের পুরুষাবতার। বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্যের জন্য রজ, সত্ত্ব ও তমোগুণের নিয়ামকরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, শ্রীভগবানের গুণাবতার। মৎস্য, কূর্মাদি লীলাবতার। যুগধর্ম-প্রচারসকল শ্রীভগবানের যুগাবতার। অজিত, সত্যসেন প্রভৃতি মন্বন্তর-পালক বলিয়া শ্রীভগবানের মন্বন্তর অবতার। শ্রীনারদ, শ্রীবাস প্রভৃতি শক্ত্যাবেশ অবতার; অতএব অবতারসকলের শ্রীমূর্তি ও কার্য পৃথক্ হইলেও তত্ত্বতঃ পৃথক্ নহে—একই ভগবান লীলাকার্যের জন্য নানামূর্তি প্রকাশ করিয়া লীলা করেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীভগবানের অনন্ত মূর্তি যদি তত্ত্বতঃ একই হয়, তবে একটি মূর্তি হইলেই হইত, অনন্ত মূর্তির প্রয়োজন কি? শ্রীভগবানের কৃপায় বুঝা যায় যে, তাঁহার যেমন লীলা, তেমনি শ্রীমূর্তি এবং তাঁহার ধামও তদনুরূপ। অর্থাৎ যেমন ভক্তের বাসনা, তেমনই অভিব্যক্তি। কারণ, শ্রীভগবান করুণাময়, কাজেই নিজভক্তের বিনোদন জন্য নানা লীলা করেন। অতএব ভূভারহরণ ভগবৎ আবির্ভাবের মুখ্য কারণ নহে। যেহেতু, তাঁহার শক্ত্যাবিষ্ট জীবও ভূভার হরণে সক্ষম, তন্নিমিত্ত স্বয়ং ভগবানের অবতরণ করিবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ভক্তের আর্তি নিবৃত্তির জন্য ভগবানের আবির্ভাব-প্রয়োজন হয়।

কিন্তু ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ভেদে ব্রহ্মার দুই প্রকার অবস্থান দেখা যায়। অবশ্য কল্প ভেদেই এইরূপ হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে যিনি ঈশ্বরকোটি, তিনি হিরণ্যগর্ভ এবং ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য উপভোগ করেন। আর যিনি জীবকোটি, তিনি সৃষ্টিকার্যে নিযুক্ত, ইহার স্থূলরূপের নাম বৈরাজ পুরুষ। শাস্ত্রে ভগবদাবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াই ব্রহ্মাকে অবতার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বা বৈরাজরূপ ব্রহ্মাকে আবেশাবতার বলিয়া থাকেন। ইনিই ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, দেবাদির দৃশ্য এবং তাঁহাদিগের বরদাতা।

৩৫। ইত্থং যুক্তিসহস্রৈঃ স শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপাস্পদম্।
কিং বক্তব্যং কৃপাপাত্রমিতি কৃষ্ণঃ স এব হি॥

৩৬। তচ্ছ্রুতি-স্মৃতিবাক্যেভ্যঃ প্রসিদ্ধং জ্ঞায়তে ত্বয়া।
অন্যচ্চ তস্য মাহাত্ম্যং তল্লোকানামপি প্রভো॥

মূলানুবাদ

৩৫-৩৬। এই প্রকারে আপনার পিতাই যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তদ্বিষয়ে সহস্র সহস্র যুক্তি আছে। অতএব তিনি যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র, এবিষয়ে কি বক্তব্য? বলিব কি, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে ভিন্ন নহেন, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যেও প্রসিদ্ধ আছে। হে প্রভো! তাঁহার ও তল্লোকবাসিদিগের এইরূপ মাহাত্ম্য ও অন্য যে কিছু মহিমা আপনি সম্যক্ অবগত আছেন বা আমা অপেক্ষাও অধিক বিদিত আছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩৫-৩৬। ইত্থম্ এবংপ্রকারৈরিত্যর্থঃ। স পরমেষ্ঠী; প্রভো হে শ্রীনারদ! তন্মদুক্তং কৃপাস্পদত্বং কৃষ্ণত্বঞ্চ শ্রুতিস্মৃতীনাং বাক্যেভ্যঃ প্রসিদ্ধমেব; অতস্ত্বয়াপি তজ্জ্ঞায়ত এব; অন্যন্মদনুক্তৌ চ তস্য পরমেষ্ঠিনঃ তল্লোকবর্ত্তিনামপি মাহাত্ম্যং ভগভক্তিপ্রবর্ত্তনং তৎপরত্বাদিকং চ ত্বয়া জ্ঞায়ত এব। তথা চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।৭।৫০-৫১) দক্ষং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং,—'অহং ব্রহ্মা চ শর্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্। আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ॥ আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ। সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥' ইতি, তথা (শ্রীভা ৪।৭।৫৪) 'ত্রয়াণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্। সর্ব্বভূতাত্মনং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥' ইত্যাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫-৩৬। হে প্রভো! হে শ্রীনারদ! সেই পরমেষ্ঠি যে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র, তদ্বিষয়ে এই প্রকার সহস্র সহস্র যুক্তি দেখা যায়। আমার কথিত কৃপার আস্পদত্ব ও কৃষ্ণত্ব শ্রুতি-স্মৃতিতেও প্রসিদ্ধ আছে। আপনি সেই সকল অবগত আছেন। অতএব তাঁহার ও তল্লোকবাসীগণের অন্য যে কিছু মাহাত্ম্য বা ভগবদ্ভক্তি প্রবর্তনাদির বিষয়, যাহা আমি বর্ণনা করি নাই, তাহাও আপনি বিদিত আছেন।

এ বিষয় চতুর্থস্কন্ধে উক্ত আছে— (দক্ষের প্রতি ভগবদ্বাক্য) আমিই আত্মমায়া আশ্রয়ে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য কার্যানুসারে বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়া থাকি। আমি একমাত্র অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মস্বরূপ হইলেও অজ্ঞব্যক্তিরা আমাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিনপ্রকার ভেদ দর্শন করিয়া থাকে; কিন্তু যে পুরুষ আমার ভক্ত, তাহার যেমন মস্তক-হস্তাদি অঙ্গে পরকীয় বুদ্ধি হয় না, তদ্রূপ আমার প্রতি অনুরক্ত বিদ্বান ব্যক্তিসকল আমাদের তিনজনেরই একই স্বরূপ বলিয়া জানে ও এই ব্যক্তিই শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হয়।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৩৭। ইন্দ্রস্য বচনং শ্রুত্বা সাধু ভোঃ সাধ্বিতি ব্রুবন্।
ত্বরাবান্ ব্রহ্মণো লোকং ভগবান্ নারদো গতঃ॥

৩৮। যজ্ঞানাং মহতাং তত্র ব্রহ্মর্ষিভিরনারতম্।
ভক্ত্যা বিতায়মানানাং প্রঘোষং দূরতোঽশৃণোৎ॥

মূলানুবাদ

৩৭-৩৮। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—ভগবান শ্রীনারদ ইন্দ্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া "ভো ইন্দ্র! সাধু সাধু" এই কথা বলিতে বলিতে সত্বর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। তথায় ব্রহ্মর্ষিগণ নিরন্তর ভক্তি সহকারে যে সকল মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তিনি দূর হইতে তাহার ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৭-৩৮। তত্র ব্রহ্মলোকে বিতায়মানানাং বিস্তরেণানুষ্ঠীয়মানানাম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৭-৩৮। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৯। দদর্শ চ ততস্তেষু প্রসন্নঃ পরমেশ্বরঃ।
মহাপুরুষরূপেণ জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ।।

৪০। সহস্রমূর্দ্ধা ভগবান যজ্ঞমূর্ত্তিঃ শ্রিয়া সহ।
আবির্ভূয়াদদদ্ভাগানানন্দয়তি যাজকান্।।

মূলানুবাদ

৩৯-৪০। পরে তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া সেই সকল যজ্ঞে মহাপুরুষরূপে অর্থাৎ জটাজাল মণ্ডিত সহস্রশীর্ষা ভগবান যজ্ঞ-মূর্তিতে লক্ষ্মীসহ আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করতঃ যাজকগণকে আনন্দিত করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩৯-৪০। ততঃ শ্রবণান্তরং; দদর্শ চ নারদ এব কিং? তদাহ—তেষ্বিত্যাদিনা বিধিরাগত ইত্যন্তেন। পরমেশ্বরঃ প্রসন্নঃ সন্ তেষু যজ্ঞেষু মহাপুরুষরূপেণাবির্ভূয় যজ্ঞানামেব ভাগান্ আদদৎ গৃহ্লন্ যাজকান্ ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতীন্ আনন্দয়তীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। যজ্ঞমূর্ত্তিস্তদধিষ্ঠাতা অতএব তৎফলদানেন বেদপরাণাং যাজকানামাশ্বাসনার্থং শ্রৌতপুরুষসূক্তোদ্দিষ্টমহাপুরুষরূপাবির্ভাবনমিত্যপি জ্ঞেয়ম্, ন চ কেবলং যজ্ঞভাগস্বীকার এব।।

টীকার তাৎপর্য্য

৩৯-৪০। মহাযজ্ঞ সমূহের সুমহান্ ধ্বনি শ্রবণানন্তর সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন। কি দেখিলেন? তাহাই 'তেষু' ইত্যাদি হইতে 'বিধিরাগতঃ' পর্যন্ত শ্লোকে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া অর্থাৎ সেই সকল যজ্ঞে মহাপুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞভাগসমূহ গ্রহণপূর্বক যাজকগণকে (ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতিকে) আনন্দিত করিতেছেন। যজ্ঞমূর্তি—যজ্ঞাধিষ্ঠাতা, অতএব যজ্ঞফলদান দ্বারা বেদপরায়ণ যাজকগণকে আশ্বাস প্রদান এবং শ্রৌত পুরুষসূক্তের উদ্দিষ্ট মহাপুরুষরূপ আবির্ভাব ইত্যাদিও বুঝিতে হইবে, কেবল যজ্ঞভাগ স্বীকারমাত্র নহে।

৪১। পদ্মযোনেঃ প্রহর্ষার্থং দ্রব্যজাতং নিবেদিতম্।
সহস্রপাণিভির্বক্ত্রসহস্রেম্বর্পয়ন্নদন্॥

৪২। দত্ত্বেষ্টান্ যজমানেভ্যো বরান্ নিদ্রাগৃহং গতঃ।
লক্ষ্মীসংবাহ্যমানাঙ্ঘ্রির্নিদ্রামাদত্ত লীলয়া॥

মূলানুবাদ

৪১-৪২। পরে সেই ভগবান মহাপুরুষ পদ্মযোনির সন্তোষের নিমিত্ত নিবেদিত দ্রব্যসমূহ সহস্র হস্তদ্বারা সহস্রবদনে অর্পণ ও ভোজন করিয়া যজমানদিগকে অভিলষিত বরদান করতঃ নিজগৃহে গমন করিলেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন এবং তিনিও লীলাসহকারে নিদ্রিত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪২-৪২। কিন্তু সাক্ষাত্তদ্দ্রব্যভক্ষণং যজমানাভীষ্ট-বরদানাদিকমপীত্যাহ, পদ্মেতি দ্বাভ্যাম্। অর্পয়ন্ নিক্ষিপন্ ন তু কেবলমর্পণমাত্রমিত্যাহ—অদন্ ভুঞ্জানঃ; যদ্বা, হেতৌ শতৃঙ্ অত্তুমিত্যর্থঃ। অথবা অনেন ভোজনাতৃপ্তিবাধ্যতে; তেন চ ভোজনবাহুল্যমিতি দিক্। ইষ্টান্ বরান্ সদা তাদৃশযজ্ঞসিদ্ধ্যাদীন্; লক্ষ্ম্যা সংবাহ্যমানাবঙ্ঘ্রী পাদপদ্মে যস্য তথাভূতঃ সন্; আদত্ত স্বীচক্রে; নিদ্রাগৃহং গত ইত্যনেন তদানীমশ্যৈস্তদ্দর্শনং ন প্রাপ্যত ইতি সূচিতম্। ব্রহ্মলোকে চ ভগবতো যজ্ঞস্বীকারঃ সুখশয়নং চেতি প্রাধান্যেন লীলাদ্বয়ং শ্রীবৈশম্পায়নেনাপি কালনেমিবধানন্তরমুক্তমস্তি;—'স দদর্শ মখেম্বাজ্যৈরিজ্যমানং মহর্ষিভিঃ। ভাগং যজ্ঞীয়মশ্নানং স্বং দেহমপরং স্থিতম্॥' ইত্যাদিনা। তথা—'স তত্র প্রবিশন্নেব জটাভারং সমুদ্বহন্। সহস্রশিরসো ভূত্বা শয়নায়োপচক্রমে॥' ইত্যাদিনা চ। অত্র সহস্রশিরা ইতি বক্তব্যে সহস্রশিরস ইত্যার্ষম্॥ এবং শ্রীভগবতোঽস্য ব্রহ্মলোকে সদা প্রাকট্যেন নিবাসে বর্ত্তমানেঽপি দশমস্কন্ধারম্ভে শ্রীশুকেনোক্তম্। ধরণীবাক্যাদ্দেবগণসহিতস্য শ্রীব্রহ্মণঃ ক্ষীরোদধিতীরগমনেন তত্রত্যেশ্বর-শ্রীকেশবোপস্থানং কল্পভেদেন কাদাচিৎকমিতি মন্তব্যং হরিবংশে ব্রহ্মলোক এব তদুক্তেঃ। তচ্চ প্রায়ো ভগবতোঽস্য নিদ্রাগৃহপ্রবেশেনাদৃশ্যত্বাৎ শয়ন-সময়ে প্রবোধনাযোগ্যত্বাদ্বা; কিংবা মন্নিবেদনে মহাপুরুষেঽস্মিন্ পৃথিব্যামবতীর্ণে মল্লোকোঽয়ং শূন্যঃ স্যাদতঃ ক্ষীরোদশায়ী ভগবানে তত্র গত্বাবতরত্বিত্যেতদ্ধেতোঃ।

তথাপ্যস্যাবতীর্ণ এব সর্ব্বাবতাররূপৈঃ সহ সম্পূর্ণতয়া ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরায়ামবতরণাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪১-৪২। কিন্তু তৎ-কর্তৃক নিবেদিত দ্রব্যসমূহ সাক্ষাৎ, অর্থাৎ সহস্র হস্তদ্বারা সহস্র বদনে অর্পণ ও ভোজন করিয়া যজমানদিগকে অভীষ্ট বরদানাদি করিলেন। তাহাই 'পদ্মযোনেঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। সহস্র বদনে কেবল অর্পণ মাত্র নহে, ভোজন করিলেন। এতদ্দ্বারা ভোজনতৃপ্তি সুচিত হইল। অভীষ্টবর বলিতে সদা তাদৃশ যজ্ঞসিদ্ধির বর, অতঃপর তিনি শয়নাগারে গমন করিলে লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পাদপদ্ম সম্বাহন করিতে লাগিলেন এবং তিনিও নিদ্রালীলা স্বীকার করিলেন। এতদ্দ্বারা তৎকালে আর কেহই তাঁহার দর্শন পাইলেন না, সূচিত হইল। ব্রহ্মলোকে শ্রীভগবানের যজ্ঞস্বীকার এবং সুখশয়ন, এই দুইটি লীলা প্রধানভাবে শ্রীবৈশম্পায়ন মুনি বর্ণন করিয়াছেন এবং তাহা কালনেমী-বধের পর লিপিবদ্ধ হইয়াছে—"সেই স্থানে উপনীত হইয়া দর্শন করিলেন, স্বদেহ ও পরদেহস্থিত শ্রীভগবানই ব্রহ্মর্ষিগণ-কর্তৃক ঘৃতাহুতি আদি দ্বারা পূজিত হইতেছেন এবং যজ্ঞভাগ ভোজন করিতেছেন। পরে সেই জটামণ্ডল-মণ্ডিত সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষ নিদ্রাগৃহে গমন করিলেন।" এই ঐতিহ্যমূলে শ্রীভগবানের ব্রহ্মলোকে সদা প্রকট নিবাস সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু দশমস্কন্ধ বর্ণনের উপক্রমে শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—"ধরণীদেবীর অনুরোধে শ্রীব্রহ্মা দেবগণের সহিত ক্ষীরোদসাগরতীরে গিয়া শ্রীকেশবকে স্তব করিলেন।" এই বাক্যের সমাধান এই যে, কল্পভেদে কোন সময়ে এই ঘটনা হইয়াছিল। অথবা তৎকালে শ্রীভগবান ব্রহ্মলোকে সাক্ষাৎরূপে প্রকট ছিলেন না। অথবা অন্য প্রকারেও সামঞ্জস্য হইতে পারে যে, শ্রীভগবান নিদ্রাগৃহে প্রবেশ করিলে বা নিদ্রিত হইলে (ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি নিমীলিত করিলে) তাঁহাকে জাগরিত করা অনুচিত, এই বিবেচনায় শ্রীব্রহ্মা ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে শ্রীবিষ্ণুসমীপে গমন করিয়াছিলেন। অথবা শ্রীব্রহ্মার ধারণা এই যে, আমার লোকস্থিত এই শ্রীমহাপুরুষকে পৃথিবীতে ভারহরণ নিমিত্ত অবতরণের প্রার্থনা করিলে, যদি ইনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন, তবে আমার ব্রহ্মলোক শূন্যপ্রায় হইবে। অতএব ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া এই কার্য করুন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াই ক্ষীরোদসাগরতীরে গিয়া স্তব করিয়াছিলেন। আবার তৎকালে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরামণ্ডলে অবতীর্ণ হওয়ায় শ্রীবিষ্ণুও তাঁহাতে মিলিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারও অবতরণ সিদ্ধ হইল। এইরূপে সকলদিক্ই সামঞ্জস্য হইল।

৪৩। তদাজ্ঞয়া চ যজ্ঞেষু নিযুজ্যর্ষীন্ নিজাত্মজান্।
ব্রহ্মাণ্ডকার্য্যচর্চ্চার্থং স্বং ধিষ্ণ্যং বিধিরাগতঃ॥

মূলানুবাদ

৪৩। ইত্যবসরে শ্রীব্রহ্মাও তাঁহার আজ্ঞায় পূর্বোক্ত যজ্ঞে নিজ পুত্র মহর্ষিগণকে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের কার্য পর্যালোচনা করিবার জন্য নিজস্থানে গমন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৩। তস্য ভগবত আজ্ঞয়া নিদ্রায়াঃ পূর্ব্বমেব শ্রীমুখেন সাক্ষাৎকৃতয়া হৃদ্যন্তর্য্যামিতয়া বা; কিংবা নিত্যপ্রতিপাল্যমানয়া শ্রুতিরূপয়া স্বং স্বকীয়ং বিষ্ণ্যমালয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৩। ইত্যবসরে (শ্রীভগবানের নিদ্রার পূর্বে) শ্রীব্রহ্মাও তাঁহার অনুমতি (শ্রীমুখের সাক্ষাৎ আজ্ঞা) অনুসারে অথবা অন্তর্যামীরূপে হৃদয়ে অবস্থিত শ্রীভগবানের আজ্ঞানুসারে, কিংবা নিত্য প্রতিপাল্যমান শ্রুতিরূপা ভগবানের অনুমতি অনুসারে নিজভবনে (লোক-পদ্মে) গমন করিলেন।

৪৪। পারমেষ্ঠ্যাসনে তত্র সুখাসীনং নিজপ্রভোঃ।
মহিমশ্রবণাখ্যানপরং সাস্রাষ্টনেত্রকম্॥

৪৫। বিচিত্রপরমৈশ্বর্য্য-সামগ্রীপরিসেবিতম্।
স্বতাতং নারদোঽভ্যেত্য প্রণম্যোবাচ দণ্ডবৎ॥

মূলানুবাদ

৪৪-৪৫। তদনন্তর শ্রীব্রহ্মা আপন আসনে সুখে উপবেশন করিয়া নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণে ও সংকীর্তনে তৎপর হইলে তাঁহার অষ্টনয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই প্রকার বিচিত্র পরমৈশ্বর্য সামগ্রী পরিসেবিত নিজ পিতা ব্রহ্মার সম্মুখে গমন করতঃ শ্রীনারদ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৪-৪৫। এবং স্বাভিপ্রেতস্যার্থস্য পূর্ব্ববদ্ভগবদগ্রে প্রস্তাবমনুচিতং মন্বানোঽসৌ দূরত এব স্থিতা তৎ সর্ব্বমালোক্য; কিংবা শ্রীভগবৎপার্শ্ব এবোপগম্য দৃষ্টাঽনবসরে তৎপ্রসঙ্গমকৃত্বা যথাস্থানং যথাবসরমেবাকরোদিত্যাহ—'পার' ইতি দ্বাভ্যাম্। তত্র স্বধিষ্ণো যৎ পারমেষ্ঠ্যাসনং, তস্মিন্ সুখাসীনং সন্তং স্বতাতং ব্রাহ্মণমভ্যেত্য পুরতোঽভিগম্য প্রণম্য চ ভগবৎ-অগ্রেঽন্যপ্রণামো নিষিদ্ধ ইতি তদানীম প্রমণতত্বাৎ। যথা, পরমগুরুত্বেন দোষাভাবাৎ পূর্ব্বমপি ননামৈব, অধুনাপি নিজেষ্টপ্রস্তাবায় পুনর্দণ্ডবৎপ্রণামং কৃত্বা নারদ উবাচ ইত্যন্বয়ঃ। কথম্ভুতম্? নিজপ্রভোর্ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যে মহিমানো ভক্তবাৎসল্যদয়স্তেষাং শ্রবণে আখ্যানে চ কথনে তৎপরম্। অতএব সাস্রাণি আনন্দাশ্রুযুক্তানি অষ্টৌ নেত্রাণি যস্য তম্। বিচিত্রস্য পরমৈশ্বর্য্যস্য সামগ্রী সমগ্রতা তয়া পরিতঃ সেবিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৪-৪৫। এইরূপে শ্রীনারদ দূরে অবস্থান করতঃ নিজ অভিপ্রেত বিষয় দর্শন করিতেছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, শ্রীভগবানের সাক্ষাতে পূর্ববৎ প্রস্তাব উত্থাপন করিবেন না। কিংবা শ্রীভগবৎ পার্শ্বে গমন করিলেও তৎকালে শ্রীব্রহ্মার অবসর ছিল না বলিয়া তৎকৃতপ্রসঙ্গ অর্থাৎ নিজ অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশ করেন নাই। পরে যথাস্থানে অবসর বুঝিয়া নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। তাহাই

'পারমেষ্ঠ্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন; পারমেষ্ঠ্যাসনে সুখাসীন অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মা যখন নিজ আসনে উপবেশন করিলেন, তখন শ্রীনারদ তাঁহার সম্মুখে গমন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিলেন। কারণ, শ্রীভগবানের অগ্রে অন্যকে প্রণাম করা নিষেধ বলিয়া তৎকালে প্রণাম করেন নাই, ইদানীং প্রণাম করিলেন। অথবা শ্রীভগবানের অগ্রে শ্রীগুরু ও পরমগুরু প্রভৃতিকে প্রণাম করা দোষাবহ নহে, কাজেই পূর্বে প্রণাম করিয়াছিলেন, অধুনা নিজ-ইষ্ট প্রস্তাব করিবার সময় পুনর্বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। সেই শ্রীব্রহ্মা কিরূপ অবস্থায় ছিলেন? তিনি নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহিমা (ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমা) শ্রবণে ও তৎকীর্তনে রত ছিলেন। অতএব সেই আনন্দে অষ্টচক্ষু হইতে অবিরল প্রেমাশ্রু বর্ষিত হইতেছিল। আর বিচিত্র পারমৈশ্বর্য-সামগ্রী সমূহ দ্বারা পরিসেবিত হইতেছিলেন।

সারশিক্ষা

৪৪-৪৫। দণ্ডবৎ ভূলুণ্ঠিত প্রণাম, অর্থাৎ বাহুদ্বয়-দ্বারা, জানুদ্বয়-দ্বারা, বক্ষঃস্থল দ্বারা, মস্তকদ্বারা, নয়নদ্বারা, মনদ্বারা ও বাক্যদ্বারা যে প্রণাম তাহা অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলিয়া কথিত।

শ্রীনারদ উবাচ—

৪৬। ভবানেব কৃপাপাত্রং ধ্রুবং ভগবতো হরেঃ।
প্রজাপতির্যো বৈ সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥

৪৭। একঃ সৃজতি পাত্যত্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ব্রহ্মাণ্ডস্যেশ্বরো নিত্যং স্বয়ম্ভুর্যশ্চ কথ্যতে॥

মূলানুবাদ

৪৬-৪৭। শ্রীনারদ বলিলেন, আপনিই নিশ্চয় ভগবান শ্রীহরির কৃপাপাত্র। যেহেতু, আপনি প্রজাপতিদিগেরও পতি এবং সর্বলোকের পিতামহ। আপনিই একাকী এই চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন। আপনি এই ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য ঈশ্বর ও স্বয়ম্ভু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৬-৪৭। কৃপাপাত্রতালক্ষণান্যাহ—প্রজেতি সার্দ্ধষট্‌কেন। যো ভবান্, বৈ প্রসিদ্ধৌ, যচ্ছব্দানাং পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ; অত্তি সংহরতি; নিত্যমিতি ন হীন্দ্রাদিবৎ প্রলয়েষ্বপি কদাচিদৈশ্বর্য্যভ্রংশ ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৬-৪৭। কৃপাপাত্রতা লক্ষণ বলিতেছেন, আপনি প্রজাপতিদিগেরও পতি। আপনি নিত্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহের ঈশ্বর। এখানে নিত্য-শব্দের ধ্বনি এই যে, ইন্দ্রাদি দেবগণের ন্যায় প্রলয়েও আপনার ঐশ্বর্য ভ্রংশ হয় না।

৪৮। সভায়াং যস্য বিদ্যন্তে মূর্ত্তিমন্তোঽর্থবোধকাঃ।
যচ্চতুর্ব্বক্ত্রতো জাতাঃ পুরাণনিগমাদয়ঃ।।

৪৯। যস্য লোকশ্চ নিশ্ছিদ্রঃ স্বধর্ম্মাচারনিষ্ঠয়া।
মদাদিরহিতৈঃ সদ্ভির্লভ্যতে শতজন্মভিঃ।।

মূলানুবাদ

৪৮। আপনার চতুর্মুখ হইতে সমুদ্ভূত বেদ ও পুরাণসকল আপনার সভায় মূর্তিমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। আর সেই শাস্ত্রসমূহই ধর্মাদি চতুর্বর্গের ও তত্তৎসাধন সমূহেরও বিজ্ঞাপক।

৪৯। মদ-মাৎসর্যরহিত সাধুসকল নিশ্ছিদ্ররূপে সহস্রজন্ম সদ্ধর্মের পরিপাক বশতঃ আপনার এই লোক লাভ করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৮। অর্থানাং ধর্ম্মাদীনাং তৎসাধনাদীনাং চ জ্ঞাপকাঃ যস্য ভবতশ্চতুর্ভ্যো বক্ত্রেভ্য এবাবির্ভূতাঃ। এবমখিলজ্ঞানসম্পত্ত্যতিশয়োদর্শিতঃ॥

৪৯। অহো অস্তু তাবদ্দূরে তব মাহাত্ম্যং, তল্লোকস্যাপি মহিমাদ্ভুত ইত্যাশয়েনাহ—যস্যেতি চতুর্ভিঃ। নিশ্ছিদ্রঃ সম্পূর্ণো বিশুদ্ধো বা যঃ স্বধর্ম্মস্যাচারঃ আচরণং তস্মিন্ নিষ্ঠয়া পরিপাকেন। আদিশব্দেন দম্ভলোভাদি; সদ্ভিঃ সাধুভিঃ; শতৈর্জন্মভিঃ; এতচ্চ 'স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্, বিরিঞ্চতামেতি' ইতি শ্রীরুদ্রেণ চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।২৪।২৯) যদুক্তং তদনুসারেণোহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৮। এখানে অর্থ বলিতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এবং তত্তৎসাধন সমূহের জ্ঞাপক বেদ-পুরাণাদি, আর উহারা আপনার বদনচতুষ্টয়-সমুদ্ভূত। এতদ্দ্বারা অখিল জ্ঞান-সম্পত্তি দর্শিত হইল।

৪৯। অহো! আপনার মাহাত্ম্যের কথা দূরে থাকুক, আপনার লোকবাসীরও মাহাত্ম্য অদ্ভুত। এই আশয়ে 'যস্য' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। নিশ্ছিদ্র বা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ স্বধর্মাচারের পরিপাক দ্বারা শতজন্মে আপনার লোক লাভ করা যায়। আদি-শব্দে দম্ভ-লোভাদিরহিত সাধুগণই লাভ করিতে পারেন, অন্যে নহে। শ্রীরুদ্রও এই কথা বলিয়াছেন—স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শত জন্মে বিরিঞ্চিত্ব-পদ প্রাপ্ত হয়।

৫০। যস্যোপরি ন বর্ত্তেত ব্রহ্মাণ্ডে ভুবনং পরম্।
লোকো নারায়ণস্যাপি বৈকুণ্ঠাখ্যো যদন্তরে॥

মূলানুবাদ

৫০। আপনার এই ব্রহ্মলোকের উপর আর কোন দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ লোক নাই। আর শ্রীনারায়ণের বৈকুণ্ঠলোকও এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেই বিরাজিত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫০। যস্য লোকস্যোপরি সর্ব্বলোকোপরিতনত্বাৎ। ননু মল্লোকোপরি শ্রীভগবতো বৈকুণ্ঠলোকো বর্ত্ততে, তত্রাহ—লোক ইতি। যস্য ভবদীয়লোকস্য অন্তরে মধ্য এব, ন তু স পৃথগিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫০। আপনার এই ব্রহ্মলোকের উপরে আর কোন লোক নাই, ইহা সর্বলোকের উপরিতন। যদি বলেন, আমার লোকের উপরি শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠলোক বর্তমান। তাহাতেই বলিতেছেন, আপনার ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেই সেই বৈকুণ্ঠলোক বিরাজিত। অতএব ব্রহ্মলোক হইতে পৃথক্ নহে।

৫১। যস্মিন্নিত্যং বসেৎ সাক্ষান্মহাপুরুষবিগ্রহঃ।
স পদ্মনাভো যজ্ঞানাং ভাগানশ্নন্ দদৎ ফলম্॥

৫২। পরমান্বেষণায়াসৈর্যস্যোদ্দেশোঽপি ন ত্বয়া।
পুরা প্রাপ্তঃ পরং দৃষ্টস্তপোভির্হৃদি যঃ ক্ষণম্॥

মূলানুবাদ

৫১। ঐ বৈকুণ্ঠে পদ্মনাভ ভগবান মহাপুরুষ মূর্তরূপে নিরন্তর সাক্ষাৎ দৃশ্য হইয়া বাস করিতেছেন এবং যজ্ঞভাগসমূহ গ্রহণ ও ভোজন করিয়া যথোচিত যজ্ঞফল প্রদান করিতেছেন।

৫২। আপনি কল্পের আদিতে অন্বেষণ-হেতু বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও যাঁহার উদ্দেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই, পরে বহু তপস্যা করিয়া স্বীয় হৃদয়ে ক্ষণকাল যাঁহার দর্শনমাত্র পাইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫১। যস্মিন্ বৈকুণ্ঠাখ্যলোকে সাক্ষাদ্ দৃশ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ বসতি। যজ্ঞানামেব ফলং দদৎ সাক্ষাত্তদ্ভাগভোগেন বরদানাদিনা চ॥

৫২। অলভ্যলাভে ভগবৎকৃপাবিশেষং বর্ণয়িতুং শ্রীপদ্মনাভস্য পরমদুর্লভতামাহ—পরমেতি। পরমেণ মহতা; যদ্বা, পরমাঃ অন্বেষণেন নাভিকমল-নাড়ীদ্বারা একার্ণবে বহুকালমার্গণেন যে আয়াসাস্তৈরপি, যস্য পদ্মনাভস্য উদ্দেশঃ প্রদেশো নিবাসস্থানমপীত্যর্থঃ। যদ্বা, অস্তিত্বজ্ঞানমপি পুরা কল্পাদৌ ত্বয়া ন প্রাপ্তঃ, পরং কেবলং কালান্তরে তপোভির্হৃদ্যেব যঃ ক্ষণমাত্রং দৃষ্টঃ। অত্রাপেক্ষিতস্তত্তদ্বিশেষশ্চ দ্বিতীয়স্কন্ধাদৌ দ্রষ্টব্যঃ। স সাক্ষান্নিত্যং যস্মিন্ বসেদিতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫২। অলভ্যবস্তু লাভের জন্য ভগবৎকৃপাবিশেষ বর্ণন করিয়া শ্রীপদ্মনাভের পরমদুর্লভতা বলিতেছেন, ‘পরম’ ইত্যাদি। আপনি পরম (মহৎ) অথবা অন্বেষণ-হেতু বহু আয়াস স্বীকার করিয়াও অর্থাৎ নাভিকমল অবলম্বনে একার্ণবে

গিয়াও কল্পের প্রথমে তাঁহার (পদ্মনাভের) উদ্দেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমনকি তাঁহার নিবাসস্থানেরও তত্ত্ব-নির্ধারণ করিতে পারেন নাই, থাকুক তাঁহার অস্তিত্বজ্ঞান!

এইরূপে কল্পের আদিতে তাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া কেবল কালান্তরে প্রভূত তপস্যা দ্বারা স্বীয় হৃদয়ে ক্ষণকাল তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন। এইস্থলের অপেক্ষিত বিষয় দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্রষ্টব্য। সেই অলভ্য পদ্মনাভ এক্ষণে আপনার পুরীতে সাক্ষাৎ বাস করিতেছেন।

৫৩। তৎ সত্যমসি কৃষ্ণস্য ত্বমেব নিতরাং প্রিয়ঃ।
অহো নূনং স এব ত্বং লীলানানাবপুর্ধরঃ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৫৪। ইত্থং মাহাত্ম্যমুদ্গায়ন্ বিস্তার্য্য ব্রহ্মণোঽসকৃৎ।
শক্রপ্রোক্তং স্বদৃষ্টঞ্চ ভক্ত্যাসীত্তং নমন্মুনিঃ॥

মূলানুবাদ

৫৩। অতএব সত্যই আপনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। অহো! প্রিয় বা বলি কেন, আপনি নিশ্চয়ই সেই মহাপুরুষ এবং আপনিই লীলাজন্য নানা শরীর ধারণ করিয়া থাকেন।

৫৪। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—এইরূপে শ্রীনারদ স্বয়ং দৃষ্ট ও ইন্দ্রকথিত মাহাত্ম্য সবিস্তারে বার বার উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৩। তত্তস্মান্নিতরাং প্রিয়োঽসীতি যত্তৎ সত্যমেব; কিঞ্চ স হরিরেব ত্বম্; অহো আশ্চর্য্যে; নূনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। 'ননু সহস্রশীর্ষাঃ স শেতে অন্যানি চ বহূনি তস্য রূপাণি বর্ত্তন্তে, অহং চ চতুর্ম্মুখস্তদ্ভিন্নঃ' ইতি চেত্তত্রাহ—লীলেতি। তত্তদ্রূপাণি ত্বমেব লীলয়া ধৎসে ইত্যর্থঃ॥

৫৪। শক্রেণ প্রোক্তং 'লক্ষ্মীকান্তসুতো হি সঃ' ইত্যাদিকং স্বেন আত্মনা শ্রীনারদেন দৃষ্টং শাস্ত্রতো জ্ঞাতং সাক্ষাত্তদানীমনুভূতং বা, ব্রহ্মণো মাহাত্ম্যমসকৃচ্চৈর্গায়ন্, তং ব্রহ্মাণং নমন্নাসীৎ; পরমভক্ত্যা নমস্কারান্ন বিররামেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৩। অতএব সত্যই আপনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়, আর অধিক কি বলিব, আপনিই সেই মহাপুরুষ। অহো! (আশ্চর্যে), নূনং (বিতর্কে বা নিশ্চয়ে), যদি বলেন, সেই সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষ শয়ন করিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার বহুবিধ রূপও বর্তমান আছে, কিন্তু আমি চতুর্মুখ ও তাঁহা হইতে ভিন্ন। তাহাতেই বলিতেছেন, আপনিই লীলার্থ তত্তৎরূপ (বিবিধ শরীর) ধারণ করিয়া থাকেন।

৫৪। শ্রীইন্দ্রপ্রোক্ত 'তিনি লক্ষ্মীকান্ত তনয়', এই মাহাত্ম্য শ্রীনারদ স্বয়ং দর্শন করিয়া এবং শাস্ত্র হইতে জ্ঞাত হইয়া বা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া অধুনা শ্রীব্রহ্মার মাহাত্ম্য সবিস্তারে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করিতে করিতে ভক্তি-সহকারে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন।

৫৫। শৃণ্বন্নেব স তদ্বাক্যং দাসোঽস্মীতি মুহুর্বদন্।
চতুর্বক্ত্রোঽষ্টকর্ণানাং পিধানে ব্যগ্রতাং গতঃ॥

৫৬। অশ্রব্যশ্রবণাজ্জাতং কোপং যত্নেন ধারয়ন্।
স্বপুত্রং নারদং প্রাহ সাক্ষেপং চতুরাননঃ॥

মূলানুবাদ

৫৫-৫৬। চতুরানন শ্রীনারদের বাক্য শ্রবণ করিয়াই 'আমি তাঁহার দাস' 'আমি তাঁহার দাস' বারংবার বলিতে বলিতে অষ্টকর্ণ আচ্ছাদনে ব্যস্ত হইলেন। তিনি এই প্রকার অশ্রাব্য বাক্য শ্রবণজনিত কোপ যত্নে সংবরণ করিয়া আক্ষেপের সহিত স্বপুত্র নারদকে বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৫-৫৬। তস্য মুনের্বাক্যং স এব ত্বমিত্যুক্তিং শৃণ্বন্নেব যঃ স ব্রহ্মা যতশ্চতুর্বক্ত্রঃ অতোঽষ্টানাং কর্ণানাং স্বকীয়ানাং পিধানে আচ্ছাদনে ব্যগ্রতাং প্রাপ্তঃ দ্বাভ্যাং করাভ্যাং চতুর্ভির্বা তৈরষ্টানাং কর্ণানাং পিধানস্য দুর্ঘটনাত্বাৎ অশ্রব্যস্য শ্রোতুমযোগ্যস্য শ্রবণাৎ। ধারয়ন্ নিয়মন্নপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৫-৫৬। 'আপনিই শ্রীকৃষ্ণ', এই কথা শ্রবণ করিয়াই চতুরানন ব্রহ্মা, 'আমি তাঁহার দাস', এই কথা বারংবার বলিতে বলিতে স্বকীয় অষ্টকর্ণের আচ্ছাদনে ব্যস্ত হইলেন; কিন্তু দুই হস্তে বা চারিহস্তে অষ্টকর্ণ আচ্ছাদন দুর্ঘট; তথাপি অশ্রোতব্য বিষয়শ্রবণের অযোগ্য বলিয়া কর্ণ আচ্ছাদনে ব্যগ্র হইলেন।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

৫৭। অহং ন ভগবান্ কৃষ্ণ ইতি ত্বং কিং প্রমাণতঃ।
যুক্তিতশ্চ ময়াঽভীক্ষ্ণং বোধিতোঽসি ন বাল্যতঃ।

৫৮। তস্য শক্তির্মহামায়া দাসীবেক্ষাপথে স্থিতা।
সৃজতীদং জগৎপাতি স্বগুণৈঃ সংহরত্যপি॥

৫৯। তস্যা এব বয়ং সর্ব্বেঽপ্যধীনা মোহিত্যস্তয়া।
তন্ন কৃষ্ণকৃপালেশস্যাপি পাত্রমবেহি মাম্॥

মূলানুবাদ

৫৭। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন, হে নারদ! আমি কি তোমাকে বাল্যকাল হইতে 'আমি ভগবান কৃষ্ণ নহি' এই কথা প্রমাণ ও যুক্তির সহিত বার বার বুঝাইয়া বলি নাই?

৫৮। সেই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি মহামায়া দাসীর ন্যায় তাঁহার দৃষ্টিপথে স্থিতা হইয়া নিজ গুণসমুহ দ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন।

৫৯। আমরা সকলেই সেই মায়া দ্বারা মোহিত এবং সেই মায়ারই অধীন। অতএব আমাকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালেশেরও পাত্র বলিয়া মনে করিও না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৭। প্রমাণতঃ শ্রুতি-স্মৃতিবচনেভ্যঃ; বাল্যতঃ বাল্যমারভ্য ত্বমভীক্ষ্ণং কিং ন বোধিতোঽসি? অপি তু বোধিতোঽসি; অত্র চ দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তশ্রীব্রহ্মনারদ-সংবাদোঽনুসর্ত্তব্যঃ॥

৫৮। তদেশাহ—তস্যেতি সার্দ্ধেন। স্বগুণৈঃ রজঃ-সত্ত্ব-তমোভির্যথাক্রমং সৃজতি পাতি সংহরতি চ॥

৫৯। বয়মিতি পুত্রপৌত্রাদ্যপেক্ষয়া; এবং ত্বমপি তন্মায়ামোহিত এবেদৃশং বদসীতি ভাবঃ। তত্তস্মাত্তন্মায়া-মোহিতত্বাদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৭। প্রমাণতঃ—শ্রুতি-স্মৃতি-বচনের দ্বারা, তোমাকে বাল্যাবধি 'আমি ভগবান কৃষ্ণ নহি' এই কথা কি সর্বতোভাবে বুঝাইয়া বলি নাই? অপিচ প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বার বার বুঝাইয়া বলিয়াছি। এ বিষয় দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা-নারদ সংবাদ দ্রষ্টব্য।

৫৮। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫৯। আমরা সকলে (পুত্র-পৌত্রাদির সহিত) এবং তুমিও সেই মায়া-কর্তৃক মোহিত, নতুবা তুমি এতাদৃশ মায়ামোহিত-কথা বলিতে না।

৬০। তন্মায়য়ৈব সততং জগতোঽহং গুরুঃ প্রভুঃ।
পিতামহশ্চ কৃষ্ণস্য নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ॥

৬১। তপস্ব্যারাধকস্তস্যেত্যাদ্যৈর্গুরুমদৈর্হতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাবশ্যকাপারব্যাপারামর্শবিহ্বলঃ॥

৬২। ভূতপ্রায়াত্মলোকীয়নাশচিন্তানিয়ন্ত্রিতঃ।
সর্বগ্রাসিমহাকালাদ্ভীতো মুক্তিং পরং বৃণে॥

মূলানুবাদ

৬০—৬২। আমি তাঁহারই মায়ায় সতত মোহিত হইয়া নানা অভিমান করিয়া থাকি। কারণ, জগতের গুরু, প্রভু, পিতামহ বলিয়া মনে করি। আবার আমি শ্রীকৃষ্ণের নাভিপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছি; আমি তপস্বী, আমি তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকি; ইত্যাদি গুরুতর অভিমানই আমাকে নষ্ট করিয়াছে। বিশেষতঃ আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের আবশ্যকীয় অপার ব্যাপারসমূহের বিচারে সদা বিহ্বল হইয়া এবং ভূতসঙ্কুল নিজলোকের নাশ চিন্তায় অভিভূত হইয়া সর্বদা সর্বসংহারক মহাকালের ভয়ে কেবল মুক্তির কামনা করিতেছি!

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬০—৬২। তদেব দর্শয়ন্ তৎকারুণ্যাভাবলক্ষণমাহ—তন্মায়েত্যাদিভিঃ। গুরুর্নিয়াকমঃ প্রভুঃ পালকঃ পিতামহঃ স্রষ্টা এবং জগৎসংহারস্থিতিসৃষ্টিকর্ত্তেত্যর্থঃ। যদ্বা, বেদাদিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তনেন গুরুরুপদেষ্টা প্রভুশ্চাবিকারদানাদিনা. ততশ্চ সংহারস্যনুক্তিঃ স্বত এব তস্যামঙ্গলকর্ম্মত্বেন ভগবৎকৃপালক্ষণাগমকত্বাৎ। গুরুমদৈর্মহাভিমানৈর্হতঃ। অতএব ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধিনো যে আবশ্যকা অপারাশ্চানন্তা ব্যাপারাস্তেষামামর্শেন বিচরেণ বিহ্বলঃ। কিঞ্চ ভূতপ্রায়স্য সংনিকৃষ্টস্য আত্মলোকীয়নাশস্য ব্রহ্মলোকান্তস্য চিন্তয়া নিয়ন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ সর্ব্বগ্রাসিনো মহাপ্রলয়কালাদ্ভীতশ্চ, অতএব পরং কেবলং তত্তাদপি-সংসার দুঃখান্মুক্তিমেবেচ্ছামীত্যর্থঃ। এবং প্রজাপতিত্বাদিকং মহাভিমানদোষকারণং ন কৃষ্ণকৃপাগমকমিত্যুক্তম্। নাভিপদ্মসমুদ্ভবত্বাৎ স্বয়ম্ভুত্বং নিরাকৃতং, শ্রুতি মহাতন্ত্র্যাবিদ্যমানত্বাদেব তদ্বদ্ধত্বাৎ নিজাবশ্যকানন্তকৃত্যবিচারবিহ্বলতোৎ-পত্তের্ব্বেদাদীনাং স্বসভায়াং বৃত্তিরপি ন কৃপালক্ষণমিত্যুদ্দিষ্টম্। নিজলোকোৎকর্ষশ্চ ভূতপ্রায়েত্যাদিনা নিরস্তঃ। মহাকালাদ্ভীত ইত্যনেনেন্দ্রোক্তৌদীর্ঘায়ুষ্ট্ব-মহিমাপ্যাক্ষিপ্তঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬০—৬২। 'আমরা মায়া-কর্তৃক মোহিত' এই বাক্যে শ্রীব্রহ্মা নিজের মায়াবশ্যত্ব প্রতিপাদন দ্বারা শ্রীভগবানের কারুণ্য-অভাব লক্ষণ বলিতেছেন—'তন্মায়য়ৈব' ইত্যাদি। আমি তাঁহারই মায়ায় সতত জগতের নিয়ামক, পালক, লোকপিতামহ, স্রষ্টা এবং জগৎসংহারক ও স্থিতি-সৃষ্টিকর্তারূপে অভিমান করিয়া থাকি। অথবা বেদাদি শাস্ত্র প্রবর্তন দ্বারা জগতের গুরু বা উপদেষ্টা, অধিকারাদি প্রদান দ্বারা প্রভু, ইত্যাদি অভিমান করিয়া থাকি। তারপর সংহারকার্যটি স্বতঃই অমঙ্গলকর কর্ম বলিয়া ভগবৎকৃপালক্ষণের অভাবই সূচিত হইতেছে। আর এই গুরুতর অভিমানই আমাকে নষ্ট করিয়াছে। অতএব ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধীয় যে সকল আবশ্যকীয় ব্যাপার, তাহা অনন্ত ও অপার বলিয়া সেই ব্যাপার সকলের বিচারে বিহ্বল হইয়া সদা সর্বসংহারক মহাকালের ভয়ে কেবল মুক্তির কামনা করিতেছি। অর্থাৎ আগতপ্রায় (এই আসিতেছে, এই আসিতেছে—এইরূপে সন্নিকটস্থ) নিজলোকের নাশ-চিন্তায় অভিভূত বা বশীকৃত হইয়া সদা সর্বগ্রাসকারী মহাপ্রলয়কালভয়ে ভীত; অতএব অদ্যাপি কেবল তত্তৎ সংসারদুঃখ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করিতেছি। বস্তুতঃ এইরূপ প্রজাপতিত্বাদির মহান্ অভিমানই দোষের কারণ—কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ নহে। 'শ্রীবিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে জন্ম হইয়াছে', এই বাক্যে স্বয়ম্ভুত্ব নিরাকৃত হইয়াছে। 'শ্রুতি (মহাতন্ত্র) ও পুরাণ সকল মূর্তিমান হইয়া আমার সভায় বিরাজমান'—ইহাও ভগবৎকৃপালক্ষণ নহে। কারণ, আমি সর্বদা মহাতন্ত্রী শ্রুতির বন্ধনে আবদ্ধ বলিয়া আমাকে সর্বদাই আবশ্যকীয় অনন্ত কৃত্য-বিচারে বিহ্বল হইয়া তাঁহাদেরই অনুবর্তন করিতে হয়। আর 'আগতপ্রায় নিজলোকের নাশ চিন্তায় অভিভূত'—এইবাক্যে ব্রহ্মলোকের উৎকর্ষত্ব নিরস্ত হইয়াছে। মহাপ্রলয়ে নিজের ব্রহ্মত্ব ধ্বংস হয় বলিয়া ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অপেক্ষা ব্রহ্মার মহাকালভয় অত্যন্ত বেশী। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মার দীর্ঘায়ুর মহিমাও দূর হইয়াছে।

৬৩। তদর্থং ভগবৎপূজাং কারয়ামি করোমি চ।
আবাসো জগদীশস্য বা ন ক্ব বিদ্যতে?

মূলানুবাদ

৬৩। ঐ মুক্তির জন্যই আমি স্বয়ং ভগবৎপূজা করিতেছি এবং অপর সকলকেও তাহাই করাইতেছি। আর সেই জগদীশ্বরের আবাস কোন্ স্থানেই বা নাই?

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬৩। ইদানীং ভগবৎপূজাদীনোক্তমুৎকর্ষমাক্ষিপতি—তদর্থমিতি। মুক্ত্যর্থমেব, ন তু ভক্তিসুখায়; এবং নানুগ্রহলক্ষণমিতি ভাবঃ। যচ্চোক্তং—'ভবল্লোকমধ্য এব বৈকুণ্ঠলোকঃ' ইতি তৎ পরিহরতি—আবাস ইতি। বসতিস্থানং কুত্র ন বিদ্যতে, অপি তু বহিরন্তশ্চ সর্ব্বত্রাপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ জগদীশত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৩। হে বৎস! তুমি যে মৎ-কর্তৃক ভগবৎ পূজাদির উৎকর্ষ বর্ণন করিয়া আমাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালক্ষণ সূচনা করিয়াছ, তাহা যথার্থ নহে। কারণ, আমি মুক্তির নিমিত্ত ভগবৎ পূজা করিতেছি—ভক্তিসুখের জন্য নহে, কাজেই ইহা ভগবৎকৃপার লক্ষণ নহে। তারপর "আমার লোকের মধ্যে যে বৈকুণ্ঠলোক" বলিয়াছ, তাহাও অসাধারণ নহে। কারণ, সেই ভগবানের বাস কোন্ স্থানেই বা নাই? অপিচ তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই বিরাজমান রহিয়াছেন। এতদ্দ্বারা উক্ত বাক্যের পরিহার হইল।

৬৪। বেদপ্রবর্ত্তনায়াসৌ ভাগং গৃহ্লাতি কেবলম্।
স্বয়ং সংপাদিতপ্রেষ্ঠযজ্ঞস্যানুগ্রহায় চ।।

৬৫। বিচারাচার্য্যবুধ্যস্ব স হি ভক্ত্যেকবল্লভঃ।
কৃপাং তনোতি ভক্তেষু নাভক্তেষু কদাচন।।

মূলানুবাদ

৬৪। আর তিনি যে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তাহাও কেবল নিজ আজ্ঞারূপ বেদ প্রবর্তনের জন্য এবং স্বয়ং-সম্পাদিত প্রিয়যজ্ঞমূর্তির বা যজ্ঞবিধির প্রতি অনুগ্রহ জন্য (আমার প্রতি অনুগ্রহ জন্য নহে)।

৬৫। ওহে বিচারাচার্য! সেই শ্রীকৃষ্ণ কেবলমাত্র ভক্তিপ্রিয় জানিবে। তিনি কেবল ভক্তগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করেন; অভক্তগণের প্রতি নহে।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬৪। যচ্চোক্তং—'ভগবান্ সাক্ষাদযজ্ঞভাগান্ স্বীকরোতি' ইতি তদপি পরিহরতি—বেদেতি। বেদস্য স্বকীয়াজ্ঞারূপস্য লোকেষু প্রবর্ত্তনায়; স্বয়ং ভগবতৈব সংপাদিতস্য বেদরক্ষার্থমেবাখিলোপকরণ-নিষ্পাদনেন প্রবর্ত্তিতস্য প্রেষ্ঠস্য স্বপ্রিয়তমস্য নিজপ্রিয়মূর্ত্তিত্বাৎ যজ্ঞস্য জাতাবেকত্বং যাগবিধের্বানুগ্রহায় কেবলমিতি; ন তু কথঞ্চিদপি মদ্‌বাৎসল্যেন যজমানবর্গভক্ত্যাদিনা বেত্যর্থঃ।।

৬৫। হে বিচারাচার্য্যেত্যুপহাসঃ; ভক্তিরেবৈকা বল্লভা যস্য সঃ; 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' ইত্যাদি ভগবদুক্তেঃ (শ্রীভা ১১।১৪।২১) অতএব স্বভক্তেষু কৃপাং বিস্তারয়তি।।

টীকার তাৎপর্য্য

৬৪। আরও বলিয়াছ যে, শ্রীভগবান সাক্ষাৎ যজ্ঞভাগ স্বীকার করেন, তাহাও পরিহার করিতেছি, শ্রবণ কর। বেদ প্রভুর শ্রীমুখের আজ্ঞা, তিনি কেবল নিজাজ্ঞারূপ বেদবাণী-প্রচারার্থ বা বেদবাক্য রক্ষার জন্য এবং স্বয়ং-সম্পাদিত প্রিয়তম যজ্ঞমূর্তির বা যজ্ঞবিধির রক্ষার্থে অখিল উপকরণে নিষ্পাদিত যজ্ঞভাগ স্বীকার করেন, তাহা কেবল নিজপ্রিয় যজ্ঞমূর্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য, মৎপ্রতি অনুগ্রহার্থ নহে। অর্থাৎ আমার প্রতি কিছুমাত্র বাৎসল্য-প্রকাশ জন্য বা যজমানবর্গের ভক্তিবশ্যতাহেতু তাঁহার যজ্ঞভাগ গ্রহণ নহে।

৬৫। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন, ওহে বিচারাচার্য! (বস্তুতঃ এই বাক্য উপহাসব্যঞ্জক। অর্থাৎ তুমি খুব বিচারজ্ঞ! শ্লেষে—তুমি কিছু না বুঝিয়া বৃথা প্রশংসা করিতেছ।) শ্রীভগবান একমাত্র ভক্তিপ্রিয় জানিবে। "কেবলা ভক্তির দ্বারাই আমি সাধুগণের গ্রাহ্য হইয়া থাকি।" ইহাই তাঁহার শ্রীমুখের বাণী। অতএব শ্রীভগবান নিজভক্তগণের প্রতি কৃপা বিস্তার করিয়া থাকেন।

৬৬। ভক্তির্দূরেঽস্তু তস্মিন্ মে নাপরাধা ভবন্তি চেৎ।
বহুমন্যে তদাত্মানং নাহমাগঃসু রুদ্রবৎ॥

৬৭। মদাপ্তবরজাতোঽসৌ সর্ব্বলোকোপতাপকঃ।
হিরণ্যকশিপুর্দুষ্টো বৈষ্ণবদ্রোহতৎপরঃ॥

৬৮। শ্রীমন্নৃসিংহরূপেণ প্রভুণা সংহৃতো যদা।
তদাহং সপরিবারো বিচিত্রস্তবপাটবৈঃ॥

৬৯। স্তুবন্ স্থিত্বা ভয়াদ্দূরেঽপাঙ্গদৃষ্ট্যাপি নাদৃতঃ।
প্রহ্লাদস্যাভিষেকে তু বৃত্তে তস্মিন্ প্রসাদতঃ॥

৭০। শনৈরুপসৃতোঽভ্যর্ণমাদিষ্টোঽহমিদং রুষা।
মৈবং বরোঽসুরাণাং তে প্রদেয়ঃ পদ্মসম্ভব॥

৭১। তথাপি রাবণাদিভ্যো দুষ্টেভ্যোঽহং বরানদাম্।
রাবণস্য তু যৎ কর্ম্ম জিহ্বা কস্য গৃণাতি তৎ॥

মূলানুবাদ

৬৬। তাঁহার শ্রীচরণে আমার ভক্তি দূরে থাকুক, যদি তাঁহার কাছে অপরাধ না হয়, তবে আমি আপনাকে বহু মনে করি। কারণ, তিনি যেমন শ্রীরুদ্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করেন না।

৬৭—৭১। দুষ্ট হিরণ্যকশিপু আমার নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া সমস্ত লোকের তাপদায়ক ও বৈষ্ণবদ্রোহতৎপর হইলে, প্রভু শ্রীনারায়ণ যখন শ্রীমন্নৃসিংহরূপে প্রকট হইয়া তাহাকে সংহার করেন; তখন আমি তদীয় ভীষণরূপ দর্শনে ভীত হইয়া সপরিবারে দূরে থাকিয়া প্রভুকে বিচিত্র স্তবাবলী দ্বারা স্তব করিতেছিলাম, কিন্তু প্রভু কটাক্ষ দ্বারাও আমাকে আদর করেন নাই পরন্তু শ্রীপ্রহ্লাদের স্তবে তুষ্ট হইয়াছিলেন। পরে যখন তাঁহার প্রসাদে শ্রীপ্রহ্লাদের রাজ্যাভিষেক সমাপ্ত হইল, তখন আমি ধীরে ধীরে প্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি ক্রোধভরে আমাকে এই আদেশ করিলেন যে, "হে পদ্মযোনে! তুমি আর কখনও অসুরদিগকে এইপ্রকার বর প্রদান করিও না।" তথাপি আমি আবার রাবণাদি দুষ্টগণকে বর প্রদান করিয়াছিলাম। হায়! রাবণ যে সকল গর্হিত কর্ম করিয়াছে, তাহা কাহার জিহ্বা বর্ণনা করিতে পারে?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৬। বহু মন্যে—সাধুরস্মীতি মন্যে। ননু ভগবতা তবাপরাধা ন গৃহ্যন্ত ইতি চেৎ, তত্রাহ—নাহমিতি। যথা রুদ্রস্যাগাংসি নেক্ষ্যন্তে তথা ন মমেত্যর্থঃ॥

৬৭—৭১। তদেবাহ—মদাপ্তেত্যাদিনা বালকলীলয়েত্যন্তেন। তত্র হিরণ্যকশিপুবধপ্রসঙ্গে ভগবদ্ব্যবহার-বচনাভ্যামেবাপরাধাক্ষমামাদৌ চতুঃশ্লোক্যা দর্শয়তি। তত্র প্রথমশ্লোকেন হিরণ্যকশিপুসংহারহেতুনির্দ্দেশদ্বারা স্বাপরাধ এবোদ্দিষ্টঃ। ততঃপরং স্বপাদপদ্মেন কৃপাবলোকপ্রাপ্তিযোগ্যতা স্বস্য দর্শিতা। নেত্রান্তাবলোকনেনাপ্যহং নাদৃত ইত্যপরাধাক্ষমালক্ষণং ব্যবহারতঃ, বচনাদপি দর্শয়তি—প্রহ্লাদস্যেতি সার্দ্ধেন। তস্মিন্ প্রহ্লাদে বিষয়ে নিমিত্তে বা; তদভ্যর্থনয়া যঃ প্রসাদস্তস্মাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। যদ্বা, ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী—প্রহ্লাদে প্রসাদমালোচ্য; অধুনা প্রসন্নহৃদয়ো জাতো মদনুগ্রহং করিষ্যতীতি বিচার্য্যেত্যর্থঃ; অভ্যর্ণং প্রভোরেব সমীপং শনৈর্লঘু লঘু উপসৃতঃ সন্ ইদং নিরন্তরং বক্ষ্যমাণপদ্যার্দ্ধম্; রুষা নিজভক্তশ্রীপ্রহ্লাদ-বিষয়ক-হিরণ্যকশিপু-কৃত-মহাদ্রোহেণ যা রুট্ ক্রোধস্তয়া সহ কৃত্বা বাহমাদিষ্টঃ। প্রভুণৈব প্রামাণ্যায় সপ্তমস্কন্ধশ্লোকার্দ্ধমেব (শ্রীভা ৭।১০।৩০) নিদর্শয়তি—'মৈবম্' ইতি। এবমন্যদগ্রেহপ্যূহ্যম্। হে পদ্মসম্ভবেতি। মন্নাভিপদ্মজাতত্বাদেব শাস্তিং ন করোমীতি ভাবঃ। তথাপি এবং নিষেধে ভগবতা কৃতেঽপি; যৎ কর্ম্ম—সীতাহরণাদিকম্; এবং মদাপ্তবরত্বাদ্ধিরণ্যকশিপুরাবণাভ্যাং কৃতাপি দুশ্চেষ্টা মদপরাধ এব পর্য্যবস্যন্তীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৬। ভক্তি দূরে থাকুক, যদি তাঁহাতে আমার অপরাধ না হয়, তবে নিজেকে বহু করিয়া মানি। যদি বল, শ্রীভগবান আপনার অপরাধ গ্রহণ করেন না। তাহাতেই বলিতেছেন, একথা বলিতে পার না। কারণ, তিনি যেমন শ্রীরুদ্রের অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করেন না।

৬৭—৭১। তাহাই 'মদাপ্ত' ইত্যাদি হইতে "গোপবালকলীলয়া" পর্যন্ত একাদশটি শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে হিরণ্যকশিপু বধ-প্রসঙ্গে ভগবৎব্যবহার ও নিজের অপরাধ ক্ষমাদির কথা প্রথম চারিটি শ্লোকের মধ্যে প্রথম শ্লোকে হিরণ্যকশিপু-সংহারের হেতু নির্দেশপূর্বক নিজের অপরাধের কথা বলিয়া পরে ভগবৎপাদপদ্মে কৃপাপ্রাপ্তির অযোগ্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাই "তিনি কটাক্ষ দ্বারাও আমাকে আদর করেন নাই।" ইহা অপরাধ-অক্ষমারই

লক্ষণ (ব্যবহারতঃ ও বাক্যতঃ উভয়ই) প্রদর্শন করিতেছেন—পরে তাঁহার প্রসাদে প্রহ্লাদের অভিষেক সম্পন্ন হইলে এবং প্রহ্লাদের প্রতি তাঁহার প্রসন্নতা আলোচনা করিয়া অর্থাৎ আমি ভাবিলাম যে, প্রভু এখন প্রসন্ন হইয়াছেন, সুতরাং আমার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন। এই ভাবিয়া আমি যখন অল্পে অল্পে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হই, তখন তিনি নিজভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর মহা দ্রোহাচরণের বিষয় স্মরণ করিয়া এবং মৎপ্রদত্ত বরই তাহার হেতু বলিয়া ক্রোধভরে আমাকে আদেশ করিলেন যে, "ওহে পদ্মযোনে! তুমি আর কখনও অসুরদিগকে এইরূপ বর প্রদান করিও না। এই প্রকার অন্যান্য প্রসঙ্গ উহ্য রহিল। "হে পদ্মজ! তুমি আমার নাভিপদ্ম হইতে জাত হইয়াছ, এজন্য আমি তোমাকে শাস্তি প্রদান করিলাম না"—ইহাই পদ্মজ শব্দের ব্যঞ্জনা। তথাপি আমি আবার রাবণাদি দুষ্টগণকে বর প্রদান করিয়াছিলাম। রাবণ শ্রীসীতাহরণাদি যে সকল গর্হিত কার্য করিয়াছিল, তাহা কাহার জিহ্বা বলিতে ইচ্ছা করে? এইরূপে অতিদুষ্ট হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতি আমা হইতে বরসমূহ লাভ করিয়া সমস্ত লোকের পীড়াদায়ক ও বৈষ্ণবদ্রোহ-তৎপর হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের কৃত দুশ্চেষ্টা সমূহ আমার অপরাধেই পর্যবসিত হইতেছে।

৭২। ময়া দত্তাধিকারাণাং শক্রাদীনাং মহামদৈঃ।
সদা হত বিবেকানাং তস্মিন্নাগাংসি সংস্মর॥

৭৩। বৃষ্টিযুদ্ধাদিনেন্দ্রস্য গোবৰ্দ্ধনমখাদিষু।
নন্দাহরণবাণীয়ধেন্বদানাদিনাহপ্পতেঃ॥

৭৪। যমস্য চ তদাচার্য্যাত্মজদুর্মারণাদিনা।
কুবেরস্যাপি দুশ্চেষ্টশঙ্খচূড়কৃতাদিনা॥

৭৫। অধোলোকে তু দৈতেয়া বৈষ্ণবদ্রোহকারিণঃ।
সর্পাশ্চ সহজক্রোধদুষ্টাঃ কালিয়বান্ধবাঃ॥

মূলানুবাদ

৭২—৭৫। আমার প্রদত্ত অধিকার হইতে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাসকল মহামদে মত্ত বলিয়া সদা বিবেক-রহিত, তাই স্বয়ং ভগবানের নিকট তাহারা যে সকল অপরাধ করিয়াছে, তাহাও স্মরণ কর; ইন্দ্র গোবর্ধন যজ্ঞের সময় মহাবৃষ্টি ও প্রভুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। বরুণ শ্রীকৃষ্ণের পিতা গোপরাজ শ্রীনন্দকে অপহরণ করিয়াছে। বাণাসুর ধেনুসকল প্রত্যর্পণ করে নাই; যমরাজ প্রভুর গুরুপুত্র-সকলকে অনুচিতরূপে সংহার করিয়াছে; কুবের স্বীয় অনুচর দুষ্ট শঙ্খচূড় দ্বারা প্রভুর প্রতি অপরাধ করিয়াছে। আর অধোলোক পাতালপুরীর দানবগণ স্বভাবতঃ বৈষ্ণব দ্রোহকারী এবং তল্লোকস্থ কালিয়-বান্ধব সর্প-সকলও সহজেই ক্রোধপরায়ণ ও দুষ্ট।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭২—৭৫। কিঞ্চ লোকপালানামধিকারদ ইত্যনেনোক্তমুৎকর্ষং নিরাকর্ত্তুং শক্রেণ স্বাভিমানতয়ানুক্তমপি তদপরাধং প্রকাশয়ন্ তদাদীনাং লোকপালানামপ্যপরাধা ময্যেব পর্য্যবস্যন্তীত্যভিপ্রায়েণাহ—ময়েতি চতুর্ভিঃ। তস্মিন্ প্রভৌ; ত্বং জানাস্যেব, কিন্ত্বধুনা সংস্মর বিচারয় অনুসন্ধেহীতি বা। আগাংস্যেবাহ—বৃষ্টীতি দ্বাভ্যাম। শ্রীগোবর্দ্ধনাদ্রিপূজায়াং মহাবৃষ্ট্যা; সপ্তম্যন্তাদাদিশব্দাৎ পারিজাত-হরণাদি, তত্র চ যুদ্ধেন; তৃতীয়ান্তাদাদিশব্দাৎ গর্ব্ববাক্যাদি; তেনেন্দ্রস্যাগাংসীতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। অপ্‌পতের্বরুণস্য চ দ্বাদশ্যাং রাত্রিশেষে জলে মগ্নস্য নন্দস্যহরণং বদ্ধা স্বপুর্য্যামানয়নং বাণসম্বন্ধি-ধেনুনামদানং চাসমর্পণং, তদাদিনা; আদি শব্দেন বঞ্চনবচনাদিকম্। তদাচার্য্য-সান্দীপনিস্তস্য য আত্মজো মধুমঙ্গলনামা নস্য পঞ্চজনদৈত্যদ্বারেণ দুর্মারণম্, তদাদিনা আদি শব্দেন শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদ্যুক্তযুদ্ধাদিকম্। দুশ্চেষ্টস্য দুষ্টস্য শঙ্খচূড়স্য যৎকৃতং কৰ্ম্ম গোপীগণ-হরণম্, তদাদিনা; আদিশব্দেন পুরাণান্তরোক্তং যথা

যমলার্জ্জুনতাপ্রাপ্ত-তৎপুত্রদ্বয়স্য কংসানুবর্ত্তিত্বাদি। এবং মুখ্যচতুর্দ্দিক্‌পালানামপরাধং নির্দ্দিশ্য পাতালবাসিনমেপ্যাহ—অথ ইতি। ভগবতঃ কালিয়কৃতাং দুশ্চেষ্টাং স্মারয়ন্ তৎসম্বন্ধেন সর্পাণাং মহাপরাধিত্বং দর্শয়তি—কালিয়বান্ধবা ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭২—৭৫। আর যে লোকপালনাদির অধিকার-প্রদাতা বলিয়া আমার উৎকর্ষ-প্রতিপাদনপূর্বক প্রশংসা করিয়াছ, তাহাও নিরাকরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই লোকপাল সকলের অপরাধও আমাতেই পর্যবসিত হইতেছে। কারণ, আমিই তাহাদিগকে তত্তৎপদে নিযুক্ত করিয়াছি এবং মৎপ্রদত্ত অধিকারবলে তাহারা মহামদমত্ত ও সদা বিবেকরহিত। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ প্রভুর প্রতি যে অপরাধ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ কর; যদিও তুমি তাহাদের অপরাধের বিষয় অবগত আছ, তথাপি অধুনা তাহা স্মরণ কর বা বিচার করিয়া অনুসন্ধান কর। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া শ্রীগোবর্ধন পূজার প্রারম্ভে সপ্তাহকাল সামর্থ্যানুরূপ প্রলয় মেঘবর্ষণ করিয়া এবং পারিজাতহরণে যুদ্ধ করিয়া গর্বসূচক বাক্য প্রয়োগে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছিল; বরুণ দ্বাদশীরাত্রিশেষে জলমগ্ন গোপরাজ শ্রীনন্দকে অপহরণপূর্বক বন্ধন করিয়া পরাজিত হইলেও ধেনু-সকলের অসমর্পণ এবং নানা প্রকার বঞ্চনাকর বাক্য-প্রয়োগের দ্বারা, তথা যম শ্রীকৃষ্ণের গুরুপুত্র অর্থাৎ আচার্য সান্দীপনী মুনির পুত্র মধুমঙ্গল প্রভৃতিকে পাঞ্চজন্য নামক দৈত্য দ্বারা অনুচিতরূপে সংহার করাইয়াছিল। আদি শব্দে শ্রীবিষ্ণুপুরাণোক্ত যুদ্ধাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। কুবেরের অপরাধও নিতান্ত কম নহে, সে দুরাচার শঙ্খচূড়ের দ্বারা গোপীগণ-হরণ ইত্যাদি দ্বারা প্রভুর প্রতি অপরাধ করিয়াছিল; আবার তাহার পুত্রদ্বয় যমলার্জুনতা প্রাপ্ত হইয়াও কংসের অনুবর্তীত্বাদিরূপেও মহান অপরাধ করে, (এই ঘটনা পুরাণান্তরের উক্তি জানিতে হইবে) এইরূপে মুখ্য চতুর্দিকপালের অপরাধ নির্দেশ করিয়া এক্ষণে পাতালবাসী দানবগণের কথা বলিতেছেন—দানবগণ বৈষ্ণবদ্রোহী এবং তল্লোকস্থ কালিয়-বান্ধব সর্প সকলও স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ ও মহাদুষ্ট। এইরূপে কালিয়ের দুশ্চেষ্টা স্মরণ করাইয়া তৎসম্বন্ধি অন্যান্য সর্পেরও মহা অপরাধ দেখাইলেন।

সারশিক্ষা

৭২—৭৫। ভগবন্মায়া কেবল মর্ত্যজীবগণের উপরই প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া ক্ষান্ত নহে, দেবগণের উপরও স্বপ্রভাব বিস্তার করেন। এইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য গোপতনয় বুদ্ধি করিয়া দেবতাগণ উক্তপ্রকার আচরণ করিয়াছিলেন।

৭৬। সম্প্রত্যপি ময়া তস্য স্বয়ং বৎসাস্তথার্ভকাঃ।
বৃন্দাবনে পাল্যমানা ভোজনে মায়য়া হৃতাঃ।।

মূলানুবাদ

৭৬। সম্প্রতি আমি স্বয়ংই শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর ভোজনের সময় তাঁহার পালিত গোবৎস ও গোপবালক—সকলকে মায়াবিস্তার করিয়া হরণ করিয়াছি!

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৬। এবমন্যকৃতাপ্যপরাধাস্তত্তৎসম্বন্ধেন ময্যেব পর্য্যবসিতঃ ইত্যুক্ত্বা ইদানীং স্বয়মেব সাক্ষাৎকৃতং মহাপরাধং নির্দ্দিশতি—সম্প্রতীতি। তথেত্যুক্ত সমুচ্চয়ে, তাদৃশা ইতি বা; ভোজনে ভোজনসময়ে; যদ্বা, ভোজনে স্থিতা ভুঞ্জানা ইত্যর্থঃ। অনেনাপরাধস্য মহত্ত্বং দর্শিতম্; এবং 'বৃন্দাবন' ইতি, 'পাল্যমানা' ইতি, 'মায়য়া' ইত্যেতৈশ্চ।।

টীকার তাৎপর্য্য

৭৬। এইরূপে অন্যকৃত অপরাধও তত্তৎসম্বন্ধে আমাতে পর্যবসিত হইতেছে। সম্প্রতি আমি স্বয়ংই সাক্ষাৎসম্বন্ধে যে মহাপরাধ করিয়াছি, তাহাই নির্দেশ করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনে প্রভুর ভোজন সময়ে অথবা ভোজন কার্যে রত গোবৎস ও গোপবালক সকলকে হরণ করিয়াছি। এতদ্দ্বারা অপরাধের গুরুত্ব প্রদর্শিত হইল। আবার তাঁহারা 'প্রভুর নিজপাল্য' এবং 'বৃন্দাবনে' ও 'মায়াপূর্বক' হরণ করিয়াছি, ইহাতে ঐ অপরাধের গুরুত্ব অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে।

৭৭। তেতো বীক্ষ্য মহাশ্চর্য্যং ভীতঃ স্তুত্বা নমন্নপি।
ধৃষ্টোঽহং বঞ্চিতস্তেন গোপবালকলীলয়া॥

মূলানুবাদ

৭৭। ইহার পরেই প্রভুর মহাশ্চর্য লীলা অবলোকনে ভীত হইয়া প্রণতি পুরঃসর স্তব করিলেও প্রভু আমাকে গোপবালক-লীলা দ্বারা বঞ্চনা করিয়াছেন। কারণ আমি অতিশয় ধৃষ্ট।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৭। মহাশ্চর্য্যং তাদৃশৈর্বৎসৈর্বালৈশ্চ সহাব্দং যাবত্তথৈব ক্রীড়ন্তম্; তথা সর্ব্বেষামেব তেষাং প্রত্যেকং জগদাশ্রয়সচ্চিদানন্দঘনময়-ভগবদ্রূপতাদিকঞ্চ বীক্ষ্য; ভীতো মহাপরাধাত্তস্মাৎ; ধৃষ্টঃ পুনঃ পুনরপরাধাচরণাৎ, যদ্বা, এতাদৃশি মহাপরাধে কৃতেঽপি ভগবতঃ সাক্ষাদ্‌গমন-স্তুতি-প্রণামেষু প্রবৃত্তেঃ; তেন প্রভুণা, গোপবালকস্যেব যা লীলা স্বপাণিকবলতয়া বৎসবালকান্বেষাণাহ্বানাদিরূপা, তয়া বঞ্চিতঃ প্রতারিতো মোহিতো বা, ন তু সম্ভাষণাদিনানুগৃহীত ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৭। কিন্তু সেই সকল গোবৎস ও গোপবালক হরণ করিবার পর প্রভুর মহাশ্চর্য লীলা অবলোকন করিয়া ভীত হইয়াছিলাম। সেই মহাশ্চর্য লীলা কিরূপ? আমি যে সকল গোবৎস ও গোপবালক হরণ করিয়াছিলাম, প্রভু স্বয়ংই তাদৃশ গোবৎস ও গোপবালক মূর্তিতে এক বৎসর ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তথা সেই সকল গোবৎস ও গোপবালক প্রত্যেককেই আমি জগদাশ্রয় সচ্চিদানন্দঘনময় ভগবৎবিগ্রহরূপে অবলোকন করিয়া সভয়ে প্রণতি পুরঃসর স্তব করিলেও, আমি অতিশয় ধৃষ্ট বলিয়া প্রভুর চরণে পুনঃপুনঃ অপরাধ করিয়াছি। অথবা এতাদৃশ মহান্ অপরাধ সত্ত্বেও আমি অতিশয় ধৃষ্ট বলিয়া প্রভুর সম্মুখে গমন ও প্রণতিপূর্বক স্তব করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রভু-কর্তৃক সম্ভাষণাদিরূপ আশ্বাস প্রাপ্ত হই নাই, কিংবা আমার প্রতি কটাক্ষপাতও করেন নাই; বরং প্রভু সাধারণ গোপবালকের ন্যায় নিজহস্ত ও মুখভঙ্গী করিয়া বৎস ও বালক সকলের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব প্রভু আমাকে গোপবালকলীলা দ্বারা বঞ্চনাই করিয়াছেন—উহা সম্ভাষণাদিরূপ অনুগ্রহ নহে।

৭৮। তস্য স্বাভাবিকাস্যাব্জপ্রসাদেক্ষণমাত্রতঃ।
হৃষ্টঃ স্বং বহু মন্যে স্ম তৎপ্রিয়ব্রজভূগতেঃ॥

মূলানুবাদ

৭৮। যদ্যপি আমি এতাদৃশ অপরাধী, তথাপি তাঁহার প্রিয় ব্রজভূমি গমন করিয়া প্রভুর বদনকমলের স্বাভাবিক প্রসন্নতা অবলোকনমাত্র হৃষ্ট হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৮। ননু কথং তর্হি ভবান্ সহর্ষং নিজলোকে বসতি? তত্রাহ—তস্যেতি। প্রভোঃ স্বাভাবিকঃ সহজো য আস্যাব্জস্য প্রসাদস্তস্য দর্শনমাত্রেণৈব হৃষ্টঃ সন্ স্বমাত্মানমহং কৃতার্থমমংসি। তত্র কারণান্তরং চাহ—তস্য প্রিয়ায়াং ব্রজভুবি শ্রীবৃন্দাবনাদৌ গতেঃ স্বগমনাৎ। যদ্বা, সা অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যা, অতঃ প্রিয়া ভগবদ্‌বল্লভা যা ব্রজভুস্তস্যাগতেঃ শরণস্যেতি তত্রত্যবৎসবালক-হরণান্নিজাপরাধাতিরেকো দ্যোতিতঃ। তথা বক্ষমানস্য ততোঽপসরণস্য হেতুরপ্যভিব্যঞ্জিত ইতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৮। যদি বল, তাহা হইলে আপনি কিরূপে সহর্ষে নিজলোকে বাস করিতেছেন? বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এতাদৃশ অপরাধী হইয়াও তদীয় প্রিয়তম শ্রীব্রজভূমির শরণাগত হইয়াছিলাম। এজন্য অনন্যগতি সেই প্রভুর তাৎকালিক বদনকমলের স্বাভাবিক প্রসন্নতা দর্শনমাত্র হৃষ্ট হইয়া আপনাকে কৃতার্থবোধ করিয়াছিলাম। তাহার অন্য কারণ বলিতেছেন, তাঁহার প্রিয়তম শ্রীব্রজভূমি শ্রীবৃন্দাবনাদি অনন্যগতি হইলেও তথায় দীর্ঘকাল থাকিলে যদি কোন অপরাধ হয়, এই ভয়ে সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। অথবা সেই অনির্বচনীয়-মাহাত্ম্যবিশিষ্ট ভগবৎপ্রিয়তম ব্রজভূমির শরণ-হেতু বৎস-বালকাদি হরণজনিত নিজ অপরাধ হইতে মুক্ত হইলাম বিবেচনা করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। এতদ্দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রশ্নের উত্তর বা শ্রীবৃন্দাবন হইতে অপসারণের হেতু ব্যঞ্জিত হইল।

সারশিক্ষা

৭৮। শ্রীবৃন্দাবন নিখিল ঐশ্বর্য-মাধুর্য-নিলয় সচ্চিদানন্দময় বিভুবস্তু হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে বিরাজমান আছেন। শ্রীবৃন্দাবন স্বরূপে স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ময় হইয়াও প্রাকৃতনেত্রে উহা প্রাকৃত জগতের মতই প্রতীয়মান হইতেছেন। আবার কোন কোন ভাগ্যবান উহার স্বরূপ সাক্ষাৎকারলাভে কৃতার্থ হইতেছেন। 'বিশেষতস্তাদৃগ লৌকিকরূপত্ব-ভগবন্নিত্যধামত্বে তু দিব্যকদম্বাশোকাদি-বৃক্ষাদয়োঽপাদ্যাপি মহাভাগবতৈঃ সাক্ষাৎক্রিয়ন্তে ইতি প্রসিদ্ধেঃ।' (শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ) বস্তুতঃ এই শ্রীবৃন্দাবন জ্যোতির্ময় স্বপ্রকাশ বিভুবস্তু হইলেও সকলের ভাগ্যে সমানভাবে উপলব্ধির বিষয় হয়েন না। যেমন কোন নট, নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি সর্ববিধ কলাবিদ্যায় নিপুণ হইলে সভ্যগণের বোধশক্তি অনুসারেই স্বীয় বিদ্যা প্রকাশ করে, তদ্রূপ এই শ্রীবৃন্দাবনও দর্শকের যোগ্যতানুসারে স্বীয় বৈভব প্রকটন করেন; বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন শ্রীরাধামাধবের নিকুঞ্জবিলাসের স্থান। এখানে শ্রীরাধামাধবের রহোলীলা নিত্য নব নব ভাবে অনুক্ষণ অনুষ্ঠিত ও আস্বাদিত হইতেছেন। এজন্য রসিকভক্তগণ এখনও সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবনের বিশেষ কৃপার ফলেই দর্শকের এই জাতীয় সৌভাগ্যের বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং শ্রীরাধামাধবের লীলা স্মরণ-মননে সেই বীজ বিবর্ধিত হইয়া কালে ফলবতী হয়। অতএব জ্ঞান, ভক্তি, বিদ্যা, বুদ্ধি আদি সাধন-সম্পদ শ্রীবৃন্দাবনে রতি ভিন্ন বৃথা। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—

'সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস?
ব্রজভূমি বৃন্দাবন—যাঁহা লীলা রাস॥'

বিশেষতঃ যে শরণাগতি ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ, সেই শরণাগতিও শ্রীবৃন্দাবনাদি ধামবাস ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। তাই শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন— 'তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ।' (শ্রীভাঃ)।

৭৯। তত্রাত্মনশ্চিরস্থিত্যাঽপরাধাঃ স্যুরিতি ত্রসন্।
অপাসরং কিমন্যৈস্তন্নিজাসৌভাগ্যবর্ণনৈঃ॥

মূলানুবাদ

৭৯। সেই ব্রজভূমিতে দীর্ঘকাল বাস করিলে যদি আবার কোনরূপ অপরাধ ঘটে, এই ভয়ে ব্রজভূমি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি। হে নারদ! নিজের অন্যান্য দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলিব? ইহাই যথেষ্ট।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৯। ননু কথং তর্হি তত্রৈব ন স্থিতং তত্রাহ—তত্রেতি। ঈশ্বরস্যানবসরে রহস্যদেশে চ চিরমবস্থানেনাপরাধা এব ভবেয়ুরিত্যেবং ত্রসম্ ভয়ং প্রাপ্নুবন্; তস্য সুপ্রসিদ্ধস্য; যথা স্বয়মেব সাক্ষান্ময়া স্মর্য্যমাণস্য স্বীয়স্য অসৌভাগ্যস্য দৌর্ভাগ্যস্য বর্ণনৈর্নিরূপণৈরন্যৈঃ কিম্? এতাবতৈব ত্বদুক্তং সর্ব্বমাক্ষিপ্তমভূদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৯। আচ্ছা, তাহা হইলে তদীয় প্রিয়তম ব্রজভূমিতে বাস করিলেন না কেন? তাহাতেই বলিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি। আমার সর্বদা তথায় বাস করা উচিত; কিন্তু দীর্ঘকাল বাস করিলে যদি কোনরূপ অপরাধ সংঘটিত হয়, এই ভয়ে সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি। আবার সেই ব্রজভূমি ভগবানের রহস্যলীলাস্থলী; ভগবানের অনবসরে সেই রহস্যলীলাস্থলীতে আসিয়াছি। অথবা এই পর্যন্তই যথেষ্ট, স্মর্যমান নিজের অন্য অসৌভাগ্য সকলের বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ তুমি এ যাবৎ যাহা কিছু বলিয়াছ, তৎসমুদয় নিরাকৃত হইয়াছে।

সারশিক্ষা

৭৯। "শ্রীবৃন্দাবনে ভগবৎসমীপে অবস্থান উচিত"; কিন্তু তাহার পরেই বলিলেন, "ব্রজভূমিতে দীর্ঘকাল বাস করিলে যদি কোন অপরাধ ঘটে, এই ভয়ে সেই স্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি।" ইহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, শ্রীবৃন্দাবনে দীর্ঘকাল বাস করা উচিত নহে। তাই কি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে—"শ্রীঘ্র আসিহ, তাঁহা না রহিও চিরকাল?" এই প্রকার পরস্পর

বিরুদ্ধবৎ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহার উদ্দেশ্য কেবল অধিকারীভেদ-বিবক্ষায়। পুনশ্চ সংশয় হইতে পারে যে, যাহা শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ, তাহা অন্য ব্যক্তির পক্ষে কিরূপে সুলভ হইবে? উত্তর এই যে, ভক্তবৃন্দ দীনতা এবং প্রগাঢ় লৌল্যমূলেই তাহা লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীব্রহ্মা-প্রভৃতি দেবগণের পক্ষে তাদৃশ দীনতা বা লোভোৎপত্তি অতি দুর্ঘট। কারণ, দেবগণের স্বতঃসিদ্ধ কতকগুলি বিভূতি আছে, তজ্জন্য তাঁহারা নিজে নিজে ঈশ্বরাভিমানী, সুতরাং ভগবন্মায়ায় মোহিত। এজন্য স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সামান্য গোপবালক মনে করিয়া লোকপিতামহ শ্রীব্রহ্মা স্বয়ংই গোবৎস ও গোপবালক সকলকে হরণ করিলেন। শ্রীইন্দ্র—নিজপূজাবিধি ভঙ্গ জন্য শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সামর্থ্যানুরূপ মুষলধারে বারিবর্ষণ ও বজ্রপাতাদি দ্বারা তাঁহাদিগের অনিষ্টসাধনে চেষ্টা করিলেন। শ্রীবরুণ—শ্রীনন্দরাজকে ভৃত্যদ্বারা অপহরণ করিয়া যথেষ্ট নির্যাতন করিলেন। এইরূপ অন্যান্য দেবগণও নানা ভাবে নানা উপদ্রব করিয়াছেন। এইজন্য উদ্ধৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতবাক্যের অব্যবহিত পরেই লিখিত আছে—'ব্রজবাসীর আচার-চেষ্টা হইতে নারিবা।' আর ভক্তগণ স্বভাবতঃই ব্রজবাসীদের আচরণানুযায়ী ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসুখের আশা এবং সর্বকর্ম-বিচার ও বেদধর্মত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন। আর এইরূপ ভজনের ফলেই সাধকের চিত্তে শ্রীবৃন্দাবন বাসের নিষ্ঠা উদয় হয়। তাই শ্রীল দাসগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—'অত্রৈব মম সংবাসঃ, ইহৈব মম সংস্থিতিঃ'—এই শ্রীবৃন্দাবনেই আমার চিরকাল বাস ও এইস্থানেই দেহান্তে চিরকাল অবস্থিতি হউক। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবনের দুস্তর্ক্য অচিন্ত্যভাব-বশতঃ স্বল্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেই প্রেমোদয় হয়, শ্রদ্ধাদিক্রমে ধাপের অপেক্ষা নাই।

৮০। অথ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেঽস্মিংস্তাদৃগ্ নেক্ষে কৃপাস্পদম্।
বিষ্ণোঃ কিন্তু মহাদেব এব খ্যাতঃ সখেতি যঃ॥

মূলানুবাদ

৮০। কিন্তু শ্রীমহাদেবই ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কৃপাপাত্র। যেহেতু, তিনি প্রভুর সখা বলিয়া বিখ্যাত। অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তাঁহার সদৃশ কৃপাপাত্র আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮০। তস্মান্মধ্যোর্দ্ধাধোবাসি-দোষসদ্ভাবাৎ। যদ্যপি শ্রীমহাদেবাদ্যপেক্ষয়া ভগবৎপরমাণুগ্রহপাত্রত্বেনাগ্রে বক্ষ্যমাণাঃ শ্রীপ্রহ্লাদাদয়ো ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তর এব বর্ত্তন্তে, তথাপি তেষাং প্রপঞ্চাতীতস্বভাবকত্বাদ্বাসস্থানমপি তাদৃশমেব, ন তু প্রপঞ্চান্তর্গণনীয়মিত্যতো ব্রহ্মাণ্ডমধ্য ইতি যুক্তমেবোক্তং; যদ্বা, আত্মানং প্রতি ভগবতো যাদৃশোঽনুগ্রহঃ, অন্যস্মিন্নপি তৎসজাতীয় এবানুগ্রহঃ স্বে মনসি গ্রহীতুং শক্যেত, তত্তত্ত্বানুভবসম্ভবাৎ। ন ত্বন্যাদৃশঃ কশ্চিৎ পরমমহত্ত্বয়া সর্ব্বত্র প্রকাশমানোঽপি স্বসাদৃশ্যাভাবেন তত্র স্বমনঃ প্রবেশাযোগাৎ। যদ্বা, সাদৃশ্য এবোৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা-বিচারাদিকং সম্ভবেৎ, ন ত্বত্যন্তাসাদৃশ্যে তৃণপর্ব্বতা-দের্লঘুগুরুতাদিবিচারবৎ। অতো হরিবংশে ধন্যোপাখ্যানে ভগবতী গঙ্গা আত্মনঃ সকাশাৎ সমুদ্রমেব ধন্যমাহ; ন তু ততোঽধিকতরধন্যমপি ব্রহ্মাণমেবং নিজবৈভবতঃ শ্রীমহাদেবস্য বৈভবাতিরেকমপেক্ষ্য তস্মিন্ স্বস্মাদধিকো ভগবতোঽনুগ্রহো ব্রহ্মণোক্তঃ, ন তু প্রহ্লাদাদিষু কুতস্তরাং গোপবালকাদিষ্বিতি দিক্। এবমুত্তরত্র পূর্ব্বত্রাপি সর্ব্বত্র, কিন্তু মহাদেব এব কৃপাস্পদম্। তল্লণান্যাহ—খ্যাত ইত্যাদিনা স্ফুটমিত্যন্তেন। যঃ সখেতি খ্যাতঃ প্রসিদ্ধঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮০। অতএব শ্রীভগবানের পরমানুগ্রহপাত্র যদি মর্ত্যলোকে বা উর্দ্ধলোকে কিংবা অধোলোকে বাস করেন, তাহাতে কোনরূপ দোষ হয় না। যদ্যপি শ্রীমহাদেবাদি অপেক্ষা শ্রীপ্রহ্লাদাদি শ্রীভগবানের অধিকতর অনুগ্রহ পাত্র এবং তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে বর্তমান, (বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের শেষে বলা হইবে) তথাপি তাঁহারা প্রপঞ্চাতীত স্বভাববিশিষ্ট বলিয়া তাঁহাদিগের বাসস্থানও তাদৃশ প্রপঞ্চাতীত।

শ্রীব্রহ্মা নিজ অপেক্ষা শ্রীমহাদেবকেই শ্রীভগবানের অধিকতর অনুগ্রহপাত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন, শ্রীপ্রহ্লাদকে নির্দেশ করিলেন না। কেন না, নিজের প্রতি শ্রীভগবানের যাদৃশ অনুগ্রহ, সেই জাতীয় অনুগ্রহ যে ভক্তে দেখা যাইবে, সেই ভক্তকেই তিনি নিজ মনোমধ্যে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন এবং সেই জাতীয় তত্ত্বানুভবই সম্ভব হইবে; কিন্তু অন্যজাতীয় অনুগ্রহ যদি পরমমহান এবং সর্বত্র প্রকাশমানও হয়, তথাপি তিনি তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন না। কারণ, স্বজাতীয় অনুগ্রহ-সাদৃশ্য-অভাবে অর্থাৎ নিজজাতীয় অনুগ্রহের সহিত সাদৃশ্য না থাকায় তাহা নিজমনে প্রবেশের অযোগ্য। অথবা সদৃশ বস্তুতেই উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্টতা-বিচারাদি সম্ভব হয়, অসাদৃশ্যে হয় না। অর্থাৎ যে বস্তুতে সাদৃশ্যভাব নাই, সেই বিসদৃশ বস্তুর সহিত সাদৃশ্যবস্তুর তুলনামূলক বিচারাদি অসম্ভব। যেমন অত্যন্ত অসাদৃশ্যবস্তু তৃণ ও পর্বত, এই দুইটির মধ্যে লঘু-গুরুতাদি বিচার চলিতে পারে না। অর্থাৎ তৃণ যেরূপ লঘু, তাহার সহিত সেই জাতীয় লঘু-বস্তুরই তুলনামূলক বিচার চলিতে পারে, পর্বতের সহিত নহে। আবার সেই রূপ পর্বত যেরূপ গুরুবস্তু, তাহার সহিত তৎসাদৃশ্য গুরুবস্তুরই তুলনামূলক সমালোচনা সম্ভব হইতে পারে—তৃণের সহিত পর্বতের সাদৃশ্য-কল্পনা করা অযুক্ত। এ সম্বন্ধে হরিবংশে ধন্যোপাখ্যানে উক্ত আছে যে, ভগবতী গঙ্গা নিজ হইতে সমুদ্রকেই ধন্য বলিয়াছেন; কিন্তু সমুদ্র হইতেও অধিকতর ধন্য শ্রীব্রহ্মাকে নির্দেশ করেন নাই। তদ্রূপ এস্থলেও শ্রীব্রহ্মা নিজ বৈভব হইতে শ্রীমহাদেবের বৈভবাতিরেক লক্ষ্য করিয়াই তাঁহাকে নিজ হইতে অধিকতর শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলিয়া নির্দেশ করিলেন; কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদকে নির্দেশ করিলেন না। অতএব সর্বোৎকৃষ্টতম কৃপাস্পদ গোপবালকগণের মাহাত্ম্য নিরূপণ করিবেন কিরূপে? ইহাই এই বিচারের দিক্‌দর্শন এবং এই প্রকার বিচারপ্রণালী গ্রন্থের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু এস্থলে মহাদেবই শ্রীভগবানের কৃপাস্পদরূপে উক্ত হইয়াছেন এবং সেই কৃপার লক্ষণ এই যে, তিনিই একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর সখা বলিয়া বিখ্যাত। অতএব তাঁহার সদৃশ কৃপাপাত্র আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

৮১। যশ্চ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জরসেনোন্মাদিতঃ সদা।
অবধীরিতসর্ব্বার্থ-পরমৈশ্বর্য্যভোগকঃ॥

৮২। অস্মাদৃশো বিষয়িণো ভোগাসক্তান্ হসন্নিব।
ধুস্তুরার্কাস্থিমালাধৃগ্ নগ্নো ভস্মানুলেপনঃ॥

৮৩। বিপ্রকীর্ণজটাভার উন্মত্ত ইব ঘূর্ণতে।
তথা স্বগোপনাশক্তঃ কৃষ্ণপাদাব্জশৌচজাম্।
গঙ্গাং মূর্দ্ধ্নি বহন্ হর্ষান্নৃত্যংশ্চ লয়তে জগৎ॥

মূলানুবাদ

৮১—৮৩। যিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের মকরন্দপানে সদা উন্মত্ত হইয়া ধর্মাদি পুরুষার্থবর্গ ও পরম ঐশ্বর্যাদি ভোগকে তুচ্ছ করিয়াছেন, যিনি আমাদের মত ভোগাসক্ত বিষয়ীদিগকে উপহাস করিবার নিমিত্তই যেন স্বয়ং ধুতুরাফুল, অর্কপত্র ও অস্থিমালা ধারণপূর্বক অঙ্গে ভস্মানুলেপন করিয়া দিগম্বর বেশে অবস্থান করিতেছেন; তথাপি তিনি আত্মসংগোপনে অসমর্থ হইয়াছেন। কারণ, শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-সম্ভূতা শ্রীগঙ্গাকে নিজ মস্তকে ধারণপূর্বক হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে জগৎকে কম্পিত করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮১—৮৩। অবধীরিতা অবজ্ঞয়া ত্যক্তাঃ সর্ব্বে অর্থা ধর্ম্মকামমোক্ষাঃ পারমৈশ্বর্য্যঞ্চ পরমেশ্বরভাবঃ, অতএব ভোগশ্চ বিলাসাদির্যেন সঃ; বহুব্রীহৌ কঃ। যদ্বা, পারমৈশ্বর্য্যস্য চতুর্ব্বর্গাধিকস্য ভোগস্য; অতএব কং তদাত্মকং তত্তৎসুখঞ্চ যেন সঃ, ইবেত্যুৎরেক্ষায়াম। অহোবতেন্দ্র-ব্রহ্মাদয় এতে কিমিতি দিব্যস্রগনুলেপনাদিম্বনিত্যেষু ভোগেষ্বাসক্তা ভবন্তি, বিনাশিত্বেন দুঃখহেতুত্বাৎ ধুস্তুরাদিকং তুচ্ছমপীদং তেভ্যঃ পরমোৎকৃষ্টং বিনাশেনাপি দুঃখানাপাদকত্বাৎ। যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহ এব পরমভূষণভোগাদিঃ; তদভাবে ধুস্তুরমালাধারণাদিকমেব যুক্তং; কিংবা বহির্ম্মণ্ডনমেতেনাপি স্যাৎ; অথবা অবস্তুত্বেন তৈঃ-সমমস্যা বিশেষাদিত্যাদিপ্রকারেণোপহসন্নিব; অন্যথা পরমেশ্বরস্য তত্তদ্ধারণাদ্যসম্ভবাৎ। জগদণ্ডকাণ্ডং চলয়তে কম্পয়তি ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮১—৮৩। শ্রীমহাদেব শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল-মকরন্দ পানে উন্মত্ত হইয়া সর্বধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি চতুর্বর্গকে এবং পরমৈশ্বর্য ভোগকে তুচ্ছ জানিয়া ত্যাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভাবও ত্যাগ করিয়াছেন। অথবা চতুর্বর্গ হইতেও অধিক পারমৈশ্বর্যসুখ ভোগ করিতেছেন; অতএব তাঁহার সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র আর কে আছেন? যেহেতু, তিনি তত্তৎ সুখাদি ভোগ করিতেছেন। অহো! ইন্দ্র-ব্রহ্মাদি দেবগণ নশ্বর দুঃখরূপ দিব্যমাল্য-অনুলেপনাদি ভোগসুখে আসক্ত হন কেন? প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-রসানন্দসেবীগণের উপহাসের পাত্র। এজন্য অস্মাদৃশ ভোগাসক্ত বিষয়ীদিগকে উপহাস করিবার নিমিত্তই যেন স্বয়ং ধুতুরা ফুল, অর্কপত্র ও অস্থিমালা ধারণ করিয়াছেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহই পরমভূষণ ও পরমভোগসুখ, সুতরাং তাহার অভাবে ধুতুরা ফুল ও অস্থিমালাদি ধারণই যুক্তিযুক্ত। কিংবা অন্তরে ভক্তিনিষ্ঠা থাকিলে বহির্মণ্ডনাদি এই প্রকারই হইয়া থাকে। অথবা ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদির সম্পদ্ অবস্তুতে পর্যবসিত হয় বলিয়া এই প্রকারে উপহাস করিবার নিমিত্তই যেন তুচ্ছ বস্তু অঙ্গীকার করিয়াছেন। অন্যথা পরমেশ্বরের পক্ষে তাদৃশ তুচ্ছ বস্তু ধারণ অসম্ভব। আবার তিনি আত্মগোপনে অসমর্থ হইয়াই যেন শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জশৌচ-সম্ভূতা শ্রীগঙ্গাকে নিজ শিরে ধারণপূর্বক হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ডকে কম্পিত করিতেছেন।

৮৪। কৃষ্ণপ্রসাদাত্তেনৈব মাদৃশামধিকারিণাম্।
অভীষ্টার্পয়িতুং মুক্তিস্তস্য পত্ন্যাপি শক্যতে॥

মূলানুবাদ

৮৪। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে তিনি মাদৃশ আধিকারিক দেবতা সকলকে অভীষ্ট মুক্তি প্রদান করিতে সমর্থ; অধিক কি বলিব, তাঁহার পত্নীও ঐ মুক্তি প্রদানে সমর্থা।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৪। অধিকারিণাম্ ঐন্দ্র-ব্রাহ্ম-পদাধিকারবতামভীষ্টা স্বস্বাস্যককৃত্য-সমুচ্চয়-সম্পাদনাৎ, পরমনির্ব্বিঘ্নতয়া সদান্তঃপ্রার্থ্যমানেনেত্যর্থঃ। অর্পয়িতুং তেভ্যো দাতুম্; যদ্যপি শ্রীব্রহ্মা রজোগুণাধিষ্ঠাতৃরূপো ভগবতোঽবতারঃ তথাপান্যাধিকারিবৎ স্বস্যাপ্যধিকারদষ্ট্যা কিংবা ভক্তিপ্রবর্ত্তকস্য ব্রহ্মাবতারস্য স্বাভাবিক বিনয়োক্তিরিয়ং জ্ঞেয়া; এবমন্যত্রাপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৪। তিনিই মাদৃশ অধিকারীগণের অর্থাৎ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি পদাধিকারিক দেবতাবৃন্দের অভীষ্ট প্রদান করিতে পারেন। অথবা নিজ নিজ আবশ্যকীয় কৃত্যসমূহ সম্পাদন দ্বারা পরম নির্বিঘ্ন হইলে এবং আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করিলে, আমাদের অভিলষিত মোক্ষ প্রদান করিতে পারেন। যদ্যপি শ্রীব্রহ্মা স্বয়ং রজোগুণাধিষ্ঠাতৃরূপে শ্রীভগবদবতার, তথাপি ইন্দ্রাদি অন্যান্য আধিকারিক দেবতাবৃন্দের ন্যায় নিজের অধিকার দৃষ্টি-হেতু কিংবা ভক্তিপ্রবর্তক অবতার বলিয়া স্বাভাবিক বিনয়োক্তি জানিতে হইবে।

সারশিক্ষা

৮৪। সুখের উৎফুল্লতা ও দুঃখের অবসাদ উভয়ই চিত্তকে বিচলিত করে, উভয়ের সংস্পর্শেই চিত্ত মলিন বা অশুদ্ধ হয়। ভগবৎস্মৃতিই চিত্ত শুদ্ধির হেতু, বিস্মৃতিই অশুদ্ধি! অতএব জাগতিক সুখ-দুঃখ উভয়ের সংস্পর্শে ভগবৎস্মৃতির বিঘ্ন ঘটে বলিয়া যতদিন তদুভয়ের ভোগস্পৃহাজনিত অভিনিবেশ থাকে, ততদিন জীব অশুদ্ধ।

থাকে না। শ্রীভগবানে তাঁহাদের প্রগাঢ় অভিনিবেশ থাকে বলিয়া তাঁহারা শুদ্ধ। কাজেই তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানে বিচরণ করুন না কেন, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণস্মৃতির ব্যত্যয় হয় না; তথাপি তাঁহারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীধাম অবলম্বন করিয়া থাকেন। আর শ্রীভগবানের সংযোগ ও বিয়োগ স্ফুর্তিতেই তাঁহাদের সুখ ও দুঃখের অনুভূতি; কিন্তু সেই সুখ-দুঃখ হেতু তাঁহারা নিমিষে নিমিষে নূতন হইতে নূতনরূপে শ্রীভগবানের মাধুর্য অনুভব করিয়া থাকেন। অতএব সেই সুখ-দুঃখ কদাচ অশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না বলিয়া বাহিরে শ্রীমহাদেবের তাদৃশ তুচ্ছ বেশ-ভূষাদি দেখা যায়।

৮৫। অহো সর্ব্বেঽপি তে মুক্তাঃ শিবলোকনিবাসিনঃ।
মুক্তাস্তৎকৃপয়া কৃষ্ণভক্তাশ্চ কতি নাভবন্॥

৮৬। কৃষ্ণাচ্ছিবস্য ভেদেক্ষা মহাদোষকরী মতা।
আগো ভগবতা স্বস্মিন্ ক্ষম্যতে ন শিবে কৃতম্॥

মূলানুবাদ

৮৫। শ্রীশিবলোকনিবাসী লোকসকলও মুক্ত। শ্রীশিবের কৃপায় কত লোকই না মুক্ত ও কৃষ্ণভক্ত হইয়াছেন।

৮৬। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীশিবের ভেদদৃষ্টি করা মহা দোষকরী বলিয়া গণিত হয়। শ্রীভগবান নিজের প্রতি অপরাধ বরং ক্ষমা করেন; কিন্তু শ্রীশিবের প্রতি যে অপরাধ, তাহা ক্ষমা করেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৫। অহো শ্রীমহাদেবস্য নিত্যমুক্তত্বং কিং বক্তব্যম্? তদ্ভক্তা অপি সর্ব্বে নিত্যমুক্তা ইত্যাশয়েনাহ—অহো ইতি। অহো কিং বক্তব্যম্? তল্লোকবাসিনো মুক্তা ইতি। তৎপ্রসাদাদন্যেঽপি বহবো মুক্তিং ভক্তিঞ্চ প্রাপ্নরিত্যাহ—মুক্তা ইতি॥

৮৬। এবং শ্রীবিষ্ণুকৃপাস্পদত্বোক্ত্যা প্রাপ্তং ভেদং বারয়তি—কৃষ্ণাদিতি। তথা চ পদ্মপুরাণে নামাপরাধভজনস্তোত্রে—'শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং, ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ।' ইতি। অতএব স্বস্মিন্ ভগবতি বিষয়ে লোকৈঃ কৃতমাৰ্গঃ অপরাধো ভগবতা কৃষ্ণের ক্ষম্যতে, ন তু শিবে কৃতং তৎ ক্ষম্যতে, স্বস্য ভক্তিরসাতিশয়গ্রাহক-মহাবতারত্বেন পরমশ্রেষ্ঠত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৫। অহো! শ্রীমহাদেবের নিত্যমুক্তত্ব সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব, তাঁহার ভক্তসকলও নিত্যমুক্ত, এই আশয়ে বলিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি।

৮৬। এইরূপে শ্রীশিবের শ্রীবিষ্ণুর কৃপাস্পদত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীশিবের ভেদদৃষ্টি নিবারণ করিতেছেন। পদ্মপুরাণ নামাপরাধভঞ্জন স্তোত্রে—"ইহলোকে যে ব্যক্তি শিব ও বিষ্ণুর নাম-গুণাদি অন্তঃকরণে ভিন্নভাবে প্রদর্শন করে, সে নিশ্চয়ই হরিনামের নিকট অপরাধী হয়।" অতএব শ্রীভগবান

নিজের প্রতি লোকে অপরাধ করিলে, বরং সেই অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু শ্রীশিবের নিকট অপরাধ করিলে তাহা ক্ষমা করেন না। আর শ্রীশিবও শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিরসের অতিশয় গ্রাহক এবং মহাবতার বলিয়া পরম শ্রেষ্ঠ।

সারশিক্ষা

৮৬। সদাশিব গুণাবতার নহেন, তিনি নির্গুণ বলিয়া শ্রীনারায়ণের ন্যায় স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই বিলাসমূর্তি। এইজন্য শাস্ত্রে শ্রীশিবের ঈশ্বরত্ব প্রসিদ্ধ আছে। আর 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা' ইত্যাদি শ্লোকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তারূপে শ্রীহরিই বিরিঞ্চি, বিষ্ণু ও শিব সংজ্ঞা ধারণ করেন—ইহা বলা হইয়াছে; কিন্তু এস্থলে ব্রহ্মার যে ঈশ্বরত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহা ঈশ্বরাবেশ বশতঃই হইয়া থাকে। আর এই আবিষ্ট চৈতন্যও দুই প্রকার, তাহার মধ্যে চিদংশভূত জ্ঞানাদি ও মায়াংশভূত সৃষ্ট্যাদি ঐশ্বর্যশক্তি দ্বারা আবিষ্ট হওয়া। উহার মধ্যে প্রথম প্রকারের চতুঃসনাদি। দ্বিতীয় প্রকারের ব্রহ্মাদি। এইরূপে চৈতন্যের একরূপত্ব-হেতু বিষ্ণু ও শিবের অভেদত্ব সিদ্ধ হইতেছে। তাই শাস্ত্রে উক্ত আছে—বিকার-বিশেষের যোগে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলেও দুগ্ধ হইতে যেমন তাহার উৎপত্তির পৃথক্ কারণ নাই, সেইরূপ যিনি কার্য ও প্রয়োজন-ভেদে শম্ভুতা প্রাপ্ত হন বা শিবরূপে আবির্ভূত হন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশ। যাঁহারা এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করেন নাই, তাঁহারাই 'বিষ্ণুই ঈশ্বর, শিব ঈশ্বর নহেন, কিংবা শিবই ঈশ্বর, বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন এবং আমরা বিষ্ণুর অনন্য ভক্ত বলিয়া শিবকে দেখিব না, কিংবা আমরা শিবের অনন্যভক্ত বলিয়া বিষ্ণুকে দেখিব না, এইরূপে অপরাধ করিয়া থাকেন। এইরূপ অপরাধ জন্মিলে শ্রীহরিনাম গ্রহণেও সহসা ফল লাভ হয় না।

৮৭। শিবদত্তবরোন্মত্তাৎ ত্রিপুরেশ্বরতো ময়াৎ।
তথা বৃকাসুরাদেশ্চ সঙ্কটং পরমং গতঃ॥

৮৮। শিবঃ সমুদ্ধৃতোঽনেন হর্ষিতশ্চ বচোঽমৃতৈঃ।
তদন্তরঙ্গসদ্‌ভক্ত্যা কৃষ্ণেন বশবর্ত্তিনা।
স্বয়মারাধ্যতে বাহস্য মাহাত্ম্যভরসিদ্ধয়ে॥

মূলানুবাদ

৮৭-৮৮। শ্রীশিব ত্রিপুরাসুরকে যে বর প্রদান করেন, সেই বরে উন্মত্ত ত্রিপুরাসুর স্বয়ং শ্রীশিবেরই মহা ভয়জনক হয়। তিনি আবার ময়দানবকে ও বৃকাসুরকে যে বর প্রদান করেন, সেই বরে উন্মত্ত অসুরাদি হইতেও সঙ্কটে পতিত হয়েন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই ভয় ও সঙ্কট হইতে শ্রীশিবকে উদ্ধার করেন এবং অমৃততুল্য মধুর বাক্য দ্বারা আনন্দিত করেন। শ্রীশিবের সদ্ভক্তিতে বশীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার মহিমাভর সিদ্ধির নিমিত্ত তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যায় ভক্তিসহকারে পূজাদিও করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৭-৮৮। তদেব দর্শয়তি—শিবেতি চতুর্ভিঃ। শিবেন দত্তা যে বরাঃ ময়ং প্রতি ত্রিপুরামৃত-রসকূপসিদ্ধ্যাদ্যাঃ, তথা চ বৃকাসুরং প্রতি হস্ততলস্পর্শেন মস্তকস্ফোটনং, আদিশব্দেন রাবণাদীন্ প্রতি বলপরাক্রমাদয়ঃ, তৈরুন্মত্তাৎ। পরমং সঙ্কটং ত্রিপুরভেদাশক্ত্যা বৃকানুধাবনেন কৈলাস-চালনাদিনা চ প্রাপ্তঃ সন্ অনেন ভগবতা কৃষ্ণেন ময়-রসকূপ-পান-বৃকমোহন-রাবণবধাদিনা শিবঃ সম্যগুদ্ধৃতঃ, তত্তৎসঙ্কটাদ্রক্ষিতঃ, তত্তদাখ্যানং চ শ্রীভাগবতাদিষু ব্যক্তমেবেতি কিমত্র লেখ্যম্? কিন্তু স্বাপরাধেন লজ্জিতঃ সন্ নাহমিব রুক্ষবচনেন তিরস্কৃতঃ; কিন্তু 'অহো দেব মহাদেব, পাপোঽয়ং স্বেন পাপ্মনা। হতঃ কো নু মহৎস্বীশ জন্তুর্বৈ কৃতকিল্বিষঃ। ক্ষেমী স্যাৎ কিং নু বিশ্বেশে কৃতাগস্কো জগদ্‌গুরৌ॥' (শ্রীভা ১০।৮৮।৩৯) ইত্যেবমাদিভির্ব্বচোঽমৃতৈঃ কৃত্বা হর্ষিতশ্চ। কিঞ্চ স্বয়ং ভগবতা পরশুরামাদিরূপেণ আরাধ্যতে পূজ্যতে চ শিবঃ কিমর্থম্। অস্য শিবস্য মাহাত্ম্যভরঃ স্বস্মাদপি মহিমাতিশয়স্তস্য সিদ্ধয়ে, অনেন স্নেহবিশেষো দর্শিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৭-৮৮। তাহাই 'শিব' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে দেখাইতেছেন—শ্রীশিব-দত্ত বরে উন্মত্ত ময়-নামক ত্রিপুরেশ্বরের রসকূপসিদ্ধির ভয় হইতে, তথা বৃকাসুরের ভয় হইতে অর্থাৎ ঐ অসুর হস্ততলদ্বারা মস্তক স্পর্শ করিলে মস্তক স্ফুটিত হইত। আদি শব্দে রাবণাদির পরাক্রম ভয় হইতে অতিশয় বিপদগ্রস্ত শ্রীশিবকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধার করেন। এস্থলে বিপদ বলিতে শ্রীশিব স্বয়ং ত্রিপুরাসুরকে যে বর দিয়াছিলেন, সেই বর-প্রভাবে উন্মত্ত অসুরকে স্বয়ং পরাজয় করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন। বৃকাসুর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুধাবন করিয়া কৈলাস-চালনাদিরূপ উপদ্রব করিলে তিনি অতিশয় সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিলেন, সেই অবস্থায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই ময়-রসকূপপান ও বৃকমোহন এবং রাবণবধাদি দ্বারা শ্রীশিবকে সেই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থে জ্ঞাতব্য। বৎস নারদ! বলিব কি, স্বকৃত অপরাধের জন্য শ্রীশিব লজ্জিত হইলেও আমার মত তিরস্কৃত হয়েন নাই; বরং অমৃততুল্য মধুর বাক্য দ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ধনের জন্য বলিয়াছিলেন—'অহো! এই পাপ অসুর নিজ পাপেই নষ্ট হইয়াছে। হে ঈশ্বর! মহৎ ব্যক্তিদিগের প্রতি অপরাধ হইলে কোন্ ব্যক্তি মঙ্গল লাভ করিতে পারে? আপনি জগৎগুরু, যে দুর্বৃত্তরা আপনার নিকট অপরাধী, তাহাদের কথা আর কি-বলিব?' আরও শ্রবণ কর, সেই ভগবান শ্রীশিবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া স্বয়ং শ্রীপরশুরামাদিরূপে তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্তের ন্যায় ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া থাকেন। আচ্ছা, স্বয়ং ভগবান শ্রীপরশুরামাদিরূপে কিজন্য শ্রীশিবের আরাধনা করিয়া থাকেন? নিজের মাহাত্ম্য হইতেও শ্রীশিবের মাহাত্ম্যাতিশয় সিদ্ধির জন্য। এতদ্দ্বারা শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবানের স্নেহবিশেষ দর্শিত হইল।

সারশিক্ষা

৮৭-৮৮। শাস্ত্রে যেমন অংশ শব্দের তাৎপর্যে অংশাবতার হইতে আবেশাবতার পর্যন্ত এবং অংশী শব্দের তাৎপর্যে মহাবিষ্ণু হইতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত গৃহীত হইয়া থাকে, সেইরূপ এস্থলেও 'স্বয়ং ভগবান্' বলিতে ষোড়শাবতার শ্রীপরশুরাম, অর্থাৎ যিনি ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গকে ব্রাহ্মণ-দ্রোহী দেখিয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়শূন্য করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে ইনি স্বয়ং ভগবানের আবেশাবতার। অর্থাৎ ভগবান শ্রীহরির শক্ত্যাবেশাবতার। এইপ্রকারে শ্রীহরি স্বয়ংই কোন কোন মহত্তম প্রাণীর মধ্যে প্রবেশপূর্বক আপনার অভিপ্রেত কার্য সাধন করিয়া থাকেন।

৮৯। তিষ্ঠতাপি স্বয়ং সাক্ষাৎ কৃষ্ণেনামৃতমন্থনে।
প্রজাপতিভিরারাধ্য স গৌরীপ্রাণবল্লভঃ॥

৯০। সমানায্য বিষং ঘোরং পায়য়িত্বা বিভূষিতঃ।
মহামহিমধারাভিরভিষিক্তশ্চ তৎ স্ফুটম্॥

মূলানুবাদ

৮৯-৯০। অমৃতমন্থনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়াও প্রজাপতিগণ দ্বারা আরাধনা করাইয়া গৌরী-প্রাণবল্লভকে আনয়নপূর্ব্বক ঘোর বিষ পান করাইয়া নীলকণ্ঠ-নাম দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন। ইহাতে কি স্পষ্ট বোধ হইতেছে না যে, প্রভু তাঁহাকে মহামহিমাধারায় অভিষিক্ত করিয়াছিলেন?

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮৯-৯০। স্বয়ং সাক্ষাত্তিষ্ঠতেত্যয়ং ভাবঃ। ভগবতি সাক্ষাত্তত্রৈব বিরাজমানে কিং নাম বিষতো ভয়ং স্যাৎ? তথাপি তদ্ভয়োৎপাদনেন তৎপ্রতীকারাকরণাদিনা চ তদর্থং শ্রীশিবস্যানয়নাদিকং কেবলং তদীয়মহামহিমবিখ্যাপনায়েতি। প্রজাপতিভিঃ কৃত্বা আরাধ্য স্তোত্রাদিভিরভ্যর্থ্য সংমান্যেতি বা। গৌরীপ্রাণবল্লভ ইতি তস্যাঃ পরমানভীষ্টমপি তদ্বিষপানং কারয়িত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা, তেন তস্যা অপি মহিমভরঃ সম্পাদিত ইতি ভাবঃ। বিভূষিতো নীলকণ্ঠত্বেন; মহতাং মহিম্নাং সাক্ষাৎ সত্য ভগবতাপি যন্ন কৃতং, তন্মহাদেবেন কৃতমিত্যেবমাদিরূপাণাং মাহাত্ম্যানাং ধারাভিঃ পরম্পরাভিঃ স্ফুটং তৎসর্ব্বং সর্ব্বতো ব্যক্তমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৯-৯০। সমুদ্রমন্থনের সময় স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু সাক্ষাৎ বর্তমান। এখানে 'সাক্ষাৎ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, শ্রীভগবান সাক্ষাৎ বিরাজমানে কি বিষের ভয় হইতে পারে? তথাপি বিষ-ভয়-উৎপাদন করাইয়া এবং তৎপ্রতিকার নিমিত্ত প্রজাপতি-সকল-দ্বারা আরাধনা করাইয়া শ্রীশিবকে আনয়ন করিলেন; ইহা কেবল তদীয় মহামহিমা বিখ্যাপনই প্রভুর উদ্দেশ্য। পরে সেই সকল প্রজাপতিগণ দ্বারা আরাধনা অর্থাৎ স্তোত্রাদি দ্বারা অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। 'গৌরীপ্রাণবল্লভ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, শ্রীশিবের বিষপান গৌরীর নিতান্ত

অনভীষ্ট, তথাপি তিনি সেই বিষ পান করাইয়াছিলেন। অথবা তিনি বিষপান করাইয়া শ্রীশিবের মহিমারাশি সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া সেই সঙ্গে তাঁহারও মহিমা বিস্তার হইয়াছিল। এইপ্রকারে শ্রীভগবান শ্রীশিবকে নীলকণ্ঠ-নাম-দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন; ইহাতে কি স্পষ্ট বোধ হইতেছে না যে, ভগবান মহামহিমা-পরম্পরাধারাসমূহ দ্বারা অভিষিক্ত করিয়াছিলেন? এইপ্রকারে শ্রীভগবান স্বয়ং সাক্ষাৎ থাকিয়াও যাহা করিলেন না, নিজপ্রিয়তম শ্রীমহাদেবের দ্বারা তাহা সম্পাদন করাইয়া জগতে তাঁহার মহামহিমা বিস্তার করিলেন।

৯১। পুরাণান্যেব গায়ন্তি দয়ালুত্বং হরের্হরে।
জ্ঞায়তে হি ত্বয়াপ্যেতৎ পরং চ স্মর্য্যতাং মুনে॥

মূলানুবাদ

৯১। হে মুনে! শ্রীশিবের প্রতি শ্রীহরির দয়ালুত্ব পুরাণসকলও গান করিয়া থাকেন এবং তাহা তুমিও জ্ঞাত আছ, স্মরণ করিয়া দেখ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯১। তদেবাহ—পুরাণানীতি। হরে শ্রীরুদ্রে বিষয়ে হরের্দয়ালুত্বং পরমবাৎসল্যম্; অতএব তন্মদুক্তং সর্ব্বং ত্বয়াঽপি জ্ঞায়ত এব, ন তু কেবলং ময়ৈব। পরং মদুক্তাদন্যচ্চ শ্রীরুদ্রাদুত্তমপুত্রোৎপত্তি-বরগ্রহণাদিকং জ্ঞায়ত এব। কেবলং স্মর্য্যতাং সম্প্রতি হৃদয়েঽনুসংধীয়তাম্; মুনে হে মননশীল॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯১। তাহাই 'পুরাণানি' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, শ্রীশিবের প্রতি শ্রীহরির দয়ালুত্ব পুরাণাদি গান করিয়া থাকেন। অতএব আমার কথিত শ্রীহরির পরমবাৎসল্যাদি তুমিও জ্ঞাত আছ, কেবল আমি নহি। আর তাঁহার অন্যান্য মহিমা অর্থাৎ শ্রীরুদ্র হইতে শ্রীভগবানের উত্তম পুত্রবর গ্রহণাদির বিষয়ও জ্ঞাত আছ। হে মননশীল! সম্প্রতি তাহা হৃদয়ে স্মরণ করিয়ে দেখ।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৯২। গুরুং প্রণম্য তং গন্তুং কৈলাসং গিরিমুৎসুকঃ।
আলক্ষ্যোক্তঃ পুনস্তেন স্বপুত্রঃ পুত্রবৎসলে॥

মূলানুবাদ

৯২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে পুত্রবৎসলে! অনন্তর শ্রীনারদ গুরুকে প্রণাম করিয়া শ্রীশিবলোকে গমন করিতে উৎসুক হইলেন, তাহা দেখিয়া শ্রীব্রহ্মা নিজপুত্র সেই নারদকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৯২। জনকত্বেনোপদেষ্টৃত্বেন চ গুরুং তং ব্রহ্মাণং; কৈলাসং তৎসংজ্ঞকং গিরিং গন্তুমুৎসুক উদ্যত আলক্ষ্য সর্ব্বজ্ঞত্বাত্তদীয়-হৃদয়বৃত্তিজ্ঞানেন; কিংবা ব্রহ্মালোকতো ভূর্লোকাগমনায়াধোদৃষ্ট্যা কৈলাসাদ্রিদিগ্ভাগবীক্ষণেন লক্ষণেন জ্ঞাত্বা তেন ব্রহ্মণা স্বপুত্রো নারদ উক্তঃ; হে পুত্রবৎসলে! ইতি, যথা ভবতী স্নেহভরেণ মামনুগৃহ্ণাতি তথা সোঽপি তং প্রতি তাদৃগুক্তবানিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯২। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদের জনক এবং উপদেষ্টা বলিয়া গুরু, এজন্য দেবর্ষি গুরুকে প্রণাম করিয়া কৈলাসগিরিতে গমন করিতে উৎসুক হইলেন; কিন্তু শ্রীব্রহ্মা সর্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার হৃদয়বৃত্তি বুঝিতে পারিলাম। কিংবা ব্রহ্মালোক হইতে ভূলোক গমনের জন্য বারবার অধোদৃষ্টি এবং কৈলাসগিরির দিকে অবলোকনাদি লক্ষণে তাঁহাকে কৈলাসগিরি গমনে উদ্যত দেখিয়া ব্রহ্মা নিজপুত্র সেই নারদকে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন। (শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন) হে পুত্রবৎসলে! আপনি যেরূপ স্নেহভরে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তিনিও দেবর্ষির প্রতি বাৎসল্যভরে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

৯৩। কুবেরেণ পুরারাধ্য ভক্ত্যা রুদ্রো বশীকৃতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে তস্য কৈলাসেঽধিকৃতে গিরৌ॥

৯৪। তদ্‌বিদিক্‌পালরূপেণ তদ্‌যোগ্যপরিবারকঃ।
বসত্যাবিষ্কৃতস্বল্পবৈভবঃ সন্নুমাপতিঃ॥

মূলানুবাদ

৯৩-৯৪। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন, পুরাকালে কুবের ভক্তিসহকারে আরাধনা করিয়া শ্রীরুদ্রকে বশীভূত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য শ্রীউমাপতিও এই ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রকাশিত কৈলাসগিরিতে ঈশানকোণের দিক্‌পালরূপে যথোচিত পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া স্বল্পবৈভব আবিষ্কারপূর্বক বাস করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৩-৯৪। বশীকৃতঃ সন্ ব্রহ্মাণ্ডাভ্যন্তরে বসতীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তস্য কুবেরস্যাধিকৃতে ধনেশতাধিকার-ব্যাপ্যে সৈব কৈলাস-সম্বন্ধিনী বিদিক্ ঐশানকোণস্তস্যাঃ পালকরূপেণ, ন তু নিজপরমৈশ্বর্য্যানুরূপেণ। অতস্তস্য বিদিক্‌পালরূপস্য যোগ্যা উচিতাঃ পরিবারা ভৃত্যমিত্রাদয়ো যস্য তথাভূতঃ সন্; অতএবাবিষ্কৃতং স্বল্পং প্রপঞ্চাতীত-নিজপরমৈশ্বর্য্যাপেক্ষয়াঽল্পং বৈভবং যেন তাদৃশশ্চ সন্; উমাপতিরিত্যনেন তয়া সহ বসতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৩-৯৪। শ্রীকুবেরের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া শ্রীশিব ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে আবিষ্কৃত কৈলাসগিরিতে বাস করিতেছেন, তাহাই 'কুবেরেণ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। শ্রীকুবেরের অধিকৃত কৈলাস-সম্বন্ধিনী বিদিক্ অর্থাৎ ঈশান কোণের পালকরূপে যথোচিত ভৃত্য-মিত্রাদি পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন; কিন্তু তথায় তিনি নিজের পারমৈশ্বর্যানুরূপ বৈভব প্রকটন করেন নাই। অর্থাৎ ঐ স্থানে তাঁহার প্রপঞ্চাতীত নিজ বৈভব সম্যক্ আবিষ্কৃত না হইলেও তিনি তদপেক্ষা স্বল্প বৈভব আবিষ্কার করিয়াই বাস করিতেছেন। 'উমাপতি' বাক্যের ব্যঞ্জনা এই যে, উমাদেবী সহবাস করিতেছেন।

৯৫। যথাহি কৃষ্ণো ভগবান্ মাদৃশাং ভক্তিযন্ত্রিতঃ।
মম লোকে স্বরাদৌ চ বসত্যুচিতলীলয়া॥

মূলানুবাদ

৯৫। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ মাদৃশ দেবতাদিগের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া আমার এই সত্যলোকে ও স্বর্গাদিতে লীলার উপযোগী স্বল্পবৈভব আবিষ্কারপূর্বক বাস করিয়া থাকেন, শ্রীমহাদেবও তদ্রূপ কৈলাসগিরিতে লীলাযোগ্য স্বল্প বৈভব আবিষ্কার করিয়া বাস করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৫। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। মাদৃশামিতি বহুত্বেন কশ্যপাদীন্ গৃহ্ণাতি। স্বর্গাদারিত্যাদি-শব্দেন স্বর্গাদধস্তনভূর্লোকাদেরুপরিতন-মহর্লোকাদীনাং চ গ্রহণম্। উচিতা তত্তল্লোকবসতের্যোগ্যা যা লীলা-পরিচ্ছদ-পরিবার-বৈভবাবিষ্করণাদিরূপা তয়া; যাদৃগ্‌ভির্যাবদ্ভিশ্চ পরিচ্ছদাদিভিঃ সহিতো যাদৃশীং ক্রীড়া কুর্ব্বন্, যেন রূপেণ বস্তুমর্হতি তথা তত্র বসতীত্যর্থঃ। অত কৌবেরদিগ্‌বর্ত্তিকৈলাসগিরিগমনেন শ্রীমহাদেবস্য স্বল্পৈশ্বর্য্য-দর্শনেন মত্তঃ সকাশাত্তদীয়ো মহামহিমাতিশয়ো বিজ্ঞাতো ন স্যাদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৫। তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ যেমন মাদৃশ আধিকারিক দেবতাদিগের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া আমার লোকে ও স্বর্গাদিতে যথোচিত লীলাদি আবিষ্কারপূর্বক বাস করিয়া থাকেন। এখানে 'মাদৃশাং' বহুবচনে কশ্যপাদিও গৃহীত হইয়াছেন। আর স্বর্গাদি বলিতে স্বর্গের অধঃস্তন ভূলোকাদি ও ঊর্ধ্বলোক মহর্লোকাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। 'যথোচিত' বলিতে তত্তৎলোকে বসতির উপযোগী লীলা-পরিচ্ছদ-পরিবারাদি বৈভব আবিষ্কার করিয়া থাকেন, বুঝিতে হইবে। তদ্রূপ শ্রীশিবও কৈলাসগিরিতে সমুচিত লীলা-বৈভবাদি আবিষ্কার করিয়াই বাস করিতেছেন। অর্থাৎ লীলানুরূপ পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া এবং নিজের যাদৃশ বৈভব প্রকাশের উপযোগী, তাদৃশ প্রভাব ও লীলা-বৈভবাদি আবিষ্কারপূর্বক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। অতএব ঈশান্‌দিক্‌বর্তি কৈলাসগিরি গমন করিয়া শ্রীমহাদেবের তত্তৎ ঐশ্বর্য দর্শন কর; তবে দর্শন করিলেই যে মৎ-কথিত তদীয় মহামহিমাতিশয় সম্যক্ জ্ঞাত হইবে, তাহা বলা যায় না। কারণ, তিনি তথায় স্বল্প বৈভব আবিষ্কার করিয়াই বাস করিতেছেন।

৯৬। অথ বায়ুপুরাণস্য মতমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্।
শ্রীমহাদেবলোকস্তু সপ্তাবরণতো বহিঃ॥
৯৭। নিত্যঃ সুখময়ঃ সত্যো লভ্যস্তৎসেবকোত্তমৈঃ।

মূলানুবাদ

৯৬-৯৭। এক্ষণে বায়ুপুরাণের মত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণের বহির্ভাগে যে শ্রীমহাদেবলোক বিরাজ করিতেছেন, তাহা নিত্য, সুখময় ও সত্যস্বরূপ। তাঁহার উত্তম সেবক সকলই ঐ লোক লাভ করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৬-৯৭। ননু তর্হি কুত্রান্যস্তল্লোকো বর্ত্তত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—শ্রীমহাদেবেতি। ব্রহ্মাণ্ডকটাহস্যৈব পৃথিব্যাবরণত্বাত্তদিতরাণি সপ্তাবরণানি, তেভ্যো বহিঃ, অতো নিত্যঃ, ন তু ব্রহ্মাণ্ডবদ্‌বিনশ্বরঃ; তত্র চ ন মায়িকঃ কিন্তু সত্যঃ; অতঃ কেনাপি দুঃখেন ন সংভিন্ন ইত্যাহ—'সুখময়ঃ আনন্দপরিপাকরূপঃ' ইত্যর্থঃ! অতএব তস্য মহাদেবস্য সেবকেষু উত্তমৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ তদ্‌ভক্তৈকনিষ্ঠৈঃ। যদ্বা, শ্রীশিব-কৃষ্ণাভেদ-দর্শিভিরেব লভ্যঃ লব্ধুং শক্যঃ, ন তু কর্ম্মপরৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈর্বা, শ্রীকৃষ্ণাপৃথক্‌ত্বেন শ্রীশিবোপাসকৈর্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৬-৯৭। আচ্ছা, ঐ কৈলাসগিরিতে যদি স্বল্প বৈভব প্রকাশ হয়, তাহা হইলে তাঁহার মহৈশ্বর্যপূর্ণ অন্য লোক কোথায় বর্তমান রহিয়াছে? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—'শ্রীমহাদেব' ইত্যাদি। ব্রহ্মাণ্ডকটাহের পৃথিব্যাদি সপ্ত আবরণের বহির্ভাগে যে শ্রীশিবলোক বিরাজ করিতেছেন, তাহা নিত্য, অবিনশ্বর, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডবৎ নশ্বর বা মায়িক নহে, নিত্য—সত্যরূপ। অতএব কোনপ্রকার দুঃখ-সম্পর্ক নাই, সুখময়—আনন্দপরিপাকরূপ। অতএব শ্রীমন্মহাদেবের শ্রেষ্ঠ ভক্তসকল ঐ লোক লাভ করিয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ ভক্ত কাহারা? যাঁহারা শ্রীশিব ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদদর্শী, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্বেশ্বরত্ব-নিবন্ধন যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীশিবে অভেদবুদ্ধি করিয়া শ্রীশিবের উপাসনা করেন, তাঁহারা কদাচ শ্রীশিবকে পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধি করেন না। কারণ, সর্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণেই স্বীয় ভক্তি বিস্তার জন্য ভক্তাবতার শ্রীশিবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এইপ্রকার শ্রীশিব ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদ-দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠ ভক্তগণই সেই চিন্ময় শ্রীশিবলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীশিবকে পৃথক্ ঈশ্বরবুদ্ধিতে উপাসনা করেন,

কিংবা তাদৃশ কর্মপর ব্যক্তিগণ কিংবা তাদৃশ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কদাচ সেই চিন্ময় শিবলোকে গমন করিতে পারেন না।

সারশিক্ষা

৯৬-৯৭। শ্রীবৈষ্ণবাধিরাজরূপেই শ্রীশিবের উপাসনা শাস্ত্রবিহিত আচরণ। কোন বৈষ্ণবের যদি শ্রীশিবের পূজন আবশ্যক হয়, তবে তিনি শ্রীশিবমূর্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে পারেন। এসম্বন্ধে শ্রীবিষ্ণুধর্মোত্তরে একটি ইতিহাস আছে। তাহা এইরূপ—বিম্বক সেন নামক কোন এক ঐকান্তিক ভক্ত তীর্থপর্যটন করিতে করিতে কোন সময়ে এক গহনকাননের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইলেন; সেইস্থানে মৃগয়ার্থ সমাগত কোন এক রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তিনি নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। অতঃপর রাজা বলিলেন, আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে, আমার প্রতিনিধিরূপে তুমি আমার ইষ্টদেব শ্রীশিবের পূজা কর। তদুত্তরে সেই ভক্ত বলিলেন, আমি একান্তী, শ্রীহরিকেই একমাত্র পূজনীয় বলিয়া জানি এবং অন্যকে পূজা করি না। এইজন্য ভক্ত শ্রীশিবপূজায় স্বীকৃত হইলেন না দেখিয়া রাজা ক্রোধভরে ঐ ভক্তের মস্তকছেদন করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলেন; কিন্তু ভক্ত ঐ প্রকারে মৃত্যুবরণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া শ্রীশিবপূজায় সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং সেই শিবালয়ে গমন করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, প্রলয়ের কারণস্বরূপ তমোগুণবৃদ্ধি-নিবন্ধন শ্রীরুদ্র এই তমোভাব অঙ্গীকার করিয়া থাকেন; কিন্তু তমোগুণ-নাশকারী শ্রীনৃসিংহদেব তমোগুণবিশিষ্ট দৈত্যসকলের বক্ষবিদারকরূপে প্রকট হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহারই উপাসনা করিব। এইরূপ সংকল্প করিয়া সেই শ্রীশিবলিঙ্গে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিলেন। অর্থাৎ সেই ভক্ত পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক 'শ্রীনৃসিংহায় নমঃ' বলিয়া পূজা সমাপন করিলেন। এমন সময়ে সেই রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলেন। অতঃপর অকস্মাৎ সেই শিবলিঙ্গ স্ফুটিত হইল এবং শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া সেই রাজাকে বিনাশ করিলেন। দাক্ষিণাত্যে 'লিঙ্গস্ফোটক' নামে এই শ্রীমূর্তি এখনও অতীতের সাক্ষীস্বরূপে বিরাজিত! অতএব অনন্যশরণ ভক্তগণ শ্রীশিবকে বৈষ্ণবরূপেই পূজা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা শ্রীশিবলিঙ্গকে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান বলিয়াও মনে করেন। পরন্তু বরাহপুরাণে উক্ত আছে—বৃষধ্বজ রাজা শ্রীশিবের আরাধনায় পাপক্ষয় করিয়াছিলেন এবং সহস্র জন্মের পর বৈষ্ণবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীশিবভক্তি ও বিষ্ণুভক্তির মধ্যে সুমহান ভেদ দৃষ্ট হইতেছে। বিশেষতঃ স্বতন্ত্ররূপে শ্রীশিবের পূজা করিলে ভৃগুদত্ত পাপও আপতিত হইতে পারে, সুতরাং ভৃগুর শাপ-হেতু বেদবিহিত শ্রীমহাদেবের ব্রত (স্বতন্ত্ররূপে) করিলেও পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয়, বুঝা যাইতেছে।

৯৮। সমানমহিমশ্রীমৎপরিবারগণাবৃতঃ।
মহাবিভূতিমান্ ভাতি সৎপরিচ্ছদমণ্ডিতঃ॥
শ্রীমৎসঙ্কর্ষণং স্বস্মাদভিন্নং তত্র সোঽর্চ্চয়ন্।
নিজেষ্টদেবতাত্বেন কিংবা নাতনুতেঽদ্ভুতম্॥

মূলানুবাদ

৯৮। সেই লোকে শ্রীমহাদেব নিজতুল্য মহিমাশালী ও শোভাসম্পন্ন পরিবারবর্গে পরিবেষ্টিত এবং মহাবিভূতিসম্পন্ন ছত্র, চামর ও পরিচ্ছদাদি দ্বারা মণ্ডিত হইয়াও আপনা হইতে অভিন্ন শ্রীমৎ সঙ্কর্ষণদেবের অর্চনায় নিরত হইয়া ঐ লোকে বিরাজ করিতেছেন। হে নারদ! তিনি তথায় ঐ শ্রীসঙ্কর্ষণদেবকে নিজের ইষ্টদেবতার ন্যায় অর্চনা করিয়া কি না অদ্ভুত মহিমা বিস্তার করিতেছেন!

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৮। সমানো মহাদেবেন তুল্যো যো মহিমা মহৈশ্বর্য্যাদিঃ; শ্রীশ্চাঙ্গাদিশোভা তদ্‌যুক্তৈঃ পরিবারগণৈঃ; যদ্বা, সমানমহিমানশ্চ শ্রীমন্তশ্চ যে পরিবারগণাস্তৈরাবৃতো ব্যাপ্তঃ। মহাবিভূতয়ঃ নিত্যসত্যবিচিত্রগৃহবিমানাদয়ঃ, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষভক্ত্যাদয়ো বা পারমৈশ্বর্য্যসম্পদস্তাভির্যুক্তো সন্তঃ ব্রহ্মাপেক্ষয়াত্যুৎকৃষ্টা যে পরিচ্ছদাঃ ছত্রচামরালঙ্কারাদয়স্তৈর্মণ্ডিতঃ। কিঞ্চ, তত্র লোকে নিজেষ্টদেবতাত্বেন শ্রীমন্তং সঙ্কর্ষণং তৎসংজ্ঞকং সহস্রফণমালিনং ভগবন্তং স শ্রীমহাদেবোঽর্চ্চয়ন্ পূজয়ন্। কিংবা অদ্ভুতং বিস্ময়ং ন আতনুতে? অপিতু সর্ব্বেষাং পরমবিস্ময়ং বিস্তারয়তীত্যর্থঃ। কুতঃ? স্বস্মান্মহাদেবাদভিন্নং দ্বয়োরেব তয়োর্ভগবদবতারত্বাৎ, বিশেষতঃ সংহারে শ্রীসঙ্কর্ষণস্য শ্রীরুদ্রাভিব্যক্তিপদত্বাৎ তমোগুণাধিষ্ঠাতৃত্বেনৈকরূপত্বাচ্চ। এবমভিন্নস্যাপি নিজেষ্টদেবতাত্বেন পূজনাৎ সর্ব্বেষাং বিস্ময়মতীব কুর্য্যাদিতি ভাবঃ। অথবা কিংবা অদ্ভুতং নৃত্যস্তুত্যাদিকৌতুকং নাতনুতে। অভিন্নস্যাপীষ্টদেবত্বেনোপাসনয়ানন্দবিশেষাবির্ভাবাদিতি দিক্। অতএবেলাবৃতবর্ষে শ্রীশিবস্যেষ্টদেবত্বেন শ্রীসঙ্কর্ষণার্চ্চনং পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীশুকেনাপ্যুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৮। শ্রীমন্মহাদেবের ভক্তসকলও তাঁহারই ন্যায় অতুল্য মহৈশ্বর্যমণ্ডিত ও শোভাসম্পন্ন। অথবা তাঁহারা শ্রীশিবের তুল্য মহিমাবিশিষ্ট এবং শোভাসম্পন্ন

পরিবারবর্গে পরিবৃত ও মহাবিভূতিযুক্ত ছত্র-চামরাদি পরিচ্ছদ দ্বারা পরিমণ্ডিত। আরও শ্রবণ কর, স্বয়ং মহাদেব যেরূপ মহাবিভূতিবিশিষ্ট অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও ভক্তি আদি সর্বসম্পদযুক্ত এবং নিত্য সত্য বিচিত্র গৃহ-বিমানাদি পারমৈশ্বর্যসেবিত, তাঁহারাও তদ্রূপ পারমৈশ্বর্যমণ্ডিত এবং ঐ সম্পদ ব্রহ্মাদি দেবগণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আবার শ্রীমহাদেব শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের অর্চনায় রত হইয়া ঐ লোকে বিরাজ করিতেছেন। সেই সঙ্কর্ষণদেব কিরূপ? শ্রীমৎসঙ্কর্ষণ অর্থাৎ তৎসংজ্ঞক সহস্র ফণামালি ভগবান। তাঁহাকে শ্রীমহাদেব নিজের অভীষ্টদেবতার ন্যায় অর্চনা করিতেছেন এবং সেই অর্চনা ব্যপদেশে পরমাদ্ভুত মহিমাও বিস্তার করিতেছেন। কিংবা অদ্ভুত বিস্ময়ভাব কি প্রকাশ করিতেছেন না? অপিচ সকলেরই পরম বিস্ময়-ভাব বিস্তার করিতেছেন। সেই নিজেষ্টদেবকে কিরূপে অর্চন করিতেছেন? আপনা হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া। যদিও শ্রীসঙ্কর্ষণ ও শ্রীমহাদেব দুইজনই শ্রীভগবদতাররূপে প্রসিদ্ধ, তথাপি সংহারকার্যে শ্রীসঙ্কর্ষণই মূল এবং তাঁহার অভিব্যক্তি-পদ-হেতু উভয়েই তমোগুণের অধিষ্ঠাতৃরূপে একই স্বরূপ। কিন্তু এইপ্রকারে অভিন্ন হইয়াও নিজেষ্টদেবরূপে পূজনই অতিশয় বিস্ময়কর ব্যাপার অর্থাৎ এইরূপ পূজাদ্বারা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। কিংবা তিনি নিজের অভীষ্টদেবতার অর্চনকালে নৃত্য স্তুতি আদি অদ্ভুত কৌতুক বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার এইপ্রকার আনন্দবিশেষ আবির্ভাবের হেতু এই যে, আপনার অভিন্নস্বরূপ হইলেও শ্রীসঙ্কর্ষণকেই অভীষ্টদেবতারূপে অর্চন করিতেছেন। অতএব ইলাবৃতবর্ষে শ্রীশিবের ইষ্টদেবস্বরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণের অর্চনাদির বিষয় পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীশুকদেব কর্তৃক উক্ত হইয়াছে।

৯৯। তত্র গন্তুং ভবান্ শক্তঃ শ্রীশিবে শুদ্ধভক্তিমান্।
অভিগম্য তমাশ্রিত্য কৃপা কৃষ্ণস্য পশ্যতু॥

মূলানুবাদ

৯৯। হে নারদ! তুমি শ্রীশিবে শুদ্ধভক্তিমান বলিয়া সেই স্থানে গমন করিতে সমর্থ। অতএব তুমি সেই শ্রীশিবলোকে গমন কর এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা অবলোকন কর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৯। ননু কথং তর্হি ময়া স লোকো গন্তুং শক্যস্তত্রাহ—তত্রেতি। কৃষ্ণেণ সহাভেদেন প্রেম্ণা যা ভক্তিঃ সা শুদ্ধা তদ্‌যুক্তঃ। মতুর্ভূম্নি প্রশংসায়াং বা; তং শ্রীশিবম্ আশ্রিত্য চ প্রণামস্তোত্রাদিভিরারাধ্য কৃপালক্ষণদর্শনেন কৃপামেব সাক্ষাৎ পশ্যত্বিতি কার্য্যকারণয়োরভেদবিবক্ষয়োক্তম্। যদ্বা, অনুভবত্বিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৯। ভাল, তাহা হইলে আমি কিরূপে সেই শ্রীশিবলোকে গমন করিতে সক্ষম? তাহাতেই বলিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদি। তুমি যখন শ্রীমহাদেবে 'শুদ্ধভক্তিসম্পন্ন' বলিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদদৃষ্টিতে শ্রীশিবের প্রতি শুদ্ধভক্তিযুক্ত বুঝিতে হইবে। অতএব তুমি সেই শিবলোকে গমনপূর্বক তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ প্রণাম ও স্তোত্রাদি দ্বারা আরাধনা করিয়া তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপালক্ষণ অবলোকন কর বা সাক্ষাৎ অনুভব কর। অর্থাৎ কৃপার লক্ষণ যে 'ভক্তি আচরণ' এবং সেইহেতু 'কৃপা' এতদুভয় সাক্ষাৎ অনুভব কর। এখানে ভক্তি ও কৃপা পরস্পর কার্য-কারণরূপে অভেদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১০০। ইত্যেবং শিক্ষিতো মাতঃ শিবকৃষ্ণেতি কীর্ত্তয়ন্।
নারদঃ শিবলোকং তং প্রযাত কৌতুকাদিব॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে শ্রীভগবৎকৃপাভর-নির্দ্ধারখণ্ডে
দিব্যো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

১০০। শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন, হে মাতঃ! শ্রীনারদ এই প্রকারে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া 'শিব' 'কৃষ্ণ' কীর্তন করিতে করিতে আনন্দের সহিত সেই শিবলোকে গমন করিলেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলানুবাদ সমাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০০। ইত্যেবং শ্রীকৃষ্ণাভেদবুদ্ধ্যা শিবাশ্রয়ণং শিক্ষিতঃ সন্ পরমাদ্ভুতশ্রবণেন যৎ কৌতুকং চিত্তচমৎকারস্তস্মাৎ প্রকর্ষেণ যাতঃ প্রাপ্তঃ স এবেতি লোকোক্তৌ। যদ্বা, উৎপ্রেক্ষায়াং সর্ব্বং তৎ স্বয়ং জানন্নপি লোকে শ্রীকৃষ্ণকৃপাভারাস্পদ-জনবিখ্যাপনায়েতস্ততো ভ্রমন্ শিবলোকময়ং যৎপ্রযাতস্তন্মন্যে-পরমাশ্চর্য্য দিদৃক্ষাকৌতুকাদেবেতি॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে টীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাং প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

১০০। এইপ্রকার উপদিষ্ট হইয়া অর্থাৎ শ্রীনারদ শ্রীব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদ বুদ্ধিতে শ্রীশিবাশ্রয়ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এবং পরমাদ্ভুত শ্রীশিবলোক-মাহাত্ম্য শ্রবণজনিত কৌতুকভরে শিবলোকে গমন করিলেন। অথবা ইহা উৎপ্রেক্ষামাত্র অর্থাৎ শ্রীনারদ সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণকৃপাভরপাত্র নির্ধারণ এবং তাহার তত্ত্বই জগতে বিখ্যাপন নিমিত্তই যেন (অজানা ব্যক্তির ন্যায়) শ্রীব্রহ্মার কথা শুনিয়া কৌতুকবশতঃ শিবলোক গমন বা পরমাশ্চর্যভূত শ্রীকৃষ্ণকৃপালক্ষণ অবলোকন জন্য গমন করিলেন।

সারশিক্ষা

১০০। উৎপ্রেক্ষা বলিতে প্রকৃতবস্তুতে অন্যপ্রকার সম্ভাবনারূপ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ভক্তগণের উৎকর্ষ নির্ণয় করিতে গিয়া দেবর্ষি শ্রীনারদ প্রয়াগ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, শ্রীব্রহ্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের

অনুগ্রহপাত্র। আর এই অনুগ্রহের হেতু হইল তাঁহার পরমেষ্ঠিপদের বৈভবত্বা এবং লোকপালকত্ব ও শিষ্য-প্রশিষ্যাদিক্রমে যজ্ঞাদির প্রবর্তন। কিন্তু শুদ্ধাভক্তিলক্ষণ প্রসঙ্গে উক্ত আছে—'ধন ও শিষ্যাদি দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা কদাচ উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।' কারণ, এস্থলে ভক্তিবিষয়ে স্বয়ং অনুষ্ঠাতার শৈথিল্যবশতঃ ভক্তির উত্তমতার হানি হইতেছে। আবার ভক্ত্যঙ্গসমূহের মধ্যে অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণাদি ব্যাপারে ধন-শিষ্যাদির প্রয়োজনীয়তাও নাই; কিন্তু পরিচর্যামূলক যজ্ঞাদির অঙ্গসমূহে ধন-শিষ্যাদির প্রয়োজন দেখা যায়। কারণ, যজ্ঞাদি ব্যাপার একজনের পক্ষে একসময়ে সম্পাদন অসম্ভব। অতএব যে যে অঙ্গে ধন ও শিষ্যাদির প্রয়োজনীয়তা, তাহাতে ভক্তির মুখ্যত্ব-হানি হইলেও সর্বাঙ্গীন হানি হইল না। বিশেষতঃ তিনি স্বয়ং বিষয়ভোগের কামনায় ধন ও শিষ্যাদি নিয়োগ না করিয়া ভগবদ্দাস্য প্রাপ্তির জন্যই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এইরূপ পরিচর্যামূলক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা ভক্তিতে নিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেই সেই ভক্তি অভীপ্সিত ফলদায়িনী হয়। কিন্তু ইহাও শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, সকল বিষয় সম্পত্তি হইতে নিবৃত্তিই শান্তি এবং সেই শান্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। যথা—'যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্।

তৃষ্ণাক্ষয় সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শী কলাঃ॥'

পৃথিবীতে মনুষ্যলোকে যাহা কামভোগোৎপন্ন সুখ কিংবা দেবলোকের সুখভোগ, তাহা তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শ ভাগের একভাগও নহে।

অতএব শান্তির নিকট ধর্ম, অর্থ ও কাম তুচ্ছ বা গৌণ এবং মোক্ষই প্রধান হয়। এইরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানযুক্ত শান্তিপরায়ণ ব্যক্তি সমদৃষ্টিবশতঃ সর্বভূতের সুহৃদ এবং বিশ্বকে বাসুদেবময় জানিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন বলিয়া সংসারদুঃখ প্রাপ্ত হন না। এইপ্রকার বিচারপরায়ণ সাধক স্বীয় ভাবে প্রকটীকৃত শ্রীভগবানের স্মরণ-মননাদি করিয়া থাকেন এবং সেই ভগবদ্ভজন যে পরিমাণে প্রবল হয়, মুক্তিকামনা সেই পরিমাণেই দুর্বল হয়। যখন ভক্তিবাসনা পূর্ণভাবে তাঁহার হৃদ্দেশ অধিকার করে, তখনই মুক্তিকামনা নিঃশেষ হয়। এজন্য শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন—আত্মারাম-শিরোমণি শ্রীমহাদেবই শ্রীবিষ্ণুর সখা বলিয়া বিখ্যাত এবং ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তাঁহার সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র আর কেহ নাই। যেহেতু, তিনি শ্রীকৃষ্ণের চরণ-কমল-মকরন্দ পানে উন্মত্ত হইয়া ধর্মাদি চতুর্বর্গকে ও পারমৈশ্বর্য-ভোগকে তুচ্ছ করিয়াছেন এবং অস্মাদৃশ বিষয়াসক্ত আধিকারিক দেবতাদিগকে উপহাস করিবার নিমিত্তই যেন বিভূতি-বিভূষণাদি অঙ্গীকার করিয়া নিরন্তর ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া আছেন। বিশেষতঃ তিনি আমাদিগের অভিলষিত মোক্ষ ও ভক্তি প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া তাঁহার কৃপায় অনেকেই মুক্ত ও ভক্ত হইয়াছেন।

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে
টীকার-তাৎপর্য্য-সারশিক্ষা সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১। ভগবন্তং হরং তত্র ভাবাবিষ্টতয়া হরেঃ।
নৃত্যন্তং কীর্ত্তয়ন্তঞ্চ কৃতসঙ্কর্ষণার্চ্চনম॥

২। ভৃশং নন্দীশ্বরাদীংশ্চ শ্লাঘমানং নিজানুগান্।
প্রীত্যা সজয়শব্দানি গীতবাদ্যানি তন্বতঃ॥

৩। দেবীং চোমাং প্রশংসন্তং করতালীষু কোবিদাম্।
দূরাদ্দৃষ্ট্বা মুনির্হৃষ্টোঽনমদ্বীণাং নিনাদয়ন্॥

মূলানুবাদ

১—৩। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, মাতঃ! অতঃপর দেবর্ষি ঐ শিবলোকে সমাগত হইয়া দূর হইতে দেখিলেন, ভগবান শ্রীহর হরির ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের অর্চন করিতেছেন; কখনও নৃত্য কীর্তন করিতেছেন, কখনও বা প্রীতির সহিত জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্বক গীত-বাদ্যাদি-নিরত নন্দীশ্বর প্রভৃতি নিজ অনুচরবর্গকে বার বার সাধুবাদ প্রদান করিতেছেন। আর করতালি প্রদান-সমর্থা শ্রীউমাদেবীকেও প্রশংসা করিতেছেন। এইপ্রকার লীলা দর্শন করিয়া শ্রীনারদ অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং প্রণাম করিয়া বীণা বাদন করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

তৃতীয়ে তু শিবেনোক্তং স্বস্মাদ্বৈকুণ্ঠবাসিষু।
যথা কৃষ্ণকৃপাধিক্যং তেভ্যঃ প্রহ্লাদকে তথা॥

১—৩। তত্র শিবলোকে হরের্ভাবেন প্রেম্ণা আবিষ্টতয়াভিভূতত্বেন নৃত্যন্তং কীর্ত্তয়ন্তঞ্চ উচ্চৈঃ সুস্বরেণ নামোচ্চারণং স্তুতিঞ্চ 'ভজে ভজেন্যারণপাদপঙ্কজম্' (শ্রীভা ৫।১৭।১৮) ইত্যাদি পঞ্চমস্কন্ধোক্ত-সপ্তশ্লোকার্থানুসারিণাং কুর্ব্বন্তং হরং দূরাদ্দৃষ্ট্বা মুনিরনমদিতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। ভাবাবেশহেতুঃ; কৃতং সঙ্কর্ষণস্য

নিজেষ্টদেবস্য হরেরেবার্চ্চনং যেন তম্; অত্র চ শ্রীসঙ্কর্ষণস্য পূজাদিকং পূর্ব্ববদ্বিশেষতো বিস্তার্য্য নোক্তম্। শ্রীভগবদবতারত্বেন শ্রীশিবস্য কেবলং লোকেষু ভগবদ্ভক্তিরসপ্রবর্ত্তনার্থমেব তৎপূজনাৎ। যদ্যপি শ্রীব্রহ্মাপি শ্রীভগবদবতার এব, তথাপি 'শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিসকলং, ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ' ইত্যাদি বচনেভ্যো ব্রহ্মণোঽপি সকাশাৎ শ্রীশিবস্য ভগবতা সহাভেদবিশেষঃ শ্রূয়তে, যতঃ বশিষ্ঠাদেরপি ভাবি-ব্রহ্মাত্ব-শ্রবণাৎ; কদাচিজ্জীবস্যাপি ব্রহ্মাত্বং শ্রূয়তে, যথোক্তং শিবেনৈব—'স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্, বিরিঞ্চতামেতি' (শ্রীভা ৪।২৪।২৯) ইতি। ন তু কুত্রাপি—শ্রীশিবস্য জীবত্বং শ্রূয়তে; তথাচ তত্রৈব—'ততঃ পরং হি মাম্' ইতি, ন চ শিবো ভবতীত্যুক্তম্; অতঃ কেবলং ভক্তাবতারত্বেনৈবাত্র শ্রীভগবদনুগ্রহভরপাত্রভক্তগণমধ্যে তন্নির্দেশ ইতি দিক্। শ্লাঘমানং সাধুসাধ্বিতি প্রশংসন্তম্। তত্র হেতুঃ;—জয়শব্দ-সহিতানি গীত-বাদ্যানি প্রীত্যা বিতন্বতঃ বিস্তারেণ কুর্ব্বত; করতলীষু কোবিদাম্' ইতি বিচিত্র-মধুর-করতালিক-প্রয়োগচাতুরী সমর্থামিত্যর্থঃ। প্রীত্যেত্যেতস্যাপ্যত্রাপ্যনুষঙ্গঃ; এবং সর্ব্বেষামেব তৎপরিকরাণামপি নিজস্বাম্যনুবর্ত্তিত্বেন ভগবদ্ভক্তিপরত্বমুক্তম্; নমনঞ্চ শিরসৈবেত্যূহ্যম্, নৃত্যকালে বীণাবাদনস্য পরমৌচিত্যেন তদাসক্ত্যা, দণ্ডবৎপ্রণামাসম্ভবৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

তৃতীয় অধ্যায়ে (শ্রীশিবের উক্তি অনুসারে) শ্রীশিব অপেক্ষা বৈকুণ্ঠবাসিদিগের এবং তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণকৃপাধিক্য বর্ণিত হইতেছে।

১—৩। দেবর্ষি নারদ ঐ শিবলোকে শ্রীমন্ মহাদেবকে দূর হইতে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। শ্রীশিব নিজেষ্টদেব শ্রীসঙ্কর্ষণের পূজাদিতে তদীয় ভাবে আবিষ্ট হইয়া উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্তনের সহিত নৃত্য করিতেছেন। আর মাঝে মাঝে প্রীতিসহকারে স্তব করিতেছেন—'হে ভজনীয়! আপনি পরমেশ্বর, অতএব আপনাকেই ভজনা করি। হে প্রভো! আপনার পাদ-পঙ্কজ সর্বপ্রাণীর রক্ষক, আপনি ষড়বিধ ঐশ্বর্যাদিরও পরম আশ্রয়। কেবল ভক্তজনের হিতার্থ আপনি স্বরূপ প্রকটিত করেন।' ইত্যাদি প্রকারে (পঞ্চমস্কন্ধোক্ত শ্লোকানুসারে) শ্রীহরির স্তব করিতেছেন। এইপ্রকার ভাবাবেশ-হেতু শ্রীশিবের যে নিজেষ্টদেব শ্রীসঙ্কর্ষণের পূজা, তাহা ইতঃপূর্বে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে। আর শ্রীভগবানের অবতারত্ব-হেতু শ্রীশিবের যে তৎপূজনাদি, তাহাও কেবল জগতে ভগবদ্ভক্তিরস প্রবর্তনের জন্য। যদ্যপি শ্রীব্রহ্মাও শ্রীভগবদবতার, তথাপি 'ইহলোকে যে ব্যক্তি

শিব ও বিষ্ণুর নাম-গুণাদি অন্তঃকরণে ভিন্নভাবে প্রদর্শন করে, সে নিশ্চয়ই হরিনামের নিকট অপরাধী হয়।' ইত্যাদি বচনে শ্রীব্রহ্মা হইতেও শ্রীশিবের সহিত শ্রীবিষ্ণুর অভেদবিশেষ শুনা যায়। বিশেষতঃ শিষ্টব্যক্তি সকলেরও ভাবি-ব্রহ্মত্ব লাভের কথা শুনা যায়; কিন্তু শিবত্ব লাভের কথা শুনা যায় না। অর্থাৎ জীব কদাচিৎ ব্রহ্মা হইতে পারে, কিন্তু শিব হইতে পারে না। শ্রীশিব স্বয়ংই বলিয়াছেন—'স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শতজন্মে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।' এতদ্দ্বারা ব্রহ্মার জীবত্ব জানা গেল; কিন্তু কুত্রাপি শ্রীশিবের জীবত্ব শুনা যায় না। তাই উক্ত বাক্যের অব্যবহিত পরেই বলিয়াছেন—'তাহার পরে আমাকে লাভ করে' কিন্তু শিবত্ব-প্রাপ্ত হয়, একথা বলেন নাই। অতএব শ্রীশিব জীবতত্ত্ব নহেন, কেবল শ্রীভগবদবতারত্ব-হেতু শ্রীভগবানের অনুগ্রহপাত্র বলিয়া ভক্তগণমধ্যে নির্দেশ করা হইয়াছে। এখানে 'শ্লাঘমান' বলিতে শ্লাঘারত। অর্থাৎ নন্দীশ্বরাদি নিজ অনুচরবর্গকে 'সাধু সাধু' বলিয়া প্রশংসাকারী। তাহার হেতু এই যে, শ্রীনন্দীশ্বরাদি শ্রীশিবের নৃত্য-কীর্তনকালে প্রীতিসহকারে জয়-শব্দের সহিত গীত-বাদ্যাদি বিস্তার করিতেছেন। আর শ্রীউমাদেবীকেও প্রশংসা করিতেছেন! কারণ, তিনি 'করতালি-কোবিদা' অর্থাৎ বিচিত্র মধুর করতালি প্রয়োগে সমর্থা। এইপ্রকার শ্রীশিবের পরিকরসকলও তাঁহার ন্যায় ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ। এইপ্রকারে তাঁহাদেরও (অনুবর্তিত্ব-হেতু) ভগবদ্ভক্তিপরত্ব উক্ত হইল। শ্রীনারদ মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন, দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন না। কারণ, নৃত্যকালে বীণাবাদন করিতেছিলেন এবং তাহাই কর্তব্য। বিশেষতঃ বীণাবাদনে আসক্তি-হেতু ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম অসম্ভব।

৪। পরমানুগৃহীতোঽসি কৃষ্ণস্যেতি মুহুর্মুহুঃ।
জগৌ সর্ব্বঞ্চ পিত্রোক্তং সুস্বরং সমাকীর্ত্তয়ৎ॥

৫। অথ শ্রীরুদ্রপাদাব্জরেণু-স্পর্শনকাম্যয়া।
সমীপেঽভ্যাগতং দেবো বৈষ্ণবৈকপ্রিয়ো মুনিম্॥

৬। আকৃষ্যাশ্লিষ্য সংমত্তঃ শ্রীকৃষ্ণরসধারয়া।
ভৃশং পপ্রচ্ছ কিং ব্রূষে ব্রহ্মপুত্রেতি সাদরম্॥

মূলানুবাদ

৪। অতঃপর শ্রীনারদ 'আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগৃহীত' এই কথা বলিয়া বীণা সহযোগে তাহাই বারংবার গান করিতে লাগিলেন এবং পিত্রোক্ত মহিমাদিও সুস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন।

৫-৬। অনন্তর শ্রীনারদ শ্রীরুদ্রের পাদপদ্ম-রেণুস্পর্শকামনায় তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন। আর বৈষ্ণবপ্রিয় শ্রীমন্মহাদেবও অভ্যাগত মুনিবরকে আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসধারায় আপ্লুত হইয়া "হে ব্রহ্মপুত্র! কি করিতেছ?" এই কথা আদরের সহিত বারবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪। কিঞ্চ তদানীং গানং কীর্ত্তনঞ্চোচিতমিতি নিজাভিধেয়ঞ্চ তথৈব প্রত্যপাদয়দিত্যাহ—পরমেতি। পিত্রা ব্রহ্মণা যশ্চ শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জেত্যাদি যদুক্তং তৎ সর্ব্বঞ্চ॥

৫-৬। অথ নৃত্যাদ্যনন্তরং দেবঃ শ্রীরুদ্রো মুনিং নারদম্ আকৃষ্য বলাদ্‌গৃহীত্বা আশ্লিষ্য হে ব্রহ্মপুত্র! নারদ! 'কিং ব্রূষে' ইত্যেবং সাদরং ভৃশং পপ্রচ্ছেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসধারা-পানেন পরম-মত্তত্বান্নারদোক্তাক্ষরানবকলনেন তদর্থানুসন্ধানাভাবেন বা মুহুঃ প্রশ্ন ইত্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪। আর তদানীন্তন গান-কীর্তন করাই উচিত, এই মনে করিয়া শ্রীনারদ নিজ অভিধেয় 'আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরমানুগ্রহভাজন' এই বলিয়া বারংবার গান করিতে

লাগিলেন। আর পিতা ব্রহ্মা কর্তৃক উক্ত 'শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জরসপানাসক্ত' ইত্যাদি বিষয়ই সুস্বরে কীর্তন করিতে লাগিলেন।

৫-৬। নৃত্য অবসানের পর শ্রীরুদ্র সমাগত মুনিবর শ্রীনারদকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরসধারায় প্রমত্ত হইয়া 'হে ব্রহ্মপুত্র! হে নারদ! কি বলিতেছ?' সাদরে পুনঃপুনঃ এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তাহাই 'অথ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। শ্রীরুদ্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরস পানে পরম উন্মত্ত থাকায় শ্রীনারদোক্ত বিষয় অবকলন অর্থাৎ তাহার অর্থ অনুসন্ধান করেন নাই; পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

৭। ততঃ শ্রীবৈষ্ণবশ্রেষ্ঠসম্ভাষণরসাপ্লুতম্।
সংত্যক্তনৃত্যকুতুকং মিতপ্রিয়জনাবৃতম্॥

৮। পার্ব্বতীপ্রাণনাথং তং বৃষ্যাং বীরাসনেন সঃ।
আসীনং প্রণমন্ ভক্ত্যা পঠন্ রুদ্রষড়ঙ্গকম্॥

৯। জগদীশত্বমাহাত্ম্যপ্রকাশনপরৈঃ স্তবৈঃ।
অস্তৌদ্বিবৃত্য তস্মিংশ্চ জগৌ কৃষ্ণকৃপাভরম্॥

মূলানুবাদ

৭—৯। অতঃপর শ্রীশিব বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদের সম্ভাষণরসে প্রমত্ত হইয়া নৃত্য-কৌতুকাদি ত্যাগ করিলেন এবং পরিমিত পরিজনে পরিবৃত হইয়া ব্রতীগণের ন্যায় বীরাসনে উপবেশন করিলেন। আর শ্রীনারদও পার্বতী-প্রাণনাথ সেই শ্রীমন্মহাদেবকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া রুদ্রষড়ঙ্গকনামক বেদমন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন এবং তদীয় জগদীশত্ব-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক স্তবসমূহ দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন। আর তাঁহার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিশয় বিস্তার করিয়া গান করিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৭—৯। ততস্তদনন্তরং শ্রীরুদ্রং স মুনির্নারদঃ প্রণমন্নস্তৌদিতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। শ্রীবৈষ্ণবেষু শ্রেষ্ঠো নারদস্তৎসম্ভাষণে যো রসো রাগস্তস্মিন্ আপ্লুতং নিমগ্নম্; অতঃ সংত্যক্তং নৃত্যকুতুকং যেন; অতএব মিতৈরল্পৈঃ প্রিয়জনৈরেবাবৃতম্। ব্রতিনামাসনং বৃষী, তস্যাং বীরাসনেন আসীনং সন্তং, তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—'একং পাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্; ইতরস্মিংস্তথা বাহুং বীরাসনমিদং স্মৃতম্॥' ইতি রুদ্রষড়ঙ্গাখ্যং নমস্ত ইত্যাদি-বেদভাগং পঠন্ সংকীর্ত্তয়ন্; জগদীশত্বেন তদ্রূপং বা যৎ শিবস্য মাহাত্ম্যং তৎপ্রকাশনপরৈঃ স্তোত্রৈঃ; তস্মিন্ শিবে কৃষ্ণস্য কৃপাভরং বিবৃত্য ব্রহ্মোক্তানুসারেণ বিস্তার্য্য জগৌ চ তস্মিন্নেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭—৯। তদনন্তর দেবর্ষি নারদ শ্রীরুদ্রকে প্রণাম পুরঃসর স্তব করিতে লাগিলেন, তাহাই তিনটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। শ্রীবৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদের সম্ভাষণরসে আপ্লুত; অতএব নৃত্য-কৌতুকত্যাগকারী এবং পরিমিত প্রিয়জন-দ্বারা

পরিবৃত ব্রতীগণের ন্যায় বীরাসনে আসীন শ্রীমহাদেব। বীরাসনের লক্ষণ এইরূপ—একপদ অন্যপদের উরুর উপর সংন্যস্ত করিয়া অপর পদটি তদিতর পদের উপর সংস্থাপিত হইবে। আর ঐ প্রকারে বাহুদ্বয়কেও যথাযথ সংস্থাপিত করিলে বীরাসন হয়। (যোগশাস্ত্র) অতঃপর শ্রীনারদ ভক্তিসহকারে প্রণাম পূর্বক রুদ্রষড়ঙ্গক-নামক বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া তদীয় জগদীশত্ব-প্রতিপাদক ও সেইপ্রকার শ্রীশিবের মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক স্তবসমূহ দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতিশয় বিস্তার বিবৃত করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মা-কথিত শ্রীশিবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপারাশি বিস্তার করিয়া গান করিতে লাগিলেন।

১০। কর্ণৌ পিধায় রুদ্রোঽসৌ সংক্রোধমবদদ্ ভৃশম্।
সর্ব্ববৈষ্ণবমূর্দ্ধন্যো বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্ত্তকঃ॥

মূলানুবাদ

১০। (নিজ প্রশংসা শ্রবণে) সর্ববৈষ্ণবচূড়ামণি ও বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তক ভগবান শ্রীরুদ্র নিজ কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পূর্বক অতিশয় ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০। সর্ব্বেষু বৈষ্ণবেষু মূর্দ্ধন্যঃ শ্রেষ্ঠঃ, 'বৈষ্ণবানাং মহেশ্বরঃ' ইত্যুক্তেঃ; যতো বিষ্ণুভক্তিপ্রবর্ত্তকঃ। যদ্যপি ভগবদবতারত্বেন সাক্ষাদ্‌ভগবান্ বিষ্ণুরেবায়ম্, তথাপি তদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তকাবতারত্বাৎ তথোক্তির্যুক্তৈবেতি মন্তব্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০। শ্রীরুদ্র সকল বৈষ্ণবের চূড়ামণি। যথা—"বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহেশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ।" যেহেতু, তিনি বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তক। যদ্যপি শ্রীভগবদতার বলিয়া সাক্ষাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব, তথাপি তিনি ভগবদ্ভক্তি-প্রবর্তক-অবতারত্ব-হেতু জগতে ভক্তি প্রচার করেন বলিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলা হইয়া থাকে এবং ঐরূপ উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে।

সারশিক্ষা

১০। প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠ হইতে ভগবৎস্বরূপবৃন্দের প্রাকৃত-বৈভবে অবতরণকে অবতার বলে। অতএব অবতার-শব্দের অর্থ কেবল অংশমাত্র নহে।

শ্রীরুদ্র উবাচ—

১১। ন জাতু জগদীশোঽহং নাপি কৃষ্ণকৃপাস্পদম্।
পরং তদ্দাসদাসানাং সদানুগ্রহকামুকঃ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১২। সম্ভ্রান্তোঽথ মুনির্হিত্বা কৃষ্ণৈক্যেন তৎস্তুতিম্।
সাপরাধমিবাত্মানং মন্যমানোঽব্রবীচ্ছনৈঃ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

১৩। সত্যমেব ভবান্ বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দুর্গমাম্।
নিগূঢ়াং মহিমশ্রেণীং বেত্তি বিজ্ঞাপয়ত্যপি॥

১৪। অতো হি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠৈরিষ্যতে ত্বদনুগ্রহঃ।
কৃষ্ণশ্চ মহিমানং তে প্রীতো বিতনুতেঽধিকম্॥

মূলানুবাদ

১১। শ্রীরুদ্র বলিলেন, হে নারদ! আমি কখনই জগদীশ্বর নহি বা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদও নহি; কিন্তু আমি সদা তাঁহার দাসানুদাসের অনুগ্রহপ্রার্থী—কেবল তাঁহাদের অনুগ্রহকামুক; পরন্তু তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনার যোগ্যতা পর্যন্ত আমার নাই।

১২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীমন্মহাদেবের এই কথা শুনিয়া শ্রীনারদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভেদে শ্রীশিবের যে স্তব করিতেছিলেন, সসম্ভ্রমে তাহা ত্যাগ পূর্বক আপনাকে অপরাধীর ন্যায় মনে করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন।

১৩। শ্রীনারদ বলিলেন, একথা সত্য যে, আপনি বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের সুদুর্গম নিগূঢ় মহিমারাশি বিদিত আছেন এবং অপরকেও সেই নিগূঢ় পরম রহস্য বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন।

১৪। এইজন্যই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণববর্গ আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। আর শ্রীকৃষ্ণও আপনার প্রতি প্রীত হইয়া আপনার মহিমা অধিকতর বিস্তার করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১। পরং কেবলং সদানুগ্রহকামুক ইতি তেষামপ্যনুগ্রহো ন ময়ি সম্পন্নোঽস্তীতি ভাবঃ॥

১২। কৃষ্ণেন ভগবতা সহ ঐক্যেনাভেদেন যা তস্য শিবস্য স্তুতিস্তাং হিত্বা॥

১৩। দুর্গামামন্যৈর্দুর্জ্ঞেয়াং, যতো নিগূঢ়াং পরমরহস্যাং; বিজ্ঞাপয়তি লোকেষু প্রকাশয়তি॥

১৪। অধিকং বৈষ্ণববর্গতঃ আত্মনো বা সকাশাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১—১৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৫। কতি বারাংশ্চ কৃষ্ণেন বরা বিবিধমূর্তিভিঃ!
ভক্ত্যা ভবন্তমারাধ্য গৃহীতাঃ কতি সন্তি ন॥

মূলানুবাদ

১৫। শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ মূর্তি পরিগ্রহ করতঃ কতবারই না ভক্তিসহকারে আপনার আরাধনা করিয়া কতই না গ্রহণ করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫। তদেব দর্শয়তি—কতীতি। কতি বারান্ কতি বরা ন গৃহীতাঃ সন্তি? অপি তু বহুবারান্ বহবো বরা গৃহীতাঃ সন্ত্যেব। এতদ্‌বিশেষশ্চ বামনপুরাণে দানধর্ম্মাদিষু বর্ত্তমানাৎ সুদর্শনচক্র-শাম্বপুত্রাদিপ্রাপ্ত্যুপাখ্যানাদনুসন্ধেয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫। তাহাই 'কতি' ইত্যাদি শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। কতবারই না বর-গ্রহণ করিয়াছেন? অপিচ বহুবার গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত বামনপুরাণে দানকর্ম-প্রসঙ্গে অনুসন্ধেয় এবং সুদর্শনচক্র-শাম্ব-পুত্রাদি প্রাপ্তির উপাখ্যানাদিও দ্রষ্টব্য।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১৬। ইতি শ্রুত্বা তু সহসা ধৈর্য্যং কর্তুমশক্নুবন্।
লজ্জিতো দ্রুতমুত্থায় নারদস্য মুখং হরঃ।
করাভ্যাং পিদধে ধার্ষ্ট্যং মম তন্ন বদেরিতি॥

১৭। অনন্তরমুবাচোচ্চৈঃ সবিস্ময়মহো মুনে।
দুর্বিতর্ক্যতরং লীলাবৈভবং দৃশ্যতাং প্রভোঃ॥

মূলানুবাদ

১৬। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীনারদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীহর ধৈর্যধারণে অসমর্থ হইয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিজের বরদান প্রসঙ্গ স্মরণে লজ্জিত হইয়া দ্রুত গাত্রোত্থান করিলেন এবং নিজ হস্তযুগলের দ্বারা শ্রীনারদের মুখমণ্ডল আচ্ছাদন করিয়া বলিলেন, "তুমি আর আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিও না।"

১৭। অতঃপর সবিস্ময়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হে মুনে! আমার প্রভুর দুর্বিতর্ক্যতর লীলা-বৈভব দর্শন কর, তিনি কিনা তপস্যাদিদ্বারা আমার নিকট বর-গ্রহণ করিলেন।"

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬। লজ্জিতঃসন্ কৃষ্ণং প্রতি বরদান-স্মরণাৎ, মম তদ্ধার্ষ্ট্যং ত্বং ন বদেঃ, মা কথয়েত্যেবমুক্ত্বা মুখং পিদধে আচ্ছাদিতবানিত্যর্থঃ॥

১৭। লীলায়া বৈভবং মহিমা বিচিত্রতপস্যাদিনা মত্তোঽপি বরগ্রহণাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬-১৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৮। অহো বিচিত্রগম্ভীরমহিমাব্ধির্মদীশ্বরঃ।
বিবিধেষ্বপরাধেষু নাপেক্ষত কৃতেষ্বপি॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১৯। পরমানন্দিতো ধৃত্বা পাদয়োরুপবেশ্য তম্।
নারদঃ পরিতুষ্টাব কৃষ্ণভক্তিরসপ্লুতম্॥

মূলানুবাদ

১৮। "অহো! মদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কি বিচিত্র, গম্ভীর মহাসমুদ্রস্বরূপ। আমি তাঁহার চরণে বিবিধ অপরাধ করিলেও তিনি আমাকে উপেক্ষা করেন নাই।"

১৯। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীনারদ কৃষ্ণভক্তিরসপ্লুত শ্রীশিবের এই সকল কথা শ্রবণে পরমানন্দিত হইয়া তাঁহার পদযুগল ধারণপূর্বক তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮। কিঞ্চ বিচিত্রাণাং পরমাশ্চর্য্যরূপাণাং বিবিধানাং বা গম্ভীরাণাং দুর্বিগাহ্যাণাং মহিম্নাবব্ধিঃ স্থিরাপারাশ্রয়ঃ মদীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, মতো বহুবিধেষু, অপরাধেষু, বরদানাদিনিজৈশ্বর্য্যমহাগর্ব্বপ্রকাশনাদিরূপেষু কৃতেষ্বপি নোপেক্ষেত, অদ্যাপি পূর্ব্ববদেব নিজভক্তৌ প্রবর্ত্তনাৎ॥

১৯। তং হরং পাদয়োর্ধৃত্বা গৃহীত্বোপবেশ্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮। আর মদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কি বিচিত্র! অর্থাৎ বিবিধ পরমাশ্চর্যরূপ বা গম্ভীর সাগরস্বরূপ। সাগর যেরূপ দুর্বিগাহ্য স্থির ও অপার, আমার প্রভুর মহিমাও সেইরূপ। যেহেতু, আমি তাঁহার চরণে বিবিধ অপরাধ করিলেও অর্থাৎ বরদানাদিরূপ নিজ ঐশ্বর্য ও মহাগর্ব-প্রকাশাদিতেও তিনি আমাকে উপেক্ষা করেন নাই; বরং অদ্যাপি পূর্ববৎ নিজভক্তি প্রবর্তনাদি দ্বারা নিজ মহিমাই বিস্তার করিতেছেন। তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অপরাধ হইলে ভক্তিলোপ হয়, কিন্তু আমি তাঁহার চরণে বিবিধ অপরাধ করিলেও তিনি আমার ভক্তি লোপ করেন নাই।

১৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনারদ উবাচ—

২০। নাপরাধাবকাশস্তে প্রেয়সঃ কশ্চিদচ্যুতে।
কদাচিল্লোকদৃষ্ট্যাপি জাতো নাস্মিন্ প্রকাশতে॥

২১। স্ববাহুবলদৃপ্তস্য সাধুপদ্রবকারিণঃ।
মায়াবদ্ধানিরুদ্ধস্য যুধ্যমানস্য চক্রিণা॥

২২। হতপ্রায়স্য বাণস্য নিজভক্তস্য পুত্রবৎ।
পালিতস্য ত্বয়া প্রাণরক্ষার্থঃ শ্রীহরিঃ স্তুতঃ॥

২৩। সদ্যো হিত্বা রুষং প্রীতো দত্ত্বা নিজস্বরূপতাম্।
ভবৎপার্ষদতাং নিন্যে তং দুরাপাং সুরৈরপি॥

মূলানুবাদ

২০। শ্রীনারদ বলিলেন, আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়, সুতরাং আপনার তাহাতে অপরাধের কোন অবকাশই দেখা যায় না; উহা কদাচিৎ লোকদৃষ্টিতে প্রকাশ পাইলেও শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতে প্রকাশ পায় না।

২১—২৩। বাণাসুর নিজ বাহুবলে গর্বিত হইয়া সাধুগণের প্রতি উপদ্রব করতঃ শ্রীঅনিরুদ্ধকে মায়াপাশে বন্ধন করিয়াছিল; তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং সেই যুদ্ধে বাণাসুর হতপ্রায় হয়। সে আপনার পুত্রবৎ পালিত ও ভক্ত বলিয়া আপনি তাহার প্রাণরক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিয়াছিলেন এবং প্রভুও আপনার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সহসা রোষ পরিত্যাগ পূর্বক ঐ অসুরকে নিজ সারূপ্য অর্থাৎ আপনার পার্ষদত্ব প্রদান করিয়া দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

২০। তত্ত্বতো ন জায়ত এব লোকদৃষ্ট্যা কদাচিজ্জাতোঽপি অস্মিন্ অচ্যুতে ন প্রকাশতে ন ভাতি; তত্র হেতুঃ—প্রেয়সঃ পরমপ্রিয়স্যেতি॥

২১—২৩। তদেবাহ—স্বেতি ত্রিভিঃ। বাণস্য প্রাণমাত্ররক্ষার্থমপি ত্বয়া স্তুতঃ সন্ শ্রীহরিস্তং বাণং ভবৎপার্ষদতাং নিন্যে প্রাপয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। চক্রিণা উদ্যত-সুদর্শনচক্রেণাপি সহ যুধ্যমানস্যেত্যর্থঃ; এবং তস্য বধহেতবো মহাপরাধাঃ প্রথমশ্লোকেনোক্তাঃ। স্তবনে হেতুঃ—নিজভক্তস্যেতি। পুত্রবৎ পালিতস্যেতি চ নিজস্বরূপতাং চতুর্ভুজত্বলক্ষণাম্। তথা চ শ্রীভগবদ্বচনং শ্রীরুদ্রং প্রতি শ্রীদশমস্কন্ধে

(শ্রীভা ১০।৬৫।৪৯)—'চত্বারোঽস্য ভুজাঃ শিষ্টা ভবিষ্যত্যজরামরঃ। পার্ষদমুখ্যো ভবতো ন কুতশ্চিদ্ভয়োঽসুরঃ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২১—২৩। শ্রীঅচ্যুতের দৃষ্টিতে আপনার অপরাধ প্রকাশ না পাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহাই 'স্ববাহু' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। বাণের প্রাণমাত্র রক্ষার্থ আপনি শ্রীহরির স্তব করিয়াছিলেন; কিন্তু শ্রীহরি আপনার স্তবে প্রসন্ন হইয়া সেই সাধুদ্রোহী বাণাসুরকে আপনার পার্ষদত্ব প্রদান করেন। 'চক্রিণা' বলিতে উদ্যত-সুদর্শনচক্রের সহিত যুদ্ধ্যমান শ্রীহরি। অর্থাৎ সেই বাণাসুর সাধুগণের প্রতি দ্রোহাচরণ করিত, শ্রীঅনিরুদ্ধকে মায়াপাশে বন্ধন করে, তজ্জন্য শ্রীহরির সহিত তাহার যুদ্ধ ঘটে এবং ঐ যুদ্ধে সে হতপ্রায় হয়; কিন্তু সে আপনার ভক্ত ও পুত্রবৎ পালিত বলিয়া, আপনি তাহার প্রাণরক্ষার জন্য স্তুতি করিলে শ্রীহরি আপনার স্তবে প্রসন্ন হইয়া রোষ পরিত্যাগপূর্বক তাহাকে নিজ স্বরূপতা অর্থাৎ চতুর্ভুজত্ব লক্ষণ আপনার পার্ষদত্ব প্রদান করেন। যথা, শ্রীরুদ্রের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য—'ইহার চারিটিমাত্র বাহু অবশিষ্ট রহিল। এই অসুর তোমার অজর অমর (নিত্য) পার্ষদ হইবে, কোন ব্যক্তি হইতেই ইহার ভয় থাকিবে না।'

২৪। ভবাংশ্চ বৈষ্ণবদ্রোহি-গার্গ্যাদিভ্যঃ সুদুশ্চরৈঃ।
তপোভির্ভজমানেভ্যো নাব্যলীকং বরং দদে॥

মূলানুবাদ

২৪। বৈষ্ণবদ্রোহী গর্গতনয় প্রভৃতি দুশ্চর তপস্যার দ্বারা আপনার আরাধনা করিলেও আপনি তাহাদিগকে নিশ্ছিদ্র বরদান করেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪। এবমপরাধো ন প্রকাশত ইত্যেতল্লক্ষণং দর্শিতম্, ইদানীং তস্মিংস্তবাপরাধাবকাশো নাস্তীতি দর্শয়তি—ভবংশ্চেতি দ্বাভ্যাম্। বৈষ্ণবা যাদবাঃ পাণ্ডবাদয়শ্চ, তদ্দ্রোহবন্তো যে গার্গ্যাদয় আদিশব্দাজ্জয়দ্রথ-সুদক্ষিণাদয়-স্তেভ্যস্তপোভির্বহুলতপস্যয়া ত্বাং সেবমানেভ্যোঽপি অব্যলীকং নিশ্ছিদ্রং বরং ন দদৌ, কিন্তু সব্যলীকমেব গার্গ্যায় যদুকুল-ভয়োৎপাদন-তন্নিগ্রহসামর্থ্যবতো ন তু তদ্‌ঘাতিনঃ পুত্রস্যোৎপত্তিবরদানাৎ, তথা জয়দ্রথায়ার্জ্জুনরহিতানাং পাণ্ডবানাং সকৃজ্জয়মাত্রবরদানাৎ, সুদক্ষিণায় চ অব্রহ্মণ্যে প্রযোজিতেনাভিচারাগ্নিনা তদিষ্টসাধন-বরদানাৎ। তত্তদ্বিশেষশ্চ শ্রীহরিবংশ বিষ্ণুপুরাণ-ভাগবতাদ্যুক্তাৎ তত্তদুপাখ্যানতোঽনুসন্ধেয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪। শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিতে অপরাধ প্রকাশ পায় না, এইপ্রকার কৃপার লক্ষণ প্রদর্শন করিয়া ইদানীং তাঁহার অপরাধেরও অবকাশ নাই বলিতেছেন; তাহাই 'ভবাংশ্চ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে দেখাইতেছেন। যাদব ও পাণ্ডব প্রভৃতির প্রতি দ্রোহীকারী যে গর্গতনয়, আদিশব্দে জয়দ্রথ, সুদক্ষিণা প্রভৃতি বৈষ্ণব-দ্রোহীগণের সুদুশ্চর বহুল তপস্যা দ্বারা আধারিত হইয়াও তাহাদিগকে নিশ্ছিদ্র বরদান করেন নাই; কিন্তু সছিদ্র বরই দান করিয়াছিলেন। অতএব সেই বরদান সম্বন্ধে আপনার কোন অপরাধের অবকাশ দেখা যায় না। যেহেতু, গর্গতনয়কে যদুকুলের ভয়োৎপাদক ও নিগ্রহকারী পুত্রবরই প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু যদুকুলঘাতি পুত্রবর দেন নাই। তথা জয়দ্রথকেও অর্জুনরহিত পাণ্ডবগণকে একবারমাত্র জয় করিবে, এই বর প্রদান করিয়াছিলেন। আর সুদক্ষিণাকে অব্রাহ্মণ-প্রযোজিত অভিচার-অগ্নি হইতে তাহার ইষ্টসাধন-বরই প্রদান করিয়াছিলেন। এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীহরিবংশ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে তত্তৎ উপাখ্যান অনুসন্ধান করিতে হইবে।

২৫। চিত্রকেতুপ্রভৃতয়োঽধিয়োপ্যংশাশ্রিতা হরেঃ।
নিন্দকা যদ্যপি স্বস্য তেভ্যোঽকুপ্যস্তথাপি ন॥

মূলানুবাদ

২৫। কিন্তু চিত্রকেতু প্রভৃতি আপনার নিন্দা করিলেও আপনি তাঁহাদিগের প্রতি কোপ প্রকাশ করেন নাই। কারণ, তাহারা শ্রীহরির অংশাবতার শ্রীসঙ্কর্ষণাদির আশ্রিত; কিন্তু আপনার মহিমা বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫। এবং স্বভক্তেভ্যোঽপ্যবৈষ্ণবত্বেন শুদ্ধং বরং ন দদৌ ইত্যুক্তম্, ইদানীং স্বদ্বেষিণোঽপি বিষ্ণুসম্বন্ধমাত্রাপেক্ষয়া নাবমন্যসে ইত্যাহ—চিত্রকেত্বিতি। হরেবংশঃ শেষাদিস্তমাশ্রিতাঃ প্রপন্নাঃ, যদ্যপি শ্রীবলরামস্যৈবাবতারঃ শেষস্তথাপি তেন সহ ভগবতোঽভেদাভিপ্রায়েণ হরেরংশেত্যুক্তিঃ। অধিয়ো বিচারহীনা অপি শ্রীশিবস্য তত্ত্বাজ্ঞানাৎ, অতএব স্বস্য শিবস্য যদ্যপি নিন্দকা নিন্দাং কুর্ব্বন্তি, নাকুপ্যঃ ন কোপং কৃতবানসি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫। এইপ্রকার স্বভক্ত হইলেও (গর্গতনয় প্রভৃতি শ্রীশিবের নিজভক্ত হইলেও তাহারা) অবৈষ্ণব বলিয়া শ্রীশিব তাহাদিগকে শুদ্ধ (নিশ্ছিদ্র) বর দেন নাই, এই কথা বলিয়া ইদানীং নিজের দ্বেষকারী হইলেও শ্রীবিষ্ণুসম্বন্ধমাত্র অপেক্ষায় তাহাদিগকে অবমাননা করেন না; ইহাই 'চিত্রকেতু' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীহরির অংশাবতার শ্রীশেষদেবাশ্রিত চিত্রকেতু। যদ্যপি শ্রীবলরামের অবতার শ্রীশেষদেব, তথাপি শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের অভেদাভিপ্রায়ে শেষদেবাশ্রিত শ্রীচিত্রকেতুকে শ্রীহরির অংশাবতারাশ্রিত বলা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে চিত্রকেতু অজ্ঞ অর্থাৎ শ্রীশিবের তত্ত্ব জানে না। অতএব অজ্ঞ চিত্রকেতু আপনার নিন্দা করিলেও আপনি তাহার প্রতি কোপ করেন নাই।

২৬। কৃষ্ণস্য প্রীতয়ে তস্মাচ্ছ্রৈষ্ঠ্যমপ্যভিবাঞ্ছতা।
তদ্ভক্তৈব চাতুর্য্যবিশেষেণার্থিতা ত্বয়া॥

মূলানুবাদ

২৬। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্তই আপনি তাঁহারই নিকট তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব বাঞ্ছা করিয়াও চাতুর্য্যবিশেষ দ্বারা তাঁহার ভক্তত্বই প্রার্থনা করিয়াছিলেন॥ ২৬॥

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬। ননু নিজপূজাবিশেষার্থং ততোঽপি শ্রৈষ্ঠ্য-প্রার্থনয়া মম মহানেবাপরাধো বিখ্যাত এব। তথা চ বৃহৎ সহস্রনামস্তোত্রে—'অলব্ধা চাত্মনঃ পূজাং সম্যগারাধিতো হরি। ময়া তস্মাদপি শ্রৈষ্ঠ্যং বাঞ্ছতাহঙ্কৃতাত্মনা॥' ইতি। তত্রাহ—কৃষ্ণস্যেতি। প্রীতয় ইতি সাক্ষাদ্দাস্য-প্রার্থনয়া পরমবিনয়-লজ্জাদিগুণশীলস্য সন্তোষো ন স্যাদিতি তৎপ্রীত্যর্থমেবেত্যর্থঃ। তস্মাৎ কৃষ্ণাৎ; তস্মিন্ কৃষ্ণে ভক্ততা দাস্যমেব প্রার্থিতা। চাতুর্য্যবিশেষেণেতি তস্মাচ্ছ্রৈষ্ঠ্যস্য তদ্ভক্ততায়ামেব বিচারেণ পর্য্যবসানাৎ 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' (শ্রীভা ১১।১৯।২১) ইত্যাদি শ্রীভগবদ্বচনতস্তথা শ্রীরুক্মিণীদেবীসহিতদ্যুতক্রীড়াদাবক্ষান্ প্রতি তাদৃশ-শপথপ্রদানশ্রবণাচ্চেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৬। যদি প্রশ্ন হয় যে, একদা শ্রীকৃষ্ণ হইতেও নিজ-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করিয়া শ্রীহরির আরাধনা করিয়াছিলাম এবং সেই আরাধনায় শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রার্থনা জন্য আমার অপরাধ বিখ্যাত আছে। যথা, বৃহদ্‌সহস্রনাম স্তোত্রে—'নিজ পূজার অলাভ-হেতু শ্রীহরি অপেক্ষা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করিয়া অহঙ্কারী আমা-কর্তৃক শ্রীহরি সম্যক আরাধিত হইয়াছিলেন।' এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই যেন শ্রীনারদ বলিলেন, আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারই নিকট তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব বাঞ্ছা করিয়াও বিশেষ চাতুর্যসহকারে তদ্ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি শ্রীকৃষ্ণের নিকট সাক্ষাৎ দাস্য প্রার্থনা করিতেন, তাহা পরম লজ্জাদি বিনয়শীল শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হইত না। এইজন্য তাঁহার পূজা অপেক্ষা নিজ পূজার শ্রেষ্ঠত্ব বাঞ্ছা করিয়াও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করিয়াছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই নিজপূজা অপেক্ষা নিজভক্তের পূজা বড় বলিয়াছেন এবং নিজ হইতেও ভক্তকে বড় বলিয়া মনে করেন ও সেই প্রকার

ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব আপনি তাঁহার পূজা হইতেও নিজ পূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রার্থনা করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার প্রীতি সাধন করিয়াছেন এবং সেই ব্যপদেশে তাঁহার শ্রীমুখোক্তির সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। অতএব এইরূপ প্রার্থনা তাঁহারই দাস্য বা সেবাতে পর্যবসিত হইতেছে। শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"আমার বিশেষ সন্তোষ জানিয়া আমার পূজা হইতেও অধিক আমার ভক্তপূজা।" আবার শ্রীরুক্মিণীদেবীর সহিত অক্ষক্রীড়াপ্রসঙ্গে অক্ষবাণ প্রতি তাদৃশ শপথ-প্রদানাদির কথাও শুনা যায়।

সারশিক্ষা

২৬। শ্রীকৃষ্ণসেবায় কেবলমাত্র ভজনীয় ইষ্টদেবের সেবা হয় কিন্তু ভক্তসেবার ভক্তিদাতা ভক্তের এবং ভজনীয় ইষ্টদেবের সেবাও হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তির বশ, আর ভক্ত, সেই ভক্তির পাত্র। অতএব স্বতন্ত্র ভগবান ভক্তের বাধ্য বলিয়া ভক্ত হইতেই ভক্তি পাওয়া যায়, সুতরাং ভক্তসেবাই মুখ্যতম সাধন। ভক্তকৃপায় ভক্তিলতাবীজ লাভ হয়। আবার ভক্তসেবায় সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়, পল্লবপুষ্পে সুশোভিত হইয়া প্রেমফল লাভ হয়। অবশেষে প্রেমলভ্য ভগবানের সেবা লাভ হয়। অতএব আদি, মধ্য, অন্ত্য সর্বকালই ভক্তসঙ্গ—ভক্তসেবা প্রয়োজনীয়। আবার ভক্ত যেমন ভক্তিযোগে নিজের ইষ্টদেব ভগবানের সেবায় বিভোর, ভগবানও সেইরূপ ভক্তের সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহার হৃদয়ে সতত বিরাজিত। এমন কি ভক্তের হৃদয়স্থিত ভক্তি নিজ প্রভু ভগবানকেও ভক্তের অধীন করিয়া রাখেন, কখনও বা ভজনীয় ভগবানকে ভক্তেরই করিয়া রাখেন। অতএব ভক্ত ও ভক্তির মহিমা বর্ণন করা অসাধ্য।

২৭। অতো ব্রহ্মাদিসংপ্রার্থ্য-মুক্তিদানাধিকারিতাম্।
ভবতে ভগবত্যৈ চ দুর্গায়ৈ ভগবানদাৎ॥

মূলানুবাদ

২৭। অতএব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ও ভগবতী শ্রীদুর্গাকে ব্রহ্মাদিরও প্রার্থনীয় মোক্ষদানাধিকার প্রদান করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৭। অতঃ স্বভক্তোপেক্ষা বৈষ্ণবাপেক্ষাহেতোঃ। ব্রহ্মাদিভিঃ সংপ্রার্থ্যয়া মুক্তের্দানাধিকারিতামধিকারম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭। অতএব আপনি স্বভক্তকে উপেক্ষা এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তকে অপেক্ষা করেন বলিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ও ভগবতী শ্রীদুর্গাকে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও প্রার্থনীয় মোক্ষদানাধিকার প্রদান করিয়াছেন।

২৮। অহো ব্রহ্মাদিদুষ্প্রাপ্যে ঐশ্বর্য্যে সত্যপীদৃশে।
তৎসর্ব্বং সুখমপ্যাত্ম্যমনাদৃত্যাবধূতবৎ॥

২৯। ভাবাবিষ্টঃ সদা বিষ্ণোর্মহোন্মাদগৃহীতবৎ।
কোঽন্যং পত্ন্যা সমং নৃত্যেদ্‌গণৈরপি দিগম্বরঃ॥

৩০। দৃষ্টোঽদ্য ভগবদ্ভক্তিলাম্পট্যমহিমাদ্ভুতঃ।
তদ্ভবানেব কৃষ্ণস্য নিত্যং পরমবল্লভঃ॥

৩১। আঃ কিং বাচ্যানবচ্ছিন্না কৃষ্ণস্য প্রিয়তা ত্বয়ি।
ত্বৎপ্রসাদেন বহবোঽন্যেঽপি তৎপ্রিয়তাং গতাঃ॥

মূলানুবাদ

২৮—৩১। অহো! ঈদৃশ ব্রহ্মাদিরও দুষ্প্রাপ্য ঐশ্বর্য থাকিলেও আপনি ঐ সকল ঐশ্বর্য-সুখ অনাদর করিয়া অবধূতের ন্যায় দিগম্বর হইয়া রহিয়াছেন। আপনার ন্যায় সদা বিষ্ণুভক্তিতে আবিষ্ট হইয়া মহা উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অপর কোন্ ব্যক্তি নিজপত্নীর সহিত নিজগণে পরিবৃত হইয়া ভাবাবেশে নৃত্য করিয়া থাকে? অদ্য আমি আপনার অদ্ভুত ভগবদ্ভক্তিলাম্পট্য মহিমা দর্শন করিলাম। অতএব আপনিই শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয় পাত্র। অতএব আপনাতে যে নিরবচ্ছিন্ন কৃষ্ণপ্রেম বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আর কি বলিব? আপনি তাঁহার প্রিয়ভক্ত বলিয়া আপনার প্রসাদে, অন্যান্য বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা (প্রেম) লাভ করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮—৩১। এবং ভগবৎপরমানুগ্রহলক্ষণং নির্দ্দিশন্নুপসংহরতি—অহো ইতি চতুর্ভিঃ। তৎ ঐশ্বর্য্যম্ আত্ম্যমাত্মীয়ং সুখঞ্চ সর্ব্বমনাদৃত্যানপেক্ষ্য। যতঃ সদা বিষ্ণোর্ভাবেনাবিষ্টঃ। সদেতি যথাযোগ্যং সর্ব্বত্র সম্বন্ধনীয়ম্। মহোন্মাদেন গৃহীত ইবেতি লোকধর্ম্ম-নৃত্যগতি-বৈদগ্ধ্যাদ্যনপেক্ষণাৎ। অতো ভগবদ্ভক্তৌ লাম্পট্যস্য রসিকতায়া মহিনা অদ্যৈব দৃষ্টঃ সাক্ষাদনুভূতঃ। অদ্ভুতঃ চিত্তচমৎকারভরোৎপাদকঃ মহাযোগীশ্বরস্যাত্মারাম শিরোমণেঃ পার্ব্বতীরমণস্যাপীদৃশত্বাপাদনাৎ। তত্তস্মাৎ অন্যেঽপি দশপ্রচেতঃপ্রভৃতয়ঃ তস্য কৃষ্ণস্য প্রিয়তাং প্রেমাস্পদত্বং প্রাপ্তাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮—৩১। এইরূপে শ্রীশিবের প্রতি শ্রীভগবানের পরমানুগ্রহ-লক্ষণ নির্দেশ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিতেছেন। অহো! এতাদৃশ ব্রহ্মাদির দুর্লভ ঐশ্বর্য থাকিলেও আপনি ঐশ্বর্যসুখাদির আদর করেন নাই, বরং সদা অবধূতের ন্যায় বিষ্ণুভক্তিতে আবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। আর মহা উন্মাদগ্রস্তের ন্যায় দিগম্বর হইয়া লোকধর্মাদিও ত্যাগ করিয়াছেন এবং নৃত্যগতি-বৈদগ্ধি আদির অপেক্ষা না করিয়াই নিজপত্নী ও প্রমথগণের সহিত নৃত্য করিতেছেন। অতএব অদ্য আমি আপনার অদ্ভুত ভগবদ্ভক্তি-লাম্পট্য-মহিমা সাক্ষাৎ অনুভব করিলাম। অদ্ভুত বলিবার তাৎপর্য এই যে, চিত্ত-চমৎকারোৎপাদক এবং মহাযোগীশ্বর আত্মারামশিরোমণি হইয়াও শ্রীপার্বতীরমণ বা ঈদৃশ ঐশ্বর্যশালী হইয়াও সর্বসমক্ষে শ্রীপার্বতীসহ নৃত্য-কীর্তন, ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত ভক্তিরসিকতা আর কি আছে? অতএব আপনাতে যে নিরুপাধি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বর্তমান রহিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। আপনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বলিয়া আপনার প্রসাদে দশপ্রচেতা প্রভৃতি অপর বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাস্পদতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৩২। পার্ব্বত্যাশ্চ প্রসাদেন বহবস্তৎপ্রিয়াঃ কৃতাঃ।
তত্ত্বাভিজ্ঞা বিশেষেণ ভবতোরিয়মেব হি॥

মূলানুবাদ

৩২। আপনার পত্নী এই দেবী পার্বতীর প্রসাদেও বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্ত হইয়াছেন আর ইনিই বিশেষরূপে আপনার ও শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব বিদিত আছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩২। তস্য কৃষ্ণস্য প্রিয়াঃ কৃতাঃ জনশর্ম্মাদয়ঃ। ভবতোঃ শিবকৃষ্ণয়োঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩২! মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩৩। কৃষ্ণস্য ভগিনী বৈষা স্নেহপাত্রং সদাম্বিকা।
অতএব ভবানাত্মারামোঽপ্যেতামপেক্ষতে॥

৩৪। বিচিত্রভগবন্নামসংকীর্ত্তন-কথোৎসবৈঃ।
সদেমাং রময়ন্ বিষ্ণুজনসঙ্গসুখং ভজেৎ॥

মূলানুবাদ

৩৩। এই শ্রীঅম্বিকাদেবী শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীবৎ সদা তাঁহার স্নেহপাত্রী, এই জন্যই আপনি আত্মারাম হইয়াও ইঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

৩৪। আপনি সর্বদা বিচিত্র ভগবন্নাম সংকীর্তন-কথার উৎসবাদি দ্বারা ইঁহাকে সদা আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন এবং নিজেও বিষ্ণুভক্তসঙ্গজনিত সুখ অনুভব করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৩। ভগিনীতি—যশোদা-গর্ভজাতয়া মায়য়া সহাস্যা অভেদাৎ। ইবেত্যুক্তপ্রকারেণ সাক্ষাদ্ভগিনীত্বাভাবাৎ; যদ্বা, সুভদ্রাবৎ স্নেহপাত্রম্ আত্মনি ভগবদবতারত্বান্নিজস্বরূপে ভগবত্যেব বা রমতি ইতি তথা সোঽপি সন্ এতামম্বিকাম্॥

৩৪। তদপেক্ষণফলমাহ—বিচিত্রেতি। বিচিত্রং যদ্ ভগবতো নামসংকীর্ত্তনং কথা চ লীলাদ্যাখ্যানং তাভ্যাং যে উৎসবাস্তৈস্তত্তদ্রুপৈরুৎসবৈরিতি বা। বহুত্বং গৌরবেন তত্তদ্বৈচিত্র্যেণোৎসবস্যাপি বৈচিত্র্যাপেক্ষয়া বা। ইমামম্বিকাং বিষ্ণুজনানাং সঙ্গাদ্‌যৎ সুখং বিচিত্রভগবন্নামসংকীর্ত্তনাদি তৎ সদা ভজেৎ প্রাপ্নুয়াদ্‌ভবান্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীর ন্যায় বলিতে শ্রীযশোদার গর্ভজাতা যোগমায়ার সহিত অভেদাভিপ্রায়ে ভগিনীর ন্যায় বলিয়াছেন; কিন্তু 'ইব'-কার দ্বারা উক্ত প্রকার সাক্ষাৎভগিনীত্বের অভাবই সূচিত হইয়াছে। অথবা ইনি সুভদ্রাবৎ শ্রীকৃষ্ণের স্নেহপাত্রী। এজন্য আপনি আত্মরাম হইয়াও ইঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকেন। এস্থলে আত্মারাম বলিতে ভগবদবতারত্ব-হেতু স্বস্বরূপে রমণ কিংবা ভগবৎস্বরূপে রমণ করেন বুঝিতে হইবে।

৩৪। তাঁহার অপেক্ষণরূপ ফল বলিতেছেন—'বিচিত্র' ইত্যাদি। আপনি সর্বদা বিচিত্র ভগবন্নামসংকীর্তন বা লীলাদির আখ্যান দ্বারা যে উৎসব, সেই উৎসবরূপ সঙ্গদ্বারা শ্রীপার্বতীকে আনন্দিত করিয়া থাকেন এবং নিজেও তৎসঙ্গে আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। এখানে গৌরবে বা উৎসবের বৈচিত্র্য অপেক্ষায় বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে। আর এই শ্রীঅম্বিকাদেবীও বিষ্ণুজন, সুতরাং বিষ্ণুভক্ত-সঙ্গজনিত সুখও লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু, বিষ্ণুজন-সঙ্গেই বিচিত্র ভগবন্নাম-সংকীর্তনাদিসুখ অনুভব হয়।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

**৩৫। ততো মহেশ্বরো মাতস্ত্রপাহবনমিতাননঃ।
নারদং ভগবদ্ভক্তমবদদ্বৈষ্ণবাগ্রণীঃ॥**

মূলানুবাদ

৩৫। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মাতঃ! অনন্তর বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীমহেশ্বর নিজ প্রশংসা শ্রবণে লজ্জায় অবনতবদন হইয়া ভগবদ্ভক্ত শ্রীনারদকে বলিলেন—

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৫। ত্রপয়া নিজস্তুতিশ্রবণাৎ স্বকীয়তাদৃশত্বাসম্ভাবনয়োপহাসমননাদ্বা লজ্জয়া অবনমিতং মুখং যেন যস্য বা স যতো বৈষ্ণবেষু অগ্রণীর্মুখ্যতরঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫। শ্রীমহেশ্বর লজ্জায় অবনতবদন হইলেন। কেন? নিজস্তুতি শ্রবণে, কিংবা স্বকীয় তাদৃশ মহত্ত্বের অসম্ভাবনা-হেতু। অর্থাৎ উহা উপহাসমধ্যে পরিগণিত, সুতরাং লজ্জাবশতঃ মুখ অবনমিত হইল। যেহেতু, তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।

শ্রীমহেশ উবাচ—

৩৬। অহো বত মহৎকষ্টং ত্যক্তসর্ব্বাভিমান হে।
ক্বাহং সর্ব্বাভিমানানাং মূলং ক্ব তাদৃশেশ্বরঃ॥

মূলানুবাদ

৩৬। শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, হে ত্যক্তসর্বাভিমান! কি আশ্চর্য! কি মহৎ কষ্ট! তোমার ন্যায় সর্বাভিমানত্যাগী ব্যক্তিদিগের ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? আর সকল অভিমানের মূলীভূত আমিই বা কোথায়?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬। সর্ব্বেষাং লোকেশত্বাদিরূপাণামভিমানানামহঙ্কারাণাং মূলং মুখ্যাধিষ্ঠানং; যদ্বা, রুদ্রস্যাহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ সর্ব্বেষাং জীবানাং যেঽভিমানা ধনাভিজনৈশ্বর্য্যমদাস্তেষাং মূলমহং ক্ব, তাদৃশানাং ত্যক্তসর্ব্বাভিমানানামীশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ক্ব? এবং তেন সম্বন্ধোঽপি ন ঘটেতেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬। লোকেশ্বরত্বাদিরূপ সর্ববিধ অহঙ্কারের মূলীভূত বা মুখ্য অধিষ্ঠানই আমি। অথবা রুদ্রই অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলিয়া সর্ব জীবের যে অভিমান অর্থাৎ ধন, জন ও ঐশ্বর্যমদাদির মূলীভূত আমিই বা কোথায়? আর তাদৃশ ত্যক্তসর্বাভিমান তোমাদিগের প্রভু শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমার তাদৃশ সম্বন্ধলেশও সংঘটিত হয় নাই।

৩৭। লোকেশো জ্ঞানদো জ্ঞানী মুক্তো মুক্তিপ্রদোঽপ্যহম্।
ভক্তো ভক্তিপ্রদো বিষ্ণোরিত্যাদ্যহং ক্রিয়াবৃতঃ॥

৩৮। সর্ব্বগ্রাসকরে ঘোরে মহাকালে সমাগতে।
বিলজ্জেঽশেষসংহারতামসস্বপ্রয়োজনাৎ॥

মূলানুবাদ

৩৭-৩৮। আমি লোকেশ, জ্ঞানদাতা, জ্ঞানী, মুক্ত, মুক্তিদাতা, ভক্ত, বিষ্ণুভক্তিপ্রদাতা ইত্যাদি অহঙ্কারে সমাবৃত। পরন্তু প্রলয়কালে যখন সর্বগ্রাসকারী ঘোর মহাকাল সমাগত হয়, তখন অশেষ জগতের সংহাররূপ তামস কর্মই আমার প্রয়োজন হয়। অধুনা সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া লজ্জিত হইতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৭-৩৮। ন চ বক্তব্যমহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃত্বেন তদ্ব্যাপ্তোঽহমিতি। যতোঽহমেব সর্ব্বেভ্যঃ পরমমহাভিমানবানিত্যাহ—লোকেশ ইতি। 'বিষ্ণোর্ভক্তো বিষ্ণোর্ভক্তিপ্রদশ্চ' ইত্যেতদাদ্যাভিরহংক্রিয়াভিরহঙ্কারৈর্বৃতো ব্যাপ্তঃ আদিশব্দাদ্বিষ্ণোঃ পরমকৃপাপাত্রং প্রিয় ইত্যাদিগ্রাহ্যম্ অন্যেষামপি যোঽভিমানং কারয়তি স পরমমহাভিমানী স্বত এব সম্ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ। অতএব কৃষ্ণস্য কৃপালক্ষণমপি কিঞ্চিন্নাস্তীতি তাৎপর্য্যম্। কিঞ্চ সর্ব্বেতি, অশেষস্য জগতঃ সংহাররূপং যত্তামসং স্বস্য মম প্রয়োজনমাবশ্যকং কর্ম্ম তস্মাদ্বিলজ্জে। তদানীন্তননিজতদ্দুষ্কৃত ব্যানুসন্ধানেন লজ্জয়াধুনাপি দূর ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৭-৩৮। আর আমি যে কেবল অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা, এরূপ বক্তব্য নহে, স্বয়ংও অহঙ্কারে পরিব্যাপ্ত। যেহেতু, আমি সর্বাপেক্ষা পরম মহাভিমানী, ইহাই 'লোকেশ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। 'আমি বিষ্ণুভক্ত, আমি বিষ্ণুভক্তিপ্রদাতা' ইত্যাদি অহঙ্কারে সমাবৃত। আদি-শব্দে বিষ্ণুর পরম কৃপাপাত্র, পরমপ্রিয়, লোকেশ্বর, জ্ঞানদাতা, জ্ঞানী, মুক্ত ও মুক্তিদাতা ইত্যাদি অহঙ্কার ব্যঞ্জক বাক্যাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃতপ্রস্তাবে যে পরের অহঙ্কার জন্মাইয়া দেয়, সে যে নিজে পরম অহঙ্কারী, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অতএব আমাতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালক্ষণ কিঞ্চিৎমাত্রও নাই। আরও দেখ, অখিল জগতের সংহাররূপ যে তামসকার্য, তাহাই আমার প্রয়োজন; এসব কথা ভাবিলেও লজ্জা হয়। তদানীন্তন (সংহারকালে) নিজ কর্তব্য স্মরণ করিলেও লজ্জায় মস্তক অবনত হইয়া যায়।

৩৯। ময়ি নারদ বর্ত্তেত কৃপালেশোঽপি চেদ্ধরেঃ।
তদা কিং পারিজাতোষাহরণাদৌ ময়া রণঃ॥

৪০। মাং কিমারাধয়েদ্দাসং কিমেতচ্চাদিশেৎ প্রভুঃ।
স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু॥

মূলানুবাদ

৩৯-৪০। হে নারদ! আমার প্রতি যদি শ্রীহরির লেশমাত্র কৃপা থাকিত, তাহা হইলে কি পারিজাত হরণ, ঊষাহরণাদিতে আমার সহিত প্রভুর রণ হইত? কিংবা তদীয় দাস আমার আরাধনা করিতেন? অথবা "তুমি কল্পিতভাষ্য ও তন্ত্রসমুহ দ্বারা লোকসকলকে মদ্বিমুখ কর।" আমাকে এই প্রকার আদেশ করিতেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৯-৪০। এবং নিজাধিকারকৃত্যানুসন্ধানেন ময়ি তস্য কৃপালক্ষণং নানুমীয়ত এব; প্রত্যুত সাক্ষাৎ পরমোপেক্ষৈব দৃশ্যত ইত্যাহ—ময়ীতি দ্বাভ্যাম্। পারিজাতস্য স্বয়ং কৃষ্ণেন হরণং ঊষায়াশ্চানিরুদ্ধেন চৌর্য্যেণ ভবণাদ্ধরণম্। তদাদাবর্থে ময়া সহ হরেঃ রণঃ কিং স্যাদপি তু ন ভবেদেব। কিঞ্চ মামিতি দাসমিতি দাসস্য প্রভুণা ক্রিয়মাণমারাধনং লোকে পরমোপহাসকারণমেব স্যাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, নিগূঢ়ক্রোধভরাবির্ভাববিশেষগমকমেবেতি। কিংবা মহাসঙ্কোচপ্রদানেন পরমদুঃখবিশেষাপাদনমেবেতি দিক্। এতচ্চ পুত্রোত্তমপ্রাপ্ত্যাদি-নিমিত্তক-ভগবৎকৃতারাধনাদ্যভিপ্রায়েণোক্তম্। অনেন বহুবারান্ মত্তো বহুলবরগ্রহণং ন মদ্বিষয়ক-কৃপা-লক্ষণং কিন্তু পরমোপেক্ষাগমকমেবেতি। ভাবঃ। তথা তেন মামাপরাধা ন ক্ষম্যন্ত এবেতি গূঢ়োঽভিপ্রায়। কিঞ্চ কিমেতদিতি কিং তদাহ—স্বাগমৈরিতি। ভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনমেব তৎ কৃপালক্ষণম্ অন্যথা পরমোপেক্ষৈব ইতি ভাবঃ। যদ্যপি চাতুর্য্যবিশেষেণ ভগবতি প্রার্থিতস্য ভক্তত্বস্য সংসিদ্ধানুরূপমেব পরমাদেয়নিজভক্তিসঙ্গোপনায় ভগবতাপি তাদৃশমুক্তং, তথাপি ভক্তিবিশেষেণ তদসহিষ্ণুতয়া শ্রীশিবেন তথানুতপ্তমিত্যেষা দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৯-৪০। এই প্রকার নিজ অধিকার-কৃত্য অনুসন্ধানের দ্বারা নিজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপারাহিত্য-লক্ষণ সূচিত হইলেও ইহা যে কেবল অনুমান-মাত্র নহে;

প্রত্যুত সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও তাঁহার পরম উপেক্ষাই দেখা যাইতেছে, ইহাই 'ময়ি' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। হে নারদ! আমাতে যদি প্রভূর কিছুমাত্র কৃপা থাকিত, তবে কি পারিজাত-হরণ বা অনিরুদ্ধ কর্তৃক উষাহরণাদিতে আমার সহিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সংগ্রাম হইত? আরও দেখ, আমি প্রভুর দাস, কিন্তু সেই প্রভু তদীয় দাস আমার কি আরাধনা করিতেন? প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রভুর ক্রিয়মাণ আরাধনা লোকমধ্যে পরম উপহাসের বিষয় হইয়াছে। অথবা প্রভুর অন্তরে ক্রোধের অবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া আমার আরাধনা করিয়াছিলেন। কিংবা আমার আরাধনা করিয়া মহা সঙ্কোচ প্রদানে আমাকে পরম দুঃখবিশেষ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। আবার উত্তম পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীভগবান আমার আরাধনা করিয়া বর গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইপ্রকার প্রভু-কর্তৃক দাসের আরাধনা বা বরগ্রহণাদি ব্যাপার কৃপার লক্ষণ নহে; কিন্তু উহা পরম উপেক্ষাতেই পর্যবসিত হইয়াছে। (শ্রীমহাদেবের গূঢ় অভিপ্রায়—এই সকল ব্যাপার হইতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, প্রভু আমার অপরাধ ক্ষমা করেন নাই।) আরও শ্রবণ কর, যদি আমার প্রতি প্রভুর কিছুমাত্র কৃপা থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি বলিতেন—"তুমি কল্পিত নিজ আগমসমূহ দ্বারা লোকসকলকে মদ্বিমুখ কর।" প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তি প্রবর্তনই কৃপার লক্ষণ, অন্যথা পরম উপেক্ষাতেই পর্যবসান হয়। (যদ্যপি প্রভু চাতুর্য বিস্তার করিয়া শ্রীশিবকে তাঁহার সেই প্রিয় সেবাকার্যের (ভক্তি-প্রবর্তনের) বা ভক্তি সংসিদ্ধির অনুরূপ পরম অদেয় যে নিজভক্তি, তাহা সংগোপনের জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তথাপি ভক্তিরসিক শ্রীমহাদেব প্রভুর তাদৃশ আদেশপালনরূপ সেবা করিয়াও ভক্তিবিশেষের স্বভাববশতঃ তাদৃশ ভক্তিগোপন কার্য সহ্য করিতে না পারিয়া অনুতপ্ত হইতেছেন।) তাৎপর্য এই যে, ভক্তি-প্রবর্তনের আদেশ প্রদানই প্রভুর কৃপার লক্ষণ;দাসের প্রতি ভক্তিগোপন করিবার আদেশ প্রদান প্রভুর কৃপার লক্ষণ নহে। যদিও ইহা শ্রীভগবানের আদেশ এবং আদেশ পালনই দাসের সেবা এবং আদেশ লাভ করাও কৃপার লক্ষণ; তথাপি ভক্তির অতৃপ্তি স্বভাববশতঃ তিনি অনুতপ্ত হইতেছেন।

৪১। আবয়োর্মুক্তিদাতৃত্বং যত্তবান্ স্তৌতি হৃষ্টবৎ।
তচ্চাতিদারুণং তস্য ভক্তানাং শ্রুতিদুঃখদম্॥

৪২। তৎ কৃষ্ণপার্ষদশ্রেষ্ঠ মা মাং তস্য দয়াস্পদম্।
বিদ্ধি কিন্তু কৃপাসারভাজো বৈকুণ্ঠবাসিনঃ॥

মূলানুবাদ

৪১। আর তুমি যে আমাদের দুইজনের মুক্তিদাতৃত্ব লক্ষ্য করিয়া হর্ষভরে প্রশংসা করিতেছ, ঐ মুক্তি অতি দারুণ; উহা ভক্তগণের কর্ণে পীড়াদয়ক হইয়া থাকে।

৪২। অতএব হে শ্রীকৃষ্ণপার্ষদশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ! আমাকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্র বলিয়া মনে করিও না। বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকলই তাঁহার কৃপাসারভাজন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৪১। অতিদারুণং পরমক্রূরং ভক্তিবিরোধিত্বাৎ। অতএব তস্য বিষ্ণোর্ভক্তানাং শ্রুত্যোঃ কর্ণয়োঃ শ্রুত্যা বা তন্নামশ্রবণমাত্রেণাপি দুঃখদম্॥

৪২। তত্তস্মাৎ তস্য কৃষ্ণস্য দয়াস্পদং মাং মা বিদ্ধি জানীহি। হে কৃষ্ণপার্ষদশ্রেষ্ঠেতি ত্বমপি তাদৃশ এব অতো মত্তঃ শ্রেষ্ঠতরঃ সর্ব্বং স্বয়ং জানাস্যেবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪২। অতএব হে কৃষ্ণপার্ষদপ্রধান দেবর্ষে! আমাদের দুইজনের ভক্তিবিরোধী মুক্তিদানের শক্তি আছে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদ বিবেচনা করিও না; বরং তুমিই প্রভুর তাদৃশ কৃপাপাত্র। অতএব আমা হইতেও শ্রেষ্ঠতর, ইহা স্বয়ং জান, অপরেও জানে।

৪৩। যৈঃ সর্ব্বং তৃণবত্ত্যক্ত্বা ভক্ত্যারাধ্য প্রিয়ং হরিম্।
সর্ব্বার্থসিদ্ধয়ো লব্ধাপাঙ্গদৃষ্ট্যাপি নাদৃতাঃ॥

মূলানুবাদ

৪৩। যাঁহারা সমুদয় অর্থকে তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া কেবল ভক্তিসহকারে প্রিয় শ্রীহরির আরাধনা করিয়া থাকেন এবং সেই আরাধনা-প্রভাবে আনুষঙ্গিকরূপে সর্বার্থ সিদ্ধি হইলেও তাঁহারা তৎসমুদয়কে অপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারাও আদর করেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৩। তেষাং কৃষ্ণকৃপাসারভাক্ত্বলক্ষণং বক্তুং যৈরিত্যাদিষট্‌শ্লোক্যা পরমমাহাত্ম্যং দর্শয়ন্নাদৌ বৈকুণ্ঠপ্রাপকসাধনোৎকর্ষেণৈব মাহাত্ম্যমাহ—সপাদশ্লোকেন; ভক্ত্যা প্রেম্ণা; তথারাধনে হেতুঃ—প্রিয়মিতি। অতএব সর্ব্বে অর্থা ধর্ম্মাদয়ঃ সিদ্ধয়শ্চাণিমাদয়ঃ। যদ্বা, সর্ব্বেষামর্থানাং সিদ্ধয়ঃ সম্পত্তয়ঃ লব্ধাপি তদারাধনপ্রভাবেণৈবানুষঙ্গিকত্বেন স্বয়মেবোপস্থিতত্বান্নেত্রান্তাবলোকেনাপি নাদৃতাঃ বস্তুবুদ্ধ্যা ন স্বীকৃতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৩। বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকল যে ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাসারভাজন, সেই ভক্তির লক্ষণ বলিবার জন্য 'যৈঃ' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'কমলা' পর্যন্ত ছয়টি শ্লোক প্রপঞ্চিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথমে বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকলের পরমমাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া পরে বৈকুণ্ঠ-প্রাপক সাধনোৎকর্ষ মাহাত্ম্য বলিতেছেন। যাঁহারা ভক্তিসহকারে প্রিয় শ্রীহরির আরাধনা করিতেছেন এবং সেই আরাধনার জন্য সর্বস্বার্থ পরিত্যাগ অর্থাৎ ধর্মাদি সমুদয় অর্থ এবং অণিমাদি সিদ্ধি, অথবা সমস্ত প্রয়োজনের সিদ্ধিস্বরূপ বৈকুণ্ঠের সমুদয় ঐশ্বর্যকে তৃণবৎ ত্যাগ করিয়াছেন এবং তদীয় আরাধনার প্রভাবে আনুষঙ্গিকরূপে স্বয়ং উপস্থিত সমস্ত অর্থ সিদ্ধি লাভ করিয়াও তৎসমুদয়কে নেত্রকোণে অবলোকনের দ্বারা আদর করেন না, বস্তুবুদ্ধিতে স্বীকার করেন না।

৪৪। ত্যক্তসর্ব্বাভিমানা যে সমস্তভয়বর্জ্জিতাঃ।
বৈকুণ্ঠং সচ্চিদানন্দং গুণাতীতং পদং গতাঃ॥

মূলানুবাদ

৪৪। যাঁহারা সকল অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত ভয় বর্জিত, গুণাতীত সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৪। এবং তেষাং বিষয়ি-মুমুক্ষু-মুক্তেভ্যো মহিমোক্তঃ, ইদানীমাত্মনোঽপি সকাশান্মাহাত্ম্যমাহ—ত্যক্তেতি। যে বৈকুণ্ঠ্যাখ্যং পদং লোকং প্রাপ্তাঃ, পদত্বেঽপি নানিত্যত্বং মায়িকত্বং চেত্যাহ—সচ্চিদানন্দম্। যতো গুণাতীতং—তদুক্তং শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে জিতস্তোত্রে—'লোকং বৈকুণ্ঠনামানাং দিব্যষড়্‌গুণসংযুতম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতম্॥ নিত্যসিদ্ধৈঃ সমাকীর্ণঃ তন্ময়ৈঃ পঞ্চকালিকৈঃ। সভাপ্রাসাদসংযুক্তং বনৈশ্চোপবনৈঃ শুভম্॥ বাপীকূপতড়াগৈশ্চ বৃক্ষষণ্ডৈঃ সুমণ্ডিতম্। অপ্রাকৃত সুরৈর্বন্দ্যমযুতার্কসমপ্রভম্॥' ইতি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—'তমনন্ত গুণাবাসং মহত্তেজো দুরাসদম্। অপ্রত্যক্ষং নিরুপমং পরানন্দমতীন্দ্রিয়ম॥' ইতি। দ্বিতীয়স্কন্ধে চ (শ্রীভা ২।৯।৯-১০)—'তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ, সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্। ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং, স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্॥ প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ, সত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ। ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥' ইতি। দশমস্কন্ধে চ (শ্রীভা ১০।২৮।১৪-১৫)—'দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্॥ সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্। যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—তমসঃ প্রকৃতেঃ পরং লোকমেব বিশিনষ্টি—সত্যমিতি। ব্রহ্ম ব্যাপকং; যদ্বা, সত্যাদিরূপং যদ্‌ব্রহ্ম তৎস্বরূপমিত্যর্থঃ। অতএব যদ্‌ব্রহ্মেতি পাঠেঽপি যদিতি ব্রহ্মবিশেষণত্বান্নপুংসকত্বম্; অব্যয়ত্বাদ্ যমিতি বা। মুনয়ঃ আত্মারামাঃ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষা কেবলং ন তু লভন্ত ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৪। এইরূপে বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকলের বিষয়ি-মুমুক্ষু-মুক্তগণ হইতেও অধিকতর মহিমার কথা বলিয়া ইদানীং নিজ হইতেও তাঁহাদের অধিকতর মাহাত্ম্য বলিতেছেন—'ত্যক্ত' ইত্যাদি। যাঁহারা বৈকুণ্ঠাখ্য-পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখানে

'পদ'-শব্দ প্রয়োগ হইলেও মায়িক নহে—সচ্চিদানন্দ। এই গুণাতীত বৈকুণ্ঠপদ সম্বন্ধে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে (শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে জিতস্তোত্রে) উক্ত আছে—"বৈকুণ্ঠনামক লোক অপ্রাকৃত ষড়্গুণসংযুক্ত গুণত্রয়বর্জিত বলিয়া অবৈষ্ণবের অপ্রাপ্য। নিত্যসিদ্ধ পরিকরবর্গে সমাকীর্ণ পাঞ্চকালিক নিত্য তন্ময়—সচ্চিদানন্দময়। সেই অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে সভা, প্রাসাদ, উপবন, বাপী, কূপ, তড়াগ ও বৃক্ষাদি সুমণ্ডিত এবং সুরগণ-বন্দিত অযুত সূর্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট।" তথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—"সেই বৈকুণ্ঠ অনন্ত-গুণের নিলয় হইয়াও মহাতেজোময়, অবৈষ্ণবের অপ্রত্যক্ষ, নিরুপম, ইন্দ্রিয়াতীত, পরমানন্দময়।" শ্রীভাগবতে উক্ত আছে—"শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্বোৎকৃষ্ট বৈকুণ্ঠনামক নিজ ধাম দেখাইলেন। সেই বৈকুণ্ঠে ক্লেশ নাই, ভয় নাই; যাঁহাদের আত্মস্বরূপ দৃষ্টি লাভ হইয়াছে, অর্থাৎ স্বরূপসংপ্রাপ্ত মুক্তগণ সর্বদাই ঐ বৈকুণ্ঠলোকের প্রশংসা করিয়া থাকেন।" দশমস্কন্ধে উক্ত আছে—"মহাকারুণিক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগকে প্রকৃতির পরবর্তী আপন বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন করাইলেন। সেই লোক ব্যাপক অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন ও স্বপ্রকাশ। নিত্য সমাহিত মুনিগণ যাঁহাকে সমাধিতে দর্শন করিয়া থাকেন, ভগবানের কৃপা হইলে সেই সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ ধাম দর্শন হইয়া থাকে।" অথবা সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই উক্ত ধামের স্বরূপ বলিয়া শ্লোকে 'ব্রহ্ম' শব্দ পাঠও হইয়া থাকে। পরন্তু আত্মারাম মুনিগণ গুণাতীত হইয়াও কেবল জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ঐ বৈকুণ্ঠলোক দর্শন করেন; কিন্তু তাহা লাভ করিতে পারেন না।

৪৫। তত্র যে সচ্চিদানন্দদেহাঃ পরমবৈভবম্।
সংপ্রাপ্তং সচ্চিদানন্দং হরেঃসার্ষ্টিঞ্চ নাভজন্॥

মূলানুবাদ

৪৫। ঐ বৈকুণ্ঠলোকে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলেই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তাঁহারা সেইস্থানে থাকিয়াও সচ্চিদানন্দময় পরম বৈভবস্বরূপ শ্রীহরির সার্ষ্টিপ্রাপ্ত হইয়াও তাহার প্রতি আদরশূন্য।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৫। মূর্ত্তিমত্ত্বেঽপি নিত্যত্বামায়িকত্বাদ্যভিপ্রৈতি—সচ্চিদানন্দদেহা ইতি। তথা চ সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।১।৩৪) শ্রীযুধিষ্ঠির-প্রশ্নে—'দেহেন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্' ইতি। এবং প্রাকৃতৈর্দেহাদিভির্হীনানামিতি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বমিতি সিদ্ধম্। এবং স্বরূপমাহাত্ম্যমুক্ত্বা বাহ্যমহাবিভূতি মাহাত্ম্যমাহ—পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বৈভবং প্রত্যেকং সাবরণানন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডসম্পত্তিং সম্যগনায়াসেন সম্পূর্ণতয়া চ প্রাপ্তমপি নাভজন্ আদরেণ নাঙ্গীচক্রুঃ। সচ্চিদানন্দমপি এবং বৈভবস্যাপি নিত্যত্ব-সত্যত্বাদিকমুক্তং ব্রহ্মৈব ভগবচ্ছক্তি-বিশেষেণ মধুর-মধুরাং পরমবৈচিত্রীং নীতং সৎ বৈকুণ্ঠং- তদ্বাসিতত্রত্যবৈভবরূপেণ বিলসতীত্যগ্রে সন্যায়ং সপ্রমাণকঞ্চ ব্যক্তীভবিতা কিঞ্চ হরেঃ সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যতাং চ নাভজন॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৫। ঐ বৈকুণ্ঠধামে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা সকলে মূর্তিমান হইলেও তাঁহাদের দেহ নিত্য বা অমায়িক, এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—'সচ্চিদানন্দদেহাঃ' ইত্যাদি। এ বিষয় শ্রীভাগবত সপ্তমস্কন্ধে শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠপুরবাসীগণের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নাই।" অতএব প্রাকৃত দেহাদিবিহীন বলিয়াই তাঁহাদের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব সিদ্ধ হইতেছে। (আবার 'বৈকুণ্ঠপুরবাসী' বলিতে শরীর বা মূর্তি আছে, বুঝা যাইতেছে; কিন্তু "তাঁহাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নাই" এই বাক্যের সহিত বিরোধ হইতেছে। অতএব পরস্পর বিরোধী বাক্যের সমাধান এই যে, তাঁহাদের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি আছে সত্য, কিন্তু প্রাকৃত নহে—সচ্চিদানন্দময়!) এইপ্রকার তাঁহাদের স্বরূপ-মাহাত্ম্য উল্লেখ করিয়া এক্ষণে বিভূতি-মাহাত্ম্য বলিতেছেন। তাঁহারা সেই বৈকুণ্ঠধামে থাকিয়া সচ্চিদানন্দময় পরমোৎকৃষ্ট বৈভব প্রাপ্ত হইয়াও তাহার প্রতি আদর করেন না। সেই পরম

বৈভব কিরূপ? সচ্চিদানন্দময় অর্থাৎ তাঁহারা হরির ন্যায় সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ বলিয়া প্রত্যেকেই সাবরণ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সম্পত্তি অনায়াসে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াও তাহার প্রতি আদরশূন্য। অধিক কি, সচ্চিদানন্দময় শ্রীহরির সারূপ্যের প্রতিও দৃষ্টিপাত করেন না। এইপ্রকার বৈকুণ্ঠের বৈভবাদিও নিত্য সত্য বলিয়া ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্মে বৈচিত্রী নাই, কাজেই বৈভবাদি ব্রহ্মরূপ হইবে কিরূপে? সেই বৈভব ব্রহ্মস্বরূপ নির্বিকার হইয়াও ভগবচ্ছক্তি বিশেষ হইতে মধুর মধুর পরম বৈচিত্রী প্রাপ্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে পরে বিশেষরূপে বলা হইবে; এইজন্যই সেই বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মস্বরূপ এবং বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকল এবং তত্রত্য বস্তুসমূহ বিচিত্র বৈভবরূপে বিলাস করিতেছেন। আরও বলিতেছেন যে, সেই বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকল শ্রীহরির সার্ষ্টি অর্থাৎ সমান ঐশ্বর্যতাও বরণ করেন না।

**৪৬। হরের্ভক্ত্যা পরং প্রীতা ভক্তান্ ভক্তিঞ্চ সর্ব্বতঃ।
রক্ষন্তো বর্দ্ধয়ন্তশ্চ সঞ্চরন্তি যদৃচ্ছয়া॥**

মূলানুবাদ

৪৬। তাঁহারা কেবল হরিভক্তি দ্বারাই পরম প্রীত হইয়া থাকেন এবং হরিভক্ত ও হরিভক্তির রক্ষণ ও বর্ধন করিবার জন্য যদৃচ্ছাক্রমে সদা সর্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৬। তত্র হেতুমাহ—হরেরিতি। সর্ব্বত ইতি যথাপেক্ষং সর্ব্বত্র যোজনীয়ম্, পরং কেবলং ভক্ত্যৈব সর্ব্বত্র প্রীতাঃ সন্তুষ্টাঃ। যথোক্তং শ্রীভগবতা (শ্রীভা ১১। ১৪। ১৩) 'ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ' ইতি। অতএব হরের্ভক্তানাং ভজনে প্রবৃত্তমাত্রাণাং ভক্তিনিষ্ঠানাং স্বত এব সর্ব্বসিদ্ধেঃ। সর্ব্বতঃ প্রমাদাদিনা পাতিত্যাদৌ জাতেঽপি লোকেভ্যো যমাদিভ্যোঽপি রক্ষয়ন্তো বর্দ্ধয়ন্তশ্চ সদ্বংশসন্ততের্মহার্বৈভব-বিস্তারণাচ্চ বাহুল্যাপাদনাচ্চ, তথা হরের্ভক্তিঞ্চ রক্ষন্তঃ কর্ম্মজ্ঞানাসক্ত্যাদিবিঘ্নতঃ বর্দ্ধয়ন্তশ্চ তত্তদুদ্দীপনাদসম্পাদনাৎ সর্বত্র প্রবর্ত্তনাচ্চ; এবং সর্বত্রৈব সঞ্চরন্তি। যদৃচ্ছয়েতি কর্ম্মপারতন্ত্র্যাদ্যভাব্যাৎ, সর্ব্বত্রাপ্রতিহত-গতিত্বাচ্চ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৬। বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকল শ্রীহরির সারূপ্য ও সমান ঐশ্বর্যকে আদর করেন না কেন? এই শ্লোকে তাহারই হেতু বলিতেছেন। তাঁহারা কেবল হরিভক্তি দ্বারাই পরম সন্তোষ লাভ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন—"আমার ভক্তের নিকট সর্বজগৎ সুখময়রূপে প্রতিভাত হয়।" অতএব হরিভক্তগণের (এমন কি যাঁহারা ভজনে মাত্র প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাদৃশ ভক্তেরও) ভক্তিনিষ্ঠা দ্বারাই স্বতঃই সর্বসিদ্ধি হইয়া থাকে। আর বৈকুণ্ঠপার্ষদগণও হরিভক্ত ও হরিভক্তির রক্ষণ এবং বর্ধন করিবার জন্য যদৃচ্ছাক্রমে সদা সর্বক্ষণ বিচরণ করিয়া থাকেন। এখানে হরিভক্তের রক্ষা বলিতে প্রমাদবশতঃ তাঁহাদের পাতিত্যাদি জাত হইলে সাংসারিক লোকের আক্রমণ বা যমের শাসন-ভয় হইতে রক্ষা করা। হরিভক্তির

বর্ধন বলিতে সাধুগণের গোত্রবৃদ্ধি দ্বারাই ভক্তির মহাবৈভব-বিস্তার। আর হরিভক্তির লক্ষণ বলিতে এ জগতের ভক্তগণের ভক্তিকে কর্ম-জ্ঞানাদির আসক্তিজনিত বিঘ্ন হইতে রক্ষা করা বুঝিতে হইবে; এইপ্রকারে বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ হরিভক্তির বর্ধন এবং তত্তৎ উদ্দীপন-সম্পাদন নিমিত্ত যদৃচ্ছাক্রমে সদা সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এখানে 'যদৃচ্ছাক্রমে' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কর্ম-পারতন্ত্র্যাদির অভাবহেতু সর্বত্র অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট। অর্থাৎ জীবগণ যেরূপ কর্মপরতন্ত্র বলিয়া সর্বত্র বিচরণে অক্ষম, তাঁহারা সেরূপ কর্মাধীন নহেন বলিয়া সর্বত্র অবাধে বিচরণ করিয়া থাকেন।

৪৭। মুক্তানুপহসন্তীব বৈকুণ্ঠে সততং প্রভুম্।
ভজন্তঃ পক্ষিবৃক্ষাদিরূপৈর্বিবিধসেবয়া॥

৪৮। কমলালাল্যমানাঙ্ঘ্রি কমলং মোদবর্দ্ধনম্।
সংপশ্যন্তো হরিং সাক্ষাদ্রমন্তে সহ তেন যে॥

মূলানুবাদ

৪৭-৪৮। ঐ বৈকুণ্ঠলোকে পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদিও বিবিধ সেবা দ্বারা নিরন্তর প্রভু শ্রীহরির ভজন করিতেছেন। তাঁহারা যেন সেই সেই যোনি ধারণ করিয়া মুক্ত পুরুষদিগকে উপহাস করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা আনন্দ-বর্ধন কমলা-লাল্যমান-পদকমল শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ দর্শন ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৭-৪৮। ননু যদ্যেবম্ভুতোঽসৌ বৈকুণ্ঠলোকঃ, কথং তর্হি তামসযোনিগতা ইব তির্য্যক্‌স্থাবরাদয়স্তত্র শ্রূয়ন্তে? তথা চ তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।১৫।১৮-১৯) বৈকুণ্ঠবর্ণনে—'পারাবতান্যভৃত-সারসচক্রবাক্-দাত্যুহ-হংসশুকতিত্তিরিবর্হিণাং যঃ। কোলাহলো বিরমতেঽচিরমাত্রমুচ্চৈর্ভৃঙ্গাধিপে হরিকথামিব গায়মানে॥ মন্দারকুন্দকুরবোৎপলচম্পকার্ণপুন্নাগনাগবকুলাম্বুজপারিজাতাঃ। গন্ধের্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা যস্মিংস্তপ সুমনসো বহু মানয়ন্তি॥' ইতি। তত্রাহ—মুক্তানিতি। এতাদৃশবিচিত্রভজনমহাসুখং পরিত্যজ্য তদ্বিরুদ্ধাং তুচ্ছাং মুক্তিং তে জগৃহুরিত্যুপসংহরতি; ভক্তিতত্ত্বাদ্যনভিজ্ঞেষু তেষু নিজনীচযোনিতা প্রাপ্ত্যাদিদর্শনেনোপহাসং কুর্ব্বন্তি ইবেতি বস্তুতঃ কথঞ্চিৎ কঞ্চিদপি প্রতি তেষামুপহাসাসম্ভবাৎ, দীনবাৎসল্যাদ্‌ভক্তিরসৈকনিমগ্নত্বাচ্চ। যদ্বা, উৎপ্রেক্ষায়াং তৈর্বিচিত্রভজনানন্দায়ানুক্রিয়মাণানাং পক্ষ্যাদিরূপাণাং মুক্তের্নিজোপহাসর্থমেব মননাদিতি দিক্। সাক্ষাৎ সংপশ্যন্ত ইতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন দর্শনাবিরতিরুক্তা; তথা তেন হরিণা সহ সাক্ষাদ্‌রমন্ত ইতি চ। এবং বয়ং কদাচিদেব পস্যামঃ ক্রীড়ামশ্চ, তচ্চ প্রায়ো ধ্যানেনৈবেত্যতস্তেঽস্মত্তোঽধিক-কৃষ্ণানুগ্রহবিষয়া, অপি-তু অতঃ পরমশ্রেষ্ঠা ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৭-৪৮। যদি বলা হয়, এবম্ভুত বৈকুণ্ঠলোক এবং বৈকুণ্ঠবাসীসকল সচ্চিদানন্দময় হইলে, সেই বৈকুণ্ঠে তামসযোনিগত তির্যক-স্থাবরাদির কথা শুনা

যায় কেন? তথা তৃতীয়স্কন্ধে বৈকুণ্ঠ-বর্ণনে—"তত্রত্য পারাবত, কোকিল, সারস, চক্রবাক, ডাহুক, শুক, তিত্তির, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিসমূহের কোলাহল ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ হয়। কারণ, পক্ষিগণের হরিকথা শ্রবণাদিতে এতদূর পরমানন্দ অনুভব হয় যে, ভ্রমরকুল গুঞ্জন করিতে আরম্ভ করিলেই হরিকথা গান হইতেছে মনে করিয়া তাহারা নীরব হয়। আবার তুলসী-ভূষণ শ্রীভগবান তুলসীর গন্ধকে আদর করিতেছেন দেখিয়া মন্দার, পারিজাত, কুন্দ, কুরুবক, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, উৎপল, কমল প্রভৃতি কুসুমসকল নিজে নিজে সৌগন্ধ-বিশিষ্ট হইয়াও তুলসীর তপস্যাকেই বহুমানন করিয়া থাকেন। ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—'মুক্তা' ইত্যাদি। এতাদৃশ বিচিত্র ভজনমহাসুখ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা তদ্বিরুদ্ধ তুচ্ছ মুক্তিকে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মুক্ত পুরুষদিগকে উপহাস করিয়াই যেন বৈকুণ্ঠের পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদি সেই সেই নীচযোনি ধারণপূর্বক নিজ নিজ বিবিধ সেবাদ্বারা নিরন্তর প্রভু শ্রীহরির অর্চনা করিতেছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবদ্ভক্তগণ দীনবৎসল ও ভক্তিরসে নিমগ্ন, সুতরাং ভক্তিতত্ত্বে অনভিজ্ঞ অন্য কাহাকেও কোনরূপে উপহাস করা সম্ভব হয় না, তবে তাঁহাদের তামস যোনির ন্যায় রূপধারণ এবং সেই সেই রূপেই মহাবিচিত্র ভগবৎসেবানন্দলাভ—এই দুই ব্যাপারই যেন মুক্ত পুরুষদিগকে উপহাস করিতেছেন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ইহা উৎপ্রেক্ষামাত্র। বিশেষতঃ আমরা যাহা ভাগ্যোদয়ে কদাচিৎ দর্শন করি, তাঁহারা সেই শ্রীহরিকে সাক্ষাৎ দর্শন ও তাঁহার সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। এখানে 'সংপশ্যন্ত' এই ক্রিয়াপদ বর্তমানকালের উপপাদক বলিয়া তাঁহাদের দর্শনাতিরিক্ত সাক্ষাৎ বিলাসাদিও সূচিত হইতেছে। তাৎপর্য এই যে, বৈকুণ্ঠলোকে যে পশু-পক্ষী-বৃক্ষাদি আছেন, তাঁহারা নিরন্তর সাক্ষাৎ শ্রীহরিকে দর্শন করিতেছেন এবং তাঁহার সহিত বিলাস করিতেছেন। আর মুক্তগণ কদাচিৎ তাঁহার সেই সকল ক্রীড়াদি ধ্যাননেত্রে দর্শন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ধ্যান ব্যতীত সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারেন না। অতএব তাঁহাদের অপেক্ষা বৈকুণ্ঠের পক্ষী প্রভৃতি লোকদৃষ্টিতে তামসযোনির ন্যায় প্রতীত হইলেও মুক্তগণ অপেক্ষা পরমশ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর কৃপাভাজন।

৪৯। অহো কারুণ্যমহিমা শ্রীকৃষ্ণস্যকুতোঽন্যতঃ।
বৈকুণ্ঠলোকে যোঽজস্রং তদীয়েষু চ রাজতে॥

৫০। যস্মিন্মহামুদাশ্রান্তং প্রভোঃ সংকীর্ত্তনাদিভিঃ।
বিচিত্রামন্তরা ভক্তিং নাস্ত্যন্যৎ প্রেমবাহিনীম্॥

মূলানুবাদ

৪৯। অহো! বৈকুণ্ঠলোকবাসীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশ কারুণ্যমহিমা নিরন্তর বিরাজ করিতেছে, তাদৃশ কারুণ্য কি অন্য কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়? অর্থাৎ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

৫০। যে বৈকুণ্ঠলোকে মহানন্দ-ভরে নিরন্তর প্রভুর নামসংকীর্তনাদিরূপ প্রেমামৃতবহনশীল বিবিধ ভজন ব্যতিরেকে অন্য কোন চেষ্টাই নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৯। যঃ কারুণ্যমহিমা তদীয়েষু বৈকুণ্ঠীয়েষু, স কুতোঽন্যতোঽস্তি? ন কুত্রাপীত্যর্থঃ॥

৫০। তদেবাহ—যস্মিন্নিতি। মহামুদা পরমানন্দেন অশ্রান্তং প্রভোর্নিজেশ্বরস্য যানি সংকীর্ত্তনাদীনি, আদিশব্দেন গীত-নৃত্য-পরিচর্য্যাদীনি, তৈর্যা প্রভোরেব বিচিত্রা ভক্তির্বহুপ্রকারভজনং তামন্তরা বিনা অন্যৎ কিমপি চেষ্টাধিকং নাস্তি, কিন্তু সৈবৈকা প্রবর্ত্ততে। যদ্বা, তত্রত্যং সর্ব্বমেব ব্যবহারাদিকমপি তদ্ভক্তিরসপ্লুতমেবেত্যর্থঃ। যতো হরেঃ প্রেমাণমেব বোঢুমবিচ্ছেদেন প্রাপয়িতুং শীলমস্যাঃ ইতি তথা তাম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫০। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপালক্ষণ এবং তাহার ক্রিয়া প্রদর্শিত হইতেছে। যে বৈকুণ্ঠলোকে পরমানন্দে নিরন্তর প্রভুর নাম-সংকীর্তনাদি, এখানে আদি-শব্দে গীত ও নৃত্যাদির পারিপাট্য এবং প্রভুর নাম-সংকীর্তনাদি দ্বারা উদ্ভাবিত বহুপ্রকার ভজন ব্যতিরেকে অন্য কোন চেষ্টাই দেখা যায় না; কিন্তু উহাও একমাত্র সংকীর্তনেই প্রবর্তিত হইয়া থাকে। অথবা তত্রত্য সকল প্রকার ব্যবহারই ভক্তিরসপ্লুত। অর্থাৎ যাদৃশ ব্যবহারে শ্রীহরির প্রতি প্রেম অবিচ্ছেদে উদ্রিক্ত হইতে পারে, তাদৃশ প্রেমামৃতবহনশীল নামসংকীর্তনাদি।

৫১। অহো তৎপরমানন্দরসাব্ধের্মহিমাদ্ভুতঃ।
ব্রহ্মানন্দস্তুলাং নার্হেদ্ যৎকণার্দ্ধাংশকেন চ॥

৫২। স বৈকুণ্ঠস্তদীয়াশ্চ তত্রত্যমখিলং চ যৎ।
তদেব কৃষ্ণপাদাব্জপরপ্রেমানুকম্পিতম্॥

মূলানুবাদ

৫১। অহো! সেই বৈকুণ্ঠে পরমানন্দরসসাগরের মহিমা অদ্ভুত। উহার কণার অর্ধাংশের সহিতও ব্রহ্মানন্দের তুলনা হয় না।

৫২। ঐ বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকল, এমন কি তত্রস্থ নিখিল পদার্থই শ্রীকৃষ্ণপদকমলের পরম প্রেম দ্বারা অনুগৃহীত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫১। অহো বিস্ময়ে; অতএবাদ্ভুতঃ পরমানির্ব্বচনীয়ঃ। তত্র হেতুমাহ—যস্যানন্দরসাব্ধেঃ কণঃ কণিকা, তস্যার্দ্ধং তস্যাল্পতরৈকাংশেনাপি সহ ব্রহ্মানন্দঃ স্বস্বরূপানুভবসুখং তুলাং সাম্যং নার্হতি ন যোগ্যো ভবতি॥

৫২। অতএব স উক্তলক্ষণো বৈকুণ্ঠলোকঃ; তৎ সর্ব্বমেব ন ত্বন্যন্মাদৃশম্। কৃষ্ণপাদাব্জাভ্যাং পরমপ্রেম্ণা কৃত্বা; যদ্বা, তয়োঃ পরমপ্রেম্ণৈব কর্ত্তৃণানুগৃহীতং তদিত্যেকশেষত্বেন নপুংসকত্বম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫১। অহো! (বিস্ময়ে) এইজন্যই তত্রত্য ভজনানন্দের মহিমা অনির্বচনীয়। তাহার হেতু কি? সেই পরমানন্দ রসসাগরে কণিকা-কণ অর্থাৎ কণিকার্ধের বা তাহার অল্পতর অংশের দ্বারাও ব্রহ্মানন্দ বা স্বস্বরূপানুভব-সুখ তুলিত হইতে পারে না।

৫২। অতএব উক্ত পরমানন্দলক্ষণ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক, বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকল এবং তত্রত্য নিখিল পদার্থের মহিমার বিষয় আর কি বলিব? অথবা তাঁহারা সকলেই কৃষ্ণপাদাব্জের পরমপ্রেম-কর্তৃক অনুগৃহীত।

৫৩। তাদৃক্কারুণ্যপাত্রাণাং শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠবাসিনাম্।
মত্তোঽধিকতরস্তত্তন্মহিমা কিং নু বর্ণ্যতাম্॥

৫৪। পাঞ্চভৌতিকদেহা যে মর্ত্ত্যলোকনিবাসিনঃ।
ভগবদ্ভক্তিরসিকা নমস্যা মাদৃশাং সদা॥

৫৫। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজার্পিতাত্মানো হি যে কিল।
তদেকপ্রেমলাভাশা ত্যক্তার্থজনজীবনাঃ॥

৫৬। ঐহিকামুষ্মিকাশেষ-সাধ্য-সাধননিস্পৃহাঃ।
জাতিবর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মাধীনত্বপারগাঃ॥

৫৭। ঋণত্রয়াদনির্মুক্তা বেদমার্গাতিগা অপি।
হরিভক্তিবলাবেগাদকুতশ্চিত্তয়াঃ সদা॥

৫৮। নান্যৎ কিমপি বাঞ্ছন্তি তদ্ভক্তিরসলম্পটাঃ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥

মূলানুবাদ

৫৩। শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ করুণাপাত্র শ্রীমদ্‌বৈকুণ্ঠবাসিদিগের (আমা অপেক্ষা অধিকতর) মহিমার বিষয় আর কি বর্ণন করিব?

৫৪। অধিক কি বলিব? মর্ত্যলোকনিবাসী পাঞ্চভৌতিক দেহধারী ভগবদ্ভক্তিরসিক মনুষ্য সকলও মাদৃশ দেবগণেরও সদা নমস্য।

৫৫—৫৮। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রেমসম্পত্তি লাভে অভিলাষী হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত অর্থ, স্বজন ও জীবনের প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়াছেন এবং ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ সাধ্য ও সাধনে নিস্পৃহ হইয়া বর্ণাশ্রম ধর্মের অধীনত্বরূপ পাশ-নির্মুক্তি, অর্থাৎ গুণত্রয় মুক্ত বলিয়া বেদবিহিত মার্গ অতিক্রম করিয়া হরিভক্তি-প্রভাব-বেগে সর্বদা অকুতোভয় হইয়াছেন। অতএব সেই সকল ভগবদ্ভক্তিরসিক ভক্তগণ স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকে তুল্যদর্শী হইয়া অপর কিছুই বাঞ্ছা করেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৩। বৈকুণ্ঠবাসিনাং শ্রীমতাঞ্চ প্রত্যেকমনন্তকোটিং ব্রহ্মাণ্ডবৈভবেষু নিত্যসত্যমহাসুখময়েষু সৎস্বপি বিচিত্রপ্রেমভক্তিসম্পত্তিরেব জ্ঞেয়া, তয়ৈব সর্ব্ববিলক্ষণপরমোৎকর্ষভরসিদ্ধেঃ॥

৫৪। 'মাদৃশাং নমস্যা' ইতি তেঽপি মত্তোঽধিকতরা ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীনারায়ণব্যূহস্তোত্রে—'যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ। ভজন্তি পরমাত্মানং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ॥' ইতি॥

৫৫—৫৮। ভক্তিরসিকতাং দর্শয়ংস্তান্ বিশিনষ্টি—শ্রীকৃষ্ণ ইতি চতুর্ভিঃ। প্রভোশ্চরণাম্ভোজয়োর্যদেকং প্রেম, তল্লাভে আশয়া বাঞ্ছামাত্রেণ ত্যক্তা অর্থা ধনানি জনাঃ পুত্র-কলত্রাদয়ঃ জীবনঞ্চ প্রাণাদ্যপেক্ষণং যৈস্তে। অতএব ঐহিকানী এতল্লোকসম্বন্ধীনি আমুষ্মিকানি চ পরলোকসম্বন্ধীনি যান্যশেষাণি সাধ্যানি বিষয়ভোগাদিসুখানি তৎসাধনানি ন ধনোপার্জ্জনধর্ম্মাচরণাদীনি তেষু নিস্পৃহাঃ কামহীনাঃ; অতএব জাতৌ মনুষ্যত্বাদৌ, বর্ণে বিপ্রতাদৌ, আশ্রমে ব্রহ্মচর্য্যাদৌ, আচারধর্ম্মাস্তেষু যদধীনত্বং নিত্যনৈমিত্তিকত্বেনাবশ্য-কর্ত্তব্যত্বাত্তত্তৎপারতন্ত্র্যং তস্মাৎ পারগাস্তদতিক্রান্তা ইত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজে কৃতাত্মনিবেদনত্বাৎ ঋণত্রয়ং জন্মমাত্রেণ দেবর্ষিপিতৃণাং যানি ত্রীণি ঋণানি জাতানি তস্মাদ-যজ্ঞাধ্যয়নপুত্রোৎপাদনাভাবেনানির্মুক্তা অপি এবং স্বধর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানাভাবাদ্বেদ মার্গমতিক্রান্তাপি ন বিদ্যতে কুতশ্চিদপি 'ঋণৈস্ত্রিভির্দ্বিজো জাতো দেবর্ষিপিতৃণাং প্রভো। যজ্ঞাধ্যয়নপুত্রৈস্তান্যনিস্তীর্য্য ত্যজন্ পতেৎ॥' ইতি। (শ্রীভা ১০। ৮৪। ৩৯) দশমস্কন্ধোক্ত মুনিগণবচনাদিপ্রামাণ্যেন বিধিনিষেধাতিক্রমাদ্- যমাদিভ্যোঽপি ভয়ং যেষাং তে; তত্র হেতুঃ—হরিভক্তের্বলং প্রভাবস্তস্যাবেগঃ সম্যগ্ জবঃ প্রাগল্‌ভ্যমিত্যর্থঃ; তস্মাদয়ং হেতুশ্চ পূর্ব্বত্রাপি সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যঃ। এবং ভক্তস্য কর্ম্মস্বনধিকারাৎ পাপাদ্যভাবেন সদা স্বত এবাকুতশ্চিদ্‌ভয়ত্বং যুক্তমেব। যথোক্তা শ্রীভগবতা একাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।২০।৯)—'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥' ইতি। শ্রীগীতায়াঞ্চ (শ্রীগীতা ১৮।৬৬)—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষায়িষ্যামি মা শুচঃ॥' ইতি। শ্রীনারদেনাপি প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।৫।১৭)—'ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি। তত্র ক্ব বাভদ্রমভুদমুষ্য কিং কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥' ইতি। ইত্থঃ ভয়রাহিত্যমুক্ত্বা সর্ব্ব নৈরপেক্ষ্যমাহ—নেতি। অন্যদ্‌ভগবৎসারূপ্যাদিকমপি অতএব ব্রহ্মলোকাদিবিষয়ভোগং নির্ব্বাণসুখঞ্চ তে পরমহেয়ত্বেন ভক্তিরস বিঘাতকত্বেন বা নরকযাতনাবৎ পশ্যন্তীত্যহ—স্বর্গেতি; তুল্যং সমানমেব স্বস্যার্থং প্রয়োজনং ফলং বা দ্রষ্টুং শীলং যেষামিতি তথা তে। তথা চ শ্রীশিবস্যৈব বাকং ষষ্ঠস্কন্ধে। (শ্রীভা ৬।১৭।২৮)—'নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৩। বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকল প্রত্যেকেই শ্রীমন্ত অর্থাৎ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড-বৈভবযুক্ত; আর সেই বৈভবও নিত্য, সত্য ও মহাসুখময় বিচিত্র প্রেমভক্তিসম্পন্ন জানিতে হইবে। অতএব তাঁহাদের সর্ববিলক্ষণ পরমোৎকর্ষরাশি স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে।

৫৪। "মাদৃশ দেবগণেরও নমস্য" ইত্যাদি বাক্যে মর্ত্যলোকবাসী ভক্তসকলও গৃহীত হইয়াছেন। কারণ, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জের পরমপ্রেম-কর্ত্তৃক অনুগৃহীত বলিয়া আমা অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ। তথা শ্রীনারায়ণব্যূহস্তোত্রে—'যাঁহারা সর্বপ্রকার লোকধর্মাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুভক্তির বশবর্তী হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমাত্মারূপী শ্রীভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমরা পুনঃপুনঃ নমস্কার করি।'

৫৫—৫৮। তাঁহাদিগকে ভক্তিরসিকতা প্রদর্শন জন্য 'শ্রীকৃষ্ণ' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রেমসম্পত্তিলাভে অভিলাষী এবং তন্নিমিত্ত সমস্ত অর্থ অর্থাৎ ধন, জন, পুত্র-কলত্রাদি ও জীবনের প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়াছেন; অতএব ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত সাধ্য ও সাধনাবিষয়ে স্পৃহারহিত হইয়াছেন। এখানে 'ঐহিক' বলিতে এই লোক-সম্বন্ধীয় যাবতীয় ভোগসুখ। আর 'পারত্রিক' বলিতে পরলোক-সম্বন্ধীয় বিষয়-ভোগাদি সুখ এবং তাহার সাধন ধনোপার্জন ও ধর্মাচরণাদি বিষয়ে নিস্পৃহ বা কামনাশূন্য হইয়াছেন। অতএব তাঁহারা বর্ণাশ্রমাচাররূপ ধর্মের অধীনতার পরপারে গমন করিয়াছেন। এখানে 'বর্ণ' বলিতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারিবর্ণ এবং 'আশ্রম' বলিতে গৃহস্থ-বানপ্রস্থাদি চারি আশ্রম। অতএব উক্ত চারিবর্ণের ও চারি আশ্রমের আচরণীয় ধর্মের যে অধীনতা, অর্থাৎ নিত্য-নৈমিত্তিকাদি অবশ্যকর্তব্য কর্মের প্রতিপালনাদিরূপ অধীনতা হইতে নির্মুক্ত হইয়া যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আশঙ্কা হইতে পারে যে, মনুষ্য জন্মমাত্র দেব, ঋষি ও পিতৃগণের ঋণে আবদ্ধ হয় এবং বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও পুত্রোৎপাদনদ্বারা সেই ঋণ হইতে মুক্ত হয়; সুতরাং ভক্তগণ স্বধর্মাদি অনুষ্ঠান না করায় উক্ত ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইবেন কিরূপে? এইজন্যই বোধ হয়, উক্ত স্বধর্মাদির অনুষ্ঠানাভাব বা বেদমার্গাদির অতিক্রম কোথাও দেখা যায় না। যেহেতু, শাস্ত্রে লিখিত আছে—'দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ এই তিনপ্রকার ঋণে আবদ্ধ হইয়া দ্বিজ জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন ও

পুত্রোৎপাদন দ্বারা সেই ঋণ হইতে উত্তীর্ণ না হইলে পতিত হইতে হয়।' ইত্যাদি দশমস্কন্ধের মুনিগণের বচন-প্রমাণ হইতেও জানা যাইতেছে যে, বিধি-নিষেধ অতিক্রম করিলে যমাদি হইতেও ভয় হয়। অতএব এবম্বিধ পাতিত্য-জনিত ভয় নিবৃত্তির উপায় কি? তাহাতেই বলিতেছেন—ভক্তসকল বেদবিহিত মার্গ অতিক্রম করিয়াও হরিভক্তি-প্রভাববেগে সর্বদা অকুতোভয় হইয়া থাকেন। অর্থাৎ প্রগল্ভ হরিভক্তির প্রভাবে তাঁহারা সর্বদা নির্ভয়। (এ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে, পরে আরও বিশেষরূপে বলা হইবে।) প্রকৃতপ্রস্তাবে এইরূপ ভক্তের কর্মে অনধিকারবশতঃ শাপাদির অভাবে সদা স্বতঃই অকুতোভয়ত্ব যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। অর্থাৎ ভক্তি স্বভাবতঃ প্রবল শক্তিসম্পন্না বলিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে আর জ্ঞান-কর্মাদির অধিকার থাকে না; স্বধর্মাদির অনুষ্ঠান না করিলেও তাঁহাদের পাতিত্য ঘটে না। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'যতদিন পর্যন্ত না বিষয়ে নির্বেদ জন্মে বা আমার কথায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মসমূহের আচরণ করিতে হয়। অর্থাৎ শ্রদ্ধার পূর্বেই কর্মাধিকার, কিন্তু শ্রদ্ধা জন্মিলে কেবলা ভক্তিতে অধিকার হয়, কর্মে নহে।' শ্রীগীতায়ও শ্রীভগবান বলিয়াছেন—"সর্বধর্মত্যাগ করিয়া (বহুর মধ্যেও এক যে আমি) আমাকে আশ্রয় কর; আমি তোমাকে সমস্ত পাপ অর্থাৎ কর্মবন্ধনাদি হইতে মুক্ত করিব। (ধর্ম ত্যাগের জন্য) দুঃখ করিও না—ভয় করিও না।" প্রথমস্কন্ধে শ্রীনারদ বলিয়াছেন—'মানব স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মযুগল সেবন করিতে করিতে যদি মৃত্যুগ্রস্ত হয় বা অন্য কোন কারণে অর্থাৎ অপরিপক্ক অবস্থাতে পথভ্রষ্ট হইলেও স্বধর্মত্যাগ জন্য তাহার কোন অমঙ্গল হয় না। আবার শ্রীহরির প্রতি ভক্তি না করিয়া কেবল স্বধর্ম প্রতিপালন দ্বারা কোন ব্যক্তিই বা উদ্দেশ্য সফল করিতে সক্ষম হইয়াছে? অর্থাৎ কেহই নহে।" এই প্রকারে ভক্তের ভয়রাহিত্যের কথা বলিয়া এক্ষণে সর্বত্র তাঁহাদের নিরপেক্ষতার কথা বলিতেছেন—'নান্যৎ' ইত্যাদি। অন্য বিষয়ভোগের কথা আর কি বলিব? তাঁহারা ভগবৎসারূপ্যাদিও বাঞ্ছা করেন না। অপিচ ব্রহ্মলোকাদির বিষয়ভোগ বা নির্বাণ মুক্তিসুখ ইত্যাদিকে তাঁহারা ভক্তিরসের বাধাস্বরূপ জানিয়া নিতান্ত হেয়বস্তুবৎ পরিত্যাগ করেন বা নরকযন্ত্রণার মত মনে করেন। অর্থাৎ স্বর্গসুখ, মোক্ষসুখ নরকযন্ত্রণাকে ভক্তিসুখ-রহিত বলিয়া ভক্তগণ তাহাতে অরুচিবিশিষ্ট বা সমান মনে করেন। শ্রীশিবও এই কথা বলিয়াছেন—'নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কাহারও নিকট ভীত হন না এবং স্বর্গ, মুক্তি ও নরকে সমান প্রয়োজন বোধ করিয়া তুল্যরূপে দর্শন করেন।

সারশিক্ষা

৫৫—৫৮। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে ত্যাগ করে, এই ন্যায়ানুসারে নিরন্তর অপ্রাকৃত মধুররস আস্বাদনপ্রাপ্ত ভক্তের নিকট জড়রসাধার তুচ্ছ স্বর্গসুখ বা ব্রহ্মসম্পদ রুচিপ্রদ হয় না। এমন কি ভক্তিসুখ-আস্বাদনরহিত ব্রহ্মসুখও অকিঞ্চিৎকর বোধে রুচিপ্রদ হয় না।

উদ্ধৃত 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—'সর্ব্ব-শব্দেন নিত্য-পর্য্যন্তা ধর্ম্মা বিবক্ষিতাঃ।' নিত্য ও নৈমিত্তিক-ভেদে ধর্ম দুইপ্রকার, তাহার মধ্যে নিত্য ধর্ম—সন্ধ্যাবন্দনাদি পর্যন্ত পরিত্যাগের বিধি প্রদান জন্য সর্ব-শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং "পরি-শব্দেন তেষাং স্বরূপতোঽপি ত্যাগঃ সমর্থিতঃ।"

অর্থাৎ পরি-শব্দদ্বারা ধর্মসকলের স্বরূপতঃ ত্যাগ সমর্থিত হইয়াছে। সাধারণতঃ ধর্মত্যাগ দুই প্রকারে সম্ভব হয়, এক স্বরূপতঃ ত্যাগ; অপর ফলতঃ ত্যাগ। এস্থলে অনুষ্ঠান ত্যাগই স্বরূপতঃ ত্যাগ, আর ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া অনুষ্ঠান করিলে ফলতঃ ত্যাগ হয়; কিন্তু সর্বতোভাবে অর্থাৎ স্বরূপতঃ ও ফলতঃ বর্ণাশ্রমধর্ম পরিত্যাগ না করিলে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি সিদ্ধ হয় না। অতএব বর্ণাশ্রমধর্মের যে কোনরূপ অনুষ্ঠান শরণাগতির বিঘ্নকর; সুতরাং উহা স্বরূপতঃ ও ফলতঃ পরিত্যাগ করিয়াই শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য। আশঙ্কা হইতে পারে যে, বর্ণাশ্রমধর্ম বেদবিহিত, তাহা পরিত্যাগ করিলে প্রত্যব্যয় ঘটে, সুতরাং ত্যাগ অসম্ভব; এই আশঙ্কা নিরসনের জন্য বলিলেন—'মা শুচঃ'। তুমি শোক করিও না। আমিই তোমাকে সর্ববিধ অন্তরায় হইতে মুক্ত করিব। বাস্তবিকপক্ষে যে সকল বিষয়ে শোক প্রকাশ করা উচিত নহে, তুমি সে সকল বিষয়ে শোক করিতেছ, আবার বুদ্ধিমানের মত কথাও বলিতেছ; কিন্তু পণ্ডিত ব্যক্তিরা কাহারও সম্বন্ধে কোনরূপ শোক প্রকাশ করেন না—এইরূপে (গীতার উপক্রমে অর্জুনের স্বধর্মত্যাগজনিত শোকপ্রকাশ করা অনুচিত প্রতিপন্ন করিয়া) শোক পরিত্যাগ পূর্বক আমার ভজনা কর—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়।

৫৯। ভগবানিব সত্যং মে ত এব পরমপ্রিয়াঃ।
পরমপ্রার্থনীয়শ্চ মম তৈঃ সহ সংগমঃ॥

মূলানুবাদ

৫৯। হে নারদ! আমি সত্য বলিতেছি, শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহারা আমার পরম প্রিয় এবং তাঁহাদিগের সঙ্গও আমার পরম প্রার্থনীয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৯। তে ভগবদ্ভক্তা এব ন তু নন্দীশ্বরাদয়ঃ। তদুক্তং শ্রীশিবেনৈব চতুর্থস্কন্ধেঽপি (শ্রীভা ৪।২৪।৩০) দশপ্রচেতসঃ প্রতি—'অথ ভাগবতা যূয়ং প্রিয়াঃ স্থ ভগবান্ যথা। ন মদ্‌ভাগবতানাঞ্চ প্রেয়ানন্যোঽস্তি কর্হিচিৎ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৯। দেবর্ষে! আমি সত্য বলিতেছি, সেই ভগবদ্ভক্তসকল আমার যেরূপ প্রিয়, এই নন্দীশ্বরাদি সেরূপ প্রিয় নহে। একথা আমি দশপ্রচেতাগণকেও বলিয়াছি—'হে রাজনন্দনগণ! তোমরা পরমভাগবত, এজন্য ভগবানের ন্যায় আমারও প্রিয়তম। আবার ভগবদ্ভক্তদিগেরও আমা ব্যতীত অন্য কেহ প্রিয়তম নাই।'

৬০। নারদাহমিদং মন্যে তাদৃশানাং যতঃ স্থিতি।
ভবেৎ স এব বৈকুণ্ঠো লোকো নাত্র বিচারণা॥

মূলানুবাদ

৬০। হে নারদ! আমি মনে করি যে, তাদৃশ ভক্তসকলের যে স্থানে অবস্থিতি হয়, তাহাই বৈকুণ্ঠলোক, এ বিষয়ে কোন বিচার নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬০। ন চ মর্ত্ত্যলোকনিবাসিত্বেন তেষাং বৈকুণ্ঠবাসিভ্যো ন্যূনত্বমিত্যাহ—নারদেতি। যতো যত্র স্থানে; অত্রাস্মিন্ সিদ্ধান্তে বিচারণা মর্ত্ত্যলোকত্বাদিভেদেন কোঽপি বিমর্শো নাস্তি বৈকুণ্ঠবদ্‌ভক্তিসম্পত্তেঃ ভগবদবস্থানাচ্চ; যথোক্তং ভগবতা—'নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে ন যোগিহৃদয়ে রবৌ। মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬০। মর্ত্ত্যলোকে নিবাস-হেতু ভগবদ্ভক্তসকল কি মায়াতীত বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকল হইতে ন্যূন? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—হে নারদ! তাদৃশ ভক্তসকলের যেস্থানে অবস্থিতি হয়, তাহাই বৈকুণ্ঠলোক, এই সিদ্ধান্তে মর্ত্ত্যলোকত্বাদি বা বৈকুণ্ঠলোকত্বাদি ভেদে কোনরূপ ন্যূনাধিক-ভেদ বিচার নাই, আমি এই মনে করি। যেহেতু, মর্ত্ত্যলোকনিবাসী ভক্তসকলেরও যদি বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকলের ন্যায় ভক্তি-সম্পত্তি লাভ হয় এবং ভক্তি-সম্পত্তি লাভ-হেতু শ্রীভগবানও বাস করেন, তাহা হইলে এ বিষয়ে কোন বিচার নাই। এই কথা শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—'আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীগণের হৃদয়েও নহে; কিন্তু আমার ভক্তগণ যেস্থানে (নাম) গান করেন, আমি সেইস্থানেই বাস করি।

সারশিক্ষা

৬০। ভক্তিদেবী স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ বলিয়া তিনি কৃপাপূর্ব্বক যদি কোন ভাগ্যবানের হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তবেই তাঁহার ভক্তি লাভ হইতে পারে। আর এই ভক্তিদেবীও শুদ্ধভক্তকে বাহন করিয়াই জীবহৃদয়ে আবির্ভূতা হয়েন। 'যাদৃচ্ছিক শুদ্ধভক্তসঙ্গলাভস্তদা মদ্ভক্তিং চ কেবলাং তথা চ প্রেমাণং প্রাপ্নোতি।'

(শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদ) যদি যদৃচ্ছাক্রমে শুদ্ধভক্তসঙ্গ লাভ হয়, তাহা হইলে আমার (ভগবানের) কেবলাভক্তি এবং তাহা হইতে প্রেম প্রাপ্ত হয়। এই বাক্যে ভক্তিবিষয়ে ভক্তগণের উৎকর্ষই দেখা যাইতেছে। অতএব সেই ভক্তগণ মর্ত্যলোকে বা বৈকুণ্ঠলোকে অবস্থান করিলেও ভক্তির তারতম্য হয় না বলিয়া ভক্তের মহিমারও ন্যূনত্ব বা অধিকত্ব নির্ধারিত হয় না। বিশেষতঃ ভক্তি উপক্রম-মাত্রেই অর্থাৎ পরিসমাপ্তির অভাবেও অনুমাত্র ধ্বংস হয় না বা বৈগুণ্যাদি দ্বারা রূপান্তরিত হয় না। যেহেতু, ভক্তি গুণাতীত স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়া তাহার ধ্বংস নাই। এজন্য যে কোন স্থানে ভক্তির অনুষ্ঠান হইতে পারে এবং ভক্তও ভক্তির অনুকূল যে কোন স্থানে অবস্থান করিতে পারেন, তাহাতে ভক্তির তারতম্য হয় না।

৬১। কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাদ্দেহদৈহিকবিস্মৃতেঃ।
তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা॥

মূলানুবাদ

৬১। মর্ত্যলোকবাসী মানবগণও যদি কৃষ্ণভক্তিসুধাপান করিয়া দেহ-দৈহিক-সম্বন্ধীয় বিষয়ভোগাদি বিস্মৃত হয়েন, তবে তাঁহাদের সেই পাঞ্চভৌতিক-দেহেও সচ্চিদানন্দরূপতা সিদ্ধ হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬১। নম্বেতে পাঞ্চভৌতিকবিনশ্বরশরীরাস্তে চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহাস্তত্রাহ—কৃষ্ণেতি। দেহয়োঃ স্থূল সূক্ষ্মশরীরয়োরহংতাস্পদয়োঃ দৈহিকানাঞ্চ তত্তৎসম্বন্ধিনাং মমত্বাস্পদানাং পুত্রকলত্রাদীনাং বিষয়ভোগাদীনাঞ্চ বিস্মৃতেরনুসন্ধানাভাবাৎ পাঞ্চভৌতিকদেহেঽপি তেষাং মর্ত্ত্যলোকনিবাসিভক্তানাং সচ্চিদানন্দবিগ্রহতৈব স্যাৎ; অয়মর্থঃ—তত্তদ্ধেতুকবিঘ্নবাধারাহিত্যেন নিরন্তর-ভক্তিসুধাপান-সম্পত্ত্যা বৈকুণ্ঠবাসি-সাম্যাপত্তেঃ পাঞ্চভৌতিকশরীরিণামপি তেষাং সচ্চিদানন্দরূপতৈব পর্য্যবস্যতীত। যদ্বা, মর্ত্ত্যশরীরমপি সচ্চিদানন্দ রূপেণ পরিণমেদিত্যর্থঃ। যথোক্তং শ্রীমৈত্রেয়েণ চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।১২।২৯) শ্রীধ্রুবস্য পরমপদারোহণ-প্রসঙ্গে—'পরীত্যাভ্যর্চ্য ধিষ্ণাগ্র্যং পার্ষদাবভিবন্দ্য চ। ইয়েষ তদধিষ্ঠাতুং বিভ্রদ্রূপং হিরণ্ময়ং॥' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চাত্র শ্রীধরস্বামিপাদৈঃ—"তাদেব রূপং হিরণ্ময়ং প্রকাশবহুলং বিভ্রৎ সন্" ইতি হিরণ্ময়ত্বং চ প্রকাশময়ত্বং চিদ্‌ঘনত্বাদিভি জ্ঞেয়ম্। লোকে চ রসবিশেষপানেন শরীরস্য রম্যরূপান্তরপ্রাপ্তিরিতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬১। যদি বল, মর্ত্যলোকবাসী ভক্তের পাঞ্চভৌতিক নশ্বর শরীর এবং বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকল সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, তাহাতেই বলিতেছেন—'কৃষ্ণভক্তি' ইত্যাদি। মর্ত্যলোকবাসী সাধকগণ যদি কৃষ্ণভক্তিরূপ সুধাপান-হেতু অহঙ্কারাস্পদ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ এবং তৎসম্বন্ধি মমতাস্পদ পুত্রকলত্রাদি ও বিষয়-ভোগাদি বিস্মৃত অর্থাৎ অনুসন্ধানরহিত হয়েন, তবে সেই সকল সাধকের পাঞ্চভৌতিক শরীরেও সচ্চিদানন্দরূপতা সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য এই যে, দেহ ও দেহসম্বন্ধি পুত্রকলত্রাদি ও বিষয়-ভোগাদি নিমিত্ত বিষয়ে অভিনিবেশই ভক্তির বাধক; কিন্তু

তাদৃশ বিঘ্ন বা বাধারাহিত্য-হেতু নিরন্তর ভক্তিরূপ-সুধাপানবশতঃ বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণের ন্যায় সেই সকল সাধকের পাঞ্চভৌতিক শরীরও সচ্চিদানন্দরূপতায় পর্যবসিত হয়। অতএব বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণ যেরূপ বিঘ্নবাধারহিত হইয়া নিরন্তর ভক্তিসুধাপান-সম্পত্তি ভোগ করেন, মর্ত্যলোকবাসী সাধকগণও তদ্রূপ নির্বিঘ্নে ভক্তি আচরণ ও ভক্তি সুধাপান-সম্পত্তি ভোগ করেন। অতএব মর্ত্যলোকবাসী ও বৈকুণ্ঠলোকবাসী উভয়েই সমান হইতেছেন। অথবা তাঁহাদের মর্ত্যশরীরও সচ্চিদানন্দরূপে পরিণমিত হইয়াছে জানিতে হইবে। এবিষয় শ্রীধ্রুবের বৈকুণ্ঠপদ আরোহণ-প্রসঙ্গে শ্রীমৈত্রেয় মুনি বলিয়াছেন—"অনন্তর শ্রীধ্রুব বিমান প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করিয়া সেই দুই পার্ষদকে অভিবাদন করিলেন এবং তেজোময় রূপ ধারণ পূর্বক সেই বিমানে আরোহণ করিলেন।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদ 'হিরণ্ময়' শব্দের অর্থ প্রকাশময় অর্থাৎ প্রকাশবহুল চিদ্ঘন বলিয়াছেন। আর লৌকিক জগতেও দেখা যায় যে, রসবিশেষ পানের দ্বারাই শরীরের রম্যতা বা রূপান্তর প্রাপ্তি হয়।

সারশিক্ষা

৬১। যিনি কেবল ভজন আরম্ভ করিয়াছেন, এইরূপ অজাতরতি ভক্তের অন্তঃকরণে শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপে ভক্তি আগমন করিলেও সহসা অন্তঃকরণের সহিত মিলিত হন না বটে, কিন্তু নিরন্তর শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপা ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া যতদিন না আসক্তি ভূমিকায় ঐ ভক্ত আরোহণ করেন বা যতদিন না মনোবৃত্তির সহিত ভক্তির মিশ্রণ হয়, ততদিন মনের কষায়াদি প্রাকৃতাবস্থায় থাকিয়াই অনর্থ উৎপাদন করিতে পারে। যেমন জগতে দেখা যায় যে, গন্ধকচূর্ণের সহিত পারদ সংযোগমাত্রেই মিলিত হয় না; কিন্তু পুনঃপুনঃ সংমর্দনের দ্বারা কিঞ্চিৎ বিলম্বে মিশ্রিত হয়। সেইরূপ ভক্তিপথে প্রবেশমাত্র সাধকের মনাদি ইন্দ্রিয়বর্গ অপ্রাকৃতত্বপ্রাপ্ত হন না; পুনঃপুনঃ ভক্তির অঙ্গসমূহের অনুশীলন অর্থাৎ পুনঃপুনঃ অভ্যাসবশতঃ অপ্রাকৃতত্বপ্রাপ্ত হয়। যেমন পারদের সহিত গন্ধকচূর্ণ সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইলে, তবে গন্ধকের স্বীয় আকার অপগত হয় ও রূপান্তর প্রাপ্তি ঘটে; সেইরূপ প্রাকৃত মনোবৃত্তিও সচ্চিদানন্দরূপা ভগবদ্ভক্তির সহিত তদাত্ম্যতা লাভ করিয়া প্রাকৃতগুণের অব্যাপ্তি বশতঃ স্বতঃই চিন্ময়ত্ব লাভ করে। এই প্রকারে পারদ ও গন্ধকের ঐক্যরূপ কজ্জলী যেরূপ উভয়ের সংমিশ্রণে ঘনীভূত হয়, তদ্রূপ ভক্তি ও অন্তঃকরণের বৃত্তির ঐক্যরূপ রতি। অর্থাৎ পারদ সর্বত্র নির্লিপ্ত হইলেও স্বীয় অন্তর্ভূত গন্ধকের

সহিত সংমর্দিত হইয়া রূপান্তর ভজনা করে, অথচ স্বয়ং নাশপ্রাপ্ত না হইয়াও গন্ধকদ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া কোন এক পরিপাক বিশেষময় কজ্জলীরূপে পৃথক নাম-রূপের ভজনা করে, তদ্রূপ শ্রীভগবান অন্যত্র নির্লিপ্ত হইলেও সাধকের কর্ণপথদ্বারা শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপে প্রীতিবাসিত হৃদয়ে প্রবেশ পূর্বক (স্বীয়শক্তি প্রকাশরূপ) সংঘর্ষণদ্বারা উহাকে চিদ্‌রূপত্বপ্রাপ্ত করাইয়া থাকেন এবং উত্তরোত্তর পরিপাকক্রমে রতি-প্রেমাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের ভজনা করেন। আবার সেই পারদ যেমন অনুকূল দ্রব্যের (গন্ধকের) সংযোগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তিও দাস, সখা, গুরু ও কান্তা প্রভৃতি ভাব সংযোগে দাস্যাদি-ভেদ প্রাপ্ত হন এবং অনুরূপ স্বরূপাদিরও উদ্ভাবন করেন। এইরূপেই সাধকভক্তের প্রাকৃত শরীরও সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণির হরিবল্লভা-প্রকরণে 'হরিপ্রিয়জনে' ইত্যাদি শ্লোকের 'আনন্দচন্দ্রিকা' টীকার মর্মানুবাদ।)

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত আছে—'প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।' (১১।৬।২৯) শ্রীহরির প্রতিশ্রুত আমি সেই শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত ভাগবতীতনু (ভগবৎপার্ষদোচিত তনু) ভগবৎকৃপায় প্রাপ্ত হইলাম। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল স্বামীপাদও বলিয়াছেন—'ভাগবতীতনু বলিতে ভগবৎপার্ষদতনু এবং উহার অকর্ম-আরব্ধতত্ব ও শুদ্ধত্ব-নিত্যত্বাদিও বুঝিতে হইবে।"

এইরূপে সাধকভক্ত সচ্চিদানন্দময় ভগবানের নাম, রূপ ও লীলাদির স্মরণ-মনন করিতে করিতে তাঁহার মন ও শরীর স্বতঃই সচ্চিদানন্দময়তা প্রাপ্ত হয়। যেহেতু, সাধকমাত্রেরই 'আমি ভগবন্নিত্যসেবক, ভগবান আমার নিত্যপরমসেব্য'—এই পরমতত্ত্বজ্ঞান সর্বত্র অনুস্যূত থাকে।

৬২। পরং ভগবতা সাকং সাক্ষাৎক্রীড়াপরম্পরাঃ।
সদা নু ভবিতুং তৈর্হি বৈকুণ্ঠোঽপেক্ষ্যতে ক্বচিৎ॥

মূলানুবাদ

৬২। এই প্রকারে মর্ত্যলোকেই সকল সিদ্ধ হইলেও ভক্তগণ কেবল শ্রীভগবানের সহিত সদা সাক্ষাৎ ও বিবিধ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত কখনও কখনও বৈকুণ্ঠলোকের অপেক্ষা করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬২। ননু তর্হি বৈকুণ্ঠলোকস্তদ্বাসিনশ্চ কিমিতি পূর্ব্বং তথা শ্লাঘিতাঃ তত্রাহ—পরমিতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বমন্যদিহৈব সিদ্ধং কেবলং বিচিত্রবিলাসশ্রেণীঃ লক্ষ্মীকান্তেন সমং নিরন্তরং সাক্ষাদনুভবিতুমেব বৈকুণ্ঠলোকোঽপেক্ষতে। তত্রৈব তথা তত্তৎ সহজসিদ্ধের্নত্বন্যত্র ক্বাপি এবমেবাবিরততত্তদ্রসপরম্পরা কুণ্ঠতা-রাহিত্যেন তস্য লোকস্য বৈকুণ্ঠত্বং সিধ্যতীতি ভাবঃ। ক্বচিৎ কদাচিদিতি হৃদয়ে পরিস্ফুরতা ভগবতোঽন্তর্দ্ধনাদৌ সতি তথা প্রেমবিশেষাবির্ভাবেন ভগবৎ-সাক্ষাদ্দর্শনাদিলাভোৎকণ্ঠাভরে জাতে চ সতীতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬২। আচ্ছা, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠলোক এবং বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকলের পূর্বে প্রশংসা করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন, যদিও এই মর্ত্যলোকেই সকল সিদ্ধ হয়, তথাপি কেবল শ্রীলক্ষ্মীকান্তের সহিত সদা সাক্ষাৎ ক্রীড়াপরম্পরা অর্থাৎ বিচিত্রবিলাসশ্রেণীর সাক্ষাৎ অনুভব করিবার জন্য মর্ত্যলোকবাসী ভক্তসকল কখনও কখনও শ্রীবৈকুণ্ঠলোকের অপেক্ষা করিয়া থাকেন। যেহেতু, উহা বৈকুণ্ঠলোকে সহজেই সিদ্ধ হয়; কিন্তু অন্যস্থানে সহজে সিদ্ধ হয় না। আর 'বৈকুণ্ঠ'-শব্দেরও ব্যঞ্জনা এই যে, যেখানে কুণ্ঠা বা সঙ্কোচরহিতা-হেতু অবিরত বিচিত্র বিলাস-পরম্পরা স্বতঃই সিদ্ধ হয়। আর এই মর্ত্যলোকে ভক্তসকলের ভক্তি অনুশীলনকালে ক্বচিৎ কোন সময়ে সেই ভক্তের হৃদয়ে সলীল-ভগবান পরিস্ফুরিত হয়েন, আবার অন্তর্ধান করেন; কিন্তু সেই অন্তর্ধানকালে ভক্তের হৃদয়ে যে প্রেমবিশেষের আবির্ভাব হয়, সেই উৎকট উৎকণ্ঠাময় প্রেমবিশেষ হইতে ভগবানের সাক্ষাৎদর্শন-লালসা অতিশয় তীব্রতর হয় বলিয়া তাঁহারা বৈকুণ্ঠলোকের অপেক্ষা করেন।

৬৩। অতো হি সর্ব্বে তত্রত্যা ময়োক্তাঃ সর্ব্বতোঽধিকাঃ।
দয়াবিশেষবিষয়াঃ কৃষ্ণস্য পরমপ্রিয়াঃ॥

মূলানুবাদ

৬৩। এইজন্যই আমি সেই বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকলের সর্বাধিক মহিমা কীর্তন করিলাম। আর প্রকৃতপক্ষেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের দয়াবিশেষপাত্র ও পরমপ্রিয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৩। তত্রত্যা বৈকুণ্ঠবাসিনঃ সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো মুক্তেভ্যোঽস্মত্তোঽপ্রাপ্ত-বৈকুণ্ঠেভ্যোঽপি ভগবদ্ভক্তেভ্যোঽধিকাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। তত্রোক্তমেব মুখ্যং হেতুং দর্শয়তি—দয়েতি। যতঃ পরমপ্রিয়াঃ; যদ্বা, ত এব কৃষ্ণস্য দয়াবিশেষ-বিষয়াঃ। পরমপ্রিয়াশ্চেতি নিগমনম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৩। অতএব আমি যে বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকলের মহিমা কীর্তন করিলাম, তাঁহারা আমাদের মত মুক্ত এবং অপ্রাপ্তবৈকুণ্ঠ ভগবদ্ভক্তসকল হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহার মুখ্য হেতু প্রদর্শন করিতেছেন—'দয়াবিশেষ' ইত্যাদি। যেহেতু তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়। অথবা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ দয়ার পাত্র বলিয়া আমারও পরমপ্রিয়।

শ্রীপার্ব্বতী উবাচ—

৬৪। তত্রাপি শ্রীর্বিশেষেণ প্রসিদ্ধা শ্রীহরিপ্রিয়া।
তাদৃগ্বৈকুণ্ঠবৈকুণ্ঠ-বাসিনামীশ্বরী হি যা॥

৬৫। যস্যাঃ কটাক্ষপাতেন লোকপালবিভূতয়ঃ।
জ্ঞানং বিরক্তির্ভক্তিশ্চ সিধ্যন্তি যদনুগ্রহাৎ॥

মূলানুবাদ

৬৪। শ্রীপার্বতী বলিলেন, হে নারদ! ঐ বৈকুণ্ঠলোকে আবার শ্রীমহালক্ষ্মী শ্রীহরিপ্রিয়াবিশেষ বলিয়া প্রসিদ্ধা। যেহেতু, তিনি তাদৃশ বৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠবাসীদিগেরও ঈশ্বরী।

৬৫। যাঁহার কটাক্ষপাতে লোকপালগণ বিভূতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যাঁহার অনুগ্রহে তাদৃশ জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তি সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬৪। এবং বৈকুণ্ঠবর্ণনান্তর্ম্মহালক্ষ্মীমাহাত্ম্যবিশেষশূন্যং ভর্ত্তৃ-গদিতমাকর্ণ্য তদসহমানা ক্রুধ্যন্তীব লক্ষ্মীং প্রিয়সখীং পার্ব্বত্যাহ—তত্রাপীতি। বৈকুণ্ঠেঽপি শ্রীমহালক্ষ্মীঃ শ্রীহরিপ্রিয়েতি। বিশেষেণ অধিক্যেন কৃষ্ণস্য পরমপ্রিয়েতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। যা শ্রীঃ হরিপ্রিয়েত্যেব প্রসিদ্ধা হরিপ্রিয়েতি তৎসংজ্ঞত্বাৎ; যদ্বা, তত্রাপি বিশেষেণ শ্রীঃ শ্রীহরিপ্রিয়েতি প্রসিদ্ধেতি বাক্যসমাপ্তিঃ। তত্র হেতুঃ—যা তাদৃক্ তথাভূতো যো বৈকুণ্ঠঃ, তাদৃশাশ্চ যে বৈকুণ্ঠবাসিনস্তেষাং সর্ব্বেষামপীশ্বরী পরমপূজনীয়া। হি নিশ্চিতং, যুক্তযুক্ত্যা প্রমাণ্যাৎ॥

৬৫। জ্ঞানং জীবেশ্বরতত্ত্ববিষয়কম্; বিরক্তির্ভোগমোক্ষাদিবৈতৃষ্ণ্যম্; ভক্তির্ভগবদ্বিষয়া যস্যাঃ শ্রিয়োনুগ্রহাৎ সিধ্যন্তি। যথোক্তং বৈষ্ণবে—"যতঃ সত্ত্বং ততো লক্ষ্মীঃ সত্ত্বং ভূত্যনুসারি চ। নিঃশ্রীকানাং কুতঃ সত্ত্বং বিনা তেন গুণাঃ কুতঃ॥" ইতি। গুণা জ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ঃ; তথা তত্রৈব ইন্দ্রকৃতলক্ষ্মীস্তুতৌ—'যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী॥' ইতি। যদ্বা, বিভূতি-বিরক্তি-ভগবদ্ভক্তিজ্ঞানব্রহ্মজ্ঞানদাতৃত্বং ক্রমেণোক্তম্। চতুর্বিদ্যারূপত্বাচ্চতুর্ব্বর্গদাতৃত্বং। তথা বিমুক্তেঃ ফলং ভক্তিস্তদ্দায়িনী চেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৪। এইপ্রকার বৈকুণ্ঠবর্ণনার মধ্যে শ্রীমহালক্ষ্মীর মাহাত্ম্যবিশেষশূন্য শ্রীশিববাক্য শ্রবণ করিয়া তদসহমানা শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রিয়সখী শ্রীপার্বতী ক্রোধাবেশে বলিলেন, হে নারদ! ঐ বৈকুণ্ঠলোকেও শ্রীমহালক্ষ্মী শ্রীহরির বিশেষ প্রিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ, বা তিনিই শ্রীহরিপ্রিয়া বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। যেহেতু, তিনি তাদৃশ শ্রীবৈকুণ্ঠ ও বৈকুণ্ঠবাসীসকলের ঈশ্বরী বলিয়া পরম পূজনীয়া, ইহাই যুক্তিযুক্ত প্রমাণ।

৬৫। শ্রীমহালক্ষ্মীর অনুগ্রহে জীব ও ঈশ্বরতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান এবং ভোগ-মোক্ষাদিতে বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য সিদ্ধ হয়। তথা ভগবদ্বিষয়িণী ভক্তি লাভ হয়। এইজন্যই বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন—'যেখানে সত্ত্ব, সেখানে লক্ষ্মী; যেহেতু, সত্ত্ব লক্ষ্মীর অনুসরণ করিয়া থাকে। এতএব যেখানে শ্রী (লক্ষ্মী) নাই, সেখানে সত্ত্বই বা কোথায়? আবার সত্ত্ববিনা সদ্‌বিনা সদ্‌গুণই বা কোথায়?' এস্থলে সদ্‌গুণ বলিতে জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি বুঝিতে হইবে। কারণ, ঐ পুরাণে ইন্দ্র-কৃত লক্ষ্মীস্তবে উক্ত আছে—'হে শোভনে মহালক্ষ্মী! তুমিই যজ্ঞবিদ্যা, তুমিই মহাবিদ্যা, তুমিই গুহ্যবিদ্যা, তুমিই আত্মবিদ্যা; হে দেবি! তুমিই বিমুক্তি-ফলদায়িনী।" অথবা সেই মহালক্ষ্মীই বিভূতি, বিরক্তি, ভগবদ্ভক্তি, ব্রহ্মজ্ঞানদাতৃত্বশক্তিরূপে ক্রমশঃ উক্ত হইয়াছেন। অথবা উক্ত চতুর্বিদ্যারূপা শ্রীমহালক্ষ্মীই চতুর্বর্গ (ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) প্রদান করিয়া থাকেন। এবং ঐ চতুর্বর্গের অতীত যে ভগবদ্ভক্তি, তাহাও প্রদান করিয়া থাকেন।

৬৬। যা বিহায়াদরেণাপি ভজমানান্ ভবাদৃশান্।
বব্রে তপোভিরারাধ্য নিরপেক্ষং চ তং প্রিয়ম্॥

মূলানুবাদ

৬৬। যে লক্ষ্মী ভজমান ভবাদৃশ ব্যক্তিসকলকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা দ্বারা সেই নিরপেক্ষ শ্রীভগবানকে আরাধনা করিয়া প্রিয়রূপে বরণ করেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬৬। ইদানীং তস্যাঃ সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ কেবলং পরমপ্রেম্ণা ভগবদ্ভজনান্মাহাত্ম্যবিশেষমাহ—চেতি। নিরপেক্ষং তদপেক্ষারহিতমপি আত্মারামত্বাৎ পূর্ণকামত্বাচ্চ। তথাপি বরণে হেতুঃ—প্রিয়মিতি, তদেকপ্রিয়ত্বাদিত্যর্থঃ। এতাদৃশ্যস্য কথং প্রাপ্তিঃ স্যাত্তত্রাহ—তপোভির্ব্বা বিচিত্রসেবয়া ভগবদ্বিষয়ক-চিত্তৈকাগ্রতাভিরারাধ্য; বহুত্বং গৌরবেণ। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৬।৩৬) নাগপত্নীস্তুতৌ—'যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীললনাচরত্তপো বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা" ইতি। যদ্যপি মহালক্ষ্মীরিয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরস্য ভগবতো নিত্যবল্লভৈব, ন ত্বন্যবদুপাসনয়া তং প্রাপ্তাস্তি; তথাপি তদবতারাণাং শ্রীভৃগুতনয়াদীনাং তপশ্চর্য্যাদিশ্রবণাত্তাভ্যোঽস্যা অভেদাভিপ্রায়েণৈবমুক্তমিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৬। ইদানীং সেই শ্রীমহালক্ষ্মী কিরূপে সর্বনিরপেক্ষ হইয়া কেবল পরমপ্রেমসহকারে শ্রীভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন, সেই ভজনমাহাত্ম্যবিশেষ বর্ণন করিতেছেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী পরমপ্রেমভরে শ্রীভগবানের সেবা করেন বটে; কিন্তু সেই ভগবান নিরপেক্ষ অর্থাৎ তিনি আত্মারাম ও পূর্ণকাম বলিয়া কাহারও অপেক্ষা করেন না; তথাপি শ্রীলক্ষ্মীদেবী সেই নিরপেক্ষ শ্রীভগবানকে আরাধনা করিয়া প্রিয়রূপে বরণ করেন। অবশ্য তদেকপ্রিয়ত্বই তাঁহার ধরণের হেতু; তথাপি যদি প্রশ্ন হয়, এতাদৃশ নিরপেক্ষ প্রভুকে কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন? উত্তর—তপস্যা করিয়া বা বিচিত্র সেবা করিয়া। এখানে তপস্যা বলিতে ভগবৎবিষয়ে চিত্তের একাগ্রতারূপ আরাধনা। যথা, দশমস্কন্ধে নাগপত্নীস্তুতৌ—"ভগবন্! আপনার যে চরণরেণু লাভ করিবার অভিলাষে লক্ষ্মীদেবী নিজপ্রিয়া হইয়াও সর্বকামনা পরিত্যাগ পূর্বক ব্রতধারণ করিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন।" যদ্যপি শ্রীমহালক্ষ্মী শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণের প্রেয়সীত্ব লাভ করেন নাই; তথাপি তাঁহার অবতার ভৃগুতনয় প্রভৃতি শ্রীনারায়ণের চরণসেবা প্রাপ্তির অভিলাষে তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সহিত অভেদাভিপ্রায়ে তপস্যাদির প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে জানিতে হইবে।

৬৭। করোতি বসতিং নিত্যং যা রম্যে তস্য বক্ষসি।
পতিব্রতোত্তমাশেষাবতারেষ্বনুযাত্যমুম্॥

মূলানুবাদ

৬৭। ঐ মহালক্ষ্মী শ্রীভগবানের রমণীয় বক্ষঃস্থলোপরি সদা বাস করেন। তিনি পতিব্রতাগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রভুর অশেষ অবতারের অনুরূপ কান্তারূপে অনুগমন করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৭। নম্বেবমেতদবতারভূতায়া বিভূত্যধিষ্ঠাতৃলক্ষ্ম্যাশ্চাঞ্চল্যদোষস্য বিদ্যমানত্বাদস্যা অপি স কদাচিৎ ঘটেতৈবেত্যাশঙ্কা তন্নিরাকরণপূর্ব্বকং পরমমাহাত্ম্যবিশেষমাহ— করোতীতি। রম্য ইতি বিস্তীর্ণত্বাদি-পরমসৌন্দর্য্যোক্ত্যা বাসসুখমুদ্দিষ্টম্; অশেষেষু অবতারেষ্বপি অমুং শ্রীহরিমনুযাতি তত্তদনুরূপমবতীর্য তত্তৎসংগত্যা গচ্ছতি। যতঃ পরিব্রতাসু উত্তমা শ্রেষ্ঠা। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'এবং যথা জগৎস্বামী দেবদেবো জনার্দ্দনঃ। অবতারং করোত্যেষা তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী॥ দেবত্ব দেবদেহেয়ং মনুষ্যত্বে চ মানুষী। বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মনস্তনুম্॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৭। এই প্রকারে তাঁহার অবতারভূতা বিভূতির অধিষ্ঠাতৃ লক্ষ্মী যখন চঞ্চলা, তখন অংশী মহালক্ষ্মীতেও তাদৃশ চাঞ্চল্যদোষ কদাচিৎ আপতিত হইতে পারে না কি? এইরূপ আশঙ্কা-নিরাকরণপূর্বক তাঁহার পরম মাহাত্ম্য-বিশেষ বলিতেছেন। শ্রীমহালক্ষ্মী শ্রীনারায়ণের রমণীয় বক্ষঃস্থলোপরি নিত্য বাস করেন। এখানে রমণীয়-শব্দে শ্রীভগবানেরও বিস্তীর্ণত্বাদি গুণমণ্ডিত পরমসৌন্দর্যযুক্ত রমণীয় বক্ষঃস্থলোপরি বাস-সুখ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীহরির বক্ষঃস্থিতা হইয়াও তাঁহার অশেষ অবতার সকলের অনুগমন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ শ্রীহরি যখন যে লীলা করেন, তখন তিনিও নিজনাথের অভিলষিত লীলাদি বিস্তারের জন্য তদীয় অনুগামিনী হইয়া থাকেন। কারণ, তিনি পতিব্রতাগণের শ্রেষ্ঠা। এবিষয় শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও উক্ত আছে—'দেবদেব জগৎস্বামী জনার্দন যেমন যেমন অবতার গ্রহণ করেন, শ্রীও তেমন তেমন রূপে তাঁহার সহায়কারিণী হয়েন। দেবরূপে লীলাকারী শ্রীবিষ্ণুর সঙ্গে দেবী, মনুষ্যরূপে লীলাকারী ভগবানের সহিত ইনিও

মানুষী; এইরূপে শ্রীবিষ্ণু যেখানে যেরূপ লীলা করেন, তদীয় প্রেয়সী শ্রীও তদনুরূপ শ্রীবিগ্রহে তাঁহার লীলার সহায়কারিণী হইয়া থাকেন।

সারশিক্ষা

৬৭। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ সমস্ত অবতারের মূল, শ্রীরাধাও সেইরূপ সমস্ত ভগবৎ-কান্তাশক্তির মূল। "অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করে অবতার। অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার॥ লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভববিলাসরূপ। মহিষীগণ বৈভবপ্রকাশ স্বরূপ॥" অতএব শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের মূল কান্তাশক্তি বা মূল ভগবান শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাসঙ্গিনী। আবার শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকানাথরূপে লীলা প্রকাশ করেন, তখন শ্রীরাধাও দ্বারকায় শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীরূপে তাঁহার লীলাসঙ্গিনী হইয়া থাকেন। এইরূপে 'শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীনারায়ণাদিরূপে বৈকুণ্ঠে লীলা করেন, তখন শ্রীরাধাই বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণরূপে লীলাসঙ্গিনী হইয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহার অংশাবতার ও আবেশাবতারাদিতে তাঁহার অনুগামিনী হইয়া থাকেন।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৬৮। ততঃ পরমহর্ষেণ ক্ষোভিতাত্মালপন্মুনিঃ।
জয় শ্রীকমলাকান্ত হে বৈকুণ্ঠপতে হরে॥

৬৯। জয় বৈকুণ্ঠলোকেতি তত্রত্যা জয়তেতি চ।
জয় কৃষ্ণপ্রিয়ে পদ্মে বৈকুণ্ঠাধীশ্বরীত্যপি॥

মূলানুবাদ

৬৮-৬৯। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীশিবের কথা শুনিয়া দেবর্ষি শ্রীনারদ পরম হর্ষভরে ক্ষোভিত চিত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন—'জয় শ্রীকমলাকান্ত! হে বৈকুণ্ঠপতে! হে হরে! হে বৈকুণ্ঠলোক! হে বৈকুণ্ঠবাসীগণ। হে কৃষ্ণপ্রিয়া পদ্মে! হে বৈকুণ্ঠাধীশ্বরি! আপনারা সকলে জয়যুক্ত হউন।'

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৮-৬৯। অলপদুচ্চৈরবোচৎ; কিং? তদাহ—জয়েতি সার্দ্ধেন। হে বৈকুণ্ঠলোক! জয়েতি, হে তত্রত্যা বৈকুণ্ঠবর্তিনঃ! হে বৈকুণ্ঠাধীশ্বরি! শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিনাং মহালক্ষ্ম্যাশ্চ মাহাত্ম্যবিশেষশ্রবণাৎ পরমানন্দভরাবির্ভাববৈবশ্যেন পৃথিব্যামবতীর্ণস্য ভগবতো দ্বারকানিবাসমপি বিস্মৃত্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোকজিগমিষয়া তদাবিষ্টচিত্তত্বেন তত্র দ্রষ্টব্যং তত্রত্যেশ্বরং লক্ষ্মীকান্তং ভগবন্তং তল্লোকং চ তত্রত্যাংশ্চ মহালক্ষ্মীমপি তুষ্টাবেতি জ্ঞেয়ম্। তত্র তাদৃশ্যা মহালক্ষ্ম্যাঃ স্বামিত্বেনাসৌ ভগবৎস্তুতিরর্দ্ধেন, ততস্তৎকৃপাভরাস্পদত্বেন বৈকুণ্ঠস্য তদ্বাসিনাঞ্চ; ততঃ সর্ব্বতঃ পরমোৎকর্ষনিষ্ঠা দৃষ্ট্যা মহালক্ষ্ম্যা ইতি বিবেচনীয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৮-৬৯। শ্রীনারদ উচ্চৈঃস্বরে এই সকল বলিতে লাগিলেন। কি বলিলেন? তাহাই 'জয়' ইত্যাদি (সার্ধ) শ্লোকে বলিতেছেন—'হে বৈকুণ্ঠলোক! ওহে বৈকুণ্ঠবাসিগণ! হে বৈকুণ্ঠাধীশ্বরি! আপনারা সকলেই জয়যুক্ত হউন।' এই প্রকারে শ্রীনারদ শ্রীবৈকুণ্ঠবাসীগণের এবং শ্রীমহালক্ষ্মীর মাহাত্ম্যবিশেষ শ্রবণে পরমানন্দরাশির আবির্ভাব বশতঃ বিবশ হইলেন এবং তৎকালে পৃথিবীতে অবতীর্ণ শ্রীভগবানের ও দ্বারকাবাসীগণের কথা ভুলিয়া গেলেন। এজন্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোক

গমনের ইচ্ছায় অর্থাৎ তদাবিষ্টচিত্তত্ব-হেতু ভাবিলেন, শ্রীবৈকুণ্ঠই আমার দ্রষ্টব্য এবং বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীলক্ষ্মীকান্ত, তত্রত্য ভক্তসকল ও শ্রীমহালক্ষ্মীর স্তবদ্বারা অভিনন্দিত করিব। আর বৈকুণ্ঠলোকে তাদৃশ মহালক্ষ্মীর স্বামী বলিয়া শ্রীভগবানকে 'হে কমলাকান্ত' বলিয়া স্তুতিও করিব। পরে তাঁহার কৃপাস্পদরূপে বৈকুণ্ঠলোক ও বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তসকলের স্তব করিয়া পরিশেষে সর্বাপেক্ষা পরমোৎকর্ষনিষ্ঠা দর্শনে শ্রীমহালক্ষ্মীর স্তব করিতেছেন।

৭০। অথাভিনন্দনায়াস্যা বৈকুণ্ঠ গন্তুমুত্থিতঃ।
অভিপ্রেত্য হরেণোক্তঃ করে ধৃত্বা নিবার্য্য সঃ॥

মূলানুবাদ

৭০। এই সকল বলিতে বলিতে শ্রীনারদ শ্রীমহালক্ষ্মীর অভিনন্দনের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠগমনে উদ্যত হইলে শ্রীমহাদেব তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া করদ্বয় ধারণ করিয়া নিষেধ পূর্বক বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭০। অথ আলাপনানন্তরং অস্যা মহালক্ষ্ম্যা অভিনন্দনায় ত্বমেব কৃষ্ণস্য পরমকৃপানিষ্ঠাপাত্রং পরমপ্রিয়েত্যাদিসুনৃতৈঃ প্রশংসনার্থমভিপ্রেত্য-বৈকুণ্ঠাদি স্তুত্যোর্দ্ধ্বদৃষ্ট্যাদিনা চ লক্ষণেন তস্য বৈকুণ্ঠগমনোন্মুখতাং জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। নিবার্য্য করগ্রহণেনৈব তত্র গমনে নিষিধ্য স নারদ উক্তঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭০। অনন্তর শ্রীনারদ শ্রীমহালক্ষ্মীর অভিনন্দনের জন্য বৈকুণ্ঠগমনে উদ্যত হইলেন এবং সেই শ্রীমহালক্ষ্মীকে কি বলিয়া অভিনন্দিত করিবেন, তাহাই মনে মনে জল্পনা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরম কৃপানিষ্ঠাপাত্রী ও পরমপ্রিয়া ইত্যাদি সুনৃতবাক্যে প্রশংসা করিবেন। কিন্তু স্বয়ং শ্রীমহাদেব শ্রীনারদের অভিপ্রেতার্থ অবগত হইলেন। কিরূপে? বৈকুণ্ঠাদির স্তুতি ও পুনঃ পুনঃ উর্দ্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া বুঝিলেন। তাই তিনি শ্রীনারদের করদ্বয় ধারণপূর্বক বৈকুণ্ঠগমনে নিষেধ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

শ্রীমহেশ উবাচ—

৭১। কৃষ্ণপ্রিয়জনালোকোৎসুকতাবিহতস্মৃতে।
ন কিং স্মরসি যদ্ভূমৌ দ্বারকায়াং বসত্যসৌ॥

মূলানুবাদ

৭১। শ্রীমহেশ্বর বলিলেন, হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন দর্শনে ঔৎসুক্যবশতঃ তোমার স্মৃতি কি বিলুপ্ত হইয়াছে? তোমার কি স্মরণ নাই? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পৃথিবীর অন্তর্বর্তী দ্বারকাপুরে বাস করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭১। কৃষ্ণপ্রিয়জনস্যালোকে অবলোকনে উৎসুকতা উৎকণ্ঠা তয়া বিহতা বিনাশিতা স্মৃতিরনুসন্ধানং যস্য তস্য সম্বোধনন্। এবমত্র তব কোঽপি ন দোষস্তস্যৈবেদৃশঃ পরমমোহনত্বাদিতি ভাবঃ। অসৌ শ্রীহরির্মহালক্ষ্মীর্বা ভূমৌ পৃথিব্যাং তত্রাপি দ্বারকায়াং পূর্য্যাং বসতীতি যৎ তৎ কিং নানুস্মরসি, নানুসন্ধৎসে?

টীকার তাৎপর্য্য

৭১। ওহে নারদ! শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন দর্শনে ঔৎসুক্যবশতঃ তোমার স্মৃতি কি বিলুপ্ত হইয়াছে? এই সম্বোধনের উদ্দেশ্য এই যে, তোমার স্মৃতির কি অনুসন্ধানশক্তি পর্যন্ত বিনাশ হইয়াছে? সত্যই, এবিষয়ে তোমার কোন দোষ নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণেরই এতাদৃশ পরম মোহনত্বাদি স্বভাব। এই শ্রীহরি ও শ্রীমহালক্ষ্মী যে পৃথিবীর মধ্যে দ্বারকাপুরীতে বাস করিতেছেন, তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইলে?

৭২। রুক্মিণী সা মহালক্ষ্মীঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
তস্যা অংশাবতারা হি বামনাদিসমীপতঃ॥

মূলানুবাদ

৭২। বৈকুণ্ঠাধিশ্বরী মহালক্ষ্মীকেই শ্রীরুক্মিণী বলিয়া জানিবে, আর শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান এবং তাঁহার অংশাবতার বামন প্রভৃতির সমীপে যে লক্ষ্মীদেবী বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহারা ঐ রুক্মিণীরই অংশাবতার।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭২। ননু তত্র কুতো মহালক্ষ্মীঃ? কিন্তু ভীষ্মসুতা রুক্মিণীতি চেৎ; সত্যম্; সৈবেয়মিত্যাহ—রুক্মিণীতি। সা রুক্মিণ্যেব মহালক্ষ্মীঃ ননু মহালক্ষ্মীঃ কদাচিদপি ভগবৎপার্শ্বং ন জহাতি? তত্রাহ—কৃষ্ণস্তিতি। ননু কথং তর্হি শ্রীবামনসহস্রশীর্ষ-কপিলাদিনিকটে লক্ষ্মীর্দৃশ্যতে? মহালক্ষ্ম্যা রুক্মিণীত্বেনাবতীর্ণত্বাৎ, তত্রাহ—তস্যা ইতি এবং বৈকুণ্ঠেশ্বর্যা মহালক্ষ্ম্যা মহিমাপি সাধিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭২। যদি বল, পৃথিবীর মধ্যে দ্বারকাপুরীতে কোথায় মহালক্ষী? ভীষ্মকদুহিতা শ্রীরুক্মিণী দেবী ত বিরাজিতা। হাঁ, একথা সত্য, তথাপি কিন্তু বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্যাদি ঐ দ্বারকায় যেরূপে বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। বৈকুণ্ঠাধিশ্বরী মহালক্ষ্মীই ভীষ্মকদুহিতা শ্রীরুক্মিণী বলিয়া জানিবে। যদি বল, সেই মহালক্ষ্মী ভগবৎপার্শ্বস্থিতা, তিনি কখনও শ্রীভগবানের পার্শ্বত্যাগ করেন না, সুতরাং তিনি কিরূপে দ্বারকায় বিরাজিত হইবেন? তাই বলিতেছেন, দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণই সেই ভগবান। যদি বল, তাহা হইলে শ্রীবামন সহস্রশীর্ষা মহাপুরুষ ও কপিলদেবাদির সমীপে যে লক্ষ্মী দৃষ্ট হইতেছেন, তাঁহারা কে? তাই বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণের অংশাবতার শ্রীবামন প্রভৃতির সমীপে যাঁহারা বিরাজিত রহিয়াছেন, তাঁহারা ঐ মহালক্ষ্মীরই অংশ। আর মহালক্ষ্মী স্বয়ং শ্রীরুক্মিণীরূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন। এইপ্রকারে বৈকুণ্ঠেশ্বরী মহালক্ষ্মীরই মহিমা সাধিত হইল।

৭৩। সম্পূর্ণা পরিপূর্ণস্য লক্ষ্মীর্ভগবতঃ সদা।
নিষেবতে পদাম্ভোজে শ্রীকৃষ্ণস্যৈব রুক্মিণী॥

৭৪। তস্মাদুপবিশ ব্রহ্মন্ রহস্যং পরমং শনৈঃ।
কর্ণে তে কথয়াম্যেকং পরমশ্রদ্ধয়া শৃণু॥

মূলানুবাদ

৭৩। সেই দ্বারকাতে পরিপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পদকমল সেবার নিমিত্ত সম্পূর্ণা মহালক্ষ্মীস্বরূপা শ্রীরুক্মিণীদেবী স্বয়ং সতত বিরাজ করিতেছেন।

৭৪। অতএব হে ব্রহ্মণ্! এই স্থানে উপবেশন কর। আমি ধীরে ধীরে গোপনে তোমার কর্ণে একটি রহস্য কথা বলিব, তুমি পরমশ্রদ্ধার সহিত তাহা শ্রবণ কর।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৭৩। তর্হি কৃষ্ণপার্শ্বেঽপি তাদৃশ্যেব লক্ষ্মীরস্তু? তত্রাহ—সম্পূর্ণেতি। এবশব্দো যথাসম্ভবং সর্ব্বত্র যোজনীয়া। সম্পূর্ণা লক্ষ্মী রুক্মিণ্যেব পরিপূর্ণস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব পাদপদ্মদ্বন্দ্বং সদৈব নিতরাং সেবতে॥

৭৪। তস্মাদ্বৈকুণ্ঠতো ভূমৌ ভগবতা সহ লক্ষ্ম্যা অবতীর্ণত্বাৎ। উপবিশ বৈকুণ্ঠে জিগমিষাং বিহায়াত্রৈব ক্ষণং নিষীদ। ননু তর্হি সত্বরং দ্বারকায়ামেব গচ্ছামি কিমত্রোপবেশেন? তত্রাহ—রহস্যমিতি। শনৈস্তে তব কর্ণে কথয়ামীতি পরমরহস্যত্বেন বহূনামগ্রেঽপ্রকাশ্যত্বাৎ; মহালক্ষ্মী-প্রিয়সখী-পার্ব্বতী-মাৎসর্য্যভয়াদ্বা। এবং তবাভিপ্রেতার্থো দ্বারকাগমনেন ন সিধ্যেৎ। মহালক্ষ্ম্যাপি তয়াত্মনঃ সকাশাৎ শ্রীপ্রহ্লাদস্যৈব শ্রেষ্ঠতায়া বক্ষ্যমাণত্বাৎ ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৩। আচ্ছা, তাহা হইলে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বেও কি তাদৃশ মহালক্ষ্মীর অংশ অবতার? তাহাতেই বলিতেছেন 'সম্পূর্ণা' ইত্যাদি। সেই দ্বারকাতে সম্পূর্ণ মহালক্ষ্মী শ্রীরুক্মিণী দেবী। অর্থাৎ তিনি মহালক্ষ্মীর অংশভূতা নহেন, নিশ্চয়ই সম্পুর্ণা মহালক্ষ্মী এবং তিনিই স্বয়ংরূপে সদা পরিপূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন।

৭৪। সেই বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রীভগবান লক্ষ্মী সহ দ্বারকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব হে ব্রহ্মন্! বৈকুণ্ঠ গমনাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল এইস্থানে

উপবেশন কর। তাহা হইলে আমি সত্বর সেই দ্বারকাতেই গমন করি, এখানে উপবেশন করিবার প্রয়োজন কি? তাহাতেই বলিতেছেন—'রহস্য' ইত্যাদি। আমি ধীরে ধীরে গোপনে তোমার কর্ণে কোন এক রহস্য কথা বলিতেছি। ধীরে ধীরে বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যাহা পরম রহস্য, তাহা বহু ব্যক্তির সমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নহে। বিশেষতঃ এখানে মহালক্ষ্মীর প্রিয়সখী পার্বতী আছেন, সেই পরম রহস্য-কথা শ্রবণ করিলে হয়ত তাঁহার মাৎসর্য হইতে পারে, এজন্য ভয়ও আছে। অতএব তোমার অভিপ্রেতার্থ দ্বারকা গমন সিদ্ধ হইবে না। এস্থলে পরম রহস্য-কথা বলিতে শ্রীমহাদেব নিজ হইতে এমন কি মহালক্ষ্মী হইতেও শ্রীপ্রহ্লাদের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্তন করিবেন, উহাতে শ্রীপার্বতীর মাৎসর্য হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গ ধীরে ধীরে গোপনে বলিতেছেন।

**৭৫। ত্বত্তাততো মদ্‌গরুড়াদিতশ্চ, শ্রিয়োঽপি কারুণ্যবিশেষপাত্রম্।
প্রহ্লাদ এব প্রথিতো জগত্যাং কৃষ্ণস্য ভক্তো নিতরাং প্রিয়শ্চ॥**

মূলানুবাদ

৭৫। হে নারদ! আমি ও তোমার পিতা এবং গরুড়াদি পার্ষদ ও মহালক্ষ্মী হইতেই শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যবিশেষপাত্র বলিয়া এই জগতে প্রহ্লাদই প্রসিদ্ধ। অতএব শ্রীপ্রহ্লাদই শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ ভক্ত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৫। অতঃ শ্রীপ্রহ্লাদমেবানুসরেত্যাশয়েনাহ—ত্বদিতি। ত্বত্তাততো ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ, মৎ মত্তঃ। আদিশব্দাচ্ছেষ-বিষ্বক্‌সেনাদয়ো বৈকুণ্ঠপার্ষদাঃ। শ্রিয়ঃ মহালক্ষ্ম্যা অপি সকাশাৎ। কারুণ্যবিশেষপাত্রত্বে হেতুঃ—নিতরাং ভক্তোঽতএব নিতরাং প্রিয়শ্চেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৫। অতএব তুমি শ্রীপ্রহ্লাদেরই অনুসরণ কর। এই আশয়ে 'তৎ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, আমি বা তোমার পিতা শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীগরুড়, শেষ ও বিষ্বকসেনাদি বৈকুণ্ঠ পার্ষদগণ এমন কি মহালক্ষ্মী হইতেও শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্য-বিশেষের পাত্র বলিয়া এই জগতে প্রহ্লাদই প্রসিদ্ধ। অতএব তিনিই শ্রীকৃষ্ণের একান্ত ভক্ত এবং নিরতিশয় প্রিয়।

৭৬। ভগবদ্বচনানি ত্বং কিন্নু বিস্মৃতবানসি।
অধীতানি পুরাণেষু শ্লোকমেতং ন কিং স্মরেঃ॥

মূলানুবাদ

৭৬। তুমি কি ভগবদ্বচনসকল বিস্মৃত হইলে? পুরাণাদিতে অধীত এই প্রসিদ্ধ শ্লোকটিও কি তোমার স্মরণ হয় না?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৬। তত্রাদৌ সামান্যতো ভক্তত্বেনৈব মাহাত্ম্যং বক্তুং তস্য জগৎপ্রসিদ্ধতামেব দর্শয়ংস্তমপি তৎ স্মারয়তি,—ভগবদিতি। তত্র কিমেতং সুপ্রসিদ্ধমপি শ্লোকং ন ত্বং স্মরেঃ, অপি তু স্মরস্যেবেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৬। প্রথমে সামান্যতঃ শ্রীপ্রহ্লাদের ভক্তত্ব-হেতু মাহাত্ম্য বলিয়া পরে তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ বিশেষ মাহাত্ম্য স্মরণ করাইতেছেন—'ভগবদ্বচনানি' ইত্যাদিতে। তুমি কি পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ শ্রীভগবদ্‌বচন সকল বিস্মৃত হইলে? সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটিও কি তোমার স্মরণ হয় না? অর্থাৎ স্মরণ কর!

৭৭। নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়মাত্যন্তিকীং বাপি যেষাং গতিরহং পরা॥

মূলানুবাদ

৭৭। আমি যাঁহাদের পরমগতি, সেই সকল সাধুভক্ত ব্যতীত আমি আপনার শ্রীমূর্তিকে এবং অত্যন্ত প্রিয় লক্ষ্মীকেও স্পৃহা করি না।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৭৭। তমেবাহ—নাহমিতি। আত্মানং শ্রীমূর্ত্তিমপি; নাশাসে ন স্পৃহয়ামি নাভিনন্দামি বা। অয়ঞ্চ শ্লোকো নবমস্কন্ধে (শ্রীভা ৯।৫।৬৪) দুর্বাসসং প্রতি শ্রীভগবতোক্তঃ। তথা তত্রৈব (শ্রীভা ৯।৪।৬৩, ৬৬)—'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ ময়ি নির্বন্ধ-হৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ। বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥' ইতি। উদ্ধবং প্রত্যপ্যেকাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।১৪।১৫)—'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥' ইতি। অস্যার্থঃ—আত্মা শ্রীমূর্ত্তিরপি; ভক্ত ইতি বক্তব্যে স্ব-ভক্তমাহাত্ম্যবিশেষাখ্যানাবির্ভূতহর্ষভরবৈবশ্যেন-ভবানিত্যুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৭। তাহাই বলিতেছেন, "যাহাদের আমিই পরমাগতি, সেই সকল সাধু-ভক্তজন ব্যতিরেকে আমি শ্রীমূর্তিকে এবং আত্যন্তিকী—মদেকপরায়ণা লক্ষ্মীকেও স্পৃহা করি না।" এই শ্লোকটি নবমস্কন্ধে দুর্বাসার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি। সেখানে আরও উক্ত আছে—"আমি ভক্তাধীন, ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা নাই; ভক্তগণ-কর্তৃক আমার হৃদয় গ্রস্ত হইয়াছে। সর্বত্র সমদর্শী সাধুগণ আমাতে স্ব স্ব হৃদয় বন্ধন করিয়াছেন; যেমন সাধ্বী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করে, তেমন তাঁহারা আমাকে বশীভূত করিয়া থাকেন!" একাদশস্কন্ধে শ্রীউদ্ধবকেও বলিয়াছেন—"তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইলেও, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত হইলেও, সঙ্কর্ষণ আমার ভ্রাতা হইলেও, লক্ষ্মী আমার ভার্যা হইলেও, অধিক কি আমার শ্রীমূর্তিও সেইরূপ প্রিয়তম নহে।" সেই ভক্ত আপনার কিরূপ প্রিয়? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান উক্ত শ্লোকটি

বলিয়াছেন, 'যেমন ভক্তগণ' এইটি বক্তব্য; কিন্তু অতিহর্ষে বলিয়াছেন—'যেমন তুমি।' এতদ্দ্বারা স্বভক্ত-মাহাত্ম্যবিশেষখ্যাপনই তাঁহার উদ্দেশ্যে, বুঝা যাইতেছে।

সারশিক্ষা

৭৭। শ্রীভগবান স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্ত-পরতন্ত্র এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও যে ভক্তির দ্বারাই আত্মপ্রকাশ করেন, তাহাই এই শ্লোকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে শ্রীভগবানের স্বাধীনতা কোথায়? স্বরূপশক্তিভূতা ভক্তিই তাঁহার আনন্দাতিশয়ের জন্য তাঁহার ভক্তবশ্যত্ব নিষ্পাদন করেন। এস্থলে কিন্তু শ্রীব্রহ্মাদি ভক্ত হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে ভক্তত্বাংশ অপেক্ষা পুত্রত্বাদি অভিমান অধিকভাবে থাকায় পুত্রাদিরূপেই পরিচয়; পরন্তু শ্রীপ্রহ্লাদের কেবল ভক্তত্বই বিদ্যমান—সম্বন্ধজ কোন অভিমান নাই। অতএব শ্রীব্রহ্মাদি অপেক্ষাও শ্রীপ্রহ্লাদই শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র। ইহার দ্বারা বুঝা গেল যে, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীশিব, এমন কি অঙ্গসংশ্রয়া শ্রী পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাদৃশ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই, যাদৃশ অনুগ্রহ শ্রীপ্রহ্লাদ লাভ করিয়াছেন।

৭৮। মদাদিদেবতাযোনির্নিজভক্তবিনোদকৃৎ।
শ্রীমূর্ত্তিরপি সা যেভ্যো নাপেক্ষ্যা কো হি নৌতু তান্॥

মূলানুবাদ

৭৮। সেই ভক্তগণকে কোন্ ব্যক্তি প্রশংসা করিতে সমর্থ হয়? যে ভক্ত হইতে প্রভুর শ্রীমূর্তিও আদরণীয় হয় না। কিন্তু সেই শ্রীমূর্তি আমার বা অপরাপর দেবগণের উৎপত্তির কারণস্বরূপ এবং গরুড়াদি নিজ ভক্তেরও বিনোদজননী।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৭৮। ফলিতমাহ—মদিতি দ্বাভ্যাম্। অহং রুদ্র আদির্যাসাং ব্রহ্মেন্দ্রাদিদেবতানাং তাসাং যোনিঃ কারণং ব্রহ্মাদিজগন্নিদানমহাপুরুষরূপস্যাপি তত এবাবির্ভাবাৎ। যদ্বা, যোনিরাশ্রয়ঃ সর্ব্বসেব্যত্বাৎ। এবং রুদ্রব্রহ্মাদিসর্ব্বদেবেভ্যো ভগবচ্ছ্রীমূর্ত্তের্ম্মাহাত্ম্যং সাধিতম্। তথা নিজভক্তানাং শ্রীশেষগরুড়াদীনাং বিনোদঃ পরমানন্দক্রীড়াবিশেষঃ তং করোতি তথা সা। সা সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি-মহিম্না পরমানির্ব্বচনীয়া। যেভ্যো ভক্তেভ্যঃ সকাশাৎ ন অপেক্ষা যোগ্যা আদরবিশেষবিষয়ো ন ভবতি। তান্ কো নৌতু স্তৌতু? অপি তু ন কোঽপি স্তোতুং শক্নুয়াদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৮। ফলিতার্থ এই যে, আমি রুদ্র ও শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণের উৎপত্তি-কারণ যে মহাপুরুষ, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি জগন্নিদানভূত সেই মহাপুরুষও শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষ। অথবা 'যোনি'-শব্দের আশ্রয় অর্থ করিলেও রুদ্র-ব্রহ্মাদি সর্বদেবগণের আশ্রয় ও সেব্যস্বরূপ যে ভগবানের শ্রীমূর্তি, সেই শ্রীমূর্তিও যাহাদিগের অপেক্ষা আদরণীয় হয় না। এই প্রকারে রুদ্র ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ হইতেও শ্রীমূর্তির মাহাত্ম্য সাধিত হইল। তথা শ্রীশেষ ও গরুড়াদি নিজভক্তগণেরও বিনোদজননী (পরমানন্দময় ক্রীড়াবিশেষের আশ্রয়স্থল) সৌন্দর্য-মাধুর্যাদি পরম অনির্বচনীয় মহিমাবিশিষ্ট শ্রীভগবানের শ্রীমূর্তিও যাহাদিগের অপেক্ষা আদরণীয় হয় না, সেই ভক্তগণকে কোন্ ব্যক্তি স্তুতি করিতে সমর্থ হয়?—কেহই নহে।

৭৯। তত্রাপ্যশেষভক্তানামুপমানতয়োদিতঃ।
সাক্ষাদ্ভগবতৈবাসৌ প্রহ্লাদোঽতর্ক্যভাগ্যবান্॥

মূলানুবাদ

৭৯। সেই সকল ভক্তের মধ্যেও আবার প্রহ্লাদের ভাগ্য তর্কের অগোচর। স্বয়ং ভগবানই বলিয়াছেন—'আমার অশেষ ভক্তগণের মধ্যেও প্রহ্লাদ উপমানস্বরূপ।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৭৯। এবং সামান্যেন ভক্ততয়ৈব ব্রহ্মাদিভ্যঃ স্বস্মাদপি সকাশান্মাহাত্ম্যমুক্তম্। ইদানীং বিশেষেণ-শ্রীশেষগরুড়াদিভ্যোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষমাহ—তত্রাপীতি। তেষ্বপি ভক্তগণেষু মধ্যে অতর্ক্যং তর্কয়িতুমপ্যশক্যং যদ্ভাগ্যং সৌভাগ্যং ভগবৎ-কৃপাবিশেষ-পাত্রতালক্ষণং তদ্বান্। পরমমহাসৌভাগ্যবত্ত্বেন শ্রেষ্ঠতর ইত্যর্থঃ। তচ্চ ভগবদুক্ত্যৈব প্রমাণয়তি—অশেষেতি। সাক্ষাদেব উদিতঃ উক্তঃ। তথা চ সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।১০।২১)—'ভবন্তি পুরুষা লোকে মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ। ভবান্মে খলু ভক্তানাং সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্॥' ইতি। অস্যার্থঃ—ত্বামনুগতা যে কেচিৎ পুরুষাস্তেঽপ্যেবংলক্ষণা ভবন্তি, মদ্ভক্তা ভবন্তি। অতো ভবান্ খলু মে ভক্তানাং সর্বেষামুপমাস্পদং শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, যে মদ্ভক্তাস্তে ত্বামেব অনুব্রতা অনুসৃতা ভবন্তি ভবিষ্যন্তি অনুসরিষ্যন্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্ভাগ্যবানিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৯। এইপ্রকারে সামান্যতঃ ভক্তত্ব দ্বারাই নিজ ও ব্রহ্মাদি হইতে শ্রীপ্রহ্লাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া ইদানীং বিশেষরূপে শ্রীশেষ ও গরুড়াদি ভগবদ্ভক্তগণ হইতেও মাহাত্ম্যবিশেষ বলিবার জন্য 'তত্রাপি' ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা। সেই ভক্তগণের মধ্যেও আবার শ্রীপ্রহ্লাদের ভাগ্য তর্কের অগোচর। সেই ভাগ্য কিরূপ? শ্রীভগবানের কৃপাবিশেষের পাত্রতা লক্ষণ সৌভাগ্য বলিয়া পরমসৌভাগ্যবত্ত্বা হইতেও শ্রেষ্ঠতর। তাহা শ্রীভগবদুক্তিতেই প্রমাণিত হইয়াছে—'প্রহ্লাদ আমার ভক্তদিগের উপমাস্থল, এমন কি প্রহ্লাদের যে অনুগত, তাহারাও আমার ভক্ত। তাৎপর্য এই যে, প্রহ্লাদের অনুগত যে কোন জন, তাহারাও নিশ্চয়ই আমার ভক্ত। অতএব আমার যত ভক্ত আছে, প্রহ্লাদই তাহাদের উপমাস্পদ বা সর্বশ্রেষ্ঠ। অথবা যাহারা আমার ভক্ত, তাহারাও তোমার অনুব্রত বা অনুসরণ করিয়া থাকে। আর ভবিষ্যতেও যাহারা ভক্ত হইবে, তাহারাও তোমার অনসরণ করিবে। তাহার হেতু এই যে, তুমি ভাগ্যবান।

৮০। তস্য সৌভাগ্যমস্মাভিঃ সর্ব্বৈর্লক্ষ্ম্যাপ্যনুত্তমম্।
সাক্ষাদ্ধিরণ্যকশিপোরনুভূতং বিদারণে॥

মূলানুবাদ

৮০। সেই প্রহ্লাদের সৌভাগ্য হিরণ্যকশিপুর সংহারকালে লক্ষ্মীদেবীর সহিত আমরা সকলেই সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮০। ননু কথাপি তস্য দৈত্যজাতিত্বাদিনা অর্ব্বাচীনত্বাদিনা চ শ্রীগরুড়াদিভ্যো মহালক্ষ্মীতশ্চ শ্রৈষ্ঠ্যং কথং ঘটতাম্? তত্রাহ—তস্যেতি। সর্ব্বৈরস্মাভিরিত্যনেন ব্রহ্মাদয়ো গরুড়াদয়শ্চ গৃহীতাঃ। হিরণ্যকশিপোঃ শ্রীনৃসিংহরূপেণ বিদারণসময়ে সাক্ষাদনুভূতং সাক্ষাদনুভূতত্বাদত্র বচনযুক্ত্যাদ্যপেক্ষা নাস্তীতি ভাবঃ। তত্তদ্বিশেষশ্চ সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদোপাখ্যানে দেবস্তুত্যধ্যায়তো বিজ্ঞেয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮০। তথাপি যদি বল, শ্রীপ্রহ্লাদ দৈত্যজাতি ও অর্বাচীন, সুতরাং নিত্য বৈকুণ্ঠপার্ষদ শ্রীগরুড়াদি হইতে বা শ্রীমহালক্ষ্মী হইতে তাঁহার সৌভাগ্যবত্তা বা শ্রেষ্ঠতা কিরূপে সংঘটিত হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন, 'তস্য' ইত্যাদি। সেই শ্রীপ্রহ্লাদের অত্যুত্তম সৌভাগ্য। আমরা সকলেই সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি। এস্থলে সকলে বলিতে ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ এবং শ্রীগরুড়াদি পার্ষদ ভক্তসকলও গৃহীত হইয়াছেন। শ্রীনৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুর সংহারকালে আমাদের সাক্ষাৎ অনুভূত। এ বিষয়ে অন্য যুক্তি বা প্রমাণের অপেক্ষা নাই। এসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদোপাখ্যানে দেবস্তুতি-অধ্যায়ে জানা যাইবে।

৮১। পুনঃ পুনর্ব্বরান্দিৎসুর্বিষ্ণুর্মুক্তিং ন যাচিতঃ।
ভক্তিরেব বৃতা যেন প্রহ্লাদং তং নমাম্যহম্॥

মূলানুবাদ

৮১। ভগবান শ্রীবিষ্ণু পুনঃপুনঃ মুক্তিদানে উদ্যত হইলেও তিনি মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া কেবল ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আমি সেই প্রহ্লাদকে নমস্কার করি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮১। পরমশ্রৈষ্ঠালক্ষণমেব দর্শয়িতুমাদৌ মুক্ত্যপেক্ষয়া পরমভক্তিনিষ্ঠা মাহাত্ম্যমাহ—পুনরিতি। এব চ শ্লোকঃ শ্রীনারায়ণব্যূহস্তববর্ত্তী। পুনঃ পুনরিতি শ্রীপ্রহ্লাদস্য মাহাত্ম্যবিশেষাভিব্যঞ্জনায় মুক্তিদানে বিষ্ণোরাগ্রহং সূচয়তি। তথাপি তাং ন যাচিতঃ। যদ্বা, পুনঃ পুনর্ভক্তিরেব বৃতেতি সম্বন্ধঃ। দার্ঢ্যাকাঙ্ক্ষয়া ভাববিশেষণং বা; যদ্বা, পুনঃ পুনরিতি। জন্মান্তরেষ্বিত্যর্থঃ। যথোক্তং শ্রীপরাশরেণ, তস্যৈব বাক্যম্—'নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্। তেষু তেম্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥' ইতি। অত্র চ যোনি-সহস্রেষ্বিত্যুক্ত্যা দূরে মুক্তিরুপেক্ষিতেতি জ্ঞাপ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮১। শ্রীপ্রহ্লাদের পরমশ্রেষ্ঠলক্ষণ প্রদর্শন জন্য প্রথমতঃ মুক্তি অপেক্ষা পরমভক্তিনিষ্ঠার মাহাত্ম্য বলিতেছেন। এই শ্লোকটি শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবের অন্তর্গত। 'পুনঃপুনঃ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, ভগবান বিষ্ণু পুনঃপুনঃ বরদানে উদ্যত হইলেও শ্রীপ্রহ্লাদ মুক্তি প্রার্থনা না করিয়া কেবল ভক্তিই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই প্রকারে শ্রীপ্রহ্লাদের মাহাত্ম্যবিশেষ অভিব্যক্ত নিমিত্তই শ্রীবিষ্ণুর পুনঃপুনঃ মুক্তিদানে আগ্রহ প্রকাশ হইয়াছে। তথাপি কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদ পুনঃপুনঃ মুক্তি প্রত্যাখ্যান এবং ভক্তি প্রার্থনা দ্বারা তাঁহার ভক্তিবিষয়ে দৃঢ়নিষ্ঠা বা আকাঙ্ক্ষার ভাববিশেষই সূচিত হইয়াছে। অথবা পুনঃপুনঃ বলিতে জন্ম-জন্মান্তরে ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কারণ, শ্রীপরাশরও শ্রীপ্রহ্লাদের উক্ত বাক্য অনুবাদ করিয়া বলিয়াছেন—'হে নাথ! আমি জন্ম-জন্মান্তরে যে কোন যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, তোমাতে যেন আমার ভক্তি অবিচলিত থাকে।' এই শ্লোকে 'সহস্রযোনি ভ্রমণ'-বাক্য দ্বারা মুক্তিকে দূরে পরিহার অর্থাৎ উপেক্ষাই সূচিত হইয়াছে।

সারশিক্ষা

৮১। ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তি ছাড়া আর কিছুর অভিলাষী নহেন ইহাই ভক্তের সাধারণ লক্ষণ। জগৎকে একথা জানাইবার জন্য শ্রীভগবান ভক্তগণকে পুনঃপুনঃ বরদানে প্রলুব্ধ করেন এবং ভক্তগণও তাঁহার প্রলোভিত অন্য বর প্রার্থনা করিয়া কেবল জন্ম-জন্মান্তরে ভক্তিই প্রার্থনা করেন। ইহাতে জগতের সকলে জানিতে পারেন যে, ভক্তগণ অন্যাভিলাষী নহেন, কেবলমাত্র ভক্তির অভিলাষী। তাই ভক্তকবি শ্রীবিদ্যাপতিঠাকুরও বলিয়াছেন—

কি এ মানুষ পশু পাখী কি এ জনমিয়ে
অথবা কীট পতঙ্গ।
করম বিপাকে গতাগতি পুনঃপুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥

ইহা দ্বারা আরও বুঝা যাইতেছে যে, ভক্ত যে কোন জন্মে যে কোন অবস্থায় পূর্ণ ভক্তিসুখ অনুভব করিতে পারেন। সুতরাং দৈত্যজাতি বলিয়া শ্রীপ্রহ্লাদের ভক্তিরস আস্বাদনে কোন বাধা দেখা যায় না। আবার ভক্তের দুঃখানুভবের কোন সম্ভাবনা না থাকিলেও তাঁহারা জাগতিক সুখ-দুঃখের কোন সন্ধানও রাখেন না। প্রকৃত-প্রস্তাবে ইহারই নাম আত্মসুখানুসন্ধানরহিত ভগবৎপ্রীতিতাৎপর্যময়ী শুদ্ধা ভক্তি।

৮২। মর্য্যাদালঙ্ঘকস্যাপি গুর্বাদেশকৃতো মুনে।
অসম্পন্নস্ববাগ্জালসত্যতান্তস্য যদ্বলেঃ॥

৮৩। দ্বারে তাদৃগবস্থানং তুচ্ছদানফলং কিমু।
রক্ষণং দুষ্টবাণস্য কিং নু মৎস্তবকারিতম্॥

মূলানুবাদ

৮২-৮৩। হে মুনে! যে ব্রহ্মাকৃত মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছিল, গুরুর আদেশ অবহেলা করিয়াছিল এবং স্বীয় বাগ্জালের সত্যতা রক্ষা করিতে পারে নাই, সেই বলির দ্বারে দ্বারপালকরূপে যে শ্রীভগবানের অবস্থিতি, তাহা কি তাহার ঐ তুচ্ছ ত্রৈলোক্য দানের ফল? অথবা দুষ্ট বাণাসুরের রক্ষণ, তাহাও কি আমার স্তব পাঠের ফল?

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮২। ন চ মন্তব্যং দ্বারপালকত্বেন ভগবতো বলৌ প্রহ্লাদতোঽপি কৃপাবিশেষ ইতি, তচ্চ তৎসম্বন্ধাদেবেত্যাহ—মর্য্যাদেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। মর্য্যাদা ব্রহ্মণা বিহিতঃ সেতুঃ, দেবানাং স্বর্গাধিপত্যং দৈত্যানাঞ্চ পাতালাধিপত্যমিত্যাদিলক্ষণঃ, তদতিতমকর্ত্তুরপি ঐন্দ্রপদ-যজ্ঞভাগসূর্য্যচন্দ্রাদ্যধিকারগ্রহণাৎ। অপিশব্দোঽগ্রেঽপানু-বর্ত্তনীয়ঃ; গুরোঃ শুক্রস্য আদেশঃ—"বামনায় প্রতিশ্রুতং সর্ব্বং সত্যং ন কুরু কিঞ্চিদ্দেহি।" ইত্যাদিলক্ষণঃ তং ন করোতীতি তথা তস্যাপি। এবং গুরুণা শপ্তস্যাপীতি চাত্র দ্রষ্টব্যম্। যথোক্তমষ্টমস্কন্ধে (শ্রীভা ৮। ২০। ১৪) শ্রীশুকেন, —'এবমশ্রদ্ধিতং শিষ্যমনাদেশকরং গুরুঃ। শশাপ দৈবপ্রহিতঃ সত্যসন্ধং মনস্বিনম্॥' ইত্যাদি। অসম্পন্নঃ স সম্যক্ সিদ্ধঃ; স্ববাগ্জালস্য স্বকীয়বচনসমূহস্য সত্যতায়া অন্তো নিষ্ঠা যস্য তস্য স্বয়মঙ্গীকৃত-ভগবৎ-পদত্রয়পরিমিতি-ভূমিদানাসম্পত্তেঃ। তথা চ তত্রৈব (শ্রীভা ৮।১৮।৩২) বলিবচনানি—'যদ্যদ্বটো বাঞ্ছসি তৎ প্রতীচ্ছ মে, ত্বামর্থিনং বিপ্রসুতানুতর্কয়ে।' ইত্যাদীনি, তথা ভগবৎকৃতত্রিপাদ-পরিমিতি-ভূমিপ্রার্থনানন্তরম্। (শ্রীভা ৮।১৯।১৮)—'অহো ব্রাহ্মণদায়াদ বাচস্তে বৃদ্ধসম্মতাঃ। ত্বং বালো বালিশমতিঃ স্বার্থং প্রত্যবুধো যথা॥' ইত্যাদীনি চ। তথা ভগবৎপ্রত্যুত্তরানন্তরমপি (শ্রীভা ৮।১৯।২৮)—'ইত্যুক্তঃ স হসন্ প্রাহ বাঞ্ছতঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।" ইত্যাদীনি॥

৮৩। তাদৃক্দ্বারপালতয়েত্যর্থঃ। যদ্বলের্দ্বারেঽবস্থানং তত্তুচ্ছস্য সত্যস্য ত্রৈলোক্যস্য স্বশরীরস্য চ যদ্দানং সমর্পণম্। 'পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজম্।' (শ্রীভা ৮।২২।২) ইতি তেনৈব ভগবন্তং প্রত্যুক্তত্বাৎ। অস্য ফলং অপি তু নৈব। কিন্তু কেবলং মহাশ্রেষ্ঠে প্রহ্লাদে যা প্রীতিঃ প্রিয়তা তদপেক্ষৈব, তদিতি পরেণ বাক্যসমাপনম্। তদিতি তস্মিন্ পরমানির্ব্বচনীয়-মাহাত্ম্য ইতি প্রহ্লাদবিশেষণং বা। এবং মর্য্যাদাদি-বিশেষণত্রয়েণ বলেস্তত্তদ্দোষনিরূপণেন ভগবতস্তদ্দ্বারপালকত্বা-সম্ভব উক্তঃ। তথা তুচ্ছেতি পদেন ত্রৈলোক্যাদিদানফলং তদস্তীত্যাশঙ্কা চ নিরস্তা। অয়মভিপ্রায়ঃ—মিথ্যাবস্তুনা সত্যবস্তুনঃ কস্যচিৎ কথঞ্চিদপি প্রাপ্তির্লোকেঽপি ন দৃশ্যতে; তৎ কথং সচ্চিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ প্রাপ্তিস্তত্রাপি দ্বারপালকতয়া পরমতুচ্ছত্রৈলোক্যদানাদিনা ঘটতাম্? অতো ভগবৎপ্রীতিহেতু-প্রহ্লাদবিষয়ক-সচ্চিদানন্দময়-প্রেমভক্ত্যৈব তথাপ্রাপ্তিঃ সম্ভবতীতি। আস্তাং বা কুত্রাপি শ্রূয়মাণয়া প্রহ্লাদস্যৈব বরেণ প্রাপ্তয়া ভগবদ্ভক্ত্যা বলেস্তথা তৎপ্রাপ্তিঃ। পরমদুষ্টশ্রেষ্ঠং বাণং প্রতি শ্রীভগবতোঽনুগ্রহভরে শ্রীপ্রহ্লাদবিষয়কপ্রীতিং বিনা নান্যৎ কিমপি কারণং দৃশ্যত ইত্যাহ—রক্ষণমিতি। শরীররক্ষণে ন মৃত্যোঃ সকাশাৎ চতুর্ভুজত্বাপাদনেন চ বাহুগণচ্ছেদনপ্রাপ্তপরমবৈরূপ্যাৎ শ্রীশিবপার্ষদতাপ্রাপণেন চ সংসারাদপীতি দিক্। বাণস্য দুষ্টত্বঞ্চ—'ত্রিলোক্যাং প্রতিযোদ্ধারং ন লেভে ত্বদৃতে সমম্।' ইতি দশমস্কন্ধোক্ত (শ্রীভা ১০।৬২।৬) নিজপ্রভুশিব-বিষয়ক-গর্ব্ববচনাদিনা, তথা কৌলিকপরমেষ্ট-শ্রীবিষ্ণুভক্তি-পরিত্যাগেন, তথা দৈত্যস্বাভাবিকবিষ্ণুভক্ত-দেবব্রাহ্মণ্যদিদ্বেষাদিনা, তথাঽনিরুদ্ধবন্ধন-যুদ্ধকরণাদিনা চ পুরাণান্তরতোঽবগন্তব্যম্। মদীয়স্তবেন ময়া বাণরক্ষার্থং কৃতং যচ্ছ্রীকৃষ্ণস্তোত্রং তেন কারিতং সম্পাদিতং কিং নু? অপি তু নৈব, কিন্তু তদপি মহাশ্রেষ্ঠপ্রহ্লাদপ্রীত্যপেক্ষয়ৈব। পরমদুস্তর-বৈষ্ণববিষয়কাপরাধো বৈষ্ণবকৃপয়ৈব নিস্তীর্যত ইতি ন্যায়াদ্ বলিবাণয়োঃ প্রহ্লাদপুত্রপৌত্রতয়া তদীয়স্নেহবিষয়তা-সম্ভাবনয়া। তদপেক্ষয়ৈব সর্ব্বানপরাধান্ ক্ষান্ত্বা ভগবান্ পরমানুগ্রহং চকারেতি তাৎপর্য্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮২। বলির দ্বারে যে দ্বারপালকত্বরূপে শ্রীভগবানের অবস্থিতি, তাহা কি প্রহ্লাদ হইতেও কৃপাবিশেষ নহে? এরূপ মন্তব্য করিও না। প্রহ্লাদ-সম্বন্ধেই বলির প্রতি শ্রীভগবদ্কৃপা, তাহাই 'মর্য্যাদা' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। সেই বলি

ব্রহ্মা-বিহিত মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া স্বর্গরাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিল অর্থাৎ ব্রহ্মা-কর্তৃক নির্দিষ্ট দেবগণের স্বর্গাধিপত্য ও দৈত্যগণের পাতালাধিপত্য ইত্যাদি লক্ষণ-ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া ঐন্দ্রপ্রদ অধিকার করিয়াছিল, যজ্ঞভাগ হইতে দেবতাগণকে বঞ্চিত করিয়াছিল এবং সূর্য-চন্দ্রাদি দেবগণকে স্ব স্ব অধিকার হইতে অপসারিত করিয়া দৈত্যসকলকে সেই সেই পদে নিযুক্ত করিয়াছিল। যে বলি স্বীয় গুরু শুক্রাচার্যের আদেশ লঙ্ঘন অর্থাৎ "তুমি যে এই বামনকে 'দিব' বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছ, সেই প্রতিশ্রুত-দানের কিঞ্চিৎ মাত্র দাও, সমগ্র নহে।" ইত্যাদি লক্ষণ গুরুর আদেশ প্রতিপালন করে নাই বলিয়া গুরু-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল। এবিষয় অষ্টমস্কন্ধে উক্ত আছে, "শিষ্য এইরূপ অশ্রদ্ধা করিয়া আদেশ পালন না করাতে গুরু যেন দৈবকর্তৃক প্রেরিত হইয়াই সেই সত্যসন্ধ অসুরশ্রেষ্ঠ বলিরাজকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।" বিশেষতঃ যে বলি স্বকীয় বচনসমূহের সত্যতার শেষ রক্ষা করিতে পারে নাই অর্থাৎ স্বয়ং অঙ্গীকার করিয়াও শ্রীভগবানের পাদত্রয়-পরিমিত ভূমি দান করিতে পারে নাই। এবিষয় বলি নিজেই বলিয়াছেন—"হে বটো! আপনার যাহা অভিলাষ হয় বলুন, আমি তাহাই প্রদান করিব। হে বিপ্রনন্দন! আমার অনুমান হইতেছে, আপনি অর্থার্থী হইয়াই আসিয়াছেন!" অতঃপর শ্রীভগবান ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু বলিরাজ বলিলেন, "অহো! বিপ্রতনয়! আপনার বচন বৃদ্ধসম্মত; কিন্তু আপনি কার্যতঃ বালক। যেহেতু, আপনার বুদ্ধি অজ্ঞের তুল্য, বিশেষতঃ স্বার্থবিষয়ে আপনার কোন বোধ নাই।" শ্রীভগবান ইহার প্রত্যুত্তর করিলেন। অতঃপর বলিরাজা বামনদেবের এইপ্রকার কথা শ্রবণে হাস্য করিয়া বলিলেন, "এই বাঞ্ছিত ভূমি গ্রহণ কর।" ইত্যাদি।

৮৩। বলির দ্বারে তাদৃশ দ্বারপালকরূপে শ্রীভগবানের অবস্থান কি তাহার ঐ তুচ্ছ ত্রৈলোক্যদানের ফল? কিংবা স্ব-শরীর দানের ফল? অথবা "আপনি ঐ তৃতীয়পদ আমার শিরোদেশে স্থাপন করুন।" ইত্যাদিরূপ শ্রীভগবানের প্রতি বলির প্রত্যুক্তিমূলক তুচ্ছ দানের ফল?—কখনই নহে। কিন্তু উহা কেবল মহাপ্রিয়তম পরম অনির্বচনীয় বলিয়া 'তৎ'-শব্দ বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং এই প্রকার মর্যাদাদি—বিশেষণত্রয়ের দ্বারা বলির তত্তৎ দোষ নিরূপণপূর্বক দেখাইলেন যে, বলির দ্বারে শ্রীভগবানের দ্বারপালকত্ব অসম্ভব। তথা 'তুচ্ছ'-পদের দ্বারাও দেখাইলেন যে, ত্রৈলোক্যদানের বা স্ব-শরীরদানের ফলরূপে ভগবৎকৃপাপ্রাপ্তি অসম্ভব, সুতরাং উক্ত আশঙ্কাও নিরস্ত হইল। তাৎপর্য এই যে, এই লোকেও যখন মিথ্যাবস্তুর দ্বারা কখনও কিঞ্চিৎমাত্র সত্যবস্তু প্রাপ্তি হইতে

দেখা যায় না, তখন সেই তুচ্ছ ত্রৈলোক্যদানাদি মিথ্যা (নশ্বর) বস্তুদানের দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিবে কিরূপে? বিশেষতঃ দ্বারপালকত্বরূপে। অতএব বলির প্রতি শ্রীভগবানের প্রীতির হেতু কেবল প্রহ্লাদবিষয়ক অর্থাৎ তাঁহার সচ্চিদানন্দময় প্রেমভক্তি দ্বারাই তাদৃশ কৃপাপ্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছে জানিতে হইবে। অথবা "আমি প্রহ্লাদেরই" বলির এইপ্রকার আত্ম-বরণ হইতে ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়াছিল এবং সেই ভক্তিবলে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। আর পরমদুষ্ট বাণাসুরের প্রতি যে শ্রীভগবানের অনুগ্রহরাশি, তাহারও কারণ ঐ প্রহ্লাদ। অর্থাৎ প্রহ্লাদ-সম্বন্ধীয় প্রীতি বিনা অন্য কোন কারণ দেখা যায় না। আর বাণাসুরের যে রক্ষণ, অর্থাৎ মৃত্যুর পরিবর্তে চতুর্ভুজত্বরূপ শ্রীশিবপার্ষদত্ব-প্রাপণ, সুতরাং তাহার সংসারক্ষয়ের কথা আর কি বলিব? তাহার মহাদুষ্টতার বিষয় শ্রীভাগবতেও উক্ত আছে—'আপনি ব্যতীত ত্রিলোকের মধ্যে আমার যোগ্য প্রতিযোদ্ধা দেখিতে পাই না।' যে বাণাসুর নিজ প্রভু শ্রীশিবের প্রতি এতাদৃশ গর্বপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তথা আপন কৌলিক পরম ইষ্ট শ্রীবিষ্ণুভক্তি পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং অনিরুদ্ধকে বন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল (এসকল বৃত্তান্ত পুরাণান্তরে দ্রষ্টব্য), এইরূপ মহাদুষ্ট বাণাসুরের রক্ষণ কি মৎকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তব দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল? কখনই নহে। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রিয়তম শ্রীপ্রহ্লাদের প্রীতির অপেক্ষায় জানিতে হইবে। "পরমদুস্তর বৈষ্ণববিষয়ক অপরাধ কেবল বৈষ্ণবের কৃপাতেই নিবৃত্তি হয়" এই ন্যায়ানুসারে বলি ও বাণের বৈষ্ণবাপরাধ কেবল প্রহ্লাদের পুত্র ও পৌত্র-সম্বন্ধ-হেতু ক্ষয় হইয়াছিল! অর্থাৎ শ্রীভগবান তদীয় স্নেহবিশেষ সম্ভাবনা করিয়াই তাহাদের সর্বাপরাধ ক্ষমা করিয়া পরমানুগ্রহ করিয়াছিলেন।

সারশিক্ষা

৮২। শ্রীপ্রহ্লাদ নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথাই যেন আক্ষেপের সহিত বলিতেছেন, কিন্তু ইহাই নিন্দাচ্ছলে স্তুতিরূপে পরিণত হইয়াছে। যেহেতু, শুক্রাচার্যের আদেশ ছিল, ভক্তিবিরোধী; সুতরাং অন্যায়। তাই তাহার লঙ্ঘনে বলি-মহারাজার কোন দোষ হয় নাই, মঙ্গল হইয়াছে। গুরুর আদেশ বলিয়াই যদি তিনি নির্বিচারে পালন করিতেন, তাহা হইলে ভগবৎকৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেন। অতএব বলির পক্ষে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও বামনদেবের মনস্তুষ্টিসাধন ভক্তিমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

৮৪। কেবলং তন্মহাপ্রেষ্ঠপ্রহ্লাদপ্রীত্যপেক্ষয়া।
কিং ব্রুয়াং পরমত্রাস্তে গৌরী লক্ষ্ম্যাঃ প্রিয়া সখী॥

মূলানুবাদ

৮৪। তাহা কেবল তদীয় মহা প্রিয়তম প্রহ্লাদের প্রীতির অপেক্ষাতেই জানিতে হইবে। আর অধিক কি বলিব, মহালক্ষ্মীর প্রিয়সখী গৌরী এইস্থানে উপস্থিত আছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৪। নন্বেবং চেৎ পরমপি তস্য মাহাত্ম্যং বিশেষেণ বিস্তার্য্য কথ্যতাং; তত্রাহ—কিমিতি। তদীয়মাহাত্ম্যবিশেষকথনেন মমাপি পরমানন্দাবির্ভাবেন ধৈর্য্যহান্যাপত্ত্যোচ্চৈরুক্তেরত্রৈব বর্ত্তমানা পার্ব্বতি সর্ব্বং তচ্ছ্রোষ্যতি, সা চ মহালক্ষ্ম্যাঃ প্রিয়সখী। অতো মহালক্ষ্মীতোঽপি প্রহ্লাদস্য মাহাত্ম্যমধিকং শ্রুত্বা তদসহমানা ক্রুদ্ধা সতী ত্বাং মামপ্যবজ্ঞাস্যতি তচ্চাতীবাযুক্তমিতি ভাবঃ; যদ্যপি ভগবন্নিত্যপ্রিয়তমায়া বৈকুণ্ঠৈশ্বর্য্যাঃ সদাকৃততদ্বক্ষোনিবাসায়া মহালক্ষ্ম্যাঃ সকাশাদর্ব্বাচীনভক্তস্য প্রহ্লাদস্য মাহাত্ম্যাধিক্যং কথঞ্চিদপি ন সঙ্গচ্ছতে, তথাপি ব্রহ্মবরেণ মহাদৈত্যপ্রবর-হিরণ্যকশিপুনাক্রান্তায়াং ত্রৈলোক্যাং ভগবদ্‌ভক্তিবিঘ্নভরে জাতে নিজভক্তানাং সর্ব্বেষামপি পরমোদ্বেগমাকলষ্য নিজভক্তি-মাহাত্ম্য-প্রদর্শনায় হিরণ্যকশিপু-বিদারণসময়ে স্বয়ং ভগবতা প্রাচীনার্ব্বাচীন-ভক্তবর্গেভ্যো বৈকুণ্ঠবাসিভ্যশ্চ নিত্যপার্ষদেভ্যো মহালক্ষ্ম্যা অপি সকাশান্মাহাত্ম্যবিশেষঃ শ্রীপ্রহ্লাদায় নিতরাং দত্তঃ। এতদ্বৃত্তঞ্চ সপ্তমস্কন্ধে তদুপাখ্যানে ব্যক্তমেব। তদনুসারেণৈবাত্র শ্রীশিবেনোক্তম্—'ত্বত্তাততো মদ্‌গরুড়াদিতশ্চ, শ্রিয়োঽপি কারুণ্য-বিশেষপাত্রম্। প্রহ্লাদ এব প্রথিতো জগত্যাম্' ইতি। তথা 'তস্য সৌভাগ্যমস্মাভিঃ সর্ব্বৈর্লক্ষ্ম্যাপ্যনুত্তমম্। সাক্ষাদ্ধিরণ্যকশিপোরনুভূতং বিদারণে॥' ইতি চ। এবং কদাচিচ্ছ্রীভগবদিচ্ছয়ৈব কথঞ্চিত্তৎসিদ্ধির্নান্যথেতি জ্ঞেয়ম্। যশ্চ (শ্রীভা ১১।১৪।১৫)—'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।' ইত্যত্র। 'নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা। শ্রিয়মাত্যন্তিকীং বাপি' (শ্রীভা ৯।৪।৬৪) ইত্যাদৌ চান্যেষামর্ব্বাচীনানাং ভক্তানাং সঙ্কর্ষণাদিবৈকুণ্ঠনিত্যপার্ষদেভ্যো মহালক্ষ্ম্যাশ্চাপি সকাশাদধিকো মহিমা শ্রূয়তে। স চ নিত্যপার্ষদানাং শ্রীসঙ্কর্ষণাদীনাং পরমবিশুদ্ধপ্রেমভক্তের্নিত্যস্বভাবসিদ্ধত্বেন তদপেক্ষয়া কিঞ্চিৎ পরিত্যাগাদ্যভাবাদর্ব্বাচীনভক্তানাং চ তদপেক্ষয়া

সকলপরিত্যাগাদ্যালোচনাৎ। কিংবান্য নৈরপেক্ষ্যেণ নিজভক্তাবেব সর্ব্বেষাং সম্যক্ প্রবৃত্তয়ে শ্রীভগবতা ভৃশং তে তথা স্তূয়ন্ত ইতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ। যদ্যপ্যেবমপি নিখিলসাধনবর্গ সাধ্যতম-পরমফলরূপ-সাক্ষাচ্ছ্রীভগবদ্দর্শনানন্দ-ভাগ্যঃ শ্রীব্রহ্মেন্দ্রাদিভ্যোঽপি সকাশাৎ ভগবৎস্মরণপ্রায়ভক্তিপরস্য শ্রীপ্রহ্লাদস্য ন কিলোৎকর্ষো ঘটতে। যথা চ স্বয়ং তেনৈব বক্ষ্যতে। 'হনুমদাদিবত্তস্য কাপি সেবা কৃতাস্তি ন। পরং বিঘ্নাকুলে চিত্তে স্মরণং ক্রিয়তে ময়া॥' ইতি। তথাপি তস্য হরিবর্ষে নৃসিংহমূর্ত্তের্ভগবতঃ সদা সন্দর্শন-স্তবনাদিকং পঞ্চমস্কন্ধাদৌ (শ্রীভা ৫।১৮।৭) প্রসিদ্ধমেব। বলিদ্বারেঽপি দ্বারপালতয়া বর্ত্তমানস্য সাক্ষাদ্দর্শনং সম্ভবেদেবেতি সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ তদীয়মাহাত্ম্যং সিধ্যত্যেব, প্রহ্লাদস্য চ তদ্বক্তব্যং পরমসাধুত্বেন বিনয়ভরাদ্ভক্তিস্বভাবজাহতৃপ্তিবিশেষাদ্বা। ইত্থং পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা চ শ্রীভগবৎ-কৃপাবিশেষপাত্রত্বাৎ তস্য তেভ্যো মহানুৎকর্ষঃ স্বতো ঘটত এবেতি দিক্। অলমতিবিস্তরেণ; প্রস্তুতং ব্যাখ্যামঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৪। যদি বল, প্রহ্লাদ যদি এইপ্রকার শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তবে তাঁহার মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়া বলুন, তাহাতেই বলিতেছেন 'কেবলং' ইত্যাদি। তদীয় মাহাত্ম্য বিস্তার করিলে আমারও পরমানন্দ আবির্ভাব হইবে সত্য, কিন্তু সেই আনন্দভরে ধৈর্যহানি হইলে ধীরে ধীরে বা গোপনে বলা হইবে না; আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিলেও এখানে বর্তমানা শ্রীপার্বতী শ্রবণ করিবেন। তিনি মহালক্ষ্মীর প্রিয়সখী। অতএব মহালক্ষ্মী অপেক্ষা প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য অধিক, এই কথা শ্রবণে তিনি অসহমানা হইয়া তোমাকে ও আমাকে অবজ্ঞা করিবেন, কাজেই তাহা নিতান্ত অযুক্ত হইবে। যদ্যপি শ্রীভগবানের নিত্য প্রিয়তমা বৈকুণ্ঠেশ্বরী মহালক্ষ্মী সদা ভগবানের বক্ষঃবিলাসিনী, সুতরাং সেই মহালক্ষ্মী হইতে অর্বাচীন ভক্ত প্রহ্লাদের মাহাত্ম্য কিছুতেই অধিক হওয়া উচিত নহে; তথাপি শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাহা কার্যতঃ সংঘটিত হইয়াছে। কারণ, ব্রহ্মার বরে মহাদৈত্যপ্রবর হিরণ্যকশিপু কর্তৃক ত্রৈলোক্য আক্রান্ত হইলে ভগবদ্ভক্তির বিঘ্ন-হেতু শ্রীভগবান নিজভক্তসকলের পরম উদ্বেগ দর্শন করিয়া এবং নিজভক্তি-মাহাত্ম্য প্রদর্শন জন্য হিরণ্যকশিপুর সংহারকালে তিনি স্বয়ংই প্রাচীন ও অর্বাচীন ভক্তবর্গ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাসী নিত্যপার্ষদ হইতেও এমন কি মহালক্ষ্মী হইতেও প্রহ্লাদকে নিরতিশয়রূপে মাহাত্ম্যবিশেষ প্রদান করিয়াছেন। (বিশেষ বৃত্তান্ত সপ্তমস্কন্ধে দ্রষ্টব্য) তদনুসারেই শ্রীশিব বলিয়াছেন—'হে নারদ! আমি ও তোমার পিতা ব্রহ্মা এবং গরুড় প্রভৃতি

বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ এমন কি মহালক্ষ্মী হইতেও শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যবিশেষের পাত্র বলিয়া এই জগতে প্রহ্লাদই প্রসিদ্ধ।' তথা "সেই প্রহ্লাদের সৌভাগ্য, হিরণ্যকশিপুর সংহারকালে লক্ষ্মীদেবীর সহিত আমরা সকলেই সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি।" এইপ্রকারে কদাচিৎ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় কথঞ্চিৎ তাহার মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু অন্য কোন প্রকারে তাহার মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইবার উপায় নাই। আর শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তিও এইরূপ—"তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা আমার পুত্র হইলেও, শঙ্কর আমার স্বরূপভূত হইলেও, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা হইলেও, লক্ষ্মী আমার ভার্যা হইলেও, অধিক কি আমার শ্রীমূর্তিও সেইরূপ প্রিয়তম নহে।" আরও বলিয়াছেন—"যাঁহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধু ভক্তজন ব্যতীত আমি নিজ স্বরূপগত আনন্দ ও নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য সম্পত্তিও স্পৃহা করি না।" ইত্যাদি বাক্যে নিত্য বৈকুণ্ঠপার্ষদ সঙ্কর্ষণাদি অপেক্ষা, এমন কি মহালক্ষ্মী হইতেও অন্যান্য অর্বাচীন ভক্তগণের অধিক মহত্ব শুনা যায়। আচ্ছা, নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্ত অপেক্ষা অর্বাচীন ভক্তের মহিমা কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? নিত্য পার্ষদ সঙ্কর্ষণাদির পরম বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি স্বভাবসিদ্ধ, সুতরাং সেই প্রেমভক্তি লাভের জন্য তাঁহাদের কিছুমাত্র পরিত্যাগ করিতে হয় না, বা তজ্জনিত ক্লেশাদিও বরণ করিতে হয় না; কিন্তু অর্বাচীন ভক্তগণ প্রেম-ভক্তি লাভের জন্য সর্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তজ্জনিত ক্লেশাদিও বরণ করিয়াছেন। এই সকল বিষয় পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, শ্রীভগবান বৈকুণ্ঠের নিত্যপার্ষদগণ অপেক্ষা অর্বাচীন ভক্তগণেরই অধিকতর মহিমা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। কিংবা যাঁহার নিরপেক্ষ অর্থাৎ একমাত্র তদীয় প্রেমসম্পত্তি লাভের জন্য সমস্ত অর্থ, স্বজন ও জীবনের মমতা পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন এবং জীবগণকে কেবল ভগবদ্ভক্তিতে প্রবর্তিত করিবার জন্য ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত সাধ্য ও সাধনবিষয়ে স্পৃহারহিত হইয়াছেন; তাদৃশ ভক্তি-প্রবর্তক সাধুভক্তকে শ্রীভগবান নিত্যসিদ্ধ পার্ষদভক্তসকল হইতেও অধিক প্রশংসা করিয়া থাকেন, ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। যদ্যপি নিখিল সাধনবর্গের পরম ফলস্বরূপ সাধ্যতম শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ-দর্শন এবং তজ্জনিত আনন্দভোগ, কিন্তু সেইপ্রকার সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্দর্শন-সৌভাগ্য শ্রীব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি অপেক্ষা শ্রীপ্রহ্লাদের ভাগ্যে সংঘটিত হয় নাই। বিশেষতঃ শ্রীপ্রহ্লাদের স্মরণাঙ্গ ভক্তিতে সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন অসম্ভবপ্রায় বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং তাঁহার মহান্ উৎকর্ষ সংঘটিত হইতেছে না। বিশেষতঃ শ্রীপ্রহ্লাদ স্বয়ংই বলিয়াছেন—'শ্রীহনুমান প্রভৃতি ভক্তসকল যেরূপ সেবা করিয়াছিলেন, আমি সেরূপ কোন সেবাই করি নাই; আমি কেবল বিঘ্নাকুল চিত্তে তাঁহার স্মরণমাত্র করিয়া থাকি।" তথাপি শ্রীপ্রহ্লাদের হরিবর্ষে শ্রীনৃসিংহমূর্তি ভগবানের সদা দর্শন

ও স্তবাদির বিষয় পঞ্চমস্কন্ধে প্রসিদ্ধ আছে। আবার বলির দ্বারে দ্বারপালরূপে বর্তমান শ্রীভগবানের সাক্ষাদ্দর্শনও হয়, সুতরাং তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইতেছে। তবে যে তিনি শ্রীভগবানের দর্শন পান নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বভাবসুলভ পরম মধুর সাধুত্ব বা বিনয়াবনত ভক্তির স্বভাবজ অতৃপ্তি মাত্র। এইপ্রকার যুক্তি অনুসারে পূর্বোক্ত শ্রীভগবৎকৃপা-বিশেষপাত্র-সকল হইতেও শ্রীপ্রহ্লাদের মহান উৎকর্ষ স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। ইহাই যথেষ্ট, বাহুল্যভয়ে সে বিচার এস্থলে উল্লিখিত হইল না। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হউক।

সারশিক্ষা

৮৪। ভক্তির আবার ভক্ত, এই ভক্তি কেবল যে স্বাধীন ভগবানকে ভক্তের অধীন করিয়া নিবৃত্তা হন, তাহা নহে, ভজনীয় ভগবানকে ভক্তেরই ভক্ত করিয়া দেন; কিন্তু ঐশ্বর্যময় ভক্ত এবং মাধুর্যময় ভক্ত, উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত হইলেও উভয়ের অধিকার ও ভগবদনুভূতি এক নহে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'যাঁহারা যে ভাবে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই আমি ভজনা করি।' (গীতা ৪।১১) এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্তীপাদ লিখিয়াছেন—'আমাকে সর্বস্ব জানিয়া অর্থাৎ তত্তৎলীলায় কৃত-মনোরথবিশিষ্ট হইয়া আমার ভজনা করিয়া আমাকে সুখ দেয় যে ভক্ত, আমিও ঈশ্বর বলিয়া 'কর্তুমকর্তুমন্যথাকর্তুম্' সমর্থ হেতু তাহাদেরও জন্ম-কর্মের নিত্যত্ব করিতে তাহাদিগকে স্বপার্ষদ করিয়া তাহাদের সহিতই যথাসময়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হই; কখনও বা অন্তর্হিত হইয়া প্রতিক্ষণ তাহাদিগের অনুগ্রহ করিয়া থাকি অর্থাৎ ভজনফল প্রেমভক্তি প্রদান করিয়া থাকি।' অতএব ভক্ত যেমন ভগবানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন, ভগবানও তদ্রূপ। অর্থাৎ ভক্তের প্রেমবর্ধন জন্য নিত্য পার্ষদগণ হইতেও অধিকতর স্বীয় সৌন্দর্য-মাধুর্য অনুভব করাইয়া তাঁহাকে আত্মদান করিয়া থাকেন। এই নিয়মানুসারেই আধুনিক ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদের উৎকর্ষ। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের স্বরূপভূত নিত্যপার্ষদগণের স্বরূপানন্দ অপেক্ষা তাঁহার ভক্তিস্বরূপভূত অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়-প্রকটিত প্রেমানন্দ অতিশয় স্পৃহনীয় বলিয়া ভক্তই তাঁহার অতিশয় প্রিয়তম। আবার ভক্ত যেমন ভক্তি-বৃত্তিতে ভগবানে সমর্পিতাত্মা, ভগবানও ঐরূপ ভক্তে সমর্পিতাত্মা। এইপ্রকারে প্রভুর সুখের জন্য যে সেবক যত স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারেন, তিনি তত শ্রেষ্ঠ। তাই ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীউদ্ধব মহাশয় শ্রীগোপীগণকে নমস্কার করিয়া 'আসামহো' ইত্যাদি শ্লোকে ত্যাগ-পরাকাষ্ঠার মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন।

৮৫। তদ্গত্বা সুতলে শীঘ্রং বর্ধয়িত্বাশিষাং গণৈঃ।
প্রহ্লাদাং স্বয়মাশ্লিষ্য মদাশ্লেষাবলিং বদেঃ॥

মূলানুবাদ

৮৫। অতএব হে নারদ! তুমি সত্বর সুতলে গমন কর এবং আশীর্বাদ সহকারে সম্বর্ধনা করিয়া স্বয়ং প্রহ্লাদকে আলিঙ্গন করিবে এবং আমারও গাঢ় আলিঙ্গন জানাইবে।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮৫। তত্তস্মাৎ সুতলে তৃতীয়-রসাতলে শীঘ্রং গত্বেতি 'বৎস! প্রহ্লাদ! ভদ্রং তে প্রযাহি সুতলালয়ম্। মোদমানঃ স্বপৌত্রেণ জ্ঞাতীনাং সুখমাবহ॥ নিতং দ্রষ্টাসি মাং তত্র গদাপাণিমবস্থিতম্।' (শ্রীভা ৮।২৩।৯-১০) ইত্যেব ভগবদাজ্ঞয়া সততসন্দর্শনলাভায় তদানীং তত্রৈব শ্রীপ্রহ্লাদস্যাবস্থানাৎ। আদৌ স্বয়মাশ্লিষ্য তদালিঙ্গনমহাসুখমনুভূয় পশ্চান্মদালিঙ্গন-পরম্পরাং বদেস্তম্; বিধৌ সপ্তমী॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৫। অতএব তুমি সত্বর সুতলে (তৃতীয় রসাতলে) গমন করিয়া (এখানে 'অতএব' বলিবার উদ্দেশ্য—যখন স্থির হইল যে, আমা অপেক্ষা বা বৈকুণ্ঠবাসী নিত্য পার্ষদ শ্রীগরুড়াদি অপেক্ষা শ্রীপ্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাপাত্র, তখন বৈকুণ্ঠগমনে প্রয়োজন নাই।) শ্রীপ্রহ্লাদকে অভিনন্দিত কর। কারণ, শ্রীভগবান প্রহ্লাদকে বলিয়াছেন—"বৎস প্রহ্লাদ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সুতলে গমন কর এবং নিজ পৌত্রের সহিত আনন্দে কাল যাপন করিয়া স্বজনের সুখসাধন কর। সেই সুতলে দেখিতে পাইবে যে, আমি গদাহস্তে অবস্থান করিতেছি!" এই প্রকার ভগবদাজ্ঞায় এবং ভগবদ্দর্শন লাভের জন্য শ্রীপ্রহ্লাদ তথায় অবস্থান করিতেছেন। প্রথমতঃ তুমি তাঁহাকে আশীর্বাদ পূর্বক স্বয়ং আলিঙ্গন করিয়া মহাসুখ অনুভব করিবে, পরে তাঁহাকে আমার আলিঙ্গন-পরম্পরা জানাইবে।

৮৬। অহো ন সহতেঽস্মাকং প্রণামং সজ্জনাগ্রণীঃ।
স্তুতিঞ্চ মা প্রমাদী স্যাত্তত্র চেৎ সুখমিচ্ছসি॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভরনির্ধারখণ্ডে
প্রপঞ্চাতীতো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

৮৬। অহো! সজ্জনাগ্রণী সেই প্রহ্লাদ আমাদের কৃত প্রণতি বা স্তুতি প্রভৃতি কিছুই সহ্য করিতে পারেন নাই। অতএব তুমি যদি আনন্দলাভ করিতে চাও, তবে সেই স্থানে যাইয়া যেন প্রমাদবশতঃ তাঁহাকে প্রণাম বা স্তুতি করিও না।

ইতি প্রথমখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮৬। ননু এতাদৃশে পরমভাগবতোত্তমে প্রণতিরেব যুক্তা? তত্রাহ—অহো ইতি খেদে; স্তুতিমপি ন সহতে। তত্র ত্বং প্রমাদী অনবহিতো মা ভব; অনবধানেন প্রণামাদিকং ন কুর্য্যা ইত্যর্থঃ। ননু তাদৃশস্য প্রণাম-স্তবনাদি-বিধানেনৈব মম সন্তোষঃ স্যাত্তত্রাহ—চেদিতি। তব তদ্ব্যবহারেণ তস্য মহাত্মনো মনোদুঃখে সতি পশ্চাত্তদীয়সন্দর্শন-সম্ভাষণাদিসুখং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতটীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাং প্রথমখণ্ডে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

৮৬। যদি বল, এতাদৃশ পরম ভাগবতোত্তমের প্রতি প্রণতিই যুক্তিযুক্ত? তাহাতেই বলিতেছেন—'অহো' ইত্যাদি। অহো! (খেদে) সেই প্রহ্লাদ আমাদিগের স্তুতিও সহ্য করিতে পারেন না। অতএব সেই স্থানে যাইয়া যেন প্রমাদবশতঃ প্রণামাদি করিও না অর্থাৎ অনবধানবশতঃ প্রণাম বা স্তবাদি বিধানে তাদৃশ মহাভাগবতের সন্তোষ বিধান করা হইবে না। অতএব তুমি যদি সুখলাভে অভিলাষী হও, তবে তাঁহাকে প্রণামাদি করিও না। কারণ, তোমার তাদৃশ ব্যবহারে সেই মহাত্মার মনোদুঃখ হইলে পশ্চাৎ তদীয় সন্দর্শন ও সম্ভাষণাদিসুখপ্রাপ্ত হইবে না।

ইতি প্রথমখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১। শ্রুত্বা মহাশ্চর্য্যমিবেশভাষিতং
প্রহ্লাদসন্দর্শকৌতুকঃ ন জাত।
হৃদ্‌যানতঃ শ্রীসুতলে গতোঽচিরা-
দ্ধাবন্ প্রবিষ্টঃ পুরমাসুরং মুনিঃ॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, মুনিবর শ্রীমহাদেবের ঐ কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং শ্রীপ্রহ্লাদকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অতিশয় কৌতূহলান্বিত হইয়া মনোরথে আরোহণ পূর্বক ধাবনমাত্রই অসুরপুর সুতলে প্রবেশ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

চতুর্থে স্বস্য মাহাত্ম্যমাক্ষিপ্যোক্তং হনুমতঃ।
প্রহ্লাদেন যথা তদ্বৎ পাণ্ডবানাং হনুমতা॥

১। হৃদ্‌যানতো মনোযানেনাচিরাদ্‌গতঃ; সুতলে যামীতি যদা মনস্যকরোত্তদানীমেব তৎ প্রাপ্তঃ সন্নিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ-কর্তৃক যেরূপ আক্ষেপের সহিত শ্রীহনুমানের মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীহনুমান-কর্তৃক শ্রীপাণ্ডবগণের মাহাত্ম্যও উক্ত হইয়াছে।

১। হৃদ্‌যান বলিতে মানসযান, অর্থাৎ 'আমি সুতলে গমন করিব'—মনে করিবামাত্র সুতল প্রাপ্ত হইলেন।

২। তাবদ্বিবিক্তে ভগবৎপদাম্বুজ-
প্রেমোল্লসদ্ধ্যানবিষক্তচেতসা।
শ্রীবৈষ্ণবাগ্র্যেণ সমীক্ষ্য দূরতঃ
প্রোত্থায় বিপ্রঃ প্রণতোঽন্তিকং গতঃ॥

মূলানুবাদ

২। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীপ্রহ্লাদ তৎকালে নির্জনস্থানে ভগবৎপদাম্বুজপ্রেমে উল্লসিত হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তিনি সেই অবস্থায় দূর হইতে মুনিবর শ্রীনারদকে সাক্ষাৎদর্শনের ন্যায় অবলোকন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের জন্য অগ্রসর হইতে না হইতে মুনিবর বেগভরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন শ্রীপ্রহ্লাদ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

২। শ্রীবৈষ্ণবানামগ্র্যেণ শ্রীপ্রহ্লাদেন ধ্যান এব দূরতঃ সমীক্ষ্য সাক্ষাদিব বিজ্ঞায়; যাবদ্ধ্যানাদ্ ব্যুত্থায়াগ্রেঽভিগম্য গৃহ্যতে, তাবদেব বেগভরেণ প্রহ্লাদস্যান্তিকমেব গতঃ সন্ বিপ্রঃ শ্রীনারদঃ প্রহ্লাদেনাসনাৎ প্রোত্থায় প্রণতো নমস্কৃত ইত্যর্থঃ। কথং স্থিতেন? বিবিক্তে রহসি যদ্ ভগবতঃ পদাম্বুজয়োঃ প্রেম্ণা উল্লসচ্ছোভমানং ধ্যানং তস্মিন্ বিষক্তং সংলগ্নং চেতো যস্য; এতচ্চ দূরতঃ সমীক্ষণে সদ্যো ব্যুত্থানাশক্তৌ চ কারণমূহ্যম॥

টীকার তাৎপর্য্য

২। শ্রীবৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীপ্রহ্লাদ তৎকালে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তথাপি তিনি দূর হইতে মুনিবর শ্রীনারদকে সাক্ষাৎ দর্শনের ন্যায় (ধ্যান নেত্রে) দর্শন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক তাঁহার প্রত্যুদ্গমনের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতেই মুনিবর বেগভরে তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। তখন শ্রীপ্রহ্লাদ আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তিনি কোথায় কিরূপ অবস্থায় ছিলেন? তৎকালে তিনি নির্জনপ্রদেশে ছিলেন এবং তাঁহার চিত্ত শ্রীভগবৎপাদপদ্মসম্বন্ধিপ্রেম-শোভমান ধ্যানে সংলগ্ন ছিল। এজন্য দূর হইতে শ্রীনারদকে দর্শন করিয়াও সহসা উত্থানে অশক্ত হইয়াছিলেন।

৩। পীঠে প্রযত্নাদুপবেশিতোঽয়ং,
পূজাং পুরাবদ্বিধিনার্প্যমাণাম্।
সম্ভ্রান্তচেতাঃ পরিহৃত্য বর্ষন্,
হর্ষাশ্রুমাশ্লেষপরোঽবদত্তম্॥

মূলানুবাদ

৩। শ্রীপ্রহ্লাদ পরম যত্ন সহকারে মুনিবরকে আসনে উপবেশন করাইলেন এবং পূর্বে যে বিধানে পূজা করিতেন, সেই বিধানে পূজা সম্ভার দ্বারা পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলে মুনিবর সম্ভ্রমের সহিত উহা পরিহার করিলেন এবং অতিশয় সম্ভ্রান্তচিত্তে কেবল তাঁহার আলিঙ্গনে ব্যস্ত হইয়া প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩। অয়ং বিপ্রঃ পীঠে দত্তেঽপি স্বয়ং নোপবিষ্টঃ, কিন্তু যত্নাৎ পরমাগ্রহেণ প্রহ্লাদেনৈবোপবেশিত ইত্যর্থঃ। বিধিনা যথাবিধি পূর্ব্ববৎ; অর্প্যমাণাং ক্রিয়মাণামিত্যর্থঃ। যদ্বা, পূজামিতি পাদ্যার্ঘ্যাদিপূজাসামগ্রীমিত্যর্থঃ পরিহৃত্য অস্বীকৃত্য; সম্ভ্রান্তচেতস্ত্বেন কেবলং শ্রীপ্রহ্লাদালিঙ্গনতৎপরঃ সন্, অতো হর্ষাশ্রু বর্ষন্। তং শ্রীবৈষ্ণবাগ্র্যমবদৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩। এই বিপ্রবর কিন্তু শ্রীপ্রহ্লাদ-প্রদত্ত আসনে স্বয়ং উপবেশন করিলেন না, শ্রীপ্রহ্লাদ পরম আগ্রহের সহিত তাঁহাকে সেই আসনে উপবেশন করাইলেন। যথাবিধি অর্থাৎ পূর্ববৎ শ্রীপ্রহ্লাদ-কর্তৃক ক্রিয়মাণ পাদ্য-অর্ঘ্যাদি পূজা-সামগ্রী শ্রীনারদ পরিহার করিলেন এবং সসম্ভ্রমে অর্থাৎ অতিশয় প্রেমবিহ্বল-চিত্তে কেবল শ্রীপ্রহ্লাদের আলিঙ্গনে তৎপর হইয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে সেই বৈষ্ণবচূড়ামণি শ্রীপ্রহ্লাদকে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীনারদ উবাচ—

৪। দৃষ্টাশ্চিরাৎ কৃষ্ণকৃপাভরস্য
পাত্রং ভবান্মে সফলঃ শ্রমোঽভূৎ।
আবাল্যতো যস্য হি কৃষ্ণভক্তি-
র্জাতা বিশুদ্ধা ন কুতোঽপি যাসীৎ॥

৫। যয়া স্বপিত্রা বিহিতাঃ সহস্র-
মুপদ্রবা দারুণবিঘ্নরূপাঃ।
জিতাস্ত্বয়া যস্য তবানুভাবাৎ
সর্ব্বেঽভবন্ ভাগবতা হি দৈত্যাঃ॥

মূলানুবাদ

৪। শ্রীনারদ বলিলেন, বৎস! তুমিই কেবল শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভর পাত্র। আমি তোমাকে বহুকাল পরে দর্শন করিলাম। আজ আমার শ্রম সফল হইল। বাল্যকাল হইতেই তোমার বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি জাত হইয়াছে। এরূপ ভক্তি পূর্বে কোথাও দেখা যায় না।

৫। তোমার পিতা যে ভক্তির জন্য তোমার প্রতি দারুণ বিঘ্নস্বরূপ সহস্র সহস্র উপদ্রব বিধান করিয়াছিল, তুমি কিন্তু ভক্তি-প্রভাবে সেই উপদ্রব জয় করিয়াছ। অর্থাৎ উহা দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হয় নাই; বরং তোমার প্রভাবে ঐ সকল উপদ্রবকারী দৈত্য পরম ভাগবত হইয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪। অতো মে শ্রমঃ অধ্যয়নাদিপ্রয়াসঃ; যদ্বা প্রয়াগাদ্দক্ষিণ-দেশাদাবারব্ধভ্রমণায়াসঃ সফলোঽভূৎ। কৃষ্ণকৃপাভরপাত্রতালক্ষণানি বিবৃণোতি—আবাল্যাদিতি সপ্তভিঃ। বালমারভ্য; যস্য ভবতঃ যা ভক্তিঃ পূর্ব্বং কুত্রাপি নাসীৎ॥

৫। যয়া ভক্ত্যা, স্বস্য ভবতঃ পিত্রা হিরণ্যকশিপুনা, সহস্রমপরিমিতা উপদ্রবাঃ; তে চোক্তাঃ সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।৫।৪২-৪৪) 'প্রয়াসেঽপহতে তস্মিন্ দৈত্যেন্দ্রঃ পরিশঙ্কিতঃ। চকার তদ্বধোপায়ান্ নির্ব্বন্ধেন যুধিষ্ঠির॥ দিগ্‌গজৈর্দ্দন্দশূকৈন্দ্রৈরভিচারাবপাতনৈঃ। মায়াভিঃ সন্নিরোধৈশ্চ গরদানৈ রভোজনৈঃ॥ হিমবায়্বগ্নিসলিলৈঃ পর্ব্বতাক্রমণৈরপি।' ইতি। কথম্ভূতা? দারুণাঃ মহাভীষণত্বাদ্দুস্তরত্বাচ্চন্যেষু কঠিনা যে ভক্তিবিঘ্নাস্তৎস্বরূপাঃ; জিতাঃ কিঞ্চিদপি

তে কর্তুং নাশক্নুবন্নিত্যর্থঃ। অনুভাবাৎ প্রভাবাৎ; ভাগবতাঃ ভগবদ্ভক্তাঃ; হি নিশ্চয়ে। তত্র বালকা উপদেশপ্রাপ্ত্যা পরে চ দর্শন-স্পর্শনাদিনা; তথা চ নারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে ধরণীবাক্যে—'অহো কৃতার্থঃ সুতরাং নৃলোকে, যস্মিন্ স্থিতো ভাগবতোত্তমোঽসি। স্পৃশন্তি পশ্যন্তি চ যে ভবন্তং, ভাবাংশ্চ যাংস্তে হরিলোকভাজঃ॥ ইতি।

টীকার তাৎপর্য্য

৪। অদ্য আমার শ্রম অর্থাৎ বেদাদি অধ্যয়ন-প্রয়াস সফল হইল। অথবা প্রয়াগ হইতে দক্ষিণদেশাবধি এতদূর যে ভ্রমণ করিয়াছি, সেই আরব্ধ-ভ্রমণ-প্রয়াস সফল হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের কৃপাভরপাত্রতালক্ষণ বিবৃত হইতেছে। ইহাই 'আবাল্যতো' ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। বৎস প্রহ্লাদ! বাল্যকাল হইতেই তোমার বিশুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণভক্তি জন্মিয়াছে, এরূপ শ্রীকৃষ্ণভক্তি পূর্বে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই।

৫। যে ভক্তির জন্য তোমার পিতা হিরণ্যকশিপু তোমার প্রতি সহস্র সহস্র অপরিমিত উপদ্রব-বিধান করিয়াছিল। তাহা সপ্তমস্কন্ধে উক্ত আছে—"দৈত্য সকলের বহুপ্রকার প্রয়াস বিফল হইলে হিরণ্যকশিপুর অতিশয় শঙ্কা জন্মিল, তজ্জন্য সে নির্বন্ধ সহকারে প্রহ্লাদের বধোপায় সৃজন করিতে লাগিল। সেই উপায় সকলের মধ্যে দিগ্‌গজ, মহাসর্প, অভিচারক্রিয়া, গিরিশৃঙ্গ হইতে নিপাতন, মায়া-গর্তাদিতে নিরোধ, বিষদান, ভোজন করিতে না দেওয়া এবং হিম, জল, বায়ু অগ্নি ও পর্বতে নিক্ষেপণ ইত্যাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ।" সেই সকল বিঘ্ন কিরূপ? দারুণ—মহাভীষণ, অন্যের পক্ষে দুস্তর ও কঠিন হইলেও তুমি কিন্তু সেই সমস্ত ভক্তি-বিঘ্নকে জয় করিয়াছিলে। অর্থাৎ হরিভক্তি-প্রভাবে সেই সকল বিঘ্ন তোমার কিছুই করিতে পারে নাই। অধিক কি বলিব, তোমার উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া এবং পরে দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা প্রায় সমস্ত দৈত্যই পরমভাগবত হইয়াছে। তাহা নারদীয়পুরাণে ও হরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত আছে। ধরণীদেবী বলিতেছেন, অহো! এই নৃলোক কৃতার্থ, যেহেতু তোমার ন্যায় ভাগবতোত্তম এই নৃলোকে অবস্থান করিতেছে এবং তোমার দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা তাহারা সকলেই হরিলোকভাজন হইয়াছে।

৬। কৃষ্ণাবিষ্টো যোঽস্মৃতাত্মেব মত্তো,
নৃত্যন্ গায়ন্ কম্পমানো রুদংশ্চ।
লোকান্ সর্ব্বানুদ্ধরন্ সংস্মৃতিভ্যো,
বিষ্ণোর্ভক্তিং হর্ষয়ামাস তন্বন্॥

মূলানুবাদ

৬। তুমি শ্রীকৃষ্ণাবিষ্ট হইয়া আত্মবিস্মৃতিবশতঃ উন্মত্তের ন্যায় কখনও নৃত্য, কখনও গান, কখনও রোদন, কখনও কম্পমান হইয়া সংসারদুঃখ হইতে লোক সকলকে উদ্ধার পূর্বক বিষ্ণুভক্তি বিস্তার দ্বারা তাহাদিগকে পরম সুখী করিয়াছিলে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬। মদ্যাদিনা মত্ত ইব উন্মত্তবদিতি বা; সংসৃতিভ্যঃ ন্যায়শাস্ত্রোক্ত জন্মমরণাদ্যেকবিংশতিপ্রকার-সংসারদুঃখেভ্যঃ লোকানুদ্ধরন্, তথা চ তত্রৈব— 'শ্রুত্বেত্যদ্ভুতবৈরাগ্যাজ্জনাস্তস্যোজ্জ্বলা গিরঃ। অশ্রূণি মুমুচুঃ কেচিদ্ বীক্ষ্য কেঽপ্যনমংশ্চ তম্। লীলয়ান্যে পরে হাস্যাত্তক্ত্যা কেচন বিস্ময়াৎ॥ জনাস্তং সংঘশোঽপশ্যন্ সর্ব্বথাপি হতৈনসঃ॥' ইতি। অত্র হতানি এনাংসি সংসারদুঃখানি যেষামিত্যর্থঃ। ন চ কেবলং সংসৃত্যুদ্ধরণেন লোকানাং দুঃখমেব নাশিতং, কিঞ্চ তর্হি ভক্তিবিস্তারেণ পরমসুখঞ্চ কৃতমিত্যাহ—বিষ্ণোর্ভক্তিং তন্বন্ সর্ব্বত্র বিস্তারয়ন্ লোকান্ হর্ষয়ামাসেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬। তুমি কৃষ্ণাবিষ্ট হইয়া মদ্যপানোন্মত্তের ন্যায় বা উন্মত্তবৎ কখনও নৃত্য করিয়া, কখনও গান করিয়া, কখনও কম্পমান হইয়া, কখনও বা রোদন করিয়া লোকসকলকে সংসৃতি হইতে উদ্ধার করিয়াছ। এখানে 'সংসৃতি' বলিতে ন্যায়শাস্ত্রোক্ত জন্ম, মরণ, শোকাদি একবিংশতিপ্রকার সংসারদুঃখ জানিতে হইবে। হরিভক্তিসুধোদয়ে উক্ত আছে—'শ্রীপ্রহ্লাদের বৈরাগ্যগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, কেহ বা তাঁহার অশ্রুবর্ষণ দর্শন করিয়া, কেহ বা তাঁহাকে দর্শন করিয়া, কেহ বা প্রণাম করিয়া, কেহ বা অদ্ভুত লীলাচেষ্টা দ্বারা, কেহ বা তাঁহার হাস্য দর্শন করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল। এইপ্রকারে তাহাদের সর্বপ্রকার সংসারদুঃখই বিনাশ হইয়াছিল।" কেবল যে তাহাদের সংসারদুঃখই মোচন করিয়াছ, তাহা নহে; পরন্তু সর্বত্র হরিভক্তি বিস্তার করিয়া তাহাদিগকে পরমসুখী করিয়াছ।

৭। কৃষ্ণেনাবির্ভূয় তীরে মহাব্ধেঃ,
স্বাঙ্কে কৃত্বা লালিতো মাতৃবদ্ যঃ।
ব্রহ্মেশাদীন্ কুর্ব্বতোঽপি স্তবৌঘং,
পদ্মাঞ্চানাদৃত্য সম্মানিতো যঃ॥

মূলানুবাদ

৭। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মহাসাগরতীরে আবির্ভূত হইয়া নিজ ক্রোড়ে স্থাপন পূর্বক জননীর ন্যায় তোমাকে লালন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা ও মহেশ প্রভৃতি স্তব করিলেও তাঁহাদিগকে অনাদর করিয়া স্পর্শনাদি দ্বারা তোমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৭। লালিতঃ চুম্বনালিঙ্গনাদিনা; তদুক্তং তত্রৈব—'ততঃ ক্ষিতাবেব নিবিশ্য নাথঃ, কৃত্বা তমঙ্কে স্বজনৈকবন্ধুঃ। শনৈর্বিধুন্বন্ করপল্লবেন, স্পৃশন্মুহুর্মাতৃবদালিলিঙ্গ॥' ইতি। অনাদৃত্য কৃপাকটাক্ষাদিনাপি নাপেক্ষ্য; সম্যক্ ব্রহ্মাদিভ্যো গরুড়াদিভ্যো লক্ষ্মীতশ্চাধিক্যেন মানিতঃ, কৃপাবলোকনোত্থাপনস্পর্শনাদিনা সৎকৃতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭। শ্রীনরহরি তোমাকে চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা লালন করিয়াছিলেন। যথা, হরিভক্তিসুধোদয়ে—"অতঃপর স্বজনৈক-বন্ধু শ্রীনরহরি আপনার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া জননীর ন্যায় তোমাকে চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি অর্থাৎ নিজকরপল্লব দ্বারা তোমার অঙ্গ বারংবার স্পর্শন ও লেহন করিয়াছিলেন।" কিন্তু ব্রহ্মা, মহেশ প্রভৃতি অমরদিগকে ও গরুড়াদি ভক্তবৃন্দকে, এমনকি প্রাণাধিক লক্ষ্মীকেও আদর করেন নাই; পরন্তু কৃপাবলোকন ও ক্রোড়ে স্থাপন এবং স্পর্শনাদি দ্বারা তোমার সৎকার করিয়াছিলেন।

৮। বিত্রস্তেন ব্রহ্মণা প্রার্থিতো যঃ, শ্রীমৎপাদাম্ভোজমূলে নিপত্য।
তিষ্ঠন্নুত্থাপ্যোত্তমাঙ্গে করাব্জং, ধৃত্বাঙ্গেষু শ্রীনৃসিংহেন লীঢ়ঃ॥

মূলানুবাদ

৮। পরমভীত ব্রহ্মা-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া তুমি নিজপ্রভুর পাদমূলে নিপতিত হইলে শ্রীনৃসিংহদেব স্বয়ং তোমাকে উত্তোলন করিয়া তোমার মস্তকে করকমল অর্পণ পূর্বক সর্বাঙ্গ লেহন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮। তদেব সপ্রসঙ্গং বিবৃণোতি—বিত্রস্তেনেতি। স্বভক্তদ্রোহজনিত-মহাক্রোধেন সমগ্রব্রহ্মাণ্ডস্যৈব সংহারতঃ পরমভীতেন ব্রহ্মণো প্রার্থিতো ভগবৎ-কোপোপসংহরণাদি প্রসাদং যাচিতঃ সন্। তথা চ প্রহ্লাদং প্রতি ব্রহ্মণো বাক্যং সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।৯।৩)—'তাত! প্রশময়োপেহি স্বপিত্রে কুপিতং প্রভুম্।' ইতি। শ্রীমতোঃ পাদাম্ভোজয়োর্মূলে আশ্রয়ে নিতরাং দণ্ডবৎপতিত্বা তিষ্ঠন্ বর্ত্তমানঃ, ধৃত্বা বিন্যস্য, সর্বাবয়বেষু লীঢ়ঃ। তথা চ সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।৯।৫) 'স্বপাদমূলে পতিতং তমর্ভকং বিলোক্য দেবঃ কৃপয়া পরিপ্লুতঃ। উত্থাপ্য তচ্ছীর্ষ্ণ্যদধাৎ করাম্বুজং কালাহিবিত্রস্তধিয়াং কৃতাভয়ম্॥' ইতি। বৃহন্নরসিংহপুরাণে চ—'লিলিহে তস্য গাত্রাণি স্বপোতস্যেব কেশরী' ইত্যাদি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮। তাহাই প্রসঙ্গের সহিত বিবৃত হইতেছে—'বিত্রস্তেন' ইত্যাদি স্বভক্তদ্রোহজনিত মহাক্রোধে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সংহারে উদ্যত শ্রীনরহরিকে দর্শন করিয়া পরম ভীত শ্রীব্রহ্মা-কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া অর্থাৎ শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানের কোপ-উপসংহারাদিরূপ প্রসাদ প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীপ্রহ্লাদকে প্রার্থনা করিলেন। যথা, সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার বাক্য—"হে তাত! এই প্রভু শ্রীনৃসিংহ তোমার পিতার প্রতি কুপিত, অতএব তুমি নিকটে গিয়া প্রভুর কোপ শান্তি কর।" তখন তুমি ধীরে ধীরে নিজ প্রভুর সমীপে গমন করিয়া তাঁহার পাদমূলে দণ্ডবৎ পতিত হইলে, শ্রীমন্ নৃসিংহদেব স্বয়ং তোমাকে উঠাইয়া তোমার মস্তকে করকমল অর্পণপূর্বক অঙ্গলেহন করেন।" আরও উক্ত আছে—"শিশু প্রহ্লাদকে নিজপাদমূলে পতিত দেখিবামাত্র ভগবান শ্রীনৃসিংহদেব কৃপাপরবশ হইলেন এবং যে করকমল কালরূপ সর্পভয়ে ভীত ব্যক্তিসকলের অভয়প্রদ, সেই করকমল প্রহ্লাদের মস্তকে স্থাপন করিলেন।" শ্রীবৃহন্নৃসিংহপুরাণেও উক্ত আছে—"কেশরী যেরূপ নিজ শাবকের গাত্র লেহন করে, তদ্রূপ শ্রীনরহরিও শ্রীপ্রহ্লাদের গাত্র লেহন করিতে লাগিলেন।"

৯। যশ্চিত্রচিত্রাগ্রহচাতুরীচয়ৈরুৎসৃজ্যমানং হরিণা পরং পদম্।
ব্রহ্মাদিসম্প্রার্থ্যমুপেক্ষ্য কেবলং, বব্রেঽস্য ভক্তিং নিজজন্মজন্মসু॥

মূলানুবাদ

৯। শ্রীনরহরি বহুপ্রকার চাতুরী বিস্তার করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনীয় পরমপদ দান করিার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেও তুমি উপেক্ষা করিয়াছ এবং নিজ জন্মজন্মান্তরে কেবল ঐ শ্রীহরির চরণে ভক্তিরূপ বরই প্রার্থনা করিয়াছিলে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯। চিত্রচিত্রাণাং পরমাদ্ভুতানাং অত্যন্তবহুলপ্রকারাণাং বা বরদানাগ্রহে চাতুরীণাং চয়ৈরুৎসৃজ্যমানং দীয়মানং পরং পদং মোক্ষং বৈকুণ্ঠলোকং বা। তথা চ সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।৯।৫২)—'প্রহ্লাদ! ভদ্র! ভদ্রং তে প্রীতোঽহং তেঽসুরোত্তম। বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপুরোঽস্ম্যহং নৃণাম্॥' ইত্যাদি। নৃণাং জীবানাম্; শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ—'কুর্ব্বতস্তে প্রসন্নোঽহং ভক্তিমব্যভিচারিণীম্। যথাভিলষিতো মত্তঃ প্রহ্লাদ! ব্রিয়তাং বরঃ।' ইত্যাদি। তথা তত্রৈব প্রহ্লাদস্য ভক্তিপ্রীতিবরদানানন্তরম্—'ময়ি ভক্তিস্তবাস্ত্যেব ভূয়োঽপ্যেবং ভবিষ্যতি। বরশ্চ মত্তঃ প্রহ্লাদ! ব্রিয়তাং যস্তবেপ্সিতঃ॥' ইতি। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়েঽপি—'সভয়ং সম্ভ্রমং বৎস! মদগৌরবকৃতং ত্যজ। নৈষ প্রিয়ো মে ভক্তেষু স্বাধীনপ্রণয়ী ভব॥' এষ সম্ভ্রমঃ। 'অপি মে পূর্ণকামস্য নবং নবমিদং প্রিয়ম্। নিঃশঙ্কঃ প্রণয়াদ্‌ভক্তো যন্মাং পশ্যতি ভাষতে॥ সদা মুক্তোঽপি বদ্ধোঽস্মি ভক্তেন স্নেহরজ্জুভিঃ। অজিতোঽপি জিতোঽহং তৈরবশ্যোঽপি বশীকৃতঃ॥ ত্যক্তবন্ধুধনস্নেহো ময়ি যঃ কুরুতে রতিম্। একস্তস্যাস্মি স চ মে ন হ্যন্যোঽস্ত্যাবয়োঃ সুহৃৎ॥ নিত্যঞ্চ পূর্ণকামস্য জন্মানি বিবিধানি মে! ভক্তসর্বেষ্টদানায় তস্মাৎ কিং তে প্রিয়ং বদ্॥' ইতি। তথা তত্রৈব প্রহ্লাদোত্তরানন্তরম্—'সত্যং মদ্দর্শনাদন্যদ্ বৎস! নৈবাস্তি তে প্রিয়ম্। অতএব হি সম্প্রীতিস্ত্বয়ি মেঽতীব বর্দ্ধতে। অপি তে কৃতকৃত্যস্য মৎপ্রিয়ং কৃত্যমস্তি হি। কিঞ্চিচ্চ দাতুমিষ্টং মে মৎপ্রিয়ার্থং বৃণুষ্ব তৎ॥' ইতি। অস্য হরের্ভক্তিম্, নিজ-জন্মজন্মস্বিতি বহুলজন্মস্বীকারেণ মুক্ত্যুপেক্ষাতীব দর্শিতা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯। আবার পরমাদ্ভুত চাতুরীপুঞ্জসহকারে শ্রীহরি বহুপ্রকার বরদানে আগ্রহ প্রকাশ করিলেও বা বরদান আগ্রহে চাতুরীসমূহ দ্বারা তোমাকে মোক্ষ বা পরমপদ বৈকুণ্ঠলোক প্রদানে উদ্যত হইলেও তুমি তাহা উপেক্ষা করিয়াছিলে। যথা, "হে ভদ্র! হে প্রহ্লাদ!

হে অসুরোত্তম! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছি। আমিই জীবমাত্রের কামনা পূর্ণ করি।" শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ উক্ত হইয়াছে—"হে প্রহ্লাদ! তুমি অব্যভিচারিণী ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়াছ। অতএব আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।" এই প্রকারে শ্রীপ্রহ্লাদকে ভক্তিপ্রীতিবর দানের পর বলিলেন—"আমাতে তোমার বিশুদ্ধ ভক্তি আছে এবং ভবিষ্যতেও ভূয়ো ভক্তি হইবে। সম্প্রতি তুমি আমার নিকট বাঞ্ছিত বর গ্রহণ কর।" আরও বলিলেন (শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে) 'হে বৎস! আমার প্রতি গৌরব প্রকাশ করাতে তোমার যে ভয় ও সম্ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ কর। ভক্তগণের এইপ্রকার সগৌরব ব্যবহার আমার প্রিয় নহে। তুমি স্বাধীনভাবে আমার প্রতি প্রণয় প্রকাশ কর। নিঃশঙ্ক প্রণয় সহকারে ভক্ত আমাকে দর্শন করে ও আমার সহিত কথা বলে। আমি পূর্ণমনোরথ হইলেও ভক্তের তাদৃশ নিঃশঙ্ক প্রীতি আমার নিকট নূতন হইতে নূতনতর প্রিয় বোধ হয়। হয়। নিত্যমুক্ত হইলেও আমি ভক্তের নিকট স্নেহরূপ রজ্জুগুচ্ছদ্বারা আবদ্ধ। অজিত হইলেও আমি ভক্তের কাছে পরাজিত হই, আমি অন্যের বশীভূত না হইলেও ভক্তগণ আমাকে বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবে স্নেহ ত্যাগ করিয়া কেবল আমাতেই রতি বিধান করে, একমাত্র আমিই তাহার এবং সেও আমার, আমাদের উভয়ের আর অন্য কোন বান্ধব নাই। আমি নিত্য ও পূর্ণকাম হইলেও আমার নানাবিধ লীলা অর্থাৎ জন্ম-কর্মাদি সমস্তই ভক্তের সুখের জন্য ও তাহাদের বাঞ্ছিত ফলদানের জন্য জানিবে। অতএব হে বৎস! তোমার প্রিয় কি? তাহাই বল।" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ উত্তর প্রদান করিবার পর পুনর্বার শ্রীনরহরি বলিলেন—"বৎস! সত্যই বলিয়াছ, আমার দর্শন ব্যতীত তোমার অন্য কোন প্রিয় নাই। এইজন্য আমি তোমার প্রতি অতীব প্রীত হইলাম এবং আমার প্রতি তোমার এই প্রীতি উত্তরোত্তর বর্ধিত হইবে। বৎস! এক্ষণে যদিও তুমি কৃত-কৃতার্থ হইয়াছ, তথাপি আমার কিছু প্রিয় কৃত্য আছে, অর্থাৎ আমি তোমাকে বরদান করিতে ইচ্ছুক, আমার প্রিয়তার জন্য তুমি সেই বর বরণ কর।" এইপ্রকারে তুমি শ্রীমন্ নরহরি-কর্তৃক দীয়মান পরমপদ উপেক্ষা করিয়াছ এবং জন্ম-জন্মান্তরে কেবল ঐ শ্রীহরির প্রতি ভক্তিরূপ বরই প্রার্থনা করিয়াছিলে; কিন্তু ভক্তির বাধকস্বরূপ (জন্ম-মৃত্যু-নিবারক) মুক্তি উপেক্ষা করিয়াছ। অর্থাৎ বহুলজন্ম স্বীকার করিয়াও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিকেই বরণ করিয়াছ।

সারশিক্ষা

৯। আচ্ছা, এইরূপ ভক্তের পুনঃপুনঃ জন্ম হয় কেন? ভক্তিবিষয়ে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই পুনঃপুনঃ জন্ম হয়।

১০। যঃ স্বপ্রভুপ্রীতিমপেক্ষ্য পৈতৃকং,
রাজ্যং স্বয়ং শ্রীনরসিংহসংস্তুতৌ।
সম্প্রার্থিতাশেষজনোদ্ধৃতীচ্ছয়া,
স্বীকৃত্য তদ্ধ্যানপরোঽত্র বর্ততে॥

মূলানুবাদ

১০। হে পরমভাগবত! তুমি মুক্তি ত্যাগ করিয়াছ; কিন্তু রাজ্য স্বীকার করিয়াছ। ইহাও কেবল নিজ প্রভুর প্রীতির অপেক্ষায়। কারণ, শ্রীনৃসিংহকে স্তব করিবার সময় তুমি তাঁহার নিকট সকল লোকের উদ্ধার কামনা করিয়াছিলে, তাই পৈতৃক রাজ্য স্বীকার করিয়াও তাঁহার ধ্যান-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতেছ।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১০। ননু কথং তর্হি মহারাজ্যৈশ্বর্য্যাদিকমঘটত তত্রাহ—য ইতি। স্বীয়প্রভোঃ শ্রীনৃসিংহদেবস্য প্রীতিমপেক্ষ্য পর্য্যালোচ্যৈব যো ভবান্ পৈতৃকং রাজ্যং স্বীকৃত্যাত্র বর্ত্ততে। ননু রাজ্যস্বীকারেণ ভগবতঃ প্রীতির্নাম কথং স্যাৎ? তত্রাহ—স্বয়মিতি শ্রীপ্রহ্লাদেনৈব যা শ্রীনৃসিংহস্য ভগবতঃ সংস্তুতিস্তস্যাং বিষয়ে যা সম্প্রার্থিতা অশেষজনানামুদ্ধৃতিরুদ্ধারস্তস্যামিচ্ছয়া প্রহ্লাদস্য রাজ্যাধিকারে সতি পরমৈশ্বর্য্যেণ সর্ব্বত্র ভক্তিপ্রবর্ত্তনাদেব সুখং সর্ব্বজীবানামুদ্ধারঃ স্যাৎ, তদর্থঞ্চ তেনৈব স্বয়ং প্রার্থনাং কৃতম্। অতস্তচ্চিকীর্ষয়া তত্র ভগবতঃ প্রীতিরুৎপন্নেত্যর্থঃ। যদ্বা, ননু পূর্ব্বং মহাপ্রভো স্তাদৃশাগ্রহেণাপি তৎপ্রীতয়ে পরংপদমপি ন স্বীকৃতং, অধুনা রাজ্যং তৎ কথং স্বীচক্রে? তত্রাহ—স্বয়মেব তেন সংপ্রার্থিতায়ামশেষজনা-নামুদ্ধৃতামিচ্ছয়া তস্যৈব তৎসম্পাদনেচ্ছয়েতি লোকদুঃখকার্য্যেণেত্যথঃ। ন চ রাজ্যপ্রসঙ্গেন কাপি স্বার্থহানিরিত্যাহ—তস্য স্বপ্রভোর্ধ্যানপরঃ সন্নেবেতি। তথা চ সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।৯।৪১) তস্য প্রার্থনং—'এবং স্বকর্ম্মপতিতং ভববৈতরিণ্যামন্যোন্যজন্মমরণাশনভীতভীতম্। পশ্যন্ জনং স্বপরবিগ্রহবৈরমৈত্রং, হন্তেতি পারচর পীপৃহি মূঢ়মদ্য॥" ইতি। অস্যার্থঃ—'ভবঃ সংসার এব বৈতরণী যমদ্বারনদী, পরমযাতনাময়ত্বাৎ তস্যাং। অনোন্যতো যানি জন্মাদীনি তেভ্যোঽতিভীতম্। স্বেষাং পরেষাঞ্চ বিগ্রহে যথাযথং বৈরং মৈত্রঞ্চ যস্য এবং ভূতং মূঢ়ং জনং পশ্যন্; হে পারচর! তস্যাঃ পারে স্থিত, নিত্যমুক্ত! হন্তেত্যহো কষ্টমিত্যেবমনুকম্প্য অদ্য পীপৃহি বৈতরণীমুত্তার্য্য পালয়েতি।' তথা তত্রৈব (শ্রীভা ৭।৯।৪২)—'কোঽন্বত্র তেঽখিলগুরো! ভগবন! প্রয়াস উত্তারণেঽস্য

ভবসম্ভবলোপহেতোঃ। মূঢ়েষু বৈ মহদনুগ্রহ আৰ্ত্তবন্ধো, কিং তেন তে প্রিয়জনাননুসেবতাং নঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—হে অখিলগুরো! এবং সম্বোধনেন সর্বেষ্বপি তব কৃপা যুক্তেতি ভাবঃ। অত্র সৰ্ব্বজনোত্তারণে কো নু তে প্রয়াসঃ? অপি তু ন কোঽপি। কুতঃ? অস্য বিশ্বস্য ভবসম্ভবলোপানামুৎপত্তি-স্থিতি-সংহারাণাং হেতোঃ ততোঽপি কিমেতৎ দুষ্করমিতি ভাবঃ। উচিতঞ্চেদমিত্যাহ—মূঢ়েষ্বিতি। ত্বাং তদীয়াংশ্চ তারয়িষ্যামি, ইমং দুরাগ্রহং মা কৃথা ইতি চেত্তত্রাহ—তব যে প্রিয়জনা ভক্তাস্তাননুসেবমানানাং মোঽস্মাকং তেন উত্তারণেন কিং? স্বতএব তৎসিদ্ধেরিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০। যদি প্রশ্ন হয়, যিনি কেবল শ্রীহরির প্রতি ভক্তিরূপ বরই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার আবার মহারাজৈশ্বর্যাদি সংঘটিত হইল কিরূপে? তাহাতেই বলিতেছেন—'যঃ' ইত্যাদি। শ্রীপ্রহ্লাদ স্বীয় প্রভু শ্রীনৃসিংহদেবের প্রীতি পর্যালোচনা করিয়াই পৈত্রিক রাজ্য স্বীকার পূর্বক অবস্থান করিতেছেন। যদি বল রাজ্যস্বীকার করিলে ভগবৎপ্রীতি পর্যালোচনা হইবে কিরূপে? স্বয়ং প্রহ্লাদই শ্রীনৃসিংহদেবের স্তুতি করিয়াছিলেন এবং সেই স্তুতি প্রসঙ্গে সর্বলোকের উদ্ধার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অর্থাৎ লোকোদ্ধার বাসনাতেই শ্রীপ্রহ্লাদের রাজ্যাধিকার। যেহেতু, রাজ্যাধিকার হইলে পরমৈশ্বর্যের সহিত সর্বত্র ভক্তি-প্রবর্তন হইবে এবং সেই ভক্তি-প্রবর্তন সুখের সহিত সম্পন্ন হইলে অনায়াসে সর্বজীব উদ্ধার হইবে। অতএব লোকোদ্ধার বাসনা হইতেই শ্রীপ্রহ্লাদের রাজ্যস্বীকার জানিতে হইবে। বিশেষতঃ সর্বলোক উদ্ধার হইলে স্বতঃই শ্রীভগবানেও প্রীতি উৎপন্ন হইবে। যদি বল, পূর্বে মহাপ্রভু স্বয়ং আগ্রহসহকারে তাদৃশ পরমপদ-প্রদানে স্বীকৃত হইলেও তিনি তাহা স্বীকার করেন নাই; কিন্তু অধুনা রাজ্যস্বীকার করিলেন কেন? স্বয়ং শ্রীপ্রহ্লাদই লোকসকলের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদিগের উদ্ধার প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং সেই উদ্ধারকার্য-সম্পাদনের জন্যই রাজ্য-স্বীকার করিয়াছিলেন; সুতরাং রাজ্যাদি স্বীকার-হেতু তাঁহার কখনও পরমার্থহানি হইতে পারে না। বিশেষতঃ তিনি সর্বদা প্রভুর ধ্যান-পরায়ণ হইয়াই অবস্থান করিতেছেন। এবিষয় সপ্তমস্কন্ধে উক্ত আছে—"এইপ্রকার ভবসংসাররূপ বৈতরণী নদী (পরম যাতনাময় যমদ্বাররূপ নদী) মধ্যে নিপতিত জীব নিজ নিজ কর্মের দ্বারা উৎপীড়িত, অথচ পরস্পরে কলহ-পরায়ণ, (বৈর-মৈত্রাদি ভেদযুক্ত) ইহারা জন্ম-মরণ-অশনাদি ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত। অতএব হে ভগবন্! হে পরপারের কাণ্ডারি!

তুমি সদ্যই অনুকম্পা প্রকাশ-পূর্বক ইহাদিগকে ভবসংসার হইতে উদ্ধার কর!" আরও বলিয়াছিলেন—'হে ভগবন্! হে অখিলগুরো! তুমিই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের হেতু, সুতরাং সকল লোককে পার করিতে তোমার কি প্রয়াস আছে? হে আর্তবন্ধো! তুমি মহান্ বলিয়া মূঢ়জনেও তোমার অনুগ্রহ বর্তমান আছে, আর আমরা তোমার ভক্তজনের সেবা করিয়া থাকি, কাজেই সংসার পার হইতে আমরা বড় চিন্তিত নহি।" উদ্ধৃত শ্লোকে 'অখিলগুরো' সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, সকলের প্রতি তোমার দয়া করা উচিত। বিশেষতঃ সর্বজন-উদ্ধার কার্যে তোমার কোনও প্রয়াস নাই। কেন? তুমিই এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের হেতু। অতএব তোমার পক্ষে কিছুই দুষ্কর নহে। পরন্তু সকলের উদ্ধার হওয়াই উচিত বলিয়া আমি মনে করি। যেহেতু, মূঢ়ের প্রতি মহৎগণের অনুগ্রহই স্বাভাবিক! যদি বলেন, তোমাকে ও তোমার সম্বন্ধীয় লোকসকলকেই উদ্ধার করিব; তুমি জগতের লোকসকলের উদ্ধার-প্রসঙ্গরূপ দুরাগ্রহ ত্যাগ কর। বলিতেছেন—আমাদের উদ্ধার চিন্তা নাই, আমাদের উদ্ধার স্বতঃই হইবে; কারণ, আমরা তোমার প্রিয়জনের অনুসেবক।

সারশিক্ষা

১০। শুদ্ধভক্তগণের বিষয়াভিলাষ থাকে না, কিন্তু তাদৃশ ভক্তগণের কখনও যদি ঐশ্বর্যাদির প্রার্থনা দেখা যায়, তবে তাহা শ্রীভগবানের প্রীতি সেবা-উপযোগীরূপে উপস্থিত হয়—নিজসুখ-সম্পাদনের জন্য নহে, এরূপ মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রীপ্রহ্লাদাদির ন্যায় কোন কোন ভক্ত কদাচিৎ শ্রীভগবানকে প্রেমভরে সেবা করিবার জন্য সম্পদাদি প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু উহা নিজভোগের জন্য নহে।

এই শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদের মানসিক ভাবও অভিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি নিজের হৃদয়ে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত ধ্যেয় ইষ্টমূর্তি ভগবানকেই ভিতরে ও বাহিরে দর্শন করেন এবং সর্বভূতকেও সেই ভগবানে ভক্তিযুক্তরূপে দর্শন করেন; কিন্তু অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে সর্বভূতে ভগবানের বিদ্যমানতা অনুভব করা কিংবা সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে তাঁহার অস্তিত্ব অনুভব করা নহে—নিজের অভীষ্ট উপাস্যরূপে পরম-প্রিয় যে ভগবান, সেই ভগবানকেই সর্বভূতে দর্শন করেন। তাই সর্বজীবকে নিজের ন্যায় মনে করিয়া সকলের মধ্যেই ভগবদ্দর্শনের ব্যাকুলতা অনুভব করেন এবং তাহাদিগের সংসারদুঃখ মোচনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনাও করেন। আর শ্রীভগবানও তাঁহার প্রার্থনানুসারেই সকল জীবকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

১১। যঃ পীতবাসোঽঙ্ঘ্রিসরোজদৃষ্টৈ-
র্গচ্ছন্ বনং নৈমিষকং কদাচিৎ।
নারায়ণেনা হবতোষিতেন,
প্রোক্তস্ত্বয়া হন্ত সদা জিতোঽস্মি॥

মূলানুবাদ

১১। তুমি একদা পীতবাস শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম সন্দর্শন নিমিত্ত নৈমিষারণ্যে গমনকালে পথিমধ্যে ছদ্মবেশী শ্রীনারায়ণের সহিত যুদ্ধ কর। সেই যুদ্ধে প্রীত হইয়া তিনি তোমাকে বলেন, 'আমি সর্বদাই তোমার নিকট পরাজিত।'

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১। যঃ পীতবাস ইত্যত্রেয়মাখ্যায়িকা বামনপুরাণাদৌ প্রসিদ্ধা—একদা প্রহ্লাদো নৈমিষারণ্যে বিরাজমানস্য পরমমনোহরতরাকারস্য শ্রীপীতবাসসো দর্শনায় তত্র গচ্ছন্ পথি তপস্বিবরবেশধরমথ চ ধনুষ্পাণিমেকং দদর্শ! তঞ্চ বিরুদ্ধবেশাচরণেন দাম্ভিকং মত্বা তেন সহ মহাযুদ্ধং চকার। 'অবশ্যং ত্বাং জেষ্যামি।' ইতি প্রতিজজ্ঞে চ। অথ তং জেতুমশক্তঃ সন্ প্রাতরেকস্মিন্ দিনে নিজেষ্টদেবতাং ভক্তিভরেণার্চ্চয়ৎ। তত্র সমর্পিতাং মালাং তস্যোরসি বীক্ষ্য তং নিজেষ্টদেবং শ্রীনারায়ণং প্রত্যভিজ্ঞায় বিবিধস্তুতিপাটবাদিনা সমতোষয়ৎ। ততো ভগবতা শ্রীহস্তাজস্পর্শাদিনাস্য যুদ্ধশ্রমাদিকমপাস্যাশ্বাসনে কৃতে প্রহ্লাদেন স্বপ্রতিজ্ঞাহানিদোষে নিবেদিতে পরমপ্রীতঃ সন্ পূর্ব্বমপি যুদ্ধকৌতুকেন তোষিতো ভগবান্ সস্মিতমাহ—'ত্বয়াহং সদা জিত এবাস্মি' ইতি—এতদেবাত্রোক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১। 'যঃ পীতবাসঃ' ইত্যাদি আখ্যায়িকাটি বামনপুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। একদা প্রহ্লাদ নৈমিষারণ্যে বিরাজমান পরমমনোহর পীতবসনধারী শ্রীহরির শ্রীমূর্তি সন্দর্শনের নিমিত্ত তথায় গমনকালে পথিমধ্যে তপস্বীর বেশধারী অথচ হস্তে ধনুর্বাণ এক পুরুষকে দর্শন করিলেন। তাঁহার এইপ্রকার বিরুদ্ধ-বেশাচরণে দাম্ভিকতাই পরিস্ফুট অর্থাৎ অহিংসার প্রতীক তপস্বীবেশ অথচ হিংসার নিমিত্ত ধনুর্বাণ দেখিয়া তাঁহার সহিত মহাযুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং সেই যুদ্ধে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, 'আমি অবশ্যই প্রতিযোদ্ধাকে জয় করিব'; কিন্তু যুদ্ধে তাঁহাকে জয় করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর আর একদিন প্রাতঃকালে ভক্তিভরে স্বীয়

ইষ্টদেবতার অর্চনা করিয়া যুদ্ধে বহির্গত হইলেন; কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, প্রাতঃকালে নিজ ইষ্টদেবের গলদেশে যে মাল্যটি সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মাল্য প্রতিযোদ্ধার বক্ষে বিলম্বিত রহিয়াছে। তখন তিনি রহস্য অবগত হইলেন, অর্থাৎ ইনিই আমার ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণ। অতএব বিবিধ স্তুতি-পাটবাদি দ্বারা তাঁহার সন্তোষসাধন করিলেন। আর শ্রীভগবানও পরম প্রীতিভরে শ্রীকরকমল-স্পর্শাদি দ্বারা তাঁহার যুদ্ধশ্রমাদি অপনোদন পূর্বক আশ্বাস দান করিলেন। পরে শ্রীপ্রহ্লাদ নিজ প্রতিজ্ঞাহানির কথা নিবেদন করিলে শ্রীভগবান পরম প্রীতির সহিত বলিয়াছিলেন, পূর্বেও তোমার যুদ্ধকৌতুকে পরম প্রীত হইয়াছি এবং ইহাও অতিশয় আনন্দের বিষয় এই যে, তুমি সদাই আমাকে জয় করিয়া থাক।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

**১২। এবং বদন্ নারদোঽসৌ হরিভক্তিরসার্ণবঃ।
তন্নর্ম্মসেবকো নৃত্যন্ জিতমস্মাভিরিত্যরৌৎ॥**

মূলানুবাদ

১২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীহরিভক্তিরসের সাগরস্বরূপ প্রভূর নর্মসেবক শ্রীনারদ নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের মত ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভু জিত হইয়াছেন—জিত হইয়াছেন।"

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২। অস্মাভিরিতি বহুত্বমখিলভক্তজনাভিপ্রায়েণ; অরৌৎ উচ্চৈঃ শব্দমকরোৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২। অখিলভক্তজন নির্দেশাভিপ্রায়ে 'অস্মাভিঃ'-পদে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ 'অস্মদাদি ভক্তগণ-কর্তৃক শ্রীভগবান জিত হইয়াছেন।' 'অরৌৎ' উচ্চৈঃস্বরে, এই কথা বলিতে বলিতে।

শ্রীনারদ উবাচ—

১৩। ভো বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জিতস্ত্বয়েতি কিং,
বাচ্যং মুকুন্দো বলিনাপি নির্জিতঃ।
পৌত্রেণ দৈতেয়গণেশ্বরেণ তে,
সংরক্ষিতো দ্বারি তব প্রসাদতঃ॥

মূলানুবাদ

১৩। শ্রীনারদ বলিলেন, হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। তুমি যে ভগবান শ্রীমুকুন্দকে জয় করিয়াছ, ইহা আমি আর কি বলিব? দৈত্যগণের ঈশ্বর তোমার পৌত্র বলিও তোমার প্রসাদে শ্রীভগবানকে বশীভূত করিয়া নিজ দ্বারদেশে দ্বারপাল করিয়া রাখিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩। নির্জিতোঽত্যন্তং বশীকৃতঃ; দৈতেয়গণেশ্বরেণেতি তন্নির্জয়ে ত্বৎপ্রসাদং বিনা নান্যৎ কিমপি তস্য সাধনমস্তীতি বোধয়তি। নির্জিতত্বলক্ষণমাহ—দ্বারি সম্যক্ দ্বারপালতয়া রক্ষিতঃ। যথোক্তমষ্টমস্কন্ধে (শ্রীভা ৮।২৩।৬) শ্রীপ্রহ্লাদেন—'নেমং বিরিঞ্চো লভতে প্রসাদং, ন শ্রীর্ন শর্বঃ কিমুতাপরে যে। যন্নোঽসুরাণামসি দুর্গপালো, বিশ্বাভিবন্দ্যৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ॥' ইতি তথা প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকা-মাহাত্ম্যে দ্বারকাবাসিনাং দশদৈত্যকৃতপরিভবেন পরমার্ত্ত-শ্রীবলিনিবাসে দ্বারকাতো ভগবন্নয়নার্থমাগতং দুর্বাসসং প্রতি শ্রীভগবতা চোক্তম্—'পরাধীনোঽস্মি বিপ্রেন্দ্র ভক্তিক্রীতোঽস্মি নান্যথা। বলেরাদেশকারী চ দৈত্যেন্দ্রবশগো হ্যহম॥ তস্মাৎ প্রার্থয় বিপ্রেন্দ্র দৈত্যং বৈরোচনিং বলিম্। অস্যাদেশাৎ করিষ্যামি যদভীষ্টং তবাধুনা॥' ইতি। ততশ্চ দুর্ব্বাসঃ-প্রার্থিতে বলিনানঙ্গীকৃতেঽনশনেন মরণোদ্যতমপি দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীবলিনাপ্যুক্তম্— 'যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু তে যজ্জানাসি তথা কুরু। ব্রহ্মরুদ্রাদিনমিতং নাহং ত্যক্ষ্যে পদদ্বয়ম্॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩। তুমি যে শ্রীভগবানকে জয় করিয়াছ, ইহা আর কি বলিব, দৈত্যগণপতি তোমার পৌত্র বলিও তোমার প্রসাদে তাঁহাকে জয় করিয়াছে। তোমার প্রসাদ বিনা অন্য কোন সাধনের দ্বারা নহে, ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সেই জয়ের লক্ষণ বলিতেছেন—শ্রীভগবানকে সম্যক্ জয় করিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে দ্বারদেশে

দ্বারপাল করিয়া রাখিয়াছে। এবিষয় (অষ্টমস্কন্ধে) তুমি স্বয়ংই বলিয়াছ—হে মধুসূদন! এই বিশ্ব-চরাচর যাঁহাদিগকে বন্দনা করেন, তাঁহারাও আপনার চরণ বন্দনা করিয়া থাকেন। আপনি জগতের বন্দনীয় হইয়াও অসুরদিগের দ্বাররক্ষক হইলেন; অন্যের কথা দূরে থাকুক, এ প্রসাদ কি ব্রহ্মা, কি লক্ষ্মী, কি মহেশ্বর লাভ করিতে পারেন? কেহই নহে। তথা প্রহ্লাদসংহিতায় দ্বারকামাহাত্ম্যেও উক্ত আছে—'যখন দ্বারকাবাসী প্রজাসকল কুশদৈত্য-কৃত পরাভবে পরমার্ত হইয়াছিলেন, তখন শ্রীদুর্বাসা সুতল হইতে শ্রীভগবানকে আনয়নার্থ বলিনিবাসে গমন করিয়াছিলেন এবং সমাগত দুর্বাসাকে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন, 'বিপ্রবর! আমি পরাধীন, ভক্তিক্রীত বলিয়া ইহার অন্যথা করিতে পারি না। আমি দৈত্যরাজ বলির আজ্ঞাবহ, সুতরাং তাহারই বশীভূত। অতএব আপনি বিরোচনপুত্র বলির নিকট প্রার্থনা করুন। সম্প্রতি তাহার আদেশ প্রাপ্ত হইলেই আমি আপনার অভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিব।' এই কথা শুনিয়া দুর্বাসা দৈত্যরাজ বলির কাছে নিজ প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন; শ্রীবলি তাঁহার প্রার্থনা অঙ্গীকার করিলেন না; তজ্জন্য শ্রীদুর্বাসা অনশনব্রত অবলম্বনে মরণোদ্যত হইলে শ্রীবলি বলিলেন—'হে বিপ্রবর! আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই হইবে এবং আপনিও যাহা জানেন, তাহাই করুন কিন্তু আমি কখনও ব্রহ্মা-রুদ্রাদি-নমস্কৃত শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মযুগল ত্যাগ করিতে পারিব না।

১৪। ইতঃপ্রভৃতি কর্তব্যো নিবাসো নিয়তোঽত্র হি।
মায়াভিভূয় দক্ষাদি-শাপং যুষ্মৎপ্রভাবতঃ॥

মূলানুবাদ

১৪। অতঃপর আমি তোমাদের প্রভাবে দক্ষাদির শাপ উপেক্ষা করিয়া নিশ্চয়ই এইস্থানে নিয়ত বাস করিব।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪। হি অবধারণে; অত্রৈব দক্ষাদীনাং শাপম্ একত্র নিয়তবাসাভাবলক্ষণম্, তথা চ ষষ্ঠস্কন্ধে (শ্রীভা ৬।৫।৪৩) দক্ষবাক্যম্—'তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ়! ন ভবেদ্ ভ্রমতঃ পদম্!' ইতি। আদিশব্দেন জরাদি, তথা চ চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।২৭।২২) জরা-বাক্যম্—'স্থাতুমর্হসি নৈকত্র মদ্‌যাচ্ঞাবিমুখো মুনে।' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪। নিশ্চয়ার্থে 'হি' অব্যয়। আমি নিশ্চয়ই এই স্থানে বাস করিব। পূর্বে দক্ষ প্রভৃতি আমাকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, "রে মূঢ়! তুমি ত্রিভুবনে কেবল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, একস্থানে স্থির থাকিতে পারিবে না। অর্থাৎ কুত্রাপি স্থান প্রাপ্ত হইবে না।" আদি শব্দে জরাদির শাপও গ্রহণীয়। অর্থাৎ ঐ জরা এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, "তুমি কখনও একস্থানে সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না; যেহেতু তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলে না।" এই শাপের দ্বারা আমার একস্থানে নিয়তবাস অভাব সূচিত হইলেও আমি কিন্তু তোমাদের অনুগ্রহে ঐ শাপকে অভিভব করিয়া নিশ্চয়ই এই সুতলে নিয়ত বাস করিব।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১৫। স্বশ্লাঘাসহনাশক্তে লজ্জাবনমিতাননঃ।
প্রহ্লাদো নারদং নত্বা গৌরবাদবদচ্ছনৈঃ॥

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ—

১৬। ভগবন্ শ্রীগুরো সর্ব্বং স্বয়মেব বিচার্যতাম্।
বাল্যে ন সংভবেৎ কৃষ্ণভক্তের্জ্ঞানমপি স্ফুটম্॥

মূলানুবাদ

১৫। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীপ্রহ্লাদ আত্মশ্লাঘা সহনে অশক্ত হইয়া লজ্জাবনতবদনে শ্রীনারদকে নমস্কার করিয়া তদীয় গৌরব-হেতু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন।

১৬। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন, ভগবন্ শ্রীগুরো! আপনি স্বয়ংই বিচার করিয়া দেখুন, বাল্যকালে শ্রীকৃষ্ণভক্তির জ্ঞানও পরিপুষ্ট হয় না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫। লজ্জা চ নিজস্তুতিশ্রবণাৎ, স্বস্মিন্ তদুক্তাসম্ভাবনয়োপহাসমননাদ্বা। তয়াব নমিতমাননং যস্য সঃ। গৌরবান্মাননীয়ত্বাচ্ছনৈরবদৎ; অন্যথা স্বশ্লাঘাসহনাশক্ত্যা কোপাদুচ্চৈরবদিষ্যদিত্যর্থঃ॥

১৬। বিচারণীয়মেবাহ—বাল্যে ইতি সার্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। স্ফুটমেতৎ সর্ব্বত্র ব্যক্তমেবেত্যর্থঃ। যদ্বা, জ্ঞানস্যৈব বিশেষণং, জ্ঞানস্যাপ্যভাবাৎ। বাল্যে কুতো ভক্তিঃ সিধ্যত্বিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫। নিজস্তুতি শ্রবণে শ্রীপ্রহ্লাদের লজ্জা হইল এবং শ্রীনারদোক্ত স্তুতি অসম্ভব বা উপহাস মনে করিয়া লজ্জাবনতবদনে শ্রীনারদকে নমস্কার করিলেন এবং তদীয় গৌবর-হেতু ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। অন্যথা আত্মশ্লাঘা সহনে অশক্ত প্রযুক্ত কোপান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতেন।

১৬। অতঃপর 'বাল্যে' ইত্যাদি সার্ধ চারিটি শ্লোকে বিচারণীয় বিষয় প্রপঞ্চিত হইতেছে। ইহা সর্বত্র সুব্যক্ত আছে যে, বাল্যকালে জ্ঞানের বিকাশ হয় না। আর সেই জ্ঞানের অভাবেই বা কিরূপে শ্রীকৃষ্ণভক্তি সিদ্ধ হইবে?

সারশিক্ষা

১৬। এস্থলে কিন্তু জ্ঞান বিনাও সংসারক্ষয়ের এবং জ্ঞানসাধ্য ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিক আনন্দের লাভ-হেতু ভক্তিরই প্রশ্ন হইতেছে। সুতরাং 'বাল্যকালে জ্ঞানের বিকাশ হয় না' ইহা শ্রীপ্রহ্লাদের দৈন্যোক্তি মাত্র। যেহেতু, সুপ্তব্যক্তি নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিলেই যেমন তাহার পূর্ব স্মৃতিও জাগিয়া উঠে, তদ্রূপ জন্মের পর ভক্তিস্মৃতিও স্বতঃই জাগিয়া উঠে। ইহার জন্য বাল্য-যৌবনাদি কোন অবস্থার অপেক্ষা করিতে হয় না। বিশেষতঃ এই ভক্তি কোন অবস্থাতেই নষ্ট বা বিলীন হয় না। যেমন মাস-মুদ্গাদিতে মিলিত স্বর্ণরেণু কালে নষ্ট-মাসমুদ্গাদি হইতেও পৃথকভাবে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তি কালে নষ্ট-জ্ঞানাদি হইতেও পৃথকভাবে স্বতঃই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ভক্তিপ্রকাশে শৈশবাদির অপেক্ষা নাই।

১৭। মহতামুপদেশস্য বলাদ্বোধোত্তমে সতি।
হরের্ভক্তৌ প্রবৃত্তানাং মহিমাপাদকানি ন॥

১৮। বিঘ্নানভিভবো বালেষুপদেশঃ সদীহিতম্।
আর্ত্তপ্রাণিদয়া মোক্ষস্যানঙ্গীকরণাদি চ॥

মূলানুবাদ

১৭-১৮। ভবাদৃশ মহাজনগণের উপদেশবলে উত্তম বোধের উন্মেষ এবং হরিভক্তিতে প্রবৃত্তি হয় সত্য; কিন্তু শিশুদিগের প্রতি উপদেশ বিঘ্ন দ্বারা অভিভব না হইলেও সাধুগণের ন্যায় আচরণ এবং আর্তজীবের প্রতি দয়াবৃত্তি প্রভৃতি সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় না। আর শ্রীহরিভক্তিতে প্রবৃত্ত লোকসকলের মোক্ষের অস্বীকার প্রভৃতি মহিমা-পাদক লক্ষণসকল স্বভাবতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৭-১৮। মহতামিতি স্বগুরুবরশ্রীনারদাভিপ্রায়েণ; বোধস্যোত্তমত্বঞ্চ চতুর্ব্বর্গস্য তুচ্ছতাবিজ্ঞানেন; তদনাদরতঃ কেবলং ভগবদ্ভক্তেস্তদ্ভক্তানাঞ্চ মহিমবিশেষ-জ্ঞাতৃত্বলক্ষণম্॥ বিঘ্নৈরনভিভবঃ, বালেষু দৈত্যশিশুগণেষু উপদেশঃ; সতাং সাধূনামিব ঈহিতমাচারো নৃত্যগানাদি; আর্ত্তেষু প্রাণিষু দয়া; মোক্ষস্যানঙ্গীকরণমগ্রহণম্; আদিশব্দাল্লোকতোষণাদি, তানি ভক্তৌ প্রবৃত্তানামপি কিমুত ভক্তিনিষ্ঠাবতাং মহিম্ন আপাদকানি প্রাপকানি বোধকানি বা ন ভবন্তি ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। এতচ্চ শ্রীনারদোক্তস্য আবাল্যত ইত্যাদি সার্ধশ্লোকদ্বয়স্য ক্রমেণোত্তরমুহ্যম। তত্র কুত্রাপি তদুক্তস্যাস্বীকারেণ কুত্রচিচ্চ কিঞ্চিৎ স্বীকারেঽপ্যন্যথা পরিহারঃ কল্পনীয়ঃ। তদ্‌যথা, বাল্যে জ্ঞানক্রিয়াশক্তি-বিশেষাভাবাদ্‌বিশুদ্ধভক্তেরস্বীকার এব। হিরণ্যকশিপুকৃত-ভক্তিবিঘ্নোপদ্রব-জয়স্বীকারেঽপি ভক্তিমাহাত্ম্যস্বভাবোক্ত্যা তৎপরিহারঃ। দৈত্যানাং ভাগবতত্বস্বীকারেঽপি 'পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্বেষাং সুকরং নৃণাম্' ইতি-ন্যায়েন তত্র চ বালেষু মহোৎকৃতোপদেশ-প্রকাশনানৌচিত্যাদিনা চ। কৃষ্ণাবিষ্টতাদেরস্বীকার এব পরমগোপ্যতাল্লজ্জাস্পদত্বাচ্চ। নর্ত্তনগানাদি স্বীকারেঽপি সিদ্ধানাং হি সাধকানাং সাধনমিতিন্যায়েন সাধনতয়াবশ্যকর্ত্তব্যত্বেনেতি দিক্। অথবা ভক্তিপ্রবৃত্তি-স্বাভাবিকপ্রভাবেণৈব হি তত্তৎ সর্ব্বম্; ভক্তিপ্রবৃত্তিশ্চ বোধোত্তমাদেব। স চ মহতামুপদেশবলাদেব মহান্তশ্চ নিরুপাধিকৃপাশীলা ইত্যতস্তত্র তত্র মম কো নাম গুণঃ স্যাৎ যেন মন্মাহাত্ম্যং সিধ্যেদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৭-১৮। মহতের উপদেশবলে (এখানে মহৎ-পদে নিজ গুরুবর শ্রীনারদকেই লক্ষ্য করিয়াছেন!) উত্তম বোধ জন্মিল। সেই উত্তম বোধের লক্ষণ কি? যাহার দ্বারা চতুর্বর্গ তুচ্ছ হয়, অর্থাৎ চতুর্বর্গকে অনাদর করতঃ কেবল ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদ্ভক্তের মহিমাবিশেষ উপলব্ধি হয়। বিঘ্ন দ্বারা অনভিভব, অর্থাৎ দৈত্যশিশুগণের প্রতি উপদেশ দান, সাধুগণের ন্যায় নৃত্য-কীর্তনাদি সদাচার, আর্তপ্রাণীর প্রতি দয়া এবং মোক্ষের অনঙ্গীকরণ বা অগ্রহণাদি। আদি-শব্দে লোক-তোষণাদিও গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীহরিভক্তিতে প্রবৃত্ত লোকসকলেরও উক্ত মহিমা-প্রতিপাদক লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব ভক্তিনিষ্ঠ মহানুভবগণের এসকল গুণ যে স্বাভাবিক, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব ইহাতে আমার কি গুণ দেখিলেন? এই প্রকারে শ্রীনারদোক্ত 'আবাল্যত' ইত্যাদি প্রশংসাবাক্যের ক্রমশঃ উত্তর প্রদান করিতেছেন। তাহার মধ্যে কোনটি বা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া কোনটি বা কিঞ্চিৎ স্বীকার করিয়াও পরিহার কল্পনা করিতেছেন। যেমন বাল্যকালে জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিবিশেষের অভাববশতঃ বিশুদ্ধ ভক্তির অস্বীকার। আবার হিরণ্যকশিপু-কৃত ভক্তিবিঘ্নরূপ উপদ্রব-জয় স্বীকার করিয়াও ভক্তিমাহাত্ম্য বা ভক্তির স্বাভাবিক-প্রভাব বলিয়া উহার পরিহার। আর দৈত্যবালকগণের প্রতি উপদেশ-দান-প্রসঙ্গে ভগবতত্ত্ব স্বীকার করিয়াও 'পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা সকলের পক্ষে সহজ' এই ন্যায়ানুসারে বালকগণের প্রতি মহৎকৃত উপদেশাবলি প্রকাশন ব্যাপারটিও আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। আর শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টতাদি পরম গোপনীয় ও লজ্জাস্পদত্ব-হেতু উহা অস্বীকার করিলেন। আবার নিজের নর্তন-গানাদি সাধুগণের ন্যায় আচরণ স্বীকার করিয়াও বলিলেন—"সিদ্ধগণের যাহা লক্ষণ, তাহাই সাধকগণের সাধন।" এই ন্যায়ানুসারে উহা আমার অবশ্য কর্তব্য বলিয়া সাধনরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; সুতরাং ইহার দ্বারা আমার সিদ্ধের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। অথবা ঐ সকল গুণগ্রাম ভক্তিপ্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রভাব। যেহেতু বাল্যকালে ভক্তির বোধও সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ ভক্তিপ্রবৃত্তি উত্তমবোধ জন্মিলেই সম্ভব হয় এবং ঐ উত্তম-বোধও মহাজনের উপদেশবলেই লাভ হয়। যেহেতু, তাঁহারা মহান্ত অর্থাৎ নিরুপাধিক কৃপাশীল। ভগবন্ শ্রীগুরো! আপনি স্বয়ংই বিচার করিয়া দেখুন, ইহাতে আমার কি গুণ সিদ্ধ হইতেছে? পরন্তু মূলতঃ মহতের কৃপা-মাহাত্ম্যই সিদ্ধ হইতেছে।

১৯। কৃষ্ণস্যানুগ্রহোহপ্যেভ্যো নানুমীয়েত সত্তমৈঃ।
স চাবির্ভবতি শ্রীমন্নধিকৃত্যৈব সেবকম্॥

মূলানুবাদ

১৯। পরন্তু শ্রীমন্‌সত্তমগণ যাহাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বলেন, তাহা এতাদৃশ বিঘ্ন-কর্তৃক পরাভব প্রভৃতি হইতে অনুমান করা যায় না। যাহাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বলে, তাহা কেবল তদীয় সেবক-সকলের প্রতিই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯। অতো ভগবদনুগ্রহবিশেষলক্ষণানি চেমানি খলু ভবন্তীত্যাহ—কৃষ্ণস্যেতি। এভ্যঃ বিঘ্নানভিভবাদিভ্যো হেতুভ্যঃ; সত্তমৈঃ কৃষ্ণচারণারবিন্দ-ভক্তিপ্রভাবাভিজ্ঞৈঃ; যশ্চ ভগবদনুগ্রহ উচ্যতে, তস্যাহং যোগ্যোহপি ন স্যামিত্যভিপ্রায়েণাহ—স চেতি। শ্রীমন্! ভো ভগবৎসেবা-সম্পত্তিভরযুক্ত! সঃ অনুগ্রহঃ সেবকমেবাধিকৃত্য, ন ত্বসেবকম্, আবির্ভবতীতি ভগবদনুগ্রহস্যাপি তদ্বৎসচ্চিদানন্দরূপতয়া সর্ব্বদা বিদ্যমানত্বাৎ কদাচিৎ কুত্রাপ্যাবির্ভাবতিরোভাব-মাত্রতাপেক্ষয়া॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯। অতএব বিঘ্নে অভিভূত না হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া শ্রীভগবানের অনুগ্রহবিশেষ অনুমান করা যায় না। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ-ভক্তি-প্রভাবাভিজ্ঞ সাধুসকলও এইপ্রকার বিঘ্ন-কর্তৃক অনভিভব অর্থাৎ অনর্থ নিবৃত্তি ইত্যাদি লক্ষণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহবিশেষ অনুমান করেন না; পরন্তু তাঁহারা যাহাকে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ বলেন, আমি তাহার যোগ্য নহি। অতএব হে ভগবৎসেবা-সম্পত্তিরাশিযুক্ত শ্রীমন্! সেই অনুগ্রহ কেবল তদীয় সেবকগণের মধ্যেই আবির্ভূত হইয়া থাকে, অসেবকের মধ্যে নহে। কারণ, ভগবদনুগ্রহবস্তুটি শ্রীভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দরূপ বলিয়া শ্রীভগবান যেমন সদা সর্বত্র বিদ্যমান থাকিলেও কদাচিৎ কোথাও প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

২০। হনূমদাদিবত্তস্য কাপি সেবা কৃতাস্তি ন।
পরং বিঘ্নাকুলে চিত্তে স্মরণং ক্রিয়তে ময়া॥

মূলানুবাদ

২০। শ্রীহনুমান প্রভৃতি যেরূপ প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন, আমি সেরূপ কোন সেবাই করি নাই, কেবল বিঘ্নাকুল চিত্তে তাঁহার স্মরণমাত্র করিয়া থাকি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২০। ননু তর্হি স ত্বয্যপি পর্য্যবস্যত্যেব ভক্তত্বাত্তত্রাহ—হনূমদিতি। তস্য কৃষ্ণস্য ময়া ন কৃতাস্তি; পরং কেবলং স্মরণং ধ্যানমেব ক্রিয়তে। বর্ত্তমাননির্দ্দেশেনাধুনৈব তত্র প্রবৃত্তোঽস্মি, ন তু তত্রাপি নিষ্ঠাং প্রাপ্তোঽস্মীতি বোধয়ীত। ননু সেবাশব্দাভিধেয়-নববিধভক্তিমধ্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়মুখ্যমনোঽর্পণম্। স্মরণমেব মুখ্যং তৎকর্ত্তৃত্বাচ্চ ত্বমেব ভক্তমুখ্যোঽনুগ্রহভরপাত্রং তত্রাহ—বিঘ্নৈর্লয়বিক্ষেপাদি-রূপৈরাকুলে ব্যাপ্তে। অতঃ সদা চিত্তস্য বিঘ্নাকুলত্বাত্তত্র সম্যক্‌স্মরণমেব ন জায়ত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, স্মরণস্য চিত্তধর্মত্বাচ্চিত্তস্য চ বিঘ্নাকুলস্বভাবকত্বাৎ স্মরণং ন মুখ্যমিতি ভাবঃ। এতচ্চাগ্রে শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্যে সন্যায়ং ব্যক্তং ভাবি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০। ভাল, তাহা হইলে উহা ত ভক্তত্ব-হেতু তোমাতেই পর্যবসিত হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছেন—'হনুমদাদি' শ্রীহনুমান প্রভৃতি ভক্তসকল যেরূপ সেবা করিয়াছিলেন, আমি সেরূপ কোন সেবাই করি নাই। আমি কেবল তাঁহার স্মরণমাত্র করিয়া থাকি। এস্থলে 'স্মরণং ক্রিয়তে'-পদে বর্তমানকালের ক্রিয়া নির্দেশের ব্যঞ্জনা এই যে, অধুনাও স্মরণে রহিয়াছি, তথাপি কিন্তু নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হই নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যে, সেবাশব্দে অভিধেয় নববিধা ভক্তি বুঝায় এবং সেই নববিধা ভক্তি মধ্যে স্মরণই মুখ্য। কারণ, সর্বেন্দ্রিয়ের মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ এবং শ্রীকৃষ্ণে সেই মনের অর্পণই স্মরণ; সুতরাং স্মরণই শ্রেষ্ঠ। আর এই স্মরণ শ্রেষ্ঠ বলিয়াই তুমিও শ্রীকৃষ্ণের মুখ্যভক্ত বা মুখ্য অনুগ্রহপাত্র। তদুত্তরে বলিতেছেন, আমি কেবল বিঘ্নাকুলচিত্তে অর্থাৎ লয়-বিক্ষেপাদি দ্বারা আকুলিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের স্মরণমাত্র করিয়া থাকি। অতএব সদা বিঘ্নাকুল চিত্ত বলিয়া সম্যক্‌রূপে স্মরণও সিদ্ধ হয় না। অথবা স্মরণ চিত্তের ধর্ম এবং সেই চিত্ত সদা লয়-বিক্ষেপাদি বিঘ্নে

আকুল বলিয়া স্মরণ ব্যাপারটি মুখ্য নহে। এ বিষয়ে পরে শ্রীগোলোক-মাহাত্ম্যে ন্যায়সঙ্গত যুক্তি ও বিচারাদি দর্শিত হইবে।

সারশিক্ষা

২০। শ্রবণ-কীর্তনাদি নববিধা ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে মুখ্যভাবে কোন এক অঙ্গ সাধিত হইলে অন্যান্য অঙ্গেও ক্রমশঃ নিষ্ঠা হইয়া থাকে। কারণ, ঐ মুখ্য অঙ্গের মধ্যেই অন্যান্য অঙ্গ গৌণভাবে মিশ্রিত থাকে। অতএব স্ববাসনা অনুসারে কোন একটি মুখ্য ভক্তি-অঙ্গে নিষ্ঠালাভ করিতে পারিলেই সেই ভক্তি সিদ্ধিদায়িনী হইয়া থাকে।

২১। যন্মদ্‌বিষয়কং তস্য লালনাদি প্রশস্যতে।
মন্যতে মায়িকং তত্তু কশ্চিল্লীলায়িতং পরঃ॥

মূলানুবাদ

২১। আপনি মদ্বিষয়ক শ্রীকৃষ্ণের লালনাদির যে প্রশংসা করিলেন, তাহাকে মায়াবাদীরা মায়াকার্য বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ শ্রীভগবানের লীলাস্বভাব মনে করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১। ননু তাদৃশলালনাদিকং পরমানুকম্পাগমকমেব। তত্রাহ—যদিতি তস্য কৃষ্ণস্য তৎ কৃতমিত্যর্থঃ। তত্তু লালনাদি কশ্চিদদ্বৈতমার্গনিষ্ঠো মায়াবাদিবেদান্তী মায়িকং মায়াকৃতং মন্যতে পরব্রহ্মণো ভগবতঃ স্বতস্তত্তদসম্ভবাৎ। পরঃ ভক্তিমার্গরতস্তু লীলায়িতং লীলায়াচরিতং তৎ ন তু মায়িকম্, সচ্চিদানন্দঘনস্য পরমেশ্বরস্য সচ্চিদানন্দশক্ত্যা সচ্চিদানন্দবিচিত্রলীলাসম্ভবাৎ। তথাপি পরমফলত্বেহ পর্য্যবসানান্নানুগ্রহভরলক্ষণমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১। যদি বলেন, শ্রীনৃসিংহদেবের তাদৃশ লালনাদিই তোমার প্রতি পরম অনুকম্পার লক্ষণ। তাহাতেই বলিতেছেন, আপনি মদ্বিষয়ক স্নেহের বশবর্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লালন প্রভৃতির যে প্রশংসা করিলেন, সেই লালনাদি ব্যাপারকে অদ্বৈতমার্গনিষ্ঠ মায়াবাদীরা মায়াকৃত মনে করেন। কারণ তাঁহাদের মতে পরমব্রহ্মের স্বতঃ সেরূপ কোন কার্য করা অসম্ভব। পরন্তু ভক্তিমার্গীয় কেহ কেহ তাঁহাকে ভগবানের লীলাকার্য বা লীলাচরিত বলিয়া থাকেন, কিন্তু মায়াকার্য নহে। অর্থাৎ শ্রীভগবান লীলাস্বভাবে ভক্তের সহিত এতাদৃশ নানা অদ্ভুত লীলা করিয়া থাকেন। যেহেতু, সচ্চিদানন্দঘন পরমেশ্বরের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তিদ্বারা তাদৃশ সচ্চিদানন্দ বিচিত্র লীলা সম্ভব হইয়া থাকে। তথাপি ঐ লালনাদিকে পরমফলত্বের পর্যবসানরূপ অনুগ্রহভর লক্ষণ বলা যায় না।

সারশিক্ষা

২১। মায়াবাদীরা বলেন, সর্বদ্বৈতবস্তুই অনির্বচনীয়, অর্থাৎ ঐ সকল বস্তু শুক্তি-রজতাদি দ্বৈতপদার্থের ন্যায় অনির্বচনীয় বলিয়া সদসদ্‌গুণাত্মক। এখানে অনির্বচনীয় বলিতে সৎ ও অসৎ ভিন্ন হইয়াও সদসদাত্মক।

বস্তুতঃ উক্ত 'অনির্বচনীয়-খ্যাতি' বিকল্পমাত্র এবং ঐ বিকল্পের দ্বারাও ভগবচ্ছক্তিরই অভিব্যক্তি হইতেছে। কারণ, শক্তি-প্রবাহরূপে নিত্যা বলিয়া কোন সময়েও পরস্পর উচ্ছিন্ন হয় না। আবার শক্তি স্বরূপতঃ অচিন্ত্য বলিয়া সেই শক্তি দ্বারায় ও সেই শক্তিতে তন্ময়ত্ব-হেতু সর্বত্র অচিন্ত্যরূপেই ভগবানের লীলাবিলাসাদিও অচিন্ত্যরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে; সুতরাং শ্রীভগবানের প্রত্যেক লীলাই নিত্য এবং ভক্তের অনুভবও সত্য। এইজন্যই শ্রীভগবান বলিয়াছেন—'আন্বিক্ষিকী কৌশলানাং বিকল্পঃ খ্যাতিবাদিনাম্।' (শ্রীভাঃ ১১।১৬।২৪) অর্থাৎ অনুভবাদিরূপ বিবেকসম্বন্ধি কৌশলসমূহের মধ্যে আমি আন্বিক্ষিকী বিদ্যাস্বরূপ ও খ্যাতিবাদিগণের বিকল্পরূপ। এই খ্যাতিও পঞ্চপ্রকার (১) বিজ্ঞানবাদিরা বলেন—আত্ম-খ্যাতি। (২) শূন্যবাদিরা বলেন—অসৎ খ্যাতি। (৩) মীমাংসাবাদিরা বলেন—অখ্যাতি। (৪) তর্কবাদিরা বলেন—অন্যথা খ্যাতি। (৫) অদ্বৈতবাদিরা বলেন—অনির্বচনীয় খ্যাতি। আর আমরা বলি—অচিন্ত্য খ্যাতি।

মায়াবাদীর মতে এক নির্বিশেষ তুরীয় ব্রহ্মই সগুণ-উপাসকের নিকট সত্ত্বগুণোপহিত হইয়া সাধকের ধ্যানানুরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। অতএব ঈদৃশ আবির্ভাব সর্বকালেই সম্ভব বলিয়া উক্ত বিশেষ আবির্ভাবটিও সাময়িক বলিতে হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা মায়াবাদিগণের বাদমাত্র বা কল্পনা মাত্র! কারণ, শ্রীভগবান কেবল স্বরূপশক্তিতে বিলাস করেন, মায়াশক্তির সহিত সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ নাই। এইজন্যই শ্রীভগবানের প্রত্যেক আবির্ভাবের নিত্যস্থিতির কথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। (২৪-২৫ শ্লোকের সারশিক্ষা দ্রষ্টব্য)।

২২। স্বাভাবিকং ভবাদৃক্ চ মন্যে স্বপ্নাদিবত্ত্বহম্।
সত্যং ভবতু বাথাপি ন তৎ কারুণ্যলক্ষণম্॥

মূলানুবাদ

২২। ভবাদৃশ মহাজন সেই লালনাদিকে শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক বাৎসল্য মনে করিতেছেন, কিন্তু আমি সেইগুলি স্বপ্নবৎ বোধ করিতেছি; আর ঐগুলি সত্য হইলেও কারুণ্যের লক্ষণ হইতে পারে না।

দিগ্দর্শিনী টীকা

২২। ভবাদৃক্ ভগবন্মাহাত্ম্যতত্ত্বাভিজ্ঞজনস্তু স্বাভাবিকং সহজবাৎসল্য-ভরকোমলতরস্বভাবেন কৃতং মন্যতে। তথাপ্যগ্নের্জাড্যাদিনাশনবৎ সর্ব্বত্রাপি সাম্যাদনুগ্রহবিশেষেণৈব পর্য্যবস্যতীতি ভাবঃ। তথাপ্যনুগ্রহো জাত এবেতি চেৎ? তত্রাহ—অহন্তু স্বপ্নাদিবন্মন্যে; আদিশব্দেন ভ্রমমনোরথাদি, অত্যল্পক্ষণবৃত্তেস্তন্ন জাতমিবেতি। মন্মতেঽপ্যসত্যমেব পর্য্যবস্যতীতি ভাবঃ। মায়াবাদীমতে মায়িকত্বেন তত্ত্বতোঽসত্যত্বং স্বমতে চাচিরস্থায়িত্বেন স্বপ্নাদিতুল্যতয়া স্বস্মিন্নাবির্ভাবেঽসত্যত্বমিতি ভেদঃ। ননু সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধং সুরমুনিগণাদিদৃষ্টমেব তৎ স্বয়ং বহুশোঽনুভূতং কথং স্বপ্নায়িতং মন্যসে? কথং বা বাল্যে এব বোধোত্তমোৎপত্ত্যা সদীহিতাদিনা প্রকটমপি ভগবৎকৃপাভর সম্পত্তিলক্ষণং নিহ্নুয়তে? তত্রাহ—সত্যমিতি। তৎ লালনাদিকং কারুণ্যস্য লক্ষণং ন ভবতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২। আপনার ন্যায় ভগবন্মাহাত্ম্যতত্ত্বাভিজ্ঞগণ সেই সকল লালনাদিকে ভগবানের স্বাভাবিক বাৎসল্য ও কোমল স্বভাবের দ্বারা কৃত বলিয়া মনে করেন। যেমন অগ্নির স্বভাববশতঃ শীত ও জাড্য নাশ ঘটে, সেইরূপ সর্বত্র সাম্য শ্রীভগবানের স্বাভাবিক বাৎসল্য ও কোমল স্বভাবের দ্বারা কৃত কার্য অনুগ্রহরূপে পর্যবসিত হয়। (কিন্তু তাহা কি প্রকৃত অনুগ্রহ? তাহা নহে) যদিই বা তাহাকে অনুগ্রহ বলেন, তাহা হইলে আমি তাহাকে স্বপ্নাদিবৎ (স্বপ্ন, ভ্রম বা মনোরথাদির ন্যায়) মনে করি। কারণ, তাহা অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী হওয়ায় আমার মতে তাহা যেন আদৌ ঘটে নাই বা তাহা যেন অসত্য, এইরূপে পর্যবসিত হইতেছে। মায়াবাদীগণের মতে তাহা মায়িক বলিয়া তত্ত্বতঃ অসত্য। আর আমার মতে অচিরকালস্থায়ী হওয়ায় স্বপ্নাদি তুল্য বলিয়া অসত্য মনে করিতেছি, ইহাই ভেদ।

যদি আপনি বলেন যে, সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ ও সুরমুনিগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ দৃষ্ট এবং তোমার নিজ কর্তৃক বহুপ্রকারে অনুভূত মহাসত্যকে কিরূপে স্বপ্নবৎ মনে করিতেছ? আরও দেখ, ভগবৎ কৃপাভর ব্যতীত বাল্যে বা কিরূপেই নির্মল ভগবৎ জ্ঞানোৎপত্তি ও সদাচার প্রকট হয়, এই সকল (অপ্রাকৃত) সম্পত্তি লক্ষণ কি ভগবৎ কৃপার চিহ্ন নহে? ইহার উত্তরে প্রহ্লাদ কহিলেন যে, যদি তাহা সত্য হয় হউক, কিন্তু সেই লালনাদিকে কারুণ্য লক্ষণ বলা যায় না।

২৩। **বিচিত্রসেবাদানং হি হনূমৎপ্রভৃতিম্বব।**
প্রভোঃ প্রসাদো ভক্তেষু মতঃ সদ্ভির্ন চেতরৎ॥

মূলানুবাদ

২৪। ভক্তি-পরায়ণ সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীহনুমান প্রভৃতিকে যেরূপ বিচিত্র সেবা দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ সেবা লাভই প্রভুর প্রসাদ, লালনাদি নহে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩। তত্র হেতুমাহ—বিচিত্রেতি। হি যতঃ বিচিত্রায়া সেবায়া দানমেব ভক্তেষু প্রভোঃ প্রসাদঃ সদ্ভির্ভক্তিপরৈর্মতঃ ন তু ইতরৎ লালনাদিকম্। ননু কীদৃশং তদ্বিচিত্রসেবাদানম্? যদ্বা, তাদৃশঃ প্রসাদঃ কেম্বপি কিং বর্ত্ততে ইত্যপেক্ষায়াং দৃষ্টান্তয়তি—হনূমদিতি। প্রভৃতিশব্দেন পাণ্ডবযাদবাদয়ঃ সুগ্রীবাঙ্গদাদয়োঃ বা। যাদৃশো হনূমদাদিম্বনুগ্রহস্তাদৃশোঽয়ং ন ভবতি। তৎ কথং ভগবৎ-কৃপাভরপাত্রতোক্ত্যা মন্মাহাত্ম্য স্তূয়ত ইতি ভাবঃ। অনেন কৃষ্ণেনাবির্ভূয়েতি শ্লোকার্দ্ধার্থো নিরস্তঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩। তাহার হেতু বলিতেছেন—'বিচিত্র' ইত্যাদি। ভক্তিপরায়ণ সাধুগণ বলিয়া থাকেন যে, বিচিত্র সেবার সমর্পণই ভক্তগণের প্রতি প্রভুর প্রসাদ। লালনাদি প্রভুর অনুগ্রহ নহে। যদি বলা হয় যে, সেই বিচিত্র সেবা সমর্পণ কীদৃশ? অথবা তাদৃশ প্রসাদই বা কোন্ ভক্তের প্রতি প্রবর্তিত হইয়াছে? এই অপেক্ষায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—'হনূমদ্' প্রভৃতি। এস্থলে প্রভৃতি বলিতে পাণ্ডবাদি ও যাদবাদি কিংবা সুগ্রীব ও অঙ্গদাদি বুঝিতে হইবে। শ্রীহনুমান প্রভৃতিকে যেরূপ বিচিত্র সেবা প্রদত্ত হইয়াছে, তাদৃশ সেবা আমাতে প্রবর্তিত হয় নাই। অতএব শ্রীহনুমানাদির প্রতি প্রভুর যাদৃশ অনুগ্রহ, আমার প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ নহে। অতএব আপনি কিরূপে 'ভগবৎকৃপাভরপাত্র' ইত্যাদি বাক্যে আমার মাহাত্ম্য-খ্যাপন পূর্বক স্তুতি করিতেছেন? এতদ্দ্বারা "শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া লালনাদি করিয়াছিলেন এই শ্লোকার্ধের অর্থ নিরস্ত হইয়াছে"।

২৪। **শ্রীমন্নৃসিংহলীলা চ মদনুগ্রহতো ন সা।**
স্বভক্তদেবতারক্ষাং পার্ষদদ্বয়মোচনম্॥

২৫। **ব্রহ্মাতত্তনয়াদীনাং কর্ত্তুং বাক্‌সত্যতামপি।**
নিজভক্তিমহত্ত্বঞ্চ সম্যগ্‌দর্শয়িতুং পরম্॥

মূলানুবাদ

২৪-২৫। শ্রীমন্ নৃসিংহ যে সকল লীলা করেন, সেই লীলা আমার প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত নহে। পরন্তু ঐ সকল লীলা স্বভক্ত দেবতাবৃন্দের রক্ষণ, পার্ষদদ্বয়ের মোচন, ব্রহ্মা ও তাঁহার তনয়াদির বাক্যের সত্যতা-সম্পাদন এবং সম্যক্‌রূপে নিজভক্তির মহত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪-২৫। ননু ভক্তিবিঘ্নায়মানস্য হিরণ্যকশিপোস্ত্বৎকৃত এব বধার্থং তাদৃশাদ্ভুতরূপাবির্ভাবনাদিনা ত্বয়ি পরমানুগ্রহঃ পর্য্যবসিত এব? তত্রাহ— শ্রীমন্নৃসিংহেতি। সা পরমাদ্ভুত-রূপধারণ-হিরণ্যকশিপুবিদারণাদিরূপা শ্রীমতো নৃসিংহস্য লীলা; স্বভক্তানাং দেবতানামিন্দ্রাদীনাং রক্ষাং কর্ত্তুং; তথা পার্ষদদ্বয়স্য বৈকুণ্ঠদ্বারপালয়োর্জয়বিজয়য়োঃ সনকাদিশাপতো বিমোচনং কর্ত্তুং তথা ব্রহ্মণস্তত্তনয়ানাঞ্চ সনকাদীনাম্ আদি শব্দেন নিজভৃত্যজয়াবতার-হিরণ্যকশিপু-নারদাদীনাঞ্চ বাচঃ সত্যতামপি কর্ত্তুম; তত্র চ শ্রীমন্নৃসিংহরূপাবির্ভাবনাদিনা ব্রহ্মণো হিরণ্যকশিপুবধাদিনা চ সনকাদীনাং বাক্‌সত্যতা পাদনমিত্যাদিকমুহ্যম্। এতচ্চ সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।৮।১৭)—'সত্যং বিধাতুং নিজভৃত্য-ভাষিতম্' ইত্যস্মিন্ শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদৈর্বিস্তার্য ব্যাখ্যাতমস্তীতি ন বিবৃত্যাত্র লিখ্যতে। এবং তত্তন্ন কিল মৎকৃপয়েত্যুক্তম্। ইদানীং ব্রহ্মারুদ্রাদ্যনাদরেণ তেষাং সাক্ষাৎকৃতং মৎসন্মাননাদিকমপি ন মৎকৃপয়ে ত্যাহ— নিজেতি। পরং কেবলং পরমং বা; অন্যথা শ্রীগরুড়াদিবৈকুণ্ঠনিত্যপার্ষদবরাণাং মহালক্ষ্ম্যাশ্চানাদরানুপপত্তেঃ। তচ্চ প্রাগ্‌লিখিতমেব। এবং ব্রহ্মেশাদীত্যাদি-সার্দ্ধশ্লোকার্থোত্তরমুহ্যম॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪-২৫। যদি বলেন, ভক্তির বিঘ্নকারী হিরণ্যকশিপুর বধের জন্য তাদৃশ অদ্ভুতরূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাবাদিও তোমার প্রতি পরমানুগ্রহেই পর্যবসিত হইতেছে। তাহাতেই বলিতেছেন, শ্রীমন্ নৃসিংহদেব যে সকল লীলা করেন,

সেই সকল লীলা আমার প্রতি অনুগ্রহবশতঃ নহে; পরন্তু প্রভুর সেইপ্রকার পরমাদ্ভুত রূপধারণ এবং হিরণ্যকশিপু সংহারাদিরূপ লীলাসকল নিজভক্ত ইন্দ্রাদি দেবগণের রক্ষণ; তথা বৈকুণ্ঠ পার্ষদদ্বয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় ও বিজয়কে সনকাদির শাপ হইতে বিমোচন নিমিত্ত; তথা ব্রহ্মার ও তদীয় তনয় সনকাদি মুনিগণের বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন, আদি-শব্দে নিজভৃত্য জয়ের অবতার হিরণ্যকশিপুর বাক্য ও শ্রীনারদের বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত। এস্থলে কিন্তু শ্রীমন্ নৃসিংহরূপে আবির্ভাবে বিষয় এবং শ্রীব্রহ্মা কর্তৃক হিরণ্যকশিপু বধ সম্বন্ধীয় বাক্যাবলির ও সনকাদির বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদন ইত্যাদি উহ্য রহিল। কারণ, এ বিষয় সপ্তমস্কন্ধে উক্ত আছে—"অনন্তর ভগবান নিজভৃত্য-বাক্য এবং আপনার সর্বভূতে ব্যাপ্তির সত্যতা প্রদর্শন জন্য সভামধ্যস্থ স্তম্ভ হইতে অদ্ভুত নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইলেন ইত্যাদি"। আবার শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদও এই শ্লোকের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য উহা বিবৃত হইল না। পরন্তু প্রভুর এইপ্রকার লীলা নিশ্চয়ই মৎপ্রতি কৃপার নিমিত্ত নহে। আর ইদানীং যে ব্রহ্মা-রুদ্র-নারদাদিকে অনাদর করিয়া এবং তাঁহাদের সাক্ষাতে আমার প্রতি সম্মানাদি প্রদর্শনের কথা বলিয়াছেন, তাহাও আমার প্রতি প্রভুর কৃপার লক্ষণ নহে, উহা সম্যক্ প্রকারে নিজভক্তির মহত্ত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত। অর্থাৎ কেবল মাত্র নিজভক্তির মহিমা প্রদর্শন জন্যই বৈকুণ্ঠের নিত্য পার্ষদ শ্রীগরুড়াদি ও জগন্মাতা শ্রীমহালক্ষ্মীর প্রতি তাদৃশ অনাদর উপপত্তি হইতেছে। অন্যথা তাঁহাদিগের অনাদর সম্ভব হইত না; কারণ তাঁহারা প্রভুর নিত্য পার্ষদ। এ বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এইপ্রকারে "ব্রহ্মা প্রভৃতি মাদৃশ ভক্তদিগকে অনাদর করিয়াও তোমার সৎকার করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি শ্লোকার্থের উত্তর প্রদত্ত হইল।

সারশিক্ষা

২৪-২৫। নিখিল ভগবৎস্বরূপেরই নিত্যত্ব জানিতে হইবে। যোগমায়ার আবরণ-প্রভাবে (লোকচক্ষুর অন্তরালে) গুপ্তভাবে স্থিত ভগবানের যখন যেই আববরণ উন্মোচন করিবার ইচ্ছা হয়, তখন তাঁহার শ্রীনৃসিংহাদিরূপ লোকের নিকট প্রকটিত হয়েন। বস্তুতঃ এই যে 'প্রকট' ইহা লোকলোচনের অন্তরালে স্থিত রূপেরই লোকমধ্যে প্রকাশমাত্র, স্পষ্ট নহে। কারণ, সর্বব্যাপক ব্রহ্মবস্তুর উৎপত্তি-বিনাশ অসম্ভব। এজন্য সেই সভামধ্যস্থ স্তম্ভ হইতেই শ্রীভগবান নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হইলেন। আবির্ভাব জন্য তাঁহাকে অন্যস্থান হইতে আসিতে হয় না বা তিরোধানের জন্য অন্যত্র গমন করিতে হয় না।

২৬। পরমাকিঞ্চনশ্রেষ্ঠ যদৈব ভগবান্ দদৌ।
রাজ্যং মহ্যং তদা জ্ঞাতং তৎকৃপাণুশ্চ নো ময়ি॥

মূলানুবাদ

২৬। হে পরম অকিঞ্চনশ্রেষ্ঠ গুরো! যখনই প্রভু আমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, তখনই জানিয়াছি যে; আমার প্রতি তাঁহার কৃপার লেশমাত্র নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৬। এবং কোঽপ্যনুগ্রহো ময়ি নাস্ত্যেব প্রত্যুত নিগ্রহ এব মহাঁল্লক্ষ্যতে ইত্যাহ—পরমেতি ত্রিভিঃ। অকিঞ্চনাঃ ত্যক্তাখিলপরিগ্রহাঃ পরমহংসাঃ পরমাকিঞ্চনাঃ তেম্বপি শ্রেষ্ঠাঃ পরিত্যক্তমুমুক্ষাত্মারামতা মুক্তিসুখা ভক্তাস্তেম্বপি শ্রেষ্ঠ হে নারদ! এবং সম্বোধনেন রাজ্যাদিপরিগ্রহ দোষং ভবান্ জানাত্যেবেতি বোধিতম। তস্য ভগবতঃ কৃপায়া অণুশ্চ লেশোঽপি ন ময়ি বর্ত্তত ইতি তদানীমেব জ্ঞাতং ময়া॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৬। অতএব প্রভুর মৎপ্রতি অনুগ্রহের লেশমাত্রও নাই, প্রত্যুত মহান্ নিগ্রহই লক্ষিত হইতেছে; ইহাই 'পরম' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। অকিঞ্চন—ত্যক্ত অখিল পরিগ্রহ। পরমহংস—পরম অকিঞ্চন হইতেও শ্রেষ্ঠ। অতএব পরম অকিঞ্চন—ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ! আপনি মুমুক্ষুতা আত্মারামতা ও মুক্তিসুখাদি পরিত্যক্ত। এইপ্রকার সম্বোধনের ব্যঞ্জনা এই যে, রাজ্যাদি পরিগ্রহের দোষ আপনি জানেন। অতএব যখনই শ্রীভগবান আমাকে রাজ্যদান করিয়াছেন, তখনই জানিয়াছি যে, ভগবানের অণুমাত্র কৃপাও আমাতে বর্তমান নাই।

২৭। "তং ভ্রংশয়ামি সম্পদ্‌ভ্যো যস্য বাঞ্ছাম্যনুগ্রহম্।"
ইত্যাদ্যাঃ সাক্ষিণস্তস্য ব্যাহারা মহতামপি॥

মূলানুবাদ

২৭। এই বিষয়ে শ্রীভগবানই বলিয়াছেন, 'আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সম্পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকি।' অন্যান্য মহাজনের ঐ প্রকার উক্তিও এ বিষয়ের সাক্ষি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৭। তদেব প্রমাণয়তি—তমিতি। এতচ্চ দশমস্কন্ধোক্তং শক্রং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনম্। অস্য ভগবতো ব্যাহারাঃ উক্তয়ঃ সাক্ষিণঃ প্রমাণানি। আদ্য-শব্দেন তত্রৈব (শ্রীভা ১০।৮৮।৮) যুধিষ্ঠিরং প্রতি 'যস্যাহমনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।' ইত্যাদি। মহতাং ভগবদ্‌ভক্তানাং শ্রীদামরঙ্কভক্তবৃত্রাদীনামপি ব্যাহারাঃ সাক্ষিণঃ। তথা চ শ্রীদাম্নো বাক্যম্ (শ্রীভা ১০।৮১।৩৭)—'ভক্তায় চিত্রা ভগবান্ হি সম্পদো, রাজ্যং বিভূতীর্ন সমর্থয়ত্যজঃ। অদীর্ঘবোধায় বিচক্ষণঃ স্বয়ং পশ্যন্ নিপাতং ধনিনাং মদোদ্ভবম্॥' ইতি। বৃত্রস্যাপি ষষ্ঠস্কন্ধে (শ্রীভা ৬।১১।২২)—'পুংসাং কিলৈকান্তধিয়াং স্বকানাং, যাঃ সম্পদো দিবি ভূমৌ রসায়াম্। ন রাতি যদ্দ্বেষ উদ্বেগ আধি র্মদঃ কলির্ব্যসনং সম্প্রয়াসঃ॥' ইতি ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭। তাহাই প্রমাণ করিতেছেন। যথা, দশমস্কন্ধে ইন্দ্রের প্রতি শ্রীভগবদ্বচন—'আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি, তাহাকে সমুদয় ঐশ্বর্য হইতে বিচ্যুত করিয়া থাকি।' ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তিই এ বিষয়ের প্রমাণ। আদি-শব্দে তত্রস্থ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীভগবদ্বচন—"আমি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করি, অল্পে অল্পে তাহার ধন হরণ করিয়া থাকি।" ইত্যাদি। অন্যান্য মহাজনের উক্তিও এ বিষয়ের সাক্ষি বা প্রমাণ। তাহার মধ্যে শ্রীদাম ও শ্রীবৃত্রাদি ভক্তের উক্তিই বিশেষ প্রমাণ। শ্রীদামের উক্তি—"স্বয়ং বিবেকী ভগবান ধনীদিগের সম্পদ হইতে গর্বজন্য নিপাত দর্শন করিয়া অবিবেকী ভক্তকে বিচিত্র সম্পত্তি বা রাজ্য-বিভূতি প্রভৃতি দান করেন না!" এই প্রকার ষষ্ঠস্কন্ধে শ্রীবৃত্রও বলিয়াছেন—"যাঁহারা একান্তভাবে শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তাঁহারা শ্রীভগবানের নিজজন বলিয়া গণ্য হন, এজন্য তাঁহাদিগকে ভগবান স্বর্গ, মর্ত্য ও

পাতালে যে সকল সম্পত্তি আছে, তাহা অর্পণ করেন না। কারণ, ঐ সকল সম্পত্তি হইতে দ্বেষ, উদ্বেগ, মনঃপীড়া, মত্ততা, বিষাদ ও ক্লেশাদির উৎপত্তি হইয়া থাকে।”

সারশিক্ষা

২৭। ধনবান্ ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া প্রায়ই লোকসকলকে এবং শ্রীভগবানকেও অবজ্ঞা করে, এজন্য শ্রীভগবান শুদ্ধভক্তগণকে বিষয় দেন না বা বিষয়াভিলাষ দূর করিয়া থাকেন। কিন্তু তাদৃশ ভক্তগণের কখনও যদি বিষয় প্রার্থনা দেখা যায়, তবে তাহা শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত সেবার উপযোগীরূপেই গৃহীত হয় বা সেই প্রকারেই বিষয়ও উপস্থিত হয়, নিজসুখ-সম্পাদনের জন্য নহে। অর্থাৎ কোন ভক্ত কদাচিৎ শ্রীবিগ্রহাদির প্রেমভরে যথেষ্ট সেবা করিবার জন্য সম্পদাদি প্রার্থনা করেন, নিজ ভোগের জন্য নহে। পরন্তু ভক্তগণ ভগবদ্ভক্তি ছাড়া আর কিছুর অভিলাষী নহেন, ইহাই ভক্তের সাধারণ লক্ষণ। জগৎকে একথা জানাইবার জন্য শ্রীভগবান কচিৎ কোন ভক্তকে ধন প্রদান দ্বারা প্রলুব্ধ করিলেও ভক্ত কিন্তু সেই ধন-সম্পদাদি পরিত্যাগই করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা জানেন,

তথাপি বিষয় স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥

তথাপি প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিষয়-সম্বন্ধ যদি বহির্মুখতার লক্ষণ হয়, তবে ভক্তগণের বিশেষতঃ শ্রীপ্রহ্লাদের বিষয়-সম্বন্ধ ছিল কেন? প্রকৃত প্রস্তাবে ভক্তের বিষয়-সম্বন্ধ নিজ প্রয়োজনে নহে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সেবা সম্পাদনের নিমিত্ত। এ বিষয় পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পিতা যেমন নিজ পুত্রকে সুস্থসময়ে দুগ্ধ, আবার অসুস্থের সময় নিম্বরসাদি তিক্ত ঔষধ প্রদান করেন; কখনও আলিঙ্গন করেন, কখনও বা তাড়ন-ভর্ৎসনও করেন; পরন্তু উভয়ই ভালবাসার লক্ষণ। তেমনি ভক্ত সর্বদা মনে করেন, আমার মঙ্গলামঙ্গলের বিধান শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে। তিনি বিষয় প্রদান করিয়া বা বিষয় হরণ করিয়া আমারই মঙ্গল বিধান করেন। অতএব বিষয় প্রাপ্তিতে বা নষ্টে তিনি উদাসীন।

২৮। পশ্য মে রাজ্যসম্বন্ধাদ্‌বন্ধুভৃত্যাদিসঙ্গতঃ।
সর্ব্বং তদ্ভজনং লীনং ধিগ্‌ধিঙ্‌মাং যন্ন রোদিমি॥

মূলানুবাদ

২৮। আরও দেখুন, রাজ্যসম্পদ-হেতু বন্ধু-ভৃত্যাদির সঙ্গ হইতেই আমার সর্বপ্রকার ভগবদ্ভজন লীন হইয়াছে। আমাকে ধিক্! আমি এখনও তজ্জন্য রোদন করিতেছি না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮। ননু অদীর্ঘবোধায়েতুক্ত্যা দীর্ঘবোধবতাং ভবাদৃশাং তন্ন দোষায় স্যাৎ। যথোক্তং শ্রীভগবতা মুচুকুন্দং প্রতি (শ্রীভা ১০।৫১।৫৯)—'ন ধীরেকান্তভক্তানামাশীর্ভির্ভিদ্যতে ক্বচিৎ।' ইতি। উদ্ধবং প্রত্যাপি—(শ্রীভা ১১।১৪।১৮) 'প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে।' ইতি। সত্যম্, কিং তর্হি ময়ি ভগবদনুগ্রহাভাবাদ্ ব্যক্তমেব তদ্দোষফলং পর্য্যবসিতমিতি সদৈন্যমাহ—পশ্যেতি। তস্য ভগবতঃ কিংবা তৎপূর্ব্বকালীনং ভজনম্ লয়ং প্রাপ তিরোহধত্তেত্যর্থঃ। সচ্চিদানন্দরূপায়া ভগবদ্ভক্তের্নিত্যত্বেনাবিনাশিত্বাল্লীনমিতি প্রয়োগঃ। তচ্চ স চাবির্ভবতীত্যত্র প্রাগ্‌ব্যাখ্যাতমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮। যদি বলেন, 'অদীর্ঘবোধ' বলায় অবিবেকী ভক্তগণেরই রাজ্যাদি সম্বন্ধ-হেতু ভক্তির বাধা হয়, কিন্তু ভবাদৃশ বিবেকীর পক্ষে তাহা দোষের বিষয় হইবে কেন? এইকথা শ্রীভগবান মুচুকুন্দকেও বলিয়াছেন—"যাঁহারা আমার একান্ত ভক্ত তাঁহাদিগের বুদ্ধি কখনও বিষয়ভোগসুখে আসক্ত হয় না।" শ্রীউদ্ধবকেও বলিয়াছেন—"উৎপন্ন ভাববক্তের কথা দূরে থাকুক, ভক্তিতে প্রথম প্রবৃত্ত ভক্তও বিষয়ের দ্বারা অভিভূত হন না।" শ্রীপ্রহ্লাদ বলিলেন—"একথা সত্য, কিন্তু মৎপ্রতি ভগবদনুগ্রহের লেশমাত্রও নাই; কাজেই রাজ্যাদি সম্পত্তি আমার পক্ষে দোষরূপ ফলেই পর্যবসিত হইতেছে"; তাই দৈন্যের সহিত বলিলেন—"দেখুন! রাজ্য-সম্বন্ধহেতু বন্ধু-ভৃত্যাদি সঙ্গবশতঃ আমার সমস্ত ভগবদ্ভজন বা পূর্বকালীন ভজনও লীন (তিরোভাব) হইয়াছে।" কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবদ্ভক্তি সচ্চিদানন্দরূপা বলিয়া নিত্যা—বিনাশশীল নহে। তাই এস্থলে 'লীন' শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে; ইতঃপূর্বেও এই ভক্তিসম্বন্ধে আবির্ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

সারশিক্ষা

২৮। আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ভক্তি নিত্যা বলিয়া মাষ-মুদ্গাদিতে মিলিত স্বর্ণরেণুকে যেমন কালে নষ্ট মাষমুদ্গাদি হইতেও পৃথকরূপে পাওয়া যায়, তদ্রূপ বিষয়াসক্তির অপগমে তাহা হইতে পৃথক কেবলা ভক্তিকে পাওয়া যায়। আর এই ভক্তি বিষয়াসক্তি বা জ্ঞানাদি দ্বারা আবৃত হইলেও উক্ত উপাধির অপগমে স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এখানে স্বতঃই বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভোক্তার স্বপ্রযত্ন ব্যতিরেকেও জঠরাগ্নি যেরূপ তাহার অজ্ঞাতসারেই ভুক্ত অন্নাদি জীর্ণ করিয়া দেয়, তদ্রূপ ঐ ভক্তিও জ্ঞান-কর্মাদির সহিত তাহার মূল অবিদ্যাজনিত বাসনাময় লিঙ্গদেহকেও অনায়াসে ক্ষয় করিয়া স্বমহিমায় প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

২৯। অন্যথা কিং বিশালায়াং প্রভুণা বিশ্রুতেন মে।
পুনর্জাতি-স্বভাবং তং প্রাপ্তস্যেব রণো ভবেৎ॥

মূলানুবাদ

২৯। অন্যথা আমি কি পুনর্বার অসুরস্বভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির ন্যায় বদরিকাশ্রমে প্রসিদ্ধ প্রভুর সহিত রণে প্রবৃত্ত হইতাম?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৯। তদেবান্যথানুপপত্তিন্যায়েন দ্রঢ়য়তি—অন্যথেতি। 'তুর্যে ধর্ম্মকলা সর্গে নরনারায়ণাবৃষী। ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরৎ তপঃ॥' ইতি প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।৩।৯)। চতুর্থস্কন্ধে চ (শ্রীভা ৪।১।৫৬)—'এবং সুরগণৈস্তাত ভগবন্তাবভিষ্টুতৌ। লব্ধাবলোকৈর্যযতুরর্চিতৌ গন্ধমাদনম্॥' ইত্যাদিবচনপ্রামাণ্যাত্ত-দীয়তত্রত্যতদুপাখ্যানাদিশ্রবণাচ্চ বিশালায়াং বদর্য্যাং বিশ্রুতেন প্রসিদ্ধেনাপি ভগবতা শ্রীনারায়ণেন সহ মম কিমন্যথা তদ্ভজনলয়ং বিনা রণঃ সংগ্রামো ভবেৎ? সম্ভাবনায়ং সপ্তমী। অপি তু তৎসম্ভাবনাপি ন স্যাদিত্যর্থঃ। জাতিস্বভাবম্ অসুরজাতের্ভগবদ্দ্বেষরূপং স্বভাবং নির্ব্বক্তুম্ অযোগ্যম্ অশ্লীলত্বাৎ। যদ্বা, নিজপিতৃসদৃশং প্রাপ্তস্য; ইব উপেক্ষায়াম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯। অতঃপর নিজ উক্তির দৃঢ়তা-সম্পাদন জন্য 'অন্যথানুপপত্তি' ন্যায়ানুসারে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। "অন্যথা আমি কি পুনর্বার প্রভুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম? যেহেতু, ভগবান চতুর্থাবতারে ধর্মপত্নীর গর্ভে নর-নারায়ণরূপে আবির্ভূত হইয়া আত্মসংযমরূপ উৎকট তপশ্চরণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই নর-নারায়ণ এই প্রকারে সুরগণ-কর্তৃক স্তুত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দেন, এবং তাঁহাদের প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া দুইজনেই গন্ধমাদন পর্বতে গমন করেন।" ইত্যাদি প্রামাণ্য বচন এবং সেই স্থলে বর্ণিত তদীয় উপাখ্যানাদি শ্রবণ করিয়াও কি বদরিকাশ্রমে প্রসিদ্ধ ভগবান শ্রীনর-নারায়ণের সহিত যুদ্ধের প্রবৃত্ত হইতাম? অর্থাৎ ভজন থাকিলে কদাচ সংগ্রামের সম্ভাবনাই থাকিত না। আমি কি পুনর্বার অসুরজাতির স্বভাব প্রাপ্ত হই নাই? অর্থাৎ অসুরজাতি-সুলভ ভগবদ্দ্বেষ-ভাবরূপ

স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা অশ্লীলতা-প্রযুক্ত প্রকাশ করিয়া বলা উচিত নহে। অথবা নিজ পিতৃসদৃশ স্বভাবপ্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া আমি সম্পুর্ণ উপেক্ষারই পাত্র হইয়াছি।

সারশিক্ষা

২৯। 'অন্যথানুপপত্তি' ন্যায় বলিতে শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ অর্থের অন্যপ্রকারে অনুপপত্তি হইলে উহা সিদ্ধান্তরূপে স্থাপিত হইতে পারে না, এজন্য যে অর্থাপত্তিরূপ অনুমান প্রমাণবলে উক্ত সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়, তাহাকে 'অন্যথানুপপত্তি' প্রমাণ বলে। অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ করার জন্য যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহাই উক্ত ন্যায়।

৩০। আত্মতত্ত্বোপদেশেষু দুষ্পাণ্ডিত্যময়াসুরৈঃ।
সঙ্গান্নাদ্যাপি মে শুষ্কজ্ঞানাংশোঽপগতোঽধমঃ॥

মূলানুবাদ

৩০। আত্মতত্ত্বোপদেশ বিষয়ে অসুরগণের যে দুষ্পাণ্ডিত্য এবং সেই দুষ্পাণ্ডিত্যময় অসুরগণের সঙ্গ প্রভাবে অদ্যাপি আমার সেই অধম শুষ্ক জ্ঞানাংশ অপগত হয় নাই।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩০। পূর্ব্বমপি মম দৈত্যদুঃস্বভাবোঽশেষো নাপগতোঽস্ত্যেবেত্যাহ—আত্মেতি। আত্মনো জীবস্য তত্ত্বং ব্রহ্মত্বং তস্যোপদেশেষু যদ্দুষ্পাণ্ডিত্যং দুষ্টচাতুর্য্যং ভক্তিং বিনাপি তজ্জ্ঞানমাত্রেণৈব পরমকৃতার্থতানিরূপণাৎ। তন্ময়ৈরসুরৈঃ সহ সঙ্গাদ্ধেতোর্মে মত্তোঽদ্যাপি শুষ্কঃ ভক্তিরসহীনঃ শুষ্কস্য বা জ্ঞানস্যাংশো গন্ধো নাপগতঃ। কীদৃশঃ? অধমঃ পরমদুষ্টঃ ভক্তিরসবিঘাতকত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০। আজ পর্যন্ত আমার অশেষ দৈত্যস্বভাবও অপগত হয় নাই। কারণ, আমি দৈত্যবালকগণকে যে উপদেশ দিয়াছি, তাহা কেবল জীবাত্মার ব্রহ্মত্বরূপতত্ত্বের উপদেশ বিষয়ে দুষ্পাণ্ডিত্যরূপ দুষ্টচাতুর্যবিশেষ অর্থাৎ ভক্তি বিনা কেবল আত্মোপদেশ বিষয়ে বুদ্ধিচাতুর্যই প্রকাশ করিয়াছি। কারণ, অসুরগণ ভক্তি বিনা কেবল আত্মার ব্রহ্মত্ব নিরূপণকেই পরম কৃতার্থতা মনে করে, সুতরাং তাদৃশ অসুরগণের সঙ্গবশতঃ আজ পর্যন্ত আমার শুষ্কজ্ঞানাংশ-গন্ধ অর্থাৎ আমি ভক্তিরসহীন বলিয়া আমার শুষ্কজ্ঞানাংশ অপগত হয় নাই। সেই শুষ্কজ্ঞান কীদৃশ? অধম, পরমদুষ্ট, ভক্তিরস-বিঘাতক।

সারশিক্ষা

৩০। শ্রীপ্রহ্লাদ দৈত্যবালকগণকে বলিয়াছিলেন—"বিষয়াত্মক দৈত্যসকলের সংসর্গ দূরে পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব শ্রীনারায়ণের শরণাগত হও; তাহাই সঙ্গিবিহীন মুনিগণেরও অভীষ্ট মোক্ষস্বরূপ, ভগবান অচ্যুত সর্বভূতের আত্মা এবং সর্বতঃসিদ্ধ বলিয়া তাঁহাকে প্রীতি করা বহু-প্রয়াসের কর্ম নহে" ইত্যাদি।

কিন্তু এই শ্লোকে যে শ্রীনারায়ণকে মোক্ষরূপে নির্দেশ করিলেন, তাহাও তদীয় সাক্ষাৎকারেই পর্যবসিত হইতেছে। কারণ শ্রীনারায়ণের সাক্ষাৎকারের আনুষঙ্গিক ফলই মোক্ষ। অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ সাক্ষাৎকার হইলেই অশেষসংসারবন্ধন আনুষঙ্গিকভাবেই নাশপ্রাপ্ত হয় এবং মুখ্যফল—পরমানন্দ লাভ হয়। পরন্তু শ্রীনারায়ণের অস্তিত্ব-জ্ঞানমাত্রে সংসারবন্ধন নাশ বা পরমানন্দপ্রাপ্তি সম্ভব নহে—তদীয় সাক্ষাৎকার দ্বারাই সম্ভব হইতে পারে, এইজন্য সাক্ষাৎকারকে মোক্ষ বলা হইয়াছে; তথাপি কিন্তু সাক্ষাৎবৃত্তিতে উক্ত না হওয়ায় শ্রীপ্রহ্লাদের তাদৃশ উক্তির অবকাশ হইয়াছে।

বস্তুতঃ ভক্তির স্বভাবে ভক্ত এতাদৃশ পরোপকার করিয়াও অভিমানহীন এবং আপনাকে সর্বদা এজাতীয় দোষী বলিয়াই মনে করেন। বাস্তবিকপক্ষে ভগবৎসাক্ষাৎকারের যোগ্য পুরুষের ইন্দ্রিয় ও মন ভগবৎকৃপায় তদীয় স্বপ্রকাশতাশক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াই শ্রীভগবানকে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া অভিমান হয়। আর এই প্রকার অভিমান হইলেই সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনের জন্য তাঁহার মনে উদ্বেগ, দৈন্য, দুঃখ প্রভৃতি যে অসংখ্য বৃত্তির উদয় হয়, সেই বৃত্তিসকলও ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর তরঙ্গবিশেষ। তাই ভক্তের বাহিরে দৈন্য দুঃখভোগ হইলেও অন্তরে পরমানন্দ ভক্তিরস ভোগ হয়।

৩১। কুতোঽতঃ শুদ্ধভক্তির্মে যয়া স্যাৎ করুণা প্রভোঃ।
ধ্যায়ন্ বাণস্য দৌরাত্ম্যং তচ্চিহ্নং নিশ্চিনোমি চ॥

মূলানুবাদ

৩১। অতএব আমার শুদ্ধাভক্তি কিরূপে হইবে? আর শুদ্ধাভক্তির অভাবে প্রভুর কৃপালাভই বা হইবে কিরূপে? আর বাণের দৌরাত্ম্য চিন্তা করিয়াও আমি শুদ্ধাভক্তির অভাব লক্ষণ নিশ্চয় করিতেছি।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩১। অতোঽস্মাদ্ধেতোঃ শুদ্ধা কর্ম্মজ্ঞানাংশসংভিন্না ভক্তিঃ কুতো মে স্যাৎ অপি তু ন ভবেদেব। শুদ্ধভক্তের্লক্ষণং শ্রীবোপদেবাচার্য্যৈর্মুক্তাফলগ্রন্থে শ্রীকপিলবচনেন লিখিতমস্তি—'অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।' ইতি। যথা শুদ্ধভক্ত্যা প্রভোঃ করুণা স্যাৎ, তল্লক্ষণঞ্চ ময়া দৃঢ়ং জ্ঞাতমস্ত্যেবেত্যাহ—'ধ্যায়ন্' ইতি। দৌরাত্ম্যঞ্চ নিজকুলেষ্টদৈবতবর-শ্রীবিষ্ণুপরিত্যাগেনান্যাশ্রয়ণং শ্রীমদনিরুদ্ধবন্ধনাদি বা তস্য শুদ্ধভক্তভাবস্য চিহ্নং লক্ষণম্। ঈদৃশো হি দুষ্টো যস্য বংশে জায়তে তস্য কাচিদপি শুদ্ধভক্তির্ভগবৎকৃপা চ তদ্বিষয়কা নাস্তীতি ভাবঃ। অনেন শ্রীশিবোক্তং বাণরক্ষণং ভগবদনুগ্রহলক্ষণমিতি নিরস্তম্, তদ্বধস্যৈবেষ্টত্বমননাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১। অতএব আমার সে শুদ্ধাভক্তি কিরূপে হইবে? বিশেষতঃ শুদ্ধাভক্তি কর্ম-জ্ঞানাদি দ্বারা অনাবৃত সুতরাং আমার সে শুদ্ধাভক্তি কোথায়? অর্থাৎ আমার সে শুদ্ধাভক্তি নাই। এই শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ শ্রীবোপদেবাচার্য স্বীয় মুক্তাফলগ্রন্থে শ্রীভাগবতোক্ত শ্রীকপিলবচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—'অহৈতুকী (অন্যাভিলাষশূন্য) ও ব্যবধানরহিত (জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত) যে ভক্তি পুরুষোত্তমবিষয়ে অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই শুদ্ধাভক্তি।' অতএব যে শুদ্ধাভক্তি দ্বারা প্রভুর কৃপা লাভ হয়, তল্লক্ষণ শুদ্ধাভক্তি আমার নাই, ইহাই আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করিতেছি। আবার বাণাসুরের দৌরাত্ম্য চিন্তা করিলেও অর্থাৎ সে নিজ কুলদেবতা শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং শ্রীমদ্ অনিরুদ্ধকে বন্ধনাদিও করিয়াছিল, এসব বিষয় চিন্তা করিয়া আমি শুদ্ধাভক্তির অভাব লক্ষণই নিশ্চয় করিতেছি। বাস্তবিকপক্ষে যাহার বংশে এতাদৃশ দুষ্ট জন্মগ্রহণ করে, তাহার কি কখনও শুদ্ধাভক্তি হইতে পারে? বা তদ্বিষয়ক ভগবৎকৃপা হইতে পারে? কখনই নহে। এতদ্দ্বারা শ্রীশিবোক্ত 'বাণের প্রাণরক্ষা বিষয়ে ভগবদনুগ্রহলক্ষণ' ইত্যাদিও নিরস্ত হইল। আরও সূচিত হইল যে, তাদৃশ দুষ্টের প্রাণবধই বাঞ্ছনীয়; কেননা তাহার প্রাণরক্ষা ভগবদনুগ্রহের লক্ষণ নহে।

৩২। বদ্ধা সংরক্ষিতস্যাত্র রোধনায়াস্তাসৌ বলেঃ।
দ্বারীতি শ্রূয়তে ক্বাপি ন জানে কুত্র সোঽধুনা॥

মূলানুবাদ

৩২। বলির অপরাধের নিমিত্ত শ্রীভগবান দ্বারদেশে দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন, এই কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু অধুনা তিনি কোথায় আছেন, তাহা আমি জানি না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩২। ননু তাং তাঞ্চ বিনা বলের্দ্বারপালোঽসৌ কথং বৃত্তঃ? তত্রাহ—বদ্ধেতি। অত্র সুতলে; বলে রোধনায় আবরণার্থং বলের্দ্বারি অসৌ প্রভুরস্তীতি ক্বাপি কস্মিংশ্চিন্মুনিজনে শ্রূয়তে। তথা চ শ্রীহরিবংশে বাণং প্রতি কুষ্মাণ্ডবচনম্—'বলির্বিষ্ণুবলাক্রান্তো বদ্ধস্তব পিতা নৃপ। সলিলৌঘাদ্‌বিনিঃসৃত্যকচিদ্রাজ্যম-বাপ্স্যতি॥' ইতি। এতাদৃশমন্যদপি শ্রীরামায়ণোত্তরকাণ্ডে রাবণপাতালজয়প্রসঙ্গতো জ্ঞেয়ম্ এবং বলের্দ্বারি তস্যাবস্থিতির্ন কারুণ্যেন, কিন্তু নিরোধনায়ৈবেতি পূর্ব্বোদ্দিষ্টনিগ্রহঃ সাধিতঃ। অনেন ভোঃ! বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠেতি শ্লোকোক্তং নিরস্তম্; ননু তথাপি শ্রীশিবব্রহ্মাদি দুর্লভদর্শনঃ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরঃ সততমত্র দ্বারে দৃশ্যত ইতি। মহতী কৃপা লক্ষ্যতে কুতশ্চ তদ্দর্শনমিত্যর্থঃ। অধুনেত্যনেন কদাচিদেব তদ্দর্শনং লভ্যতে, ন তু সদেতি সূচিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩২। যদি বলেন, তোমার শুদ্ধাভক্তি বা তোমার প্রতি ভগবৎ-কৃপা বিনা প্রভু কি বলির দ্বারে দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেন? তাহাতেই বলিতেছেন, 'বদ্ধা' ইত্যাদি। এই সুতলে বলিকে অবরোধের নিমিত্ত শ্রীভগবান দ্বারদেশে দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই বৃত্তান্ত কোন কোন মুনিসমাজেও শ্রবণ করা যায়। যথা, শ্রীহরিবংশে বাণের প্রতি কুষ্মাণ্ডের বাক্য—"হে নৃপ! আপনার পিতা বলি শ্রীবিষ্ণুর বলে আক্রান্ত হইয়া বদ্ধ হইয়াছেন সত্য, কিন্তু বদ্ধ জলপ্রবাহ যেমন উচ্ছলিত হইয়া স্বীয় আবেষ্টনী ভেদ করিয়া বিনিঃসৃত হয়, তদ্রূপ আপনার পিতাও বন্ধনমুক্ত হইয়া যে অভীপ্সিত রাজ্যলাভ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?" এতাদৃশ প্রসঙ্গ অন্যস্থানেও দেখা যায়। যেমন শ্রীরামায়ণের উত্তরাখণ্ডে রাবণের পাতালবিজয়-প্রসঙ্গে। এইপ্রকারে বলির দ্বারে প্রভুর অবস্থান কারুণ্যের

জন্য নহে, কিন্তু বলিকে নিরোধ করিবার জন্যই জানিতে হইবে। এতদ্দ্বারা পূর্বোদ্দিষ্ট নিগ্রহই সাধিত হইল। আর 'ভোঃ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত প্রশংসাবাদও নিরস্ত হইল।

যদি বলেন, তথাপি শ্রীশিব-ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ দর্শন শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরকে সতত দ্বারদেশে দর্শন করা কি মহতী কৃপার লক্ষণ নহে? তাহাতেই বলিতেছেন—অধুনা কিন্তু সেই প্রভু কোথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহা জানি না; তাঁহার দর্শন লাভ করিব কিরূপে? 'অধুনা' এই বাক্যের দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, কখনও কখনও প্রভুর দর্শন হয়, সর্বদা নহে।

৩৩। কদাচিৎ কার্য্যগত্যৈব দৃশ্যতে রাবণাদিবৎ।
দুর্ব্বাসসেক্ষিতোঽত্রৈব বিশ্বাসাত্তস্য দর্শনে॥

মূলানুবাদ

৩৩। কদাচিৎ কার্যগতিকে রাবণাদির ন্যায় কেহ কখনও তাঁহার দর্শন পায়। যেমন বিশ্বাস হেতু দুর্বাসা এই স্থানেই প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৩। ননু বলিপুরীমিমাং প্রবিশন্ রাবণো গদাধরেণ ভগবতা পাদাঙ্গুষ্ঠেনোচ্চাটিত ইত্যাদ্যুপাখ্যানতোঽত্র সদৈব দ্বারে ভগবতোঽবস্থানং গম্যতে। তত্রাহ কদাচিৎ কার্য্যেতি। কার্য্যস্য দ্বারপালনলক্ষণস্য কৃতাস্য গত্যা প্রাপ্ত্যৈব কেনাপি কদাচিদ্দৃশ্যতে। স রাবণাদিভিরিব অন্যথা রাবণেন বলিরুপবিনীতঃ স্যাদিতি ভাবঃ। আদিশব্দেন দুর্ব্বাসঃ প্রভৃতয়ঃ। ননু বলিরোধনায় সাক্ষাদ্ভূতং ভগবন্তমত্র রাবণঃ পশ্যতু নাম। দুর্ব্বাসাশ্চ ভগবতি কুশস্থলীরক্ষক-কুশাদিদৈত্যগণকৃত-নিজদুঃখনিবেদনার্থমত্রৈবাগতস্তং দদর্শেতি প্রহ্লাদ-সংহিতোক্ত্যা সদা তস্যাত্রাবস্থানং গম্যতে। তত্রাহ—দুর্ব্বাসসেতি সার্দ্ধেন। "অত্র বলিদ্বার এব তস্য ভগবতো দর্শনে বিশ্বাসাদ্ধেতোরত্রৈব দৃষ্টঃ সঃ, ন তু তস্য দ্বারপালতয়াত্রাবস্থানাৎ সম্প্রতি সুতলে বলিদ্বারে ব্রহ্মণ্যদেবো ভগবান্ বর্ত্ততে। তত্রাচিরেণ তস্য দর্শনং প্রাপ্স্যসীত্যাদিনারদোপদেশেন বিশ্বস্তঃ সন্ দুর্ব্বাসাস্তত্র গত্বা সদ্য এব তং প্রাপেত্যেবমুপাখ্যানং দ্বারকামাহাত্ম্যপ্রতিপাদক-প্রহ্লাদসংহিতাতোঽন্বেষণীয়ম্॥"

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩। যদি বলেন, রাবণ পাতাল বিজয়ের সময় এই সুতলে বলির পুরী প্রবেশ করিলে ভগবান গদাধর-কর্তৃক পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, এই উপাখ্যান হইতে জানা যাইতেছে যে, শ্রীভগবান সর্বদা বলির দ্বারে দ্বারপালরূপে অবস্থান করিতেছেন। তাহাতেই বলিতেছেন—'কদাচিৎ' ইত্যাদি। কার্যানুরোধে রাবণাদির ন্যায় কেহ কেহ কদাচিৎ তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। কারণ, শ্রীভগবান বলির দ্বারে দ্বারপালক কার্যে নিয়োজিত, সুতরাং সেই কার্যগতিকে কেহ কখন দর্শন পায়। আর তিনি যদি রাবণকে পাদাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা দূরে নিক্ষেপ ও অভিভব না করিতেন, তাহা হইলে বলি রাবণ-কর্তৃক নির্যাতিত হইত। এখানে

'রাবণাদি'-পদের আদি-শব্দে দুর্বাসা প্রভৃতিও গ্রহণীয়। যদি বলেন, বলির অবরোধের নিমিত্ত শ্রীভগবান দ্বারপালরূপে দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন এবং ইহাও যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হয় যে, রাবণ বলিকে পাতালপুরীর মধ্যে হইতে অন্যত্র নির্বাসন করিলে, শ্রীভগবানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না, সুতরাং কার্যানুরোধে রাবণ না হয় তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন; কিন্তু কুশস্থলীরক্ষক দ্বারকাবাসীগণ দৈত্যগণ-কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া নিজদুঃখ নিবেদনের জন্য দুর্বাসাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই দুর্বাসাও এই সুতলে বলির দ্বারেই শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। আর এই বলির দ্বারে শ্রীভগবানের প্রাপ্তি বিষয়ে প্রহ্লাদসংহিতোক্ত উপাখ্যানের দ্বারাও উক্ত প্রকার ঘটনা সমর্থিত হইয়াছে। তাহাতেই বলিতেছেন, 'বলির দ্বারে শ্রীভগবানের দর্শন পাওয়া যায়', এই প্রকার বিশ্বাসবশতঃ দুর্বাসা এইস্থানেই তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার দ্বারপালকরূপে অবস্থান-হেতু নহে। আপনিই তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সম্প্রতি ভগবান ব্রহ্মণ্যদেব সুতলে বলির দ্বারে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে গমন করিলেই তুমি তাঁহার দর্শন পাইবে। আপনার এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়াই দুর্বাসা এইস্থানে তাঁহার সদ্য দর্শন পাইয়াছিলেন। এই উপখ্যান। দ্বারকা-মাহাত্ম্য-প্রতিপাদক প্রহ্লাদসংহিতাগ্রন্থে অন্বেষণীয়।

৩৪। যস্য শ্রীভগবৎপ্রাপ্তাবুৎকটেচ্ছা যতো ভবেৎ।
স তত্রৈব লভেতামুং নতু বাসোঽস্য লাভকৃৎ॥

মূলানুবাদ

৩৪। যাঁহার যে স্থানে শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির উৎকট ইচ্ছা হয়, তাঁহার সেই স্থানেই শ্রীভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে; প্রভু অমুকস্থানে বাস করেন, অতএব তাঁহাকে অমুক বাসস্থানে পাওয়া যাইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩৪। ননু নিয়তাবস্থিতিং বিনা বিশ্বাসোঽপি কথং জায়তাম্? তত্রাহ—যস্যেতি। যতো যত্র স্থানে; শ্রীভগবতঃ প্রাপ্তৌ যস্য উৎকটেচ্ছা লালসাধিক্যং প্রেমৌৎকণ্ঠ্যমিতি যাবৎ, ন তু ইচ্ছামাত্রম্। অমুং ভগবন্তম্; ন তু অস্য বাসো বসতির্বাসস্থানং বা। কেবলমস্য শ্রীভগবতো লাভং প্রাপ্তিং করোতীতি তথা সঃ। অন্যথা শ্রীবাসুদেবস্য সর্ব্বত্রৈব বাসাৎ সর্ব্বেষামেব সর্ব্বত্রাপি তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ। অতো বিশ্বাসোঽপি তৎপ্রাপ্ত্যুৎকটেচ্ছয়ৈব ভবতীতি ভাবঃ। যচ্চ শ্রীবৃন্দাবনাদৌ তদীয়প্রিয়তমাক্রীড়বরে বিশ্বাসাদিকং বিনাপি কদাচিৎ শ্রীভগবদ্দর্শনাদিকং কস্যচিৎ স্যাৎ, তচ্চ ভগবৎপরমপ্রিয়তমত্বেন স্থানবিশেষস্যৈব কস্যচিৎ তাদৃঙ্মহাপ্রভাবাৎ। ন তু সর্ব্বস্যাপি ভগবদাবাসস্থানস্যেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪। যদি বলেন, শ্রীভগবানের নিয়ত অবস্থিতি বিনা বিশ্বাসই বা কিরূপে জাত হইবে? তাহাতেই বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি। যাঁহার যে স্থানে শ্রীভগবানের প্রাপ্তি বিষয়ে উৎকট ইচ্ছা জন্মে, অর্থাৎ লালসাধিক্য বা প্রেমোৎকণ্ঠা প্রবল হয়, তিনি সেই স্থানেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু কেবল ইচ্ছামাত্র তাঁহাকে প্রাপ্তি করাইতে সমর্থ নহে। আর শ্রীভগবান অমুক স্থানে বাস করেন, সুতরাং সেইস্থানেই তাঁর দর্শন লাভ করা যাইবে—এরূপ কোন নিয়ম নাই। অর্থাৎ প্রেমোৎকণ্ঠা ব্যতীত কেবল বাসস্থান তাঁহাকে প্রাপ্তি করাইতে পারে না। অন্যথা শ্রীবাসুদেবের সর্বদা সর্বত্রই অবস্থান-হেতু সর্বত্র সকলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারিত। অতএব বিশ্বাসই তৎপ্রাপ্তির উৎকট ইচ্ছায় পর্যবসিত হয় বলিয়া তাদৃশ লালসাধিক্যবশতঃ তাঁহাকে পাওয়া যায়। যদিও শ্রীবৃন্দাবনাদিধামে

হইয়া থাকে; তথাপি তাহা ভগবৎপ্রিয়তমত্ব-হেতু স্থানবিশেষের মহাপ্রভাবই বলিতে হয়! অর্থাৎ ঐ দর্শন শ্রীধামের মহাপ্রভাব হইতেই নিষ্পন্ন হয়; কিন্তু সর্বত্রই শ্রীভগবানের আবাসস্থান বলিয়া নহে।

সারশিক্ষা

৩৪। মানবের ইচ্ছাশক্তি প্রাণেরই তীব্রতর স্পন্দন এবং সমস্ত জগৎ এই প্রাণশক্তিতেই ক্রিয়াশীল হইয়া মনের নানাবিধ কল্পনার বস্তু প্রকাশ করিতেছে। এই প্রকারে ইচ্ছাশক্তি যখন একাগ্রভাবে অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট হয়, তখনই মনের অভিলষিত প্রত্যেক বস্তুকে প্রকাশ করিয়া দেয়। যেমন উদ্ভাসিত আলোকের রশ্মি ইতস্ততঃ হইয়া থাকিলে তাহার অবস্থা যেরূপ হয়, মানব মনের শক্তিও সেইরূপ। অর্থাৎ মনের সমুদয় শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলেই ইষ্টবস্তুকে প্রকাশ করে, ইহাই আমাদের সমুদয় জ্ঞানের মূল। এইপ্রকারে মানবের ইচ্ছা যাহা, চিন্তা তাহারই অনুরূপ এবং শক্তিও তদনুযায়ী কার্যকরী হয়; সুতরাং সকল শক্তির মূলেই ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা নিহিত থাকে। অতএব উৎকট ইচ্ছা যখন প্রগাঢ় চিন্তায় পরিণত হয় এবং ইষ্ট বিষয়ে সেই প্রগাঢ় চিন্তার প্রভাবে সাধক আপনাকে ভুলিয়া গিয়া ইষ্টের রূপ গুণ লীলাদির অনুভব প্রাপ্ত হয়, তখনই সমাধি হয়। সমাধি অবস্থায় সাধকের জ্ঞান, অন্যের অর্জিত সমধর্মী জ্ঞানসমূহকে আকর্ষণ করতঃ আপনাতে সন্নিবিষ্ট করিয়া চিন্তার অশেষবিধ উন্নতি সাধন করিয়া থাকে। যদিও প্রথমতঃ এই চিন্তার ধারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় না। কিন্তু চিন্তা করিতে করিতে চিন্তা যত গাঢ় হইবে, ততই অন্যের চিন্তা তাহাকে সাহায্য করিয়া উন্নত করিবে। ইহারই নামান্তর কৃপা প্রাপ্তি। বলা বাহুল্য যে, ইচ্ছার বিষয়ই ইষ্ট এবং এই ইষ্টদেবই আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবান। অতএব ভগবৎকৃপা ও এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মিকা বিশ্বাস হইতেই প্রগাঢ় চিন্তা হয় এবং প্রগাঢ় চিন্তা করিতে করিতে ভক্ত আপনাকে ভগবানের কৃপাপ্রাপ্তরূপে অনুভব করিয়া দর্শনানন্দে বিভোর হয়েন। এইজন্যই টীকায় বলা হইয়াছে যে, বিভুতত্ত্ব ভগবান্ সর্বদা সর্বত্রই বর্তমান থাকিলেও তাঁহার দর্শন লাভের জন্য কাহারও যদি বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে, তাহা হইলে ভগবান কৃপা করিয়া তৎক্ষণাৎ দর্শন দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। অতএব ভগবানকে পাইবার একমাত্র উপায় হইল উৎকণ্ঠা বা উৎকট ইচ্ছা।

৩৫। প্রাকট্যেন সদাত্রাসৌ দ্বারে বর্তেত চেৎ প্রভুঃ।
কিং যায়াং নৈমিষং দূরং দ্রষ্টুং তং পীতবাসসম্॥

৩৬। ভবতাস্তবতঃ প্রসাদতো, ভগবৎস্নেহবিজৃম্ভিতঃ কিল।
মম তন্মহিমা তথাপ্যণুর্নবভক্তেষু কৃপাভরেক্ষয়া॥

মূলানুবাদ

৩৫। প্রভু যদি প্রকটভাবে এই দ্বারদেশেই সর্বদা বাস করিতেন, তবে কি আমি পীতবাসধারী প্রভুর দর্শনের জন্য সুদূর নৈমিষারণ্যে গমন করিতাম?

৩৬। আপনার প্রসাদে শ্রীভগবানের স্নেহযুক্ত কৃপা আমার লাভ হউক, কিন্তু শ্রীহনুমান প্রভৃতি নবীন ভক্তের প্রতি প্রভুর কৃপা বিচার করিয়া দেখিলে আমার প্রতি প্রভুর কৃপা অতি অল্পতর বোধ হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৫। সদাত্র সাক্ষাদভগবদবস্থানং নাস্তীতি ব্যক্তমেবেত্যাহ—প্রাকট্যেনেতি। যায়াং গচ্ছেয়ং, সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। তং প্রতিকৃতিরূপম্॥

৩৬। বিনয়াদিনাপি নিজগুরুবচনাক্ষেপোঽনুপযুক্ত এবেতি মত্বা তদুক্তমখিলমঙ্গীকৃত্যান্যথা পরিহরতি—ভবতাদিতি। আশিষি তাতন ভবত্বিত্যর্থঃ। ভবতঃ প্রসাদাদ্ধেতোর্যো ভগবৎস্নেহঃ তেন বিজৃম্ভিতো জনিতঃ। নবেষু আধুনিকেষু ভক্তেষু হনুমদাদিষু যঃ কৃপাভরস্তস্যেক্ষয়া বিচারেণ মম স ভবদুক্তো মহিমা অণুঃ সূক্ষ্মঃ অত্যল্পতর ইত্যর্থঃ। যথা মহাসমুদ্রে দৃষ্টে সতি সরোবরমত্যল্পমেব দৃশ্যত ইতি ন্যায়াৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫। এইস্থানে নিয়ত সাক্ষাৎভাবে ভগবানের অবস্থান নাই, ইহাই ব্যক্ত করিবার জন্য বলিতেছেন—'প্রাকট্যেন' ইত্যাদি 'তং'—সেই ভগবানের প্রতিকৃতি!

৩৬। নিজগুরুবাক্যে আক্ষেপ করা অনুপযুক্ত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া বিনয়সহকারে তদুক্ত বাক্যসমূহ অঙ্গীকার করিয়াও অন্যপ্রকারে পরিহার করিতেছেন—'ভবতা' ইত্যাদি। আপনি আমার যে মহিমার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আপনার প্রসাদে শ্রীভগবৎস্নেহজনিত এবং আমার সেই সেই মহিমা লাভ হউক। পরন্তু শ্রীহনুমান প্রভৃতি নবীন ভক্তগণের প্রতি প্রভূর কৃপারাশি বিচার করিয়া দেখিলে, আমার প্রতি শ্রীভগবানের কৃপা অর্থাৎ ভবদুক্ত আমার ঐ মহিমাও অণু বা অতি অল্পতর বোধ হইবে। যেমন মহাসমুদ্রের তুলনায় সরোবর অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়, তদ্রূপ।

৩৭। নিরুপাধিকৃপার্দ্রচিত্ত হে, বহুদৌর্ভাগ্যনিরূপণেন কিম্।
তব শুগ্জননেন পশ্য তৎকরুণাং কিংপুরুষে হনূমতি॥

মূলানুবাদ

৩৭। হে নিরুপাধি কৃপার্দ্রচিত্ত! আমার বহুতর দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণন করিয়া কি হইবে? উহা দ্বারা আপনার দুঃখই হইবে। অতএব কিম্পুরুষ-বর্ষে গমন করিয়া শ্রীহনুমানের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা অবলোকন করুন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩৭। ননু কথং ময়ি কৃপাল্পতরেতি বিবৃত্য স্পষ্টং বর্ণ্যতাং, তত্রাহ—নিরুপাধীতি, নিরুপাধিরহেতুকা যা কৃপা তয়ার্দ্রং কোমলং চিত্তং যস্য। এবং ময্যুপদেশো নিজপরমদয়ালুত্বাদেব ন চ মদ্গুণাপেক্ষয়েত্যুক্তম্। বহুনো দৌর্ভাগ্যস্য মদীয়াসৌভাগ্যস্য নিরূপণেন বর্ণনেন কিম্? অপি তু ন কিমপি প্রয়োজনম্। প্রত্যুত দোষ এবেত্যাহ—তব শুচাং শোকানাং জননেন উৎপাদকেন, শিষ্যবাৎসল্যাৎ পরদুঃখাসহিষ্ণুত্বাদ্বা। ননু তর্হি কো নামান্যো ভগবৎকৃপাভরবিষয়ো যস্মাদস্য ময়ারব্ধস্যার্থস্য পর্যাপ্তিঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ—কিম্পুরুষে বর্ষে বর্ত্তমানো যো হনুমান্ তস্মিন্ বিষয়ে তস্য ভগবতঃ করুণাং পশ্য, স্বয়মেব সাক্ষাদনুভবেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৭। যদি বলেন, তোমার প্রতি যে শ্রীভগবানের কৃপা, তাহার অল্পতা স্পষ্ট করিয়া বিবৃত কর। তাহাতেই বলিতেছেন, আমার প্রতি আপনার নিরুপাধি কৃপা এবং সেই কৃপা-হেতু কোমলচিত্ত বলিয়া আমার কোন গুণ না থাকিলেও নিজপরমদয়ালুত্ববশতঃ আমাকে উপদেশ দান করিয়াছেন। অতএব মদীয় অসৌভাগ্য সমূহের কথা বর্ণনা করিয়া কি হইবে? আর কোন প্রয়োজনও নাই; প্রত্যুত দোষই হইবে। কারণ, সেই অসৌভাগ্য সমূহের কথা আপনার শোকোৎপাদক অর্থাৎ শিষ্যবাৎসল্যবশতঃ আপনি সেই পরমদুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন না। আচ্ছা, তাহা হইলে অন্য ভগবৎকৃপাভরপাত্র কে আছেন এবং তাঁহার নামই বা কি? তাহা তুমি স্পষ্ট করিয়া বল, যাহাতে আমার আরব্ধ-কার্যের পক্ষে পর্যাপ্ত হয়। এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, কিম্পুরুষবর্ষে শ্রীহনুমান আছেন, তাঁহার প্রতি শ্রীভগবানের করুণা অবলোকন করুন অর্থাৎ স্বয়ংই সাক্ষাৎ অনুভব করুন।

৩৮। ভগবন্নবধেহি মৎপিতুর্হননার্থং নরসিংহরূপভৃৎ।
সহসাবিরভূন্মহাপ্রভুর্বিহিতার্থোঽন্তরধাত্তদৈব সঃ॥

৩৯। যথাকামমহং নাথং সম্যগ্ দ্রষ্টুঞ্চ নাশকম্।
মহোদধিতটেঽপশ্যং তথৈব স্বপ্নবৎ প্রভুম্॥

মূলানুবাদ

৩৮। ভগবান! আপনি অবধান করুন, আমার পিতাকে বধ করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভু শ্রীনরসিংহরূপে সহসা আবির্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং প্রয়োজন সমাপ্ত মাত্রে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

৩৯। আমি ইচ্ছানুরূপ প্রভুকে দেখিতেও সমর্থ হই নাই। যদিও একবার মহাসমুদ্রতটে প্রভুকে দর্শন করিয়াছিলাম; কিন্তু সেই দর্শনও স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৮। তামেব বিবৃত্য বর্ণয়িতুমাদৌ স্বভাগ্যাল্পতামাহ—ভগবন্নিতি দ্বাভ্যাম্। বিহিতোঽর্থো দৈত্যহননাদিপ্রয়োজনং যেন সঃ। তদৈব তৎক্ষণ এব॥

৩৯। অপ্যর্থে চকারঃ। দ্রষ্টুমপি নাশকং, কুতো ভক্তিং করিষ্য ইত্যর্থঃ। তথৈবেতি যথা শ্রীনৃসিংহাবির্ভাবস্থানে স্বল্পকালাবস্থিত্যা ভয়গৌরবাদিনা চ সম্যগ্‌দ্রষ্টুং নাশকম্। তথা প্রথমদর্শন-সম্ভ্রমাদিনা মহোদধিতীরেঽপীত্যর্থঃ। এতদ্বিশেষস্তু হরিভক্তিসুধোদয়াদ বিস্তরতো জ্ঞেয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৮। শ্রীহনুমানের প্রতি শ্রীভগবানের করুণা বিবৃত করিবার পূর্বে নিজভাগ্যের অল্পতার বিষয় 'ভগবান্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। বিহিত্যর্থ—দৈত্যহননাদিরূপ প্রয়োজন।

৩৯। আমি প্রভুকে দর্শন করিতেও সমর্থ হই নাই, ভক্তি করিব কিরূপে? তথৈব—শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব স্থানে। প্রভু স্বল্পকাল অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া ভয় ও গৌরবাদিবশতঃ আমি সম্যক্ দর্শনে সমর্থ হই নাই। তথা মহাসমুদ্রতটেও প্রথমদর্শনজনিত সম্ভ্রমাদিবশতঃ আমি প্রভুকে স্বপ্নের ন্যায়ই দর্শন করিয়াছিলাম। এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ হরিভক্তিসুধোদয়ে জ্ঞাতব্য।

৪০। হনূমাংস্তু মহাভাগ্যস্তৎসেবাসুখমন্বভূৎ।
সুবহূনি সহস্রাণি বৎসরাণামবিঘ্নকম্॥

মূলানুবাদ

৪০। এ বিষয়ে কিন্তু শ্রীহনুমান মহাভাগ্যবান। ইনি বহু সহস্র বৎসর নির্বিঘ্নে প্রভুর সেবাসুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪০। কিং বক্তব্যং মহাপ্রভুং সমপশ্যদিতি। তস্য সেবানন্দমপি চিরমনুভূতবানিত্যাহ—হনূমানিতি। সুবহূনীতি রামায়ণে কিঞ্চিদধিকান্যেকাদশসহস্রাণি, শ্রীভাগবতে চ সাধিকানি ত্রয়োদশেত্যুক্তানি। তথা চ নবমস্কন্ধে (শ্রীভা ৯।১১।১৮)—'অত ঊর্দ্ধ্বং ব্রহ্মচর্য্যং ধারয়ন্নজুহোৎ প্রভুঃ ত্রয়োদশাব্দসাহস্রমগ্নিহোত্রমখণ্ডিতম্॥ ইতি তথা তত্রৈব (শ্রীভা ৯।১১।৩৬)—'বুভুজে চ যথাকালং কামমন্যানপীড়য়ন্। বর্ষপূগান্ বহূন্ নৃণামভিধ্যাতাঙ্ঘ্রিপল্লবঃ॥ ইতি তচ্চ অবিঘ্নকং কেনচিদপি বিঘ্নেনাসংস্পৃষ্টমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪০। শ্রীহনুমান যে মহাপ্রভুকে সম্যক্ দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা আর কি বলিব? তিনি বহু সহস্র বৎসর নির্বিঘ্নে প্রভুর সেবানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। তাহাই 'হনূমাংস্তু' ইত্যাদি বাক্যে বলিতেছেন; 'সুবহূনি' বলিতে রামায়ণের মতে কিঞ্চিদধিক একাদশ সহস্র বৎসর; কিন্তু শ্রীভাগবতের মতে ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর সেবানন্দ অনুভব করিয়াছিলেন।

এ বিষয় নবমস্কন্ধে উক্ত আছে—"শ্রীহনুমান অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্যব্রত ধারণ করিয়া ত্রয়োদশ সহস্র বৎসর যাবৎ অগ্নিহোত্র দ্বারা প্রভুর যজন করিয়াছিলেন।" ইহার পরেও উক্ত আছে—"ভগবান শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় প্রিয়ার সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ধর্মকে পীড়া না দিয়া বহু বৎসর যাবৎ অভিলষিত ধর্মরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তদানীন্তন মানবমাত্র নিরন্তর তাঁহার পাদপল্লবের অনুধ্যান করিত।" অতএব শ্রীহনুমানের প্রভুসেবা কোন প্রকার বিঘ্ন-সংশ্লিষ্ট নহে। অতএব তিনি মহাভাগ্যবান।

৪১। যো বলিষ্ঠতমো বাল্যে দেববৃন্দপ্রসাদতঃ।
সম্প্রাপ্তসদ্বরব্রাতো জরামরণবর্জ্জিতঃ॥

মূলানুবাদ

৪১। যে শ্রীহনুমান বাল্যকালে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন এবং দেববৃন্দের প্রসাদে উত্তম উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া জরা-মরণরহিত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪১। মহাভাগ্যতামেব বিস্তার্য দর্শয়িষ্যন্ তত্র প্রথমং নির্ব্বিঘ্নসততসেবা-সুখোপকরণত্বেন তস্য মহাবলাদিকমাহ—য ইতি, সার্ধেন চতুরক্ষরাধিক্যেন বাল্যেঽপি সদ্বরব্রাতমেব কিঞ্চিদ্দর্শয়তি—জরেত্যাদি-বিশেষণপঞ্চকেন। অত্রেয়মাখ্যায়িকা রামায়ণাদৌ প্রসিদ্ধা—'জাতমাত্রো হনূমানুদ্যন্তং সূর্য্যং বীক্ষ্য পঞ্চতালমিব মত্বা গ্রসিতুমুৎপ্লুত্য গ্রহীতুমুপরি গচ্ছন্নিন্দ্রেণাদিত্যরক্ষার্থং হনৌ বজ্রপ্রহারেণ পাতিতঃ মূর্চ্ছিতঃ। ততঃ পুত্রশোকার্ত্তেন বায়ুনা সর্ব্বত্রাত্মনিরোধে কৃতে লোকানাং প্রাণপীড়ামালোক্য ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ সমাগত্য তং স্বস্থয়িত্বা মহাবরাংস্তস্মৈ বিবিধান্ দদুঃ' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪১। অতঃপর শ্রীহনুমানের মহাভাগ্য বিস্তার করিয়া বলিবার জন্য প্রথমতঃ নিরন্তর নির্বিঘ্নে সেবাসুখ অনুভবের উপকরণরূপ তদীয় মহাবিক্রমের কথা বলিতেছেন—'যো' ইত্যাদি। যে হনুমান বাল্যকালে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিলেন এবং দেবতাগণের প্রসাদে উত্তম বর সকল প্রাপ্ত হইয়া জরা-মরণ বর্জিত হইয়াছিলেন। ইহাই পাঁচটি বিশেষণ দ্বারায় তাঁহার বৈশিষ্ট্য-সম্পাদন করিতেছেন। এই আখ্যায়িকা শ্রীরামায়াণাদিতে সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীহনুমান জাতমাত্র সূর্যদেবকে পক্বতালফল মনে করিয়া গ্রাস করিবার জন্য উর্ধ্বদেশে লম্ফপ্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু ইন্দ্র সূর্যদেবকে রক্ষার নিমিত্ত হনুমানের প্রতি বজ্রনিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিলেন এবং সেই বজ্রের আঘাতে তিনি মূর্ছিত হইলেন। পবনদেব পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া পুত্রশোকে কাতর হইয়া সর্বত্র আত্মনিরোধ (শ্বাসবায়ুরুদ্ধ) করিলেন। বায়ু নিরোধ হওয়ায় লোকসকলের প্রাণপীড়া উপস্থিত হইলে ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দ সমাগত হইয়া হনুমানকে সুস্থ করিলেন এবং "জরা-মরণ-বর্জিত হও" ইত্যাদি উত্তমোত্তম বরসকল প্রদান করিলেন।

৪২। অশেষত্রাসরহিতো মহাব্রতধরঃ কৃতী।
মহাবীরো রঘুপতেরসাধারণসেবকঃ॥

মূলানুবাদ

৪২। তাঁহার কোন প্রকার ভয়ও ছিল না, তিনি নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী এবং সর্বশাস্ত্রবেত্তা ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি মহাবীর বলিয়া শ্রীরঘুপতির প্রধান সেবক ছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪২। মহাব্রতধরঃ ব্রহ্মচর্য্যনিষ্ঠঃ; কৃতী সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বাভিজ্ঞো মহাকবিশ্চ মহাবীরো মহাযোধঃ। যদ্বা, দানাদিবহুপ্রকারবীরতায়াং প্রবীণ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং ভরতেন—'দানবীরং ধর্ম্মবীরং যুদ্ধবীরং তথৈব চ। রসং বীরমপি প্রাহ ব্রহ্মা ত্রিবিধমেব হি॥' ইতি, অতএব অসাধারণো নিরুপমঃ সেবকঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪২। যে হনুমান মহাব্রতধর ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ এবং সকল শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ (মহাকবি) ছিলেন। মহাবীর বলিতে মহাযোদ্ধা, অথবা দানাদি বহুপ্রকার বীরতায় প্রবীণ। যথা শ্রীভরতের বাক্য—'হনুমান যেরূপ দানবীর ও ধর্মবীর, সেরূপ যুদ্ধবীর। এই ত্রিবিধ বীররসের কথা শ্রীব্রহ্মাও বলিয়াছেন। অতএব তিনি শ্রীরঘুনাথের অসাধারণ নিরুপম সেবক।

৪৩। হেলাবিলঙ্ঘিতাগাধশতযোজনসাগর।
রক্ষোরাজপুরস্থার্তসীতাশ্বাসনকোবিদঃ॥

৪৪। বৈরিসন্তর্জকো লঙ্কাদাহকো দুর্গভঞ্জকঃ।
সীতাবার্তাহরঃ স্বামিগাঢ়ালিঙ্গনগোচরঃ॥

মূলানুবাদ

৪৩। তিনি রঘুপতির সেবা করিবার জন্য অতলস্পর্শ শতযোজন সাগর অনায়াসে অতিক্রম করিয়া রাক্ষসরাজের পুরস্থিতা ভয়াকুলা শ্রীসীতাদেবীকে আশ্বাস বাক্য দান করিয়াছিলেন।

৪৪। তিনি প্রভুর শত্রুগণের ভয়োৎপাদন করিয়া লঙ্কা দগ্ধ ও দুর্গসমূহ ভগ্ন করিয়াছিলেন এবং শ্রীসীতাদেবীর বার্তা প্রদান করিয়া নিজপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গাঢ় আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৩। সেবকত্বমেব দর্শয়তি—হেলেত্যাদিনা সীতাপ্রমোদন ইত্যন্তেন॥

৪৪। বৈরিণো রাবণাদীন্ রাক্ষসান্ সন্তর্জয়তি তৎপ্রেষিতাক্ষয়কুমার-মন্ত্রিপুত্রহননাদিনা ভীষয়ত ইতি তথা সঃ। স্বামিনো রঘুনাথস্য যদগাঢ়ালিঙ্গনং সীতাসদ্বার্তাপ্রাপ্তিহর্ষভরাৎ তস্য গোচরো বিষয়ঃ। এতচ্চ সর্ব্বমুত্তরোত্তরং সেবাবিশেষসম্পত্তেঃ কারণং সূচয়তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৩। অতঃপর তাঁহার সেবকত্ব দেখাইতেছেন—'হেলা', অর্থাৎ অবলীলাক্রমে সাগর লঙ্ঘন ও সীতা-প্রমোদন ইত্যাদি।

৪৪। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বৈরীকুল রাক্ষসরাজ রাবণাদিকে বিশেষ ভয় দেখাইয়াছিলেন। তৎপ্রেরিত অক্ষয়কুমার-নামক মন্ত্রিপুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং রাক্ষসরাজের পুরস্থিতা শ্রীসীতাদেবীর বার্তা আনয়ন করিয়া স্বীয় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের গাঢ় আলিঙ্গনের পাত্র হইয়াছিলেন। এইপ্রকারে উত্তরোত্তর তাঁহার সেবাবিশেষসম্পত্তির কারণ সূচনা করিতেছেন।

৪৫। স্বপ্রভোর্বাহকশ্রেষ্ঠঃ শ্বেতচ্ছত্রিতপুচ্ছকঃ।
সুখাসনমহাপৃষ্ঠঃ সেতুবন্ধক্রিয়াগ্রণীঃ॥

মূলানুবাদ

৪৫। তিনি নিজপতি শ্রীরঘুপতির প্রধান বাহক ছিলেন এবং আপনার পুচ্ছকে শ্বেতছত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার সুবিস্তৃত পৃষ্ঠদেশ প্রভুর সুখময় আসনস্বরূপ হইয়াছিল। তিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধন কার্যের অগ্রণী ছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৫। স্বপ্রভোস্তস্যৈব কিষ্কিন্ধাতঃ সমুদ্রতীরগমনে সুবিস্তীর্ণ-সুন্দর-সুকুমারপৃষ্ঠেন সুষ্ঠু বহনাৎ। বাহকেষু গরুড়াদিষু শ্রেষ্ঠঃ। যদ্যপি রাবণযুদ্ধসময়েঽপি বাহনতাং গতোঽস্তি, তথাপাত্র রামায়ণোক্তক্রমেণ সাগরলঙ্ঘনমারভ্য সীতাপ্রমোদনান্তমুপাখ্যানমনুক্রম্য তদনুসারেণ ব্যাখ্যানাত্তথার্থো লিখিতঃ। শ্রেষ্ঠত্বমেব কিঞ্চিদভিব্যঞ্জয়তি—শ্বেতেতি পাদদ্বয়েন;—শ্বেতচ্ছত্রং মহারাজচিহ্নং সিতাতপত্রং তদ্বদাচরিতং পুচ্ছং যেন, বহুব্রীহৌ কঃ। সুখাসনং সুখময়মাসনং ভদ্রপীঠসিংহাসনং বা মহৎ পৃষ্ঠং যস্য; সমুদ্রে সেতুবন্ধক্রিয়ায়ামগ্রণীর্মুখ্যঃ, একদৈব মহাশিলোচ্চয়সমুচ্চয়নয়নাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৫। তিনি নিজপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান বাহক ছিলেন। অর্থাৎ কিষ্কিন্ধ্যা হইতে সমুদ্রতীর গমনের সময় নিজ সুবিস্তীর্ণ সুন্দর সুকুমার পৃষ্ঠে প্রভুকে বহন করিয়া গরুড়াদি বাহক হইতেও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। যদ্যপি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময়েও বাহন হইয়াছিলেন, তথাপি রামায়ণোক্ত ক্রমানুসারে সাগর লঙ্ঘন হইতে আরম্ভ করিয়া সীতা-প্রমোদন পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে লিখিত হইতেছে। এইপ্রকারে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় কিঞ্চিৎ অভিব্যঞ্জিত হইতেছে—শ্রীহনুমান আপনার পুচ্ছকে মহারাজচিহ্ন শ্বেতছত্ররূপে পরিণত করিয়াছিলেন। আর তাঁহার মহৎ পৃষ্ঠদেশও সুখময় আসন হইয়াছিল। অর্থাৎ ভদ্রপীঠ সিংহাসনস্বরূপ হইয়াছিল। সমুদ্রে সেতুবন্ধনকার্যে অগ্রণী অর্থাৎ সর্ব প্রধান ছিলেন। একসময়ে বহু বহু মহাশীলাচয় আনয়ন করিয়া সেতুবন্ধনে সাহায্য করিয়াছিলেন।

৪৬। বিভীষণার্থসম্পাদী রক্ষোবলবিনাশকৃৎ।
বিশল্যকরণীনামৌষধ্যানয়নশক্তিমান্॥

মূলানুবাদ

৪৬। তিনি শ্রীবিভীষণের অভিলাষ পূর্ণ এবং রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিয়াছিলেন। বিশল্যকরণী-নামক ঔষধ আনয়নে কেবল তাঁহারই শক্তি প্রবল ছিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৬। বিভীষণস্যার্থঃ শ্রীরঘুনাথচরণারবিন্দসমাশ্রয়ণং তৎসম্পাদনশীলঃ। পূর্ব্বং বিভীষণস্য বহুলসদ্বৃত্তকথনাৎ সম্প্রতি চ সমুদ্রতীরে সমাগতস্য তস্য প্রভুণা সহ সঙ্গমনাৎ। এবং বাল্যকাণ্ডান্তর্ব্বর্ত্তি-কিষ্কিন্ধ্যাসুন্দরকাণ্ডোক্তং তস্য সেবকত্বং সংক্ষেপতো নির্দ্দিশ্যাধুনা তথৈব যুদ্ধকাণ্ডোক্তমাহ—রক্ষ ইত্যাদিনা প্রমোদন ইত্যন্তেন। অত্রাপেক্ষিতাখ্যায়িকা রামায়ণতোঽবগন্তব্যা। সা সুপ্রসিদ্ধৈবেতি গ্রন্থবিস্তরভয়াদ্‌বিবৃত্য ন লিখ্যতে। বিশল্যকরণীনাম-মহৌষধেরানয়নয়োঃ ইন্দ্রজিতো রাত্রিকৃতমায়াযুদ্ধেন নিখিলবানরবলে বিসংজ্ঞে ভূতে, তথা শ্রীলক্ষ্মণেন চ রাবণামোঘশূলপ্রহারতো ব্রহ্মবাক্য সত্যতাপেক্ষয়া মোহলীলায়ামবলম্বিতায়াং সত্যাং সুষেণবৈদ্যবচনাদ্রাত্রিমধ্য এব বারদ্বয়মানয়নে যা শক্তিঃ গন্ধর্ব্বগণজয়গন্ধমাদন-মহাশৈলোৎপাটনবহনশীঘ্রগমনাদিরূপা তদ্‌যুক্তঃ; ভূম্নি মতুঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৬। শ্রীহনুমান শ্রীরঘুনাথের চরণারবিন্দ-সমাশ্রয়রূপ বিভীষণের প্রয়োজন-সম্পাদনশীল। পূর্বে তিনি প্রভুসমীপে বিভীষণের বহুল সদ্‌গুণের কথা বলিয়াছিলেন। এবং সম্প্রতি সমুদ্রতীরে সমাগত হইলে প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন করাইয়াছিলেন। এইপ্রকারে বাল্যকাণ্ডের অন্তর্বর্তী কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ও সুন্দরাকাণ্ডোক্ত শ্রীহনুমানের সেবকত্বের মহিমা সংক্ষেপে নির্দেশ করিয়া অধুনা যুদ্ধকাণ্ডোক্ত সেবা-মহিমা বলিতেছেন এবং তাহাই 'রক্ষ' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রমোদন' পর্যন্ত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। অবশ্য এস্থলের অপেক্ষিত আখ্যায়িকা রামায়ণে অবগত হইবেন। যদিও সেই সকল আখ্যায়িকা সুপ্রসিদ্ধ, তথাপি গ্রন্থবিস্তারভয়ে সেই বিষয় বিশেষ করিয়া এস্থলে লিখিত হইল না। ইন্দ্রজিত-কর্তৃক মায়াযুদ্ধে রাত্রিকালে নিখিল বানরসৈন্য সংজ্ঞাহীন হইলে, তথা শ্রীব্রহ্মার বাক্যের

সত্যতা রক্ষার নিমিত্ত রাবণের অমোঘ শূল প্রহার ব্যপদেশে শ্রীলক্ষ্মণ মোহলীলা অবলম্বন করিলেন। তখন সুষেন বৈদ্যের বচনে রাত্রিমধ্যেই শ্রীহনুমান গন্ধর্বসকলকে পরাজয় করিয়া গন্ধমাদন শৈল উৎপাটন করতঃ দুইবার বহন ও শীঘ্র গমনাদি কার্যে মহাশক্তি প্রকাশ করিয়া প্রভুর সেবা-সম্পাদন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই বিশল্যকরণী ঔষধি আনয়ন ইত্যাদি ব্যাপার কেবল তাঁহার শক্তিতেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

৪৭। স্বসৈন্যপ্রাণদঃ শ্রীমৎসানুজপ্রভুহর্ষকঃ।
গতো বাহনতাং ভর্ত্তুর্ভক্ত্যা শ্রীলক্ষ্মণস্য চ॥

৪৮। জয়সম্পাদকস্তস্য মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ।
সৎকীর্ত্তিবর্দ্ধনো রক্ষোরাজহন্তুর্নিজপ্রভোঃ॥

মূলানুবাদ

৪৭-৪৮। এই প্রকারে তিনি স্বপক্ষীয় সেনাদিগের প্রাণদান করিয়া অনুজের সহিত প্রভু শ্রীরামচন্দ্রকে হর্ষান্বিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তির আধিক্যবশতঃ শ্রীলক্ষ্মণেরও বাহন হইয়াছিলেন। তিনি উত্তম মন্ত্রণা প্রদান করিয়া জয়-সম্পাদন পূর্বক মহাবুদ্ধি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া রক্ষরাজ-বিনাশী নিজ প্রভুর সৎকীর্তি বর্ধন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৭-৪৮। এবং শ্রীমন্তং ভক্তবাৎসল্যাদিস্বীকৃতশস্ত্রক্ষতাদ্যপগমেন নিজশোভাতিশয়যুক্তং সানুজং লক্ষ্মণসহিতং প্রভুং হর্ষয়তীতি তথা সঃ। অত্র চ কথাক্রমো নাপেক্ষিতঃ। বারদ্বয়কৃতস্যাপ্যস্য কর্ম্মণ ঐক্যরূপ্যাদেকত্রৈব বিবক্ষয়া। ভর্ত্তুঃ শ্রীরঘুনাথস্য ভক্ত্যা শ্রীলক্ষ্মণস্য তদ্ভক্তস্যাপি বাহনতাং গতঃ ইন্দ্রজিদ্বধে। তস্য লক্ষণস্য ভর্ত্তুরেব বা; মহান্তৌ বুদ্ধিপরাক্রমৌ যস্য; ইন্দ্রজিতো রাবণাদেশ্চ বধে সন্মন্ত্রপ্রদানান্মহাবিক্রমদর্শনাচ্চ। এবং নিজপ্রভোঃ সৎকীর্ত্তিং বর্দ্ধয়তীতি তথা সঃ, সমুদ্রলঙ্ঘনাদিরাবণবধ-হেতু-প্রয়োজনাচরণাৎ। এষা চ যুদ্ধসম্বন্ধিসেবাবলী-সংক্ষেপোক্তিঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৭-৪৮। এইপ্রকারে যিনি স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রাণদান করেন এবং শ্রীমৎ প্রভু ভক্তবাৎসল্যবশতঃ অস্ত্রক্ষতাদি স্বীকার করিলে ঔষধি প্রয়োগ-দ্বারা সেই শস্ত্রক্ষতাদি উপশম করিয়া অতিশয় শোভাযুক্ত অনুজের সহিত প্রভুকে হর্ষান্বিত করেন। (এস্থলে কিন্তু কথার ক্রম রক্ষিত হয় নাই, বারদ্বয় কৃতকর্মের ঐক্যতা-হেতু একত্রে বর্ণিত হইয়াছে।) নিজ প্রভু শ্রীরঘুনাথের উপর বিশেষ ভক্তি থাকাতে যিনি ইন্দ্রজিৎবধকালে তদীয় ভক্ত শ্রীলক্ষ্মণেরও বাহন হইয়াছিলেন। এইপ্রকারে তিনি ইন্দ্রজিৎ রাবণাদি বধের সময়ও উত্তম মন্ত্রণা প্রদান ও মহাপরাক্রম প্রকাশ করিয়া নিজ প্রভুর সৎকীর্তি বর্ধন করেন। এইরূপে সমুদ্রলঙ্ঘন ও রাবণবধাদি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সেবাবলী সংক্ষেপে উক্ত হইল।

৪৯। সীতাপ্রমোদনঃ স্বামিসৎপ্রসাদৈকভাজনম্।
আজ্ঞয়াত্মেশ্বরস্যাত্র স্থিতোঽপি বিরহাসহঃ॥

মূলানুবাদ

৪৯। তিনি শ্রীসীতাদেবীর প্রমোদ বৃদ্ধি করিয়া নিজ স্বামীর উৎকৃষ্ট প্রসাদের একমাত্র ভাজন হইয়াছেন। প্রভুর আজ্ঞানুসারে এই জগতে থাকিয়াও তাঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৯। সীতাং প্রমোদয়তি প্রকর্ষেণ হর্ষয়তীতি তথা সঃ; রাবণবধাদিকথনাৎ, শ্রীরঘুনাথনিকটে সমানয়নাচ্চ। এবং নিজ প্রভুবরতদীয়প্রিয়জনসেবামুক্ত্বাঽধুনা তত্তৎসেবাফলরূপানুগ্রহবিশেষলাভমাহ—স্বামীতি, স্বামিনোঽযোধ্যাধিপতেরভিষেকানন্তরং যঃ সৎপ্রসাদৌঘঃ শ্রীজানকী-কণ্ঠহার-দাপন-নিশ্চলবিশুদ্ধ-প্রেমভক্তিসম্পাদনাদিরূপস্তস্য ভাজনম্। ননু কথং তর্হি নিজপ্রভুপার্শ্বং বিহায়াত্রাসৌ স্থিতস্তত্রাহ—আজ্ঞয়েতি। আত্মেশ্বরস্য নিজপ্রভোঃ। যদ্বা, আত্মনাং জীবানামীশ্বরস্য নিরুপাধিহিতকারিণঃ। হনুমত্যত্র স্থিতে সর্ব্বেষাং লোকানাং ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত্যা সুখং পরমহিতং ভবেদিত্যভিপ্রায়েণ প্রভুণা কৃতয়া আজ্ঞয়েত্যর্থঃ। অপি যদ্যপি বিরহং নিজপ্রভুবিচ্ছেদং ন সহতে সোঢুং ন শক্নোতীতি তথা সঃ। এবং মহাপ্রভুণা সাক্ষাচ্ছ্রীমুখেন কৃতায়া আজ্ঞায়াঃ সম্পাদনেন তস্য পরমসেবৈব সম্পন্নেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৯। যিনি শ্রীসীতার প্রমোদ বৃদ্ধি করেন অর্থাৎ রাবণবধাদির কথা শুনাইয়া এবং তাঁহাকে শ্রীরঘুনাথ-নিকটে আনয়ন করিয়া প্রকৃষ্টরূপে হর্ষান্বিত করেন। এইপ্রকার তিনি নিজপ্রভু ও তদীয় প্রিয়তমজনের সেবাদ্বারা উৎকৃষ্ট প্রসাদের একমাত্র ভাজন হইয়াছেন। এক্ষণে তত্তৎ সেবাফলরূপ প্রভুর অনুগ্রহবিশেষ লাভের কথা বলিতেছেন, প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা-পতিত্বে অভিষেকের পর প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীজানকীর কণ্ঠহার যাঁহার গলদেশে শোভা পাইয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে এই কণ্ঠহার-প্রাপ্তি নিশ্চল বিশুদ্ধ প্রেমভক্তিলাভরূপ উত্তম প্রসাদভাজনের চিহ্ন। আচ্ছা, তাহা হইলে কিজন্য তিনি নিজ প্রভুর পার্শ্ব ত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন? নিজ প্রভুর আজ্ঞানুসারে; যদিও

আত্মেশ্বর নিজ প্রভুর বিরহ অসহ্য; তথাপি তাঁহার আজ্ঞাপালনরূপ সেবার জন্য এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন। কারণ, জীবের নিরুপাধি হিতকারী প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অভিপ্রায় এই যে, হনুমান এই জগতে থাকিলে সকল লোকের ভক্তিমার্গে প্রবৃত্তি হইবে, অতএব পরমহিতসাধন হইবে। এইরূপ আজ্ঞানুসারে তিনি এ জগতে অবস্থান করিতেছেন। যদ্যপি এ জগতে থাকিয়া নিজ প্রভুর বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ, তথাপি এই প্রকারে মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ শ্রীমুখের আজ্ঞা-সম্পাদনের জন্য সেই বিরহ সহ্য করিয়াও জগতের হিতসাধন করিতেছেন।

৫০। আত্মানং নিত্যতৎকীর্ত্তিশ্রবণেনোপধারয়ন্।
তন্মূর্ত্তিপার্শ্বতস্তিষ্ঠন্ রাজতেঽদ্যাপি পূর্ব্ববৎ॥

মূলানুবাদ

৫০। তিনি আপনাকে সর্বদা প্রভুর কীর্তিকলাপ শ্রবণে ব্যাপৃত রাখিয়া পূর্ববৎ প্রভুমূর্তির পার্শ্বে অদ্যাপিও বিরাজমান রহিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫০। তথাপি তং বিনা চিরং কথং জীবেৎ? তত্রাহ—আত্মানমিতি। তথাভূতমপ্যাত্মানং দেহিনং নিত্যং তস্য আত্মেশ্বরস্য তাসাং বা অনির্ব্বচনীয়ানাং কীর্ত্তিনাং শ্রবণেন সুস্বরকিম্পুরুষাচার্যার্ষ্টিষেণাদিগীয়মানতত্তদ্‌গাথাকর্ণনেন কৃত্বা হেতুনা বা। যদ্বা, তস্য কীর্ত্তিঃ কীর্ত্তনং শ্রবণঞ্চার্ষ্টিষেণাদিতঃ দ্বন্দ্বৈক্যং, তেন উপকণ্ঠে সমীপে ধারয়ন্ নিরুধ্য রক্ষন্। যদ্বা, নির্গচ্ছন্তমপি উপপত্তিভির্দ্দেহান্তর্দ্দধান ইত্যর্থঃ। তস্যেশ্বরস্য যা মূর্ত্তিঃ কিম্পুরুষবর্ষস্থিতা তস্যাঃ পার্শ্বে বিচিত্রসেবয়া সদা তিষ্ঠন্নেব। পূর্ব্ববদিতি, পূর্ব্বং যথা শ্রীরামচন্দ্রচরণারবিন্দসমীপে বিচিত্রসেবাং কুর্ব্বন্ শোভমান আসীৎ, তথাধুনা তত্রাপি সাক্ষাদিব বিচিত্রপরিচর্য্যাবিধানেন শোভত ইত্যর্থঃ। তথা চ পঞ্চমস্কন্ধে কিম্পুরুষে বর্ষে ভগবন্তমাদিপুরুষং লক্ষ্মণাগ্রজং সীতাভিরামং রামং তচ্চরণসন্নিকর্ষাভিরতঃ পরমভাগবতো হনূমান্ সহ কিম্পুরুষৈরুপাস্তে। আর্ষ্টিষেণেন সহ গন্ধর্ব্বৈরনুগীয়মানাং পরমকল্যাণীং ভর্ত্তৃভগবৎকথাং সমুপশৃণোতি স্বয়ঞ্চ গায়তীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫০। তথাপি প্রভুর সাক্ষাৎ সেবা বিনা কিরূপে তিনি দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতেছেন? তাহাতেই বলিতেছেন, 'আত্মানং' ইত্যাদি। আপনাকে তথাভূত অর্থাৎ নিত্য আত্মেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের কীর্তিকলাপ শ্রবণে রত রাখিতেন। কিংবা প্রভুর অনির্বচনীয় কীর্তিসমূহ কিম্পুরুষবর্ষের আচার্য আর্ষ্টিসেনাদি-কর্তৃক সুস্বরে গীত হইলে বা বর্ণিত হইলে তিনি সেই লীলা শ্রবণে প্রভুর সঙ্গসুখ অনুভব করিয়া প্রাণধারণ করিতেছেন। অথবা আর্ষ্টিসেন প্রভৃতির মুখে প্রভুর কীর্তিকলাপ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদেরই উপকণ্ঠে স্বীয় প্রাণ রক্ষা করিতেছেন; নতুবা দেহে প্রাণ থাকিলে তাহা নিশ্চয়ই বিযুক্ত হইত; কিংবা তিনি কিম্পুরুষবর্ষস্থিত নিজপ্রভু শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীমূর্ত্তির বিচিত্র সেবা-সম্পাদনের জন্য তাঁহার পার্শ্বে নিয়ত অবস্থান

করিতেছেন। অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ তিনি শ্রীরামচন্দ্রের চরণারবিন্দ-সমীপে শোভা পাইতেন, অদ্যাপিও সেইরূপ সাক্ষাতের ন্যায় পরিচর্যা-বিধান দ্বারা শোভা পাইতেছেন।

এ বিষয় পঞ্চমস্কন্ধে উক্ত আছে যে, কিম্পুরুষবর্ষে পরমভাগবত শ্রীহনুমান-কর্তৃক আদি পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত শ্রীসীতাদেবী এবং অনুজ শ্রীভরত লক্ষ্মণ উপাসিত হইতেছেন। আর আর্ষ্টিসেন প্রভৃতি গন্ধর্বগণ-কর্তৃক অনুগীয়মান পরমমঙ্গলময় প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের লীলাকথা শ্রবণ করিতেছেন এবং নিজেও গান করিতেছেন।

৫১। স্বামিন্ "কপিপতির্দাস্যে" ইত্যাদিবচনৈঃ খলু।
প্রসিদ্ধো মহিমা তস্য দাস্যমেব প্রভোঃ কৃপা॥

মূলানুবাদ

৫১। হে প্রভো! 'কপিপতি দাস্যে' এই প্রসিদ্ধ প্রমাণ দ্বারা নিশ্চয়ই তাঁহার মহিমা সুসিদ্ধ হইয়াছে। অতএব দাস্যই প্রভুর কৃপা!

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫১। উপসংহরতি—স্বামিন্নিতি। হে শ্রীনারদ! তথাচ প্রসিদ্ধোঽয়ং শ্লোকঃ—'শারঙ্গি-শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে। অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূদ্‌ভক্তঃ কথং বর্ণ্যতে॥' ইতি। শার্ঙ্গীতি বক্তব্যে ছন্দোঽনুরোধেন শারঙ্গীতি। শ্রীবিষ্ণোরিতি পাঠস্ত্বাগন্তকঃ। দাস্যঞ্চাত্র পরিচর্য্যাপ্রধানমেবাভিপ্রেতম্, ন তু শ্রীধরস্বামিপাদব্যাখ্যানুসারেণ কর্ম্মার্পণমিতি; এবং সেবাপি জ্ঞেয়া। ততশ্চ তস্যাং কায়িক্যামপি সর্ব্বেন্দ্রিয়সেবা পর্য্যবস্যতি, বাহ্যান্তরেন্দ্রিয়াণাং সর্ব্বেষামেব কায়াশ্রয়কত্বাৎ। ইত্থমেব স্নানাদিনা দেহশুদ্ধ্যা তত্তচ্ছুদ্ধিরপি স্যাৎ। অতঃ স্মরণাদ্দাস্যং শ্রেষ্ঠম্; তত্র চ সাক্ষাচ্ছ্রীরঘুনাথস্য তাদৃশী সেবা। স্মরণঞ্চ প্রায়ঃ পরোক্ষকৃত্যমেব; অতঃ প্রহ্লাদঃ স্বস্মাচ্ছ্রেষ্ঠত্বেন শ্রীহনুমন্তমস্তৌদিতি যুক্তমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫১। এক্ষণে নিজ বক্তব্য উপসংহার করিতেছেন, "হে প্রভো নারদ! এই শ্লোকেও তাঁহার মহিমা প্রসিদ্ধ। যথা, (শ্রীমদ্ভাগবত) শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ, কীর্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, ভগবৎচরণসেবায় লক্ষ্মী, অর্চনে পৃথু, বন্দনে অক্রূর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন এবং আত্মনিবেদনে বলি শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি দ্বারা পরম কৃতার্থ হইয়াছিলেন।" এখানে দাস্য বলিতে পরিচর্যা প্রধান দাস্যই অভিপ্রেত। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারে কর্মার্পণ নহে। বাস্তবিকপক্ষে এইপ্রকার সেবাই প্রভুর কৃপা এবং এই সেবাও কায়িক, বাচিক ও মানসিক বলিয়া সর্বেন্দ্রিয়েই পর্যবসিত হইতেছে। যেহেতু, বাহ্য ও অন্তরেন্দ্রিয় সকলের আশ্রয় এই শরীর। যেমন স্নানাদি দ্বারা দেহশুদ্ধি হইলে ইন্দ্রিয়সকলও স্বতঃই শুদ্ধ হয়। অতএব স্মরণ অপেক্ষা দাসত্ব শ্রেষ্ঠ। তাহার মধ্যে শ্রীরঘুপতির সাক্ষাৎ তাদৃশী সেবা

আরও প্রশংসনীয়। স্মরণ প্রায়ই অপ্রত্যক্ষ কার্য; এইজন্য শ্রীপ্রহ্লাদ আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া শ্রীহনুমানের স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন।

সারশিক্ষা

৫১। সর্বতোভাবে শ্রীভগবানের দাসত্বাভিমানের নামই দাস্য এবং সেই দাস অভিমানের সহিত পরিচর্যাদিও দাস্যেরই কার্যভূত; কিন্তু বর্ণাশ্রমাচারোচিত কর্ম দাস্য নহে। কারণ, উহা শুদ্ধাভক্তিপর্যায়ে উন্নীত হইতে পারে না। তবে যে কোন কোন স্থলে কোমলশ্রদ্ধজনের অচিন্ত্য-ভক্তিফলে দৃঢ়বিশ্বাস হইতে পারে না বলিয়া তাঁহাদের অত্যল্পমাত্র শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত কর্মাদি শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলেও তাহাকে দাস্য বলা হয়; কিন্তু এইরূপ কর্মার্পণের ফলে জ্ঞানই হয়, ভক্তি হয় না। কারণ, ভক্তি উদয়ের জন্য মহৎকৃপাই অপেক্ষিত। অতএব যিনি কায়মনোবাক্যে "আমি শ্রীহরির দাস" এই অভিমান বহন করিয়া ভগবৎপরিচর্যাদি করেন, তাঁহার পরিচর্যাদিই দাস্য-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

৫২। "যদৃচ্ছয়া লব্ধমপি বিষ্ণোর্দাশরথেস্তু যঃ।
নৈচ্ছন্মোক্ষং বিনা দাস্যং তস্মৈ হনূমতে নমঃ॥"

মূলানুবাদ

৫২। যে শ্রীহনুমান দশরথ-নন্দন শ্রীবিষ্ণুর নিকটে যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত দাস্য বর্জিত মোক্ষ কামনা করেন নাই, আমি সেই শ্রীহনুমানকে নমস্কার করি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫২। আদিশব্দোপাত্তম্ এতন্মহিমখ্যাপকং বচনান্তরঞ্চ পঠন্ স্বয়মপ্যুপসংহরতি—যদৃচ্ছয়েতি। স্ব প্রযত্নং বিনাপ্যানুষঙ্গিকত্বেন লব্ধমপি মোক্ষং নৈচ্ছৎ। ইচ্ছামপি তস্মিন্ন কৃতবান্, কুতস্তরাং স্বীকারমিত্যর্থঃ, ভক্তিরসবিরোধিত্বাৎ। বিনা দাস্যমিতি দাস্যমেবৈচ্ছৎ, নান্যৎ কিমপীত্যর্থঃ। জন্মমরণাদিসংসারধ্বংসোঽপি মম ভক্তিমেব প্রবহতাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, নাসৌ জীবো যো মোক্ষং বিনা অবান্তরফলত্বেন স্বয়মেবোপস্থিতমপি মোক্ষং পরিত্যজ্য কেবলং বিশুদ্ধদাস্যমেব প্রার্থয়ামাস, তস্মৈ হনূমতে নমঃ ইত্যর্থঃ। অয়মপি শ্লোকঃ শ্রীনারায়ণব্যূহস্তবান্তর্ব্বর্ত্তী॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫২। পূর্ব শ্লোকোক্ত আদি-শব্দে-প্রতিপাদিত শ্রীহনুমনের মহিমা জ্ঞাপক বচনান্তর পাঠ করিয়া এক্ষণে নিজ বক্তব্যের উপসংহার করিতেছেন—'যদৃচ্ছয়া' ইত্যাদি। যদৃচ্ছাক্রমে লব্ধ। অর্থাৎ যে হনুমান দাশরথি শ্রীবিষ্ণুর নিকটে যত্নবিনা সেবার আনুষঙ্গিক ফলরূপে লব্ধ-মোক্ষ স্বীকার করা দূরে থাকুক, ইচ্ছাও করেন নাই; যেহেতু দাস্যবর্জিত মোক্ষ ভক্তিরসের বিরোধি বলিয়া কেবল দাস্যই ইচ্ছা করিয়াছিলেন, অন্য কোন ইচ্ছা করেন নাই। অর্থাৎ জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারধ্বংস ইচ্ছা করেন নাই, আমার কেবল ভক্তিই প্রবাহিত হউক প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অথবা জীবের সংসার-বন্ধন-মোচনরূপ যে মোক্ষ, সেই মোক্ষ ভক্তির অবান্তর ফলরূপে স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাহা পরিত্যাগ পূর্বক কেবল বিশুদ্ধ দাস্যই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীহনুমানকে নমস্কার করি। এই শ্লোকটি 'নারায়ণব্যূহস্তবের' অন্তর্বর্তী।

৫৩। মদনুক্তঞ্চ মাহাত্ম্যং তস্য বেত্তি পরং ভবান্।
গত্বা কিম্পুরুষে বর্ষে দৃষ্ট্বা তং মোদমাপ্নুহি॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৫৪। অয়ে মাতরহো ভদ্রমহো ভদ্রমিতি ব্রুবন্।
উৎপত্যাসনতঃ খেন মুনিঃ কিম্পুরুষং গতঃ॥

মূলানুবাদ

৫৩। আমি সেই শ্রীহনুমানের যে মাহাত্ম্য বলি নাই, তাহাও আপনি বিদিত আছেন। অতএব আমি আর অধিক কি বলিব? আপনি কিম্পুরুষবর্ষে গমন করিয়া সেই হনুমানকে দর্শনপূর্বক আনন্দানুভব করুন।

৫৪। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, অয়ি মাতঃ! 'অহো কি মঙ্গল!' 'অহো কি মঙ্গল!' এই কথা বলিতে বলিতে মুনিবর আসন হইতে উত্থিত হইয়া আকাশপথে কিম্পুরুষবর্ষে গমন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৩। ময়ানুক্তমপি পরমন্যত্তস্য হনূমতো মাহাত্ম্যং শ্রীরঘুনাথপাদপদ্মৈক-ভক্তিরসনিষ্ঠতাদিকং ভবান্ বেত্ত্যেব, কিং ময়া তদ্‌বর্ণনীয়মিত্যর্থঃ। অতস্তং হনূমন্তং দৃষ্ট্যা আপ্নুহীতি পঞ্চম্যনুমতৌ॥

৫৪। আসনাদুৎপত্য উর্দ্ধমাপদ্য অধোদেশাদুপরিতনদেশগমনাৎ। পশ্চাৎ খেন আকাশমার্গেণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৩। আমি সেই হনুমানের যে মাহাত্ম্য বলি নাই, তাহাও আপনি জানেন। অর্থাৎ শ্রীরঘুনাথ-পাদপদ্মৈক ভক্তিরস নিষ্ঠাদি মাহাত্ম্য আপনি অবগত আছেন। অতএব আমি আর অধিক কি বর্ণন করিব? এক্ষণে আপনি কিম্পুরুষবর্ষে গমন করিয়া সেই হনুমানকে দর্শনপূর্বক আনন্দলাভ করুন।

৫৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫৫। তত্রাপশ্যদ্ধনূমন্তং রামচন্দ্রপদাব্জয়োঃ।
সাক্ষাদিবার্চ্চনরতং বিচিত্রৈর্বন্যবস্তুভিঃ॥

মূলানুবাদ

৫৫। তিনি কিম্পুরুষবর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীহনুমান বিচিত্র বন্যবস্তু দ্বারা যেন সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীচরণযুগলের অর্চনায় নিরত রহিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৫। সাক্ষাদিবেতি, যথাপূর্ব্বং তয়োঃ সাক্ষাদর্চ্চনং কৃতমস্তি তথাধুনাপি বন্যবস্তুভিরর্চ্চনে রতম্। যদ্বা, মূর্ত্তির্জ্ঞানং বিহায় ভগবানয়ং সাক্ষাদ্ বর্ত্তত ইতি বুদ্ধ্যেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৫। শ্রীনারদ কিম্পুরুষবর্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, শ্রীহনুমান পূর্বে যেরূপ সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্রের অর্চনা করিতেন, অদ্যাপিও সেইরূপ বিবিধ বন্যবস্তু দ্বারা তাঁহার শ্রীচরণকমলযুগলের অর্চনায় নিরত রহিয়াছেন। অর্থাৎ অধুনা শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি-সমীপে অবস্থান করিলেও (মূর্তিজ্ঞান না করিয়া) যেন সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রজ্ঞানে অর্চনা করিতেছেন।

সারশিক্ষা

৫৫। শ্রদ্ধারহিত অথচ অপরাধরহিত তটস্থব্যক্তি ভগবানের শ্রীমূর্তি দর্শন করিবামাত্র তাঁহার হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়, শ্রদ্ধাশীলজনের রতির উদয় হয়। কিন্তু অপরাধীগণের চিত্ত কঠোর বলিয়া ভক্তিরও উন্মেষ হয় না। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, হরিভক্তি সুদুর্লভা, সুতরাং শ্রীমূর্তিদর্শনমাত্র ভক্তি বা রতির উদয় হইবে কিরূপে? একথা সত্য যে, হরিভক্তি সুদুর্লভা; কিন্তু শ্রীমূর্তির দর্শন ব্যাপারটিও অদ্ভুতবীর্যশালী বলিয়া শ্রদ্ধা ব্যতিরেকেও অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ হইলেও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদিগের চিত্তে অবিলম্বে ভক্তির উন্মেষ হয় ও শ্রদ্ধাশীলজনের হৃদয়ে ভাবের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। অতএব শ্রীমূর্তিদর্শকের শ্রদ্ধা ইত্যাদি যোগ্যতা অনুসন্ধান করা উচিত নহে। কিন্তু শ্রীমূর্তিদর্শন ব্যাপারটিও সাক্ষাৎরূপেই হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে জাতরতি ভক্তের পক্ষে শ্রীমূর্তি সাক্ষাৎরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকেন।

৫৬। গন্ধর্ব্বাদিভিরানন্দাদ্গীয়মানং রসায়নম্।
রামায়ণঞ্চ শৃণ্বন্তং কম্পাশ্রুপুলকাচিতম্॥

৫৭। বিচিত্রৈর্দিব্যদিব্যৈশ্চ গদ্যপদ্যৈঃ স্বনির্ম্মিতৈঃ।
স্তুতিমন্যৈশ্চ কুর্ব্বাণং দণ্ডবৎপ্রণতীরপি॥

মূলানুবাদ

৫৬। আরও দেখিলেন, গন্ধর্বাদি গায়কগণ আনন্দের সহিত রামায়ণ গান করিতেছেন। আর শ্রীহনুমান সেই পরম রসায়ন কর্ণদ্বারা পান করিতে করিতে কম্পপুলকাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত কলেবরে আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছেন।

৫৭। কখন বা স্বনির্মিত ও বেদপুরাণস্থ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গদ্য-পদ্যময়বাক্যে প্রভুর স্তব করিতে করিতে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৫৬। তমেব বিশিনষ্টি—গন্ধর্ব্বেতি দ্বাভ্যাম্। রামায়ণং শ্রীরামচন্দ্রকথাকাব্যং, তৎ শৃণ্বন্তং অতএব কম্পাশ্রুপুলকৈরাচিতং ব্যাপ্তম্। তৎ কীদৃশং? গন্ধর্ব্বাদিভিঃ কিম্পুরুষবর্ষবর্তিভির্গীয়মানম্। পুনঃ কীদৃশং তৎ? রসায়নং—রসস্য সর্ব্বলোকানামনুরাগস্য শৃঙ্গারাদিনবপ্রকারস্য বা অয়নমাশ্রয়ম্। যদ্বা, সংসাররোগনিবর্তকভক্তিপরিপোষক-পরম-মধুরমহৌষধরূপমিত্যর্থঃ। আনন্দাদিতি যথাপেক্ষ্যং সর্ব্বত্রাপি যোজনীয়ম্॥

৫৭। দিব্যেভ্য উৎকৃষ্টেভ্যোঽপি দিব্যৈঃ, স্বয়ং হনূমতৈব নির্মিতৈর্ব্বিরচিতৈঃ; অন্যৈশ্চ বেদপুরাণাদিভির্গদ্যৈঃ পদ্যৈশ্চ স্তুতিং কুর্ব্বন্তম্, প্রণতীঃ অষ্টাঙ্গপ্রণামানপি কুর্ব্বন্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৬। তাহাই 'গন্ধর্বাদি' দুইটি শ্লোকে বিশেষরূপে বলিতেছেন। রামায়ণ বলিতে শ্রীরামচন্দ্র-কথা কাব্য, তাহা শ্রবণ করিতে করিতে আনন্দভরে কম্পাশ্রুপুলকদ্বারা পরিব্যাপ্ত কলেবর হইতেছেন। তাহা কীদৃশ? কিম্পুরুষবর্ষবর্তী গন্ধর্বাদি-কর্তৃক গীয়মান। গীয়মান রামায়ণ কীদৃশ? পরম রসায়ন, রসের আশ্রয়; অথবা শৃঙ্গারাদি নববিধ রসের আশ্রয়স্বরূপ। অথবা সংসার-রোগ-নিবর্তক এবং ভক্তিপরিপোষক পরমমধুর মহৌষধরূপ।

৫৭। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫৮। চুক্রোশ নারদো মোদাজ্জয় শ্রীরঘুনাথ হে।
জয় শ্রীজানকীকান্ত জয় শ্রীলক্ষ্মণাগ্রজ॥

৫৯। নিজেষ্টস্বামিনো নামকীর্ত্তনশ্রুতিহর্ষিতঃ।
উৎপ্লুত্য হনূমান দূরাৎ কণ্ঠে জগ্রাহ নারদম্॥

৬০। তিষ্ঠন্ বিয়ত্যেব মুনিঃ প্রহর্ষা-
ন্নৃত্যন্ পদাভ্যাং কলয়ন্ করাভ্যাম্!
প্রেমাশ্রুধারাঞ্চ কপীশ্বরস্য,
প্রাপ্তো দশাং কিঞ্চিদবোচদুচ্চৈঃ॥

মূলানুবাদ

৫৮। তদ্দর্শনে শ্রীনারদ হর্ষভরে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'হে শ্রীরঘুনাথ! জয় শ্রীজানকীকান্ত! জয় শ্রীলক্ষ্মণাগ্রজ!'

৫৯। শ্রীহনুমান দূর হইতে নিজ ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের নামকীর্তন শ্রবণে হর্ষ-যুক্ত হইয়া লম্ফ প্রদান পূর্বক ঊর্ধ্বে উত্থিত হইলেন এবং শ্রীনারদের কণ্ঠদেশ ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন।

৬০। মুনিবর আকাশে থাকিয়াই পরমহর্ষভরে দুইপদে নৃত্য করিতে করিতে নিজকরে কপীশ্বরের প্রেমাশ্রুধারা মার্জন করিয়া দিলেন এবং কোন এক অপূর্ব দশা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কিঞ্চিৎ বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৮। নারদশ্চাকাশযানেন গচ্ছন্নেব তং তথা দৃষ্ট্বা হর্ষেণ চুক্রোশ উচ্চৈঃ শব্দমকরোৎ। কথং? তদাহ—জয়েতি॥

৫৯। নাম্নাং কীর্ত্তনস্য শ্রুত্যা শ্রবণেন হর্ষিতঃ, উপ্লুত্য ঊর্দ্ধপ্লুতিগত্যা গগন এবাভিগম্যেত্যর্থঃ॥

৬০। পদাভ্যামেব নৃত্যন্ হনূমতা কণ্ঠে গ্রহণাদন্যাঙ্গবিক্ষেপাশক্তেঃ। তথা কপীশ্বরস্য তস্যৈব প্রেমাশ্রুধারাং করাভ্যাং কলয়ন্ মার্জ্জয়ন্ গৃহ্নন্নিতি বা। এবং কামপি পরমপ্রেমপ্রাদুর্ভাবরূপাং দশামবস্থাং প্রাপ্তঃ সন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৮-৫৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৬০। মুনিবর আকাশে থাকিয়াই দুইপদে নৃত্য করিতেছিলেন। কেবল দুইপদে নৃত্য বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কপিপতি দেবর্ষির গলদেশ বেষ্টন করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি অন্য অঙ্গ পরিচালনে অশক্ত। অতঃপর দেবর্ষি নিজ করযুগল দ্বারা কপীশ্বরের প্রেমাশ্রুধারা মার্জন করিয়া দিলেন এবং কোন এক পরমপ্রেমের প্রাদুর্ভাবরূপ দশাবিশেষ লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন।

শ্রীনারদ উবাচ—

৬১। শ্রীমন্ ভগবতঃ সত্যং ত্বমেব পরমপ্রিয়ঃ।
অহঞ্চ তৎপ্রিয়োঽভূবমদ্য যত্ত্বাং ব্যলোকয়ম্॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৬২। ক্ষণাৎ স্বস্থেন দেবর্ষিঃ প্রণম্য শ্রীহনূমতা।
রঘুবীরপ্রণামায় সমানীতস্তদালয়ম্॥

মূলানুবাদ

৬১। শ্রীনারদ বলিলেন, হে শ্রীমন্! হে পরমভক্তিসম্পত্তিশালিন্! আপনি শ্রীভগবানের পরমপ্রিয়। আর আমিও অদ্য আপনাকে দর্শন করিয়া প্রভুর প্রিয় হইলাম।

৬২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীহনুমান ক্ষণকালের মধ্যেই (প্রেমবিহ্বলতা উপশমে পূর্ব্ববৎ) প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্রীনারদকে প্রণাম করিলেন এবং শ্রীরঘুবীরকে প্রণাম করাইবার নিমিত্ত তাঁহাকে ভগবন্মন্দিরে লইয়া গেলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬১। শ্রীমন্! হে পরমভক্তিসম্পত্তিযুক্ত! অপ্যর্থে চকারঃ। অহমপি তস্য ভগবতঃ প্রিয়োঽদ্যাভুবম্। যদ্‌যস্মাৎ॥

৬২। স্বস্থেন প্রেমবিহ্বলতোপশমাদ্ যথাপূর্ব্বং প্রকৃতিস্থিতেন সতা। তস্য রঘুবীরস্য আলয়ং প্রাসাদম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬১-৬২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৬৩। কৃতাভিবন্দনস্তত্র প্রযত্নাদুপবেশিতঃ।
সম্পত্তিং প্রেমজাং চিত্রাং প্রাপ্তো বীণাশ্রিতোঽব্রবীৎ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

৬৪। সত্যমেব ভগবৎকৃপাভরস্যাস্পদং নিরুপমং ভবান্ পরম্।
যো হি নিত্যমহহো মহাপ্রভোশ্চিত্রচিত্রভজনামৃতার্ণবঃ॥

মূলানুবাদ

৬৩। শ্রীনারদ সেই মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্রীমূর্তিকে প্রণাম করিলেন। পরে শ্রীহনুমান তাঁহাকে পরম যত্নে আসনে উপবেশন করাইলেন। এই সময় শ্রীনারদ প্রেমজনিত অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারে পরিব্যাপ্ত কলেবরে বাদ্যরহিত বীণা হস্তে বলিতে লাগিলেন।

৬৪। শ্রীনারদ বলিলেন, সত্যসত্যই আপনি শ্রীভগবানের নিরুপম কৃপাপাত্র। অহো! আপনি মহাপ্রভুর বিচিত্র ভজনামৃতের সাগরস্বরূপ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৩। কৃতম্ অভিবন্দনং শ্রীরঘুনাথমূর্ত্তেরষ্টাঙ্গপ্রণামো যেন সঃ। তত্র আলয়ে; সম্পত্তিং কম্পস্বেদপুলকাশ্রুপাতগদ্‌গদাদিময়ীম্; অতএব বীণাং কেবলমাশ্রিতঃ সন্ ন তু বাদয়ন্। যদ্বা, স্খলনশঙ্কয়া তামবষ্টভ্য বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ॥

৬৪। পরং কেবলং ভবানেব ভগবৎকৃপাভরস্য নিরুপমমসদৃশং আস্পদং ভাজনমিতি যত্তৎ সত্যমেব। অহহো ইত্যব্যয়ম্ অত্যাশ্চর্য্যে। যো ভবান্ চিত্রাদাশ্চর্য্যান্নানা প্রকারাদপি বা চিত্রং ভজনমেবামৃতং সংসাররোগহারিত্বেন পরমমাধুর্য্যাদিনা চ তস্যার্ণবঃ; হি নিশ্চয়ে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৩। দেবর্ষি শ্রীরঘুনাথের শ্রীমূর্তিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন, শ্রীহনুমান তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন; কিন্তু তিনি প্রেমজনিত কম্প-স্বেদ-পুলক-অশ্রুপাত-গদগদাদিময়ী সাত্ত্বিক বিকারব্যাপ্ত কলেবরে বাদ্যরহিত বীণা কেবল হস্তেই ধারণ করিয়াছিলেন। অথবা স্খলন-আশঙ্কায় বীণা কেবল হস্তে ধারণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন।

৬৪। কেবল আপনিই যে শ্রীভগবানের নিরুপম কৃপাভাজন, তাহা সত্য। অহো! (অত্যাশ্চর্যে 'অহহো' অব্যয়) আপনি মহাপ্রভুর আশ্চর্যতর নানা প্রকার ভজনামৃতের নিত্য সাগরস্বরূপ। অর্থাৎ আপনার ভজন সংসার রোগহারি হইয়াও পরমমাধুর্যাদির অর্ণবস্বরূপ। নিশ্চয়ার্থে হি অব্যয়।

৬৫। দাসঃ সখা বাহনমাসনং ধ্বজচ্ছত্রং বিতানং ব্যজনঞ্চ বন্দী।
মন্ত্রী ভিষগ্ যোধপতিঃ সহায়শ্রেষ্ঠো মহাকীর্ত্তিবিবর্দ্ধনশ্চ॥

মূলানুবাদ

৬৫। আপনি মহাপ্রভুর দাস, সখা, বাহন, আসন, ধ্বজ, ছত্র, বীজন, ব্যজন, বন্দী, মন্ত্রী, ভিষক্, সেনাপতি, শ্রেষ্ঠসহায় ও মহাকীর্তি-বিবর্ধনকারী।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৫। তদেব বিবৃণোতি—দাস ইতি দ্বাভ্যাম্। হেলাবিলঙ্ঘিতেত্যাদি-প্রহ্লাদোক্তেরয়ং সংক্ষেপো জ্ঞেয়ঃ। তত্র দাসঃ, তত্তৎ সেবাকারিত্বাৎ। সখা বিশ্বাসাদ্যাস্পদম্; অন্যথা মহাপ্রভুণা নিজাঙ্গুরীয়কসমর্পণপূর্ব্বক-সীতোদ্দেশার্থ-প্রস্থাপনস্যাযোগাৎ। ধ্বজঃ সদা শ্রীরঘুনাথপার্শ্বাবস্থিত্যা মহোচ্চকায়ত্বেন দূরাদেব ধ্বজবৎ তদ্বিজ্ঞাপকত্বাৎ, যদ্বা, বহনসময়ে উন্নমিতস্য পুচ্ছস্য দূরতো ধ্বজবদ্ দৃশ্যমানত্বাৎ। এবং তেনৈবাতপনিবারণাদিনা ছত্রং বিতানং ব্যজনঞ্চেতি। যদ্যপি বীজয়িতাপি স এব তথাপি ব্যজনত্বে সিদ্ধে বীজনমপি সিদ্ধমেবেত্যভেদাভিপ্রায়েণ পৃথক্, তথা নোক্তম্। বন্দী বিচিত্রস্তুতিপঠনাৎ। ভিষক্ বিশল্যকরণীমহৌষধ্যাদিদ্বারা শল্যক্ষতাদিচিকিৎসনাৎ। সহায়েষু বানরাদিষু শ্রেষ্ঠঃ, সর্ব্ববিলক্ষণমহাবুদ্ধিবিক্রমশালিত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৫। তাহাই 'দাসঃ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। (শ্রীপ্রহ্লাদোক্ত—'হেলাবিলঙ্ঘিত' ইত্যাদি বাক্যের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিতেছেন) আপনি মহাপ্রভুর নানা প্রকার সেবার অধিকারী বলিয়া দাস; বিশ্বাসাস্পদ বলিয়া সখা; অন্যথা মহাপ্রভু নিজ অঙ্গুরী সমর্পণ করিয়া শ্রীসীতাদেবীর অন্বেষণের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন না। আপনি সর্বদা শ্রীরঘুনাথের পার্শ্বে অবস্থান পূর্বক স্বীয় মহা উচ্চকায়ত্ব-হেতু ধ্বজাবৎ দূর হইতেও মহাপ্রভুর অবস্থান বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন। অথবা প্রভুর বহন সময়ে নিজের উন্নমিত পুচ্ছদ্বারা দূর হইতেও ধ্বজার ন্যায় দৃশ্যমানত্ব-হেতু ধ্বজা। এইপ্রকার নিজ পুচ্ছকে ছত্রাকার করিয়া মহাপ্রভুর বাত-আতপাদি নিবারণ করেন বলিয়া উহা চন্দ্রাতপ বা ব্যজন সদৃশ। যদ্যপি ব্যজনকার্য সিদ্ধ হইলেই বীজন সিদ্ধ হয়; তথাপি এই পুচ্ছ বিজয়তাপী বলিয়া ব্যজনের পৃথক উল্লেখ করা হইল না। বিচিত্র স্তুতিপাঠক বলিয়া বন্দী; বিশল্যকরণী মহৌষধি আনয়ন করিয়া অস্ত্রক্ষতাদি চিকিৎসা করিয়াছেন বলিয়া ভিষক্; সর্ববিলক্ষণ মহাবুদ্ধিশালী ও পরাক্রমশালী বলিয়া যোধপতি; বানরাদি সর্বসহায়ের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ সহায়।

৬৬। সমর্পিতাত্মা পরমপ্রসাদভৃত্তদীয়সংকীর্তিকথৈকজীবনঃ।
তদাশ্রিতানন্দবিবর্দ্ধনঃ সদা, মহত্তমঃ শ্রীগরুড়াদিতোঽধিকঃ॥

মূলানুবাদ

৬৬। এইরূপে আপনি সর্বভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রভুর পরম প্রসাদভাজন হইয়াছেন। আপনি প্রভুর আশ্রিত ভক্তবৃন্দের নিরন্তর আনন্দ বর্ধন করেন বলিয়া শ্রীগরুড়াদি হইতেও পরম শ্রেষ্ঠতম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৬। এবং সর্ব্বতোভাবেন সমর্পিত আত্মা যেন সঃ, নিজাশেষকরণৈঃ সেবনাৎ; যদ্বা, অনন্যপ্রিয়ত্বেন দেহদৈহিকার্থচেষ্টাদ্যনাসক্তত্বাৎ। তদীয়া শ্রীরঘুনাথসম্বন্ধিনী যা সংকীর্তিস্তস্যাঃ কথৈবৈকং জীবনং যস্য তদভাবে মহাপ্রভুবিরহেণ ম্রিয়েতৈবেতি ভাবঃ। অতএব যত্র শ্রীরামচন্দ্রকথা ভবেৎ, তত্রৈব শ্রীহনূমানায়াতীতি প্রসিদ্ধিঃ। তদাশ্রিতানাং তদানীন্তনানামাধুনিকানাঞ্চ শ্রীরঘুনাথভক্তানামানন্দং বিবর্ধয়তীতি তথা সঃ। সদেতি যথাসম্ভবং সর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধনীয়ম্। শ্রীগরুড়াদিভ্যোঽপি অধিকো মহত্তমঃ পরমশ্রেষ্ঠতর ইত্যর্থঃ। যদ্বা, এবং মহত্তম ইত্যুপসংহারঃ। মহৎসু ভক্তবর্গেষু পরমশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—শ্রীগরুড়েতি। 'দাসঃ সখা বাহনমাসনং ধ্বজো, যস্তে বিতানং ব্যজন ত্রয়ীময়ঃ। উপস্থিতং তে পুরতো গরুত্মতা, ত্বদঙ্ঘ্রিসংমর্দ্দকিণাঙ্কশোভিনা॥' ইতি শ্রীবৈষ্ণববরালমন্দারোক্তাৎ শ্রীগরুড়মাহাত্ম্যাদত্রোক্তানুসারেণ শ্রীহনূমতঃ সেবাধিক্যান্মাহাত্ম্যবিশেষসিদ্ধেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৬। এইপ্রকারে আপনি সর্বতোভাবে সমর্পিত আত্মা অর্থাৎ সর্বতোভাবে অর্পিত হইয়াছে আত্মা যাঁহার, সেই আপনি সর্বেন্দ্রিয় দ্বারা প্রভুর সেবা করিতেছেন অথবা অনন্য প্রিয়ত্ব-হেতু অর্থাৎ প্রভু ব্যতীত অন্য কোন প্রীতির বিষয় না থাকায় দেহ ও দৈহিক চেষ্টাদিতেও অনাসক্ত বলিয়া সমর্পিতাত্মা। আবার শ্রীরঘুনাথসম্বন্ধিনী যে সকল সংকীর্তি, সেই সংকীর্তিকথৈকজীবন, অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের সংকীর্তিকথাই হইয়াছে জীবন যাঁহার, এবং তদভাবে (মহাপ্রভুর বিরহে) ম্রিয়মান। এইজন্যই সর্বত্র প্রসিদ্ধি আছে যে, যেস্থানে শ্রীরামচন্দ্রের কথা হয়, সেই স্থানেই শ্রীহনুমান গমন করেন। আপনি তদাশ্রিত ভক্তবৃন্দের, এমন কি আধুনিক, কি প্রাচীন শ্রীরঘুনাথ-ভক্তবৃন্দেরই সদা আনন্দবর্ধন করিয়া থাকেন।

(সদা-শব্দের যথাসম্ভব সর্বত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে) অতএব আপনি মহত্তমভক্ত শ্রীগরুড়াদি হইতেও পরম শ্রেষ্ঠতর। অথবা এইপ্রকারে মহত্তম-শব্দের উপসংহার করিলে অর্থ হইবে যে, মহৎবর্গ (ভক্তবর্গ) হইতেও পরম শ্রেষ্ঠতর। তাহার হেতু বলিতেছেন—'শ্রীগরুড়াদি।' শ্রীবৈষ্ণববর আলমন্দার-কৃত স্তোত্রেও উক্ত আছে—"এই হনুমান দাস, সখা, বাহন, আসন, ধ্বজ, ছত্র, বিতান, ব্যজনাদি-রূপে বেদময় শ্রীগরুড়াদি হইতেও শ্রীভগবানের পুরোভাগে অবস্থানপূর্বক প্রভুর অঙ্ঘ্রিযুগল সংমর্দনাদি সেবারসে শোভমান।" ইত্যাদি বাক্যানুসারে শ্রীগরুড়ের মাহাত্ম্য হইতেও শ্রীহনুমানের সেবাধিক্যবশতঃ মাহাত্ম্যবিশেষ সিদ্ধ হইতেছে।

৬৭। অহো ভবানেব বিশুদ্ধভক্তিমান্,
পরং ন সেবাসুখতোঽধিমন্য যঃ।
ইমং প্রভুং বাচমুদারশেখরং,
জগাদ তদ্ভক্তগণপ্রমোদিনীম্॥

৬৮। ভববন্ধচ্ছিদে তস্যৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

মূলানুবাদ

৬৭। অহো! আপনিই বিশুদ্ধ ভক্তিমান। আপনি সেবাসুখ হইতে অন্য সাধ্যবস্তুকে অধিক বিবেচনা না করিয়া বদান্যশিরোমণি প্রভুকে যে বাক্য বলিয়াছিলেন, অদ্যাপি সেই বাক্যসকল প্রভুর ভক্তগণের মধ্যে অতিশয় আনন্দদায়ক হইয়া থাকে।

৬৮। "হে প্রভো! ভববন্ধন ছেদনকারী আপনার নিকট আমি মুক্তি প্রার্থনা করি না। তাহাতে আপনি প্রভু, আর আমি দাস, এই সম্বন্ধ লোপ পায়।"

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬৭। ইদানীং সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যেণ সদা ভক্ত্যেকপ্রিয়তামাহাত্ম্যমাহ—অহো ইতি বিস্ময়ে। সেবাসুখাৎ পরমন্যৎ সর্ব্বং নাধিমন্য অধিকং ন মত্বা কিন্তু তদেকমেবোৎকৃষ্টম্, অন্যৎ সর্ব্বমপকৃষ্টমিতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। উদারশেখরং বদান্যশিরোমণিং সর্ব্বস্মৈ দাতুমদ্যতমপীত্যর্থঃ। তস্য প্রভোর্ভক্তানাং গণস্য প্রকৃষ্টহর্ষকরীং দাস্যৈকাপেক্ষয়া তদ্বিরোধিত্বেন মুক্তের্দূরতঃ পরিহারাৎ॥

৬৮। তমেবাহ—ভবেতি। ভববন্ধং জন্মমরণাদিসংসারবন্ধনং ছিনত্তীতি তথাভূতায়ৈ অপি ন স্পৃহয়াম্যপি, কুতঃ স্বীকুর্যামিত্যর্থঃ, মুক্তাবদ্বৈতাপত্তের্ভক্তি-সুখবিঘাতাৎ। শ্লোকশ্চায়ং সুপ্রসিদ্ধ এব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৭। ইদানীং শ্রীহনুমানের সর্বনিরপেক্ষভাবে সদা ভক্ত্যেকপ্রিয়তামাহাত্ম্য বলিতেছেন, অহো! (বিস্ময়ে) আপনিই বিশুদ্ধ ভক্তিমান। আপনি অন্য কৃত্যকে সেবাসুখ হইতে অধিক বিবেচনা না করিয়া কেবল একমাত্র সেবাসুখকেই সর্বোৎকৃষ্ট এবং অন্য কৃত্যসকলকে অপকৃষ্ট মনে করিয়া বদান্যশিরোমণি প্রভু

শ্রীরামচন্দ্রকে অতিশয় আনন্দদায়ক বাক্য বলিয়াছিলেন। অর্থাৎ প্রভু আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বর দান করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহাকে সর্বভক্তের অতিশয় প্রমোদদায়ক বাক্যসকল বলিয়াছিলেন। এবং দাস্য অপেক্ষায় তদ্বিরোধী মুক্তিকে দূরে পরিহার করিয়াছিলেন।

৬৮। তাহাই বলিতেছেন—'জন্ম-মরণাদি সংসারবন্ধন ছেদনকারী মুক্তি স্বীকার করার কথা কি, উহা স্পৃহাও করি না। কারণ, মুক্তিতে সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বিলুপ্ত হয়, অর্থাৎ মুক্তিতে 'আপনি প্রভু, আমি আপনার দাস', এই যে সম্বন্ধ তাহা অদ্বৈত বা একীভুত হইয়া যায় বলিয়া তাহাতে ভক্তিসুখের ব্যাঘাত হয়। এই শ্লোকটিও সুপ্রসিদ্ধ।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৬৯। তেতো হনূমান্ প্রভুপাদপদ্ম-
কৃপাবিশেষশ্রবণেন্ধনেন।
প্রদীপিতাদো বিরহাগ্নিতপ্তো,
রুন্দন্ শুচার্তো মুনিনাহ সান্ত্বিতঃ॥

মূলানুবাদ

৬৯। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, অনন্তর শ্রীহনুমান প্রভুপাদপদ্মের কৃপাবিশেষ শ্রবণমাত্র তদীয় বিরহে শোকাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শুষ্ক তৃণরাশি অগ্নি সংযোগে যেরূপ প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রের কৃপাবিশেষ শ্রবণরূপ ইন্ধন সংযোগে তদীয় বিরহানল প্রদীপ্ত হইল। পরে মুনিবরের সান্ত্বনায় সেই শোকাবেগ প্রশমিত হইলে বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৯। প্রভুপাদপদ্ময়োঃ কৃপাবিশেষস্তৎসেবালক্ষণস্তস্য শ্রবণমেব ইন্ধনং শুষ্ককাষ্ঠং তেন প্রকর্ষেণ দীপিতো জ্বলিতো যোঽমুয়োঃ পাদপদ্ময়োর্বিরহাগ্নিস্তেন তপ্তঃ পশ্চান্মুনিনা নারদেন সান্ত্বিতঃ মিষ্টবাক্যেনোপশান্তিং নীতঃসন্নাহ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৯। প্রভু পাদপদ্মের কৃপাবিশেষই তাঁহার সেবা, সুতরাং সেই সেবালক্ষণ শ্রবণরূপ শুষ্ককাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত তদীয়-বিরহানল, অর্থাৎ প্রভু পাদপদ্মের বিরহাগ্নিতে সন্তপ্ত শ্রীহনুমান রোদন করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ শ্রীহনুমান সদাই প্রভুর বিরহানলে দগ্ধ হইতেছিলেন, তাহার উপর প্রভুর সেবারূপ কৃপার কথা শ্রবণে শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নিসংযোগের ন্যায় তাঁহার বিরহানল আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে, তিনি শোকার্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে মুনিবরের মিষ্ট বাক্যে শোক উপশম হইলে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীহনুমানুবাচ—

৭০। মুনিবর্য্য কথং শ্রীমদ্রামচন্দ্রপদাম্বুজৈঃ।
হীনং রোদয়সে দীনং নৈষ্ঠুর্যস্মারণেন মাম্॥

৭১। যদি স্যাৎ সেবকোঽমুষ্য তদা ত্যজ্যেয় কিং হঠাৎ।
নীতাঃ স্বদয়িতাঃ পার্শ্বং সুগ্রীবাদ্যাঃ সকোশলাঃ॥

মূলানুবাদ

৭০। শ্রীহনুমান বলিলেন, হে মুনিবর! আমি অতি দীন, প্রভু শ্রীমদ্‌রামচন্দ্রপদাম্বুজ হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছি। আপনি কেন আবার আমাকে তাঁহার বিরহ স্মরণ করাইয়া রোদন করাইতেছেন?

৭১। আমি যদি তাঁহার সেবক হইতাম, তবে কি প্রভু আমাকে হঠাৎ ত্যাগ করিতে পারিতেন? তদানীন্তন তিনি নিজপ্রিয় সুগ্রীবাদি অযোধ্যাবাসিদিগকেও নিজপার্শ্বে লইয়া গিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭০। পদাম্বুজৈরিতি বহুত্বং গৌরবেণ। হীনং ত্যক্তম্; নৈষ্ঠুর্যমনার্দ্রহৃদয়ত্বম্; পরিত্যজ্য গতত্বাৎ তস্য স্মারণেন কথং মাং রোদয়সে? রোদনহেতুং তৎস্মরণং মা কারয়েত্যর্থঃ॥

৭১। অমুষ্য শ্রীরামচন্দ্রস্য সেবক এব যদ্যহং স্যাৎ ভবেয়ম্, সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। তদা তেন কিং ত্যজ্যেয়াহং ত্যক্তঃ স্যাম? হঠাদিতি আগ্রহভরেণ জিগমিষতোঽপি সঙ্গেঽনয়নাৎ। বিঁচিত্রযুক্ত্যুক্ত্যাত্রৈব রক্ষণাচ্চ। আত্মনঃ পার্শ্বং তে ন নীতাঃ; যতঃ স্বস্য তস্য দয়িতাঃ। আদ্যশব্দেন অঙ্গদাদয়ঃ সকোশলাঃ অযোধ্যাবাসি-সহিতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭০। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৭১। আমি যদি প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সেবক হইতাম, তাহা হইলে কি তিনি আমায় হঠাৎ ত্যাগ করিতে পারিতেন? 'হঠাৎ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, আগ্রহভরে আমি তাঁহার সঙ্গে গমন করিতে উদ্যত হইলেও তিনি বিচিত্র যুক্তিযুক্তবাক্যে আমাকে প্রবোধিত করিয়া এই স্থানে রাখিয়াছেন কিন্তু সুগ্রীবাদি নিজ প্রিয়বর্গকে নিজপার্শ্বে লইয়া গিয়াছেন। আদি-শব্দে অঙ্গদাদি ও অযোধ্যাবাসিদিগকেও বুঝিতে হইবে।

৭২। সেবাসৌভাগ্যহেতোশ্চ মহাপ্রভুকৃতো মহান্।
অনুগ্রহো ময়ি স্নিগ্ধৈর্ভবদ্ভিরনুমীয়তে॥

মূলানুবাদ

৭২। আমার প্রতি স্নেহবশতঃ আপনি কেবল সেবা-সৌভাগ্য দেখিয়া মহাপ্রভুর মহান্ অনুগ্রহ অনুমান করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭২। এবমেকেনৈবান্তে পরিত্যাগলক্ষণেন মহাদৌর্ভাগ্যেণ তৎকারুণ্য-ভরলক্ষণং সৌভাগ্যং সর্ব্বং পরিহৃত্যাপি প্রাক্‌সাক্ষাদ্বর্ত্তমানস্য তস্য প্রভোঃ সেবাসৌভাগ্যানুমিতং নারদোক্তং পরমানুগ্রহং গৌরবেণাঙ্গীকৃত্যান্যথা পরিহরতি—সেবেতি ত্রিভিঃ। সেবাসৌভাগ্যাদ্ধেতোর্মহাপ্রভুণা কৃতো মহাননুগ্রহো যো ময়ি ভবদ্ভিরনুমীয়তে, স মদ্বিষয়কানুগ্রহঃ অধুনা তেনৈক মহাপ্রভুণা পাণ্ডবেষু কৃতস্যানুগ্রহস্য অংশং ভাগমপ্যেকং কিঞ্চিত্তুলয়া সাম্যেন গন্তুং প্রাপ্তুং নার্হতি ন যোগ্যো ভবতীত্যন্বয়ঃ। স্নিগ্ধৈরিতি মদ্বিষয়কস্নেহাদেবানুমীয়তে, ন তু তত্ত্ববিচারেণেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭২। এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র-কর্তৃক পরিত্যাগলক্ষণ নিজের মহাদুর্ভাগ্যের কথা বলিয়া পরে প্রভুর কারুণ্যভরলক্ষণ সৌভাগ্যাদি পরিহার করিয়াও সাক্ষাৎ অনুমিত প্রভু-সেবার সৌভাগ্য এবং শ্রীনারদোক্ত পরমানুগ্রহবিশেষ গৌরবের সহিত অঙ্গীকার করিয়াও অন্যপ্রকারে ‘সেবা’ ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা তাহা পরিহার করিতেছেন। আপনারা সেবা-সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া আমার প্রতি মহাপ্রভুর মহান্ অনুগ্রহ অনুমান করিতেছেন বটে; কিন্তু মহাপ্রভু অধুনা পাণ্ডবগণের প্রতি যে অনুগ্রহ বিস্তার করিয়াছেন, ঐ অনুগ্রহের কিয়দংশের সহিতও আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের তুলনা প্রাপ্ত হইতে পারে না। পরন্তু আপনি কেবল স্নেহবশতঃ আমার প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা অনুমান করিতেছেন, কিন্তু তত্ত্ববিচার করিয়া নহে।

৭৩। সোঽধুনা মথুরাপুর্য্যামবতীর্ণেন তেন হি।
প্রাদুষ্কৃতনিজৈশ্বর্য্যপরাকাষ্ঠাবিভূতিনা॥

৭৪। কৃতস্যানুগ্রহস্যাংশং পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
তুলয়ার্হতি নো গন্তুং সুমেরুং মৃদণুর্য্যথা॥

মূলানুবাদ

৭৩। কিন্তু মহাপ্রভু অধুনা মথুরাপুরীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং নিজ ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠারূপ বিভূতিসকল প্রকাশ করিতেছেন।

৭৪। মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি মহাপ্রভু যে অনুগ্রহ বিস্তার করিয়াছেন, তাহার তুলনায় আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ ধূলিকণামাত্র। ধূলিকণা যেরূপ সুমেরুর সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে না, তদ্রূপ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৩। অধুনানুগ্রহবিশেষকরণে হেতুমাহ—মথুরেতি। প্রাদুষ্কৃতা প্রকটীকৃতাঃ, নিজৈশ্বর্য্যস্য পরমকাষ্ঠা যা বিভূতয়ো যেন তেন॥

৭৪। সুমেরুং সৌবর্ণমহাপর্ব্বতবরং মৃদণুঃ মৃত্তিকাকণো যথা তুলয়া গন্তুং নার্হতি। অনেন চ দৃষ্টান্তেন পাণ্ডবেষু পরমোৎকৃষ্টগুরুতরানুগ্রহো ময়ি চ তদ্বিপরীত ইতি ধ্বনিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৩। অধুনা অনুগ্রহবিশেষের হেতু বলিতেছেন—মহাপ্রভু অধুনা মথুরাপূরীতে অবতীর্ণ হইয়া নিজ ঐশ্বর্যের পরাকাষ্ঠারূপ বিভূতিসমূহ প্রকটন পূর্বক পাণ্ডবগণের প্রতি অনুগ্রহরাশি বিস্তার করিয়াছেন।

৭৪। সুমেরুর (সুবর্ণের মহাপর্বতের) সহিত যেরূপ মৃত্তিকা কণার তুলনা হইতে পারে না, তদ্রূপ পাণ্ডবগণের প্রতি মহাপ্রভুর যে অনুগ্রহ, ঐ অনুগ্রহের সহিত আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহের তুলনা প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে যে, পাণ্ডবগণের প্রতি মহাপ্রভুর পরমোৎকৃষ্ট (গুরুতর) অনুগ্রহ এবং আমার প্রতি তদ্বিপরীত অর্থাৎ ধূলিকণা সদৃশ অনুগ্রহ।

৭৫। স যেষাং বাল্যতস্তত্তদ্বিষাদ্যাপদ্গণেরণাৎ।
ধৈর্য্যং ধর্ম্মং যশো জ্ঞানং ভক্তিং প্রেমাপ্যদর্শয়ৎ॥

মূলানুবাদ

৭৫। মহাপ্রভু বিষদানাদিরূপ বহু বহু বিপদ প্রেরণ করিয়া বাল্যাবধি পাণ্ডবগণের ধৈর্য, ধর্ম, যশ, জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম দেখাইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৫। তদনুগ্রহমেব বিবৃণোতি—স ইতি দ্বাভ্যাং, স মহাপ্রভুঃ বাল্যতঃ বাল্যাদারভ্য তত্তদনির্ব্বচনীয়ং বহুতরং বা যদ্বিষদানাদিরূপস্য আপদগণস্য ঈরণং প্রেরণং তস্মাত্তদ্দ্বারেত্যর্থঃ। তেষাং পাণ্ডবানাং ধৈর্য্যাদিকমদর্শয়ৎ প্রকটীচকার লোকেষু বিখ্যাপিতবানিত্যর্থঃ। তাদৃশীষু মহাপৎস্বপি ধৈর্য্যাদিবৃত্তেঃ। এবং তেষাং মাহাত্ম্যভরপ্রকটনার্থং ভগবতৈব তেষু তত্তদাপদঃ প্রেরিতাঃ কুতোঽন্যথা তাদৃশেষু মহাত্মসু তত্তৎসম্ভাবনেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৫। এক্ষণে পাণ্ডবগণের প্রতি মহাপ্রভুর অনুগ্রহ বিবৃত হইতেছে। মহাপ্রভু বিষদানাদিরূপ বহুতর অনির্বচনীয় আপদ্‌গণের প্রেরণ দ্বারা বাল্যাবধি পাণ্ডবগণের ধৈর্যাদি লোকসমাজে বিখ্যাপিত করিয়াছেন। অর্থাৎ তাদৃশ মহৎবিপত্তিকালেও পাণ্ডবগণের ধৈর্যাদি দেখাইয়াছেন। এইপ্রকারে পাণ্ডবগণের মাহাত্ম্যরাশি প্রকটনের জন্যই শ্রীভগবান-কর্তৃক তাদৃশ বিপত্তিসমূহের প্রেরণ; অন্যথা তাদৃশ মহাত্মাগণের সেরূপ বিপদ অসম্ভব।

সারশিক্ষা

৭৫। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তদীয় লীলাশক্তিই আরব্ধলীলার মাধুর্য পোষণের জন্য বিপদজাল সৃষ্টি করেন। যেহেতু, ভক্তগণের ভক্তিবিঘ্ন আপৎসমূহ উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অনুতাপ জন্মে, তাহাতে শ্রীভগবানের মহতী কৃপোদ্রেক হয়। এইজন্য বিঘ্নসকলও ভক্তিসিদ্ধির সোপান হইয়া থাকে। এই প্রকারে সাধকদেহেই ভক্ত নির্ধূতকষায় হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ভক্তির আরম্ভেই ভক্তের প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধজনিত দুঃখাদি নষ্ট হইয়া যায়। কারণ, ভক্তি স্বভাবতঃ ক্লেশঘ্নী ও শুভদা। প্রারব্ধ বলিতে যাহার ক্রিয়া আরব্ধ বা ফলোন্মুখ হইয়াছে। আর অপ্রারব্ধ বলিতে

যাহা কূটত্ব অর্থাৎ কার্যাবস্থা আরম্ভ হয় নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভক্তের প্রারব্ধনাশ হইলে সুখ-দুঃখ দৃষ্ট হয় কেন? উত্তর—সুখ ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল এবং দুঃখ কোনস্থানে ভগবৎপ্রদত্ত কোনস্থলে বা বৈষ্ণবাপরাধাদির ফল বলিয়া জানিতে হইবে। আর ভক্তিসহায়ক অন্যান্য কর্মের জন্য ভক্তের প্রারব্ধনাশ হইলেও দেহপাত হয় না। এস্থলে পাণ্ডবগণের বিপদাদি ভগবৎপ্রদত্ত জানিতে হইবে। বিশেষতঃ ভক্তি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা বলিয়া ভক্তের মহিমা-কীর্তনে আনন্দময় ভগবানও পরমানন্দে প্রীত হইয়া থাকেন; এজন্য ভক্তিদেবী স্বীয় অনুকূল লীলোপযোগী তাদৃশ বিপদজাল আবিষ্কার করিয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের ভক্তিমহিমা জগতে দেখাইয়াছেন।

৭৬। সারথ্যং পার্ষদত্বঞ্চ সেবনং মন্ত্রিদূততে।
বীরাসনানুগমনে চক্রে স্তুতিনতীরপি॥

মূলানুবাদ

৭৬। তিনি পাণ্ডবগণের সারথ্য, পার্ষদত্ব, সেবন, মন্ত্রিত্ব, দৌত্য, বীরাসন, অনুগমন, স্তব এবং নমস্কারাদিও করিয়াছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৭৬। এবং পরোক্ষকৃতমুক্ত্বা সাক্ষাৎকৃতমনুগ্রহবিশেষমাহ—সারথ্যমিতি। পার্ষদত্বং সভাপতিত্বং সখ্যেন সততপার্শ্ববর্ত্তিত্বং বা। সেবনং চিত্তানুবৃত্তিং রাজসূয়াদৌ অভিষেচন-পাদাবনেজনাদিরূপং বা। মন্ত্রিতাং দূততাঞ্চ; বীরাসনং রাত্রৌ খড়্গহস্ততয়াবস্থানেন জাগরণম্; অনুগমনঞ্চ পশ্চাদ্বর্ত্তিত্বং, কুত্রাপি গচ্ছতামনুব্রজনং বা স্তুতীশ্চ নতীশ্চ প্রণামান্ চক্রে সঃ। তথা চ প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।১৬।১৭)—'সারথ্য-পার্ষদ-সেবন-সখ্য-দৌত্য-বীরাসনানুগমন-স্তবন-প্রণামান্। স্নিগ্ধেষু পাণ্ডুষু জগৎপ্রণতিঞ্চ বিষ্ণোর্ভক্তিং করোতি নৃপতিশ্চরণারবিন্দে॥' ইতি। অস্মিন্ শ্লোকে চ পূর্ব্বস্মাৎ শৃণ্বন্নিতি পদমন্বেতি। সারথ্যাদীনি শৃণ্বন্নিতি সখ্যজনিত এব সারথ্যাদৌ সর্ব্বত্র সখ্যস্য বৃত্তেঃ পৃথগেতন্নোক্তমিতি জ্ঞেয়ং, কিংবা পার্ষদত্বে তস্যান্তর্ভাবো দ্রষ্টব্যঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৬। এইপ্রকারে পাণ্ডবগণের প্রতি ভগবানের পরোক্ষকৃত অনুগ্রহের কথা বলিয়া এক্ষণে সাক্ষাৎকৃত অনুগ্রহবিশেষ বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের পার্ষদত্ব বা সভাপতিত্ব অর্থাৎ সখ্যভাবে সতত পার্শ্ববর্তিত্ব। সেবন বলিতে চিত্তানুবৃত্তি, অর্থাৎ চিত্ত বুঝিয়া সেবা করা, রাজসূয়যজ্ঞে অভিষেক বা পাদশৌচের জলদানাদিরূপ সেবা। এইপ্রকার মন্ত্রিত্ব, দৌত্য, বীরাসন (রাত্রিকালে খড়্গাধারণপূর্বক জাগরণ) অনুগমন (পশ্চাৎ গমন) স্তব, নমস্কারাদিও করিয়াছেন। যথা, প্রথমস্কন্ধে—'ত্রিলোকবাসীরা যাঁহার চরণকমলে প্রণত, সেই ভগবান শ্রীবিষ্ণু প্রিয় পাণ্ডবদিগের সারথ্যে, দৌত্যে, সভারক্ষক, দ্বারপালের ন্যায় খড়্গহস্তে নিশাযোগে দ্বাররক্ষা, আজ্ঞাপ্রতিপালন, স্তব এবং প্রণামও করিয়াছিলেন। এই শ্লোকে সারথ্যাদি সখ্যবৃত্তির কিংবা পার্ষদত্বের অন্তর্ভূত জানিতে হইবে।

৭৭। **কিংবা সস্নেহকাতর্য্যাত্তেষাং নাচরতি প্রভুঃ।**
সেবা সখ্যং প্রিয়ত্বং তদন্যোঽন্যং ভাতি মিশ্রিতম্॥

মূলানুবাদ

৭৭। প্রভু স্নেহাতুর হইয়া পাণ্ডবগণের কোন্ কার্যই না করিতেছেন? অর্থাৎ সকল কার্যই করিতেছেন। প্রভুর ও পাণ্ডবগণের পরস্পর ক্রিয়মাণ সেবা, সখ্য ও প্রিয়ত্ব সমকালেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৭। কিংবা নাচরতি, অপি তু যুদ্ধাকরণপ্রতিজ্ঞাদিকমপি ত্যজতি। ভীষ্মাদিকৃতপ্রহারমপ্যঙ্গীকরোতীত্যর্থঃ। ননু পরমার্থত্বেন সর্ব্বপ্রিয়তাৎ সৌহার্দ্দ্যং করোতু নাম নিকৃষ্টেষু মর্ত্ত্যেষু দেহিষু বিশ্বাসং সেবাঞ্চ কিমিতি করোতীত্যত্রাহ—সেবেতি। তৎসেবাদিত্রয়ং অন্যোন্যং মিশ্রিতমেব সদ্ভাতি শোভতে। ন তু সেবাং বিনা সখ্যং, সখ্যং বিনা চ প্রিয়ত্বম্, তথা প্রিয়ত্বং বিনা সখ্যং, সখ্যং বিনা চ সেবা ভাতীত্যর্থঃ, অন্যথা কাপট্যপর্য্যবসানাৎ। যদ্বা, পাণ্ডবানাং শ্রীকৃষ্ণস্য চ পরস্পরং ক্রিয়মাণমেব সেবাদি ভাতি। পাণ্ডবৈঃ সেবাদৌ বিধীয়মানে কৃষ্ণেন তচ্চেন্ন ক্রিয়েত তদা তন্ন ভাতি। তত্র চ মিশ্রিতং যুগপদেব ক্রিয়মাণং সদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৭। কিংবা শ্রীকৃষ্ণ স্নেহবশে পাণ্ডবগণের কোন্ কার্যই না করিয়াছেন? তিনি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত "যুদ্ধ করিব না" প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন। তিনি পাণ্ডবগণের নিমিত্ত ভীষ্মাদিকৃত অস্ত্রপ্রহার অঙ্গীকার করিয়াছেন। যদি বলেন, পরমার্থবিচারে শ্রীভগবান সর্বপ্রিয় বলিয়া সকলের প্রতি সৌহার্দ-ব্যবহারই করিয়া থাকেন; কিন্তু নিকৃষ্ট মর্ত্যদেহীর প্রতি বিশ্বাসই বা কি আর সেবাই বা কি? তদুত্তরে বলিতেছেন, তাঁহাদের সেবাবৃত্তি মর্ত্যদেহ-সম্বন্ধে প্রকাশ পায় না; সেবা, সখ্য ও প্রিয়ত্ব এই তিনটি পরস্পর মিশ্রিতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে। অর্থাৎ সেবা বিনা সখ্য, এবং সখ্য বিনা প্রিয়ত্ব প্রকাশ পায় না; তথা প্রিয়ত্ব বিনা সখ্য, সখ্য বিনা সেবা প্রকাশ হয় না, অন্যথা কাপট্যে পর্যবসান হইয়া থাকে। অথবা পাণ্ডবগণের ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর ক্রিয়মাণ সেবা, সখ্য ও প্রিয়ত্ব যুগপৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপে পাণ্ডবগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ক্রিয়মাণ সেবা, সখ্য ও প্রিয়ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পাণ্ডবগণের ক্রিয়মাণ সেবা, সখ্য ও প্রিয়ত্ব সমকালেই

প্রকাশ পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে পাণ্ডবগণ কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলে কিংবা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের প্রতিসেবা না করিলে ঐ সেবা শোভমান হয় না; তাই পরস্পর ক্রিয়মাণ সেবাদি মিশ্রিত হইয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সারশিক্ষা

৭৭। সম্বন্ধবশতঃ মমতা হয় এবং মমতা-হেতু প্রীতির উন্মেষ হয়। অতএব মমতা যত গাঢ় হইবে, প্রীতিও তত পুষ্ট হইবে। এ জগতে প্রাণীসকল পরস্পরকে প্রীতি করে বটে, কিন্তু কেহই কাহারও প্রীতির যোগ্য বিষয় হইতে পারে না। কারণ, প্রীতি চায় অনাবৃত বিপুল আনন্দ। জীব কিন্তু স্বরূপতঃ আনন্দবস্তু হইলেও অণু এবং ঐ অণুত্বও মায়ার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত। সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া স্বরূপভূত আনন্দের কাছে কেহ উপস্থিত হইতে পারে না। এইজন্য জীবগণ ক্রমশঃ প্রীতির বিষয় বর্জন করিয়া নূতন নূতন প্রীত্যাস্পদের সন্ধানে ধাবিত হইতেছে। এই প্রকারে অনুসন্ধান করিতে করিতে কোন ভাগ্যবলে সাধুকৃপায় শ্রীভগবানেই প্রীতির পর্যবসান হইলে সেই জীব জানিতে পারে যে, এই প্রীতি ভগবৎ পরিকরগণের নিত্যসিদ্ধ সম্পদ এবং স্বর্গ হইতে মর্ত্যে গঙ্গাধারা অবতরণের ন্যায় সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ হইতে কৃপা-পরম্পরায় মর্ত্যজীবে প্রীতির উদয় হয়। যাঁহার হৃদয়ে এই প্রীতির উদয় হয়, তাঁহারই সাধন-ভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়; কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেহ সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে না। যেহেতু, উহা স্বরূপশক্তির বৃত্তি। এই ভক্তিসঞ্জাত সম্বন্ধ হইতেই শ্রীভগবানে মমতা সিদ্ধ হয়। অতএব ভক্তের হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ ভাবের অভিব্যক্তিই প্রীতি এবং প্রীতিই বাহিরে সেবারূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে; সুতরাং এই প্রীতি ও সেবা মর্ত্যদেহসম্বন্ধি নহে। বিশেষতঃ ঐ সেবাও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। এই প্রকারে সাধক ভক্তের সেবাবৃত্তিও যখন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তখন সিদ্ধভক্তের কথা কি আর বলিতে হইবে? আবার এই প্রীতি যখন পরস্পর প্রায় সমান এবং সর্বসঙ্কোচ রহিত প্রগাঢ় বিশ্বাসময় দশায় উপনীত হয়, তখন তাহাকে সখ্য বলে। এই সখ্যভাবই আখ্যোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া স্থায়ীরূপে আস্বাদনীয়তা প্রাপ্ত হইলে সখ্যভক্তিরস হয়। পাণ্ডবগণের ও শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে এই সখ্যভাব সতত বর্তমান থাকায় কাহারও প্রতি কাহারও প্রীতি সঙ্কোচিত হয় না বলিয়া প্রিয়ত্ব ও সেবা সমকালেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। আবার প্রিয়ত্ব-হেতু সেবাবৃত্তির স্ফুরণ হয় বলিয়া যোগ্যাযোগ্য সেবারও বিচার থাকে না।

৭৮। যস্য সন্ততবাসেন সা যেষাং রাজধানিকা।
তপোবনং মহর্ষীণামভূদ্বা সত্তপঃফলম্॥

মূলানুবাদ

৭৮। প্রভুর নিয়ত অবস্থান-হেতু পাণ্ডবগণের রাজধানী মহর্ষিগণের তপোফলপ্রদ তপোবনরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৮। অতো যস্য প্রভোঃ সন্ততবাসেন হেতুনা সা হস্তিনাপুরাখ্যা রাজকুলসম্বন্ধময়ী যেষাং পাণ্ডবানাং রাজধান্যপি তপোবনং তপঃসিদ্ধিকর-তপস্বিগণাবাসস্থানমভূৎ। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনায় তত্র সততাগমনাৎ তেন চ স্বয়মেব পরমতপঃসিদ্ধেঃ। তথাচোক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদেনাপি সপ্তমস্কন্ধে (শ্রীভা ৭।১০।৪৮)—'যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা, লোকান্ পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি। যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্, গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥' ইতি। 'কিং বক্তব্যং তপঃ সিদ্ধম্' ইতি। তপঃফলমপি পরমং তৈঃ প্রাপ্তমিত্যাহ—বেতি পক্ষান্তরে; সতঃ পরমোৎকৃষ্টস্য তপসঃ ফলং সৈবাভূৎ। তপোঽত্র চিত্তৈকাগ্রতা, সদিতি ফলবিশেষণং বা সততভগবৎসাক্ষাৎকারহেতুত্বাৎ। ফলদেতি বক্তব্যে ফলমিত্যুক্তিঃ কার্য্যকারণয়োরভেদ-বিবক্ষয়া, তত্র সতততৎপ্রাপ্তেরাবশ্যকত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৮। অতএব মহাপ্রভুর সতত অবস্থান-হেতু হস্তিনাপুরীনামক পাণ্ডবদিগের রাজধানীও তপোবন হইয়াছে। অর্থাৎ তপস্বীগণের তপঃসিদ্ধিকর আবাসস্থানে পরিণত হইয়াছে। অথবা শ্রীকৃষ্ণের নিয়ত অবস্থান-হেতু পাণ্ডবদিগের রাজধানী হস্তিনাপুরী স্বয়ংই উৎকৃষ্ট তপস্যার স্থান হইয়াছে। কারণ, মহর্ষিগণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনের নিমিত্ত তথায় সতত আগমন করিয়া থাকেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তাঁহাদিগের পরম তপস্যাও স্বতঃই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এ বিষয় আপনি শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "প্রহ্লাদ হইতে বা অন্যান্য ভক্তবৃন্দ হইতে এমন কি বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ হইতেও মহাসৌভাগ্যবান্ আপনারাই, কেননা স্বদর্শনাদি দ্বারা ত্রিভুবন পবিত্রকারী হইলেও মহর্ষিগণ নিজে নিজে সর্বতোভাবে পবিত্র হইবার মানসে আপনাদের গৃহে আগমন করিয়া থাকেন। যেহেতু, আপনাদের গৃহে নরাকৃতি পরব্রহ্ম নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করিতেছেন।" অতএব

হস্তিনাপুরী যে তপঃসিদ্ধিকর, এ বিষয়ে কি বক্তব্য আছে? অর্থাৎ সর্বতপস্যার ফল সদ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। পক্ষান্তরে সেই হস্তিনাপুরী স্বয়ংই পরমোৎকৃষ্ট তপস্যার ফলস্বরূপ। কারণ, তপস্যার ফল চিত্তের একাগ্রতা এবং সেই একাগ্রতার ফলবিশেষ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সম্পাদিত হইয়া থাকে। অতএব সতত ভগবৎসাক্ষাৎকার-হেতু স্বয়ংই ফলস্বরূপ। এখানে ফলদাতা না বলিয়া 'ফলস্বরূপ' বলার তাৎপর্য এই যে, কার্য ও কারণের অভেদ বিবক্ষার। আর ইহার দ্বারাই সতত তপফলপ্রাপ্তির আবশ্যকত্বও সূচিত হইয়াছে।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৭৯। শৃণ্বন্নিদং কৃষ্ণপদাব্জলালসো,
দ্বারাবতীসন্ততবাসলম্পটঃ।
উত্থায় চোত্থায় মুদান্তরান্তরা,
শ্রীনারদোঽনৃত্যদলং সহূঙ্কৃতম্॥

মূলানুবাদ

৭৯। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণপদকমলের সেবা লালসায় সেই দ্বারকাপুরে নিয়ত বাস করিতে বিশেষ লুব্ধ হইয়া আনন্দভরে কথার মধ্যে মধ্যে পুনঃপুনঃ হুঙ্কার করিয়া উঠিয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৯। এবং শ্রীকৃষ্ণস্য তৎপ্রিয়াণাঞ্চ মাহাত্ম্যভরশ্রবণেন শ্রীনারদশ্চ নিতরাং ননন্দেত্যাহ—শৃণ্বন্নিতি। ইদং শ্রীহনূমদুক্তম্; শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জয়োর্লালসঃ সততৎতৎ-সেবাত্যন্তোৎসুক ইত্যর্থঃ। অতএব দ্বারাবত্যাং তৎপুর্য্যাং সন্ততবাসে লম্পটো রসিকঃ। তথৈকাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।২।১)—'গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারকায়াং কুরূদ্বহঃ। অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥' ইতি। অতএব মুদা হর্ষেণ অন্তরান্তরা কথায়া মধ্যে মধ্যে উত্থায়োত্থায় হূঙ্কৃতেন হূঙ্কারেণ সহিতং যথাস্যাত্তথা অলমতিশয়েনানৃত্যৎ। বীপ্সায়াং পৌনঃপুন্যং বোধ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৯। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের ও তৎপ্রিয় পাণ্ডবগণের মাহাত্ম্যরাশি শ্রবণে শ্রীনারদ নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। তাহাই 'শৃণ্বন্' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। শ্রীনারদ শ্রীহনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণযুগল-সেবায় লালসান্বিত হইয়া অর্থাৎ সতত শ্রীকৃষ্ণসেবায় অত্যন্ত উৎসুক হইয়া দ্বারকাপুরে নিয়ত বাস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। এ বিষয় একাদশস্কন্ধেও উক্ত আছে, "হে কুরুকুলতিলক! দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে উৎসুক হইয়া গোবিন্দের ভুজরক্ষিত দ্বারকায় নিয়ত বাস করিতেন।" এই জন্য আনন্দভরে কথার মধ্যে মধ্যে পুনঃপুনঃ উঠিয়া হুহুঙ্কারের সহিত অতিশয় নৃত্য করিতে লাগিলেন। অতিশয় আনন্দভরে 'উত্থায় উত্থায়"—শব্দের দ্বিরুক্তি হইয়াছে।

৮০। পাণ্ডবানাং হনূমাংস্তু কথারসনিমগ্নহৃৎ।
তন্নৃত্যবর্দ্ধিতানন্দঃ প্রস্তুতং বর্ণয়ত্যলম্॥

মূলানুবাদ

৮০। পাণ্ডবগণের কথারসে নিমগ্নচিত্ত শ্রীহনুমান শ্রীনারদের নৃত্য দেখিয়া অধিকতর আনন্দের সহিত স্বয়ং নৃত্য করিতে লাগিলেন। পরে, বক্ষ্যমাণ বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮০। ননু ঈদৃশে মহোৎসবে শ্রীনারদেন সহ শ্রীহনূমানপি কথং নানৃত্যৎ? তত্রাহ—পাণ্ডবানামিতি। কথায়াং পাণ্ডবমাহাত্ম্যাখ্যানে রসোঽনুরাগঃ মাধুর্য্যবিশেষো বা। যদ্বা, কথৈক রসঃ মাদকমধুর-দ্রববিশেষঃ সংসারবিস্মারণাৎ পরমসুখপ্রদত্বাচ্চ। তস্মিন্নিমগ্নং হৃদ্‌যস্য সঃ। কিঞ্চ, তস্য নারদস্য নৃত্যেন বর্দ্ধিত আনন্দঃ কথা-বিষয়কো হর্ষো যস্য সঃ। অতঃ অলমতিশয়েন প্রস্তুতং প্রকৃতং যেষাং মাহাত্ম্যং বর্ণয়তি, এবং কথারসাবেশেন নানৃত্যদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮০। যদি বলেন, ঈদৃশ মহোৎসবে শ্রীনারদের সহ শ্রীহনুমানও নৃত্য করিলেন না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, 'পাণ্ডবানাং' ইত্যাদি। পাণ্ডব-মাহাত্ম্যাখ্যানে অর্থাৎ পাণ্ডবগণের কথারসে অনুরাগবশতঃ বা মাধুর্যবিশেষে তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন হইয়াছিল বলিয়া তিনি স্বয়ং নর্তনে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। অথবা কথারস স্বয়ংই মধুর মাদকদ্রব্যবিশেষ, সুতরাং এই রসপানজনিত মত্ততাই সর্ববিস্মরণ করাইয়া পরমসুখপ্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব সেই কথারসে নিমগ্নচিত্ত যিনি, সেই শ্রীহনুমান দেবর্ষির নৃত্যদর্শনে অধিকতর আনন্দিত হইয়া স্বয়ং নর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন না। পরন্তু অতিশয়রূপে প্রকৃত বিষয়ের বর্ণনাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ পাণ্ডবগণের মাহাত্ম্যই বর্ণন করিতে লাগিলেন। এইপ্রকার কথারসের আবেশেই নৃত্য করিলেন না, জানিতে হইবে।

শ্রীহনূমানুবাচ—

৮১। **তেষামাপদ্গণা এব সত্তমাঃ স্যুঃ সুসেবিতাঃ।**
যে বিধায় প্রভুং ব্যগ্রং সদ্যঃ সঙ্গময়ন্তি তৈঃ॥

মূলানুবাদ

৮১। শ্রীহনুমান বলিলেন, পাণ্ডবগণের আপদসমূহই সুসেবিত সাধুস্থানীয়, কারণ, সাধুগণ সুসেবিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ পাণ্ডবদিগের নিয়ত সমাগত আপৎসমূহ শ্রীকৃষ্ণকে ব্যগ্র করাইয়া তাঁহাদিগের সহিত অতিসত্বর মিলন করাইয়া দেয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮১। সুসেবিতাঃ পরমোপাসিতাঃ সত্তমাঃ সাধুবরাঃ স্যুরভবন্নিত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ—যে আপদ্‌গণাঃ প্রভুং ব্যগ্রং অন্যাশেষকৃত্যত্যাজনেন তেষাং নিকটাগমনে পরমসম্ভ্রান্তং কৃত্বা। তৈঃ পাণ্ডবৈঃ সহ; যথা মহান্তো ভগবৎপ্রাপ্তিং কারয়ন্তি, তথা তেষামাপদ্‌গণা অপি। সম্পদাং তু মহিমা কেন বর্ণ্যতামিতি ভাবঃ। স চ রাজসূয়াদৌ জরাসন্ধবধাভ্যাগতপাদাবনেজনাদিনা প্রসিদ্ধ এব। পূর্ব্বন্তু তেষামাপদ্‌গণাস্তত্ত্বতো ন সন্তি, ধৈর্য্যাদিপ্রকটনার্থং ভগবদিচ্ছয়ৈব ভবন্তীত্যুক্তং, ইদানীঞ্চ লোকদৃষ্ট্যা সন্তু নাম, তথাপি পরমসৎফলপ্রদা এবেতি বিশেষঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮১। পাণ্ডবগণের বিপদসমূহই পরমোপাসিত উত্তম সাধুস্বরূপ। তাহার হেতু বলিতেছেন, বিপদসমূহ প্রভুকে ব্যগ্র করিয়া অর্থাৎ প্রভুর অন্যান্য অশেষকৃত্য ত্যাগ করাইয়া পাণ্ডবদিগের নিকট আগমনের জন্য অতিশয় সম্ভ্রমান্বিত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত সত্বর মিলন করাইয়া দেয়। মহাত্মারা যেরূপ বিশেষরূপে উপাসিত হইয়া ভগবৎপ্রাপ্তি করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ আপদ্‌সমূহও ভগবৎপ্রাপ্তি করাইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহাদিগের বিপদের মহিমা এতাদৃশ মহান্, তাঁহাদের সম্পদের মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? সেই সমস্ত বিষয় রাজসূয়, জরাসন্ধবধ, অভ্যাগত-পাদশৌচাদি ব্যবহারেই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁহাদের আপৎসমূহ থাকিতেই পারে না, শ্রীভগবানই ঐ বিপত্তিসমূহ প্রেরণদ্বারা তাঁহাদের ধৈর্যাদি মহান্ গুণসকল প্রকটিত করেন এবং তাঁহারাও শ্রীভগবানের ইচ্ছা জানিয়া তাদৃশ বিপদসমূহ বরণ করিয়া থাকেন। যদিও ইদানীং লোকদৃষ্টিতে সেইগুলিকে বিপদ বলা যায়, তথাপি কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে উহা পরম সৎফলপ্রদ হইয়া থাকে, ইহাই ঐ বিপদের বিশেষত্ব।

৮২। অরে প্রেমপরাধীনা বিচারাচারবর্জ্জিতাঃ।
নিয়োজয়থ তং দৌত্যে সারথ্যেঽপি মম প্রভুম্॥

মূলানুবাদ

৮২। অরে প্রেমপরাধীন বিচারাচারবর্জিত পাণ্ডবগণ! তোমরা আমার প্রভুকে দৌত্যে ও সারথ্যে নিয়োজিত করিয়াছ?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮২। এবং পরমানন্দভরাবেশেন সাক্ষাদিব পাণ্ডবানেব সম্বোধ্যাহ—অরে ইতি। প্রেম্ণঃ পরাধীনাস্তন্নিয়ন্ত্রিতা ইত্যর্থঃ। অতএব বিচারঃ;—অয়ং ভগবান্ জগদীশ্বরো ব্রহ্মাদিনিয়ন্তা দৌত্যাদৌ নিয়োজনানর্হ ইত্যাদিলক্ষণঃ, আচারশ্চ সতাং ব্যবহারঃ, সেব্যং সেবকো ন নিয়োজয়েদিত্যাদিলক্ষণস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ রহিতাঃ। মম প্রভুমিত্যুক্তিঃ প্রেমবিশেষাবির্ভাবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮২। এই প্রকার পরমানন্দের আবেশে, সাক্ষাৎ দৃষ্টের ন্যায় পাণ্ডবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, অরে পাণ্ডবগণ! তোমরা প্রেমপরাধীন, অর্থাৎ প্রেম-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বলিয়া প্রেম যেমন চালাইতেছেন, তোমরাও সেইরূপ চলিতেছ; তোমাদের কোন স্বাধীনতা নাই। এইজন্য বিচারাচার-বর্জিত; অর্থাৎ ইনি ভগবান জগদীশ্বর ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্তা, সুতরাং দৌত্যাদি কার্যে নিয়োগের যোগ্য নহেন, এইপ্রকার বিচার-আচারশূন্য হইয়া তোমরা আমার প্রভুকে দৌত্যে ও সারথ্যে নিয়োজিত করিয়াছ; ইত্যাদি লক্ষণ সদাচাররহিত। অথবা সদাচার বলিতে সাধুগণের ব্যবহার অর্থাৎ সেবক হইয়া সেব্যকে (ভগবানকে) সেবকত্বে নিয়োগ করিবেন না, ইত্যাদি লক্ষণ সদাচারবর্জিত। 'আমার প্রভু' প্রেমবিশেষের আবির্ভাব-হেতু এইরূপ উক্তি।

৮৩। নূনং রে পাণ্ডবা মন্ত্রমৌষধং বাথ কিঞ্চন।
লোকোত্তরং বিজানীধ্বে মহামোহনমোহনং॥

মূলানুবাদ

৮৩। তোমরা নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক মন্ত্র বা ঔষধ পরিজ্ঞাত হইয়াছ, যাহার প্রভাবে পরমমোহন শ্রীভগবানকেও বশীভূত করিয়াছ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৩। ননু প্রেমবৈবশ্যেন বিচারাদিহান্যা তে তথা ব্যবহারস্তু নাম, ভগবাংস্তু কথং তৎ স্বীকরোতীত্যাশঙ্ক্য স্বয়মেবাহ—নূনমিতি বিতর্কে। মহামায়াধীশ্বরত্বাৎ পরমমোহনস্যাপি ভগবতো মোহনং বশীকারকম্; অতএব লোকোত্তরং সর্ব্বলোকাতীতং লোকেষু তদসম্ভবাৎ জানীধ্বে জানীথ; বস্তুতঃ প্রিয়জনপ্রেমভরমোহিতত্বাৎ তথা করোতীতি সিদ্ধান্তশ্চাগ্রে দ্বিতীয়শ্লোকে ব্যক্তো ভাবী॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৩। আচ্ছা, প্রেমবৈবশ্য-হেতু বিচারাদিশূন্য হইলে বা ব্যবহারাদির হানি হইলে শ্রীভগবানই বা তাহা স্বীকার করিবেন কেন? এই আশঙ্কায় স্বয়ং বলিতেছেন 'নূনং' ইত্যাদি। এখানে 'নূনং'-শব্দ বিতর্কে প্রয়োগ হইয়াছে। রে পাণ্ডবগণ! তোমরা নিশ্চয়ই মহামায়াধীশ্বর পরমমোহন শ্রীভগবানেরও মোহনকারক বা বশীকারক। অতএব সর্বলোকাতীত অর্থাৎ নৃলোকে যাহা অসম্ভব এমন কোন অলৌকিক মন্ত্র বা মহৌষধ পরিজ্ঞাত হইয়াছ! বস্তুতঃ শ্রীভগবান প্রিয়জনের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াই এতাদৃশ আচরণ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অগ্রে দ্বিতীয়শ্লোকে ব্যক্ত হইবে।

৮৪। ইত্যুক্ত্বা হনূমান্মাতঃ পাণ্ডবেয়-যশস্বিনি।
উৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য মুনিনা মুহুর্নৃত্যতি বক্তি চ॥

মূলানুবাদ

৮৪। অয়ি মাতঃ! পাণ্ডবেয় যশস্বিনি! এই কথা বলিয়া শ্রীহনুমান পরমানন্দভরে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে শ্রীনারদের সহিত বার বার নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৪। ইত্যেতদ্ ভগবতো ভক্তজনপরাধীনত্বমুক্ত্বা পাণ্ডবেয়োঽভিমন্যুঃ তস্য যশস্বিনি যশস্কারিসৎপত্নীত্যর্থঃ। এবং সম্বোধনেন তেষাং মাহাত্ম্যমেতত্ত্বয্যপি পর্য্যবস্যতীতি ভাবঃ। মুনিনা নারদেন সহ মুহুরুৎপ্লুত্যোৎপ্লুত্য পরমানন্দভরবৈবশ্যেন প্লুতিগত্যা কুর্দনেন উর্দ্ধং গত্বা গত্বা মুহুর্নৃত্যতি মুহুর্বক্তি চ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৪। এইরূপে শ্রীভগবানের ভক্তজন-পরাধীনত্বের কথা বলিয়া শেষে সম্বোধন করিলেন—হে পাণ্ডবেয় অভিমন্যুপত্নি! যশস্বিনি! (যশস্কারী সৎপত্নী) মাতঃ উত্তরে! এইপ্রকার সম্বোধনের উদ্দেশ্য এই যে, পাণ্ডবগণের মাহাত্ম্য আপনাতেই পর্যবসিত হইতেছে। অতঃপর শ্রীহনুমান পরমানন্দভরে পুনঃপুনঃ উর্ধ্বে লম্ফ প্রদান করিতে করিতে মুনিবরের সহিত মুহুর্মুহু নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন।

৮৫। অহো মহাপ্রভো ভক্তবাৎসল্য-ভরনির্জিত।
করোষ্যেবমপি স্বীয়চিত্তাকর্ষকচেষ্টিত॥

মূলানুবাদ

৮৫। অহো! ভক্তবাৎসল্যভরে মহাপ্রভু স্বীয় ভক্তের বশীভূত হইয়া ভক্তের চিত্ত আকর্ষণ নিমিত্ত এইরূপ দৌত্য ও সারথ্যাদিরূপ কার্যও করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৫। কিং বক্তি? তদাহ—অহো ইতি বিস্ময়ে, প্রেমসম্বোধনে বা। মহাপ্রভো! জগদীশ্বরেশ্বর? এবমীদৃশং সারথ্যাদিকমপি করোষি; সম্ভবেত্তাবদেতদিতি সম্বোধয়তি। ভক্তেষু যদ্‌বাৎসল্যং স্নেহবিশেষস্তস্য ভরেণ উদ্রেকেণ নির্জিতঃ পরমবশীকৃতঃ। স্বাতন্ত্র্যাভাবাৎ ভক্তানামিচ্ছানুরূপমেব ব্যবহারসীতি ভাবঃ; তদুক্তং শ্রীভগবতৈব শ্রীনবমস্কন্ধে (শ্রীভা ৯।৪।৬৩)—'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥' ইতি। নন্বেবং নিজপ্রিয়তমেশ্বরস্যাস্বাতন্ত্র্যেণ ব্যবহারে কথং ভক্তানাং মনোদুঃখং ন স্যাৎ? তত্র সম্বোধয়তি, স্বীয়ানাং ভক্তানাং চিত্তমাকর্ষতীতি তথাভূতং চেষ্টিতমাচরিতং যস্য, পরমপ্রেমানন্দভরসম্পাদনাৎ; এবং পরমবাৎসল্যাৎ স্বীয়সন্তোষণার্থং ক্রিয়মাণং কর্ম্ম কথঞ্চিৎ কদাচিদপি ভক্তানাং দুঃখদং ন ভবতি, ভক্তজনপ্রিয়ত্বাৎ; এতদেব ভক্তজনপ্রিয় ইতি বদতা ভগবতা; তৎপুরুষসমাসেন বহুব্রীহিণা বাভিপ্রেতম্; এবঞ্চ সর্ব্বং ভক্তবাৎসল্যাদেব করোতীতি তাৎপর্য্যম্; তদুক্তং ভগবতৈব পদ্মপুরাণে—'মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্তো যদ্যপি দানবান্। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ দর্শন-ধ্যান-সংস্পর্শৈর্ম্মৎস্য-কূর্ম্ম-বিহঙ্গমাঃ। স্বান্যপত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৫। অধিক কি বলিব? অহো! (বিস্ময়ে বা প্রেমসম্বোধনে) মহাপ্রভো! জগদীশ্বরেশ্বর! আপনি এতাদৃশ সারথ্যাদি কার্যও করিয়া থাকেন? অহো! আপনি ভক্তবাৎসল্যবশতঃ বা স্নেহবিশেষের উদ্রেকে ভক্তের পরম বশীকৃত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ভক্তের কাছে আপনার স্বাধীনতা থাকে না, ভক্তের ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আপনি নিজ শ্রীমুখেই বলিয়াছেন—'আমি ভক্তাধীন, সুতরাং একরূপ পরাধীন অর্থাৎ ভক্তের নিকট আমার স্বাধীনতা নাই। ভক্তজন

আমার প্রিয় বলিয়া তাঁহারা আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন।' আচ্ছা, নিজ প্রিয়তম ঈশ্বরের এইরূপ অস্বাতন্ত্র্য ব্যবহারে কি ভক্তগণের মনোদুঃখ হয় না? তাহাতেই বলিতেছেন—মহাপ্রভু ভক্তচিত্তাকর্ষক কর্মকারী অর্থাৎ তিনি এমন আচরণ করেন, যাহাতে ভক্তগণের চিত্ত আকর্ষিত হয়। অতএব ভক্তগণের পরমপ্রেমানন্দ-সম্পাদনের জন্য এবং ভক্তস্নেহাধীন হইয়া পরম বাৎসল্যভরে নিজের সন্তোষ-বিধানের নিমিত্ত ক্রিয়মাণ কর্মসকলও কথঞ্চিৎ কদাচ ভক্তগণের পক্ষে দুঃখপ্রদ হইতে পারে না। যেহেতু তিনি ভক্তজনপ্রিয়—ভক্তগণের প্রিয়তাসাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য। উদাহৃত শ্লোকের ভক্তজনপ্রিয়-পদকে তৎপুরুষসমাস বা বহুব্রীহিসমাস করিলে এইপ্রকার অভিপ্রেতার্থ লাভ হইবে। ফলিতার্থ এই যে, মহাপ্রভু যে সমস্ত লীলা করেন, তাহা ভক্তবাৎসল্যভরেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন, 'আমি মুহূর্তমাত্রে দানব সকলকে সংহার করিতে সমর্থ হইলেও ভক্তগণের আনন্দবর্ধনের জন্য বিবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকি। মৎস্য, কূর্ম ও বিহঙ্গসকল যেমন দর্শন, ধ্যান ও স্পর্শন দ্বারা নিজ নিজ অপত্য পোষণ করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ নিজ ভক্তকে পোষণ করিয়া থাকি।

৮৬। মমাপি পরমং ভাগ্যং পার্থানং তেষু মধ্যমঃ।
ভীমসেনো মম ভ্রাতা কনীয়ান্ বয়সা প্রিয়ঃ॥

মূলানুবাদ

৮৬। হে মহাভাগ! আমারও পরম ভাগ্য যে, সেই পাণ্ডবগণের মধ্যম ভীমসেন বয়সে আমার কনিষ্ঠ হইলেও গুণে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় পরম প্রিয়।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮৬। দুর্ভগোঽপ্যহং তেষাং সম্বন্ধেনাধুনা মহাভাগ্যবান্ বৃত্ত ইত্যেবং তেষামেব মহামহিম-কথনায় নিজভাগ্যং স্তৌতি—মমেতি। তেষু পাণ্ডবেষু মধ্যে যে পার্থাঃ পৃথাগর্ভজাতাস্তেষাং মধ্যমঃ; অন্যথা পাণ্ডবানাং মধ্যমোঽর্জ্জুন এব স্যাদিতি পার্থানামিতি প্রয়োগঃ। কিঞ্চ, পৃথা কৃষ্ণস্য পরমভক্তেতি তদুদরজাতত্বাদ্ভীমসেনস্য মাহাত্ম্যেন স্বভাগ্যমহত্বমপি সূচিতং স্যাৎ বয়সৈব কনীয়ানিত্যনেন গুণাদিভির্জ্জ্যায়ানিত্যভিপ্রেতম্; অতএব প্রিয়ঃ মদীয়স্নেহাতিশয়বিষয় ইত্যর্থঃ। এবমপি স্বভাগ্যমহিমৈব সূচিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৬। আমি মহাদুর্ভাগা হইলেও পাণ্ডবদের সম্বন্ধে অধুনা মহাভাগ্যবান বলিয়া বিবেচনা করি, এইপ্রকার তাঁহাদিগের মহামহিমা-কথনরসে নিমগ্ন হইয়া নিজভাগ্যের স্তুতি করিতেছেন। সেই পাণ্ডবগণের মধ্যে যাঁহারা পৃথাগর্ভজাত, তাহার মধ্যম ভীমসেন। এখানে 'পৃথাগর্ভজাত' বলায় মধ্যম ভীমসেনকেই বুঝাইতেছে, অন্যথা পাণ্ডবগণের মধ্যম অর্জুন। এইজন্যই মূলে 'পার্থানাং'-পদ প্রয়োগ হইয়াছে। আর এই পৃথা শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত, সুতরাং তাঁহার গর্ভজাত ভীমসেনের মহাত্ম্যের দ্বারাই স্বভাগ্যমহত্বও সূচিত হইয়াছে। সেই ভীমসেন বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও গুণে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও পরমপ্রিয় অর্থাৎ মদীয় স্নেহাতিশয়ের পাত্র। অতএব তাঁহার সহিত সেই সম্বন্ধকেও আমি পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি। এই প্রকারে স্বভাগ্যমহিমাও সূচিত হইল।

৮৭। স্বসৃদানাদিসখ্যেন যঃ সম্যগনুকম্পিতঃ।
তেন তস্যার্জ্জুনস্যাপি প্রিয়ো মদ্রূপবান্ ধ্বজঃ॥

মূলানুবাদ

৮৭। ভগিনী সম্প্রদানাদি সখ্যাচরণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন, সেই শ্রীঅর্জ্জুনের আমার আকারযুক্ত রথধ্বজ অতিশয় প্রিয় বলিয়া আমি আপনাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিয়া থাকি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৭। কিঞ্চ স্বসুঃ শ্রীসুভদ্রায়া দানং হরিণানুমোদনেন প্রতিপাদনং তদাদির্যস্য সারথ্যাদিলক্ষণস্য সখ্যস্য তেন কৃত্বা, তেন ভগবতা যঃ সম্যক্ তেম্বপি বৈশিষ্ট্যেনানুকম্পিতঃ, তস্যাপি ধ্বজো মদ্রূপবান মদাকারযুক্তঃ স চ তস্য প্রিয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৭। আরও বলিতেছেন, শ্রীঅর্জ্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের নিজভগ্নী শ্রীসুভদ্রাকে হরণ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ সখ্যতাবশতঃ তাহা অনুমোদন এবং সারথ্যাদি লক্ষণ কার্য করিয়া তাঁহাকে পরম অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই অর্জ্জুনের মদাকারযুক্ত রথধ্বজ (কপিধ্বজ) অতিশয় প্রিয় বলিয়াও আমি আপনাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিয়া থাকি।

৮৮। প্রভোঃ প্রিয়তমানান্তু প্রসাদং পরমং বিনা।
ন সিধ্যতি প্রিয়া সেবা দাসানাং ন ফলত্যপি॥

মূলানুবাদ

৮৮। প্রভুর প্রিয়তমজনের পরমপ্রসাদ বিনা আমার ন্যায় দাসগণের প্রিয়সেবা সম্পন্ন হয় না বা পরম ফল প্রসব করে না।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮৮। এবং বর্ণয়ন্ প্রেমোদয়েন তত্র গন্তুমুৎকণ্ঠয়া গমনাবশ্যকতাযুক্তিমাহ—প্রভোরিতি চতুর্ভিঃ। দাসানাং দাসকর্ত্তৃকা সেবা দাস্যমিত্যর্থঃ;সা চ দাসানাং প্রিয়া অনন্যপ্রিয়ত্বাৎ। ন সিধ্যতি ন সম্পদ্যতে কৃতাপি ন ফলতি চ পরমপ্রেমসম্পদং ন বহতীত্যর্থঃ, ভগবতঃ প্রিয়জনাধীনত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৮। এইপ্রকারে পাণ্ডবগণের মহিমা বর্ণন করিতে করিতে প্রেমোদয়বশতঃ পাণ্ডবসদনে গমনের উৎকণ্ঠায় অর্থাৎ তথায় গমনাবশ্যকতার যুক্তি বলিতেছেন, তাহাই 'প্রভু' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। বস্তুতঃ দাস-কর্তৃক অনুষ্ঠিত সেবাই দাস্য এবং সেই সেবাই দাসদিগের একমাত্র প্রিয়বস্তু, অর্থাৎ একমাত্র সেবাদাস্য ব্যতীত দাসের অন্য কোন প্রিয়বস্তু নাই। আর প্রভু ও তদীয় প্রিয়তম দাসগণের পরম প্রসাদ ব্যতিরেকে পরমফল সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ প্রেম-সম্পদ বহন করে না। যেহেতু, শ্রীভগবান প্রিয়জনের অধীন।

৮৯। তস্মাদ্ভাগবতশ্রেষ্ঠ প্রভুপ্রিয়তমোচিতম্।
তত্র নো গমনং তেষাং দর্শনাশ্রয়ণে তথা॥

মূলানুবাদ

৮৯। অতএব হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ। হে প্রিয়তম দেবর্ষে! আমাদিগের পাণ্ডবগৃহে গমন করিয়া তাঁহাদিগের দর্শন ও সেবাই কর্তব্য।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৯। হে প্রভু প্রিয়তম্! এবং সম্বোধনদ্বয়েন তস্যাপি পাণ্ডবসাদৃশ্যোক্ত্যা মহাভাগ্যং সূচিতম্; তচ্চ সৎসঙ্গত্যা গমনৌৎসুক্যেনেতি দিক্। তত্র পাণ্ডবগৃহে নোঽস্মাকং দাসানাং গমনমুচিতং যুক্তং, ন চ কেবলং গমনমেব তেষামনুবৃত্তিরপীত্যাহ—তথেতি উক্তসমুচ্চয়ে ভগবদ্দর্শিতপ্রকারেণেতি বা। তেষাং পাণ্ডবানাং দর্শনং আশ্রয়ণং চ সেবনং বীরাসনাদিনা; যদ্বা, শরণাগতেত্বনাশ্রয়গ্রহণম্ উচিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৯। অতএব হে ভাগবতশ্রেষ্ঠ! হে প্রভুপ্রিয়তম দেবর্ষে! এইপ্রকার সম্বোধন পদদ্বয়ের ধ্বনি এই যে, আপনিও পাণ্ডব সদৃশ মহাভাগ্যবান। এইপ্রকারে সৎসঙ্গ জন্য পাণ্ডবসদনে গমন-ঔৎসুক্যের হেতু প্রদর্শিত হইল। এতএব আমাদের মত দাসগণের পাণ্ডবগৃহে গমন করা উচিত। কেবল গমন বলি কেন, তাঁহাদের অনুবৃত্তি করা উচিত। সেই অনুবৃত্তি কিরূপ? ভগবান-কর্তৃক প্রদর্শিত প্রকারে, অর্থাৎ পাণ্ডবগণের দর্শন, আশ্রয়, সেবন ও বীরাসনাদি দ্বারা অনুবৃত্তি করা উচিত। অথবা শরণাগতরূপে আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত।

৯০। অযোধ্যায়াং তদানীন্তু প্রভুণাবিষ্কৃতং ন যৎ।
মথুরৈকপ্রদেশে তদ্দ্বারকায়াং প্রদর্শিতম্॥
৯১। পরমৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যবৈচিত্র্যং বৃন্দশোঽধুনা।
ব্রহ্মরুদ্রাদি-দুস্তর্ক্যং ভক্তভক্তিবিবর্দ্ধনম্॥

মূলানুবাদ

৯০-৯১। প্রভু তদানীন্তন অযোধ্যায় যে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি-দুস্তর্ক্য ভক্তভক্তি-বিবর্ধন পরমৈশ্বর্য-মাধুর্য বৈচিত্র্য প্রকটিত করেন নাই, তাহা অধুনা মথুরা প্রদেশের অন্তর্গত দ্বারকায় ভূয়শঃ প্রদর্শন করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯০-৯১। কিঞ্চ পরমমহালাভস্তত্র ভবিতেতি গমনোৎকণ্ঠাভরেণাহ—অযোধ্যায়ামিতি। শ্রীমথুরায়া একপ্রদেশঃ একাংশরূপা দ্বারকা তস্যামিত্যর্থঃ। যথোক্তং হরিবংশে শ্রীবিকদ্রুণা স্বজামাতৃবিষয়ক-মধুদৈত্যবাক্যম্—'স্বাগতং বৎস! হর্য্যশ্ব! প্রীতোঽস্মি তব দর্শনাৎ। যদেতন্মম রাজ্যং বৈ সর্ব্বং মধুবনং বিনা॥ দদামি তব রাজেন্দ্র! বাসশ্চ প্রতিগৃহ্যতাম্। পালয়ৈনং শুভং রাষ্ট্রং সমুদ্রানূপভূষিতম্॥ গোসমৃদ্ধং শ্রিয়া জুষ্টমাভীরপ্রায়মানুষম্। অত্র তে বসতস্তাত! দুর্গং গিরিপুরং মহৎ। ভবিতা পার্থিবাবাসঃ সুরাষ্ট্রবিষয়ো মহান্॥ অনুপবিষয়শ্চৈব সমুদ্রান্তে নিরাময়ঃ। আনর্ত্তং নাম তে রাষ্ট্রং ভবিষ্যত্যায়তং মহৎ॥' ইতি; এবং সমুদ্রান্তমেব শ্রীমথুরারাষ্ট্রং জ্ঞেয়ম্। যচ্চ 'বিংশতিযোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্।' ইতি শ্রীবরাহেণোক্তম্; তচ্চ শ্রীনন্দনন্দচরণারবিন্দক্রীড়াবিশেষ-ভূমিত্বেন তন্মণ্ডলস্য পরমপাবনত্বাদিগুণাপেক্ষয়েত্যূহ্যম্; এবং দ্বারকামাহাত্ম্যমপি শ্রীমথুরামাহাত্ম্য এব পর্য্যবস্যতি, তথা দ্বারকায়ামপি পরমৈশ্বর্য্যবিশেষপ্রকটনং তস্যা মথুরাপেক্ষয়ৈবেতি দিক্। অলমতিপ্রসঙ্গেন, প্রকৃতমনুসরামঃ। তৎপরমৈশ্বর্যস্য যন্মাধুর্য্যং তস্য বৈচিত্র্যং বহুবিধত্বম্, অধুনা বৃন্দশঃ প্রকর্ষেণ পরমকাষ্ঠাপ্রাপণাদিনা দর্শিতং প্রকটিতমিত্যন্বয়ঃ। ব্রহ্মাদিভির্দুঃখেনাপি তর্কয়িতুমশক্যং তৈর্যত্তর্কয়িতুমপি ন শক্যতে, তদস্মাভিস্তত্র গত্বৈব সাক্ষাদনুভবিতব্যমিতি ভাবঃ। মদিষ্টতমা সেবা চ বিশেষতোঽধুনা বৃদ্ধিমাপ্স্যতীত্যাশয়েনাহ—ভক্তেতি, তদনুভবেন প্রেমভরোদয়াৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯০-৯১। আরও বলিতেছেন, পাণ্ডবসদনে গমন করিলে পরমমহালাভ হইবে, এইপ্রকার গমনোৎকণ্ঠাভরে বলিতেছেন—'অযোধ্যায়াং' ইত্যাদি। শ্রীমথুরার

প্রদেশবিশেষ (একাংশরূপ) দ্বারকা। যথা শ্রীহরিবংশে শ্রীবিকদ্রুর স্বজামাতৃ-বিষয়ক—মধুদৈত্যবাক্য—"এস এস বৎস হর্যক্ষ! তোমাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। হে রাজেন্দ্র! সম্প্রতি তোমাকে মধুবন ব্যতীত আমার সমস্ত রাজ্য-সম্পদ ও বাসগৃহাদি অর্পণ করিলাম। তুমি গ্রহণ করিয়া এই সমুদ্রভূষিত বিশালরাজ্য অর্থাৎ গোসমৃদ্ধ ও নানা সম্পদযুক্ত আভীরপ্রায় মনুষ্যে পরিপূর্ণ বিশাল রাজ্য উপভোগ কর। হে তাত! তুমি এই সুদৃঢ় দুর্গবেষ্টিত গিরিপুরে আবাস-স্থাপন করিয়া পার্থিব বিষয় উপভোগ কর। এই মহান্ সুরাষ্ট্র অনুপম বিষয়-বৈভবে পরিপূর্ণ এবং সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইলেও নিরাময়। এই বিপুল আয়তনবিশিষ্ট আনর্তদেশ তোমার রাজ্য হইবে।" ইত্যাদি বাক্যে মথুরা রাজ্য সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জানিতে হইবে। শ্রীবরাহপুরাণেও উক্ত আছে—"বিংশতি যোজনাত্মক (আশিক্রোশ বিস্তীর্ণ) আমার শ্রীমাথুরমণ্ডল।" পরন্তু এই শ্রীমথুরামণ্ডল শ্রীনন্দনন্দন-চরণারবিন্দ-ক্রীড়াবিশেষে বিভূষিত এবং পরম পাবনাদি গুণযুক্ত। এই অপেক্ষায় উহার বৃত্তান্ত এস্থলে উত্থাপিত হইল না। ফলতঃ এইপ্রকারে দ্বারকা-মাহাত্ম্যও মথুরা-মাহাত্ম্যে পর্যবসিত হইতেছে এবং দ্বারকার পরমৈশ্বর্যবিশেষ প্রকটনাদিও মথুরার ঐশ্বর্যকে অপেক্ষা করিতেছে। ইহাই এই বিচারের দিক্দর্শন। এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করা যাইতেছে। প্রভু ত্রেতাযুগে শ্রীরামাবতারে অযোধ্যাপুরে যে পরম ঐশ্বর্য-মাধুর্য বৈচিত্র্য প্রকটিত করেন নাই, তাহা অধুনা মথুরা-রাজ্যের অন্তর্গত দ্বারকাপুরে পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। আর ঐ সম্পদ্ ব্রহ্ম-রুদ্রাদিরও দুস্তর্ক্য, তর্কের অগোচর। অর্থাৎ ব্রহ্মাদি দেবগণ অতি কষ্টে তর্ক করিয়াও মীমাংসা করিতে সক্ষম নহেন, কিন্তু তাহাই ভক্তের ভক্তি বিবর্ধন করে। অর্থাৎ ভক্তের ভক্তিবর্ধক বলিয়া আমাদের কর্তব্য হইতেছে যে, তথায় গমন করিয়া সাক্ষাৎ অনুভব করা। বিশেষতঃ তদ্দ্বারা সাক্ষাৎ অভীষ্টতম সেবা করা হইবে। তাহা সম্প্রতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বিবিধ ঐশ্বর্য-মাধুর্য দ্বারা পরিনিষিক্ত বলিয়া অতিশয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব অভীপ্সিত সেবা লাভ হইবে। এই আশয়ে বলিতেছেন, সেই সম্পদরাশির অনুভবও (প্রেমরাশির উদয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া) ভক্তভক্তি-বিবর্ধন—ভক্তের ভক্তিবর্ধক।

শ্রীনারদ উবাচ—

৯২। আঃ কিমুক্তমযোধ্যায়ামিতি বৈকুণ্ঠতোঽপি ন।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ তত্তত্র গচ্ছাবঃ সত্বরং সখে॥

মূলানুবাদ

৯২। শ্রীনারদ বলিলেন, আঃ! সখে, অযোধ্যার কথা কি বলিতেছ, বৈকুণ্ঠেও ঈদৃশ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য প্রকটিত হয় নাই। অতএব উঠ, উঠ, সত্বর পাণ্ডবগৃহে গমন করি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯২। আ ইত্যব্যয়ং পরমখেদে। যৎপরমৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবৈচিত্র্যমযোধ্যায়াং নাবিষ্কৃতমিতি কিমুক্তং ত্বয়া? বৈকুণ্ঠেঽপি নাবিষ্কৃতমস্তীত্যর্থঃ। তত্তস্মাৎ উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠেতি পরমাগ্রহে বীপ্সা; তত্র দ্বারকায়াং পাণ্ডবরাজধান্যাং বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯২। পরমখেদে 'আঃ' অব্যয়। আঃ! সখে, অযোধ্যার কথা কি বলিতেছ? অর্থাৎ ঈদৃশ পরম ঐশ্বর্য ও মাধুর্য-বৈচিত্র্য অযোধ্যায় আবিষ্কৃত হয় না, এমন কি বৈকুণ্ঠেও আবিষ্কৃত হয় নাই। অতএব উত্তিষ্ঠ, উত্তিষ্ঠ, সত্বর পাণ্ডবসদনে অর্থাৎ দ্বারকায় পাণ্ডবরাজধানী হস্তিনাপুরী গমন করি। পরমাগ্রহে 'উত্তিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ' দুইবার উক্ত হইয়াছে।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৯৩। অথ ক্ষণং নিশশ্বাস হনূমান্ ধৈর্য্যসাগরঃ।
জগাদ নারদং নত্বা ক্ষণং হৃদি বিমৃশ্য সঃ॥

শ্রীহনূমানুবাচ—

৯৪। শ্রীমন্মহাপ্রভোস্তস্য প্রেষ্ঠানামপি সর্ব্বথা।
তত্র দর্শনসেবার্থং প্রয়াণং যুক্তমেব নঃ॥

মূলানুবাদ

৯৩। শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন, এই কথা শুনিয়া ধৈর্যসাগর শ্রীহনুমান দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া শ্রীনারদকে বলিতে লাগিলেন।

৯৪। শ্রীহনুমান বলিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তমভক্ত পাণ্ডবগণের দর্শন ও সেবার নিমিত্ত আমাদের তথায় গমন করাই উচিত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৩। নিশশ্বাস নিতরাং শ্বাসং জহৌ। নৈজৈকপাতিব্রত্যচিন্তাদুঃখেন ধৈর্য্যসাগর ইতি। তাদৃশ্যাং দিদৃক্ষায়াং জাতায়ামপি তথা তাদৃশ্যাং নারদ-প্রেরণায়ামপি গমনার্থানুত্থানাৎ নৈজৈকপাতিব্রত্যভঙ্গাদিবিচারণাচ্চ। নত্বেতি, তদ্বাক্যাদ্যনাদরা-পরাধক্ষমাপনার্থং জ্ঞেয়ম্॥

৯৪। দর্শনঞ্চ সেবা চ পরিচর্য্যা তয়োর্নিমিত্তম্। যদ্বা, দর্শনমেব সেবা পরমোপাসনং তদর্থং নোঽস্মাকং তত্র প্রয়াণং সর্ব্বথা যুক্তমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৩। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীহনুমান দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। যদিও তিনি ধৈর্যসাগর, তথাপি ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিলেন। অর্থাৎ তাদৃশ সম্পদ দর্শনেচ্ছা জাত হইলেও তথা শ্রীনারদের তাদৃশ প্রেরণা সত্ত্বেও একপতিব্রতধরতার ভঙ্গভয়ে গমনে অনুদ্যমরূপ ধৈর্যের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া পাণ্ডবগৃহে গমনের জন্য উত্থিত হইলেন না। কিন্তু 'নত্বা' অর্থাৎ শ্রীনারদের বাক্যে অনাদর হইতে উৎপন্ন অপরাধ ক্ষমা করাইবার জন্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন।

৯৪। পাণ্ডবগণের দর্শন ও পরিচর্যার নিমিত্ত অথবা দর্শনরূপ পরম উপাসনার নিমিত্ত আমাদিগের তথায় গমন করাই সর্বথা যুক্তিযুক্ত।

৯৫। কিন্তু তেনাধুনাঽজস্রং মহাকারুণ্যমাধুরী।
যথা প্রকাশ্যমানাস্তে গম্ভীরা পূর্ব্বতোঽধিকা॥

৯৬। বিচিত্রলীলাভঙ্গী চ তথা পরমমোহিনী।
মুনীনামপ্যভিজ্ঞানাং যয়া স্যাৎ পরমো ভ্রমঃ॥

মূলানুবাদ

৯৫-৯৬। কিন্তু মহাপ্রভু সম্প্রতি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর মহাকারুণ্যমাধুরী প্রকটন করিয়াছেন, বিশেষতঃ তাঁহার বিচিত্র লীলাভঙ্গী বিশেষ মোহজনক; ঐ সকল লীলা দর্শন করিয়া অভিজ্ঞ মুনিগণেরও অতিশয় ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৯৫-৯৬। কিন্তু তেন মহাপ্রভুণা যথা যাদৃশী মহাকারুণ্যমাধুর্য্যধুনাজস্রং প্রকাশ্যমানাস্তে, তথা পরমমোহিনী বিচিত্রাণাং বিবিধানাং লীলানাং ভঙ্গী চ পরম্পরাপি প্রকাশ্যমানাস্তে। তত্তস্মাত্তস্যা যা লীলাভঙ্গ্যা হেতোর্যঃ অপরাধস্তস্মাদ্বিশঙ্কে ইতি চতুর্ণামন্বয়ঃ। যদি কদাচিত্তদীয়তত্তল্লীলাদর্শনা-দন্যেষামিবমমাপি ভ্রমাদিকং স্যাত্তদাপরাধঃ স্যাত্তস্মাচ্চাহং বিশেষেণ শঙ্কাং প্রাপ্নোমীত্যর্থঃ। গম্ভীরা অনবগাহ্যা অনবচ্ছিন্না বা। পূর্ব্বত ইতি শ্রীরঘুনাথাদিরূপেণ প্রকাশিতারা অপি সকাশাদধিকেত্যর্থঃ। পরমমোহিনীত্বমাহ— মুনীনামিতি সার্দ্ধেন। যয়া লীলাভঙ্গ্যা; ভ্রমঃ অয়মবতারোঽবতারীত্যাদিভ্রান্তিঃ স্যাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৫। কিন্তু মহাপ্রভু যে অধুনা পূর্বাপেক্ষা অধিক গম্ভীর মহাকারুণ্যমাধুরী অজস্র প্রকাশ করিয়াছেন, তথা পরমমোহিনী বিচিত্র লীলাভঙ্গীশ্রেণীও প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা মোহজনক, অর্থাৎ সেই লীলাভঙ্গী-হেতু অপরাধের আশঙ্কা করিয়া চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। যদি কদাচিৎ তদীয় লীলা দর্শনে অন্যের ন্যায় আমারও ভ্রমাদি হয়, তবে অপরাধ সংঘটিত হইবে; এইজন্য আমি বিশেষভাবে শঙ্কা প্রাপ্ত হইতেছি। 'গম্ভীর' বলিতে সেই লীলাশ্রেণী অনবগাহ্য বা অনবচ্ছিন্ন। 'পূর্বতঃ' বলিতে শ্রীরঘুনাথাদিরূপে প্রকাশিত লীলাবলি অপেক্ষাও অধিক গম্ভীর। পরমমোহিনী বলিতে ঐ সকল লীলাভঙ্গী দর্শন করিয়া অভিজ্ঞ মুনিগণেরও অপার ভ্রম জন্মিয়া থাকে। এখানে 'ভ্রম' বলিতে 'ইনি অবতার কি অবতারী' ইত্যাদি ভ্রান্তিমূলক তর্ক হইয়া থাকে।

৯৭। অহো ভবাদৃশাং তাতো যতো লোকপিতামহঃ।
বেদপ্রবর্ত্তকাচার্য্যো মোহং ব্রহ্মাপ্যবিন্দত॥

৯৮। বানরাণামবুদ্ধীনাং মাদৃশাং তত্র কা কথা।
বেৎসি ত্বমপি তদ্‌বৃত্তং তদ্‌ বিশঙ্কেঽপরাধতঃ॥

মূলানুবাদ

৯৭। অহো! ভবাদৃশ ঋষির পিতা, সর্বলোকপিতামহ, বেদপ্রবর্তকাচার্য স্বয়ং শ্রীব্রহ্মাও উক্ত লীলায় মোহিত হইয়াছিলেন।

৯৮। আমার মত নির্বোধ বানরের কথা কি? ঐ লীলার মোহনত্ব আপনিও অবগত আছেন। এইজন্যই আমি অপরাধ ভয়ে ভীত হইতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৭। অহো বিস্ময়ে; যতো লীলাভঙ্গীতঃ; বেদপ্রবর্ত্তকানাং ব্যাসাদীনাং মন্বাদীনাং বা; গুরুরুপদেষ্টা; এতাদৃশোঽপ্যমুহ্যদিত্যর্থঃ বৎসবালহরণ প্রসঙ্গে পরমাশ্চর্য্যাবলীদর্শনেন জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাপগমাৎ॥

৯৮। তত্র তস্যাং মাদৃশাং কা কথা, বয়ন্তু মনাগ্‌দর্শনমাত্রেণৈব মোহং প্রাপ্স্যাম ইত্যর্থঃ। ননু জ্ঞানপরা মুনয়ো ভ্রান্তা ভবন্তু নাম? মহাধিকারসম্বন্ধেন ব্রহ্মাপি মুহ্যতু, ভক্তানান্তু তয়া মোহনং কথং সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্য পরমভাগবতোত্তমো ভবানপি মোহিতোঽস্তীত্যাশয়েনাহ—বেৎসীতি। তস্যা লীলাভঙ্গ্যা বৃত্তম্, দ্বারকায়াং প্রতিমহিষীগৃহভ্রমণাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৭। অহো! (বিস্ময়ে) যাঁহার লীলাভঙ্গীতে বেদপ্রবর্তক ব্যাস ও মনু প্রভৃতির গুরু (উপদেষ্টা) অর্থাৎ এতাদৃশ জ্ঞানিগণের আচার্য স্বয়ং শ্রীব্রহ্মাও বৎস-বালকহরণপ্রসঙ্গে প্রভুর পরম ঐশ্বর্যাবলী দর্শনে জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অপগম-হেতু মোহিত হইয়াছিলেন।

৯৮। অতএব মাদৃশ নির্বোধ বানরের তদ্বিষয়ে কি কথা? অর্থাৎ ঐ লীলা দর্শনমাত্রে মোহপ্রাপ্ত হইব। যদি বলেন, জ্ঞানপর মুনিগণ ভ্রান্ত হইতে পারেন, কিংবা মহাধিকার প্রাপ্ত শ্রীব্রহ্মাও মোহিত হইতে পারেন, কিন্তু সেই লীলায় ভক্তের মোহ সম্ভাবনা হয় কিরূপে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, পরম ভাগবতোত্তম আপনিও তাঁহার লীলাভঙ্গিতে মোহিত হইয়াছিলেন। অতএব ঐ লীলার মোহিনীত্ব আপনিও বিদিত আছেন। যেহেতু, আপনি দ্বারকায় প্রতি মহিষীগৃহে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

**৯৯। আস্তাং বানন্যভাবানাং দাসানাং পরমা গতিঃ।
প্রভোর্বিচিত্রা লীলৈব প্রেমভক্তিবিবর্দ্ধিনী॥**

মূলানুবাদ

৯৯। আমাদের পাণ্ডবগৃহে গমন যে অবশ্য কর্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ প্রভুর তাদৃশী লীলাই অনন্যগতি দাসগণের পরমাগতি। যেহেতু, প্রেমভক্তিবিবর্ধিনী।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৯। ননু তর্হি পরমসেব্যস্য ভগবতো দর্শনং তদেকাপেক্ষকৈঃ সেবকৈঃ কিং ন কর্ত্তব্যমেবেত্যাশঙ্ক্য তৎস্বীকৃত্যাপি তত্র নিজপ্রয়াণমন্যথা পরিহরতি আস্তামিতি ষড়্‌ভিঃ। ন বিদ্যতেঽন্যস্মিন্ প্রভোস্তদ্দর্শনাদ্বা তদীয়বিচিত্রলীলানুভবাদ্বা ইতরত্র ভাবো যেষাং তেষাম্। গতিঃ সর্ব্বাপৎসু শরণম্; ন চ কেবলং গতিরেবেত্যাহ, প্রেম্ণা ভক্তিঃ সেবা তস্যা বিশেষেণ বৃদ্ধিকারিণী চ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৯। আচ্ছা, তাহা হইলে পরমসেব্য শ্রীভগবানের দর্শন করা কি তদীয় একান্ত সেবকগণের অবশ্য কর্তব্য নহে? ইত্যাদি আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্ত তাহা স্বীকার করিয়াও নিজগমনে অন্যথা পরিহার করিবার নিমিত্ত 'আস্তাং' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোক প্রপঞ্চিত হইয়াছে। আমাদের পাণ্ডবগৃহে গমন যে অবশ্য কর্তব্য, তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ প্রভুর দর্শন বা তদীয় বিচিত্র লীলানুভব ভিন্ন অন্য কোন ভাব যাহাদের নাই, এবম্ভূত একান্ত দাসগণের পক্ষে প্রভুর বিচিত্র লীলাই পরমাগতি। এখানে 'গতি' অর্থে সর্ব আপদের শরণ; আর ঐ লীলাসকল যে কেবল পরমগতি, তাহা নহে; প্রত্যুত তাদৃশ লীলাবলী দাসগণের প্রেমভক্তি বর্ধনকারিণী। অর্থাৎ প্রভুর লীলাই বিশেষরূপে প্রেমভক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

সারশিক্ষা

৯৯। শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা এবং ভগবৎসম্বন্ধীয় পরিকর ও ধামাদি সমস্ত রসস্বরূপ হইলেও উক্ত নাম-রূপ-গুণ এবং ধাম-পরিকরাদি দ্বারা বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্ত লীলাই মুখ্যতম রস। জাতরতি সাধকের হৃদয়ে যে ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, তাহা লীলার মধ্য দিয়াই সাক্ষাৎকার হয়। বিশেষতঃ রসস্ফূর্তি বলিতে লীলারই

স্ফূর্তি বুঝায়। এইজন্যই বলা হইয়া থাকে, "লীলাকথা রসনিষেবণ।" আবার লীলাদির স্মরণে অধিকার-যোগ্যতা লীলাই সম্পাদন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবানের প্রতি পরিকরগণের ভাবমাধুর্যাদির লোভই লীলাস্ফূর্তির হেতু। কারণ, যাহার যে বিষয়ে লোভ হয়, সেই লোভের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিষয়ের চিন্তাও তাহার চিত্তের একাগ্রতা-সম্পাদন করে। অর্থাৎ লভ্যবস্তু বিষয়ে তাহার স্মরণ সহজসাধ্য হয় বলিয়া লীলাকেই সাক্ষাৎ রসত্বের হেতু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যেস্থলে লোভ নাই, কেবল শাস্ত্রশাসন দ্বারাই স্মরণে প্রবৃত্তি, সেই স্থলে চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা আছে।

১০০। অথাপি সহজাব্যাজকরুণাকোমলাত্মনি।
অবক্রভাবপ্রকৃতাবার্য্যধর্ম্মপ্রদর্শকে॥

১০১। একপত্নীব্রতধরে সদা বিনয়বৃদ্ধয়া।
লজ্জায়াবনতশ্রীমদ্‌বদনেঽধোবিলোকনে॥

১০২। জগদ্রঞ্জনশীলাঢ্যেঽযোধ্যাপুরপুরন্দরে।
মহারাজাধিরাজে শ্রীসীতালক্ষ্মণসেবিতে॥

১০৩। ভরতজ্যায়সি প্রেষ্ঠসুগ্রীবে বানরেশ্বরে।
বিভীষণাশ্রিতে চাপপাণৌ দশরথাত্মজে॥

১০৪। কৌশল্যানন্দনে শ্রীমদ্রঘুনাথস্বরূপিণি।
স্বস্মিন্নাত্যন্তিকী প্রীতির্মম তেনৈব বর্দ্ধিতা॥

মূলানুবাদ

১০০—১০৪। তথাপি দেবকীনন্দনের অভিন্নস্বরূপ কৌশল্যানন্দন শ্রীরঘুনাথস্বরূপে আমার পরমাপ্রীতি সেই শ্রীদেবকীনন্দন-কর্তৃকই বর্ধিত হইয়া রহিয়াছে। অতএব স্বভাবসিদ্ধ নিরুপাধিক করুণা দ্বারা কোমলচিত্ত, সরলস্বভাবসমন্বিত, আর্যধর্মপ্রদর্শক, একপত্নীব্রতধারী, সদা বর্ধিত বিনয়জনিত লজ্জায় অবনমিত সুন্দরানন, অধোদেশে নিপতিত দৃষ্টি, জগৎরঞ্জনশীল, অযোধ্যাপুর-পুরন্দর, মহারাজাধিরাজ, শ্রীসীতা-লক্ষ্মণ-সেবিত, শ্রীভরতাগ্রজ, বানরেশ্বর সুগ্রীবে প্রীতিযুক্ত, অস্মদাদি বানরদিগের ঈশ্বর, বিভীষণাশ্রয় ধনুর্ধারী, দশরথ-কৌশল্যা-নন্দন, শ্রীরঘুপতিরূপে আমার পরমপ্রীতি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০০—১০৪। যদ্যপ্যেবং সর্ব্বথা তত্রাগমনং যুক্তমেব অথাপি তথাপি শ্রীমৎ পরম শোভাযুক্তং যদ্রঘুনাথস্য স্বরূপং শ্রীরামচন্দ্রত্বং তদ্বতি স্বস্মিন্নেব তেনৈব মহাপ্রভুণা শ্রীদেবকীনন্দনেন মমাত্যন্তিকী পরমনিষ্ঠা প্রাপ্তা প্রীতির্ভাববিশেষো বর্দ্ধিতাস্তীত্যন্বয়ঃ। তমেবাসাধারণবিশেষণৈঃ সপ্তদশভিরাত্মসহজপ্রীত্যনুসারেণ বিশিনষ্টি—সহজেতি। সহজা স্বাভাবিকী যা অব্যাজা নির্ব্ব্যলীকা করুণা তয়া কোমল আত্মা চিত্তং স্বভাবো বা যস্য। ন বিদ্যতে বক্রভাবো বক্রতা কৌটিল্যং যস্যাং তথাভূতা প্রকৃতিঃ স্বভাবো যস্য। আর্য্যাঃ পূজ্যতমাঃ আপ্তাস্তেষাং ধর্ম্ম আচারস্তস্য

প্রকর্ষেণ দর্শকে স্বয়মাচরণদ্বারা প্রবর্ত্তকে। বিনয়েন বৃদ্ধয়া বৃদ্ধিং প্রাপ্তয়া লজ্জয়া অবনতং অতএব শ্রীমৎপরমসুন্দরং বদনং যস্য; অতোঽধ এব ন ইতস্ততোঽবলোকনং দৃষ্টির্যস্য। জগদ্রঞ্জয়তীতি তথাভূতং যৎ শীলং স্বভাবো বৃত্তং বা তেন আঢ্যে যুক্তে। প্রেষ্ঠঃ সখ্যেন পরমপ্রিয়ঃ সুগ্রীবো যস্য। বানরাণাং মাদৃশানামীশ্বরে বিভীষণেন শরণতয়া আশ্রিতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০০—১০৪। যদ্যপি আমাদিগের সর্বথা পাণ্ডবগৃহে গমন করা কর্তব্য, তথাপি শ্রীদেবকীনন্দনের শ্রীমৎ অর্থাৎ পরমশোভাযুক্ত শ্রীরঘুনাথ (শ্রীরামচন্দ্র) স্বরূপে আমার আত্যন্তিকী পরম নিষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রীতিবিশেষও সেই শ্রীদেবকীনন্দন-কর্তৃকই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীহনুমান নিজের স্বাভাবিক প্রীতি অনুসারে সপ্তদশ অসাধারণ বিশেষণ দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের বিশেষত্ব বর্ণন করিতেছেন, 'সহজা' ইত্যাদি। সহজা—স্বাভাবিকী, অকপট করুণা দ্বারা কোমলচিত্ত বলিয়া অকুটিল বা সরল স্বভাব-সমন্বিত। আর্য—পূজ্যতম, স্বয়ং আচরণ দ্বারা আর্যধর্মের প্রবর্তক।

১০৫। তস্মাদস্য বসাম্যত্র তাদৃগ্রূপমিদং সদা।
পশ্যন্ সাক্ষাৎ স এবেতি পিবংস্তচ্চরিতামৃতম্॥

মূলানুবাদ

১০৫। অতএব শ্রীদেবকীনন্দনের তাদৃশ শ্রীরঘুনাথস্বরূপে আমার পরমপ্রীতি-বর্ধিত-হেতু এই (সম্মুখস্থ) শ্রীবিগ্রহকেই সাক্ষাৎ সেই শ্রীরঘুনাথরূপেই দেখিতেছি এবং তাঁহারই চরিতামৃত পান করিয়া এই কিম্পুরুষবর্ষে বাস করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৫। তস্মাত্তদ্বিষয়কপ্রীতিবর্দ্ধনাদ্ধেতোঃ অস্য শ্রীদেবকীনন্দনস্য তাদৃগ্ উক্তলক্ষণমিদং সাক্ষাদ্বর্ত্তমানং রূপং শ্রীমূর্ত্তিম্। সাক্ষাদ্ভূতঃ স শ্রীরঘুনাথ এবেতি পশ্যন্ জানন্ অবলোকয়ন্ বা। তস্য চরিতমেবামৃতং আর্ষ্টিষেনাদিদ্বারা পিবংশ্চ অত্র কিংপুরুষবর্ষে বসামি। এবং মম কুত্রাপি স্বাতন্ত্র্যং নাস্তি মদিচ্ছয়া চ কিমপি ন সিধ্যতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৫। অতএব শ্রীরামচন্দ্রবিষয়ক প্রীতিবর্ধন-হেতু শ্রীদেবকীনন্দনের তাদৃশ শ্রীরামচন্দ্রলক্ষণান্বিত এই সম্মুখস্থ শ্রীবিগ্রহকেই সাক্ষাৎ সেই শ্রীরঘুনন্দন বলিয়া দেখিতেছি। আর আর্ষ্টিষেনাদি দ্বারা গীয়মান তাঁহারই চরিতামৃত পানে পরিতুষ্ট হইয়া এই কিম্পুরুষবর্ষে বাস করিতেছি। অতএব আমার স্বাতন্ত্র্য নাই। আর আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছাতেও কোন বিষয় সিদ্ধ হয় না।

১০৬। যদা চ মাং কমপ্যর্থমুদ্দিশ্য প্রভুরাহ্বয়েৎ।
মহানুকম্পয়া কিঞ্চিদ্দাতুং সেবাসুখং পরম্॥

মূলানুবাদ

১০৬। তবে যখন বিশেষ কৃপা করিয়া প্রভু কোন প্রয়োজনবশতঃ অর্থাৎ কিঞ্চিৎ সেবাসুখ প্রদানের জন্য আমাকে আহ্বান করিবেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৬। অতো ভগবদিচ্ছয়ৈব তত্র মে গমনং ভবতীত্যাহ—যদেতি সপাদদ্বয়েন। কমপ্যর্থং প্রয়োজনমুদ্দিশ্য ভারতযুদ্ধাদৌ কৌরবসৈন্যভয়োৎপাদনাদি-নিমিত্তং পরমন্যদ্বা কিঞ্চিৎ সেবাসুখং দাতুং পরমানুগ্রহেণ প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণদেব আহ্বয়েৎ। তদা তত্র দ্বারকায়াং হস্তিনাপুরে বা যত্র স্থিত আহ্বয়েত্তত্রৈব আশু ভবেয়ং সদ্য এব গন্তাস্মীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। যদ্বা, ননু তৎসেবৈব তৎপরমপ্রিয়া কিমন্য-প্রয়োজনেন তে তত্রাহ—কিঞ্চিদিতি। পরং শ্রেষ্ঠম্; তদাদিষ্টার্থসম্পাদনমেব মম পরমসেবাসুখমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৬। অতএব ভগবৎ-ইচ্ছা হইলে আমার পাণ্ডবগৃহে গমন হইতে পারে। তবে যখন প্রভু শ্রীকৃষ্ণদেব কোন প্রয়োজনবশতঃ আহ্বান করিবেন। যেমন ভারতযুদ্ধাদির সময়ে কৌরবসৈন্যের ভয়োৎপাদন নিমিত্ত, অথবা আমার প্রতি পরমানুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত, অর্থাৎ তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সেবাসুখ প্রদান করিবার জন্য আহ্বান করিলে আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইব; তৎকালে তিনি দ্বারকায় বা হস্তিনাপুরে বা যে কোনস্থানে অবস্থান করুন না কেন। অথবা যদি বলেন, তাঁহার সেবাই যখন আপনার পরমপ্রিয়, তখন অন্য কি প্রয়োজন হইতে পারে? তাহাতেই বলিতেছেন, তাঁহার আদিষ্ট প্রয়োজন-সম্পাদনই আমার পরম সেবাসুখ।

সারশিক্ষা

১০৬। ভক্তিলাভের পর ভক্তি-সম্পর্কিত ভগবৎস্ফূর্তিতে সুখ কিংবা অস্ফূর্তিতে দুঃখ ভিন্ন ভক্তের অন্য সুখ-দুঃখ ভগবদাসক্তির দ্বারা তিরস্কৃত হয় বলিয়া অন্য সুখ-দুঃখের সম্ভাবনা থাকে না। ভক্তিদ্বারা ভগবদনুভবজনিত সুখ এবং তদীয় বিরহস্ফূর্তি-জনিত দুঃখ ভক্তি-সম্পর্কিত বলিয়া এই দুঃখও ভক্তের পরম পুরুষার্থ। কারণ, ভক্তগণ বিচ্ছেদসময়েও অন্তরে ইষ্টস্ফূর্তিপ্রাপ্ত হয়েন। এজন্য বাহিরে সন্তাপময় দুঃখ দৃষ্ট হইলেও অন্তরে পরমানন্দের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়, সুতরাং বিরহও পুরুষার্থ।

১০৭। কিংবা মদ্বিষয়কস্নেহপ্রেরিতঃ প্রাণতো মম।
রূপং প্রিয়তমং যত্তৎ সন্দর্শয়িতুমীশ্বরঃ॥

মূলানুবাদ

১০৭। কিংবা মদ্বিষয়ক স্নেহ-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম প্রভু শ্রীরঘুনাথরূপ সন্দর্শনের নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিবামাত্র—

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৭। নন্বত্রাপি তৎসম্পদ্যমানমস্তীত্যাশঙ্ক্য স্বয়মেব পক্ষান্তরমাহ—কিং বেতি। অহং বিষয়ঃ পাত্রং যস্য তেন স্নেহেন বাৎসল্যেন প্রেরিতঃ সন্, মম প্রাণতো জীবনাদপি প্রিয়তমং যদ্রূপং শ্রীরঘুনাথস্বরূপং তৎ। যত্তদিতি। পরমানির্ব্বচনীয়মিতি বা সম্যক্ তত্তল্লীলামাধুর্য্যাদি প্রকাশনপূর্ব্বকং দর্শয়িতুমাহ্বয়েৎ। অত্র চ তত্তন্মধুরবচনচাতুরীলীলাচরিত মাধুরীবিশেষস্য সদা সাক্ষাদনুভবো ন স্যাদিতি ভাবঃ। তত্র কথং তৎ সিধ্যেৎ? তত্রাহ—ঈশ্বরঃ সর্ব্বং কর্ত্তুং সমর্থঃ; যদ্বা, সাক্ষাদ্ভগবান্ অবতারিত্বাৎ। অত্র চ প্রসিদ্ধেয়মাখ্যায়িকাঽনুসন্ধেয়া। একদা শ্রীগরুড়াদের্গর্ব্বভঞ্জনকৌতুকায় নিজপাদপদ্মভক্তিবিষয়ৈকান্ত্যবিশেষপ্রদর্শনায় দ্বারকায়াং শ্রীভগবান্ গরুড়মাদিদেশ,—'মদাজ্ঞাং শ্রাবয়িত্বা কিংপুরুষ-বর্ষান্মৎপার্শ্বং হনূমন্তমানয়।' ইতি। স তত্র গত্বা তমব্রবীৎ—'ভো হনূমান্! ভগবান্ শ্রীযাদবেন্দ্রস্ত্বমাহ্বয়তি সত্বরমাগচ্ছ।' ইতি। স চ শ্রীরঘুনাথচরণারবিন্দৈকভক্তিনিষ্ঠস্তদেকরতস্তদ্বচনমনাদ্রিয়মাণঃ ক্রুদ্ধেন গরুত্মতা বলাৎভগবৎ-পার্শ্বমানেতুং গৃহীতঃ সন্ লাঙ্গুলাগ্রেণ হেলয়ামুং চিক্ষেপ।' স চ সদ্যো দ্বারকায়াং নিপতিতো বিহ্বলো দৃষ্ট্বা ভগবতা বিহস্যোক্তঃ—ভো গরুড়! শ্রীরঘুনাথস্ত্বামাহ্বয়তীতি তং গত্বা বদেতি। স্বয়ঞ্চ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রস্বরূপো ভূত্বা শ্রীবলরামং লক্ষ্মণং বিধায় সীতারূপং কর্ত্তুমশক্তাং সত্যভামামপি বিহস্য শ্রীরুক্মিণীং ধৃতসীতারূপাং নিজবামপার্শ্বে নিধায় দ্বারকায়ামাসীৎ। গরুড়শ্চ পুনর্গত্বা তথৈব তমুবাচ। তচ্ছ্রুত্বা চ স হনূমান্ সদ্যঃ পরমানন্দবিবশঃ সন্ ধাবন্ সমাগতস্তথৈব ভগবন্তং দদর্শ, ভক্ত্যা তুষ্টাব চ। অথ পরমপ্রীতাদ্ভগবতো নিজাভীষ্টান্ বরানপি প্রাপেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৭। আপনি ত' এইস্থানেই সেই সকল সেবাসুখ উপভোগ করিতেছেন? এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া স্বয়ংই পক্ষান্তরে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

মহাপ্রভু মদ্বিষয়ক বাৎসল্যভরে প্রেরিত হইয়া আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সেই পরমানির্বচনীয় শ্রীরঘুনাথস্বরূপের লীলা-মাধুর্যাদি প্রকাশন পূর্বক এবং তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে, আমি তখনই তাঁহাকে কিঞ্চিৎ সেবাসুখ প্রদানের নিমিত্ত তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইব; কিন্তু এখানে প্রভুর তত্তৎ মধুর বচনচাতুরী ও লীলাচরিতের মাধুরীবিশেষ সদা সাক্ষাৎ অনুভব হয় না। সেখানেই বা তাহা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন, শ্রীদেবকীনন্দন স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া সমস্ত করিতে পারেন। অথবা তিনি অবতারী বলিয়া সাক্ষাৎ ভগবান, সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র স্বরূপ দেখাইতে সমর্থ। (এবিষয়ে প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা অনুসন্ধান করুন।) একদা দ্বারকাপুরে শ্রীগরুড়াদির গর্বভঞ্জনরূপ কৌতুকের নিমিত্ত এবং শ্রীহনুমানের নিজ পাদপদ্মে ভক্তিবিষয়ক ঐকান্তিকত্ব খ্যাপনের নিমিত্ত শ্রীভগবান গরুড়কে আদেশ করিলেন, "ওহে গরুড়! কিম্পুরুষবর্ষে গমন পূর্বক আমার আজ্ঞা শ্রবণ করাইয়া হনুমানকে আমার পার্শ্বে আনয়ন কর।" অতঃপর শ্রীগরুড় কিম্পুরুষবর্ষে গমন করিয়া শ্রীহনুমানকে বলিলেন, "হে হনুমান্! আপনাকে ভগবান যাদবেন্দ্র আহ্বান করিয়াছেন, সত্বর তথায় গমন করুন।" শ্রীহনুমান শ্রীরঘুনাথচরণারবিন্দে একনিষ্ঠ ভক্তিমান এবং তাঁহারই সেবায় নিরত, সুতরাং একপতিব্রতধরতার ভঙ্গভয়ে শ্রীগরুড়ের বাক্য আদর করিলেন না। তাহাতে শ্রীগরুড় ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্বক শ্রীভগবৎপার্শ্বে আনয়ন নিমিত্ত তাঁহাকে ধারণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীহনুমান আপন লাঙ্গুলের অগ্রভাগদ্বারা হেলায় তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এইপ্রকারে শ্রীগরুড় সুদূরবর্তী দ্বারকাপুরে নিপতিত হইলেন। অতঃপর শ্রীভগবান গরুড়কে বিহ্বল দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "হে গরুড়! তুমি পুনর্বার গিয়া বল, শ্রীরঘুনাথ আহ্বান করিয়াছেন।" তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্র হইলেন, শ্রীবলরাম লক্ষ্মণ হইলেন, শ্রীসত্যভামাকে সীতা হইতে বলিলেন, কিন্তু তিনি শ্রীসীতারূপ ধারণ করিতে অশক্ত হইলেন বলিয়া শ্রীভগবান তাঁহাকে উপহাস করিলেন এবং শ্রীরুক্মিণী দেবীকে শ্রীসীতারূপ ধারণ করিতে বলিলেন। অতঃপর শ্রীরুক্মিণী দেবী শ্রীসীতারূপ ধারণ করিলে স্বীয় বামপার্শ্বে স্থাপন করিয়া দ্বারকার সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এদিকে শ্রীগরুড় পুনর্বার শ্রীহনুমানের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ভগবদ্বাক্য বিজ্ঞাপিত করিলেন। শ্রীহনুমান সেইকথা শ্রবণমাত্র পরমানন্দে বিবশ হইলেও তৎক্ষণাৎ লম্ফপ্রদান পূর্বক দ্বারকায় উপনীত হইলেন এবং শ্রীভগবানকে উক্ত প্রকারে দর্শন করিয়া সেবায় সন্তুষ্ট করিলেন। তদনন্তর শ্রীভগবান পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে অভীষ্টবর প্রদান করিলেন।

১০৮। তদা ভবেয়ং তত্রাশু ত্বন্তু গচ্ছাদ্য পাণ্ডবান্।
তেষাং গৃহেষু তৎ পশ্য পরং ব্রহ্ম নরাকৃতি॥

মূলানুবাদ

১০৮। আমি তাঁহার শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হইব। আপনি অদ্য পাণ্ডবদিগের সমীপে গমন করুন এবং তাঁহাদের গৃহে বিরাজিত সেই নরাকৃতি পরব্রহ্মকে দর্শন করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৮। প্রস্তুতং ব্যাখ্যামঃ। ননু তদানীমেবাহমপি ত্বৎসঙ্গত্যা গমিষ্যামি তত্রাহ—ত্বস্থিতি। তত্র হেতুং বদন্ ভগবতস্তেষু কারুণ্যভবমেব দর্শয়তি—তেষামিতি। পরং ব্রহ্ম সাক্ষাচ্ছ্রীনারায়ণং পশ্য দৃগ্‌ভ্যাং সাক্ষাৎকুরু। অত্র চ নরাকৃতিপরমসুন্দরশ্রীমদ্দ্বিভুজত্বাবিষ্কারাৎ। তত্রাপি তদনির্ব্বচনীয়বিবিধমধুরতর-মাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৮। এক্ষণে প্রস্তুত বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছেন। যদি বলেন, আমিও তৎকালে আপনার সঙ্গে গমন করিব, তাহাতেই বলিতেছেন, 'তদা' ইত্যাদি। আপনি অদ্যই পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করুন। তাহার হেতু বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে শ্রীভগবানের মহিমারাশি প্রদর্শন করিতেছেন। তাঁহাদের গৃহে বিরাজিত পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হউন। যদিও তিনি মুনিগণেরও বাক্য ও মনের আগোচর; তথাপি তাঁহাদের গৃহে পরমসুন্দর নরাকৃতি দ্বিভুজ শ্রীমূর্তি আবিষ্কার করিয়া অনির্বচনীয় বিবিধ মধুরতর মাহাত্ম্য প্রকটন করিয়াছেন।

১০৯। স্বয়মেব প্রসন্নং যন্মুনিহৃদ্বাগগোচরম্।
মনোহরতরং চিত্রলীলামধুরিমাকরম্॥

মূলানুবাদ

১০৯। সেই প্রভু মুনিদিগেরও বাক্য ও মনের অগোচর এবং পরম মনোহর বিচিত্র লীলামধুরিমার আকরস্বরূপ হইলেও স্বয়ংই সুপ্রসন্ন হইয়া পাণ্ডবগৃহে বিরাজিত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৯। ননু কথং তর্হীদৃশং পরমদুর্লভং তৈস্তৈঃ প্রাপ্তম্? তত্রাহ—স্বয়মিতি; বিনৈব কিঞ্চিৎ সাধনং তান্ প্রতি প্রসন্নং কৃতকারুণ্যভরমিত্যর্থঃ; এবং তেষাং নিত্যতাদৃশমহাভাগ্যবত্তামাহাত্ম্যবিশেষ উক্তঃ। এবমুক্তমলভ্যলাভেন মাহাত্ম্য-বিশেষমেব দর্শয়িতুং তস্যান্যদুর্লভতামাহ—মুনীনাং হৃদো বাচশ্চাগোচরমবিষয়ং তদিতি সূচিতমেব। পরমসৌন্দর্য্যাদিকমাহ— মনোহরতরমিতি। যতঃ চিত্রো বহুবিধো যো লীলায়া মধুরিমা তস্য; যদ্বা, চিত্রয়োর্লীলামধুরিম্নোরাকরমুৎপত্তিক্ষেত্রং কামাদীনামপি তদংশলেশস্পর্শেনৈব মনোহরত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৯। ভাল, তাহা হইলে ঈদৃশ পরমদুর্লভ পরব্রহ্ম কিরূপে তাঁহাদের দৃশ্য হইতেন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'স্বয়মেব' ইত্যাদি। যদিও তিনি মুনিদিগেরও বাক্যমনের আগোচর, তথাপি স্বয়ংই সুপ্রসন্ন, অর্থাৎ বিনা সাধনে বা কিঞ্চিৎ সাধনে কারুণ্যরাশি প্রকাশকারী। আর এই প্রকারেই স্বয়ং প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি কারুণ্যরাশি প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং নিরন্তর তাদৃশ মনোহরতর বিচিত্র লীলামধুরিমার আকর নরাকার পরব্রহ্মরূপেই দৃশ্য হইতেন। এইপ্রকারে তাঁহাদের মহাভাগ্যবত্তা ও মাহাত্ম্যবিশেষ উক্ত হইল এবং এইপ্রকার সৌভাগ্যের অলাভ-হেতু মুনিদিগের বাক্যমনের অগোচর বলিয়া প্রকারান্তরে পাণ্ডবদিগেরই মাহাত্ম্য বিশেষ সূচিত হইল। পরম সৌন্দর্য্যাদি বলিতে মনোহরতর বিচিত্র লীলামধুরিমার আকর অর্থাৎ বিবিৎ লীলামাধুর্যের খনি বা উৎপত্তিক্ষেত্রস্বরূপ। অথবা বিবিধ লীলামাধুর্যের উৎপত্তিক্ষেত্র বলিয়া উহার কণামাত্র (অংশলেশ) স্পর্শের দ্বারা কামদেবাদিরও মন হরণ হয়।

১১০। বৃহদ্ব্রতধরানস্মাংস্তাংশ্চ গার্হস্থ্যধর্ম্মিণঃ।
সাম্রাজ্যব্যাপৃতান্মত্বা মাপরাধাবৃতো ভব॥

মূলানুবাদ

১১০। আমরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, পাণ্ডবগণ গৃহস্থধর্মাবলম্বী ও সাম্রাজ্য ব্যাপারে ব্যাপৃত; এইরূপ বিবেচনা করিয়া আপনাকে অপরাধী করিবেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১০। ননু তৈর্মহাবিষয়ভোগৈশ্বর্য্যযুক্তৈঃ সহাকিঞ্চনানাং নৈষ্ঠিকানাং মাদৃশাং সঙ্গোঽনুচিতঃ ইত্যাশঙ্ক্য শিক্ষয়তি—বৃহদিতি। অস্মাদিতি বহুত্বেন শ্রীনারদ-সনকাদয়ঃ সর্ব্ব এব নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ সংগৃহ্যন্তে। তান্ পাণ্ডবান্, গার্হস্থ্যং গৃহস্থতা, তৎসম্বন্ধিধর্ম্মযুক্তান্, তত্র চ সাম্রাজ্যং চক্রবর্ত্তিত্বং, তত্র ব্যাপৃতান্ তৎকৃত্যানুষ্ঠাতৄন্ মত্বা অপরাধেন আবৃতো মা ভব; তাদৃশেষু মহত্তমেষু তথামননমেবাপরাধঃ, স চ কদাপি নাপযাতি, অতস্তাদৃশো মাভূরিত্যর্থ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১০। পাণ্ডবগণ মহাবিষয়-ভোগৈশ্বর্যযুক্ত, কিন্তু আমরা অকিঞ্চন ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; সুতরাং মাদৃশ জনের সহিত তাঁহাদের সঙ্গ অনুচিত—এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই যেন শিক্ষাছলে বলিতেছেন, 'বৃহদ্' ইত্যাদি। আমরা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্যরূপ বৃহদ্ব্রতধারী, এস্থলে 'আমরা' বলিতে শ্রীনারদ, শ্রীসনকাদি প্রভৃতি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে গৃহীত হইয়াছেন। পাণ্ডবেরা গৃহস্থ অর্থাৎ গৃহধর্মাবলম্বী, বিশেষতঃ সাম্রাজ্য-চক্রবর্তী বলিয়া সাম্রাজ্য পরিচালনায় ব্যাপৃত এবং রাজ্যকার্য অনুষ্ঠানে রত; এইরূপ মনে করিয়া আপনাকে অপরাধে আবৃত করিবেন না। অর্থাৎ তাদৃশ মহোত্তম ভাগবতগণের প্রতি তথাবিধ মননই অপরাধ এবং সেই অপরাধ কদাপি দূরীভূত হইবার নহে। অতএব এইরূপ বিবেচনা করিয়া আপনাকে অপরাধী করিবেন না।

সারশিক্ষা

১১০। ভক্তিই ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ভোগে অরুচি জন্মায়। ক্ষুধা যেরূপ লোককে ভক্ষ্য বস্তুর অন্বেষণে ব্যাকুল করে, সেইরূপ ভক্তিও ভক্তকে ভগবৎসেবায় তৎপর করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, "ভক্ত্যাহমেকয়া

গ্রাহ্যঃ” একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি লভ্য হইয়া থাকি, কিন্তু যোগ, ব্রহ্মচর্যব্রত, ধর্ম, বেদপাঠ, তপস্যাদি আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্মচর্যাদিব্রত ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় নহে। বিশেষতঃ “নোপায়ো বিদ্যতে” (ভাঃ ১১।১১।৪৮) ভক্তি ব্যতীত অন্য উপায় নাই, এই বাক্যে পূর্বোক্তিকেই আরও দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে পাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণে স্বাভাবিক অনুরাগ-হেতু অন্যত্র বিরাগ স্বাভাবিক বলিয়া তাঁহাদিগের নিষ্কিঞ্চনত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। এইপ্রকার সংশয়চ্ছেদ সহকারে পাণ্ডবগণের প্রেমের সর্বমহোৎকর্ষ সূচিত হইয়াছে। আবার ভক্তমাত্রেরই “আমি ভগবন্নিত্যসেবক, ভগবান আমার পরমসেব্য”—এই পরমতত্ত্বজ্ঞান সর্বত্র অনুস্যূত থাকে বলিয়া তাঁহারা যে কোন বর্ণে বা যে কোন আশ্রমে অবস্থান করুন না কেন, এই সেব্য-সেবকভাবই তাঁহাদিগকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহে পরিণমিত করিয়া থাকেন। এইপ্রকার শ্রীভক্তিদেবীও সর্বত্র দেশ, কাল, পাত্রে স্বীয় ফল প্রদানে স্বরূপযোগ্যতায় সর্বতোভাবে নিরপেক্ষা বলিয়া সাধকের জাতি, ধর্ম, আশ্রম ইত্যাদির অপেক্ষা করেন না। সাধকের শরণাগতিরূপ সাধন-যোগ্যতার ক্রমবিকাশ অবলম্বন করিয়াই ফলোপধারকরূপে আবির্ভূতা হয়েন।

বর্ণ ও আশ্রম দেহসম্বন্ধীয় সামাজিক প্রথামাত্র। দেহের সহিতই বর্ণাশ্রমের সম্বন্ধ, জীবস্বরূপের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। জীবস্বরূপের সহিত সম্বন্ধ কেবল শ্রীকৃষ্ণভক্তির অর্থাৎ জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া তাহার নিত্যসেবাই শ্রীকৃষ্ণসেবা।

১১১। নিঃস্পৃহাঃ সর্ব্বকামেষু কৃষ্ণপাদানুসেবয়া।
তে বৈ পরমহংসানামাচার্য্যার্চ্চ্যপদাম্বুজাঃ॥

মূলানুবাদ

১১১। প্রকৃতপক্ষে পাণ্ডবেরা নিষ্কিঞ্চন—সর্ববিষয়ভোগে নিঃস্পৃহ। নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের সেবা করিয়া সকল প্রকার ভোগেই স্পৃহা রহিত হইয়াছেন। অতএব তাঁহারা পরমহংসগণের আচার্যদিগেরও পূজনীয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১১। যতস্তাদৃক্‌সাম্রাজ্যেঽপি তেষাং পরমাকিঞ্চনসাম্রাজ্যমেবেত্যাহ—নিঃস্পৃহা ইতি, সর্ব্বেষু ঐহিকামুষ্মিকেষু কামেষু ভোগেষু নিঃস্পৃহাঃ স্পৃহামাত্রমপি ন কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অতঃ পরমহংসানাং অন্ত্যাশ্রমিমূর্দ্ধন্যানাং যে আচার্য্যা গুরবস্তৈরপি অর্চ্চ্যানি অর্চ্চয়িতুং যোগ্যানি পদাম্বুজানি যেষাং তে, তেষাং পরমতুচ্ছাত্মানুভবসুখনিষ্ঠত্বাৎ, এষাঞ্চ পরমমহানন্দময় ভক্তিরসিকত্বাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১১। অতএব পাণ্ডবদিগের তাদৃশ সাম্রাজ্যাদি থাকিলেও তাঁহারা পরম অকিঞ্চন এবং সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াও ভোগে নিঃস্পৃহ। অর্থাৎ তাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক সকল ভোগেই স্পৃহারহিত হইয়াছেন। অতএব তাঁহারা পরমহংসগণেরও গুরু। অর্থাৎ অন্ত্যাশ্রমী শিরোমণি পরমহংসগণেরও আচার্য বা পূজনীয় বলিয়া অর্চনার যোগ্য। যেহেতু, তাঁহারা নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলের সেবা করিয়া সর্ব বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়াছেন। আর পরমহংসগণ অতি তুচ্ছ আত্মানুভব-সুখনিষ্ঠা পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারেন না। এইপ্রকারে পাণ্ডবগণ পরমমহানন্দময় ভক্তিরসিক বলিয়া পরমহংসগণেরও পূজনীয়।

১১২। তেষাং জ্যেষ্ঠস্য সাম্রাজ্যে প্রবৃত্তির্ভগবৎপ্রিয়াৎ।
অতো বহুবিধা দেবদুর্লভা রাজ্যসম্পদঃ॥

মূলানুবাদ

১১২। পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ শ্রীযুধিষ্ঠিরের যে সাম্রাজ্যে প্রবৃত্তি, তাহাও শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য এবং এইজন্যই তাঁহার বহুবিধ দেবদুর্লভ রাজ্য-সম্পদ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১২। এবঞ্চেত্তর্হি সাম্রাজ্যেন কিম্? তত্রাহ—তেষামিতি। পাণ্ডবানাং জ্যেষ্ঠস্য শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য; ভগবতঃ প্রিয়াৎ প্রীতিং পর্য্যালোচ্যেত্যর্থঃ সাম্রাজ্যস্বীকারে সতি সর্ব্বত্র ভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনেনাখিললোকানাং পরমং হিতং স্যাত্তেন চ ভগবতঃ সন্তোষবিশেষঃ স্যাদিত্যেতদর্থমেবেতি ভাবঃ। তথা চ প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।১২।৪)— 'অপীপলদ্ধর্ম্মরাজঃ পিতৃবদ্রঞ্জয়ম্ প্রজাঃ। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যঃ কৃষ্ণপাদানুসেবয়া॥' ইতি। তত্র চ প্রজা রঞ্জয়ন্নিতি বদতা শ্রীসূতেন ভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনদ্বারৈব প্রজারঞ্জনাৎ পিতৃবত্তাঃ পালয়ামাসেত্যেবাভিপ্রেতম্। তদুক্তং শ্রীনারদেন শৌনকং প্রতি হরিভক্তিসুধোদয়ে—'অহোঽতি ধন্যোঽসি যতঃ সমস্তো, জনস্ত্বয়েশ প্রবলীকৃতোঽয়ম্। উৎপাদয়েদ্ সোঽত্র ভবার্দ্দিতানাং, ভক্তিং হরৌ লোকপিতা স ধন্যঃ॥' ইতি। অতোঽস্মাদুক্তাদ্ধেতোঃ দেবৈর্দুর্লভা অপি রাজ্যং সম্পদাদয়ো রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্য কামপি প্রীতিং মনোবিকারবিশেষং জনয়িতুং ক্বচিৎ কদাচিদপি নাশকন্নিতি তৃতীয়শ্লোকোত্তরার্ধেনান্বয়ঃ। রাজ্যং রাজ্ঞঃ কর্ম্ম প্রজাপালনাদি, তেন সম্পদঃ প্রজাকৃতপুণ্য-ষষ্ঠাংশপ্রাপ্ত্যা ধর্ম্মসম্পত্তয়ঃ; যদ্বা, রাজ্যং রাষ্ট্রং তস্মিন্ সম্পদঃ, তাশ্চাত্র সদ্ধর্ম্মলক্ষণা এব গৃহ্যন্তে, প্রাধান্যাৎ। অগ্রেতে ত্বৈহিকোক্তেশ্চ; এবং জ্যেষ্ঠস্য তত্র প্রবৃত্ত্যা কনিষ্ঠানামপি তত্র প্রবৃত্তিস্তস্য সাম্রাজ্যে ন চ তেষামপি সাম্রাজ্যমিত্যাদ্যুক্ত্যা তেষামৈক্যেন পরস্পরং পরমসৌহার্দ্দেন সদ্ধর্ম্মপালনাদি-মাহাত্ম্যবিশেষশ্চ দর্শিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১২। আচ্ছা, এইপ্রকারে ভক্তিরসিক হইলে সাম্রাজ্যে কি প্রয়োজন? তাহাতেই বলিতেছেন, 'তেষাং' ইত্যাদি। শ্রীভগবানের প্রীতি পর্যালোচনা করিয়াই পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ শ্রীযুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্যপ্রবৃত্তি। সাম্রাজ্য স্বীকার করিলে সর্বত্র ভগবদ্ভক্তি প্রবর্তন দ্বারা অখিল লোকের পরম হিত হইবে এবং শ্রীভগবানেরও সন্তোষবিশেষ

সাধন করা হইবে, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য স্বীকার। যথা, প্রথমস্কন্ধে—"ধর্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই চিন্তা করিতেন, সেই কারণে যাবতীয় বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়াছিলেন। এবং পিতৃবৎ প্রজারঞ্জন দ্বারা ভক্তি প্রবর্তনের সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।" উক্ত শ্লোকে 'প্রজারঞ্জন'-পদের ব্যাখ্যায় শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন—ভগবদ্ভক্তি প্রবর্তন দ্বারা প্রজারঞ্জন। আর 'পিতৃবৎ পালন' অর্থেও ভগবদ্ভক্তি প্রবর্তনের দ্বারা পালনই অভিপ্রেত। শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে শ্রীসনকের প্রতি শ্রীনারদের উপদেশও এইরূপ—"আপনি অতিশয় ধন্য, যেহেতু সমস্ত জনের ঈশভাব জাগ্রত করিতেছেন। বাস্তবিকপক্ষে যিনি সংসার-দুঃখে অভিভূত লোকসকলের হরিভক্তি-উৎপাদন করেন, তিনিই লোকসকলের পিতা বা পালনকর্তা বলিয়া তিনিই ধন্য।" এইজন্যই শ্রীযুধিষ্ঠিরের বহুবিধ দেবদুর্লভ রাজ্যৈশ্বর্যে কিছুমাত্র প্রীতি নাই। বা কখনও মনোবিকার জন্মাইতে পারে নাই। এস্থলে সম্পদ্ বলিতে রাজ্য ও রাজ্যের প্রজা পালন করিলে প্রজা-কৃত পুণ্যের যে ষষ্ঠাংশ রাজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাই পুণ্যসম্পত্তি। অথবা রাজ্য ও রাজ্যস্থিত সম্পদসমূহ; আর ঐ সম্পদসমূহও সদ্ধর্মলক্ষণ বলিয়াই জানিতে হইবে। 'পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ' এই উক্তির দ্বারা জ্যেষ্ঠের সদ্ধর্মে প্রবৃত্তি হইতে কনিষ্ঠেরও সদ্ধর্মে প্রবৃত্তি এবং জ্যেষ্ঠের সম্পত্তি, কনিষ্ঠের সম্পত্তি জানিতে হইবে। এইপ্রকারে পরস্পর ঐক্যবশতঃ পরম সৌহার্দ্যের দ্বারা সদ্ধর্মপালনাদিরূপ মাহাত্ম্যবিশেষ প্রদর্শিত হইল।

১১৩। রাজসূয়াশ্বমেধাদিমহাপুণ্যার্জ্জিতাস্তথা।
বিষ্ণুলোকাদয়োঽত্রাপি জম্বুদ্বীপাধিরাজতা॥

মূলানুবাদ

১১৩। রাজসূয় ও অশ্বমেধাদির অনুষ্ঠানজনিত মহাপুণ্য দ্বারা অর্জ্জিত বিষ্ণুলোকাদি এবং ইহলোকেও জম্বুদ্বীপের আধিপত্য।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৩। রাজসূয়াশ্বমেধাদিকস্য স্বয়মেব সাক্ষাদ্বিহিতস্য যাগাদিকর্ম্মনস্তেন যন্মহাপুণ্যং ভক্তিলক্ষণং ভগবৎসমর্পণাৎ, তেনার্জ্জিতাঃ সাধিতাঃ! তথেত্যুক্তসমুচ্চয়ে, তেন প্রকারেণেতি বা, তাদৃশা ইতি বা। বিষ্ণুলোকঃ শ্রীবৈকুণ্ঠ আদিঃ সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ সর্ব্বোপরিতনত্বাচ্চ মুখ্যো যেষাং স্বর্লোকাদীনাং তে শ্রীবৈকুণ্ঠলোকপ্রাপ্ত্যা তত্রৈব তদন্তর্ব্বর্ত্তিসর্ব্বলোকপ্রাপ্তেঃ। তত্রত্য সুখসাগরেঽন্য-সর্ব্বসুখপ্রবাহান্তর্ভাবাদ্বা, কিংবা স্বেচ্ছয়া স্বর্গাদিভোগক্রমেণ বৈকুণ্ঠগমনাৎ। এবং পারলৌকিকীঃ সম্পদো নিগদ্য ঐহিকীরপ্যাহ—অত্রাপীত্যাদিনা পাদত্রয়েণ। অত্র অস্মিঁল্লোকেঽপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৩। রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি ভক্তিলক্ষণ যজ্ঞাদি স্বয়ং অনুষ্ঠান করিলেও তৎসমুদয় শ্রীভগবানেই সমর্পণ করিতেন বলিয়া মহাপুণ্যের দ্বারা অর্জ্জিত বলিয়াছেন। 'তথা'-শব্দ সমুচ্চয়ে—সমাহার। অর্থাৎ অবিরুদ্ধ একজাতীয় বস্তুর সমাহার বা সমবেতভাবে একত্ব উক্ত হইয়াছে। আর সেই প্রকার মহাপুণ্যদ্বারা অর্জ্জিত শ্রীবৈকুণ্ঠলোকাদি প্রাপ্তি। এখানে 'আদি' শব্দে সর্বোপরিতন শ্রীবৈকুণ্ঠলোক এবং তাহার অন্তর্বর্তী সর্বলোক প্রাপ্তি, অর্থাৎ শ্রীবৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তি হইলে তদন্তর্গত স্বর্গাদিলোকও প্রাপ্তি হইল, বুঝিতে হইবে। কারণ, শ্রীবৈকুণ্ঠস্থ সুখ সাগরের তুল্য বলিয়া অপরাপর লোকের সুখ তাহার প্রবাহ সদৃশ, সুতরাং সর্ববিধ সুখই বৈকুণ্ঠসুখের অন্তর্ভূত রহিয়াছে। কিংবা শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি স্বেচ্ছায় স্বর্গাদি ভোগক্রমে বৈকুণ্ঠ-গমন করিয়াছেন। এইপ্রকারে তাঁহার পারলৌকিক সম্পদ বর্ণনা করিয়া এক্ষণে ঐহিক সম্পদের কথা ('অত্রাপি' ইত্যাদি পাদত্রয়ে) বলিতেছেন।

সারশিক্ষা

১১৩। পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণসেবাভিলাষে যে সম্পদ বাঞ্ছা করিয়াছেন, শ্রীভগবৎকৃপায় ইহলোকেই তাঁহাদের সেই সম্পত্তি প্রাপ্তি দেখা গেলেও উহা সর্বদোষবর্জিত। কারণ, সেই সকল সম্পত্তি শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক প্রেরিত। চক্ষু যেমন দৃষ্টি দ্বারা হিতাহিত জ্ঞাপন করে, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ পাণ্ডবদিগের হিতাহিত জ্ঞাপক। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ বিনা তাঁহাদের সেই সম্পদও সুখকরী হয় না।

গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তি যেমন তাহার বশীভূত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠার বশীভূত বলিয়া অন্য বস্তুতে তাঁহারা আগ্রহ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। যদিও তাঁহারা সর্ব-তত্ত্বানুভবী পরমার্থৈক-নিষ্ঠাগ্রস্ত, তথাপি তাঁহারা অবিচারে কোন কার্য করেন না। তাঁহাদের সমুদর কার্যই বিচারসঙ্গত এবং তাঁহাদের আচার-ব্যবহারই শাস্ত্ররূপে প্রসিদ্ধ।

১১৪। ত্রৈলোক্যব্যাপকং স্বচ্ছং যশশ্চ বিষয়াঃ পরে।
সুরাণাং স্পৃহণীয়া যে সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥

১১৫। কৃষ্ণপ্রসাদজনিতাঃ কৃষ্ণ এব সমর্পিতাঃ।
নাশকন্ কামপি প্রীতিং রাজ্ঞো জনয়িতুং ক্বচিৎ॥

মূলানুবাদ

১১৪-১১৫। ত্রিভুবনব্যাপী অমল যশোরাশি এবং অপরাপর বিষয় সকলও সর্বদোষবর্জিত; উহা দেবতাদিগের স্পৃহণীয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে স্বয়ং উপস্থিত এবং তাঁহাতেই সমর্পিত হইয়া থাকে। এজন্য সেই সকল বিষয় শ্রীযুধিষ্ঠিরের কোনরূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৪-১১৫। পরে অন্যেঽপি বিষয়াঃ স্রক্‌চন্দনাদ্যুপভোগদ্রব্যাণি; যে বিষয়াঃ স্পৃহণীয়া এব, ন তু লভ্যাঃ। পূর্ব্বং পারলৌকিক্যঃ সম্পদো দেবদুর্লভা ইত্যুক্তম্, ইদানীমৈহিক্যোঽপি দেবস্পৃহণীয়া ইত্যেবমপুনরুক্তার্থতা দ্রষ্টব্যা। স্পৃহণীয়ত্বে হেতুঃ;—সর্ব্বৈর্দ্দোষৈর্নশ্বরত্বাদিভির্বিবর্জ্জিতাঃ পরিত্যক্তাঃ; যতঃ কৃষ্ণপ্রসাদেন জনিতাঃ, ন তু স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতাঃ। ননু তথাপি বিষয়া বহ্ন্যুষ্ণতাবৎ সহজসর্ব্বদোষাশ্রয়া অনর্থকারিণ এব। সত্যং, ভগবৎসমর্পণেন বিষয়স্যাপ্যমৃতত্বশ্রবণাৎ। কিঞ্চিদপি দোষং কর্ত্তুং ন প্রভবন্তি, প্রত্যুত গুণানেব বহন্তীত্যাশয়েনাহ—কৃষ্ণ এব সম্যক্ নিষ্কামত্বাদিনাঽর্পিতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৪-১১৫। ইহলোকেও জম্বুদ্বীপের আধিপত্য এবং ত্রিভুবনব্যাপী অমল যশোরাশি ও সর্বদোষবর্জিত অপরাপর ভোগ্যবিষয় মাল্য-চন্দনাদি দেবতাগণেরও স্পৃহণীয়; কিন্তু প্রাপ্তব্য নহে। যদিও পূর্বে পারলৌকিক সম্পদ-বর্ণন প্রসঙ্গে 'দেবদুর্লভ' বলিয়াছেন, তথাপি ইদানীং ঐহিক সম্পদ-বর্ণন প্রসঙ্গেও "দেবগণের স্পৃহণীয়" বলিলেন, সুতরাং দ্বিরুক্তি হইল। আর দেবগণের স্পৃহণীয়ত্বের হেতু এই যে, ঐ সকল দ্রব্য নশ্বরত্বাদি সর্বদোষবর্জিত। কারণ, ঐ সকল সম্পদ শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে উপস্থিত হয়—স্বকর্মের দ্বারা উপার্জিত নহে।

যদি বলেন, তথাপি বিষয়, অগ্নি যেমন স্বভাবতঃ উষ্ণ, তদ্রূপ বিষয়সমূহ

স্বভাবতঃ সর্বদোষের আশ্রয় বলিয়া অনর্থকরী। একথা সত্য, কিন্তু সেই বিষয় শ্রীভগবানে অর্পিত হইলে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয় বলিয়া শুনা যায়, সুতরাং কিছুমাত্র দোষ থাকে না; বা অনর্থাদিও স্বীয়প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; প্রত্যুত উহা মহান্ গুণসমূহকে বহন করিয়া থাকে। এখানে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত বলিতে সম্যক্নিষ্কামত্ব অর্থাৎ কেবল শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত প্রীতিপূর্বক শ্রীভগবানে সমর্পণ বুঝিতে হইবে।

১১৬। কৃষ্ণপ্রেমাগ্নিদন্দহ্যমানান্তঃকরণস্য হি।
ক্ষুদগ্নিবিকলস্যেব বাসঃস্রক্চন্দনাদয়ঃ॥

মূলানুবাদ

১১৬। বস্ত্র, মাল্য ও চন্দনাদি বস্তুসকল যেরূপ ক্ষুধানল পীড়িত ব্যক্তির সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ঐ সকল বিষয়ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানলে দংদহ্যমান অন্তঃকরণ শ্রীযুধিষ্ঠিরের সুখ-সাধনে সমর্থ হয় না।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১১৬। তথাপি প্রীত্যুৎপাৎপাদনাশক্তৌ মুখ্যং হেত্বন্তরং দর্শয়িতুং কৃষ্ণসমর্পণ-ফলমেব বদন্ রাজানং বিশিনষ্টি—কৃষ্ণেতি। কৃষ্ণে যঃ প্রেমা স এব স্পর্শমাত্রেণাশেষমহাদোষরাশিদাহকত্বাৎ, তথা তদ্বতাং হৃদি বিরহাবসরে সন্তাপজনকত্বাৎ, সম্ভোগসময়েঽপি ভাবিবিরহশঙ্কয়া অন্তর্জ্বালকত্বাৎ। কিংবা পরমমহানন্দচরমকাষ্ঠা পরিণামরূপনিজসহজোত্তাপধর্ম্মেণাগ্নিতুল্যত্বাদগ্নিস্তেন দন্দহ্যমানমতিশয়েন ভৃশং দহ্যমানমন্তঃকরণং মনো যস্য তস্য; হি হেতৌ নিশ্চয়ে বা। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।২০।৪৫) শরদ্বর্ণনে—'আশ্লিষ্য সমশীতোষ্ণং প্রসূনবনমারুতম্। জনাস্তাপং জহুর্গোপ্যো ন কৃষ্ণ হৃতচেতসঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—শরৎকালীনপুষ্পিতবনবায়ু, মনুষ্য় সর্ব্বে জনাস্তাপং জহুর, গোপ্যস্তু তাপং ন জহুঃ। কুতঃ? কৃষ্ণেন হৃতানি চেতাংসি যাসাং তাঃ, কৃষ্ণপ্রেমাগ্নিগাঢ়দগ্ধত্বাৎ; অতএব মহাতাপমেব প্রাপুরিত্যুক্তং স্যাৎ। শরদাধিকং তৎপ্রেম্ণঃ উদ্দীপনাদিতি, তত্রাপ্যেবমূহ্যম্। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—ক্ষুদেবাগ্নিঃ সর্ব্বধাতুশোষকত্বাৎ, তেন বিকলস্য বিহ্বলস্য যথা স্বীকৃতা অপি বস্ত্রাদয়ো হর্ষং জনয়িতুং ন শক্নুবন্তি, অপি তু শোকমেব জনয়ন্তি। আদি-শব্দেন কলত্র-পুত্রাদয়ঃ। যথা তস্যান্নভোগেনৈব তচ্ছান্তিঃ সুখঞ্চ স্যাত্তথাস্য কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যৈব বিরহাগ্নিশান্তিঃ সুখঞ্চেতি দৃষ্টান্তেন ধ্বনিতম্! অথবা প্রীত্যুৎপাদনশক্ত্যভাবমাত্রে একাংশে দৃষ্টান্তোঽয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৬। তথাপি ভোগ্যবিষয়সকল কোনরূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না কেন? ইহার মুখ্য হেতু প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণফল উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বে রাজা শ্রীযুধিষ্ঠিরের বৈশিষ্ট্য দেখাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম, সেই

প্রেমের স্পর্শনমাত্র অশেষ মহাদোষরাশিও স্বতঃই বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য প্রেমকে অগ্নিতুল্য বলা হইয়াছে। আবার প্রেমবানেরও শ্রীকৃষ্ণবিরহের সময় সেই প্রেমই তাঁহার হৃদয়ে সন্তাপজনকত্ব হইয়া থাকে। আর সম্ভোগসময়েও ভাবি-বিরহ আশঙ্কায় মিলনসুখের অন্তর্ধান হয় বলিয়া কৃষ্ণপ্রেম সর্বদা অগ্নিতুল্য জ্বালাময়ী। কিংবা প্রেমবস্তু পরমানন্দের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ বলিয়া উহার পরিণামরূপও স্বীয় স্বাভাবিক উত্তাপ-ধর্মবিশিষ্ট অগ্নিতুল্য। অর্থাৎ এই প্রেমানন্দ যাঁহার অন্তঃকরণে উদয় হয়, তাঁহার হৃদয়ও সদা অগ্নির ন্যায় অতিশয় দংদহ্যমান হইয়া থাকে। এ বিষয়ে প্রমাণ দশমস্কন্ধে শরৎঋতুবর্ণনে ব্যক্ত হইয়াছে। "কুসুমিত কাননের সুবাসিত সমশীতোষ্ণ বায়ু সেবন করিয়া জনমাত্রই তাপ পরিত্যাগ করিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক-হৃতচিত্তা গোপীগণের তাপ দূর হইল না; বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল।" তাৎপর্য এই যে, শরৎকালীন পুষ্পিত-বন-বায়ু সেবনে সকলের তাপ শান্তি হইল, কিন্তু গোপিকা সকলের তাপ বৃদ্ধি হইল। কেন? যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়াছেন, সেই গোপীগণ কৃষ্ণপ্রেমাগ্নিতে গাঢ়ভাবে দগ্ধ-হেতু মহাতাপ প্রাপ্ত হইতেছিলেন। অর্থাৎ শারদীয় পুষ্পসুবাসে তাঁহাদের প্রেমাগ্নি আরও অধিকতর উদ্দীপিত হইয়াছিল। (এস্থলে অবশ্য সেই সকল লীলাদি উহ্য রহিল)। তাহার দৃষ্টান্ত—বস্ত্র ও মালা-চন্দনাদি বস্তুসকল যেরূপ ক্ষুধানল-সন্তপ্ত ব্যক্তির সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ ক্ষুধারূপ অগ্নি শরীরের সর্বধাতু শোষণ করে বলিয়া শরীর বিকল হইয়া যায়; তজ্জন্য স্বীকৃত বস্ত্র ও মাল্য-চন্দনাদিও হর্ষ জন্মাইতে পারে না, বরং শোক জন্মাইয়া থাকে। (আদি-শব্দে পুত্র-কলত্রাদিও গ্রহণীয়।) পরন্তু ক্ষুধানল-সন্তপ্ত ব্যক্তি যদি অন্ন ভোজন করিতে পায়; তবে তাহার জঠরাগ্নির শান্তি হয়। সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাগ্নিতে যাঁহারা দংদহ্যমান, তাঁহাদের নিকট ঐ সকল বিষয় সুখ-সম্পাদনে সমর্থ হয় না; পরন্তু তাঁহারা যদি শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়েন, তবেই বিরহাগ্নির জ্বালা হইতে শান্তি পাইতে পারেন বা সুখলাভ করিতে পারেন; ইহাই দৃষ্টান্তের ধ্বনিগম্য অর্থ। অথবা এই দৃষ্টান্ত প্রীতি-উৎপাদন শক্তির অভাবমাত্রের একাংশরূপে গ্রহণীয়।

সারশিক্ষা

১১৬। ভক্তের হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইলেই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবা-লাভের জন্য তাঁহার হৃদয়ে উদ্বেগ, দৈন্য, দুঃখ প্রভৃতি যে অসংখ্য বৃত্তির উদয় হয়, তাহা ভক্তিরসামৃতসিন্ধুরই তরঙ্গবিশেষ বলিয়া পরমানন্দময়। তথাপি বাহিরে নিদারুণ দুঃখভোগ প্রতিভাত হইয়া থাকে। আচ্ছা, ঐ বিরহ আনন্দময় হইলে তদাশ্রিত

ভক্তের দুঃখবোধ হয় কেন? ঐ বিরহ যে দুঃখরূপে প্রতীতি হয়, তাহার কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি ভাবনারূপ উপাধির বর্তমানতায় বিরহ প্রভৃতিকে দুঃখময় বোধ ঐ উপাধিরই। যেমন শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দাশ্রুকেও দর্শন-প্রতিবন্ধক বলিয়া ভক্তগণ ধিক্কার দেন। ইহা অনেকটা তপ্ত ইক্ষু চর্বণের ন্যায়। অর্থাৎ ইক্ষুরসের উষ্ণতানুভবে ত্যাগেচ্ছা হইলেও মাধুর্যরসাস্বাদনে সেই রস ত্যাগ করিতে দেয় না।

মিলনে যে আনন্দ, তাহা হর্ষাদিপ্রযুক্ত শীত। আর বিরহে বিষাদাদি-হেতু সেই আনন্দই উষ্ণ, অতএব বিষাদাদির উষ্ণস্বভাবে ত্যাগেচ্ছা হইলেও অন্তর্নিহিত মাধুর্যানুভববশতঃ ত্যাগ করিতে পারা যায় না।

১১৭। অহো! কিমপরে শ্রীমদ্দ্রৌপদী মহিষীবরা।
তাদৃশা ভ্রাতরঃ শ্রীমদ্ভীমসেনার্জ্জুনাদয়ঃ॥
১১৮। ন প্রিয়া দেহসম্বধান্ন চতুর্বর্গসাধনাৎ।
পরং শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জপ্রেমসম্বন্ধতঃ প্রিয়াঃ॥

মূলানুবাদ

১১৭-১১৮। অহো! অপরাপর বিষয়ের কথা আর কি বলিব? রমণীললামভূতা মহিষীশ্রেষ্ঠা শ্রীমতী দ্রৌপদী দেবী এবং নানাগুণরাজি সমলঙ্কৃত ভীমার্জুনাদি ভ্রাতৃবর্গও তাঁহার প্রিয় নহেন। তবে যে তাঁহাদিগের প্রতি প্রীতি দেখা যায়, তাহাও দেহসম্বন্ধপ্রযুক্ত নহে; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণপদকমলের প্রেমসম্বন্ধবশতঃ তাঁহারা প্রিয় হইয়াছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১১৭-১১৮। ননু তস্য দ্রৌপদ্যাং পত্ন্যাং ভ্রাতৃষ্বপি কনিষ্ঠেষু পরমা প্রীতির্বর্ত্ততে, তত্রাহ—অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। অপরে ধনভোগাদয়ো বান্ধবাদয়শ্চ তস্য প্রীতিং জনয়িতুং নাশকন্নিতি কিং বক্তব্যং, শ্রীমদ্দ্রৌপদ্যাদয়োঽপি নাশকন্নিত্যর্থঃ। যা চ কদাচিদন্যোন্যং তেষাং প্রীতির্দৃশ্যতে, সা চ ন দেহসম্বন্ধাদিনা, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধেনৈবেত্যাহ—নেতি। অথবা শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রিয়স্য তস্যাপরে প্রিয়া ন ভবন্তীতি কিং বক্তব্যং, দ্রৌপদ্যাদয়োঽপি দেহসম্বন্ধাদিনা ন প্রিয়া ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। মহিষীষু রাজপত্নীষু বরা শ্রেষ্ঠা সর্ব্বসদ্রূপগুণাদ্যলঙ্কৃতত্বাৎ; অতএব শ্রীমতী চাসৌ দ্রৌপদী চেতি তাদৃশা রূপগুণাদিভিরনির্ব্বচনীয়া, দেহসম্বন্ধাৎ পাণিগ্রহণজন্মাদিদৈহিকসম্বন্ধাদ্ধেতোঃ। চতুর্ব্বর্গস্য ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনাৎ সম্পাদনাদপি ন প্রিয়াঃ। তচ্চ 'মাতা তীর্থং পিতা তীর্থং ভার্য্যা তীর্থং তথৈব চ। পুত্রতীর্থম্' ইত্যাদি পদ্মপুরাণীয়বচনং তত্তদুপাখ্যানানুসারেণ ভার্য্যায়া দ্রৌপদ্যাঃ পুত্রতুল্যানাং কনিষ্ঠভ্রাতৃণামপি ভীমাদীনাং তীর্থত্বাৎ স্বত এব তত্তৎসাধনসামর্থ্যযোগাচ্চোহ্যম্। পরং কেবলং শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জয়োস্তেষাং প্রেম কিংবা তেষ্বেব তয়োঃ প্রেম তৎসম্বন্ধেনৈব। প্রিয়া ইতি পুনঃপ্রয়োগেণ কৃষ্ণপ্রেমসম্বন্ধাৎ প্রিয়ত্বাতিশয়ঃ সূচিতঃ। শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং হি পরস্পরং প্রিয়তাভক্তিস্বভাবেন তদ্বৃদ্ধয়ে তদ্রসাস্বাদন-মহাসুখায় বা ভবতীতি প্রসিদ্ধমেব। এবমেকস্যাপি গুণাঃ সর্ব্বেষ্বন্যেষ্বপি পর্য্যবস্যন্তীতি সর্ব্বেষামেব তেষাং

তত্তদুক্তমাহাত্ম্যং দ্রষ্টব্যম্, কনিষ্ঠানাং জ্যেষ্ঠানুবর্ত্তিত্বাৎ। অয়ং চ 'সম্পদঃ ক্রতবো লোকা মহিষী ভ্রাতরো মহী। জম্বুদ্বীপাধিপত্যঞ্চ যশশ্চ ত্রিদিবং গতম্॥ কিং তে কামাঃ সুরস্পার্হা মকুন্দমনসো দ্বিজ। অধিজহ্রুর্মুদং রাজ্ঞঃ ক্ষুধিতস্য যথেতরে॥' ইতি প্রথমস্কন্ধোক্ত (শ্রীভা ১।১২।৫-৬) শ্লোকদ্বয়ার্থস্য বিস্তরো জ্ঞেয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৭-১১৮। যদি বলেন, শ্রীযুধিষ্ঠিরের নিজপত্নী দ্রৌপদীর প্রতি ও ভীমার্জ্জুনাদি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গের প্রতি পরম প্রীতি দেখা যায় কেন? তাহাই 'অহো' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। বান্ধবাদি তাঁহার প্রীতি জন্মাইতে সক্ষম হয় না; অপরাপর ভোগ্য-ধন সম্পদাদির কথা কি বলিব? শ্রীমতী দ্রৌপদীও তাঁহার প্রীতি উৎপাদনে সমর্থা নহেন, তবে যে কদাচিৎ শ্রীদ্রৌপদীর প্রতি প্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও দেহাদি সম্বন্ধবশতঃ নহে; কিন্তু কেবল শ্রীকৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধবশতঃ। অথবা শ্রীকৃষ্ণৈক সম্বন্ধ ব্যতীত অপরাপর ভোগ্য বিষয় সকলের কথা কি বলিব, রমণীললামভূতা রাজমহিষীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সর্বসদ্রূপগুণালঙ্কৃতা শ্রীমতী দ্রৌপদী এবং তাদৃশ মহাগুণরাজি সমলঙ্কৃত ভীমার্জ্জুন ভ্রাতৃবর্গও তাঁহার প্রীতিপ্রদ নহেন। তবে যে কখন কখন তাঁহাদিগের প্রতি প্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও পাণিগ্রহণ-হেতু দেহসম্বন্ধ বা জন্মাদি দৈহিকসম্বন্ধপ্রযুক্ত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদিসম্পাদন জন্য নহে। অথবা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়, অপরে তাঁহাদিগের প্রিয় হইতে পারে না। "মাতা তীর্থ, পিতা তীর্থ, ভার্যা তীর্থ, পুত্র তীর্থ" ইত্যাদি পদ্মপুরাণীয় বচন এবং তত্তৎ উপাখ্যান অনুসারে ভার্যা দ্রৌপদী, পুত্রতুল্য ভীমার্জুনাদি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গ স্বতঃই তীর্থস্বরূপ। অতএব পরস্পরে তত্তৎ পুরুষার্থ সাধনের সহায় হইয়া থাকেন বটে; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত যে প্রীতি, তাহা দেহসম্বন্ধজ নহে; পরন্তু কেবল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে প্রেমসম্বন্ধবশতঃ কিংবা শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে পরস্পরে যে প্রীতি, সেই প্রীতি সম্বন্ধেই তাঁহার প্রিয়তা লক্ষিত হয়। এস্থলে 'প্রিয়াঃ' শব্দের পুনঃপ্রয়োগ-হেতু কৃষ্ণপ্রেমসম্বন্ধেই তাঁহাদের পরস্পরে প্রিয়ত্বাতিশয় সূচিত হইতেছে। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের মমতা বা প্রিয়তা ভক্তিস্বভাবেই সংঘটিত হইয়া থাকে। আর সেই স্বভাব হইতেই তাঁহাদের ভক্তিরস আস্বাদন বা মহাসুখ সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। এইপ্রকারে একের গুণ অপরে পর্যবসিত হয় বলিয়া কেবল শ্রীযুধিষ্ঠিরের মাহাত্ম্য-দৃষ্টে সকলের মাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য। আবার কনিষ্ঠও জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হয় বলিয়া জ্যেষ্ঠের গুণগ্রাম

কনিষ্ঠে পর্যবসিত হইতেছে। এতাদৃশ মহামহিমা প্রথমস্কন্ধেও উক্ত আছে—'মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরের সম্পদ, যজ্ঞ, যজ্ঞোপার্জিত সদ্গতি, স্ত্রী, ভ্রাতা এবং সসাগরা জম্বুদ্বীপেব আধিপত্য বিষয়ে স্বর্গের দেবতারাও প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই দেবদুর্লভ অতুল ঐশ্বর্য ধর্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিন্তা করিতেন। এ বিষয়ে অধিক কি বলিব, ক্ষুধিত ব্যক্তির মন যেমন অন্ন ভিন্ন কখন মাল্য-চন্দনাদি অন্য বিষয়ে ধাবিত হয় না, তদ্রূপ ধর্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজ্য-ঐশ্বর্যাদি কোনরূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।' ইহাকে আলোচ্য শ্লোকদ্বয়ের অভিপ্রেতার্থের বিস্তার বলা যাইতে পারে।

সারশিক্ষা

১১৭-১১৮। প্রেমলক্ষণাভক্তির প্রভাবে অন্য বিষয়ে মমতা থাকে না। কারণ, অন্য মমতা বর্জিতা শ্রীভগবানে যে প্রেমসংপ্লুতা মমতা, তাহাকেই প্রেমভক্তি বলে। এ বিষয়ে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার-কৃত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের কারিকা—"বিষ্ণৌ ভগবতি প্রেমসংপ্লুতা প্রেমরসব্যাপ্তা যা মমতা মমেয়মিতি ভাবঃ, সা ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণেতি ভীষ্মাদিভিস্তত্ত্ববিদ্ভিরুচ্যতে। কথম্ভূতা মমতা? ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ দেহ-গেহাদৌ মমতা সম্যক্, সা প্রেমলক্ষণৈব সুসিদ্ধা।" অর্থাৎ শ্রীভগবানে প্রেমরসময়ী যে মমতা, 'ইনি আমার'—এইরূপ যে ভাব, সেই ভাবময়ী ভক্তিই প্রেমলক্ষণা। ইহা কীদৃশী? যে মমতার আবির্ভাবে দেহ-গেহ অন্য কোন বস্তুতে মমতা থাকে না, যে মমতা শ্রীভগবানেই প্রেমসংপ্লুতা, ঈদৃশী মমতাই প্রেমলক্ষণা।

শ্রীভগবান আমার প্রভু, শ্রীভগবান আমার সখা, আমি তাঁহার দাস, আমি তাঁহার সখা—এই প্রকার সম্বন্ধ হইতে জাত হয় বলিয়া শ্রীভগবানে প্রীতি এবং ভগবদ্ভিন্ন বস্তুতে প্রীতির সংহার হয়। এইরূপ আনুকূল্যময়ভাব প্রীতির উৎপাদক বলিয়া মমতা-সংপৃক্ত ভাবের গাঢ় অবস্থাকে প্রীতি বলা হয় এবং এই প্রীতি দ্বিকোটিস্থ হইলে মমতা-সংপৃক্ত সেব্য-সেবক বা সখ্য অভিমান স্থায়ী হয়।

আবার পরস্পর পরমপ্রীতিবদ্ধ সজাতীয় ভক্তদের মধ্যে এক ভক্তে অন্য ভক্তের যে প্রীতি, তাহা শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতির পোষক বলিয়া ঐ প্রীতি শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী প্রীতি হইতেও অধিক উল্লাসদায়িনী হইয়া থাকে। এইস্থলে শ্রীপাণ্ডবগণের পরস্পর প্রীতি এই জাতীয় জানিতে হইবে।

১১৯। বানরেণ ময়া তেষাং নির্ব্বক্তুং শক্যতে কিয়ৎ।
মাহাত্ম্যং ভগবন্ বেত্তি ভবানেবাধিকাধিকম্॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভরনির্দ্ধারখণ্ডে
ভক্তো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

১১৯। হে ভগবন্! আমি বানর, পাণ্ডবগণের মাহাত্ম্য কি-ই বা জানি আর কি-ই বা বর্ণন করিবার শক্তি ধারণ করি? আপনি আমা অপেক্ষাও অধিক অধিক তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য বিদিত আছেন।

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে চতুর্থ অধ্যায়ে মূলানুবাদ সমাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৯। তেষাং পাণ্ডবানাং কিয়ন্মাহাত্ম্যং নির্ব্বক্তুং নিরূপয়িতুং শক্যতে, অপি তু কিঞ্চিদপি ন শক্যত এব। কুতঃ? বানরেণ অনুকৃত-বানরজাতিত্বাদিত্যর্থঃ। অতোঽলং তৎকথনেনেতি ভাবঃ। ননু তর্হি কথং ময়া জ্ঞেয়ং? তত্রাহ—ভগবন্! হে সর্ব্বজ্ঞবর! মদুক্তাদপ্যধিকং ততোঽপ্যধিকং ভবানেব জানাতি; তচ্চ দ্বারকাগমনোন্মুখ-শ্রীভগবতঃ প্রেমবোধনাদিকমুহ্যম্॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতটীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাং প্রথমখণ্ডে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

১১৯। পাণ্ডবগণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবার কি-বা শক্তি ধারণ করি? অর্থাৎ তাঁহাদিগের মাহাত্ম্য নিরূপণ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র শক্তি নাই। কেন? আমি বানর, অর্থাৎ বানরজাতি-সুলভ শক্তি ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি হইবে? ইহাই অলং। আচ্ছা তাহা হইলে আমি কিরূপে তাঁহাদের মহিমা অবগত হইব? হে ভগবন্! হে সর্বজ্ঞবর! আপনি মদুক্ত মহিমা অপেক্ষাও অধিকতর পাণ্ডবদিগের মাহাত্ম্য বিদিত আছেন। সম্প্রতি দ্বারকাগমনোন্মুখ শ্রীনারদের ভগবদ্-প্রবোধনাদির কথা উহ্য রহিল।

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে চতুর্থ অধ্যায়ে টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১। তত্র শ্রীনারদো হর্ষভরাক্রান্তঃ সনর্ত্তনম্।
কুরুদেশং গতো ধাবন্ রাজধান্যাং প্রবিষ্টবান্॥

২। তাবৎ কস্যাপি যাগস্য বিপৎপাতস্য বা মিষাৎ।
কৃষ্ণমানয্য পশ্যাম ইতি মন্ত্রয়তা স্বকৈঃ॥

৩। ধর্ম্মরাজেন তং দ্বারি তথা প্রাপ্তং মহামুনিম্।
নিশম্য ভ্রাতৃভির্মাত্রা পত্নীভিশ্চ সহোত্থিতম্॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন, অনন্তর শ্রীনারদ হর্ষভরে আক্রান্ত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে কুরুদেশ গমন করিলেন এবং দ্রুতগতিতে রাজা শ্রীযুধিষ্ঠিরের রাজধানী প্রবেশ করিলেন।

২-৩। তৎকালে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন যে, কোন যজ্ঞ বা বিপৎপাতের ছলে শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন করিয়া দর্শন করিব; কিন্তু ইত্যবসরে দ্বারপালের মুখে দ্বারদেশে মহামুনি শ্রীনারদের আগমনিবার্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ধর্মরাজ স্বয়ং ও মাতা, পত্নী ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

পঞ্চমে নিজমাহাত্ম্যং মুন্যুক্তং পাণ্ডবা যথা।
নিরস্যোচুর্যদুনাং তত্তথা তেঽপ্যুদ্ধবস্য তৎ॥

১। নর্ত্তনেন নৃত্যেন সহিতং যথা স্যাত্তথা ধাবন্ রাজধান্যাং শ্রীযুধিষ্ঠির-মহাপুর্য্যাং প্রাবিশৎ॥

২-৩। যাবদন্তঃ প্রবিশতি তাবদেব ধর্ম্মরাজেন শ্রীযুধিষ্ঠিরেণ, তথা তেন নর্ত্তনাদিপ্রকারেণ দ্বারি প্রাপ্তমাগতং তং নারদং নিশম্য দ্বারপালাধিকারিতঃ শ্রুত্বা

ভ্রাত্রাদিভিঃ সহ উত্থিতং মন্ত্রণাদাসনাদ্বেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কিং কুর্ব্বতা? স্বকৈর্ভ্রাত্রমাত্যাদিভিঃ সমং মন্ত্রয়তা। কিং কৃষ্ণমানায্য ভীমাদিপ্রেষণেন দ্বারকাতো হস্তিনাপুরমিদং প্রাপয্য পশ্যামঃ? ইত্যেতৎ। কথং কস্যচিদ্যাগস্য অশ্বমেধাদিযাগস্য বেতি তদর্থং শ্রীঘ্রগমনাসম্ভাবনয়া, পক্ষান্তরে বিপদাং দুষ্টারিকুলবিহিতাভি-ভবাদিরূপাণামাপদং পাতস্য পাতনস্য বিনাশনস্যেত্যর্থঃ। যদ্বা, অকস্মাদাগমনস্য তথাপি তন্নিরসনস্যেত্যেব এবার্থঃ পর্যবস্যতি। মিষাৎ ছলেন; বস্তুতস্তু তত্তদসম্ভাবেঽপি কেবলং শ্রীভগবদ্দর্শনার্থমেব তত্তদুদ্ভাবনাৎ। এবং ভেষামশ্বমেধাদিযজ্ঞবিধানং তত্তদাপদ্গণস্বীকরণঞ্চ সর্ব্বং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্শনলাভায়ৈবেতি ধ্বনিতম্। ইত্থং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণাপি তদাপদাং দ্বৈবিধ্যং বোদ্ধব্যম্। কতিচিত্তাস্তেষাং মাহাত্ম্যবিখ্যাপনায় ভগবতৈব প্রের্যন্তে, কতিচিচ্চ ভগবৎসন্দর্শনার্থং তৈরেব স্বয়মুত্থাপ্যন্ত ইতি। এবমন্যেষ্বপি ভক্তেষূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

পঞ্চম অধ্যায়ে পাণ্ডবগণ যেরূপ শ্রীনারদোক্ত নিজমাহাত্ম্য নিরসন করিয়া যদুগণের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, তদ্রূপ যদুগণও উদ্ধবের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন।

১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২-৩। শ্রীনারদ যখন নৃত্য করিতে করিতে অন্তঃপুরের দ্বারদেশে প্রবেশ করেন, তখন ধর্মরাজ শ্রীযুধিষ্ঠির নিজমাতা, ভ্রাতা, অমাত্য প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। কি মন্ত্রণা করিতেছিলেন? অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান কিংবা দুষ্ট অরিকুল কর্তৃক অভিভবাদিরূপ বিপৎপাতের ছলে ভীমাদি কাহাকেও প্রেরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দ্বারকা হইতে হস্তিনাপুরে আনয়নপূর্বক দর্শন করিব। কিন্তু অশ্বমেধাদি যজ্ঞের কথাতে তাঁহার শীঘ্র আগমন অসম্ভব। পক্ষান্তরে শত্রু কর্তৃক পরাভবের সংবাদ প্রেরণ করিলে তিনি সত্বর আগমন করিবেন। অকস্মাৎ দ্বারপালের মুখে নৃত্য সহকারে শ্রীনারদের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া ধর্মরাজ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য জননী, পত্নী ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত আসন হইতে উত্থিত হইলেন।

প্রকৃতপ্রস্তাবে তৎকালে পাণ্ডবগণের কোনপ্রকার যজ্ঞাদি প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল না; কিংবা কোনপ্রকার বিপদেরও আশঙ্কা ছিল না; তথাপি শ্রীভগবানকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের পরস্পর মন্ত্রণা বা উক্ত প্রকার উপায় উদ্ভাবনাদি জানিতে হইবে। আরও ধ্বনিত হইতেছে যে, তাঁহাদের অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা আপদসমূহের স্বীকরণাদি ব্যাপার কেবল শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত।

অতএব পূর্বোক্তপ্রকারের আপদসমূহও দুইপ্রকার; কতকগুলি আপদ্ জগতে তাঁহাদের মহিমা বিখ্যাপনের জন্য ভগবৎপ্রেরিত; আর কতকগুলি আপদ তাঁহাদের ইচ্ছাকৃত অর্থাৎ শ্রীভগবানকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিজেরা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এস্থলে কিন্তু অন্য ভক্ত সম্বন্ধে তাদৃশ আপদসমূহের কথা প্রচ্ছন্ন রহিল।

সারশিক্ষা

২-৩। ভক্তিপূর্বক শ্রীভগবানে দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা সমর্পণ করিলে কি প্রারব্ধ কি অপ্রারব্ধ কিছুই থাকে না। আচ্ছা, প্রারব্ধক্ষয়ে দেহপাত হয় না কেন? ভক্তিসহায়ক অন্যান্য কর্ম বর্তমান থাকে বলিয়া প্রারব্ধনাশেও দেহপাত হয় না। পরন্তু ভক্তিসহায়ক সুখকে ভক্তির আনুসঙ্গিক ফল এবং দুঃখকে কোথাও ভগবৎপ্রদত্ত, কোথাও বা বৈষ্ণবাপরাধাদির ফল বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে; ইহা কিন্তু সাধক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

৪। সসম্ভ্রমং ধাবতা তু সোঽভিগম্য প্রণম্য চ।
সভামানীয় সৎপীঠে প্রযত্নাদুপবেশিতঃ॥
৫। রাজ্ঞা পূজার্থমানীতৈঃ পূর্ব্ববদ্দ্রব্যসঞ্চয়ৈঃ।
মাতস্ত্বচ্ছ্বশুরানেব সভৃত্যানর্চ্চয়ৎ স তান্॥

মূলানুবাদ

৪-৫। ধর্মরাজ সসম্ভ্রমে ধাবমান হইয়া মহামুনিকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়ন পূর্বক প্রযত্ন সহকারে উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন। অতঃপর ধর্মরাজ পূর্ববৎ শ্রীনারদের পূজার নিমিত্ত যে সমস্ত দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করিয়াছিলেন, হে মাতঃ! মুনিবর সেই সকল দ্রব্য দ্বারা আপনার শ্বশুর শ্রীযুধিষ্ঠিরাদিকে ভৃত্যদিগের সহিত পূজা করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪-৫। স চ নারদঃ অভিগম্য পুরোভূয় গৃহীত্বা; প্রণম্য সাষ্টাঙ্গং নত্বা। ধর্ম্মারাজেনেত্যনুবর্ত্তত এব তথাপি রাজ্ঞেতি পুনঃপ্রয়োগো বিচিত্রাসংখ্যপূজা-দ্রব্যসদ্যঃসম্পাদনশক্তিবোধনার্থম। যথাপূর্ব্বং মহামুনেঃ পূজার্থমানীতৈরেব ন তু সমর্পিতৈঃ। যাবত্তে তৈস্তস্য পূজাং কর্ত্তুমারভেরন্ তাবদেবেত্যর্থঃ। তান্ যুধিষ্ঠিরাদীন্ ভৃত্যসহিতান্ স মহামুনিরর্চ্চয়ৎ পূজয়ামাস। ত্বচ্ছ্বশুরানিতি তেষাং সম্বন্ধেন তস্যা অপি তাদৃশং মাহাত্ম্যং ধ্বনয়তি। হে মাতরিতি পরমাশ্চর্য্যেণ সম্বোধনম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪-৫। শ্রীযুধিষ্ঠির সসম্ভ্রমে ধাবমান হইয়া শ্রীনারদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীনারদও তাঁহাকে অনুবর্তন করিলেন। অনন্তর পূর্ববৎ মহামুনির পূজার জন্য দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করাইলেন। তথাপি এস্থলে 'রাজ্ঞা'-শব্দ পুনঃপ্রয়োগের দ্বারা তাঁহার তৎক্ষণাৎ বিচিত্র বিচিত্র অসংখ্য পূজাদ্রব্য-সম্পাদন-শক্তি বুঝাইতেছে। রাজা পূজার দ্রব্যসকল আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সমর্পণ করেন নাই। সেই সমানীত দ্রব্যসকল দ্বারা রাজা যখন মুনিবরকে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন হে মাতঃ! (পরমাশ্চর্যান্বিত হইয়া সম্বোধন করিলেন) শ্রীনারদ সেই সকল দ্রব্য দ্বারা যুধিষ্ঠিরাদি আপনার শ্বশুরদিগকে ভৃত্যবর্গের সহিত পূজা করিলেন। 'আপনার শ্বশুর' এই সম্বন্ধ-হেতু আপনারও তাদৃশ মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে।

৬। হনূমদ্‌গদিতং তেষু কৃষ্ণানুগ্রহবৈভবম্।
মুহুঃ সংকীর্ত্তয়ামাস বীণাগীত বিভূষিতম্॥

শ্রীনারদ উবাচ—

৭। যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা,
যেষাং প্রিয়োঽসৌ জগদীশ্বরেশঃ।
দেবো গুরুর্ব্বন্ধুষু মাতুলেয়ো,
দূতঃ সুহৃৎ সারথিরুক্তিতন্ত্রঃ॥

মূলানুবাদ

৬। পাণ্ডবদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহবৈভব শ্রীহনুমান যেরূপ বলিয়াছিলেন, শ্রীনারদ বীণাগীত দ্বারা বিভূষিত করিয়া তাহাই বারংবার পরম মধুর প্রকারে সংকীর্তন করিতে লাগিলেন।

৭। শ্রীনারদ বলিলেন, এই নরলোকে আপনারাই ভূরিভাগ্যবান্, কারণ, জগদীশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগের প্রিয়, ইষ্টদেবতা, গুরু, বান্ধবগণের মধ্যে মাতুলেয়, দূত, সারথি, সুহৃৎ ও আজ্ঞাধীন সেবক।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬। তেষু পাণ্ডবেষু যঃ কৃষ্ণস্যানুগ্রহস্তস্য বৈভবং বিস্তারং মহত্ত্বং বা। বীণাগীতেন বিভূষিতং যথা স্যাত্তথা বীণাং মধ্যে মধ্যে বাদয়ন্ তয়া তদ্‌গায়ংশ্চ পরম-মধুর-প্রকারেণ সঙ্কীর্ত্তয়ামাসেত্যর্থঃ॥

৭। তদেবাহ—যূয়মিত্যাদিনা ভবতাং কৃতে পরমিত্যন্তেন। নৃলোক ইতি মহাভোগৈশ্বর্যাস্পদস্বর্গাদৌ বৈরাগ্যাদ্যভাবেন স্বত এব ভগবদনুগ্রহবিশেষ-প্রাপ্ত্যযোগাৎ। ভূরির্ম্মহত্তাপরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তঃ ভাগঃ ভগবদনুগ্রহভরপ্রাপকভক্তি-বিশেষলক্ষণং ভাগধেয়ং ভজনমেব বা। যদ্বা, ভগবদনুগ্রহবিশেষে অংশো যেষাং তে। তত্র হেতুঃ—যেষাং যুষ্মাকমসৌ শ্রীদেবকীনন্দনঃ প্রিয়ঃ প্রিয়তাবিষয়ঃ। কথম্ভূতোঽসৌ? জগদীশ্বরাণাং ব্রহ্মরুদ্রাদীনামপীশঃ নিয়ন্তা, অনেন ভূরিভাগত্বমেব সাধিতম্। কিঞ্চ, ন কেবলং প্রিয় এব, দেবশ্চ নিত্যোপাস্যঃ সর্ব্বাপৎসু রক্ষক ইত্যর্থঃ। গুরুশ্চ সাক্ষাৎ সর্ব্বোপদেশকর্ত্তা। বন্ধুষু জন্মাদিসম্বন্ধবদ্ধেষু বান্ধবেষু

মধ্যে বর্ত্তমানশ্চ বন্ধুরিত্যর্থঃ। তত্রাপি মাতুলেয়ঃ লোকে মাতুলেয়পৈতৃস্বসেয়-ভ্রাতৃণামন্যোন্যং সৌহৃদবিশেষদর্শনাৎ পরমস্নেহবিষয় ইত্যর্থঃ। যদ্বা, বন্ধুষু মধ্যে মাতুলেয়ো মাতৃসম্বন্ধেন পরমস্নিগ্ধ ইত্যর্থঃ। দূতশ্চ উপপ্লবাখ্যবিরাট-নগরাদ্ধস্তিনাপুরে দুর্য্যোধন-সদসি প্রেষণাৎ; সুহৃচ্চ প্রত্যুপকারানপেক্ষকতয়া নিরুপাধিপরমহিতাচরণপরঃ; সারথিশ্চ ভারতযুদ্ধাদাবর্জ্জনস্য রথযোজনাশ্ব-গ্রহণাদিনা। উক্তিতন্ত্রশ্চ বচনপ্রতিপালনপরঃ; 'উভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।' (শ্রীগী-১।২১) ইত্যাদ্যর্জ্জুনবচসেতস্ততঃ সদ্যো রথনয়নাৎ যদ্বা, এবমুক্তিতন্ত্র ইত্যুপসংহারঃ; যদ্বা, কিমন্যদ্বহু বক্তব্যং, উক্তিতন্ত্রোঽপি। যদা ভবন্তো যদাজ্ঞাপয়ন্তি, তদৈব তদা স ইব নিষ্পাদয়তীত্যর্থঃ। অথবা উক্তিতন্ত্রশব্দেন সেবক এবোচ্যতে, স্পষ্টতয়া তথানুক্তিশ্চ শ্রবণকটুকত্বাৎ। ততশ্চৈবং হনূমদুক্তসেবন-বীরাসনাদিকমপি সূচিতং ভবতি; এবং দেবত্বাদিনা প্রিয়ত্বমেব সাধিতমিত্যপি জ্ঞেয়ম্; যদ্বা, প্রিয় ইত্যস্য সর্ব্বৈর্ণেবান্বয়ঃ, ততশ্চ প্রিয়ো দেবঃ ইষ্টদেবতা প্রেমভরেণ নিত্যমুপাস্য ইত্যাদিকং যথাযথমুহ্যম্; এবমর্জ্জুনাদিসেবিত-শ্রীরুদ্রদ্রোণাদিব্যবচ্ছেদো দ্রষ্টব্যঃ। প্রিয়ত্বঞ্চ সর্ব্বত্রেবান্তর্ভূতমিতি পরমপ্রিয়তা-বিষয়ত্বঞ্চ স্বত এব সিধ্যেদিতি দিক্। অয়ং ভাবঃ;—ব্রহ্ম-রুদ্রাদীনাং কেবলমীশ্বর এব যুষ্মাকং চ প্রিয় ইত্যাদিরূপঃ। যদ্বা, নিয়ন্তৃত্বাত্তৈঃ কেবলমীশ্বরত্বেনোপাস্যতে, যুষ্মাকন্তু প্রিয়ো দেবস্তথাপি গুরুঃ; এবমগ্রেঽপি, অতস্তেভ্যোঽপি যূয়ং শ্রেষ্ঠা ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৭। 'তাহাই যূয়ং' ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া 'ভবতাং কৃতে পরম্' পর্যন্ত প্রপঞ্চিত হইয়াছে। নৃলোকে আপনারাই ভাগ্যবান! এস্থলে 'নৃলোক'-শব্দ প্রয়োগ-হেতু কেহ যেন মনে না করেন, "ইঁহারা কেবল নৃলোকেই ভূরিভাগ্যবন্ত, পরন্তু স্বর্গাদিলোকে ইঁহাদের অপেক্ষাও ভাগ্যবান আছেন।" তাই বলিতেছেন, মহাভোগ ও ঐশ্বর্যের আস্পদ স্বর্গাদিলোকে বৈরাগ্যাদির অভাব-হেতু স্বভাবতঃই ভগবদনুগ্রহবিশেষ প্রাপ্তির উপযোগিতা নাই। 'ভূরিভাগ্য' পদের ভূরি' শব্দের অর্থ মহৎ বা পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত এবং 'ভাগ্য' শব্দের অর্থ যাহার দ্বারা পূর্ণ ভগবৎকৃপা পাওয়া যায়, তাদৃশ ভক্তিলক্ষণাত্মক ভাগ্য বা ভগবদ্ভজনই ভাগ্য। অতএব সেই

ভগবৎকৃপাপ্রাপক-ভক্তিবিশেষ লক্ষণাত্মক ভাগ্যের পরাকাষ্ঠার নাম ভূরিভাগ্য। অথবা ভূরিভাগ্য-পদের তাৎপর্য এই যে, শ্রীভগবানের অনুগ্রহবিশেষে যাঁহাদের অংশ আছে, বা যাঁহারা ভগবদনুগ্রহের অংশীদার, সেই পাণ্ডবগণই ভূরিভাগ্যবান। তাহার হেতু নির্দেশ করিতেছেন, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীদেবকীনন্দন আপনাদের প্রিয়। ইহা দ্বারা পাণ্ডবগণের ভূরিভাগ্যত্ব সাধিত হইল। আরও বলিতেছেন, তিনি আপনাদিগের কেবল প্রিয় নহেন, পরন্তু দেবতা, গুরু ও বান্ধব। 'দেবতা' বলিতে নিত্য উপাস্য এবং সর্ব আপদের রক্ষক। আর 'গুরু' বলিতে সাক্ষাৎ সর্ববিধ উপদেশকর্তা। 'বান্ধব' বলিতে জন্মাদি সম্বন্ধ-হেতু বান্ধবগণের মধ্যে মাতুলের বা মাতৃসম্বন্ধে কুটুম্ব। অর্থাৎ মাতা যেমন পরম স্নেহময়ী, তিনিও তদ্রূপ পরম স্নিগ্ধ। আর বন্ধুশব্দেও জন্মাদি সম্বন্ধ বন্ধনের মধ্যে যিনি বর্তমান বন্ধু এবং তাদৃশ বন্ধুর মধ্যেও মাতুলেয় বা পিতৃস্বসেয়। এতদ্দ্বারা ভ্রাতৃবৎ পরস্পরের সৌহার্দবিশেষ প্রদর্শন-হেতু পরম স্নেহের ভাজনও উক্ত হইল। তিনি আবার আপনাদের দূত; কেননা, তিনি আপনাদের পক্ষের দূতরূপে উপপ্লবাখ্য বিরাটনগর হইতে হস্তিনাপুরে দুর্যোধন-সদনে প্রেরিত হইয়াছিলেন তিনি আপনাদের সুহৃৎ; কারণ, প্রত্যুপকারের অপেক্ষা না করিয়াই নির্হেতুভাবে পরম হিতাচরণ করেন। তিনি আপনাদের সারথি, যেমন ভারতযুদ্ধে অর্জুনের রথে অশ্ব-বল্গা ধারণ করিয়া রথ পরিচালনা করিয়াছিলেন। তিনি আপনাদের 'উক্তিতন্ত্র' অর্থাৎ বচনাধীন সেবক বা বচন-প্রতিপালনপরায়ণ সেবক। যেহেতু, যুদ্ধের সময় শ্রীঅর্জুন বলিয়াছিলেন, "হে অচ্যুত! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপনা কর।" এইপ্রকার আদেশমাত্রেই শ্রীকৃষ্ণ যথাস্থানে রথ স্থাপন করিলেন। এই এইপ্রকার বচনাধীন সেবকের কথার উপসংহারে বলিতেছেন, অধিক আর কি বলিব, তিনি আপনাদের আজ্ঞাবহ সেবক। যেহেতু, আপনারা যখন যেরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ প্রতিপালন করিয়াছেন। অথবা 'উক্তিতন্ত্র'-শব্দে সেবককে বুঝায়। কিন্তু এই সেবক-শব্দ নিতান্ত শ্রুতিকটু হয় বলিয়া স্পষ্টরূপে সেবক-শব্দের উল্লেখ না করিয়া 'উক্তিতন্ত্র'-শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা শ্রীহনূমদুক্ত সেবক ও বীরাসনাদির কথাও সূচিত হইয়াছে। এইপ্রকারে মূলের 'দেবো গুরু' ইত্যাদি বাক্যেও প্রিয়ত্ব সাধিত হইয়াছে জানিতে হইবে। অথবা এই 'প্রিয়' শব্দ সর্বপদের সহিত অন্বয় করিয়া অর্থ করিতে হইবে। যেমন প্রিয়দেবতা, প্রিয়গুরু ইত্যাদি; 'প্রিয়দেবতা' বলিতে প্রিয় ইষ্টদেবতা, যিনি প্রেমভরে নিত্য উপাস্য। এইপ্রকারে শ্রীঅর্জুনাদি-কর্তৃক সেবিত দেবতা-শ্রীরুদ্র এবং গুরু শ্রীদ্রোণাচার্যাদির ব্যবচ্ছেদ দেখান হইল। অর্থাৎ পাণ্ডবগণ কার্যগতিকে

শ্রীরুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছেন, এবং শ্রীদ্রোণাচার্যকে গুরুরূপে সম্মান করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীরুদ্র অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রিয় ইষ্টদেবতা এবং শ্রীদ্রোণাচার্য অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের প্রিয় গুরু ইত্যাদি। এইপ্রকারে 'প্রিয়'-শব্দ সর্বপদের সহিত অন্বয় করিলে, ইহাই স্বভাবতঃ সিদ্ধ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহাদের সর্বপ্রকারে পরম প্রিয়। ফলিতার্থ এই যে, ব্রহ্মা-রুদ্রাদি কেবল ঈশ্বর, আর ইনি (শ্রীদেবকীনন্দন) আপনাদিগের প্রিয় ঈশ্বর, অথবা ব্রহ্মা-রুদ্রাদি কেবল নিয়ন্তারূপে (ঈশ্বররূপে) উপাস্য। আর ইনি প্রিয় ইষ্টদেবরূপে উপাস্য। আর তাহা অপেক্ষাও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ এই যে, ইনি গুরু। এইপ্রকার পূর্বেই সমস্ত বিচার হইয়া গিয়াছে। অতএব তাঁহাদের হইতেও আপনারা ভূরিভাগ্যবন্ত।

৮। যো ব্রহ্মরুদ্রাদিসমাধিদুর্লভো,
বেদোক্তিতাৎপর্য্যবিশেষগোচরঃ।
শ্রীমান্ নৃসিংহঃ কিল বামনশ্চ,
শ্রীরাঘবেন্দ্রোঽপি যদংশরূপঃ॥

মূলানুবাদ

৮। যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণের সমাধিদুর্লভ, যিনি বেদের তাৎপর্য-বিশেষের বিষয়ীভূত, শ্রীমান্ নৃসিংহ, বামন ও শ্রীরাঘবেন্দ্র যাঁহার অংশরূপ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮। ননু শ্রীদেবকীনন্দনস্য প্রিয়ত্বাদিনা অস্মাকং মাহাত্ম্যং তদা ভবতি। যদ্যসৌ নিগূঢ়ো দুর্লভতরঃ স্যাৎ, স চাস্মাদৃশানাং গৃহেষু সদা সুলভঃ সম্বন্ধীতি কিমিত্যাতিস্তুতিঃ ক্রিয়তে? ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাত্যন্তদৌর্লভ্যাদিপরমমহিমানমাহ—য ইত্যাদিনা চিত্রতাচিন্তেত্যন্তেন গ্রন্থেন। তত্রাদৌ পরমদুর্লভত্বং দর্শয়তি—শ্লোকার্দ্ধেন; ব্রহ্ম-রুদ্রাদীনাং সমাধাবপি দুর্লভঃ। কুতঃ? বেদানামুক্তয়ো বচনানি তেষামপি যত্তাৎপর্যং ন তু সাক্ষাদ্বৃত্তিঃ, তস্যাপি বিশেষঃ কোঽপি সারাংশঃ তস্যৈব গোচরঃ, ন তু অতন্নিরসনদ্বারা ব্রহ্মবত্তাৎপর্যমাত্রস্য বিষয় ইত্যর্থঃ, শ্রীকৃষ্ণস্য মধুর-মধুরসচ্চিদানন্দঘনরূপত্বাৎ। ননু তর্হি শ্রীনৃসিংহদয়োঽপীদৃশা এবেত্যাশঙ্ক্য তেভ্যোঽপি বৈশিষ্ট্যমাহ—শ্রীমানিতি পাদত্রয়েণঃ শ্রীমানিত্যনেন নৃসিংহস্য পরমভয়ঙ্কররূপত্বেঽপি তথা বামনস্য হ্রস্বত্বেঽপি পরমবিচিত্রশোভোদ্দিষ্টা। অয়মর্থঃ—স্বভক্তবাৎসল্যাত্তাদৃশরূপত্বেন স্তম্ভমধ্যাদাবির্ভূতো নৃসিংহদেবস্তথা পাদদ্বয়াক্রান্তত্রৈলোক্যঃ বলয়ে বিশ্বরূপপ্রদর্শকস্ত্রিবিক্রমো বামনশ্চ। তথা সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীরাঘবেন্দ্রঃ শ্রীরামচন্দ্রোঽপি যস্য দেবকীনন্দনস্য অংশরূপঃ অবতারতুল্যঃ, সাক্ষাদ্ ভগবত্ত্বেঽপ্যনাবিষ্কৃতাশেষপারমৈশ্বর্য্যত্বেন অবতারবৎ প্রতীতেঃ। কিলেতি, 'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।' (শ্রীভা ১।৩।২৮) ইত্যাদি প্রসিদ্ধং প্রমাণয়তি; ইত্থং শ্রীনৃসিংহ-শ্রীবামন-রঘুনাথসেবকেভ্যঃ শ্রীপ্রহ্লাদ-বলি-হনূমদ্ভ্যোঽপি পাণ্ডবানাং মাহাত্ম্যং সুসিদ্ধম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮। আচ্ছা, শ্রীদেবকীনন্দনের প্রিয়ত্বাদি দ্বারা না হয় আমাদের মাহাত্ম্য সিদ্ধ হইল; কিন্তু তাহা হইলেও তিনি ত' অতি নিগূঢ় ও দুর্লভতর পরব্রহ্মস্বরূপ।

অতএব আমাদের মত মনুষ্যের গৃহে তিনি সদা সুলভ হইবেন কিরূপে? অতএব ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আপনি আমাদের অতি স্তুতি করিতেছেন। এই প্রকার প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া শ্রীনারদ প্রথমতঃ শ্রীদেবকীনন্দনের পরমদুর্লভত্বাদি প্রদর্শন করিতেছেন। যিনি ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণের সমাধিদুর্লভ। কেন? তিনি কেবল বেদবাক্য তাৎপর্যবিশেষের বিষয়ীভূত; কিন্তু সাক্ষাৎবৃত্তিতে নহে, অর্থাৎ তিনি বেদবাক্যসমূহের তাৎপর্য-বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মাদির অনুভবের বিষয় হয়েন; কিন্তু সাক্ষাৎবৃত্তিতে বেদেরও অগোচর। কারণ, বেদবাক্য সকলের অতন্নিরসনক্রমে ব্রহ্মবৎ চিন্মাত্র সত্তায় পর্যবসিত হয়। পরন্তু এই দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরমমধুর সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ। (ব্রহ্মের ন্যায় চিন্মাত্রসত্তা নহেন) সুতরাং ইনি বেদের সাক্ষাৎবৃত্তির গোচরীভূত নহেন। যদি বলেন, তাহা হইলে শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবামন প্রভৃতিও কি ঈদৃশ তাৎপর্যবিশিষ্ট? এই আশঙ্কায় তত্তৎ শ্রীমূর্তি অপেক্ষা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের জন্য পাদত্রয়ে বলিতেছেন—শ্রীমান ইত্যাদি। শ্রীমান নৃসিংহ, শ্রীবামন ও শ্রীরাঘবেন্দ্রও ইঁহারই অংশভূত, সুতরাং তাঁহারাও সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ; কিন্তু তাঁহাদের অপেক্ষাও ইঁহার বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন শ্রীমান্ নৃসিংহ পরমভয়ঙ্কররূপত্বেও পরমবিচিত্র শোভাসম্পন্ন। তথা শ্রীবামনদেব পরমহ্রস্বত্বেও পরমবিচিত্র শোভাশালী। তাৎপর্য এই যে, শ্রীনৃসিংহদেব স্বভক্তের প্রতি বাৎসল্যভরে তাদৃশ রূপত্বেই স্তম্ভমধ্যাদি হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর শ্রীবামনদেবও নিজভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া দ্বিপদে ত্রৈলোক্য আক্রমণপূর্বক বিশ্বরূপ-প্রদর্শক ত্রিবিক্রমমূর্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আর সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও শ্রীদেবকীনন্দনের অংশরূপ অবতার। যদিও শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান, তথাপি তিনি সেই অবতারে নিজের অশেষ পরমৈশ্বর্য প্রকাশ করেন নাই বলিয়া অবতারবৎ প্রতীত। শ্রীকৃষ্ণের সর্বাবতারিত্ব যথা—'পূর্বোক্ত অবতারসকল পুরুষোত্তমের অংশ বা কলা; কিন্তু সর্বশক্তিত্ব-হেতু শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান।' ইত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রমাণমূলে শ্রীনৃসিংহ, শ্রীবামন ও শ্রীরঘুনাথের সেবক যথাক্রমে শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীবলি ও শ্রীহনুমান হইতেও শ্রীকৃষ্ণসেবক পাণ্ডবগণের মাহাত্ম্য সুসিদ্ধ হইল।

সারশিক্ষা

৮। শ্রীকৃষ্ণ কৃপাবশতঃ স্বয়ং অথবা অংশদ্বারা বিশ্বকার্য নির্বাহ জন্য নূতনের ন্যায় আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে অবতার বলা হয়।

অন্যান্য অবতার যেরূপ জগতে অবতরণ করিয়া থাকেন, স্বয়ংভগবান

শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ জগতে প্রকট হইয়া থাকেন। অতএব অন্যান্য অবতারের সহিত আবির্ভাবাংশে কোনরূপ পার্থক্য থাকে না বলিয়া সর্বাবতারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও অবতার মধ্যে পরিকীর্তিত হইয়া থাকেন।

এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনৃসিংহরূপ আবির্ভাবে প্রভাবাতিশয়ের আধিক্য এবং শ্রীরামচন্দ্ররূপে মাধুর্যাতিশয়ের আধিক্য আবিষ্কার হওয়ায়, শ্রীনৃসিংহ হইতে শ্রীরামচন্দ্রে ভগবত্তার বিকাশ অধিক দেখা যায়। আবার শ্রীদেবকীনন্দনরূপে মাধুর্যের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহাতে ভগবত্তার চরমবিকাশ দেখা যায়। অতএব অবতার ও অবতারীর মধ্যে ঈশ্বরত্বের কোন ভেদ না থাকিলেও শক্তি বা মাধুর্যবিকাশের তারতম্য-হেতু অবতার ও অবতারীত্ব সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবতে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই বাক্যে শ্রীকৃষ্ণেরই সর্বাবতারিত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে এবং ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিজ্ঞাবাক্য বা অর্থ নির্ণয়ক পরিভাষা। এই নিগূঢ় তত্ত্ব সুচারুরূপে পরিচয় করাইবার জন্য অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপের উল্লেখপূর্বক বলিলেন—'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ' এই বাক্যে গ্রন্থ-প্রতিপাদিত অবতার সকলকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া পরিভাষারূপ বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্যান্য অবতারকে পুরুষের অংশরূপে নির্দেশ করিলেন। আর প্রতিজ্ঞাবাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অন্য সকল অবতার হইতে স্বতন্ত্র করিয়া তাঁহাকেই গ্রন্থের মুখ্য পতিপাদ্যরূপে নিশ্চয় করিলেন। যে বাক্যদ্বারা সাধ্যবস্তু নির্দেশ করা হয়, তাহাকে প্রতিজ্ঞা-বাক্য বলে। আর যে বাক্য অনিয়মিত বাক্য সকলকে কোন নিয়ম দ্বারা শৃঙ্খলিত করে, তাহার নাম পরিভাষা। এইজন্য শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই পরিভাষা-বাক্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা-বিরোধী-বাক্যসকল নিরসন করিবার জন্য বারংবার এই বাক্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, পরিভাষারূপে ইহার সর্বত্র গতি। অর্থাৎ অন্যান্য বাক্য শাসিত হইয়া থাকে।

৯। অন্যেঽবতারাশ্চ যদংশলেশতো,
ব্রহ্মাদয়ো যস্য বিভূতয়ো মতাঃ।
মায়া চ যস্যেক্ষণবর্ত্মবর্ত্তিনী,
দাসী জগৎসৃষ্ট্যবনান্তকারিণী॥

মূলানুবাদ

৯। অন্যান্য অবতারসকল যাঁহার অংশলেশ, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁহার বিভূতি, জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী মায়া যাঁহার ঈক্ষণপথবর্তিনী।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯। অন্যে মৎস্য-কূর্ম্মাদয়ো যস্য অংশতস্তল্লেশতশ্চ পৃথ্বাদয় ইতি জ্ঞেয়ম্; অতো ব্রহ্মাদয়োঽপি যস্য দেবকীনন্দনস্য বিভূতয়ঃ বৈভবরূপাঃ সেবকা ইত্যর্থঃ ন তু লীলাবতারা মতাঃ শাস্ত্রতত্ত্ববিদ্ভিঃ। যথোক্তং নারদং প্রতি ব্রহ্মণৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ২।৬।৪৩-৪৬)—'অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা, দক্ষাদয়ো যে ভবেদাদয়শ্চ। স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালা, নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ॥ গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণেশা, যে যক্ষরক্ষোরগনাগনাথাঃ। যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং, দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ॥ অন্যে চ যে প্রেত-পিশাচভূত, কুষ্মাণ্ড-যাদোমৃগপক্ষ্যধীশাঃ। যৎকিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃসহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ। শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং, তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্॥ প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি, লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ। আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষান্, অনুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্॥' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈঃ—'অহং ব্রহ্মা, ভবঃ শ্রীরুদ্রঃ, যজ্ঞো বিষ্ণুঃ, দক্ষাদয়ো যে ইমে প্রজেশাঃ, ভবদাদয়শ্চ নৈষ্ঠিকাঃ, তললোকপালাঃ পাতালাধিপতয়ঃ, গন্ধর্বাদীনামীশাঃ, যক্ষাদীনাং নাথাঃ রক্ষোরগেতি সন্ধিরার্ষঃ; ঋষীণাং পিতৃণাঞ্চ শ্রেষ্ঠাঃ; প্রেতাদীনামধীশাঃ, কিং বহুনা, যৎ কিঞ্চিৎ ভগবদাদি তৎ সর্ব্বং পরমং তত্ত্বং তদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ। তত্র ভগবদৈশ্বর্য্যযুক্তং, মহস্বত্তেজোযুক্তং ওজঃসহসী ইন্দ্রিয়মনঃশক্তী তদ্‌যুক্তম্; বলং দার্ঢ্যং তদ্‌যুক্তম্, শ্রীঃ শোভা, হ্রীরকর্ম্মজুগুপ্সা, বিভূতিঃ সম্পত্তিঃ, আত্মা বুদ্ধিস্তদ্‌যুক্তম্, অর্ণো বর্ণঃ, অদ্ভুতার্ণম্ আশ্চর্য্যবর্ণমিত্যর্থঃ, রূপমেব স্বরূপম্, রূপবৎ অস্বরূপঞ্চ যৎতৎ সর্ব্বং পরং তত্ত্বং তদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ। এবং শ্রীভগবদ্‌গীতা বিভূত্যধ্যায়োক্তানুসারেণ গুণাবতারানপি বিভূতিষু গণয়িত্বা অধুনা সচ্চিদানন্দঘনলীলাবতারান্ বক্তুমাহ—প্রাধান্যত ইতি; অন্যেঽপ্যপ্রসিদ্ধাঃ ক্ষুদ্রাবতারা বহবঃ সন্তি, ইমাংশ্চ

মুখ্যান্ তেঽনুক্রমেণ কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ; তথা চ প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।৩।২৬)—'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—সত্ত্বমত্র পরমকারুণ্যম্; অতএবাসংখ্যেয়া অবতারাং অবিদাসিনঃ উপক্ষয়শূন্যাৎ সরসঃ সকাশাৎ কুল্যাঃ ক্ষুদ্রপ্রবাহা ইবেতি। যদ্যপি ব্রহ্মাদয়স্ত্রয়ো গুণাবতারা এব, ন তু বিভূতয়স্তথাপি শ্রীভগবদ্ভক্তিপ্রবর্ত্তনাৎ ভক্তসাদৃশ্যেন শ্রীব্রহ্ম-রুদ্রৌ বিভূতিমধ্যেঽপি ক্বচিৎ কথ্যেতে; তয়োঃ সাহচর্য্যেণ কিংবা প্রতিমন্বন্তরমবতরতো ভগবতো রূপস্যৈকস্য মন্বন্তরপালনাধিকারাপেক্ষয়া যজ্ঞাদিরূপঃ শ্রীবিষ্ণুরপি; তত্র চ যদ্যপি যজ্ঞো লীলাবতার এব; যথোক্তং তেন তত্রৈব (শ্রীভা ২।৭।২) লীলাবতারকথনাধ্যায়ে—'জাতো রুচেরজনয়ৎ সুযমান্ সুযজ্ঞ, আকূতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়াম্।' ইত্যাদি। তথাপি 'তস্য স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরপালনাধিকারাপেক্ষয়া তদানীন্তনেন্দ্রত্বাপেক্ষয়া বা, বিভূতিষু গণনেত্যূহ্যম্।' মুখ্যলীলাবতারাণাং ক্রমসংখ্যা চ লীলাস্তোত্রাদবগন্তব্যা। তেষাং তদ্বিভূতিত্বে হেতুং দর্শয়ন্ সকলপ্রপঞ্চৈশ্বর্য্যা মায়ায়া অপি সাক্ষাত্তৎপ্রাপ্ত্যভাবেন পুনস্তস্যৈব দুর্লভতামাহ—মায়েতি। যস্য শ্রীদেবকীনন্দনস্য ঈক্ষণং দৃষ্টিঃ, তস্য বর্ত্মনি অতিদূর ইত্যর্থঃ। বর্তিতুং শীলমস্যাঃ সা, অতএব দাসীতুল্যত্বাৎ দাসী পরমাধীনেত্যর্থঃ। কথম্ভূতা? জগতঃ সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণ্যপি; অতস্তদধীনানাং ব্রহ্মাদীনাং স্বতএব পরমদাসত্বং সিদ্ধম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯। মৎস্য-কূর্মাদি অন্যান্য অবতারসকল শ্রীদেবকীনন্দনের অংশ, পৃথু প্রভৃতি তাঁহার অংশেরও অংশলেশমাত্র জানিতে হইবে। আর ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার বিভূতি বা বৈভবরূপ সেবকমাত্র; কিন্তু লীলাবতার নহেন, ইহাই শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞগণের অভিমত। এবিষয়ে শ্রীনারদের প্রতি শ্রীব্রহ্মার উক্তিতেও অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা, "হে নারদ! আমি, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতিগণ, অন্যান্য দেবর্ষিগণ, স্বর্লোকপাল, খলোকপাল, মনুষ্যলোকপাল, পাতালাদিপাল, গন্ধর্বপতি, বিদ্যাধরপতি, চারণপতি, যজ্ঞপতি, উরগপতি, নাগপতি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, পিতৃশ্রেষ্ঠ, দৈত্যেন্দ্র, সিদ্ধেশ্বর, দানবেন্দ্র, প্রেতপতি, পিশাচপতি, ভূতপতি, কুষ্মাণ্ডাধিপতি, যাদোপতি, মৃগরাজ, পক্ষিরাজ, অধিক কি, লোকে যে কিছু ঐশ্বর্যশালী, তেজঃশালী, ইন্দ্রিয়শক্তি-সম্পন্ন, মনঃশক্তি-সম্পন্ন, বলবান, ক্ষমাবান, শোভাশালী, সম্পত্তি-সম্পন্ন, লজ্জাশীল, বুদ্ধিমান, আশ্চর্য্যবৎ অদ্ভুত রূপসম্পন্ন বা বিরূপাকৃতিবিশিষ্ট যে সকল বৈভব দৃষ্ট হয়, তাহাই পরম পুরুষ ভগবানের

বিভূতি বা অবতারতত্ত্ব। পরন্তু সেই পরম পুরুষের নানারূপী অন্যান্য যে সকল লীলাবতার আছেন, তাঁহাদের নাম ও চরিতাদি শ্রবণ করিলে কর্ণের মলিনত্ব নষ্ট হয়। হে নারদ! আমি সেই সকল মনোজ্ঞ অবতার-চরিত কীর্তন করিতেছি; তুমি কর্ণপুট দ্বারা পান কর, অর্থাৎ শ্রবণ কর।" এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামীপাদ লিখিয়াছেন— "আমি (ব্রহ্মা) রুদ্র, বিষ্ণু, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, তোমাদের ন্যায় নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ, স্বর্লোকপাল, ভুবলোকপাল, ভূলোকপাল, পাতালাদি তললোকপালগণ, গন্ধর্বাধিপতি, বিদ্যাধরাধিপতি, চারণাধিপতি, যক্ষাধিপতি, উরগগণপতি, নাগগণাধিপতি, ঋষি ও পিতৃশ্রেষ্ঠগণ, প্রেত-পিশাচ-ভূত-কুষ্মাণ্ড-যাদোপতিগণ, মৃগ-পক্ষী প্রভৃতির অধীশগণ, অধিক কি, সমস্ত লোকে যাহা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, (তেজঃযুক্ত ইন্দ্রিয় ও মনের) শক্তিযুক্ত এবং বল, দার্ঢ্য, শোভা, অকর্ম, জুগুপ্সা, সম্পত্তি, বুদ্ধি, আশ্চর্যসম্পন্ন বস্তু, রূপবান, তৎসমুদয়ই ভূমাপুরুষের বিভূতি। এই শ্রীভগবদ্গীতার বিভূতিযোগ অধ্যায়ের ক্রমানুসারে গুণাবতার সমূহকে বিভূতির মধ্যে গণনা করিয়া, অধুনা সচ্চিদানন্দঘন লীলাবতারের কথা বলিবার জন্য 'প্রাধান্যত' ইত্যাদি শ্লোকোক্ত ক্রমানুসারে প্রথমতঃ চতুঃসনরূপে ব্রাহ্মণ হইয়া সেই পরমপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" এইপ্রকারে লীলাবতারের নামকীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, সেই পরমপুরুষের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবতার আছেন; কিন্তু তাহার মধ্যে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ এই সকল মুখ্য অবতারের কথা ক্রমশঃ কীর্তন করিব। এ বিষয় প্রথমস্কন্ধে উক্ত আছে—'হে দ্বিজগণ! সত্ত্বনিধি শ্রীহরির অবতার অসংখ্য; তাহা আর কত বলিব? যেমন কোন এক অক্ষয় সরোবর হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হইয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হয়, সেই সত্ত্বনিধি পরমেশ্বর হইতেও সেইরূপ বিবিধ অবতারের আবির্ভাব হইয়া থাকে।' শ্লোকোক্ত 'সত্ত্ব' বলিতে পরম কারুণ্যশক্তি অর্থাৎ অসংখ্যাবতার-প্রাদুর্ভূত-শক্তি। অতএব অসংখ্য অবতারই নিত্য এবং সকল অবতারই করুণাবশতঃ জগতে পুনঃপুনঃ অবতরণ করিয়া থাকেন। অক্ষয় সরোবর হইতে নিঃসৃত জলপ্রবাহগুলির যেমন নিত্যত্ব ধ্বনিত হইল, দার্ষ্টান্তিক পক্ষেও তদ্রূপ অবতারসকলের নিত্যত্ব সূচিত হইল। অতএব ঐ সকল অবতারের দেহও ঘনীভূত পরমানন্দ এবং সর্ববিধ গুণযুক্ত এবং সর্বদোষ বর্জিত। যদ্যপি শ্রীব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র, ইঁহারা গুণাবতার—বিভূতি নহেন; তথাপি ইঁহারা ভগবদ্ভক্তের ন্যায় ভগবদ্ভক্তি প্রবর্তন করেন বলিয়া ক্বচিৎ বিভূতি বলিয়াও কথিত হইয়া থাকেন। পরন্তু শ্রীবিষ্ণুকে তাঁহাকে সাহচর্যে অর্থাৎ গুণাবতাররূপে বা বিভূতিরূপে গণনা করিলেও, কিংবা প্রতিমন্বন্তরে অবতরণকারী বলিয়া অর্থাৎ শ্রীভগবানের মন্বন্তর

পালন বা অধিকারাদির অপেক্ষায় যজ্ঞাদিরূপ বা শ্রীবিষ্ণুরূপ হইলেও ইঁহারা লীলাবতার। কারণ, লীলাবতার বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, "তিনি প্রজাপতি রুচি হইতে আকৃতির গর্ভে সুযজ্ঞনামে জন্মগ্রহণ করিয়া দক্ষিণার গর্ভে সুযম প্রভৃতি অমর শ্রেষ্ঠদিগকে উৎপাদন করিয়া ঐ পুত্রগণের সহিত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করেন। সেই যজ্ঞ ভগবানই আবার ঐ মন্বন্তরে স্বয়ং ইন্দ্র হইয়াছিলেন। এই অপেক্ষায় কোন কোন স্থলে তাঁহাকে বিভূতি বলা হইয়াছে, তথাপি কিন্তু তিনি লীলাবতার।" অর্থাৎ মন্বন্তর পালনের অধিকার অপেক্ষায় এবং তদানীন্তন তাঁহার ইন্দ্রত্ব অপেক্ষায় বিভূতিরূপে কথিত হইয়াছেন, বস্তুতঃ কিন্তু তিনি লীলাবতার। এইপ্রকার মুখ্য লীলাবতারগণের ক্রমসংখ্যা লীলাস্তোত্রাদি হইতে জানিতে হইবে। এইপ্রকারে তাঁহাদের বিভূতিরূপে পরিগণিত হওয়ার হেতু প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে সকল প্রপঞ্চের ঈশ্বরী মায়ার সাক্ষাৎসম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির অভাব ও দুর্লভত্বাদি দেখাইতেছেন—'মায়া' ইত্যাদি। এই মায়া দাসীর ন্যায় শ্রীদেবকীনন্দনের দৃষ্টিপথের অতিদূরে অবস্থিতা, ইহাই মায়ার স্বভাব। অর্থাৎ দাসী যেরূপ স্বীয় প্রভুর দৃষ্টিপথ হইতে দূরে থাকিয়াই কার্য-সম্পাদন করে, তদ্রূপ মায়ার স্বভাব জানিতে হইবে। অতএব দাসীতুল্যত্ব-হেতু পরাধীনা। সেই মায়া কিরূপ? জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী। অতএব মায়ার অধীন ব্রহ্মাদি দেবগণেরও স্বভাবতঃই দাসত্ব সিদ্ধ হইল।

সারশিক্ষা

৯। এই শ্লোকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নানাবতারিত্ব দ্বারা পূর্ণত্ব বিবৃত করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ সাধারণতঃ স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ, এই ত্রিবিধরূপে বিলাস করেন। আর ত্রিবিধরূপ হইতেই অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব হয়। তাহার মধ্যে স্বয়ংরূপ বলিতে যে রূপ অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই প্রকাশ হয়, তাহাই স্বয়ংরূপ। যেমন শ্রীনন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। আর তদেকাত্মরূপে বলিতে যাঁহার রূপ স্বরূপতঃ স্বয়ংরূপের সহিত অভিন্ন হইয়াও আকারাদি দ্বারা অন্যাদৃশ হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাই তদেকাত্মরূপ। এই তদেকাত্মরূপও বিলাস ও স্বাংশ-ভেদে দ্বিবিধ। তাহার মধ্যে বিলাস বলিতে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে অনাদৃশ স্বরূপ অর্থাৎ লীলাবিলাস-হেতু ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় এবং শক্তিপ্রকাশে প্রায়ই স্বয়ংরূপের সদৃশ, তাহাকেই 'বিলাস' বলে। যেমন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপকে অপেক্ষা করিয়া শ্রীনারায়ণরূপে অভিব্যক্তি। আর স্বাংশ বলিতে যে রূপ বিলাসসদৃশ বা বিলাস অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প-পরিমিত

শক্তি-প্রকাশযুক্ত, অথচ স্বয়ংরূপ হইতে অভিন্ন, তাহাকে 'স্বাংশ' বলে। যেমন পুরুষাবতারগণ। এই পুরুষাবতারও কার্যানুরূপে ত্রিবিধ। অর্থাৎ প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ী, দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদকশায়ী, তৃতীয় পুরুষ ক্ষীরোদকশায়ী। মৎস্যাদি অবতারও শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ অংশ বলিয়া লীলাবতারমধ্যে পরিগণিত। লীলাবতার বলিতে যে অবতারের চেষ্টা বা কার্যের সহিত কোনপ্রকার আয়াস থাকে না—সর্বতোভাবে স্বেচ্ছাধীন এবং যাঁহাদের লীলা বিবিধ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ও নিত্যনূতনরূপে প্রতিভাত, তাদৃশ চেষ্টার নাম লীলা, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের যে সকল অবতারে এতাদৃশ লীলাবৈচিত্র্য হয়, তাঁহারাই লীলাবতার। আবেশ বলিতে ভক্তি, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির বিভাগক্রমে বা সাকল্যে কোন মহোত্তম জীবে সঞ্চারিত হইলে, সেই আবিষ্ট শক্তিকে আবেশ বলে। বিভূতি ও আবেশ-ভেদে দুইপ্রকার। তাহার মধ্যে যেস্থলে অল্প শক্তির প্রকাশ, তথায় বিভূতি; আর যেস্থলে বিপুল শক্তির প্রকাশ, তথায় আবেশ হয়। এই প্রকারে মহত্তম জীবে শ্রীভগবানের অল্পশক্তি প্রকাশ পাইলে বিভূতি; আর অধিকশক্তি প্রকাশ পাইলে আবেশাবতার বলা হয়। আবেশ ব্যাপার—লৌহ যেমন অগ্নি-সংযোগে অগ্নির সাধর্ম্যপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু স্বরূপে লৌহই থাকে, বিভূতি ও আবেশাবতার সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। আর স্বাংশ অবতারসকল প্রতিক্ষণে নিত্য নূতন লীলাবিলাসী হইলেও অংশাবতার, অর্থাৎ নিত্য অংশ এবং নিত্য অংশী। তবে অংশী কখনও অংশরূপে প্রকট হইলেও অংশের অংশীরূপে প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীভগবানের অংশ-বিভাগাদির সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? কারণ, অংশ বলিতে কোন এক বৃহত্তর বস্তুর ব্যবচ্ছেদ বুঝায়। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অংশত্ব অর্থে সাক্ষাৎ ভগবান হইলেও অংশরূপে প্রকাশ পাইবার তদীয় ইচ্ছাবশতঃ শক্তিমানের ঐকদেশিক অভিব্যক্তি বুঝিতে হইবে। ইহা যেমন এক দীপ হইতে অন্য দীপের প্রজ্বলন, আবার ঐ ইচ্ছাও কেবল ভক্তাভীষ্টপূর্তিকারিণী, সুতরাং ভক্তের সংকল্পানুরূপ রূপ-গুণ-লীলাদি প্রকটন পূর্বক সতত তাদৃশরূপে অবস্থান করেন। আর ভক্তের সংকল্পানুসারেই তদীয় স্বরূপেও ন্যূন-শক্ত্যাদির অভিব্যক্তি হয় বলিয়া তাহাকে অবতার বলা হয়। অতএব সেই অবতারী শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমৎস্য-কূর্মাদি অংশরূপে নিয়ত বর্তমান থাকিয়াই ভক্তের বাসনানুসারে সেই সেই মূর্তি প্রকাশ করিয়া নানাবিধ অবতার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হইয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমূর্তিতেই স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ এবং গোকুলেই তাঁহার পূর্ণতম প্রকাশ, মথুরায় পূর্ণতর, দ্বারকায় পূর্ণ প্রকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অতএব শ্রীভগবানের অদ্বয়ত্বের হানি হইল না।

১০। যস্য প্রসাদং ধরণীবিলাপতঃ,
ক্ষীরোদতীরে ব্রতনিষ্ঠয়া স্থিতাঃ।
ব্রহ্মাদয়ঃ কঞ্চন নালভন্ত,
স্তুত্বাপ্যুপস্থানপরাং সমাহিতাঃ॥

মূলানুবাদ

১০। ধরণীর বিলাপে কাতর হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ ব্রতনিষ্ঠার সহিত ক্ষীরোদতীরে অবস্থান পূর্বক পূজা ও সমাহিত চিত্তে স্তুতি-পরায়ণ হইয়াও যাঁহার দর্শনাদি কোনরূপ প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০। সমাধিদুর্লভত্বমেবেতিহাসদ্বারা কিঞ্চিদ্দর্শয়তি—যস্যেতি। অপীতি যথাপেক্ষং সর্ব্বত্রৈব যোজনীয়ম্। ধরণ্যা বিলাপতো হেতোঃ ব্রতনিষ্ঠয়া বায়ুভোজনাদিনিয়মপরতয়া ক্ষীরোদস্য লক্ষ্মীপিতুস্তীরে স্থিতা অপি উপস্থানং অর্চ্চনবন্দনাদিকং তৎপ্রবণা অপি সমাহিতাঃ তন্নিষ্ঠীকৃতবহিরন্তঃকরণা অপি সন্তঃ স্তুত্বা পুরুষসূক্তাদিনা স্তুতিং কৃত্বা কঞ্চন দর্শনাশ্বাসনাদিরূপং প্রসাদমপি নালভন্ত, কুতস্তং প্রাপ্নুয়ুরিত্যর্থঃ। ইদঞ্চ দশমস্কন্ধারম্ভে সুপ্রসিদ্ধমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০। পূর্ববর্তী শ্লোকে বলিয়াছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণের সমাধি-দুর্লভ, এক্ষণে তাহাই ইতিহাস দ্বারা বিবৃত করিতেছেন। ধরণীদেবীর বিলাপে কাতরহৃদয় ব্রহ্মাদি দেবগণ ব্রতনিষ্ঠ হইয়া অর্থাৎ বায়ুভোজনাদি-নিয়ম-পরায়ণ হইয়া ক্ষীরসাগরতীরে অবস্থানপূর্বক অর্চন-বন্দনাদি-প্রবণ হইয়া বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিরোধপূর্বক সমাহিত-চিত্তে এবং পুরুষসূক্তাদি মন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করিয়াও তাঁহার দর্শন বা কোনরূপ (আশ্বাসনাদিরূপ) প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া ত' বহুদূরে। এই সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান দশমস্কন্ধে দ্রষ্টব্য।

১১। ব্রহ্মণৈব সমাধৌ খে জাতামধিগতাং হৃদি।
যস্য প্রকাশ্যতামাজ্ঞাং সুখিতা নিখিলাঃ সুরাঃ॥

মূলানুবাদ

১১। ব্রহ্মাই কেবল সমাধিতে হৃদয়াকাশে আবির্ভূতা দৈববাণীরূপা তাঁহার আজ্ঞামাত্র অবগত হইয়াছিলেন এবং সেই প্রসিদ্ধ আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া দেবতাবৃন্দকে সুখী করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১। ননু তদুপস্থানাদিকং ন কদাপি বৈফল্যমর্হতি। সত্যং, তেষাং প্রার্থনায়াঃ পরমগরিষ্ঠত্বেন দ্রুতসিদ্ধেরসম্ভবাদিতি বদম্ পরমদৌর্লভ্যমেবাহ ব্রহ্মণৈবেতি। যস্য জগদীশ্বরেপস্য তাং সুপ্রসিদ্ধামাজ্ঞাম্। 'পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো, ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষুপজন্যতাম্। স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ, স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি॥ বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তমরস্ত্রিয়ঃ॥ বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া॥ বিষ্ণোর্ম্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ। আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সংভবিষ্যতি॥' (শ্রীভা ১০।১।২২-২৫) ইত্যত্রোদ্দিষ্টাম্। ব্রহ্মণৈব কেবলমধিগতাং জ্ঞানদ্বারাত্মসাক্ষাৎকৃতাম; তত্রাপি সমাধৌ বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রত্যাহারেণ মনস একাগ্রতায়াং সত্যাম; তত্রাপি খে আকাশে জাতামাবির্ভূতাম্ আকাশবাণীরূপাং, ন তু সাক্ষাদ্দৃষ্টবক্তৃকামিত্যর্থঃ। প্রকাশ্য পরমনিগূঢ়ামপি দেবান্ প্রতি প্রকাশং নীত্বেত্যর্থঃ। সুখিতাঃ সুখিনঃ কৃতাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১। যদি বলেন, শ্রীভগবানের অর্চনাদি কদাপি বিফল হইতে পারে না। এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের প্রার্থনাও অতিশয় গরিষ্ঠ, সুতরাং দ্রুত সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। ইহাই পূর্বশ্লোকে বলিয়া এক্ষণে তাহার পরমদুর্লভত্বের কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মা সমাধিতে আকাশ-বাণী শুনিয়া দেবগণকে বলিলেন, 'হে অমরগণ! আমি পুরুষের বাক্য শ্রবণ করিলাম, তোমরা কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট তাহাই শ্রবণ কর এবং শীঘ্র সেইরূপ বিধান কর। (এই বলিয়া শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবদ্বাক্যের অনুবাদ করিতেছেন,) তোমাদের নিবেদনের পূর্বেই ধরণীদেবীর বিলাপের বিষয় পুরুষ (ক্ষীরোদশায়ির কথিত 'পুরুষ' শব্দে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ)

বিদিত আছেন। তোমরা আপন আপন অংশে যদুবংশের পুত্র-পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া যতদিন সেই পরমেশ্বর (শ্রীকৃষ্ণ) কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণপূর্বক পৃথিবীতে প্রকট বিহার করেন, ততদিন পর্যন্ত তোমরাও (এখানে 'তোমরা' বলিতে ক্ষীরোদশায়ী শ্রীবিষ্ণুর সহিত দেবগণ বুঝিতে হইবে) যদুকুলে অবস্থান কর। পরমপুরুষ সাক্ষাৎ-ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই শ্রীবসুদেবগৃহে প্রাদুর্ভূত হইবেন। তাঁহার প্রীতি-সম্পাদনের জন্য দেববধূগণও অবনীতলে জন্মগ্রহণ করুন। আর সেই বসুদেবের অংশ সহস্রবদন স্বরাট্ অনন্তদেব ভগবানের প্রিয় কামনায় অগ্রেই আবির্ভূত হইবেন। হে ভগবতী, বিষ্ণুমায়া জগৎ মোহিত করেন, তিনিও ভগবানের আদেশে কার্যসিদ্ধির নিমিত্ত শ্রীযশোদার গর্ভে অংশে আবির্ভূত হইবেন।' শ্রীভগবানের এই আদেশ শ্রীব্রহ্মাই কেবল বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণাদ্বারা হৃদয়ে অধিগত (আত্মসাৎকৃত) করিয়াছিলেন। তাহাও আবার সমাধি-অবস্থায়! অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধপূর্বক কেবল মনের একাগ্রতাদ্বারা দৈববাণীরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—বক্তার দর্শন প্রাপ্ত হয়েন নাই। অর্থাৎ হৃদয়াকাশে আবির্ভূত দৈববাণীরূপে সেই পরম নিগূঢ় আজ্ঞাও প্রকাশ করিয়া দেবতাসকলকে সুখী করিয়াছিলেন।

সারশিক্ষা

১১। উদ্ধৃত শ্লোকের 'অংশেন' পদের তাৎপর্য, শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ তাঁহার পার্ষদ শ্রীউদ্ধবাদির সহিত অবতীর্ণ হউন। অতএব এস্থলে পার্ষদ অর্থে দেবতা নহেন, শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদ। তবে প্রকটলীলায় মিলিত শ্রীক্ষীরোদশায়ী প্রভৃতি ভগবৎ-স্বরূপ ও তাঁহাদের পার্ষদরূপ অর্থও হইতে পারে। অর্থাৎ প্রকটলীলায় যাদবদিগের মধ্যেও দেবতাসকল মিলিত হইয়াছিলেন। আর "কালশক্তির দ্বারা পৃথিবীর ভার হরণ করিবেন," একথার তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে স্থিত শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতির দ্বারা লীলার ক্রমানুসারে যখন যে অসুর সংহারাদি কার্য করা প্রয়োজন, তখন তাহাই করিবেন। আর "শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদন জন্য দেববধূগণ অবনীতলে জন্মগ্রহণ করুন" এই বাক্যে হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীমাত্রেই দেবী এবং তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য দ্বারকায় আবির্ভূতা হইয়াছেন; যেহেতু, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতি-সম্পাদনের যোগ্যতা আছে; বস্তুতঃ তাহা নহে। স্বর্গে শ্রীমৎ উপেন্দ্র প্রভৃতি যে সকল শ্রীবিষ্ণু-স্বরূপ আছেন, তাঁহাদেরই প্রেয়সীবৃন্দকে (লক্ষ্মীগণকে) প্রকটলীলায় আবির্ভূত হইতে বলা হইয়াছে। সকল ভগবৎস্বরূপ যেমন শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হইয়া থাকেন,

তদ্রূপ তাঁহাদের প্রেয়সীবর্গও শ্রীকৃষ্ণ-প্রেয়সী প্রভৃতিতে প্রবেশ করেন। পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সীগণ তাঁহারই অনপায়িনী-মহাশক্তিরূপা; আর স্বর্গের দেবীগণ দেবতাগণের তুল্য তটস্থশক্তি-সম্ভূতা, সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলায়ও প্রবেশ করিতে পারিবেন না। তবে সুকৃতিবলে উক্ত দেববধূগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সীবর্গের দাস্যাদি জন্য আবির্ভূত হউন, এরূপ অর্থও হইতে পারে। তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণকে প্রেয়সীবর্গ সহিত আবির্ভূত হইতে দেবগণ প্রার্থনা করেন নাই, তথাপি শ্রীবিষ্ণু দেববধূগণকে তদীয় প্রেয়সীগণের পরিচর্যার নিমিত্ত আবির্ভূত হইতে আদেশ দিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, প্রেয়সীগণের সহিত লীলারস আস্বাদনের জন্যই প্রভুর আবির্ভাব এবং সেই ব্যপদেশে পৃথিবীর ভারহরণাদি আনুষঙ্গিক কার্য।

১২। কস্মিন্নপি প্রাজ্ঞবরৈর্বিবিক্তে,
গর্গাদিভির্যো নিভৃতং প্রকাশ্যতে।
নারায়ণোঽসৌ ভগবানেনেন,
সাম্যং কথঞ্চিল্লভতে ন চাপরঃ॥
১৩। অতঃ শ্রীমধুপুর্য্যাং যো দীর্ঘবিষ্ণুরিতি শ্রুতঃ।
মহাহরির্মহাবিষ্ণুর্মহানারায়ণোঽপি চ॥

মূলানুবাদ

১২-১৩। প্রাজ্ঞপ্রবর গর্গাদি মুনিগণ কোন এক নির্জন স্থানে গূঢ়রূপে যাঁহাকে প্রকাশ করিয়া থাকেন, ঐ শ্রীকৃষ্ণের তুলনা কেবল সেই ভগবান শ্রীনারায়ণে কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে; কিন্তু সর্বাংশে নহে। অতএব যিনি শ্রীমধুপুরীতে দীর্ঘবিষ্ণু, মহাহরি, মহাবিষ্ণু, মহানারায়ণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২-১৩। ননু তর্হি সাক্ষাদ্‌ভগবান্ শ্রীনারায়ণ এবায়মিত্যাশঙ্ক্য শ্রীগরুড়াদি-বৈকুণ্ঠপার্ষদেভ্যোঽপি তেষাং মহত্ত্বাতিশয়ং বক্তুং শ্রীনারায়ণাদপি মাহাত্ম্যমাহ—কস্মিন্নিভি দ্বাভ্যাম্। 'শ্রীনন্দাদৌ ব্যক্ততয়া তস্যানুক্তিরগ্রে পরমানুগ্রহচরমকাষ্ঠাপাত্রতয়া বক্ষ্যমানত্বেনাধুনা তৎপ্রসঙ্গানৌচিত্যাৎ। বিবিক্তে একান্তে; তত্রাপি নিভৃতং শনৈঃ শনৈর্যঃ শ্রীদেবকীনন্দনঃ প্রকাশ্যতে। কথং? অসৌ শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর এব অনেন শ্রীকৃষ্ণেন সমতাং কেনাপি প্রকারেণ অবতারিত্বাদিনা শ্রীমদঙ্গসৌষ্ঠবাদিনা বা লভতে, ন তু সম্যক্তয়েত্যর্থঃ! কথম্ভুতঃ ভগবান্? ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি যণ্ণাং ভগ ইত্রীঙ্গনা॥' ইত্যুক্ত-ভগশব্দার্থ-যুক্তোঽপি। অতএব নারং জীবসমূহং অয়তে কারুণ্যভরেণ পশ্যতি, জ্ঞানক্রিয়াশক্তিদানেন পালয়তি, সৎকর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তি চেতি। নারায়ণোঽপি, ন চ অপরঃ শ্রীমহাপুরুষাদিঃ, 'এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্'—(শ্রীভা ১।৩।৫) ইত্যাদিনাঽবতারিবত্তস্য মহিম্নি শ্রূয়মাণেঽপি তাদৃশপরমমধুরগুণরূপলীলাদ্যশ্রবণাৎ। যদ্বা, অপ্যর্থে চকারঃ। ন বিদ্যতে পরঃ শ্রেষ্ঠো যস্মাৎ স সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। সোঽপি কথঞ্চিদপি সাম্যং ন লভতে পরমপ্রেমবিশেষবিস্তারক-তাদৃশ-রূপগুণলীলামাধুরীসারতরঙ্গাপ্রকটনাৎ। যথোক্তং

শ্রীনন্দং প্রতি গর্গেণ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৮।১৯) 'তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণ সমো গুণৈঃ। শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিতঃ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—'নারায়ণ এব সমো যস্য সঃ সোঽপি কৈঃ শ্রীগুণাদিভিরেব ন তু মধুরমধুরবেশবিহারবিশেষবিস্তারণাদিনা। যদ্বা, গুণাদীনামুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। গোপানাং তাদৃশাং আয়ঃ প্রেমসম্পদাং বৃদ্ধির্লাভো বা যদ্বা, অয়ঃ শুভাবহো বিধিস্তস্মিন্ সুসমাহিতঃ পরমোদ্যুক্তঃ। স্বেতি পাঠে আয়স্বশব্দাভ্যাং যোগক্ষেমে অভিধীয়েতে। অতস্তদর্থমত্র রূপগুণলীলাবিশেষপ্রকটনাৎ বৈকুণ্ঠে চ তদবিধানাৎ অয়মেব সাক্ষাদ্ভগবান্ শ্রীনারায়ণাদপ্যধিক ইতি ভাবঃ। অতঃ অস্মাদেবোক্তাদ্ধেতোঃ যঃ শ্রীদেবকীনন্দনঃ শ্রুতঃ বিশ্রুতঃ প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। অপি শব্দঃ পুনঃ প্রযুক্তো যচ্ছব্দশ্চাপ্রসিদ্ধমপি মহানারায়ণেতি সাধয়তঃ পূর্ব্বোক্তানুসারাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২-১৩। তাহা হইলে কি এই শ্রীদেবকীনন্দনই সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীনারায়ণ? এইপ্রকার প্রশ্নের আশঙ্কা পরিহার নিমিত্ত এবং শ্রীগরুড়াদি বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ অপেক্ষাও শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণের মহত্ত্বাতিশয় বনন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ শ্রীনারায়ণ হইতেও শ্রীদেবকীনন্দনের অধিক মাহাত্ম্য বলিতেছেন 'কস্মিন্' ইত্যাদি। যদিও এই 'কস্মিন্' পদে সেই শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, তথাপি কিন্তু তাঁহাদিগের নাম স্ফুটরূপে ব্যক্ত করিলেন না। কারণ, তাঁহারা মাহাত্ম্য অগ্রে ব্যক্ত করিবেন; কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে তাঁহাদের মহত্ত্ব ব্যক্ত করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া কেবল 'কস্মিন্' ইত্যাদি পদে উদ্দেশমাত্র করিয়াছেন। এইপ্রকার প্রাজ্ঞপ্রবর শ্রীগর্গাদি মুনিগণ কোন নির্জন প্রদেশে ধীরে ধীরে শ্রীদেবকীনন্দনকে প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিরূপে প্রকাশ করিয়া থাকেন? ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বর এই শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন কোন অংশে সমতা লাভ করেন, কিন্তু সর্বাংশে নহে। যেমন অবতারিত্ব বা শ্রীঅঙ্গসৌষ্ঠবাদি কোন কোন বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সেই শ্রীনারায়ণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমতা আছে; কিন্তু সর্বপ্রকারে বা সমস্ত বিষয়ে সমতা নাই। তিনি কিরূপ ভগবান? সমগ্র ঐশ্বর্য, ধর্ম, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য, এই ছয়টি ভগশব্দ-বাচ্য এবং এই ছয়টি পূর্ণরূপে শ্রীনারায়ণে বর্তমান। এইজন্যই তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান বলা হয়। অতএব 'নার' শব্দের অর্থ জীবসমূহ এবং 'অয়ণ' শব্দের অর্থ কারুণ্যভাবে দর্শন করেন, জ্ঞান-ক্রিয়া শক্তির প্রদান দ্বারা পালন ও সৎকর্মে প্রবর্তিত করেন, সুতরাং সেই শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরের নাম শ্রীনারায়ণ এবং এবম্বিধ ভগবান শ্রীনারায়ণও কথঞ্চিৎ শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য

লাভ করিয়া থাকেন। পরন্তু এই শ্রীদেবকীনন্দনে উক্ত গুণগ্রাম অদ্ভুতরূপে অর্থাৎ পূর্ণতমরূপে প্রকটিত বলিয়া ইনিই মূল নারায়ণ বা মহানারায়ণরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এইজন্য মুনিবর বলিয়াছেন, "বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণ এই শ্রীকৃষ্ণের সহিত কোন কোন অংশে সমতা লাভ করেন।" আবার "শ্রীমহাপুরুষাদি যাঁহার মূর্তি, অন্যান্য যাবতীয় অবতারে অক্ষয় বীজস্বরূপ।" ইত্যাদি প্রমাণমূলেও জানা যায়, শ্রীনারায়ণ নানাবতারের নিদান বা সর্বাবতারী হইলেও শ্রীদেবকীনন্দনের ন্যায় পরম মধুর রূপ-গুণ-লীলাদির অশ্রবণ-হেতু। অথবা 'ন চাপরঃ' পদের 'ন' শব্দটি বিশেষ করিয়া কেবল 'চাপরঃ' শব্দের পৃথক অর্থ করিলেও প্রগুক্ত অর্থ লাভ হইবে। আবার 'চ' শব্দে অপি(ও) বুঝায় এবং 'অপর' শব্দে যাহা হইতে পর বা শ্রেষ্ঠ নাই, সর্বশ্রেষ্ঠ বুঝায়। এবম্ভূত সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীনারায়ণও এই দেবকীনন্দনের সহিত কিঞ্চিৎমাত্রও সাম্য লাভ করেন না। যেহেতু, এই শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রেমবিস্তারক রূপ, গুণ ও লীলা-মাধুরীর সারতরঙ্গ প্রকটনের দ্বারা তাদৃশ পরম প্রেমবিশেষ বিস্তার করিতেছেন। যথা, শ্রীনন্দের প্রতি শ্রীগর্গের বাক্য—"হে নন্দ! তোমার এই পুত্র গুণগ্রাম, শ্রী, কীর্তি ও প্রভাবে নারায়ণের তুল্য, তুমি সাবধানের সহিত ইহাকে পালন কর।" তাৎপর্য এই যে, শ্রীনারায়ণের সমান যাঁহার গুণ, তিনিই শ্রীনারায়ণের সমান; তাও আবার সেই শ্রীনারায়ণ কোন কোন গুণগ্রামে ইহার সমান; কিন্তু মধুর মধুর বেশ-বিহারবিশেষ বিস্তারাদিতে সমান নহেন। অথবা এই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দাদি গোপগণের 'আয়ঃ' অর্থাৎ তাদৃশ প্রেমসম্পদের বৃদ্ধিকারক। অথবা 'অয়ঃ' শব্দের অর্থ শুভাবহ বিধি এবং তাহার সুসমাহিত পরমানন্দস্বরূপ সম্পত্তি। অথবা 'স্বেতি' পাঠ হইলে আয় ও স্ব শব্দের দ্বারা যোগক্ষেম অর্থ লাভ হইবে। অতএব ইনি সেই গোপদিগের যোগক্ষেমস্বরূপ, সুতরাং ইহার প্রতি সুসমাহিত হও। অতএব গর্গের এই বাক্যে বুঝা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণ গোপদিগের এইপ্রকার যোগক্ষেম-বিধায়ক বলিয়া ব্রজে সর্বাতিশায়ী মধুর রূপ, গুণ, লীলাদি প্রকটন করেন; কিন্তু বৈকুণ্ঠে তাদৃশ অবিধান-হেতু ইনিই সাক্ষাৎ ভগবান, অর্থাৎ শ্রীনারায়ণ হইতেও অধিক গুণ শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বিরাজমান বলিয়া এই শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান বলিয়া প্রসিদ্ধই আছেন।

সারশিক্ষা

১২-১৩। 'স্বয়ং ভগবত্ত্ব' বলিতে যাঁহার ভগবত্তায় অন্য কিছুরই অপেক্ষা নাই, তাদৃশ নিরঙ্কুশ শক্তিমান তত্ত্বকেই বুঝায়। শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু ভগবৎসন্দর্ভে 'ভগবৎ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন, অর্থাৎ ভগবৎ শব্দের আদ্যক্ষর 'ভ'কারের সংভর্তা ও ভর্তা এই দুই অর্থ, আর দ্বিতীয়াক্ষর 'গ' কারের অর্থ

নেতা, গময়িতা ও স্রষ্টা। আর প্রাণিগণ অখিলাত্মা ভূতাত্মায় বাস করেন, আর সেই ভগবানও অশেষ প্রাণীতে বাস করেন, ইহাই 'ব' কারের অর্থ। অশেষ জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য ও তেজ হেয়গুণ বর্জিত হইয়া ভগবচ্ছব্দ-বাচ্য হয়। উক্ত সংভর্তা শব্দের অর্থ স্বভক্তগণের পোষক এবং ভর্তা অর্থে ধারক ও স্থাপক। আর নেতা অর্থে নিজভক্তি বা প্রেমের প্রাপক। গময়িতা-শব্দে নিজলোক-প্রাপকতা বুঝায়। স্রষ্টা-শব্দে নিজভক্তসমূহে তত্তদ্ গুণের উদ্‌গমনকারী। এইপ্রকারে সমস্ত গুণের পরিপূর্ণ আবির্ভাব বশতঃ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবত্তস্বরূপ। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় প্রকাশ ও বিলাসমূর্তি সকলও অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বের অন্তর্ভূত বলিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দনই অদ্বয়জ্ঞান বিগ্রহ। অতএব 'অবতারী' বলিতে শ্রীনারায়ণাদি গৌণবৃত্তিতে ব্যাখ্যাত হইলেও অসঙ্কোচবৃত্তিতে শ্রীকৃষ্ণই ভগবান বোদ্ধব্য। এইপ্রকারে চতুঃষষ্টি গুণান্বিত শ্রীকৃষ্ণই ভগবান এবং তাঁহাতেই নিখিল গুণাবলীর বিশ্রাম ও বিশেষ অসাধারণ গুণচতুষ্টয়-হেতু তিনি সর্বদা লীলাপরায়ণ। এইপ্রকার তাঁহার নিখিল গুণাবলীর মধ্যে ভগবদনুগৃহীত জীব নিচয়ে বিন্দু বিন্দুরূপে সাধারণ পঞ্চাশটি গুণ বর্তমান আছে। আরও অধিক পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে শ্রীশিব ও ব্রহ্মাতে বর্তমান আছে। আর অসাধারণ ঐশ্বর্যবত্তা অর্থাৎ অবিচিন্ত্য মহাশক্তি, কোটি ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, অবতারাবলিবীজ, হতারিগতিদায়কত্ব, আত্মারাম-গণাকর্ষী এই পাঁচটি অসাধারণ গুণ শ্রীনারায়ণ ও শ্রীমহাপুরুষে বর্তমান থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণেই অদ্ভুতরূপে বিরাজমান আছে। আর বিশেষ অসাধারণ গুণচতুষ্টয় কেবল শ্রীকৃষ্ণেই বর্তমান, অন্যান্য বিলাসাবতারাদিতে প্রকটিত নাই। (১) লীলামাধুরী, (২) প্রেমমাধুরী, (৩) বেণুমাধুরী, (৪) রূপমাধুরী। যদিও শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাচরিতাদি অদ্ভুত, তথাপি ব্রজের গোপলীলা সর্বাতিশায়ী মনোহর বলিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনেই ভগবত্তার সার-মাধুর্য প্রকটিত। আবার ব্রজে তাঁহার স্বাভাবিক মাধুর্য প্রকাশ হইলেও দাস্যরসাভিমানী ভক্তের নিকট প্রকাশাতিশয্য দেখা যায়। এইরূপে দাস্য হইতে সখ্য, সখ্য হইতে বাৎসল্য ও বাৎসল্য হইতে মধুর-রসাভিমানী ভক্তসম্বন্ধে তাঁহার প্রকাশাতিশয় সর্বোৎকৃষ্ট মাধুর্যমণ্ডিত। আবার শ্রীরাধার সম্বন্ধে তাঁহার যে মাধুর্যের বিকাশ হয়, তাহার তুলনা নাই। অতএব বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহদ্বয়ে তত্ত্বতঃ ঐক্য থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ কিন্তু সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমরস-ব্যঞ্জক। অর্থাৎ রসের স্বভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে উৎকৃষ্টরূপে প্রতীত করায়। আর ঐ প্রেমরসের মহাভাবরূপরসেই উৎকর্ষপরাকাষ্ঠা এবং ঐ রসের কেবল শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনই আলম্বন, শ্রীনারায়ণ নহেন।

১৪। যস্য প্রসাদঃ সন্মৌনশান্তিভক্ত্যাদিসাধনৈঃ।
প্রার্থ্যো নঃ স স্বয়ং বোঽভূৎ প্রসন্নো বশবর্ত্যপি॥

মূলানুবাদ

১৪। আত্মারামতা, মুক্তি, ভক্তি ও সাধুসঙ্গাদি সাধনের অনুষ্ঠান দ্বারা যাঁহার প্রসাদ লাভ করা যায় না, সেই শ্রীকৃষ্ণ অসাধনে আপনাদের প্রতি প্রসন্ন ও বশীভূত হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪। ইদানীং জগদ্বন্দ্যেভ্যোঽপি মহামুনিভ্যো ভবন্তঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যাশয়েনাহ—যস্যেতি। সৎ উৎকৃষ্টং সন্মৌনং আত্মারামতা শান্তির্মুক্তিঃ, ভক্তির্নবধা, আদিশব্দেন শ্রীমূর্তিদর্শনবৈষ্ণবসঙ্গমাদি; তৈরেব সাধনৈঃ যস্য শ্রীদেবকীনন্দনস্য প্রসাদোঽনুগ্রহবিশেষো নোঽস্মাকং প্রার্থনীয় এব, ন ত্বদ্যাপি প্রাপ্তঃ প্রাপ্তব্যো বা। সঃ স্বয়মেব সাধনৈর্ব্বিনা বো যুষ্মাকং প্রসন্নোঽভূৎ; ন চ কেবলং প্রসন্ন এব বশবর্তী বস্যোঽপি তত্তদাজ্ঞাপ্রতিপালনাদিনা। তথা চ সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদেনৈব শ্রীযুধিষ্ঠিরং প্রতি (শ্রীভা ৭।১০।৪৮-৫০, ৭।১৫-৭৭) 'যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা, লোকান্ পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি। যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্-গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্॥ স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্য,-কৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ। প্রিয়ঃ সুহৃদ্বঃ খলু মাতুলেয় আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্‌গুরুশ্চ॥ ন যস্য সাক্ষাদ্ ভবপদ্মজাদিভী রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্। মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ, প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ॥' ইতি। অহো মহাধনুঃ শ্রীপ্রহ্লাদঃ যঃ কিল তাদৃশভগবদনুগ্রহগোচরঃ, বয়ন্ত্বধন্যা ইতি মনসি বিষীদত ইব পাণ্ডবানালক্ষ্য প্রহ্লাদচরিতাখ্যানশেষে শ্রীনারদঃ শ্লোকত্রয়ীমেতামব্রবীৎ। অস্যাস্ত্বয়মর্থঃ—যেষাং যুষ্মাকং গৃহান্ মুনয়োঽভিযন্তি সর্ব্বতঃ সমায়ান্তি তৎ কস্য হেতোঃ? গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম নরাকারং সত্যং প্রত্যক্ষং বসতীতি তদ্দর্শনার্থমিত্যর্থঃ। গূঢ়ত্বমেব বদন্ তস্য পরমদুর্লভতামাহ—ব্রহ্মণা মাদৃশতাতেন মহদ্ভিশ্চান্যৈঃ সনকাদিভিঃ। যদ্বা, বেদেন ব্রহ্মাদিভিশ্চ বিমৃগ্যমেব, ন তু সাক্ষাল্লভ্যং যৎকৈবল্যনির্ব্বাণসুখং নিরুপাধিপরমানন্দঃ তদনুভূতিরূপ এব। এবং গূঢ়ত্বাদিনা পরমানির্ব্বচনীয়ো যঃ স এব বো যুষ্মাকং প্রিয়ঃ সুহৃদিত্যাদিরূপো ভবতি। তত্র প্রিয়ঃ প্রীতিকারী; সুহৃৎ নিরুপাধিহিতকারী; আত্মা পরমপ্রীতিবিষয়ঃ; অর্হণীয় ইষ্টদেবতাত্বেনোপাস্যঃ; বিধিকৃৎ আজ্ঞানুবর্তী; অয়মিতি তত্রৈব সভায়ামাসীনং ভগবন্তমঙ্গুল্যা নির্দ্দিশতি।

এবং পরমদুর্লভতরোঽপি যুষ্মদ্বিষয়কানুগ্রহবিশেষেণ সর্ব্বেষামধুনা লোচনদৃশ্যতাং গতঃ ইতি ভূরিভাগত্বং যুক্তমেবেত্যর্থঃ। ননু ঈদৃশ পরং ব্রহ্ম চেত্তর্হি কথং দ্ব্যষ্টসহস্রস্ত্রীষু রতিঃ, কথং বা ধর্ম্মাদ্যাচরণং তস্যেত্যত্রাহ—যস্য রূপং তত্ত্বম্। যদ্বা, সাক্ষাদ্দৃশ্যমানং একাঙ্গসৌন্দর্য্যমপি ভবাদিভিরপি ধিয়া স্ববুদ্ধ্যাপি বস্তুতয়া ইদমিত্থমিতি সাক্ষান্নোপবর্ণিতং বর্ণয়িতুং ন শক্তং, কুতো লীলাবৈভবং তচ্চ মুখ্যেন তদপি মাদৃশেনেত্যর্থঃ। স তু যুষ্মাকং স্বয়মেব প্রসন্নঃ; অস্মাকন্তু মৌনাদিসাধনৈস্তৎপ্রসাদঃ প্রার্থনীয় এবেত্যাহ—মৌনেনেতি। এষ ইতি পূর্ব্বোক্তোঽয়মিতিবৎ। অয়ং ভাবঃ—ন হি প্রহ্লাদস্য গৃহে পরং ব্রহ্ম বসতি; ন চ তদ্দর্শনায় মুনয়স্তদ্গৃহানভিষন্তি; ন চ তস্য পরং ব্রহ্ম মাতুলেয়াদিরূপেন বর্ত্ততে; ন চ স্বয়মেব প্রসন্নঃ; অতো যূয়মেব ততোঽপি মহামুনিভ্যোঽপি ভবপদ্মজাদিভ্যোঽপি ভক্তেভ্যোঽপ্যস্মত্তো ভূরিভাগা ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪। সম্প্রতি শ্রীনারদ পাণ্ডবদিগকে জগৎ-বন্দনীয় মহামুনিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ স্থির করিয়া বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি। উৎকৃষ্ট মৌনব্রত অর্থাৎ আত্মারামতা, শান্তি (মুক্তি) ও নবধাভক্তি এবং শ্রীমূর্তিদর্শন ও বৈষ্ণবসঙ্গাদি সাধনদ্বারা যে শ্রীদেবকীনন্দনের অনুগ্রহবিশেষ প্রার্থনামাত্র করা যায়—কিন্তু লাভ করা যায় না, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধন বিনা স্বয়ং আপনাদিগের প্রতি প্রসন্ন; কেবল প্রসন্ন নয়, আপনাদের বশবর্তী হইয়া আজ্ঞাপালনাদি কার্য করিতেছেন। কোন সময়ে শ্রীযুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "অহো! শ্রীপ্রহ্লাদের কি ভাগ্য! তিনি মহাধন্য! তিনি তাদৃশ ভগবদনুগ্রহের পাত্র; আমরা কিন্তু অধন্য।" এইপ্রকারে অধন্য ভাবিয়া বিষণ্ণ হইলে, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া (শ্রীপ্রহ্লাদচরিত-উপাখ্যানের শেষ ভাগে) শ্রীনারদ শ্রীযুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "হে রাজেন্দ্র! প্রহ্লাদ ভাগ্যবান, আমরা মন্দভাগ্য—এই ভাবিয়া বিষণ্ণ হইবেন না। মনুষ্যলোকে আপনারা অতিশয় ভাগ্যবান। যেহেতু, লোকপাবন মুনিগণ নিরন্তর আপনাদিগের গৃহে গতিবিধি করিয়া থাকেন এবং আপনাদের আলয়ে সাক্ষাৎ-পরমব্রহ্ম নরাকারে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম বলিয়া মহৎ ব্যক্তিদিগেরও অন্বেষণীয়—কৈবল্য-নির্বাণসুখের অনুভবরূপী। পরন্তু সেই পরম-ব্রহ্ম আপনাদের প্রিয়, সুহৃদ, মাতুলপুত্র, আত্মা, পূজনীয় ইষ্টদেব, আজ্ঞাকারী ও গুরু। অতএব আপনাদের সমান ভাগ্যবান কে আছে? হে রাজন্! সাক্ষাৎ শিব, ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা যাঁহার রূপ নিশ্চয় করিয়া বর্ণন করিতে পারেন নাই, আমি

তাহার কি বর্ণন করিব? সেই ভক্তাধীন ভগবান মৌনব্রত, উপশম ও ভক্তির দ্বারাই পূজিত হইয়া প্রসন্ন হউন।" এই বলিয়া শ্রীনারদ অঙ্গুলি দ্বারা তত্রত্য সভায় সমাসীন শ্রীভগবানকে নির্দেশ করিলেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, এইপ্রকার পরমদুর্লভ পরম-ব্রহ্ম আপনাদের প্রতি পরমানুগ্রহবিশেষ বিস্তার করিয়া অধুনা সর্বলোকলোচনের দৃশ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন; সুতরাং আপনাদের ভূরিভাগ্যত্বের বিষয় কি বর্ণন করিব? যদি বলেন, আমাদের গৃহে জগৎপাবন মুনিগণ নিয়ত গতিবিধি করার হেতু কি? আপনাদের আলয়ে মনুষ্যচিহ্নে গূঢ়ভাবে পরম-ব্রহ্ম প্রত্যক্ষরূপে অবস্থিত, তাই মুনিগণ তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত গতিবিধি করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে গূঢ়ত্বের কথা বলিয়া এক্ষণে পরমদুর্লভত্বের কথা বলিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং মাদৃশ মহামুনিগণও যাঁহার রূপ নিশ্চিতরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই, অথবা ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহাকে বেদে অন্বেষণ করেন, কিন্তু সাক্ষাৎ লাভ করিতে না পারিয়া কৈবল্য-নির্বাণসুখরূপ অর্থাৎ নিরুপাধি পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া থাকেন। এইপ্রকারে গূঢ়ত্বাদি-হেতু পরমানির্বচনীয় হইলেও সেই পরম-ব্রহ্ম আপনাদের প্রিয়-সুহৃদ ইত্যাদি। এখানে প্রিয় বলিতে প্রীতিকারী, সুহৃদ—নিরুপাধি হিতকারী, আত্মা—পরম প্রীতির বিষয়, পূজনীয়—ইষ্টদেবতা বলিয়া উপাস্য, বিধিকৃৎ—বিধিদায়ক অর্থাৎ আজ্ঞানুবর্তী। যদি প্রশ্ন হয়, ঈদৃশ পরম-ব্রহ্ম হইয়াও কিজন্য অষ্টোত্তর ষোড়শসহস্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন বা ধর্মাদি আচরণ করিলেন? তাহাতেই বলিতেছেন—'যস্য রূপং তত্ত্বম্।' ব্রহ্মাদি দেবগণও যাঁহার তত্ত্ব নিশ্চিতরূপে বর্ণন করিতে পারেন নাই, বা সাক্ষাৎ দৃশ্যমান এই পরম-ব্রহ্মের একাঙ্গসৌন্দর্যও নিজ নিজ বুদ্ধিবলে অনুভবমাত্র করিয়াই 'ইনি এইরূপ' 'ইনি এইরূপ' বলিয়া দিগ্দর্শন-ন্যায়ে কিঞ্চিন্মাত্র বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সাক্ষাৎ-বর্ণন করিতে সক্ষম হয়েন নাই; সুতরাং তাঁহার যে মহান্ লীলাবৈভব, যাহা অনির্বচনীয়, তাহা কিরূপে অনুভব বা বর্ণন করিবেন? এখানে যদিও ভব ও পদ্মযোনির নাম মুখ্যভাবে উল্লেখ করিলাম, কিন্তু আমরাও (আমি ও সনকাদি মুনিগণও) সেই তত্ত্ব নিশ্চিতরূপে বর্ণন বা তাঁহার লীলাচরিতানুভব করিতে অক্ষম। পরন্তু এবম্ভূত মহামহিম পরম-ব্রহ্ম আপনাদের প্রতি স্বয়ং প্রসন্ন। যদিও আমরা মৌনব্রত বা আত্মারামতাদি সাধন দ্বারা তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনামাত্র করিয়া থাকি, কিন্তু লাভ করিতে পারি নাই। ফলিতার্থ এই যে, শ্রীপ্রহ্লাদের গৃহে এই পরম-ব্রহ্ম সাক্ষাৎ বাস করেন নাই বা তাঁহার দর্শনের নিমিত্ত মননশীল মুনিগণও সেইস্থানে যান না। অথবা পরম-ব্রহ্ম তাঁহার মাতুলেয়াদি-সম্বন্ধেও অবস্থিত

নহেন। অতএব আপনারা প্রহ্লাদ অপেক্ষাও ভাগ্যবান, অধিক কি বলিব, শিব, ব্রহ্মাদি দেবগণ এবং আমাদের ন্যায় সনকাদি মহামুনিগণ ও অন্যান্য ভগবদ্ভক্তবৃন্দ অপেক্ষাও আপনারা ভূরিভাগ্যবন্ত।

সারশিক্ষা

১৪। শ্রীপাণ্ডবগণের শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-ভক্তির উদারণস্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের 'যূয়ং নৃলোকে' ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ শ্লোকে বিষণ্ন রাজা শ্রীযুধিষ্ঠিরকে শ্রীনারদ বলিতেছেন—'আপনারা শ্রীপ্রহ্লাদ হইতে এবং শ্রীপ্রহ্লাদের গুরু আমা হইতে ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ হইতে এমন কি শ্রীসনকাদি মহামুনিগণ ও ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণ হইতেও মহাসৌভাগ্যবান। কারণ, স্বদর্শনাদি-দ্বারা ত্রিভুবন-পবিত্রকারী মুনিগণও নিজে নিজে কৃতার্থ হইবার মানসে আপনাদের গৃহে আগমন করেন। যেহেতু, আপনাদের আলয়ে সর্বথা বেদের নিগূঢ় নরাকৃতি পরম-ব্রহ্ম সাক্ষাৎ বাস করেন।' এতদ্দ্বারা মহামুনিগণ হইতেও পাণ্ডবগণের মহত্ত্ব সিদ্ধ হইল।

ষোড়শ সহস্র মহিষী শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি বলিয়া বিচিত্র লীলা-বিনোদ-সম্পাদন জন্য শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ যেমন দেব, মনুষ্যাদি নানারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তাঁহার স্বরূপশক্তিও তদনুরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ যেমন এক হইয়াও বহু, তদ্রূপ তাঁহার স্বরূপশক্তিও এক হইয়াও বহুমূর্তিতে আবির্ভূতা হইয়া শক্তিমান-প্রভুর সেবা-সম্পাদন করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অন্তরঙ্গ শক্তি-প্রভাবে পূর্ণস্বরূপবিগ্রহ এবং বৈকুণ্ঠ, দ্বারকা, মথুরা ও গোকুলে স্বরূপবৈভবের সহিত নিত্য লীলা করিয়া থাকেন। অতএব বহু বিবাহাদিরূপ ধর্মাচরণ হইতে তাঁহার অদ্বয়ত্বের বা পূর্ণতার হানি হইতেছে না।

১৫। অহো শৃণুত পূর্ব্বন্তু কেষাঞ্চিদধিকারিণাম্।
অনেন দীয়মানোঽভূন্মোক্ষঃ স্থিতিরিয়ং সদা॥

১৬। কালনেমির্হিরণ্যাক্ষো হিরণ্যকশিপুস্তথা।
রাবণঃ কুম্ভকর্ণশ্চ তথান্যে ঘাতিতাঃ স্বয়ম্॥

১৭। মুক্তিং ন নীতা ভক্তির্ন দত্তা কস্মৈচিদুত্তমা।
প্রহ্লাদায় পরং দত্তা শ্রীনৃসিংহাবতারতঃ॥

মূলানুবাদ

১৫। অহো! শ্রবণ করুন, পূর্বকালে এই নিয়ম ছিল যে, ইনি বিশেষ বিশেষ অধিকারীকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন।

১৬-১৭। এইজন্য কালনেমি, হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগকে এবং রাবণ ও কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে স্বয়ং বধ করিয়াও মুক্তি প্রদান করেন নাই। অতএব ইনি যে কাহাকেও উত্তমা ভক্তি দেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। তবে কেবল শ্রীনৃসিংহাবতারে শ্রীপ্রহ্লাদকে জ্ঞান-মিশ্রাভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫। এবমুক্তস্য পরশ্রৈষ্ঠ্যস্য প্রাপ্তৌ নিদানং তু তদীয়াসাধারণ-মহিমভরমাধুরীপ্রকাশনমেবেত্যাশয়েনাহ—অহো! ইতি দশভিঃ। আশ্চর্য্যম্, মোক্ষাধিকারিণাং মধ্যে কেষাঞ্চিৎ; অনেন শ্রীদেবকীনন্দনেনৈব; স্থিতিমর্য্যাদা; কদাচিদপ্যত্র ব্যভিচারো নাস্তীত্যর্থঃ॥

১৬-১৭। তদেবাহ—কালেতি সপঞ্চাক্ষরশ্লোকেন। অনেনেত্যনু বর্ত্ততে এব কালনেমির্ঘাতিতো মারিতঃ। স্বয়মেব শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বররূপেণ দেবাসুরযুদ্ধে। হিরণ্যাক্ষশ্চ শ্রীবরাহরূপেণ, হিরণ্যকশিপুঃ শ্রীনৃসিংহরূপেণ, রাবণকুম্ভকর্ণৌ শ্রীরঘুনাথরূপেণ অন্যে চ দৈত্যরাক্ষসাদয়ঃ তত্তৎ-সম্বন্ধিপ্রভৃতয়ঃ। স্বয়মেবানেনৈতে ঘাতিতা অপি মুক্তিং ন প্রাপিতাঃ। অস্মিন্নেবাবতারে তদ্দানেনাস্যৈব মহামহিম-বিশেষবোধনায়। অথ কথং ভগবদ্ভক্তিপ্রাপ্তাস্ত্বিত্যাহ—ভক্তিরিতি। উত্তমা বিশুদ্ধা প্রেমলক্ষণা বা পরং কেবলং দত্তা ভক্তিঃ; সা চ জ্ঞানমিশ্রেতি বোদ্ধব্যম্। উত্তরত্র শুদ্ধামিত্যুক্তেঃ। প্রাক্ প্রহ্লাদেন স্বয়মেব তথোক্তত্বাচ্চ সপ্তম্যাংতস্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫। পাণ্ডবগণের এইপ্রকার শ্রেষ্ঠতা প্রাপ্তির নিদান হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অসাধারণ মহিমাভর-মাধুরী-প্রকাশন। এই আশয়ে 'অহো' ইত্যাদি দশটি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা-মাধুরী বর্ণন করিতেছেন। কি আশ্চর্য! দেবকীনন্দন পূর্ব পূর্ব অবতারে মোক্ষাদি প্রাপ্তির বিশেষ বিশেষ অধিকারীর মধ্যেও কতকগুলিকে মোক্ষমর্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ইনি সেই মোক্ষমর্যাদা সদা সর্বত্র প্রদান করিতেছেন। আর এবিষয়ে কোনরূপ ব্যভিচারও নাই।

১৬-১৭। তাহাই বলিতেছেন, ইনি শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বররূপে দেবাসুরযুদ্ধে কালনেমি, শ্রীবরাহরূপে হিরণ্যাক্ষ, শ্রীনৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরদিগকে এবং শ্রীরঘুনাথরূপে রাবণ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রাক্ষসদিগকে স্বয়ং বধ করিয়াও তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন নাই। অতএব ইনি যে কাহাকেও উত্তমা ভক্তি প্রদান করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। আর এই অবতারে সেই মুক্তি প্রদান দ্বারা তাঁহার মহামহিমাবিশেষ বোধনার্থই ইহা উল্লিখিত হইল। অর্থাৎ পূর্বকালে যখন মুক্তিপর্যন্ত দান করেন নাই, তখন বিশুদ্ধা প্রেমলক্ষণাভক্তি দান করিবেন কিরূপে? তবে কেবল শ্রীনৃসিংহাবতারে শ্রীপ্রহ্লাদকে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি প্রদান করিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে। শ্রীপ্রহ্লাদের ভক্তি যে শুদ্ধাভক্তি নহে, তাহা ইতঃপূর্বে স্বয়ং শ্রীপ্রহ্লাদ-কর্তৃকই উক্ত হইয়াছে।

১৮। হনূমান্ জাম্বুবান্ শ্রীমান্ সুগ্রীবোঽথ বিভীষণঃ।
গুহো দশরথোঽপ্যেতে নূনং কতিপয়ে জনাঃ॥

মূলানুবাদ

১৮। শ্রীরামাবতারে শ্রীমান্ হনুমান, জাম্বুবান, সুগ্রীব, বিভীষণ, গুহক ও রাজা দশরথ প্রভৃতি কয়েকজন ইঁহারই নিকট শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮। হনূমদাদয়ঃ কতিপয়ে জনা জীবাঃ সেবকা বা শুদ্ধাং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যসংভিন্নাং ভক্তিং তু রঘুনাথাবতারে অস্মাচ্ছ্রীদেবকীনন্দনাল্লেভিরে ইত্যুক্তরেণান্বয়ঃ। শ্রীমান্ পরমসৌভাগ্যসম্পদ্‌যুক্তঃ; অস্য চ সর্ব্বত্রৈবানুষঙ্গঃ। নূনং নিশ্চয়ে বিতর্কে বা, লক্ষণেন তেষু শুদ্ধভক্তেরনুমানাৎ। যদ্বা, নূনমিত্যস্য দশরথোঽপীত্যনেনৈব সম্বন্ধ। ততশ্চব্রহ্মশাপাদেব পুত্রবিচ্ছেদশোকেন মরণাচ্ছুদ্ধভক্তৌ সংশয়ে জাতেঽপি তস্য পুত্রস্নেহেন শুদ্ধভক্তিসম্ভাবনয়া বিতর্কঃ। অতএবাত্রাপিশব্দোঽপি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮। শ্রীরঘুনাথাবতারে শ্রীহনুমান প্রভৃতি কতিপয় সেবক এবং কতিপয় জীব এই শ্রীদেবকীনন্দনের নিকট শুদ্ধাভক্তি অর্থাৎ জ্ঞান-কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ বলিতে পরমসৌভাগ্য-সম্পদযুক্ত বুঝায়। এস্থলে 'নূনং' শব্দ নিশ্চয়ার্থে বা বিতর্কে প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যে লক্ষণের দ্বারা তাঁহাদের শুদ্ধভক্তি অনুমান করা যায়, তাহা; অথবা এই নূন-শব্দের শ্রীদশরথেও সম্বন্ধ রহিয়াছে। যেমন ব্রহ্মশাপ-হেতু পুত্রবিচ্ছেদ-শোকে তাঁহার মরণ হওয়ায়, তাঁহার শুদ্ধভক্তি-সম্বন্ধে সংশয় জন্মিতেছে; আবার শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার তাদৃশ পুত্রস্নেহ-দর্শনে শুদ্ধভক্তির সম্ভাবনা হইতেছে, ইহাই বিতর্ক। এইজন্য মূল শ্লোকে 'দশরথ' শব্দের পর 'অপি' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

১৯। রঘুনাথাবতারেঽস্মাচ্ছুদ্ধাং ভক্তিং তু লেভিরে।
বিশুদ্ধস্য চ কস্যাপি প্রেম্ণো বর্তাপি ন স্থিতা॥

মূলানুবাদ

১৯। যদিও ঐ শ্রীরঘুনাথাবতারে কতিপয় মহাত্মা শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি কিন্তু বিশুদ্ধ প্রেমের বার্তাও শোনা যায় নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৯। বিশুদ্ধস্য স্বারসিকস্য, ন তু গুণরূপাদ্যপেক্ষকস্যেত্যর্থঃ। কস্যাপীতি পতিপুত্রাদিভাবেন জায়মানেষু নানাবিধেষু বিশুদ্ধেষু প্রেমসু মধ্যে কস্যচিৎ একতরস্যাপীত্যর্থঃ। যদ্বা, অনির্ব্বাচ্যস্য শ্রীগোপীনামিব শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-বিশেষস্যেত্যর্থঃ। বার্ত্তাপি তদানীং নাসীৎ কুতশ্চ প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯। এই প্রকারে শ্রীদশরথ বিশুদ্ধ স্বারসিক ভক্ত হইলেও তাঁহার ভক্তি শ্রীরামচন্দ্রের গুণ-রূপাদি-অপেক্ষক নহে। কারণ, পতি-পুত্রাদিভাবে উৎপন্ন নানাবিধ বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যে কোন একটি ভাবের কথাও তৎকালে প্রচলিত ছিল না। অথবা গোপীগণের ন্যায় বিশুদ্ধ অনির্বাচ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিশেষের বার্তাও তদানীন্তন কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। অতএব তাদৃশ বিশুদ্ধ প্রেম প্রাপ্তি ঘটিবে কিরূপে?

২০। ইদানীং ভবদীয়েন মাতুলেয়েন নো কৃতাঃ।
মুক্তা ভক্তাস্তথা শুদ্ধপ্রেমসম্পূরিতাঃ কতি॥

২১। আত্মনা মারিতা যে চ ঘাতিতা বার্জ্জুনাদিভিঃ।
নরকার্হাশ্চ দৈতেয়াস্তন্মহিম্নামৃতং গতাঃ॥

মূলানুবাদ

২০। ইদানীং আপনাদিগের মাতুলেয় শ্রীকৃষ্ণ বহু বহু লোককেই মুক্ত, ভক্ত ও শুদ্ধপ্রেমরসসম্পূরিত করেন নাই কি?

২১। শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগকে স্বয়ং বধ করিয়াছেন, অথবা যাঁহাদিগকে শ্রীঅর্জুনাদি দ্বারা ঘাতিত করিয়াছেন, সেই সকল দৈত্য নরকভোগযোগ্য হইলেও তাঁহার মহিমায় মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

২০। কতি মুক্তাঃ, কতি ভক্তাঃ, কতি শুদ্ধপ্রেমরসসম্পূরিতাশ্চ ন কৃতা, অপি তু বহব এব তে তে কৃতা ইত্যর্থঃ। ভবদীয়মাতুলেয়েনেতি তাদৃশ মহিমবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃকসম্বন্ধেন তেষামপি তাদৃঙ্মাহাত্ম্যং সূচয়তি॥

২১। তত্রাদৌ প্রাপ্তমোক্ষান্নির্দ্দিশতি—আত্মনেতি। যে দৈতেয়াঃ পূতনাদয়ঃ; বেত্যুক্ত-সমুচ্চয়ে; যে চ অর্জ্জুনভীমাদিভিঃ কৃত্বা ঘাতিতাঃ কর্ণদুর্য্যোধনাদয়ঃ তেঽপি দৈত্যাংশপ্রবেশাদ্দৈতেয়া এব। অপ্যর্থে চকারঃ। নরকার্হা নরকযোগ্যা অপি বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্রোহাৎ। তস্য ভবদীয় মাতুলেয়স্য মহিম্নৈব অমৃতং মুক্তিং প্রাপ্তাঃ; তথা চ দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ২।৭।৩৪-৩৫) 'যে চ প্রলম্বখরদর্দুর-কেশ্যরিষ্টমল্লেভকংসযবনাঃ কুজপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ। অন্যে চ সাল্বকপিবল্বল-দন্তবক্র-সপ্তোক্ষ-সম্বরবিদূরথ-রুক্মিমুখ্যাঃ। যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ, কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ। যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীমব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্॥' ইতি। এতয়োরর্থঃ—যে চ প্রলম্বাদয়স্তে সর্ব্বে হরিণা হেতুভূতেন তদীয়ং তেষাং যোগ্যং নিলয়ং নিতরাং লয়ং মোক্ষম্ অদর্শনং দর্শনাবিষয়ং পুনর্দর্শনরহিতং বা পরমাভাবরূপত্বাৎ। অলমত্যর্থম্; যদ্বা, অদর্শনেষু অদৃশ্যেষু মধ্যে মলরূপ পরমহেয়মিত্যর্থঃ, ভক্তিরসবিঘাতকত্বাৎ। যাস্যন্তি প্রাপ্স্যন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। দর্দূর ইব দুর্দূরো বকঃ; কপির্দ্বিবিদঃ। ননু খরকপিবল্বলপ্রমুখাঃ বলভদ্রেণ নিহতাঃ; কাম্বোজাদয়শ্চ ভীমার্জ্জুনাদিভিঃ; শম্বরঃ প্রদ্যুম্নেন, যবনো মুচুকুন্দেন ন তু হরিণা। তত্রাহ—বলপার্থভীমেত্যাদয়ঃ ব্যাজাহ্বয়া

কপটনামানি যস্য তেনেতি। যদি চ তদীয় নিলয়ং শ্রীবৈকুণ্ঠমিতি ব্যাখ্যা তদা মুক্তা ইত্যস্য বৈকুণ্ঠনয়নেন সংসারবন্ধ- ছেদনান্মুক্তাঃ কৃতাঃ মোচিতা ইত্যর্থো দ্রষ্টব্যঃ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২০। শ্রীকৃষ্ণ কত শত লোককে মুক্ত, ভক্ত ও শুদ্ধপ্রেমরসে পরিপূরিত করেন নাই কি? অপিচ বহু বহু মুক্ত, ভক্ত ও প্রেমরসে পরিপূরিত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। মূলের 'ভবদীয়েন মাতুলেয়েন' পদে (আপনাদিগের মাতুলেয়) তাদৃশ মহিমান্বিত শ্রীকৃষ্ণের সহিত উক্ত সম্বন্ধবশতঃ আপনাদেরও তাদৃশ মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে।

২১। প্রথমতঃ প্রাপ্তমোক্ষ দৈত্যদিগের নির্দেশ করিতেছেন, তিনি এই শ্রীকৃষ্ণাবতারে পূতনাদি যে সকল দৈত্যকে স্বয়ং বধ করিয়াছেন অথবা যাহাদিগকে ভীম-অর্জুনাদি দ্বারা ঘাতিত করিয়াছেন, তাঁহারা নরকযোগ্য হইলেও আপনাদের মাতুলেয় শ্রীকৃষ্ণের মহিমায় মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এস্থলে কর্ণ-দুর্যোধনাদি ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গকেও দৈত্য বলা হইয়াছে। কারণ, তাঁহাদের শরীরে দৈত্যাংশের প্রবেশ-হেতু তাঁহারাও বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের দ্রোহ করিতেন বলিয়া দৈত্য মধ্যে গণ্য হইয়াছেন। দ্বিতীয়স্কন্ধে উক্ত আছে—'প্রলম্ব, খর, বক, কেশী, অরিষ্ট, মল্লগণ, কুবলয়পীড়, কালযবন, কপি, পৌণ্ড্রক, শাল্ব, নরক, বল্বল, দন্তবক্র, সপ্তোক্ষ, সম্বর, বিদূরথ, ও রুক্মী প্রমুখ যোদ্ধাগণ এবং কাম্বোজ, মৎস্য, কুরু, সৃঞ্জয় ও কেকয় প্রভৃতি অন্যান্য যে কেহ ধনুর্বাণাদি অস্ত্র গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে অতিশয় দর্প প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়া তদীয় নিলয়ে গমন করিলেন। সত্যই, এই কার্য অলৌকিক। যদিও এই দৈত্যগণের কেহ কেহ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত এবং খর, কপি, বল্বল প্রমুখ দৈত্যসকল শ্রীবলরামের হস্তে নিহত; কাম্বোজাদি দৈত্যসকল শ্রীভীম ও অর্জুনের দ্বারা নিহত; শ্রীপ্রদ্যুম্নের দ্বারা সম্বর নিহত, শ্রীমুচুকুন্দের দ্বারা কালযবন নিহত হইলেও তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছেন বলিতে হইবে। কারণ, শ্রীবলরাম, ভীম, অর্জুন প্রভৃতি সেই শ্রীকৃষ্ণেরই কপট নাম মাত্র। অতএব এই সকল হতদৈত্য পুনর্দর্শনরহিত নিতান্ত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা 'যাস্যন্তদর্শনমলং' পদের অন্যপ্রকার অর্থও হইতে পারে। এইসকল দৈত্য পুনর্দর্শনরহিত বা পরম অভাবরূপত্ব নিতান্ত লয়রূপ মোক্ষধামে গমন করিয়াছেন। অথবা অদর্শনমল-স্বরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইপ্রকার অদর্শনরূপ যে লয় বা মোক্ষ, ভক্তিরসের বিঘাতক বলিয়া মলস্বরূপ। যদিও 'তদীয় নিলয়' বলিতে

শ্রীবৈকুণ্ঠপদকেই বুঝায়, তথাপি, 'মুক্তি' এই শব্দ (মূলে) থাকায় বৈকুণ্ঠে আনয়ন করিলেও সংসারবন্ধনমোচনরূপ মুক্তিই হয়। অতএব এস্থলে মুক্তি বলিতে দৈত্যগণের সংসারবন্ধনমোচন বুঝিতে হইবে।

সারশিক্ষা

২১। দ্বেষাদি দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ ঘটিলে মুক্তিলাভ হয়। যেমন বৈরভাববদ্ধ (শ্লোকোক্ত) দৈত্যগণ। অতএব নিখিল শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে শ্রীকৃষ্ণে যে অদ্ভুততর করুণাশক্তির বিকাশ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা অন্য শ্রীভগবৎস্বরূপে কখনও দৃষ্ট হয় না।

এইপ্রকার ভগবদ্দ্বেষে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াও কেহ যদি শ্রীকৃষ্ণনাম করেন, তাহা হইলেও এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুরাসুরাদির দুর্লভ ফল মুক্তি দান করিয়া থাকেন। আর তাঁহাতে আসক্তচিত্ত ভক্তজনকে যে তদপেক্ষাও কোন বিশিষ্ট ফল দেন, তাহা কৈমুত্যন্যায়েই সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ সকলের মুক্তিদাতা এবং হতারিগতিদায়ক বলিয়া যে কোনরূপে স্মরণকারীর চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া অভীপ্সিত ফলদান করেন; কিন্তু অন্যান্য শ্রীভগবৎস্বরূপে এতাদৃশ শক্তির বিকাশ দেখা যায় না। যেমন বেণ রাজা বিষ্ণুদ্বেষী হইলেও শ্রীকৃষ্ণদ্বেষীগণের মত মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের মত শ্রীবিষ্ণুস্বরূপে সর্বাকর্ষকত্ব-শক্তির বিকাশ না থাকায় বেণ রাজার শ্রীবিষ্ণুতে তাদৃশ আবেশ হয় না বলিয়া মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। বিশেষতঃ হতারিগতিদায়কত্ব গুণ অন্য ভগবৎস্বরূপে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদিরূপ সদ্গতি দান করেন, কিন্তু সর্বাবতারি প্রভু শ্রীকৃষ্ণ নিহত শত্রুমাত্রকে মুক্তি দিয়া থাকেন, কোথাও বা ভক্তি পর্যন্ত দিয়া থাকেন। যেমন পূতনাকে ধাত্রী-গতি দিয়াছিলেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কোন শ্রীভগবৎস্বরূপ হইতে অসুরগণের মুক্তি হয় না, ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায় কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, বিষ্ণুতত্ত্ব সর্বত্রই দীপসদৃশ উজ্জ্বল আলোকময় এবং মূল নারায়ণ হইতে অভিন্ন ও সমানধর্মবিশিষ্ট। যদিও তাঁহারা মূলদীপ হইতেই প্রকাশমান, তথাপি শক্তি-বিকাশের তারতম্য-হেতু তাঁহারা অংশরূপ অবতার, আর শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং অবতারী। এইপ্রকারে অনন্ত বিভেদ এবং অনন্ত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ এক অখণ্ডতত্ত্ব।

২২। তপোজপজ্ঞানপরা মুনয়ো যেঽর্থসাধকাঃ।
বিশ্বামিত্রো গৌতমশ্চ বশিষ্ঠোঽপি তথাপরে॥
২৩। তং কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং গত্বা কৃষ্ণপ্রসাদতঃ।
ভক্তিং তং প্রার্থ্যতাং প্রাপ্যাভবংস্তদ্ভক্তিতৎপরাঃ॥

মূলানুবাদ

২২-২৩। তপঃনিষ্ঠ বিশ্বামিত্র, জপনিষ্ঠ গৌতম, জ্ঞাননিষ্ঠ বশিষ্ঠ এবং অপরাপর মুনিগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক হইয়াও কুরুক্ষেত্রযাত্রায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকৃপায় ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহারা ভক্তিপর হইয়াছিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

২২-২৩। ইদানীং প্রাপ্তভক্তিকানাহ—তপ ইতি দ্বাভ্যাম্। বিশ্বামিত্রাদয়স্ত্রয়ঃ ক্রমেণ তপ আদি পরা অপি। অতএব অর্থানাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধকা অপি। তং কৃষ্ণং তাং ভক্তিম্। তথা চ তেষাং প্রার্থনং দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৮৪।২৬)—'তস্যাদ্য! তে দদৃশিমাঙ্ঘ্রিমঘৌঘমর্ষ,-তীর্থাস্পদং হৃদি কৃতং সুবিপক্কযোগৈঃ। উৎসিক্তভক্ত্যপহতাশয়জীবকোষা,-শ্চাপূর্ভবনগতিমথানুগৃহাণ ভক্তান্॥' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামীপাদৈঃ—'অঘৌঘস্য মর্ষং নাশকরং যদ্গঙ্গাখ্যং তীর্থং তস্যাস্পদমাশ্রয়ম্। সুবিপক্কযোগৈরপি হৃদি কৃতং কেবলং ন তু দৃষ্টম্। তস্য তেঽঙ্ঘ্রিং দদৃশিম দৃষ্টবন্তো বয়ং বহুভিঃ পুণ্যৈঃ। অতোঽস্মাননুগৃহাণ, ভক্তান্ কৃত্বানুগ্রহং কুর্বিত্যর্থঃ। ননু কিং ভক্ত্যা যথা পূর্ব্বং তপ এব তপ্যতাং তত্রাহুঃ—উৎসিক্তা উদ্রিক্তা যা ভক্তিস্তয়াঽপহত আশয়লক্ষণো জীবকোষো যেষাং ত এব পূর্ব্বং ভগবদ্গতিং পরমপদমাপুর্নান্যে' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২-২৩। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা ভক্তিপ্রাপ্ত মুনিগণের কথা বলিতেছেন। তপপরায়ণ বিশ্বামিত্র, জপপরায়ণ গৌতম, জ্ঞাননিষ্ঠ বশিষ্ঠ এবং অপরাপর মুনিগণ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের সাধক হইয়াও কুরুক্ষেত্র যাত্রায় গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রথমতঃ ভক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রসাদে ঐ প্রার্থিত ভক্তি লাভ করিয়া পরিশেষে ভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। এবিষয় দশমস্কন্ধে উক্ত আছে,

"হে শ্রীকৃষ্ণ! অদ্য আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিলাম। এই শ্রীপাদপদ্ম সর্বপাপরাশি-ধ্বংসকারক, গঙ্গা-তীর্থের উৎপাদক এবং সুবিপক্বযোগসম্পন্ন যোগীদিগেরও হৃদয়ে ধ্যাত; কিন্তু আজ আমরা সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। অতএব ভক্তি প্রদান করিয়া আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিধান করুন। যেহেতু, প্রবুদ্ধ ভক্তিদ্বারা যাঁহাদিগের বাসনারূপ জীবকোষ ধ্বংস হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে ভক্তি করিয়া থাকেন।" এই শ্লোকের শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী-কৃত ব্যাখ্যা এইরূপ—'সুবিপক্ব (পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত) যোগীগণ যে শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যানমাত্র করেন, কিন্তু সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পান না, যে শ্রীপাদপদ্ম সমস্ত পাপরাশির ধ্বংসকারক, গঙ্গা নামক তীর্থের আশ্রয়স্বরূপ, হে প্রভো! আপনার সেই শ্রীপাদপদ্ম আমরা বহু পুণ্যফলে সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম। এক্ষণে আপনি আমাদিগকে নিজভক্ত করিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। যদি বলেন, ভক্তির কি প্রয়োজন? তোমরা পূর্ববৎ তপ-জপাদি কর। তাহাতেই মুনিগণ বলিতেছেন, হে প্রভো! আপনার শ্রীপাদপদ্মদর্শনে আমাদের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেকবশতঃ বাসনা-লক্ষণ জীবকোষ ধ্বংস হইয়াছে, তাই আপনার পরমপদ পাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, অন্যগতি চাহি না।

২৪। স্থাবরাশ্চ তমোযোনিগতাস্তরুলতাদয়ঃ।
শুদ্ধসাত্ত্বিকভাবাপ্ত্যা তৎপ্রেমরসবর্ষিণঃ॥

মূলানুবাদ

২৪। তমোযোনিগত তত্রত্য তরু-লতাদি স্থাবর সকলও তাঁহার কৃপায় শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাব প্রাপ্ত হইয়া সতত প্রেমরসদ্ধারা বর্ষণ করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

২৪। অধুনা প্রেমসম্পূরিতানাহ—স্থাবরা ইতি। অপ্যর্থ চকারঃ। তমোযোনিঃ স্থাবরত্বং বহিরিন্দ্রিয়-শক্ত্যসম্ভাবাৎ তাং প্রাপ্তা অপি বৃন্দাবনাদৌ স্থিতাস্তরুলতাদয়ঃ। যদ্যপি তত্রত্যাস্তামসা ন ভবন্তি, তথাপি সাধারণস্থাবরতুল্যতাদৃষ্ট্যা তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, হস্তিনাপুরাদিবর্তিনঃ যথোক্তং শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীকুন্ত্যা প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।৮।৪০)—'ইমে জনপদাঃ স্বৃদ্ধাঃ সুপক্কৌষধিবীরুধঃ। বনাদ্রিনদ্যুদন্বন্তো হ্যেধন্তে তব বীক্ষিতাঃ।' ইতি। অত্র চ ভবতা পরমানুকম্পয়া দৃষ্টাঃ সন্তঃ এধন্তে পরমপ্রেমসম্পৎপ্রাপ্ত্যা বর্ধন্তে সর্ব্বতোঽধিকতরা ভবন্তীতি বদন্ত্যা স এবার্থোঽভিপ্রেতঃ। শুদ্ধ-সাত্ত্বিকানাং পরম-বৈষ্ণবানাং যো ভাবস্তত্ত্বা। যদ্বা, শুদ্ধসাত্ত্বিকঃ রজস্তমোঽসংপৃষ্টো যো ভাবঃ প্রেমানুভাবরূপস্তম্ভাদিস্তস্য প্রাপ্ত্যা। তস্য ভগবতঃ প্রেমরসবর্ষিণঃ সততমধুধারাস্রাবব্যাজেন প্রেমসম্পত্তি-লক্ষণাশ্রুধারাবৃষ্টিযুক্তা অভবন্নিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪। অধুনা প্রেমসংপূরিত স্থাবরাদির কথা বলিতেছেন। তামসযোনিপ্রাপ্ত তরুলতাদি সাধারণতঃ বহিরিন্দ্রিয় বৃত্তি-শক্তির অভাবে স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইলেও শ্রীবৃন্দাবনাদি ধামস্থিত তরুলতাদি (তাদৃশ বহিরিন্দ্রিয় বৃত্তির অভাবে স্থাবরজাতি হইলেও) শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদে সাত্ত্বিকভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদিও শ্রীবৃন্দাবনে তামসযোনিপ্রাপ্ত তাদৃশ তরুলতাদি নাই, তথাপি সাধারণ স্থাবরাদির সহিত তুল্যতা দেখিয়া সেই প্রকারেই বর্ণন করিয়াছেন। অথবা হস্তিনাপুরবর্তি তরুলতাদির সম্বন্ধে ঐরূপ ভাব জানিতে হইবে। যথা, প্রথমস্কন্ধে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীকুন্তীদেবীর উক্তি—"হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি এখানে অবস্থান করিতেছ বলিয়া জনপদসকলে এতাদৃশ সমৃদ্ধশালী হইতেছে, ঔষধি ও তরুলতাদি যথাকালে সুপক্ক ফল প্রসব করিতেছে। অর্থাৎ তোমার কৃপাদৃষ্টিতে এই সকল পর্বত, বন, সরোবর

প্রভৃতি মহতী বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।" উদ্ধৃত শ্লোকের 'তব বীক্ষিতাঃ' পদে তোমার পরমানুগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে ইহারা এতাদৃশ সমৃদ্ধশালী হইতেছে, এবং 'এধন্তে' পদে তোমার প্রেমসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্বাপেক্ষা অধিকতর বর্ধিত হইতেছে, ইহাই শ্লোকের অভিপ্রেতার্থ। অথবা তত্রতা তরুলতাদি স্থাবর হইলেও শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণবগণের শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এস্থলে 'শুদ্ধসাত্ত্বিক' বলিতে রজ-তমো-অসংস্পৃষ্ট যে শুদ্ধভাব, সেই প্রেমানুভাবরূপ স্তম্ভাদি সাত্ত্বিকভাবে প্রাপ্ত হইয়াছেন, বুঝিতে হইবে। এই প্রকারে তাঁহারাও শ্রীভগবানের প্রেমরসধারাবর্ষণে অর্থাৎ সতত মধুধারাবর্ষণছলে প্রেমসম্পত্তিলক্ষণ অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছেন।

২৫। হে কৃষ্ণভ্রাতরস্তস্য কিং বর্ণ্যোঽপূর্ব্বদর্শিতঃ।
রূপ-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-মাধুর্য্যাশ্চর্য্যতাভরঃ॥

২৬। অপূর্ব্বত্বেন তস্যৈব যো বিস্ময়বিধায়কঃ।
তথা লীলাগুণাঃ প্রেমা মহিমা কেলিভূরপি॥

মূলানুবাদ

২৫। হে কৃষ্ণভ্রাতৃগণ! শ্রীকৃষ্ণের রূপ, সৌন্দর্য, লাবণ্য ও মাধুর্যাদির আশ্চর্যতর প্রকাশবিশেষ কি বর্ণন করিব? তাহা সকলই অপূর্ব।

২৬। তাঁহার অপূর্ব রূপাদি তাহারই বিস্ময়বিধায়ক, তাঁহার লীলা, গুণগ্রাম, প্রেম, মহিমা এবং কেলিভূমিও তদ্রূপ অপূর্ব।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৫। এবং মুক্ত্যাদিদানেন মাহাত্ম্যভরমুক্ত্বাধুনা স্বত এব তত্তদ্ধেতুত্বেন তদীয়রূপাদিমহিমানমাহ—হে কৃষ্ণেতি দ্বাভ্যাম্। অপূর্ব্বদর্শিতঃ পূর্ব্বং বৈকুণ্ঠে-হবতারেষু চাপ্রকটীকৃতঃ! রূপমাকারঃ, সৌন্দর্য্যময়বসৌষ্ঠবম্, লাবণ্যং কান্তিবিশেষঃ, মাধুর্য্যং স্মিতভ্রূনর্তনকটাক্ষাদি; তেষামাশ্চর্য্যতা চিত্তচমৎকারকারিত্বং তস্যা ভারোঽতিশয়ঃ কিং বর্ণ্যঃ অপিতু বর্ণয়িতুমশক্য ইত্যর্থঃ।

২৬। কুতস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি যো রূপসৌন্দর্য্যাদ্যাশ্চর্য্যতাভরঃ বিস্ময়ং বিদধাতীতি তথা সঃ। কেন হেতুনা; অপূর্ব্বত্বেন পরমাশ্চর্য্যতয়া। যদ্বা, পূর্ব্ববৃত্তত্বেন পূর্ব্বং কদাপীদৃশো নাসীৎ, কথমধুনা জাত ইত্যেতেনেত্যর্থঃ। যথা রূপাদি তথা তাদৃশ্য এব লীলাদয়ঃ; তত্র লীলা বিচিত্রচরিতানি, গুণাঃ কারুণ্যাদয়ঃ, প্রেমা ভক্তবিষয়কঃ, ভক্তানাং বা তদ্বিষয়কঃ। মহিমা দীনবাৎসল্যাদির্ভক্তজনাধীনত্বাদির্বা, কেলিভূমিঃ শ্রীবৃন্দাবনাদি; কৃষ্ণভ্রাতর ইতি তত্তত্ত্বং ভবন্ত এব সম্যগ্ বিদন্ত্যনুভবন্তি চেতি যূয়মেব ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের মুক্তি, ভক্তি ও প্রেমাদি দানের মাহাত্ম্যরাশি কীর্তন করিয়া অধুনা তত্তৎ মহিমা-হেতু স্বতঃস্ফূর্ত তদীয় রূপাদির মহিমা বর্ণন করিতেছেন। হে শ্রীকৃষ্ণভ্রাতৃগণ! শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি সকলই অপূর্ব। পূর্বে কখনও অর্থাৎ বৈকুণ্ঠেশ্বর শ্রীনারায়ণাবতারেও প্রকটিত হয় নাই। রূপ—আকার; সৌন্দর্য— অবয়বসৌষ্ঠব; লাবণ্য—কান্তিবিশেষ; মাধুর্য—ঈষৎ হাস্য, ভ্রূনর্তন ও

কটাক্ষাদি এবং তাহাদের আশ্চর্যতা অর্থাৎ চিত্তচমৎকারিতার আতিশয্য কি বর্ণন করিব? অপিচ বর্ণন করিতেও অক্ষম।

২৬। শ্রীকৃষ্ণের রূপ ও সৌন্দর্যাদি তাঁহারই বিস্ময় বিধান করিয়া থাকে; কি হেতু? অপূর্বত্বের নিমিত্ত, অর্থাৎ এইপ্রকার পরমাশ্চর্য রূপাদি পূর্বে কখনও প্রকটিত হয় নাই। সেইরূপ তাঁহার লীলা, (বিচিত্রচরিতাদি) কারুণ্যাদি গুণগ্রাম, ভক্তবিষয়ক তাঁহার প্রেম এবং তদ্বিষয়ক ভক্তের প্রেম, দীনবাৎসল্যাদি মহিমা বা ভক্তজনের অধীনত্বাদি মহিমা, এবং কেলিভূমি শ্রীবৃন্দাবনাদিও তদ্রূপ। 'শ্রীকৃষ্ণভ্রাতৃগণ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, আপনারা তাঁহার ভ্রাতা বলিয়া তত্তৎ রূপাদির মহিমা তত্ত্বতঃ অবগত আছেন এবং অনুভবও করিয়াছেন। অতএব আপনারাই ভূরিভাগ্যবন্ত।

২৭। মন্যেঽত্রাবতরিষ্যন্ন স্বয়মেবমসৌ যদি।
তদাস্য ভগবত্তৈবাভবিষ্যৎ প্রকটা ন হি॥

মূলানুবাদ

২৭। আমি এইরূপ মনে করি, শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পরম ভগবত্তাও প্রকটিত হইত না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৭। ননু যদ্যেতে পূর্ব্বং নাসন্ তদা নিত্যত্বহানিঃ স্যাৎ। যদি বাসন্ তদা পূর্ব্বতোঽস্য শ্রৈষ্ঠ্যং ন সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—মন্য ইতি দ্বাভ্যাম্ অহমেবং মন্যে। অত্র ভূতলে শ্রীমথুরায়াং বা অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ং যদি নাবতরিষ্যৎ, অপ্যর্থে এব শব্দঃ, ভগবতা পরমেশ্বরত্বমপি প্রকটা ব্যক্তা নাভবিষ্যৎ, কিং পুনঃ পরমাশ্চর্য্যরূপাদিভরস্তাদৃশলীলাদয়শ্চ, সাক্ষাৎ সর্ব্বৈরননুভূয়মানত্বাৎ। হি নিশ্চিতম্, যদ্বা, তাদৃশরূপাদিকমেব ভগবত্তা সা প্রকটা নাভবিষ্যদেব। অপ্রকটত্বেন তেনাসন্নেবেতি মন্য ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭। যদি পূর্বে কখনও ঈদৃশ রূপাদি প্রকটিত হয় নাই, তাহা হইলে অধুনা কিরূপে জাত হইল? আর যদি তাঁহার রূপাদি অপূর্ব হয়, তাহা হইলেও নিত্যত্বের হানি হয়; আর যদি বলা হয়, উহা পূর্বেও ছিল, তাহা হইলে কিন্তু অপূর্বত্ব-হেতু শ্রেষ্ঠতা সিদ্ধ হয় না। এইপ্রকার প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া 'মন্যে' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, আমার মন্তব্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ যদি স্বয়ং এই ভূমণ্ডলের শ্রীমথুরায় অবতরণ না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পরমাশ্চর্যতর রূপাদির কথা কি, কেবল পরমেশ্বরত্বও অভিব্যক্ত হইত না। অথবা তাঁহার তাদৃশ পরমাশ্চর্য রূপরাশি ও লীলাদিস্বরূপ ভগবত্তাও প্রকটিত হইত না। নিশ্চয়ার্থে 'হি' অব্যয়। তাৎপর্য এই যে, তাঁহার পরমৈশ্বর্য বা রূপ, লীলা ও ধামাদি নিত্য হইলেও বা প্রপঞ্চাতীত গোলোকে নিত্য বর্তমান থকিলেও, ভূমণ্ডলে অবতরণ না করিলে তাহা প্রকটিত হইত না বা জগতের কোন জীবই তাহা অনুভব করিতে পারিত না। জগতে তাঁহার রূপ-লীলাদিস্বরূপ ভগবত্তা অপূর্বই ছিল, কিন্তু এক্ষণে জগতে

প্রকটিত হওয়ায় সকলে তাহা অনুভব করিতেছেন। অতএব আমার মন্তব্য এই যে, জগতে যদি এতাদৃশ রূপাদিবৈভবস্বরূপ ভগবত্তা প্রদর্শিত না হইত, তবে তাহা নিত্য হইলেও জগতে অপ্রকটিত থাকিত, সুতরাং আমি নিশ্চয়ই তাহা না থাকার মধ্যে গণ্য করিতাম।

সারশিক্ষা

২৭। লীলা অপ্রকট হইলেও শ্রীল শুকদেব গোস্বামী সেই অপ্রকট লীলা শ্রীকৃষ্ণকেই নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের নিত্যস্থিতি জ্ঞাপন করিয়াছেন! আবার শ্রীল স্বামিপাদও টীকার প্রারম্ভে লিখিলেন—

যেনানুকম্পিতঃ বিশ্বমুদ্ধব-প্রশ্ননির্ণয়ৈঃ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনরূপিণং॥

অর্থাৎ শ্রীউদ্ধবের প্রশ্ন নির্ণয় করিয়া যিনি জগতকে অনুকম্পিত করিয়াছেন, সেই নন্দনন্দনরূপী শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি। এই শ্লোকে বুঝা যাইতেছে যে, লীলা অপ্রকট সময়েও শ্রীকৃষ্ণের রূপকে প্রণাম করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে তিনি বর্তমান না থাকিলে, তাঁহাকে প্রণাম করা বৃথা হইত, অতএব তাঁহার প্রণাম দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্থিতি সিদ্ধ হইল। আর অদ্যাপিও প্রেমিক ভক্তগণ (এই অপ্রকট শ্রীবৃন্দাবনেই) শ্রীকৃষ্ণরূপ দর্শন করেন এবং দর্শনের যে ফল তাহাও প্রাপ্ত হয়েন। এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণরূপের নিত্যস্থিতির কথা শ্রুতি-স্মৃতিতেও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আচ্ছা, সকল সময় সকলে শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পায় না কেন? ইহার উত্তরে শ্রীভগবান বলিয়াছেন— 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ। (গীতা ৭।২৫) অর্থাৎ আমি স্বীয় যোগমায়া দ্বারা লোকলোচনের অন্তরালে যেন আবৃত আছি, এজন্য সকলের নিকট প্রকাশিত নহি। অর্থাৎ যোগমায়া দ্বারা আমার প্রকাশ সকলের চক্ষে প্রতিভাত হয় না। যোগ-যুক্ত যে মায়া, তাহা যোগমায়া। এই যোগমায়া তাঁহার স্বরূপশক্তি এবং তাঁহাতে নিত্যই আছেন ও নিত্যই তাঁহাকে যেন আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু যাঁহারা প্রভুর অনুগৃহীত, তাঁহারাই ভক্তিযোগে সদা দর্শন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা সেই শক্তি-কর্তৃক বিগৃহীত অর্থাৎ বহির্মুখ জগতে নিঃক্ষিপ্ত, তাঁহারা সন্তান পাইবেন কিরূপে? এইপ্রকার ভগবদ্-প্রকাশিকা শক্তির নাম যোগমায়া। এই যোগমায়া মায়ীকে আবৃত করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত নহে—জীব-চক্ষুকে আবৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ বৈকুণ্ঠ

প্রভৃতি প্রপঞ্চাতীত রাজ্যে শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত লীলাবৈচিত্র্য প্রকটিত আছে, তাহাতে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের রূপাদিমাধুর্য প্রতিক্ষণ নবনবায়মানরূপে আস্বাদন হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেন—

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার।
সে সে লীলা করিব, যাতে মোর চমৎকার॥

বৈকুণ্ঠ ও গোলোকাদিতে যে যে লীলার প্রচার নাই, সেই সেই লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব এবং সেই লীলাতে আমিও চমৎকৃত হইব। এইপ্রকার মাধুর্যের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যে সকল মাধুর্য-প্রধান লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা যোগমায়া হইতে সম্পন্ন হয় অর্থাৎ যোগমায়ার অচিন্ত্য-প্রভাবক্রমে এই লীলা জগতে প্রকটিত হয়।

২৮। ইদানী পরমাং কাষ্ঠাং প্রাপ্তাভূৎ সর্বতঃ স্ফুটা।
বিশিষ্টমহিমশ্রেণী-মাধুরীচিত্রতাচিতা॥

মূলানুবাদ

২৮। ইদানী তাঁহার বিশিষ্ট মহিমাশ্রেণীর বহুবিধ মাধুরী বহু প্রকারে পরিব্যাপ্ত ও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া সেই ভগবত্তা সর্বপ্রকারে সর্বত্র পরিস্ফুট হইয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮। ইদানীমত্রাবতরণে তু সর্ব্বতঃ সর্ব্বথা সর্ব্বত্র স্ফুটাভূৎ। তত্রাপি পরমাং কাষ্ঠাং নিষ্ঠাং প্রাপ্তা সতী। তৎপ্রকারমেবাহ—বিশিষ্টা উত্তমা যা মহিমশ্রেণ্যস্তাসাং মাধুরী তস্যাশ্চিত্রতা বৈচিত্রী বহুবিধত্বং তয়া আচিতা ব্যাপ্তা সতী। এবং শ্রীকৃষ্ণস্যাবতারিত্বমবতরাত্বমপি প্রসক্তম্। অতএব তত্তৎপরমৈশ্বর্য্যাদিকং পরমমাধুর্য্যাদিকমপি যুগপদেব তস্মিন্ সুসঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮। সম্প্রতি তাঁহার এই অবতারে সেই রূপাদিস্বরূপ ভগবত্তা সর্বপ্রকারে সকলস্থানে পরিস্ফুট হইয়াছে। আবার তত্তৎ মাধুর্যাদিও পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রকার নির্দেশ করিতেছেন, তদীয় বিশিষ্ট ও উত্তর মহিমাশ্রেণীর বহুবিধ মাধুরীবৈচিত্র্য দ্বারা ব্যাপ্ত ও সীমান্তপ্রাপ্ত হইয়াছে। এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের অবতারিত্ব সত্ত্বেও অবতারত্বের প্রসক্তি হইতেছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ অবতারী বলিয়া তত্তৎ পরমৈশ্বর্যাদি ও পরমমাধুর্যাদি বিদ্যমান থাকাই সুসঙ্গত হইতেছে।

২৯। **কৃষ্ণস্য কারুণ্যকথাস্তু দূরে, তস্য প্রশস্যো বত নিগ্রহোঽপি।**
কংসাদয়ঃ কালিয়পূতনাদ্যা, বল্যাদয়ঃ প্রাগপি সাক্ষিণোঽত্র॥

মূলানুবাদ

২৯। শ্রীকৃষ্ণের কৃপার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নিগ্রহও প্রশংসনীয়। উহার সাক্ষী এই কৃষ্ণাবতারে কংস, কালিয় ও পূতনাদি এবং পূর্বতন অবতারে বলি প্রভৃতি অসুরগণ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৯। ইত্থং শ্রীভগবতোঽনুগ্রহাদিগুণমহিমানং সংক্ষেপেণোক্ত্বা নিগ্রহ-ব্যাজমাহাত্ম্য- বিশেষমাহ—কৃষ্ণস্যেতি। বত হর্ষে, তস্য কৃষ্ণস্য নিগ্রহোঽপি প্রশস্যঃ পরমস্তুত্যঃ। অত্র নিগ্রহপ্রশংসনে কংসাদয়ঃ সাক্ষিণঃ প্রমাণম্। তথাহি জীবনে কংসস্য শ্রীমথুরাধিপত্যম্। তথা 'আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন পিবন্। চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপস্যত্তন্ময়ং জগৎ॥' (শ্রীভা ১০।২।২৪) ইত্যেষ মহাযোগিদুর্লভো ভাবোঽজনি। মরণে চ মঞ্চান্নিপাতিতস্য তস্যোপর্য্যেব পতনাদ্ বক্ষসি পাদপদ্মাশ্লেষঃ সাক্ষাচ্ছ্রীমুখদর্শনম্। বিশ্রান্তৌ তদ্দেহস্য যদুকুলগোপবর্গ-পরিবৃত-শ্রীভগবৎ-সাক্ষাদ্রাজ-যোগ্যদাহাদিসংস্কারঃ। পরমবন্ধুবৎ তৎপত্নীনামাশ্বাসনং তৎপিত্রে রাজ্যসমর্পণমিত্যাদি। আদিশব্দেন কংসসদৃশাশ্চানুরাদয়ো মল্লা জরাসন্ধাদয়শ্চ রাজানঃ শিশুপাল-দন্তবক্রাভ্যাং ব্যতিরিক্তাঃ গ্রাহ্যাঃ। তয়োর্ব্রাহ্মণাপরাধিনোরপি পূর্ব্বভক্তত্বাপেক্ষয়া কৃপাযোগ্যত্বাৎ। কত্র মল্লাদীনাং কংসাজ্ঞাদিনা ভগবতা সহ মল্লযুদ্ধার্থং কংসবদ্ভাববিশেষো নূনং জাত এব। বিশেষতো নিজগোপৈরিব মল্লৈঃ সহালিঙ্গনমহাপ্রসাদরূপনিযুদ্ধক্রীড়া বৃত্তা। 'যামাহর্লৌকিকীং সংস্থাং হতানাং সমকারয়ৎ' (শ্রীভা ১০।৪৪।৪৯) ইত্যনেন তেষামপি তথৈবান্ত্যসংস্কারঃ সিদ্ধঃ। জরাসন্ধস্য চ শ্রীবলদেবগৃহীতস্যাপি বীরযশোবিস্তারণায় মুহুর্মুহুঃ পরিমোচনম্। অন্তে চ স্বয়ং তদ্‌গৃহে সুহৃদ্‌ভ্যাং সহ গত্বা ব্রহ্মণ্যতা-বদান্যতা দুর্জ্জয়ত্বাদি-মহাকীর্ত্তির্জগতি ব্যক্তং স্থাপিতৈব। এবং পৌণ্ড্রাদীনামন্যেষামপ্যূহ্যা। মুক্তিশ্চ সর্ব্বেষাং তেষামপি বিশেষেণৈবেত্যুক্তমেবাত্র আত্মনা মারিতা যে চেতি। শ্রীভাগবতাদৌ চ (শ্রীভা ১১।৫।৪৮)—'বৈরেণ যং নৃপতয়ঃ শিশুপালপৌণ্ড্র-শাল্বাদয়ো গতিবিলাসবিলোকনাদ্যৈঃ। ধ্যায়ন্ত আকৃতিধিয়ঃ শয়নাসনাদৌ,

তৎসাম্যমাপুরনুরক্তধিয়াং পুনঃ কিম্।' ইত্যাদিবচনৈঃ! অধুনা তেভ্যোঽপি বিশেষং গোকুলগতানাং বক্তুং পৃথক্ত্বেনাহ—কালিয়েতি। নিযুদ্ধে চানূরাদিভ্যোঽপি তস্য চ মহাভোগেন শ্রীমদঙ্গালিঙ্গনং সম্যগ্‌বৃত্তমেব। শ্রীপাদাব্জরজঃস্পর্শসৌভাগ্যঞ্চ তৎপত্নীভিঃ 'কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব! বিদ্মহে'—(শ্রীভা ১০।১৬।৩৬) ইত্যাদিনা বর্ণিতমেব। তত্র চ তদ্রজঃস্পর্শমহাকৌতুকনৃত্যলীলাগতিবিশেষেণ। ততশ্চ তস্য সর্ব্বাপি ফণরাজী প্রত্যেকং তাদৃশরঙ্গস্থলী বভূব। পশ্চাৎ স্তুতিপূজাবিশেষঃ; আজ্ঞা প্রসাদলাভঃ; শ্রীগরুড়ভয়পরিত্যক্তনিজাবাস-রমণকাখ্যমহাদ্বীপ-সুখবাসলাভঃ; সহজবৈরি-শ্রীবৈনতেয়েন সহ পরমং সখ্যং তেন সম্মানঞ্চ। যতঃ পরম-দুর্লভস্য শ্রীমৎপাদারবিন্দাসাধারণচিহ্নস্য সুদর্শনস্য মস্তকে ধারণমিত্যাদি। পূতনায়াশ্চ গোকুলে গোগোপীগণমধ্যে সত্তমবেশেনাগমনম্। অতএবোক্তং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীবাদরায়ণিনা—(শ্রীভা ১০।৬।৩) 'ন যত্র শ্রবণাদীনি' ইতি। অতস্তয়া কেবলং ভাগ্যবিশেষেণৈব তত্রাগতমিতি তদভিপ্রায়ঃ। ততশ্চ শ্রীব্রহ্মাদিধ্যেয়ং তচ্ছ্রীপাদাব্জদ্বয়ং নিজোৎসঙ্গে সলালনং নিবেশিতম্; পরমপি লালনাদিকং তথাকৃতম্। যেন শ্রীযশোদা মাতাপি পরমবিস্মিতা অভূৎ। তচ্চ তত্রৈবোক্তম্—(শ্রীভা ১০।৬।৯) 'অতিবামচেষ্টিতাম্' ইতি, 'নিরীক্ষ্যমাণে জননী হ্যতিষ্ঠতাম্' ইতি। এবং মাতৃবল্লালনেনৈব মাতৃগতিরাপ্তা। তচ্চ 'পূতনা লোকবালঘ্নী' (শ্রীভা ১০।৬।৩৫) ইত্যাদি শ্রীশুকোক্ত্যা 'সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা' (শ্রীভা ১০।১৪।৩৫) ইতি শ্রীব্রহ্মোক্ত্যা 'অহো! বকী যং স্তনকালকূটম্' (শ্রীভা ৩।২।২৩) ইত্যাদি শ্রীমদুদ্ধবোক্ত্যা চাভিব্যঞ্জিতমেবাস্তে। অথ মরণেঽপি তদ্বক্ষঃস্থলে ভগবতঃ ক্রীড়াকৌতুকম্। 'বালঞ্চ তস্যা উরসি ক্রীড়ন্তম্' (শ্রীভা ১০।৬।১৮) ইতি তত্রৈবোক্তেঃ। তথা পাঞ্চভৌতিকস্যাপি তদ্রাক্ষসদেহস্য দাহেঽগুরুতোঽপি সৌরভং দিক্ষু প্রসৃতম্। 'দহ্যমানস্য দেহস্য ধূমশ্চাগুরুসৌরভঃ উত্থিতঃ (শ্রীভা ১০।৬।৩৪) ইতি তত্রৈবোক্তেরিতি দিক্। আদ্যশব্দেন কালিয়াদিবদ্গোকুল-সম্বন্ধিনো যমলার্জ্জুনাঘাসুরাদয়ঃ। তত্র যমলার্জ্জুনয়োস্তাদৃশাদ্ভুতদামোদরবন্ধলীলায়া মধ্যে প্রবেশঃ। মহামুনিশাপবিমোচনং তাদৃশস্তুতিপ্রার্থনাপ্রেমভক্তিবরপ্রাপ্তিরিতি দিক্। অঘাসুরস্য চ মহাশরীরান্তরে সসখিবৎ সগণস্য ভগবতোঽদ্ভুতপ্রবেশাদিক্রীড়া। বিশ্বাদ্ভুতত্বাবহমোক্ষপ্রাপ্তিঃ, মৃতশরীরস্যাপি মহাক্রীড়তা জাতা। 'রাজন্নাজগরং চর্ম্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্। ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্॥' (শ্রীভা ১০।১১।৩৬) ইতি তত্রৈবোক্তেঃ। এবমন্যেষামপি বকারিষ্টকেশিপ্রভৃতীনাং দশমস্কন্ধাদুক্ত্যা স্ফুটমেব মনীষিভিরূহ্যম্। এবং শ্রীগোপিকাদীনাং রাসক্রীড়াদৌ ত্যাগদোষোঽপি

প্রেমবিশেষবৃদ্ধয়ে। প্রেমভরাকৃষ্টচিত্তস্য ভগবতস্তত্তৎপ্রেমালাপশ্রবণপরতয়া সম্বৃত্তঃ পরমগুণ এব পর্য্যবসিতঃ। তচ্চ তত্রৈব। 'নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।' (শ্রীভা ১০।৩২।২০) ইত্যাদি শ্লোকত্রয়েণ শ্রীভগবন্মুখাদেব ব্যক্তম্। অত্রাপ্যগ্রে তথৈব ব্যক্তং ভাবি। প্রাগপি ইত্যপি শব্দস্যায়মর্থঃ। সাক্ষাদবতারিণোঽস্য তদ্‌যুজ্যত এব, অস্য শ্রীবামনাবতারেঽপীতি। তত্র চ বন্ধনাদিনা শ্রীবলেঃ পরমধৈর্য্যাদিবিখ্যাপনং ব্যক্তমেব। তথা স্বর্গরাজ্যাৎ ভ্রংসিতস্যাপি তস্য স্বর্গরাজ্যাধিক-সুতলরাজ্যমহাবিভূতিসম্পাদনং দ্বারেঽবস্থানম্; রাবণাদিনিবারণাদিনা দ্বারপালব্যবহারপরিপালনম্; কুশদৈত্যপীড়িত-দুর্ব্বাসসঃ পরমার্তিপ্রার্থনয়াপি বলিদ্বারাত্যজনাদিকং তত্তদখ্যানতঃ শ্রীমদ্ভাগবতাদৌ প্রসিদ্ধমেব। এতচ্চাবতারেঽপি তস্মিন্ননেনেদৃশং কৃতমিতাধুনা অবতারিণোঽস্য মহামাহাত্ম্য এব পর্য্যস্যতীত্যত্রোক্তম্। আদি-শব্দেন মধুকৈটভ-কালনেমিপ্রভৃতয়ঃ। তেষাং তথা তথা যুদ্ধক্রীড়াদিকৌতুকেন মহাপ্রসাদলাভঃ পুরাণেষু প্রসিদ্ধ এবেতি দিক্। অলমতিবিস্তরেণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯। এইপ্রকারে শ্রীভগবানে অনুগ্রহাদিগুণমহিমা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া এক্ষণে তাঁহার নিগ্রহছলেও যে মাহাত্ম্যবিশেষ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাই 'কৃষ্ণস্য' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। অহো! কি আনন্দ! শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার নিগ্রহও প্রশংসনীয়—পরমস্তুতির বিষয়। এইপ্রকার নিগ্রহ-প্রশংসন ব্যাপারে কংসাদি অসুরগণই উহার সাক্ষী বা প্রমাণ। কংস প্রভৃতি অসুরগণ জীবিতকালে শ্রীমথুরার আধিপত্য অর্থাৎ "রাজাসনে উপবেশন, অবস্থান, ভোজন, পান, পর্যটনাদি সর্বকার্যে সকল সময়ে শ্রীহৃষীকেশকে বৈরভাবে চিন্তা করিয়া তন্ময় হইয়াছিলেন।" এইপ্রকারের জীবিতকালেই সেই কংসের মহাযোগীজন-দুর্লভ ভাব জাত হইয়াছিল। আবার শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক মঞ্চ হইতে নিপাতিত এবং মরণকালে বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের আলিঙ্গন-লাভ ও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখপদ্ম দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ হইয়াছিল। আবার দেহত্যাগের পরও সেই দেহের সৎকার অর্থাৎ যাদব ও গোপবর্গ-পরিবৃত শ্রীভগবান সাক্ষাৎ উপস্থিত থাকিয়া রাজযোগ্য দাহাদি সংস্কার করাইয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রীভগবান পরমবন্ধুর ন্যায় মধুরবাক্যে কংসের পত্নীগণকে আশ্বাসপ্রদান ও পিতা শ্রীউগ্রসেনকে রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। অদি-শব্দে কংসের ন্যায় চানূরাদি মল্লগণ এবং (শিশুপাল ও দন্তবক্র ব্যতীত) জরাসন্ধাদি রাজন্যবর্গকেও গ্রহণ

করিতে হইবে। পরন্তু শিশুপাল ও দন্তবক্র ব্রাহ্মণগণের নিকট অপরাধী বলিয়া দৈত্যগণের ন্যায় আচরণ করিত, তথাপি কিন্তু তাহারা পূর্বে ভক্ত ছিলেন বলিয়া প্রভুর কৃপাযোগ্য বুঝিতে হইবে। আর কংসের আজ্ঞায় যে সকল মল্ল শ্রীভগবানের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কংসের ন্যায় (কিঞ্চিৎ ন্যূন) ভাব প্রাপ্ত হইলেও তাদৃশ সদ্গতি লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয় গোপগণের সহিত যেরূপ নিযুদ্ধ ক্রীড়া আচরণ করিতেন, এই মল্লগণের সহিতও তদ্রূপ যুদ্ধক্রীড়া-ছল করিয়া আলিঙ্গনাদিরূপ মহাপ্রসাদ দান করিয়াছিলেন। "অতঃপর লোকভাবন শ্রীভগবান, রাজকামিনীদিগকে আশ্বাস দ্রান করিলেন এবং তাহাদিগের দ্বারা মৃত-ব্যক্তিসকলের লৌকিক সৎক্রিয়াদি সম্পাদন করাইলেন।" এতদ্দ্বারা তাহাদেরও তাদৃশ অন্ত্য সংস্কার সিদ্ধ হইল। আর জরাসন্ধ শ্রীবলরাম-কর্তৃক গৃহীত হইলেও শ্রীকৃষ্ণ তাহার বীর-যশঃ বিস্তারের জন্য পুনঃপুনঃ তাহাকে মোচন করিয়াছিলেন। আবার তাহার মৃত্যুকালেও স্বীয় সুহৃৎগণের সহিত তথায় গমন করিয়া, বদান্যতা ও দুর্জয়ত্বাদি মহাকীর্তি জগতে ব্যক্তরূপে স্থাপিত করিলেন। পৌণ্ড্রাদি সম্বন্ধেও এইরূপ সদ্গতি জানিতে হইবে। ইহারা যে সকলেই মুক্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষতঃ যাহারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছিল, তাহাদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে—'যখন শিশুপাল, পৌণ্ড্র ও শাল্বাদি নৃপতিগণ বৈরবশতঃ শয়ন, ভোজন ও উপবেশন ইত্যাদিতে শ্রীকৃষ্ণের গতি, বিলাস ও আলোচনাদি দ্বারা অর্থাৎ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সাম্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন যাঁহাদিগের মন তাঁহাতে নিরন্তর অনুরক্ত, তাঁহাদের প্রাপ্তি সম্বন্ধে কি সন্দেহ আছে? ইত্যাদিবাক্যে বৈরভাবপ্রাপ্ত নৃপতিগণের কথা বলিয়া এক্ষণে তাহাদের অপেক্ষাও সৌভাগ্যের অধিকারী গোকুলগত কালিয় ও পূতনাদির বৈশিষ্ট্য পৃথকভাবে বলিতেছেন। 'মল্লযুদ্ধের সময় চাণূরাদি মল্লগণ যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন-সৌভাগ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, গোকুলগত কালিয়াদি তদপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীপদকমলের রজঃ স্পর্শনাদিরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। উহা কালিয় পত্নীগণই বলিয়াছেন, 'হে দেব! আমরা তাহা জানিতে পারিতেছি না যে, এই কালিয়নাগ কোন্ পুণ্যবলে আজ আপনার সেই কমলা-বাঞ্ছিত পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিতে পারিল?' এইপ্রকার কালিয়শিরে শ্রীভগবানের পদরজঃ স্পর্শনরূপ মহাকৌতুক অর্থাৎ নৃত্যলীলাগতিবিশেষ দ্বারা তদীয় ফণারাজির প্রত্যেক ফণায় তাদৃশ নৃত্যরঙ্গ-স্থলী হইয়াছিল। আবার সেই কালিয় প্রভুর স্তুতি, পূজাদিও করিয়াছিল এবং আজ্ঞা-প্রসাদও লাভ করিয়াছিল।

শ্রীগরুড়ের ভয়ে পরিত্যক্ত নিজের আবাস রমণক নামক মহাদ্বীপে পুনর্বার সুখে বাসলাভ করিয়াছিল। আর সেই শ্রীগরুড়ও স্বভাবসিদ্ধ বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সখ্যতা স্থাপন পূর্বক সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। যেহেতু, কালিয় নিজশিরদেশে পরমদুর্লভ শ্রীমৎপাদপদ্মের সুদর্শনাদি অসাধারণ চিহ্নসকল ধারণ করিয়াছিলেন। আর পূতনার সৌভাগ্যের হেতু এই যে, রাক্ষসী হইয়াও গোকুলে গোপ-গোপীগণের মধ্যে সাধুবেশ ধারণ করিয়া আগমন করিয়াছিল। এইজন্য তৎপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন, "যে স্থানের অধিবাসীসকল আপন আপন কার্যাদিতে ভগবানের রাক্ষস-নাশক নাম শ্রবণ বা কীর্তনাদি না করে, সেই স্থানেই যাতুদানাদি রাক্ষসের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে;" কিন্তু যেস্থলে তিনি সাক্ষাৎ বাস করিতেছেন, সে স্থলে কি রাক্ষসী প্রবেশ করিতে পারে? কখনই নহে; তবে এক্ষেত্রে পূতনা অসাধারণ সৌভাগ্যবতী বলিয়া সাধুবেশে প্রবেশ করিয়াছিল। তারপর সেই নারীরূপা রাক্ষসী ব্রহ্মাদিরও ধ্যেয় শ্রীপাদপদ্মদ্বয় নিজক্রোড়ে স্থাপন করিয়া জননীর ন্যায় অতিশয় স্নেহের সহিত লালন করিয়াছিল। এমন অদ্ভুত লালন করিয়াছিল যে, তদ্দর্শনে শ্রীযশোদা মাতাও পরম বিস্মিতা হইয়াছিলেন। তাহা সেই স্থলে উক্ত আছে—"শ্রীকৃষ্ণের জননীদ্বয় গৃহের মধ্যে তাহাকে দেখিয়া তাহার দিকে কেবল চাহিয়া রহিলেন—নিবারণ করিতে পারিলেন না।" এই প্রকার মাতৃবৎ লালনের দ্বারা পূতনা মাতৃগতি লাভ করিয়াছিলেন। তথা "শিশুঘাতিনী রুধিরাশনা রাক্ষসী পূতনা প্রাণনাশ করিবার অভিপ্রায়ে স্তনপান করাইয়াও মাতৃগতি প্রাপ্ত হইল।" ইত্যাদি বিষয় শ্রীশুকোক্তিতেও ব্যঞ্জিত হইল। তথা 'ভক্তের অনুকরণ মাত্র করিয়া পূতনা প্রভৃতি স্বকুলের সহিত শ্রীভগবানকে লাভ করিয়াছে।' ইত্যাদি শ্রীব্রহ্মার উক্তিও দ্রষ্টব্য। 'অহো প্রভুর দয়ালুতা অত্যাশ্চর্য! দুষ্ট পূতনা তাঁহার প্রাণনাশের কামনা করিয়া তাঁহাকে স্বীয় বিষলিপ্ত স্তনপান করাইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও সেই পূতনা ধাত্রী সদৃশী গতি প্রাপ্ত হইল।' "অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, কেবল তাহার ভক্তবেশ দেখিয়াই তাহাতে সদ্‌গতি প্রদান করিয়াছেন।" ইত্যাদি শ্রীউদ্ধবের উক্তিতেও ঐ বিষয় ব্যঞ্জিত হইতেছে। তারপর মরণকালেও শ্রীভগবান তাহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিয়াছিলেন। "বালক তাহার বক্ষঃস্থলে ক্রীড়া করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি প্রমাণে তাহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে। পূতনার পাঞ্চভৌতিক রাক্ষসীদেহ হইলেও কিন্তু দাহকলে অগুরু-চন্দনাদি অপেক্ষাও মহাসৌরভরাশি চতুর্দিকে প্রসৃত হইয়াছিল। "পূতনার দেহ যখন দগ্ধ হইতেছিল, তখন তাহা হইতে অগুরু সৌরভের ন্যায় সুরভিত ধূম উত্থিত হইয়াছিল।" ইত্যাদি প্রসিদ্ধবাক্য দ্রষ্টব্য। মূল শ্লোকের 'পূতনাদি' পদের আদি-শব্দে

গোকুল সম্বন্ধীয় কালিয়, যমলার্জুন ও অঘাসুরাদিকেও গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার মধ্যে যমলার্জুনের সৌভাগ্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ দামোদর-বন্ধলীলায় সেই যমলার্জুনের মধ্যে প্রবেশ পূর্বক ভঞ্জন করিয়া তাহাদিগকে মহামুনির শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাদৃশ স্তুতি, প্রার্থনার সুযোগ ও প্রেমভক্তি বর দান করিয়াছিলেন। অঘাসুরের সৌভাগ্য এই যে, তাহার সর্পাকৃতি মহাশরীর-বিবরে নিজগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং নিজসখার ন্যায় অদ্ভুত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। আর সেই ক্রীড়া ব্যপদেশে অঘাসুরও বিশ্বাদ্ভুত মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার তাহার মৃতশরীরের শুষ্কচর্ম, শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় সখাবৃন্দের মহাক্রীড়াস্থলীতে পরিণত হইয়াছিল। "বৃন্দাবনমধ্যে অঘাসুরের অদ্ভুত চর্ম শুষ্ক হইয়া বহুদিন পর্যন্ত ব্রজবাসীদিগের ক্রীড়ার নিমিত্ত গহ্বরস্বরূপ হইয়াছিল।" এইপ্রকারে বক, কেশী, অরিষ্ট প্রভৃতি অসুরের কথা দশমস্কন্ধে স্ফুটরূপে ব্যক্ত আছে, তাই মুনিবর উহার উল্লেখ করিলেন না। এইপ্রকার রাসক্রীড়া সময়েও শ্রীগোপিকাদের পরিত্যাগরূপ বিচ্ছেদজনিত শ্রীকৃষ্ণের দোষও প্রেমবিশেষ-বৃদ্ধিরূপ মহাগুণেই পরিণত হইয়াছে। কারণ, তাঁহাদের প্রেমভরে আকৃষ্টচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহাদের বিচ্ছেদকালে) তাঁহাদের তাদৃশ প্রেমালাপ শ্রবণে সংপ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং তৎকর্তৃক ত্যাগাদি দোষটিও মহাগুণে পর্যবসিত হইয়াছে। তাহা সেই স্থলেই উক্ত আছে—(শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, গোপীগণ তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী স্থির করিয়া পরস্পর নেত্র সঞ্চালন দ্বারা গূঢ়স্মিতমুখী হইয়াছেন, তাঁহাদের এই ভ্রম অপনোদনের জন্য ভক্তগণের প্রতি ভগবানের যে ভাব, তাহা ব্যক্ত করিতেছেন) "হে সখীগণ! আমি কিন্তু অকৃতজ্ঞাদির মধ্যে কেহই নহি। (আমি আত্মারাম ও পূর্ণকাম হইয়াও তোমাদের প্রেমে বশীভূত হইয়া রমণ করি, সুতরাং এই অর্থে আমি অনাত্মরাম এবং শান্ত-দাস্যাদি হইতেও মধুররস আস্বাদনে উৎসুক বলিয়া অপূর্ণকাম। আমি অকৃতজ্ঞ নহি, কারণ গোপবালকত্ব-হেতু অনধীত-নীতিশাস্ত্র হইলেও নারায়ণ-হেতু সর্বজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; আর আমি যে গুরুদ্রোহী নহি, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ তোমাদের সবিলাস-কটাক্ষ দ্বারা আহত হইয়াই আমি অদৃশ্য হইয়াছিলাম, তাহাও কেবল তোমাদিগকে আমার স্ববশীকার—হেতুভূত কেন এক অনির্বচনীয় স্বপ্রেম-দানের উদ্দেশ্যে। যদি বল, তাহা কি প্রকার, বলিতেছি শ্রবণ কর) যাঁহারা আমাকে ভজনা করেন তাঁহাদিগকেও ভজনা করি না। কেন-না, তাহা হইলে তাঁহারা নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিতে থাকিবেন। যেমন নির্ধন ব্যক্তি ধন লাভ করিয়া যদি সেই ধন হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই ধনের চিন্তায় নিমগ্ন হয় বলিয়া

অন্য চিন্তা ভুলিয়া যায়। তাই আমি তোমাদের চক্ষুর অন্তরাল হইলেও দূরে থাকি না। (তবে অদৃশ্য হও কেন? তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, তথাপি শ্রবণ কর) হে অবলাগণ! তোমরাও আমার নিমিত্ত ধর্মাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর আমাকেই চিন্তা করিতেছ; তথাপি আমার প্রতি তোমাদের আসক্তি বৃদ্ধির জন্য তোমাদের প্রেমালাপ শুনিতে শুনিতে এবং তদ্দ্বারা পরোক্ষে সেবিত হইয়া তোমাদের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলাম! অতএব হে প্রিয়াগণ! আমি বাস্তবিক তোমাদের প্রিয়, তাই পরোক্ষে তোমাদিগকেই ভজনা করিয়াছিলাম, সুতরাং প্রিয়ের প্রতি দোষারোপ করা তোমাদিগের উচিত নহে।" ইত্যাদি শ্লোকত্রয়ে শ্রীভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন, তাহা পরে বলা হইবে। বস্তুতঃ সাক্ষাৎ অবতারী শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবহারই যুক্তিযুক্ত। এই শ্রীকৃষ্ণের বামনাবতারেও এতাদৃশ ব্যবহার সুপ্রসিদ্ধ। অর্থাৎ শ্রীবলির বন্ধনাদি দ্বারা তাঁহার পরম ধৈর্যাদি বিখ্যাপন শাস্ত্র-প্রসিদ্ধ ঘটনা। আবার শ্রীবলি স্বর্গরাজ্যভ্রষ্ট হইলেও শ্রীবামনদেব তাঁহাকে স্বর্গাপেক্ষাও অধিকতর মহাবিভূতিসম্পন্ন সুতলরাজ্যের আধিপত্যাদি প্রদানে এবং তাঁহার দ্বারদেশে দ্বারপালরূপে অবস্থানাদি দ্বারা মহান অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার রাবণাদির ন্যায় দিগ্‌বিজয়ীর দৌরাত্ম্য নিবারণ করিয়া দ্বারপালের কর্তব্যও পালন করিয়াছেন। কুশদৈত্য-প্রপীড়িত শ্রীদুর্বাসা পরমার্তিভরে প্রার্থনা করিলেও শ্রীবামনদেব তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; বরং শ্রীবলির দ্বারা সেই শ্রীদুর্বাসা ত্যজমানা, এই প্রসিদ্ধ উপাখ্যান শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব এই শ্রীবামনাবতারের তাদৃশ মহিমারাশিও মূল অবতারী শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্যেই পর্যবসিত হইতেছে। আদি-শব্দে মধুকৈটভ, কালনেমি প্রভৃতিকেও গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাদের সহিত শ্রীভগবানের যুদ্ধক্রীড়াদি কৌতুক ও মহাপ্রসাদ দানাদি, উক্ত পুরাণে উক্ত আছে। গ্রন্থ বাহুল্যভয়ে সে বিষয় এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৩০। ইতি প্রগায়ন্ রসনাং মুনির্নিজা-
মশিক্ষয়ন্মাধবকীর্তিলম্পটাম্।
অহো প্রবৃত্তাসি মহত্ত্ববর্ণনে,
প্রভোরপীতি স্বরদৈর্বিদশ্যতাম্॥

মূলানুবাদ

৩০। পরীক্ষিৎ বলিলেন, এইপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণগুণগান করিতে করিতে মুনিবর সহসা আপন জিহ্বা-দংশন করিয়া "অহো! তুমি প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মহত্ত্ব বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছ?" এই বলিয়া মাধব-কীর্তি-বর্ণন-লম্পট জিহ্বাকে শিক্ষা প্রদান করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩০। ইত্যেবং প্রকর্ষেণ গায়ন্ নিজাং রসনাং জিহ্বামশিক্ষয়ৎ বক্ষ্যমাণং শিক্ষয়ামাস। মাধবস্য মধুবংশসমুদ্রচন্দ্রস্য ভগবতঃ কীর্তৌ যশসি তন্মাহাত্ম্য-কীর্তনে বা রসিকামপি। কিং কৃত্বাশিক্ষয়ৎ? তাং রসনাং স্বরদৈর্নিজদন্তৈর্বিদশ্য। কথম্? অহো! বিস্ময়ে খেদে বা। অনুচিতপ্রবৃত্ত্যা প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি মহত্ত্ববর্ণনে ত্বং প্রবৃত্তাসি ইত্যেবং তথোক্ত্যেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—চতুরানন-সহস্রবদনাদয়ো যদ্বর্ণয়িতুং ন শক্নুবন্তি তৎ কথং ত্বং বর্ণয়সি? অতস্ত্বদশক্ত্যা ধাষ্ট্যমেব তে ফলিষ্যতীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০। এইপ্রকার প্রকর্ষের সহিত কৃষ্ণগুণ গান করিতে করিতে দেবর্ষি নিজ জিহ্বাকে বক্ষ্যমাণরূপে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। 'মাধব' বলিতে মধুবংশরূপ সমুদ্রের চন্দ্রস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; অতএব তাঁহার মহিমা কীর্তনে প্রবৃত্তা বা কীর্তি-বর্ণন-রসিকা জিহ্বাকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। কি করিয়া শিক্ষা দিলেন? সেই রসনাকে নিজ দশনের দ্বারা দংশন করিয়া। কি জন্য দংশন করিলেন? হায়! (বিস্ময়ে বা খেদে) চতুরানন ও সহস্রাননাদিও যাঁহার মহিমা বর্ণনে অশক্ত, তুমি কি-না সেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছ? কেন এইরূপ অনুচিত কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছ? ইহার দ্বারা যে কেবল আমার ধৃষ্টতাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

৩১। রসনে তে মহদ্ভাগ্যমেতদেব যদীহিতম্।
কিঞ্চদুচ্চারয়েবৈষাং তৎপ্রিয়াণাং স্বশক্তিতঃ॥

মূলানুবাদ

৩১। রে রসনে! তুমি যদি সেই প্রভুর এই প্রিয়ভক্তগণের কিঞ্চিৎ মহিমা নিজ শক্তি অনুসারে বর্ণন করিতে পার, তবে তাহা তোমার মহাভাগ্য বলিয়া বোধ করিব।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩১। কিমশিক্ষয়ত্তদাহ—রসনে ইতি। অপ্যর্থে এবশব্দো যথাপেক্ষ্যং সর্ব্বত্র সম্বন্ধনীয়ঃ। এষামপি কিমুত এষামীশ্বরস্য? ঈহিতং চেষ্টিতমপি কিমুত মহিম্নঃ? তত্রাপি কিঞ্চিদপি কিমুত সমগ্রম্? উচ্চারয়েতি উচ্চারণমাত্রং কুর্যাঃ। সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। কিমুত সংকীর্ত্তয়সীতি দিক্! ইতি যদেতদপি তব মহদ্ভাগ্যম্; এতদুক্তং ভবতি। যদ্যপি শ্রীভগবত ইব তৎপ্রিয়জনানামপি মাহাত্ম্যমনির্বচণীয়মেব, তথাপ্যনাদ্যন্ততয়া পরমদুর্বিতর্ক্যতয়া চ নিজজ্ঞানাবিষয়ত্বাদ্ ভগবন্মহিম্নো বর্ণনং কিল দুঃশকমেব। তদ্ভক্তানাস্তু কথঞ্চিন্নিজসাদৃশ্যেন সাক্ষাদনুভূয়মানত্বেন চ যথাদৃষ্টচেষ্টিতমাত্রস্য বর্ণনে কাচিৎ কিল শক্তির্ঘটতেঽপি কদাচিদসত্যাদিনা তদন্যথাবর্ণনে জায়মানমপরাধং তে দীনবৎসলাঃ ক্ষমিতুমপ্যর্হন্তীতি তেষাং মহত্ত্ববর্ণনমেবোচিতমিতি। অত্র চ শ্রীমদ্ভক্তানাং মাহাত্ম্যবর্ণনমেব শ্রীভগবতো মাহাত্ম্যবর্ণনং পরমিতি গূঢ়োঽভিপ্রায় ইতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১। দেবর্ষি নিজ রসনাকে কি শিক্ষা দিলেন, তাহাই 'রসনে' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন (অপি [ও] শব্দেরও যথাযোগ্য সর্বত্র সম্বন্ধ রহিয়াছে।) তুমি যদি সেই শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্তগণের কিঞ্চিৎ আচরণ বর্ণন করিতে পার, তবে তোমার মহান্ ভাগ্য বলিয়া বোধ করি; ইঁহাদের ভগবানের মহিমার কথা কি? তত্রাপি যদি কিঞ্চিৎমাত্রও নিজশক্তি অনুসারে উচ্চারণমাত্রও করিতে পার, সমগ্র কীর্তনের যে কি ফল, তাহার কথা কি বলিব? অর্থাৎ ভক্তের মহিমাও অনির্বচনীয়; সুতরাং তাহা উচ্চারণের সৌভাগ্যও অবর্ণনীয়, তবে তুমি যে উচ্চারণমাত্র করিতেছ, ইহাই তোমার মহৎ ভাগ্য বলিয়া বোধ কর; সংকীর্তন করিলে যে কি ফল হইত, তাহা বলা যায় না। যদ্যপি শ্রীভগবানের ন্যায় তাঁহার প্রিয়জনের

মহিমাও অনির্ব্বচনীয়, তথাপি শ্রীভগবানের মহিমা অনাদি অনন্ত এবং পরম দুর্ব্বিতর্ক্য (তর্কের দ্বারা তাহার মীমাংসা হয় না) ও নিজজ্ঞানের অতীত বিষয় বলিয়া তাহা বর্ণন করাও দুঃসাধ্য। কিন্তু তাঁহার ভক্ত সকলের আচরণ কথঞ্চিৎ নিজ আচরণের সাদৃশ্য ও সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয় বলিয়া ভক্তের যথাদৃষ্ট আচরণ-বর্ণন কদাচিৎ নিজশক্তিতে সংঘটিত হইলেও হইতে পারে; আবার নিজের অক্ষমতাবশতঃ অন্যথাচরণ হইলেই অপরাধ জাত হয়। তবে সেই অপরাধ দীনবৎসল ভক্তগণের ক্ষমার যোগ্য অর্থাৎ সেই অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীমদ্ভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণনই কর্তব্য। ইহার গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণন অপেক্ষা শ্রীমদ্ভক্তগণের মাহাত্ম্য বর্ণন শ্রেষ্ঠতর। ইহাই এই প্রসঙ্গের দিক্‌দর্শন।

শ্রীনারদ উবাচ—

৩২। মহানুভাবা ভবতাস্তু তস্মিন্,
প্রতিস্বকং যঃ প্রিয়তাবিশেষঃ।
ভবৎসু তস্যাপি কৃপাবিশেষো,
ধৃষ্টেন নীয়েত স কেন জিহ্বাম্॥

মূলানুবাদ

৩২। হে মহানুভবগণ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনাদিগের প্রত্যেকের যেরূপ বিশেষ প্রেম দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণেরও আপনাদিগের প্রত্যেকের প্রতি তদ্রূপ বিশেষ কৃপা দৃষ্ট হইয়া থাকে; কোন্ ধৃষ্টব্যক্তি ঐ কৃপাবিশেষ আপন জিহ্বাতে বর্ণন করিবে?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩২। এবং সামান্যেন সর্ব্বেষামেব মাহাত্ম্যমুক্ত্বা ইদানীং প্রত্যেকং ভগবৎকৃপা-বিশেষণ মাহাত্ম্যবিশেষং বক্তুমাদৌ তথাবর্ণনে স্বকীয়াযোগ্যতামাশঙ্ক্যাহ—মহেতি। হে মহানুভাবাঃ! পরমমাহাত্ম্যবন্তঃ! তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে প্রতিস্বকং প্রত্যেকমিত্যর্থঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাপি প্রতিস্বকং ভবৎসু যঃ কৃপাবিশেষঃ, স কেন ধৃষ্টেন জিহ্বাং নীয়েত প্রাপ্যেত? যস্তং বর্ণয়েৎ স নির্লজ্জ ইত্যর্থঃ। নিজাশক্যেঽনির্ব্বচনীয়বর্ণনে প্রবৃত্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩২। এইপ্রকারে সামান্যভাবে সকলের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া ইদানীং প্রত্যেকের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাবিশেষের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রথমে নিজ অযোগ্যতার আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, হে মহানুভবগণ! হে পরম মাহাত্ম্যবন্তগণ! শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনাদের প্রত্যেকের যেরূপ বিশেষ প্রেম দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণেরও আপনাদিগের প্রত্যেকের প্রতি তদ্রূপ বিশেষ কৃপা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন্ ধৃষ্ট ব্যক্তি ঐ কৃপাবিশেষের কথা আপন জিহ্বাতে আনয়ন করিতে পারে? কেহ যদি উহা বর্ণন করিতেও চেষ্টা করে, তবে সে নির্লজ্জ। যেহেতু, অনির্বচনীয় বিষয় বর্ণনে সে প্রবৃত্ত হইতেছে।

৩৩। মাতা পৃথেয়ং যদুনন্দনস্য, স্নেহার্দ্রমাশ্বাসনবাক্যমেকম্।
অক্রূরবক্ত্রাৎ প্রথমং নিশম্য, প্রেমপ্রবাহে নিমমজ্জ সদ্যঃ॥

মূলানুবাদ

৩৩। আপনাদের মাতা এই শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীযদুনন্দনের একটিমাত্র স্নেহসিক্ত আশ্বাসবাক্যে অক্রূরের মুখ হইতে প্রথম শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রেমপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩৩। তথাপি তৎকীর্ত্তনৈকরসিকত্বাৎ তৎপরিত্যাগাশক্তেস্তথৈব মাহাত্ম্যং বর্ণয়তি—মাতেতি সপ্তভিঃ, ভবতাং মাতা; যদ্বা ভবন্মাতৃত্বেন মাদৃশামপি মাতৈব। সমাশ্বাসনবাক্যম্—"স ভবান্ সুহৃদাং বৈ নঃ শ্রেয়ান্ শ্রেয়শ্চিকীর্ষয়া। জিজ্ঞাসার্থং পাণ্ডবানাং গচ্ছস্ব গজসাহ্বয়ম্॥" (শ্রীভা ১০।৪৮।৩২) ইত্যাদি দশমস্কন্ধানুরূপম্। প্রথমমিতি, ততঃ পূর্ব্বং তাদৃশ-বাক্যাশ্রবণাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩। তথাপি তিনি ভক্তমাহাত্ম্য-কীর্তনরসিক বলিয়া তৎপরিত্যাগে অসমর্থ হইয়াই যেন পাণ্ডবগণের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন এবং তাহাই 'মাতা' ইত্যাদি সাতটি শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। আপনাদের মাতা, অথবা আপনাদের মাতা বলিয়া মাদৃশজনেরও মাতা এই শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের একটিমাত্র আশ্বাসবাক্য, "হে তাত! আমাদের যত আত্মীয় আছেন, আপনি তাঁহাদের সকলের শ্রেষ্ঠ; অতএব আপনি পাণ্ডবগণের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য অর্থাৎ তাঁহারা কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সত্বর হস্তিনাপুরে গমন করুন।" অক্রূরের মুখ হইতে প্রথম (পূর্বে এরূপ বাক্য কখন শ্রবণ করেন নাই) শ্রবণ করিয়াই ইনি প্রেমপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

**৩৪। বিচিত্রবাক্যৈর্বহুধা রুরোদ, স্ফুটেন্নৃণাং যচ্ছ্রবণেন বক্ষঃ।
ভবৎস্বপি স্নেহভরং পরং সা, ররক্ষ কৃষ্ণপ্রিয়তামপেক্ষ্য॥**

মূলানুবাদ

৩৪। তিনি শ্রীযদুনন্দনের উক্ত আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া বহু প্রকার বিলাপ সহকারে রোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ রোদন শ্রবণ করিলে মানবের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি কেবল শ্রীকৃষ্ণকৃপা অপেক্ষা করিয়াই আপনাদের প্রতি পরম স্নেহভরতা রক্ষা করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৪। প্রেমসরসপূরনিমগ্নতালক্ষণমাহ—বিচিত্রেতি। 'কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন! প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ! শিশুভিশ্চাবসীদতীম্॥ নান্যত্তব পদাম্ভোজাৎ পশ্যামি শরণং নৃণাম।' (শ্রীভা ১০।৪৯।১১-১২) ইত্যাদি দশমস্কন্ধোক্তৈর্বিচিত্রৈর্ব্বাক্যৈঃ কৃতা। যস্য রোদনস্য যেষাং বা বাক্যানাং বা শ্রবণেন নৃণাং হৃদয়ং স্ফুটেৎ বিদীর্য্যেতাদ্যাপি; সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। ননু কথং তর্হি পুত্রেষ্বস্মাসু তস্যাঃ স্নেহঃ সম্ভবেত্তত্রাহ—ভবৎস্বিতি। অপিশব্দেন পরমসৎপুত্রতয়া স্নেহভরযোগ্যতা বোধ্যতে। তথাপি সা পৃথা; ভবৎসু কৃষ্ণস্য প্রিয়তা প্রেম; যদ্বা, কৃষ্ণঃ প্রিয়ো যেষাং, কৃষ্ণস্য প্রিয়া ইতি বা; তেষাং ভাবঃ কৃষ্ণপ্রিয়তা তামেব পরং কেবলমপেক্ষ্য। ররক্ষেতি;—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-ভক্তিভর-স্বভাবেন স্বয়মেব পুত্রাদি-স্নেহমপসরন্তমপি নিরুধ্য রক্ষতীত্যর্থঃ। রক্ষণস্য দার্ঢ্যবোধনার্থং বর্ত্তমানেঽপ্যতীতনির্দ্দেশঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪। শ্রীকুন্তীদেবীর প্রেমরস-নিমগ্নতার লক্ষণ বলিতেছেন, তিনি বিচিত্র বিলাপ সহকারে বলিতেছেন, "হে কৃষ্ণ! হে মহাযোগিন্! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বপালক! আমি প্রপন্ন, শিশুগুলিকে লইয়া নিরন্তর ক্লেশনিপীড়িত সংসারে অবস্থান করিতেছি। হে গোবিন্দ! আমাকে ত্রাণ কর, তোমার চরণকমলভিন্ন কালভয়ভীত মনুষ্যদিগের অন্য শরণ দেখিতে পাই না।" ইত্যাদি দশমস্কন্ধোক্ত বিচিত্র বিলাপের সহিত বহু রোদন করিয়াছিলেন। ঐ রোদন বা বিলাপ শ্রবণ করিলে মনুষ্যের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আচ্ছা, তাঁহার যদি এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, তাহা হইলে পুত্রস্নেহ কিরূপে সম্ভব হয়? তাই বলিতেছেন—'ভবৎস্বপি' ইত্যাদি। এই পদের 'অপি'

শব্দে আপনাদের ন্যায় পরমসৎপুত্র বলিয়া তাঁহার তাদৃশ স্নেহভরযোগ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি কিন্তু তিনি আপনাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ লক্ষ্য করিয়াই অথবা আপনাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা লক্ষ্য করিয়াই, অথবা কৃষ্ণ হইয়াছেন প্রিয় যাঁহাদের, তাঁহারাই কৃষ্ণপ্রিয় এবং সেই কৃষ্ণপ্রিয়জনের ভাবই কৃষ্ণপ্রিয়তা; সুতরাং তিনি তৎকালে এই শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তা অপেক্ষা করিয়াই আপনাদের প্রতি তাদৃশ স্নেহভর রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে 'ররক্ষ'-পদের তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-ভক্তিভর স্বভাবের জন্য শ্রীকুন্তীদেবীর স্বতঃই পুত্রাদির প্রতি স্নেহ অপসৃত হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণভক্তিস্বভাবে (কৃষ্ণসম্বন্ধীয় জানিয়া) পুত্রাদির প্রতি স্নেহভর রক্ষা করিয়াছিলেন এবং রক্ষণের দার্ঢ্য বুঝাইবার নিমিত্ত বর্তমানকালের ক্রিয়াতেও অতীতকালের নির্দেশ করিয়াছেন।

৩৫। চিরেণ দ্বারকাং গন্তুমুদ্যতো যদুজীবনঃ।
কাকুস্তুতিভিরাবৃত্য স্বগৃহে রক্ষতেঽনয়া॥

মূলানুবাদ

৩৫। যাদবজীবন শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘকাল আপনাদের আলয়ে অবস্থানের পর দ্বারকা গমনে উদ্যত হইলে ইনি বিনয়পূর্ণ স্তুতিবাক্যদ্বারা তাঁহার গমন নিরোধ করিয়া স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৫। কিঞ্চ চিরেণেতি, ভারতযুদ্ধাদিনিমিত্তং যুধিষ্ঠিরাদিনিকটে তৎপুর্যাদৌ চিরমবস্থানাৎ। যদুজীবন ইতি চিরবিরহেণ মৃতপ্রায়ান্ যাদবান্ জীবয়িতুমিত্যর্থঃ কাকুযুক্তাভি স্তুতিভঃ; 'নমস্যে পুরুষং ত্বাদ্যম্' (শ্রীভা ১।৮।১৮) ইত্যাদি প্রথমস্কন্ধোক্তাভিঃ। আবৃত্য নিরুধ্য; অনয়া পৃথয়া; রক্ষত ইতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন পৌনঃপুন্যং বোধ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫। আরও বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ভারতযুদ্ধাদি নিমিত্ত শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ সকাশে দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার পর দ্বারকাগমনে উদ্যত হইলে এই শ্রীকুন্তীদেবী বিনয়বচনে বলিয়াছিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি স্বয়ং ঈশ্বর, প্রকৃতির অগোচর আদিপুরুষ" ইত্যাদি (প্রথমস্কন্ধোক্ত) স্তুতিবাক্য দ্বারা তাঁহার গমন নিরোধ করিয়া তাঁহাকে নিজগৃহে রক্ষা করিয়াছিলেন। মূলে 'রক্ষতে' ক্রিয়াপদ বর্তমানকালের উপপাদক বলিয়া যদুজীবন শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃপুন নিরোধ করিয়াছিলেন, বুঝাইতেছে। আর 'যদুজীবন' পদের তাৎপর্য এই যে, জীবনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বহুকাল বিরহে যাদবগণ মৃতপ্রায় হইয়াছেন, তাই যদুজীবন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে দর্শনদানে জীবিত করিবার জন্য পুনঃপুন দ্বারকাগমনে উদ্যত হয়েন এবং ইনিও পুনঃপুন নিরোধ পূর্বক তাঁহাকে নিজগৃহে রাখিয়াছিলেন, বুঝা যাইতেছে।

৩৬। যুধিষ্ঠিরায়াপি মহাপ্রতিষ্ঠা, লোকদ্বয়োৎকৃষ্টতরা প্রদত্তা।
তথা জরাসন্ধবধাদিনা চ, ভীমায় তেনাত্মন এব কীর্ত্তিঃ॥

৩৭। ভগবানয়মর্জ্জুনশ্চ তৎ, প্রিয়সখ্যেন গতঃ প্রসিদ্ধতাম্।
ন পুরাণশতৈঃ পরৈরহো, মহিমা স্তোতুমমুষ্য শক্যতে॥

মূলানুবাদ

৩৬। শ্রীকৃষ্ণ রাজা শ্রীযুধিষ্ঠিরকেও ইহলোকে ও পরলোকে মহতী কীর্তি প্রদান করিয়াছেন; সেই প্রকারে জরাসন্ধবধাদি দ্বারা ভীমসেনকেও নিজের মহতীকীর্তি প্রদান করিয়াছেন।

৩৭। সর্ববিধ ঐশ্বর্যসম্পন্ন শ্রীঅর্জুনও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অহো! শতশত পুরাণাদি ও শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র সকলও তাঁহার মহিমা গান করিতে পারেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৬। মহতী প্রতিষ্ঠা কীর্ত্তিঃ; তেন কৃষ্ণেন প্রকর্ষেণ দত্তা, রাজসূয়াদি-সম্পাদনাৎ। অতএবোক্তমষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে—'যুধিষ্ঠিরপ্রতিষ্ঠাতা' ইতি। আত্মন এবেতি বারংবারং হন্তুং প্রাপ্তস্যাপি জরাসন্ধস্যাহননাৎ॥

৩৭। ভগবানিতি পরমগৌরবেণ; কিম্বা 'উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥' এবং লক্ষণেন ভগবত্তুল্যতয়া বা। তস্য কৃষ্ণস্য প্রিয়সখ্যেন প্রিয়সখতয়ৈব প্রসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ। পরৈরন্যৈশ্চ শ্রেষ্ঠৈরিতি বা; অহো আশ্চর্য্যে; অমুষ্য অর্জ্জুনস্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৬। মহাপ্রতিষ্ঠা—মহতী কীর্তি, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞ-সম্পাদন করাইয়া শ্রীযুধিষ্ঠিরকে মহতী কীর্তি প্রদান করিয়াছেন। অতএব অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্রে "যুধিষ্ঠির-প্রতিষ্ঠাতা" নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এইপ্রকার জরাসন্ধাদি রাজগণকে বধের উপযোগীভাবে পুনঃপুন প্রাপ্ত হইয়াও ভীমসেনের দ্বারা বধ করাইয়া নিজের কীর্তি তাঁহাকে প্রদান করিয়াছেন।

৩৭। পরমগৌরবে 'ভগবান' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। কিংবা "যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয়, গতাগতি এবং বিদ্যা ও অবিদ্যার তত্ত্ব জানেন, তিনি ভগবান শব্দে অভিহিত হয়েন।" এই শাস্ত্রীয়লক্ষণে ভগবানতুল্য বলিয়া কিংবা তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা-হেতু জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অহো! (আশ্চর্যে) কত শত পুরাণ এবং অপরাপর শাস্ত্র সকলও তাঁহার মহিমা সম্যক বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন।

৩৮। নকুলঃ সহদেবশ্চ যাদৃক্ প্রীতিপরৌ যমৌ।
অগ্রপূজাবিচারাদৌ সর্ব্বৈস্তদ্‌বৃত্তমীক্ষিতম্॥

৩৯। শ্রীদ্রৌপদী চ হরিণা স্বয়মেব রাজ-
সূয়াদিষূৎসববরেষ্বভিষিক্তকেশা।
সম্বোধ্যতে প্রিয়সখীত্যবিতাত্রিপুত্র-
দুঃশাসনাদিভয়তো হৃতসর্বশোকা॥

মূলানুবাদ

৩৮। এই যমজ নকুল সহদেবও শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ প্রীতিপরায়ণ, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত রাজসূয়যজ্ঞে অগ্রপূজাদান বিচারাদিস্থলে সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

৩৯। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাজসূয়াদি উৎসবে শ্রীদ্রৌপদীর কেশ অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে 'প্রিয়সখি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। দুর্বাসা ও দুঃশাসনের ভয় হইতে রক্ষা করিয়া তাঁহার সকল শোক হরণ করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৮। যমৌ যমলাবিত্যনেন একস্য বৃত্তমন্যস্মিন্নপি পর্য্যবস্যতীতি বোধ্যতে। অগ্রপূজায়াঃ রাজসূয়েঽগ্রার্হণং কস্মৈ দেয়মিত্যেবং বিচারাদৌ, আদিশব্দেন ব্যবহারাদি। তদ্বৃত্তং তয়োঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তাবৃত্তম ঈক্ষিতং সাক্ষাদনুভূতং রাজসূয়াদৌ॥

৩৯। হরিণা স্বয়মেবাভিষিক্তাঃ; স্বহস্তেন মন্ত্রপূতজলকলসৈঃ স্নাপিতাঃ কেশা যস্যাঃ সা। হে প্রিয়সখি! ইত্যেবং সম্বোধ্যতে আমন্ত্র্যতে অত্রিপুত্রো দুর্ব্বাসাস্তস্মাদ্ যদ্ভয়ং, ধর্ম্মরাজেন নিমন্ত্রিতস্য সশিষ্যগণস্য তস্য ভোজনার্থং সূর্য্যবরপ্রাপ্তনিজভোজনান্তরত্যক্তান্নপাত্রেঽন্নাসম্ভাবাৎ, দুঃশাসনাচ্চ সভামধ্যে বস্ত্রাকর্ষণাদিনা যদ্ভয়ং তস্মাত্তস্মাদবিতা রক্ষিতা চ যা। স্বয়মাগত্য স্থালীলগ্নশাকান্নপ্রাশনমাত্রেণ শিষ্যগণসহিতদুর্ব্বাসসস্তৃপ্তিজননাৎ ক্ষুদভাবেনাধিক-পাকদোষভীত্যা সদ্যোঽপসারণাৎ, সভামধ্যে চ বস্ত্রানন্ত্যাপাদনাৎ। কিঞ্চ, হৃতা নাশিতা দুঃশাসনঘাতনাদিনা সর্ব্বে শোকাঃ সভামধ্যানয়নাদিসম্ভবাঃ যস্যাঃ সা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৮। এই যমজ নকুল ও সহদেব শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ প্রীতিযুক্ত। এখানে 'যমজ' বলায়, একের বৃত্তি অপরেও পর্যবসিত হয়, বুঝিতে হইবে। অগ্রপূজা—

রাজসূয়যজ্ঞের অর্ঘ্যপ্রদান কার্যের অর্থাৎ এই অর্ঘ্য অগ্রে কাহাকে দেওয়া হইবে, ইত্যাদি বিচার ও ব্যবহারস্থলে সকল লোকই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তাবৃত্তি প্রত্যক্ষ অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন।

৩৯। শ্রীহরি স্বয়ং রাজসূয়াদি উৎসবে শ্রীদ্রৌপদীকে স্বহস্তে মন্ত্রপূতজল-কলসে স্নাপিত ও তাঁহার কেশ অভিষিক্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে 'হে প্রিয় সখি!' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। অত্রিপুত্র দুর্বাসা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। অর্থাৎ একদা বনমধ্যে শ্রীধর্মরাজ সশিষ্য শ্রীদুর্বাসাকে ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি যথাকালে উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহারা সকলে ভোজন করিয়াছিলেন। সূর্যের নিকট বরপ্রাপ্তির ফলে শ্রীদ্রৌপদীদেবীর ভোজনের পর ত্যক্ত অন্নস্থালীতে অন্নের অভাব হইত; সেই অন্নাভাব-জনিত ভয় হইতে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন। কিরূপে? শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বনে আগমন করিয়া স্থালী-সংলগ্ন কণামাত্র শাক ভোজনেই শিষ্যগণ সহিত দুর্বাসার তৃপ্তিজাত হইয়াছিল; এই মুনিবর ক্ষুধার অভাবে অধিক ভোজন করিলে অপাকজনিত দোষ হইতে পারে, এই ভয়ে সদ্যই পলায়ন করিয়াছিলেন। দুঃশাসন সভামধ্যে শ্রীদ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার বস্ত্রকে অনন্তগুণে বর্ধিত করিয়াছিলেন। এইপ্রকারে দুঃশাসনের ভয় হইতেও তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আবার কুরুক্ষেত্রসংগ্রামে দুঃশাসন-ঘাতনাদি দ্বারাও সভামধ্যে আনয়নাদি-সম্ভূত তাঁহার সকলশোককে হরণ করিয়াছিলেন।

৪০। আস্বাদনং শ্রীবিদুরৌদনস্য, শ্রীভীষ্ম-নির্য্যাণমহোৎসবশ্চ।
তত্তৎকৃতত্বাদৃশপক্ষপাতস্যাপেক্ষয়ৈবেতি বিচারয়ধ্বম্॥

মূলানুবাদ

৪০। শ্রীকৃষ্ণ যে বিদুরের অন্ন আস্বাদন বা ভীষ্মের নির্বাণ-মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাও বিচার করিয়া দেখুন, তাঁহারা আপনাদিগের পক্ষপাত করিতেন বলিয়াই; অন্য কোন কারণবশতঃ নহে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪০। ননু অন্নভক্ষণেন শ্রীবিদুরে, শ্রীভীষ্মে চ মরণসময়েঽপি মহোৎসবাপাদনেনাস্মত্তোঽধিকোঽস্যানুগ্রহো দৃশ্যতে? তত্রাহ—আস্বাদনমিতি। প্রীত্যা তত্তদ্রসগ্রহণপূর্ব্বকং সশ্লাঘং ভক্ষণম্; শ্রীভীষ্মস্য নির্য্যাণং নিঃশেষেণ গমনং মরণম্; যদ্বা, অপুনরাবৃত্তিকং শ্রীবৈকুণ্ঠলোকলাভায় ভগবৎসাদৃশ্যেন ভগবৎসাজুয্যমিত্যর্থঃ। তদেব মহানুৎসবঃ। এবং যত্র কুত্রাপি ভক্তানাং সাযুজ্যপ্রাপ্ত্যুক্তিস্তু কেবলং সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বেন ভগবৎসাদৃশ্যাদ্ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিযোগ্যতা-বোধনায়ৈবেত্যগ্রে ব্যক্তং ভাবি। তেন বিদুরেণ, তেন চ ভীষ্মেণ কৃতো যস্ত্বাদৃশেষু পক্ষপাতঃ সাহায্যং স্নেহবিশেষো বা তস্যৈবাপেক্ষয়া, ন তু তয়োঃ সদ্বৃত্তাদ্যপেক্ষয়াঃ; তয়োঃ স্বকীয়াল্পানুবৃত্ত্যা তাদৃশমহাপ্রসাদলাভাসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ইত্যেতৎ বিচারেণ জানীথ। এবং লোকে পরমানুগ্রহপাত্রতয়া প্রসিদ্ধাভ্যামাভ্যামপি সকাশাৎ পাণ্ডবানাং ভূরিভাগত্বং দর্শিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪০। যদি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবিদুরের অন্ন ভক্ষণ বা শ্রীভীষ্মের মরণ সময়েও মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিলেন, সুতরাং আমাদের অপেক্ষা অধিক অনুগ্রহ দৃষ্ট হইতেছে? তাহাতেই বলিতেছেন, 'আস্বাদনং' ইত্যাদি। তাহাও তাঁহারা আপনাদের প্রতি স্নেহ করিতেন বলিয়াই তাদৃশ অনুগ্রহ দৃষ্ট হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির সহিত বা শ্লাঘা পূর্বক শ্রীবিদুরের অন্নরস-আস্বাদন করিয়াছিলেন, কিংবা, শ্রীভীষ্মের নির্যাণ—নিঃশেষরূপে গমন বা মরণ অথবা নির্যাণ বলিতে অপুনরাবৃত্তিরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠলাভে ভগবৎসাদৃশ্যে ভগবৎসাযুজ্যরূপ ভীষ্মনির্যাণ মহোৎসব। এইপ্রকার যদি কোন কোন স্থলে ভক্তের ভগবৎসাযুজ্যপ্রাপ্তির কথা থাকে, তবে সেইস্থলে কেবল ভগবৎসাদৃশ্যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্বে সাম্যরূপ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিযোগ্যতা-বোধনের

নিমিত্ত কথিত হইয়াছে, জানিতে হইবে। এবিষয় পরে বলা হইবে। বস্তুতঃ এই প্রকারেই শ্রীবিদুরের অন্নরস-আস্বাদন বা শ্রীভীষ্মের ভগবৎ-সাদৃশ্যরূপ শ্রীবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি-মহোৎসব হইয়াছিল। তাহাও তাঁহারা আপনাদের প্রতি স্নেহবিশেষ পোষণ ও পক্ষপাত করিতেন বলিয়া, অর্থাৎ সেই অপেক্ষায় তাদৃশ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অন্য কোন কারণবশতঃ নহে। অর্থাৎ তাঁহাদের সাধুবৃত্তি আদির অপেক্ষায় নহে। কারণ তাঁহাদের স্বীয় ভগবৎ-অনুবৃত্তি অতি অল্পতর এবং সেই জাতীয় অনুবৃত্তির দ্বারা তাদৃশ মহাপ্রসাদ লাভ অসম্ভব। উহা আপনারাই বিচার করিয়া দেখুন। এইপ্রকারে লোকে পরমানুগ্রহপাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীবিদুর ও শ্রীভীষ্মদেব অপেক্ষাও পাণ্ডবগণের ভূরিভাগ্যত্ব প্রদর্শিত হইল।

৪১। অহো বত মহাশ্চর্য্যং কবীনাং গেয়তাং গতাঃ।
ভবদীয়-পুরস্ত্রীণাং জ্ঞানভক্ত্যুক্তয়ো হরৌ॥

মূলানুবাদ

৪১। অহো, কি মহাশ্চর্যের বিষয়! আপনাদের পুরস্ত্রীসকলও শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে সকল জ্ঞান ও ভক্তির কথা বলিয়া থাকেন, সেইগুলি ব্যাস প্রভৃতি কবিগণের বর্ণনার বিষয় হইয়াছে!

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪১। অস্তু তাবত্ত্বতাং বার্তা, ভবৎসম্বন্ধেন পৌরজনানামপি পরমাশ্চর্যমহিমেত্যাহ—অহো ইতি। কবীনাং শ্রীব্যাসাদীনাং গেয়তাং সঙ্কীর্তন-যোগ্যতাং প্রাপ্তাঃ। হরৌ শ্রীকৃষ্ণে যৎ জ্ঞানং ভক্তিশ্চ তাভ্যাং কৃত্বা উক্তয়ো বচনানি। তথা চ প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।১০।২১) 'স বৈ কিলায়ং পুরুষঃ পুরাতনো, য এক আসীদবিশেষ আত্মনি। অগ্রে গুণেভ্যো জগদাত্মনীশ্বরে নিমীলিতাত্মন্নিশি সুপ্তশক্তিষু॥' ইত্যাদ্যাঃ পঞ্চশ্লোকাঃ জ্ঞানোক্তয়ঃ। 'অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলমহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্। যদেব পুংসামৃষভঃ প্রিয়ঃ শ্রিয়ঃ, স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি।' (শ্রীভা ১।১০।২৬) ইত্যাদয়শ্চ চত্বারো ভক্ত্যুক্তয় ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪১। থাকুক আপনাদের মহিমার কথা, আপনাদের সম্বন্ধে পুরবাসিগণেরও পরমাশ্চর্য মহিমা, তাহাই 'অহো' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। অহো, কি মহৎ আশ্চর্য! আপনাদের পুরস্ত্রীসকল শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে সকল জ্ঞানের কথা ও ভক্তির কথা বলিয়াছিলেন, উক্ত বচন সকল ব্যাসাদি কবিগণের বর্ণনার বিষয় অর্থাৎ সংকীর্তনযোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা প্রথমস্কন্ধে—'এই পুরাণপুরুষ সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইনি গুণক্ষোভের পূর্বে এবং অবিদ্যা ধ্বংস জন্য জীবের উপাধিভূত গুণত্রয় লয়রূপ প্রলয়কালে একাকী নিষ্প্রপঞ্চ আপনাতেই অবস্থিত হইয়াছিলেন। পরে জীবের নাম ও রূপ প্রকাশ করিবার জন্য আপনার কালশক্তি-প্রেরিত জীবমোহিনী সৃষ্টিকামা প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন।' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে জ্ঞানের কথা বলিয়া পরে চারিটি শ্লোকে ভক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা এইরূপ—"অহো! এই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীপতি যে যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই যদুবংশ ধন্য। আর মধুবনেরই (বৃন্দাবনেরই) বা কি সৌভাগ্য! দেবকীনন্দনের স্বজন্ম ও বিহারাদি হেতু পদরেণুস্পর্শে সেই স্থান পবিত্রীকৃত হইয়াছে। আর দ্বারকার মাহাত্ম্যেরও সীমা নাই, পৃথিবী উহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে।" ইত্যাদি ভক্তিব্যঞ্জক উক্তি।

৪২। সহৈকপৌত্রেণ কয়াধুনন্দনো-
হ্নুকম্পিতোহনেন কপীন্দ্র একলঃ॥
সসর্ববন্ধুঃ সজনা ভবাদৃশা,
মহাহরেঃ প্রেমকৃপাভরাস্পদম্॥

মূলানুবাদ

৪২। কয়াধুনন্দন শ্রীপ্রহ্লাদই একমাত্র পৌত্রের সহিত এবং কপীন্দ্র শ্রীহনুমান একাকী এই শ্রীমহাহরির কৃপালাভ করিয়াছিলেন। পরন্তু আপনারা সমস্ত বন্ধু ও স্বজনের সহিত সেই মহাহরির বিশেষ কৃপাস্পদ ও প্রেমাস্পদ হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪২। এবমুপসংহরিষ্যন্ পূর্ব্বোদ্দিষ্টং শ্রীপ্রহ্লাদ-হনুমদ্ভ্যাং সকাশাৎ ভূরিভাগত্বং সাক্ষাদেবাহ—সহেতি, একেন পৌত্রেণ বলিনৈব সহ কয়াধুনন্দনঃ প্রহ্লাদঃ। যথোক্তং শ্রীভগবতা একাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।১২।৫)—'বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ' ইতি। অনেন শ্রীকৃষ্ণেন; কপীন্দ্রো হনূমাংস্তু একলঃ একাক্যেব, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিত্বেন পুত্রাদ্যভাবাৎ। বান্ধবাঃ পুত্রকলত্রাদয়ঃ, স্বজনাঃ পৌরামাত্যাদয়ঃ; যদ্বা, বান্ধবাঃ সম্বন্ধিনঃ, দ্রুপদবিরাটাদ্যাঃ; স্বা জাতয়ঃ দুর্য্যোধনাদীনামপি সদ্‌গতিপ্রাপ্তেঃ; জনাঃ ভৃত্যপ্রজাদয়ঃ; তৈঃ সর্ব্বৈরেব সহিতাঃ। তত্রাপি মহাহরেঃ পরমাবতারিণঃ পরমমহামনোহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তত্রাপি প্রেমযুক্তায়াঃ কৃপায়াঃ ভরস্য ভাজনম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪২। এক্ষণে উপসংহারে পূর্বোদ্দিষ্ট শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীহনুমান হইতেও শ্রীপাণ্ডবগণের সাক্ষাৎ ভূরিভাগ্যত্ব বলিতেছেন, কয়াধুনন্দন শ্রীপ্রহ্লাদ একমাত্র পৌত্র শ্রীবলির সহিত শ্রীভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা, একাদশস্কন্ধে শ্রীভগবদুক্তি—"বৃত্রাসুর ও কয়াধুনন্দন প্রহ্লাদ প্রভৃতি অনেকজন আমার পদপ্রাপ্ত হইয়াছিল।" আর কপীন্দ্র শ্রীহনুমান একাকী এই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীহনুমান নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারী ছিলেন বলিয়া তাঁহার পুত্র-কলত্রাদি ছিল না। আপনারা কিন্তু পুত্র-কলত্রাদি, স্বজন, ভৃত্য অমাত্য ও প্রজাদি

পুরবাসিগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অথবা বান্ধব-সম্বন্ধীয় দ্রুপদ ও বিরাটাদি, স্বজ্ঞাতি দুর্যোধনাদিও সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীহনুমান এই শ্রীকৃষ্ণের অবতার-কর্তৃক অনুকম্পিত; আপনারা কিন্তু এই পরমমনোহর অবতারী শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল কৃপা নয়—প্রেমযুক্ত কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪৩। উদ্দিশ্য যান্ কৌরবসংসদং গতঃ
কৃষ্ণঃ সমক্ষং নিজগাদ মাদৃশাং।
যে পাণ্ডবানাং সুহৃদোঽথ বৈরিণ,-
স্তে তাদৃশা মেঽপি মমাসবো হি তে॥

মূলানুবাদ

৪৩। তিনি কৌরবসভায় আপনাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া আমাদের সমক্ষেই বলিয়াছিলেন, "যাহারা পাণ্ডবগণের সুহৃৎ, তাহারা আমারও সুহৃৎ এবং যাহারা তাঁহাদিগের শত্রু, তাহারা আমারও শত্রু। কারণ পাণ্ডবেরা আমার প্রাণের তুল্য।"

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৩। তদেব দর্শয়তি—উদ্দিশ্যেতি; মাদৃশাং মহামুনিপ্রভৃতীনাং সমক্ষং সাক্ষাদেব; অনেন সর্ব্বমহাজনবিদিতত্বং সত্যত্বঞ্চেতি সূচিতম্। কিং তৎ। যে পাণ্ডবানাং সুহৃদঃ হিতকর্তারঃ তে মমাপি সুহৃদঃ, যে চ তেষাং বৈরিণো বিদ্বেষ্টারস্তে মমাপি বৈরিণ ইত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ তে পাণ্ডবাঃ মম অসবঃ প্রাণতুল্যাঃ পরমপ্রিয়তমা ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীভগবদ্‌বাক্যং উদ্যোগপর্ব্বণি—'যস্তান্ দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্তাননু স মামনু। ঐকাত্ম্যমাগতং বিদ্ধি পাণ্ডবৈর্ধর্ম্মচারিভিঃ॥' ইতি। অন্যত্রাপি—'দ্বিষদন্নং ন ভোক্তব্যং দ্বিষন্তং নৈব ভোজয়েৎ। পাণ্ডবান্ দ্বিষসে রাজন্! মম প্রাণা হি পাণ্ডবাঃ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৩। "উদ্দিশ্য" ইত্যাদি শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসভায় আপনাদিগকে উদ্দেশ করিয়া মাদৃশ মহামুনি প্রভৃতির সমক্ষেই বলিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা সর্বমহাজনবিদিত পরম সত্যত্ব সূচিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ কি বলিয়াছিলেন? "যাহারা পাণ্ডবদিগের সুহৃৎ (হিতকারী), তাহারা আমারও সুহৃৎ এবং যাহারা তাঁহাদিগের বৈরি (বিদ্বেষকারী), তাহারা আমারও বৈরি; যেহেতু, পাণ্ডবেরা আমার প্রাণতুল্য পরম প্রিয়তম।" যথা শ্রীমহাভারত উদ্যোগপর্বে শ্রীভগবদ্বাক্য—"যাহারা পাণ্ডবদিগের বিদ্বেষ করে, তাহারা আমারও বিদ্বেষ করে এবং যাহারা পাণ্ডবদিগের অনুগত, তাহারা আমারও অনুগত; সুতরাং ধর্মাচারী পাণ্ডবগণের আমাকে একাত্মগত বলিয়া জানিবে। অন্যত্র উক্ত আছে যে, কোন সময়ে কৌরবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভোজনের জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন—"বিদ্বেষীগণের অন্ন ভোজন করিতে নাই বা তাহাদিগকেও ভোজন করাইতে নাই। হে রাজন্! আপনারা কিন্তু পাণ্ডবদ্বেষী, পরন্তু পাণ্ডবেরা আমার প্রাণতুল্য।"

৪৪। ধার্ষ্ট্যং মমাহো ভবতাং গুণান্ কিল,
জ্ঞাতুঞ্চ বক্তুং প্রভবেৎ স একলঃ।
নির্ণীতমেতত্তু ময়া মহাপ্রভুঃ,
সোঽত্রাবতীর্ণো ভবতাং কৃতে পরম্॥

মূলানুবাদ

৪৪। অহো! আপনাদের গুণরাশি বর্ণনা করিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতামাত্র। কারণ, আপনাদের গুণরাশি একমাত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণই জানেন এবং তিনিই উহা বর্ণন করিতে পারেন। পরন্তু আমি নিশ্চয় করিয়াছি, মহাপ্রভু যে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা কেবল আপনাদের জন্য।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৪। উপসংহরতি—ধার্ষ্ট্যমিতি। স শ্রীকৃষ্ণঃ একলঃ এক এব ভবতাং গুণান্ জ্ঞাতুং বক্তুঞ্চ শক্নুয়াৎ নান্যঃ, তস্যৈব তদনুরূপব্যবহারদর্শনাৎ। কিলেতি নিশ্চয়ে বিতর্কে বা, অনির্ব্বচনীয়াদিস্বভাবকত্বেন সম্যগনবধারণাৎ। অতস্তদবর্ণনে মম প্রবৃত্তির্ধার্ষ্ট্যমেবেত্যহো কষ্টমিত্যর্থঃ। 'কিং নু বহুনোক্তেন? কিং ময়া তু এতন্নির্ণীতম্। কিং স মহাপ্রভুঃ শ্রীদেবকীনন্দনঃ পরং কেবলং ভবতাং কৃতে নিমিত্তং ভবদীয়সুখসম্পন্মাহাত্ম্যবিশেষবিস্তারণার্থমেবাত্রাবতীর্ণঃ?' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৪। অতএব আপনাদিগের গুণরাশি বর্ণন করিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা, এই বলিয়া মুনিবর উপসংহার করিতেছেন। আপনাদের গুণরাশি একমাত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণই অবগত আছেন এবং তিনিই উহা বর্ণন করিতে পারেন; অন্য কেহ নহে। বিশেষতঃ তাঁহার অনুরূপ ব্যবহার দর্শনে আমি নিশ্চয় করিয়াছি যে, (এখানে 'কিল' শব্দ নিশ্চয়ে বা বিতর্কে প্রয়োগ হইয়াছে) অনির্বচনীয়াদি স্বভাব-হেতু আপনাদের গুণগ্রাম সম্যক্ অবধারণ করা যায় না; সুতরাং উহা বর্ণন করিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা—এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, অহো! কি কষ্টের বিষয়! তদ্‌বর্ণনে আমার প্রবৃত্তি? অতএব বহু বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহা আমি স্থির করিয়াছি—মহাপ্রভু শ্রীদেবকীনন্দন যে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সে কেবল আপনাদের সুখসম্পত্তির মাহাত্ম্যবিশেষ বিস্তারের জন্য।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৪৫। অথ ক্ষণং লজ্জয়েব মৌনং কৃত্বাথ নিঃশ্বসন্।
ধর্মরাজোঽব্রীন্মাতৃভ্রাতৃপত্নীভিরন্বিতঃ॥

মূলানুবাদ

৪৫। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, অনন্তর শ্রীযুধিষ্ঠির ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্বক লজ্জিতের ন্যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মাতা, ভ্রাতৃবর্গ ও পত্নীর সহিত বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৫। স্বমাহাত্ম্যশ্রবণেন লজ্জয়া; ইবেতি বস্তুতশ্চাতৃপ্ত্যা মনোদুঃখেন পরমোপহাসমিব মত্বা শোকেনেত্যর্থঃ। অতএব নিঃশ্বসন্ উচ্চৈর্দীর্ঘশ্বাসং মুঞ্চন্; যদ্যপি মাত্রাদিভিরন্বিত ইত্যুক্তং, তথাপি তেষাং ক্রমেণৈবোক্তিরবগন্তব্যা, অগ্রে তথৈবোক্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৫। শ্রীযুধিষ্ঠির নিজমাহাত্ম্যশ্রবণে লজ্জিতের ন্যায় (এখানে 'ইব' কারের তাৎপর্য এই যে, বস্তুতঃ ভক্তির স্বভাব হইতেছে—অতৃপ্তি; সুতরাং উক্ত মাহাত্ম্যবিশেষকে পরম উপহাসের ন্যায় মনে করিয়া মনোদুঃখে) ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্বক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে মাতা, ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত অন্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন। যদিও মাতা-ভ্রাতা প্রভৃতি কর্তৃক অন্বিত বলা হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা ক্রমে ক্রমে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অগ্রে ব্যক্ত হইবে।

৪৬। বাবদূক-শিরোধার্য্য নৈবাস্মাসু কৃপা হরেঃ।
বিচার্য্যাভীক্ষ্ণমস্মাভির্জাতু কাপ্যবধার্য্যতে॥

মূলানুবাদ

৪৬। হে বাগ্মিশিরোমণে! আমরা বারংবার বিচার করিয়াও আমাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কখনও কোন কৃপা অবধারণ করিতে পারি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৬। হে বাবদূকানাং বাগ্মিনাং শিরোধার্য্য! তেষু শ্রেষ্ঠতমেত্যর্থঃ। এতেন বাক্‌চাতুর্য্যাদেব ভবতৈবমুক্তং, ন তু পরমার্থবিচারাদিতি ধ্বনিতম্। যতঃ অস্মাসু কাচিদপি হরেঃ কৃপাস্মাভিরভীক্ষ্ণং মুহুর্মুহুর্বিচার্য্য জাতু কদাচিদপি নৈবাবধার্য্যতে, ন নিশ্চয়েন জ্ঞায়তে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৬। হে বাগ্মিগণের শ্রেষ্ঠতম! আপনি বাক্‌চাতুর্যবশতঃ বলিতেছেন; কিন্তু পরমার্থ বিচার করিয়া নহে। ইহাই এই সম্বোধনের ধ্বনিগর্ভ অর্থ। যেহেতু, আমরা বারংবার বিচার করিয়াও আমাদের প্রতি শ্রীহরির কখনও কোন কৃপা অবধারণ করিতে বা নিশ্চয় করিয়া জানিতে পারি নাই।

৪৭। প্রাকৃতানাং জনানাং হি মাদৃগাপদ্গণেক্ষয়া।
কৃষ্ণভক্তৌ প্রবৃত্তিশ্চ বিশ্বাসশ্চ হ্রসেদিব॥

৪৮। এতদেবাতিকষ্টং নস্তদেকপ্রাণজীবিনাম্।
বিনান্নং প্রাণিনাং যদ্বন্মীনানাঞ্চ বিনা জলম্॥

মূলানুবাদ

৪৭। আমাদের আপৎসমুদয় দর্শন করিয়া সাধারণ লোকসকলের শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি বা বিশ্বাসের যেন হ্রাস হইবে বলিয়াই বোধ হয়।

৪৮। প্রাণিগণ যেমন অন্ন ব্যতিরেকে অথবা মীনসকল যেরূপ জল ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারে না; আমরাও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারি না। কারণ শ্রীকৃষ্ণই আমাদিগের একমাত্র প্রাণ এবং তদ্দ্বারাই আমরা জীবন ধারণ করি।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৪৭। তদেব সহেতুকং দর্শয়তি—প্রাকৃতানামিতি দশভিঃ, প্রাকৃতানাং বহির্দৃষ্টিদুষ্টানাম্, মাদৃক্ষু তদ্ভক্তেষু য আপদগণঃ তস্যেক্ষয়া দৃষ্ট্যা 'ন বাসুদেব-ভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ' ইত্যাদিরূপো বিশ্বাসঃ, তস্য হ্রাসাৎ প্রবৃত্তিশ্চ হ্রসেৎ ক্রুট্যতীব। তদানীমপি সম্যক্ তাদৃশত্বাভাবাদিবশব্দঃ॥

৪৮। এতৎ কৃষ্ণভক্তিবিশ্বাসপ্রবৃত্তি-হ্রসনমেব নস্বাপদ্গণভোগঃ; যতঃ স কৃষ্ণ এব, সা কৃষ্ণভক্তির্বা; একোঽদ্বিতীয়ো মুখ্যো বা। প্রাণঃ সূত্রাত্মাখ্যো দেহধারকঃ, তুদ্ধেতুর্বায়ুর্বা; তেনৈব জীবিতুং শীলমেষামিতি তথা তেষাম্। তত্র দৃষ্টান্তদ্বয়ং বিনেতি, জলং বিনা মীনানাঞ্চ যদ্বদিত্যনেন ক্ষণমপি তদতিকষ্টসহনাসামর্থ্যমুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৭। 'আমাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা নাই' ইহাই হেতুর সহিত প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত 'প্রাকৃতানাং' ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'অস্মাসু' পর্যন্ত দশটি শ্লোকে অন্বিত হইয়াছে। প্রাকৃত অর্থাৎ বহির্দৃষ্টি-দোষ-দুষ্ট লোক সকল আমাদের ন্যায় ভক্তগণের বিপদসমূহ দর্শন করিলে তাহাদের শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি যেন হ্রাস হইবে বলিয়া বোধ হয়। অথবা "বাসুদেবভক্তের কদাচ অশুভ হইতে পারে না" ইত্যাদিরূপ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের হ্রাস হইবে। বাস্তবিকপক্ষে তৎকালে লোকের তাদৃশ বিশ্বাসের অভাবও দেখা যাইতেছিল। এইজন্য 'ইব' কারের প্রয়োগ হইয়াছে।

৪৮। এই যে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তি ও বিশ্বাসের হ্রাস হইবে, ইহাই অতিশয় কষ্টের বিষয়; কিন্তু আপৎসমূহ ভোগে আমাদের কষ্ট নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণভক্তিই আমাদের একমাত্র প্রাণ, অর্থাৎ প্রাণের প্রাণ বলিয়াই আমরা জীবন ধারণ করিতেছি। এখানে প্রাণ বলিতে আত্মাখ্য দেহধারক সূত্র বা তৎ হেতু বায়ু। বায়ু ব্যতিরেকে প্রাণিগণ যেমন ক্ষণকালও প্রাণধারণ করিতে পারে না, আমরাও তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তি ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারি না। এবিষয়ে দৃষ্টান্ত—প্রাণিগণ যেরূপ অন্ন ব্যতিরেকে, কিংবা মীনসকল যেরূপ জল ব্যতিরেকে ক্ষণকালও জীবন ধারণ করিতে পারে না। এতদ্দ্বারা দেখান হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণভক্তি ব্যতিরেকে আমাদের প্রাণে যে কষ্ট হয়, তাহা ক্ষণকালও সহ্য করিতে অসমর্থ।

৪৯। অতোঽর্থিতং ময়া যজ্ঞসম্পাদনমিষাদিদম্।
নিষ্ঠাং দর্শয় ভক্তানামভক্তানামপি প্রভো॥

মূলানুবাদ

৪৯। এইজন্যই আমি রাজসূয়াদি যজ্ঞ সম্পাদনছলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, "হে প্রভো! আপনি আপনার ভক্ত ও অভক্তের নিষ্ঠা প্রদর্শন করুন।"

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৯। অতোঽস্মাদেব হেতোঃ, রাজসূয়াদিযজ্ঞসম্পাদনচ্ছলেন ইদমর্থিতং যাচিতম্, মিষাদিতি; অন্যথা তৎফলাদৌ তাৎপর্য্যভাবাৎ, অথবাস্য পদস্যোত্তরেণান্বয়ঃ। কিন্তদাহ—নিষ্ঠামিতি। স্থিতিং—ত্বদ্‌ভক্তা ঐহিকামুষ্মিকা-শেষসম্পদ্ভাজো ভবন্তি, অন্যে চ তদ্বিপরীতা ইত্যেবং লক্ষণাম্। যথোক্ত মনেনৈব দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৭২।৫) 'তদ্দেবদেব ভবতশ্চরণারবিন্দ,-সেবানুভাবমিহ পশ্যতু লোক এষঃ। যে ত্বাং ভজন্তি ন ভজন্ত্যুত বোভরেষাং, নিষ্ঠাং প্রদর্শয় বিভো! কুরু-সৃঞ্জয়ানাম্।।' ইতি ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৯। এই হেতু আমি রাজসূয়াদি যজ্ঞসম্পাদনছলে শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, 'হে প্রভো! আপনার ভক্ত ও অভক্তের নিষ্ঠা অর্থাৎ স্থিতি, গতি ও অবস্থা প্রদর্শন করুন।' অন্যথা তত্তৎ ফলাদি প্রাপ্তির কোন সার্থকতা নাই। এখানে স্থিতি বলিতে ভগবদ্ভক্তগণই ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ সম্পদ-ভাজন হইয়া থাকেন বলিয়া উহাই স্থিতি-শব্দ বাচ্য। আর ভক্ত ব্যতীত অন্য সকলে তদ্বিপরীত লক্ষণ, অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে কেবল দুঃখই ভোগ করে। এবিষয় শ্রীধর্মরাজ স্বয়ংই বলিয়াছেন, "হে দেব! এই সকল লোক ভবদীয় চরণকমল-সেবার মহিমা দর্শন করুক। হে বিভো! কুরু ও সৃঞ্জয়দিগের মধ্যে যাহারা আপনাকে ভজনা করে, আর যাহারা ভজনা করে না, তাহাদিগের উভয়েরই নিষ্ঠা বা গতি প্রদর্শন করুন।"

৫০। লোকোঽয়ন্তু যতো লোকা সর্বে ত্বদ্ভক্তসম্পদঃ।
ঐহিকামুষ্মিকীশ্চিত্রাঃ শুদ্ধাঃ সর্ববিলক্ষণাঃ॥

৫১। ভূত্বা পরমবিশ্বস্তা ভজন্তস্তৎপদাম্বুজম্
নির্দুঃখা নির্ভয়া নিত্যং সুখিত্বং যান্তি সর্বতঃ॥

মূলানুবাদ

৫০-৫১। তাহা হইলে লোকসকল আপনার ভক্তগণের ঐহিক ও পারত্রিক বিচিত্র, শুদ্ধ ও সর্ববিলক্ষণ সম্পদ দর্শন করিয়া পরমবিশ্বাস সহকারে আপনার শ্রীপাদপদ্ম ভজন করিয়া সর্বপ্রকার দুঃখ-ভয়রহিত নিত্যসুখ প্রাপ্ত হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫০-৫১। যতো নিষ্ঠাদর্শনাদ্ধেতোঃ; ত্বদ্ভক্তানাং সম্পদো বিভূতীর্লোকয়ন্তঃ বীক্ষ্যমাণাঃ সর্ব্বেঽপি লোকাঃ পরমবিশ্বস্তা ভূত্বা তব পাদাম্বুজং ভজন্তঃ নিত্যং নির্গতাশেষদুঃখা নির্গতাখিলভয়াশ্চ সন্তঃ সর্ব্বত্র সুখিত্বং সৌখ্যং যান্তি প্রাপ্নুবন্তীতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কীদৃশীস্তাঃ? ঐকিকীঃ রাজসূয়াদিযাগসাম্রাজ্যাদীঃ, আমুষ্মিকীর্দেবগণ-পূজ্যত্বাদ্যাঃ; চিত্রা বহুবিধাঃ; শুদ্ধাঃ সর্ব্বদোষ-রহিতাঃ অতএব সর্ব্বাভ্যো ধর্ম্মাদি-পরলোকসম্পদ্ভ্যো বিলক্ষণা অসাধারণীরিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫০-৫১। অতএব লোকসকল ভক্তগণের নিষ্ঠা দর্শন-হেতু অর্থাৎ ভক্তগণের ঐহিক ও পারত্রিক সম্পদ দর্শনপূর্বক পরম বিশ্বাস সহকারে আপনার শ্রীপাদপদ্ম ভজনা করিয়া সদা সর্বত্র অশেষ দোষরহিত, অখিল ভয়রহিত, নিত্য সুখলাভ করিবে। সেই সম্পদ কীদৃশ? ঐহিক সম্পদ বলিতে রাজসূয়াদি বহুবিধ যজ্ঞ-সম্পাদনযোগ্য অথচ সর্বদোষরহিত সাম্রাজ্যাদি। আর পারলৌকিক সম্পদ বলিতে দেবগণ পূজ্যত্বাদি অসাধারণ সম্পদ। অতএব সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মাদিদ্বারা লভ্য বলিয়া সর্ববিলক্ষণ সম্পদ।

৫২। সম্প্রত্যভক্তানস্মাকং বিপক্ষাংস্তান্ বিনাশ্য চ।
রাজ্যং প্রদত্তং যত্তেন শোকঽভূত পূর্ব্বতোঽধিকঃ॥

মূলানুবাদ

৫২। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভক্ত বা আমাদের বিপক্ষ সকলের বিনাশ সাধন করিয়া আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করায় পূর্বাপেক্ষ অধিকতর শোক উপস্থিত হইয়াছে।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৫২। নন্বীদানীমাপদ্গণ-বিনাশাদিনা ত্বন্মনোরথস্তেন সম্পাদিত এবং, কথং শোচসি? তত্রাহ সম্প্রতীতি। তস্যাভক্তা এবাস্মাকং বিপক্ষাস্তান্ তান সুপ্রসিদ্ধান্ জরাসন্ধশিশুপাল-দুর্য্যোধনাদীন্ বিশেষেণ পুনর্জন্মাভাবাৎ সমূলতয়া নাশয়িত্বা, তেন রাজ্যদানেন, পূর্ব্বতঃ আপৎকালীনাচ্ছোকাদপ্যধিকঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫২। যদি বলেন, ইদানীং শ্রীকৃষ্ণ আপদসমূহ বিনাশাদি করিয়া আপনাদের মনোরথ সম্পাদন করিয়াছেন; সুতরাং কিজন্য শোক করিতেছেন? তাহাতেই বলিতেছেন, 'সাম্প্রত্য' ইত্যাদি। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভক্ত এবং আমাদের বিপক্ষ সুপ্রসিদ্ধ জরাসন্ধ, শিশুপাল ও দুর্যোধনাদির বিনাশ সাধন অর্থাৎ পুনর্জন্ম অভাবরূপ মোক্ষ প্রদান করিয়া (সমূলে বিনাশ করিয়া) আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহাতে আপৎকালীন অপেক্ষাও অধিকতর শোক উপস্থিত হইয়াছে।

৫৩। দ্রোণভীষ্মাদিগুরবোঽভিমন্যুপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
পরেঽপি বহবঃ সন্তোঽস্মদ্ধেতোনিধনং গতাঃ॥

৫৪। স্বজীবনাধিকপ্রার্থ্যশ্রীবিষ্ণুজনসঙ্গতেঃ।
বিচ্ছেদেন ক্ষণং চাত্র ন সুখাংশুং লভামহে॥

মূলানুবাদ

৫৩। আমাদের এই রাজ্য লাভের জন্য দ্রোণ ও ভীষ্মাদি গুরুবর্গ এবং অভিমন্যু প্রভৃতি পুত্রগণ ও অপরাপর সাধু রাজন্যবর্গ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

৫৪। বস্তুতঃ শ্রীবিষ্ণুভক্তের সঙ্গই স্বীয় জীবন হইতেও অধিকতর প্রার্থনীয়; সম্প্রতি কিন্তু সেই ভক্তসঙ্গের বিচ্ছেদ-হেতু আমরা এই সংসারে ক্ষণকালের জন্যও কিছুমাত্র সুখলাভ করিতে পারিতেছি না।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৫৩। তত্র হেতুমাহ—দ্রোণেতি ত্রিভিঃ। সন্তঃ সাধবঃ শ্রীকৃষ্ণভক্তা ইত্যর্থঃ। নিধনং গতাঃ মৃতাঃ, তত্রাপি অস্মাদ্ধেতোঃ অস্মদ্রাজ্যাদিসিদ্ধ্যর্থমিত্যর্থঃ॥

৫৪। অতঃ স্বজীবনাদপি অধিকং প্রার্থ্যা, যদ্বা, অধিকা মহত্তরা অতএব প্রার্থ্যা যা শ্রীবিষ্ণুজনৈর্ভগবদ্ভক্তৈঃ সঙ্গতিস্তস্যা বিচ্ছেদের হেতুনা; অপ্যর্থে চকারঃ ক্ষণমপি সুখস্যাংশং লেশমপি ন লভামহে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৩। তাহার হেতু বলিতেছেন, আমাদের রাজ্যলাভের নিমিত্ত দ্রোণ ও ভীষ্মাদি গুরুবর্গ এবং অনেকানেক সাধু (শ্রীকৃষ্ণভক্ত) সকল নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আর ইহাদের মৃত্যুর কারণ হইতেছে, আমাদের রাজ্যাদিপ্রাপ্তি।

৫৪। অতএব স্বীয় জীবন হইতেও অধিকতর প্রার্থনীয়, অথবা জীবনের অপেক্ষাও মহত্তর ভক্তসঙ্গ প্রার্থনীয়। কিন্তু সেই শ্রীবিষ্ণুজন—ভগবদ্ভক্তসঙ্গের বিচ্ছেদ-হেতু এই রাজপুরী মধ্যে ক্ষণকালের জন্য লেশমাত্র সুখও লাভ করিতে পারিতেছি না।

৫৫। শ্রীকৃষ্ণবদনাম্ভোজসন্দর্শনসুখঞ্চ তৎ।
কদাচিৎ কার্য্যযোগেন কেনচিজ্জায়তে চিরাৎ॥

৫৬। যাদবানেব সদ্‌বন্ধূন্ দ্বারকায়ামমৌ বসন্।
সদা পরমসদ্‌ভাগ্যবতো রময়তি প্রিয়ান্॥

মূলানুবাদ

৫৫। আর শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল দর্শনের যে সুখ, তাহাও বহুকাল অন্তর্হিত হইয়াছে; অধুনা ক্বচিৎ অশ্বমেধাদি কার্যোপলক্ষে লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং পরম শোকই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৫৬। সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে অবস্থান করিয়া তাঁহার পরমবন্ধু ও পরম সৌভাগ্যশালী প্রিয়তম যাদবগণকে সদা সুখদান করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৫। কিঞ্চ শ্রীকৃষ্ণেতি; তৎ পুরানুভূতম্, অনির্ব্বচনীয়মিতি বা; কার্য্যস্য অশ্বমেধাদের্যোগেনৈব, অতোঽধুনা পরমঃ শোকো জাত এবেতি ভাবঃ॥

৫৬। ননু ভবৎসদৃশাস্তস্যানো প্রিয়জনা ন হি সন্তি; তত্তবদর্থার্থমেব কুত্রাপি গতস্তং নিষ্পাদ্যাগতপ্রায় ইতি চেন্ন; অস্মত্তোঽপি যাদবাস্তস্য পরমপ্রিয়তমা ইতি বক্তুং তেষাং সৌভাগ্যবিশেষমাহ—যাদবানিতি। সদ্বন্ধূন পরমোৎকৃষ্টাবান্ধবান্, অতএব প্রিয়ান্, কৃতঃ? পরমসৎ পরমোৎকৃষ্টং ভাগ্যং শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিশেষরূপং তদ্বতঃ। অতএবাসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ সদা রময়তি। এবং তাদৃশভাগ্যাভাবেন বয়ং তদুপেক্ষিতা নিকৃষ্টা যাদবাশ্চ পরমধন্যা ইতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫৬। যদি বলেন, আপনাদের সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের অন্য প্রিয়জন নাই, সুতরাং আপনাদেরই কোন কার্যোপলক্ষে অন্যস্থানে গমন করিলেও কার্য-নিষ্পাদন-পুরঃসর আগতপ্রায় বলিয়াই মনে করুন। "না, আমাদের অপেক্ষাও যাদবগণ তাঁহার পরম প্রিয়তম।" এই কথা বলিবার জন্য যাদবগণের সৌভাগ্যবিশেষ বলিতেছেন—'যাদবা' ইত্যাদি। যাদবগণ তাঁহার সদ্‌বন্ধু বা পরমোকৃষ্ট বান্ধব। অতএব তাঁহার প্রিয়তম বলিয়া যাদবগণই পরমোৎকৃষ্ট ভাগ্যশালী। যেহেতু, ভাগ্য বলিতে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিশেষ এবং যাদবগণ সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তিবিশেষরূপ ভাগ্যবন্ত। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি দ্বারকাতে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহাদিগকে সর্বদা সুখদান করিতেছেন। পরন্তু তাদৃশ ভক্তিরূপ ভাগ্য-অভাবে আমরা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিত বলিয়া নিতান্ত নিকৃষ্ট এবং যাদবগণ পরম ধন্য, ইহাই ভাবার্থ।

**৫৭। অস্মাসু যত্তস্য কদাপি দৌত্যং সারথ্যমন্যচ্চ ভবদ্ভিরীক্ষ্যতে।
তদ্ভূরিভারক্ষপণায় পাপনাশেন ধর্ম্মস্য চ রক্ষণায় ॥**

মূলানুবাদ

৫৭। হে শ্রীনারদ! আপনারা যে কখনও কখনও তাঁহাকে আমাদের দৌত্য, সারথ্য বা অন্যান্য কর্ম করিতে দেখেন, তাহা কেবল পৃথিবীর ভারহরণ ও পাপনাশন দ্বারা ধর্মের সংরক্ষণ জন্য জানিতে হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৭। এবঞ্চেৎ দৌত্যাদিকং কথং সম্ভবতি? তত্রাহ—অস্মাস্বিতি অন্যৎ উপদেষ্টৃত্বাদিকঞ্চ, পাপানামধর্ম্মাণাং তদ্ধেতুনাং বা নাশেন; অস্য পদস্য পূর্ব্বেণ পরেণাপি সম্বন্ধঃ। তত্তদর্থমেব তৎ সর্ব্বং করোতি, ন ত্বস্মৎস্নেহেনেতি ভাবঃ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৭। আচ্ছা, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যাদিকার্য কিরূপে সম্ভব হয়? তাহাতেই বলিতেছেন, 'অস্মাসু' ইত্যাদি। আপনারা যে কখনও কখনও তাঁহাকে আমাদিগের দৌত্য, সারথ্য ও উপদেষ্টৃত্বাদি কর্ম করিতে দেখেন, তাহা কিন্তু আমাদের প্রতি স্নেহবশতঃ নহে; উহা কেবল পৃথিবীর ভারহরণ এবং পাপনাশন দ্বারা ধর্মের সংরক্ষণ নিমিত্ত জানিবেন।

সারশিক্ষা

৫৭। এ সংসারে ভক্ত ও অভক্তের কর্মাচরণে ঐক্য হইলেও তাহাদের ভাবগত ভেদ আছে। জড়াপ্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া অভক্ত মানব প্রাকৃত অহঙ্কারে মত্ত এবং প্রকৃতির গুণ ও ঐশ্বরের অধ্যক্ষতায় ক্রিয়মাণ সমস্ত কর্মেই নিজের কর্তৃত্ব আরোপ করিয়া থাকে এবং 'আমি একা করি', 'আমি কর্তা' ইত্যাদি মনে করে, সুতরাং ঐ কর্মে আবদ্ধ হয় বা সেই কর্মফল হইতে উত্থিত হর্ষ, শোকে অভিভূত হয়; পরন্তু ভক্ত সেরূপ বদ্ধ হন না। তাঁহারা বিষয়ে অনাসক্ত বলিয়া বিষয় প্রাপ্তিতে হৃষ্ট বা অপ্রাপ্তিতে দুঃখিত কিংবা বিষয়নাশে শোকগ্রস্ত হন না। যদিও কখন কোন ভক্তের 'বাধিতানুবৃত্তি' ন্যায়ানুসারে কিছু কিছু হর্ষ ও শোক দেখা যায়, কিন্তু তিনি উহাতে অভিভূত হন না। যেহেতু, তিনি সেই বিষয় ইন্দ্রিয়-দ্বারা ভোগ করিলেও

নিজে সাক্ষীস্বরূপে বর্তমান থাকেন; তথাপি তিনি প্রতি কার্যে শ্রীভগবানের কৃপানুভব করেন বা কৃপার প্রতীক্ষায় কর্মফলে উদাসীন হইয়া ভক্তিলাভে সতত উৎসুক থাকেন। তিনি গৃহে অবস্থান করিলে সপরিকরে ভক্তিযাজন করেন; কিংবা অধিকতর ভক্তিলাভের আশায় গৃহত্যাগ করিলেও সতত ভজনে নিমগ্ন থাকেন। ইহার হেতু এই যে, ভক্তগণ স্বভাবতঃ মহাধনগৃধ্নু বণিকের স্বভাব প্রাপ্ত হন। যেমন কোটিপতি বণিকও নিজেকে অল্পধনবান মনে করিয়া ধন উপার্জনের জন্য সমুদ্রের শেষ পর্যন্ত গমন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তদ্রূপ ভক্তও ভক্তিলাভের জন্য বনেও গমন করিয়া থাকেন। যদিও গৃহ বা বন-ভেদে ভক্তিলাভের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ হয় না, তথাপি ভক্তের অবস্থা-ভেদে উভয়ই স্বীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য কোন ভক্ত গৃহে অবস্থান করতঃ সপরিকরে ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন। কেহ বা স্বীয় পুত্র-কলত্রাদির অভিলষিত বিষয়-সম্পত্তি প্রদানে বঞ্চনা করিয়া গৃহত্যাগ করেন এবং শ্রীবৃন্দাবনাদির নির্জনপ্রদেশে ভজন করেন। ফলতঃ গৃহত্যাগ না করিলে ভক্তি হয় না কিংবা গৃহে না থাকিলে ভক্তি হয় না, এরূপ কোন নিয়ম নাই; অবস্থাভেদে উভয়ই ভজনের অনুকূল ও প্রতিকূল হইতে পারে। বস্তুতঃ শ্রীভগবানে বিশিষ্ট রাগ বা অনুরাগই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের আবির্ভাব ঘটিলে গৃহও বন হয়; আবার বৈরাগ্যের অভাবে বনও গৃহ হয়। বস্তুতঃ ভক্তির প্রভাবে স্বভাবতঃ বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং চিত্ত আপনা হইতেই বিষয়ের বাহিরে চলিয়া যায়। যাঁহারা নিজের অধিকার না বুঝিয়া সহসা ভক্তির শেষ-পদবীতে আরোহণ করিতে ধাবিত হন, তাঁহাদের প্রায়ই পতনের ভয় থাকিয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল দাসগোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন—

"মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
স্থির হইয়া ঘরে যাও, না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল॥ চৈঃ চঃ

বহির্মুখ জীবের শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্তির হেতু দুইটি, ভক্তসঙ্গজনিত ভাগ্য ও ভক্তকৃপাজনিত ভাগ্য; আবার তাহার অন্তরায়ও দুইটি, পাপ ও অপরাধ। তাহার মধ্যে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘনজনিত পাপ এবং ভক্ত ও ভগবানের নিন্দাদি অমর্যাদা-হেতু অপরাধ। যাহার কেবল পাপ আছে কিন্তু অপরাধ নাই, তাহার পক্ষে ভক্তসঙ্গই যথেষ্ট। আর যাহার অপরাধ আছে, তাহার পক্ষে ভক্তসঙ্গ ও ভক্তকৃপা উভয়ই আবশ্যক হয়। অর্থাৎ ভক্ত কৃপা করিয়া শক্তি সঞ্চার করিলে, তবে সে

শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইতে পারে এবং নিরন্তর অনুতাপ করিতে করিতে তীব্র ভজনের দ্বারা সেই অপরাধক্ষয়ে ভক্তির উদয় হয়। আর ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত সাধক যদি বিষয়ভোগ-বাসনাদি দ্বারা কদাচিৎ বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলেও শ্রীভগবান স্বয়ং তাহার হৃদয় হইতে সেই সকল কামনা-বাসনা দূর করেন। এজন্য ভক্তের পতন হয় না, তবে মহদপরাধ হইলে ভজন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়েন।

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, সুখকে ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল এবং দুঃখকে কোথাও ভগবদ্দত্ত, কোথাও মহাপরাধের ফল বলিয়া মনে করিতে হইবে।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৫৮। অথ শ্রীযাদবেন্দ্রস্য ভীমো নর্ম্মসুহৃত্তমঃ।
বিহস্যোচ্চৈরুবাচেদং শৃণু শ্রীকৃষ্ণশিষ্য হে॥

৫৯। অমুষ্য দুর্ব্বোধচরিত্রবারিধে,-
র্মায়াদিহেতোশ্চতুরাবলীগুরোঃ।
প্রবর্ত্ততে বগ্ব্যবহারকৌশলং,
ন কুত্র কিং তন্ন বয়ং প্রতীমঃ॥

মূলানুবাদ

৫৮। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, অনন্তর শ্রীযাদবেন্দ্রের পরম নর্ম সুহৃৎ শ্রীভীমসেন উচ্চহাস্য করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণশিষ্য! শ্রবণ করুন!

৫৯। শ্রীকৃষ্ণের লীলা দুর্বোধ—সাগরস্বরূপ। তিনি মায়ার আদি কারণ স্বরূপ ও চতুরকুলের গুরু। অতএব তাঁহার বাক্‌নৈপুণ্য, ব্যবহার পটুতা কোথায় না প্রবর্তিত হইয়া থাকে? আমরা ঐ সকল তত্ত্ব জানি বলিয়াই বিশ্বাস করি না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৮। নর্ম্ম পরিহাসকৌতুকং, তৎসম্বন্ধী সুহৃত্তমঃ, অত উচ্চৈর্ব্বিহস্য ইদং বক্ষমাণং বাক্যং হে কৃষ্ণশিষ্যেতি এতাদৃশং ধূর্তবচনচাতুর্য্যাদিকং তেনৈব ত্বং শিক্ষিতোঽসি, ন চ তবাত্র কোঽপি দোষ ইতি ভাব ইত্যর্থঃ॥

৫৯। অমুষ্য শ্রীকৃষ্ণস্য দুর্ব্বোধং যচ্চরিত্রং লীলা তস্য বারিধেঃ। মায়ায়া আদিকারণস্য, অতএব চতুরাণাং ধূর্ত্তানামাবলী পঙ্‌ক্তিঃ, তস্যা গুরোঃ পরমচতুর-সিংহস্যেত্যর্থঃ। অতঃ বাচাং ব্যবহারাণাং কৌশলং পরিপাটী; যদ্বা বাক্ষু ব্যবহারেষু চ পাটবং কিং কুত্র ন প্রবর্ত্ততে? অপি তু কুত্রচিন্মহালীলয়া, কুত্রাপি মহামায়া, কুত্রচিচ্চ মহাচাতুর্য্যেণেত্যেবং সর্ব্বত্র সর্ব্বং তৎ প্রবর্ত্তত এবেত্যর্থঃ। অতো ন তু সৌহার্দ্দেন পরমার্থতয়া বেতি ভাবঃ। অতএবং বয়ং তত্তত্ত্বাভিজ্ঞাস্তৎকৌশলং ন প্রতীমঃ, তত্র ন বিশ্বসিম ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৮। শ্রীকৃষ্ণের পরম নর্মসুহৃৎ অর্থাৎ পরিহাস-কৌতুকসম্বন্ধী সুহৃত্তম শ্রীভীমসেন উচ্চহাস্য করিতে করিতে এই বক্ষ্যমাণ বাক্যগুলি প্রয়োগ করিলেন।

হে শ্রীকৃষ্ণশিষ্য মুনিবর! এতাদৃশ ধূর্তবচন-চাতুর্যাদি কি সেই চতুর শিরোমণির কাছে শিক্ষা করিয়াছেন? ও! বুঝিয়াছি, এবিষয়ে আপনার কোন দোষ নাই। অতঃপর শ্রবণ করুন।

৫৯। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বা লীলাসমূহ এইপ্রকার দুর্বোধ—সাগরস্বরূপ, মায়ার আদি কারণ; অতএব তিনি চতুরকুলের বা ধূর্তগণের গুরু (পরম চতুরসিংহ), সুতরাং কি বাক্‌নৈপুণ্য, কি ব্যবহার-কৌশল কোথায় না প্রবর্তিত হইয়া থাকে? অর্থাৎ সর্বত্র প্রবর্তিত হইয়া থাকে। এজন্য কোথাও বা মহালীলা, কোথাও বা মহামায়া, কোথাও বা মহাচাতুর্য দ্বারা সদা সর্বত্র প্রবর্তিত হইতেছে। অতএব তাঁহার বাক্য ও ব্যবহার-কৌশলাদি পরমার্থতঃ সত্য; কিন্তু উহা আমাদের প্রতি সৌহার্দবশতঃ নহে। আমরা ঐ সকলের তত্ত্ব অবগত আছি বলিয়াই তত্তৎ কৌশলাদি বিশ্বাস করি না।

সারশিক্ষা

৫৯। শ্রীভীমসেনের এতাদৃশ প্রণয়-বিনোদ উক্তির মধ্যেও প্রচুরতর স্নেহরস বর্তমান রহিয়াছে। কারণ, সুহৃদ বলিতে যাহাদের বাৎসল্যগন্ধযুক্ত সৌখ্য এবং বয়সাদিও শ্রীকৃষ্ণের তুলনায় অধিক, ঈদৃশ স্নেহশীল বন্ধুকেই সুহৃদ্ বলা হয়। যোগে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনে হর্য এবং বিচ্ছেদে বিমর্ষ, সম্ভ্রমাদি ব্যভিচারীভাবসকল উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া থাকে এবং কোনরূপ উদ্দীপনাদি কারণপ্রাপ্ত হইলে এতাদৃশ প্রণয়-বিনোদ উক্তিও দেখা যায়। পরন্তু অন্তরে প্রচুরতর আনন্দ বর্তমান থাকে। এইজন্য তাঁহাদের রাজ্যচ্যুতি, বনবাস ও জতুগৃহ দাহাদিরূপ ভীষণ বিপদকালেও শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের সখ্যবৃত্তি (যোগ হইতেও) দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল।

'মায়ার আদি কারণ' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবানই জগতের কর্তা, তাঁহার একাংশ দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। এখানে অংশ বলিতে অবয়ব নহে, সর্বব্যাপী ভগবানের কিয়ৎপরিমাণ শক্তিমাত্র। আর মায়া শব্দের অর্থ জ্ঞান, শ্রীপাদ শঙ্করও মায়াশব্দের প্রাচীন সম্মত অর্থ 'প্রজ্ঞা' বলিয়াছেন। কিন্তু পরে 'অনির্বাচ্য' 'অবিদ্যা'ও অর্থ করিয়াছেন। যাহা হোক্, তাঁহার বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত জগতের জ্ঞান হয়, ইহাই শ্রীভীমসেনের বক্তব্য।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৬০। সশোকমবদন্মাতস্ততো মম পিতামহঃ।
কৃষ্ণপ্রাণসখঃ শ্রীমানর্জ্জুনো নিঃশ্বস্মুহুঃ।।

মূলানুবাদ

৬০। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, মাতঃ! অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের প্রাণসখা আমার পিতামহ শ্রীধনঞ্জয় শোকাকুল-হৃদয়ে বারংবার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬০। কৃষ্ণ এব প্রাণসখো যস্য, কৃষ্ণস্য প্রাণতুল্যঃ পরমঃ প্রিয়ঃ সখেতি বা; অতঃ শ্রীমান্ সর্বশোভাসম্পন্নঃ, অতএব তন্নৈষ্ঠুর্যস্মারণেন শোকসহিতং সহিতং যথা স্যাত্তথা মুহর্নিশ্বসন্নবদৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬০। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণতুল্য পরমপ্রিয় সখা, অথবা যাঁহার প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ; সেই শ্রীমান্ (সর্বশোভাসম্পন্ন) অর্জুন। অতএব সখার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া শোকাকুলহৃদয়ে বারংবার নিঃশ্বাসত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন।

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ—

৬১। ভগবৎপ্রিয়তমেশেন ভগবন্নমুনা কৃতঃ।
কৃপাভরোঽপি দুঃখায় কিলাস্মাকং বভূব সঃ॥

৬২। স্বধর্ম্মৈকপরৈঃ শুষ্কজ্ঞানবদ্ভিঃ কৃতা রণে।
ভীষ্মাদিভিঃ প্রহারা যে বর্ম্মমর্ম্মভিদো দৃঢ়াঃ॥

৬৩। তে তস্যাং মৎকৃতে স্বস্য শ্রীমূর্ত্তৌ চক্রপাণিনা।
বার্য্যমাণেন চ ময়া সোঢ়াঃ স্বীকৃত্য বারশঃ॥

মূলানুবাদ

৬১। অর্জুন বলিলেন, হে ভগবন্ নারদ! আপনার প্রিয়তম প্রভু শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের প্রতি যে কিছু কৃপা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কি আমাদের দুঃখের নিমিত্ত হয় নাই?

৬২-৬৩। স্বধর্মপরায়ণ শুষ্কজ্ঞানশালী পিতামহ ভীষ্মাদি সংগ্রামে যে সকল অস্ত্র প্রহার করিয়াছিলেন, ঐ অস্ত্রসকল সুদৃঢ় বর্মভেদী ও মর্মভেদী; পরন্তু ভগবান চক্রপাণি মৎকর্তৃক নিবারিত হইয়াও কেবল আমার জন্য বারংবার ঐসকল অস্ত্রপ্রহার নিজ শ্রীঅঙ্গে স্বীকার করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬১। ভো ভগবন্ শ্রীনারদ! ভবতঃ প্রিয়তমো য ঈশঃ স্বামী তেনামুনা শ্রীকৃষ্ণেন; স সারথ্যাদিলক্ষণঃ। পূর্ব্বং ভীমেন নর্ম্মসুহৃদা শ্রীকৃষ্ণকৃত কৃপাভরস্য লীলাদিকৃতত্বাদপরমার্থতোক্ত্যা নিরাসঃ কৃতঃ, অর্জ্জুনেন চ তৎপ্রিয়সখত্বাৎ তং সর্ব্বমঙ্গীকৃত্যন্যথা পরিহরতীতি বিবেচনীয়ম্॥

৬২-৬৩। তদেব সহেতুকং প্রপঞ্চ দর্শয়তি—স্বেতি নবভিঃ। ভীষ্মাদিভি-র্ভারতযুদ্ধে যে প্রহারাঃ কৃতাস্তে চক্রপাণিনা শ্রীকৃষ্ণেন; মৎকৃতে মজ্জয়াদি-সিদ্ধ্যর্থম্; তস্যাং পরমসৌকুমার্য্যাদিযুক্তায়াং মাদৃশজীবন-রূপায়াং স্বস্য শ্রীমূর্ত্তৌ শ্রীকৃষ্ণেন বারশঃ স্বীকৃত্য সোঢ়া ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কীদৃশৈঃ? স্বধর্ম্মঃ—'পিত্রাদয়োঽপি হন্তব্যাঃ ক্ষত্রিয়েণ রণাঙ্গনে' ইত্যেবং লক্ষণঃ, স এবৈকঃ পরঃ অবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন শ্রেষ্ঠো যেষাং তৈঃ তদেকপ্রবীণৈঃ ইত্যর্থঃ। তথাপি সর্ব্বসদ্ধর্ম্মফলরূপে তস্মিন্ প্রহারাঃ পরমানুচিতাস্তত্রাহ—শুষ্কং যজ্জ্ঞানং পরব্রহ্মরূপে শ্রীকৃষ্ণেঽস্ত্রপীড়াদিকং কথঞ্চিদপি ন সঙ্গচ্ছতেত্যাদিরূপং তদ্‌যুক্তৈঃ;

এবং ভক্তিপরত্বাভাবেন শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দমকরন্দাস্বাদজ্ঞান-বিশেষাভাবাৎ প্রেমহান্যা তথা তৈর্ব্যবহৃতমিতি ভাবং! বর্ম্মাণি কবচানি মর্ম্মাণি চ প্রাণসন্ধিস্থানানি অন্যেষাং ভিন্দন্তীতি তথা তে, অতএব দৃঢ়াঃ; যদ্বা, ভক্তবাৎসল্যরসেনাবির্ভবন্ত্যাঃ প্রস্বেদধারায়াস্তৈনৈব রক্তপূরতয়া প্রদর্শনাৎ। তচ্চ লোকে স্বভক্ত-বাৎসল্যভরবোধনার্থমেবেতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশেন তেন? ময়া বার্যমাণেনাপি; ভো ভগবন্। যুদ্ধাকরণপ্রতিজ্ঞাং কৃত্বাপি ভবান্ ভীষ্মাদীন্ হন্তুং কথমগ্রে সরতি? কথং বা ময়ি বর্ত্তমানে ভগদত্তাদীনাং প্রহারানাত্মনি স্বীকরোতীত্যাদিবচনৈঃ পাদগ্রহণাদিনা চ নিরুধ্যমানেনাপি। চক্রপাণিনেতি যদ্যপি চক্রমেব স্বয়ং সর্বাংস্তান হন্তুং সদ্যঃ শক্নোতি, সর্ব্বান্ প্রহারাংশ্চ তান্ বিনিবারয়িতুং হেলয়া প্রভবতি, তথাপি কেবলং মদীয়কীর্ত্যতিশয়ার্থমেব স্বয়মযুধ্যমানেন তেন তে সোঢ়া ইতি ভাবঃ। এবং স্বীকৃত্যেতি চ জ্ঞেয়ম্; অন্যথা হেলয়া তে প্রহারাঃ সুখং বঞ্চিতাঃ স্যুরিতি দিক্ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬১। হে ভগবন্ শ্রীনারদ! আপনার প্রিয়তম যে ঈশ্বর, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদের প্রতি যে আচরণ অর্থাৎ সারথ্যাদিলক্ষণ যে কৃপাভরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা কি আমাদের দুঃখের নিমিত্ত হয় নাই? অর্থাৎ তৎসমস্তই দুঃখের নিমিত্ত হইয়াছিল। পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের নর্মসুহৃদ শ্রীভীমসেন শ্রীকৃষ্ণের যে কৃপাকে লীলাদি-কৃত বলিয়া পরমার্থতা নিরাশ করিয়াছিলেন, অধুনা শ্রীঅর্জুন কিন্তু তাহা স্বীকার করিলেন। যেহেতু, তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখা; পরন্তু তৎসমস্ত স্বীকার করিয়াও অন্য প্রকারে পরিহার করিতেছেন।

৬২-৬৩। তাহাই হেতুর সহিত 'স্বধর্ম' ইত্যাদি দশটি শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। ভীষ্মাদি রথীগণ ভারতযুদ্ধে যে সকল অস্ত্র প্রহার করিয়াছিলেন, চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ আমার নিমিত্ত অর্থাৎ আমার জয়সিদ্ধির নিমিত্ত পরম সুকুমার এবং মাদৃশজনের জীবনস্বরূপ নিজ শ্রীবিগ্রহে সেই সকল অস্ত্র প্রহার স্বীকার পূর্বক সহ্য করিয়াছেন। সেই ভীষ্ম কিরূপ? স্বধর্মপরায়ণ। "রণাঙ্গনে পিতা প্রভৃতি গুরুবর্গকেও হনন করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম।" ইত্যাদি অবশ্য কর্তব্যলক্ষণ বর্ণাশ্রমধর্মের পরিপালনে তিনি প্রবীণ ছিলেন। তথাপি কিন্তু সর্বধর্মের ফলস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সুকুমার অঙ্গে প্রহার করা পরম অনুচিত। আরও বলিতেছেন, তিনি শুষ্কজ্ঞানশালী। অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণে অস্ত্র-পীড়াদি কিছুমাত্র সংঘটিত হইতে পারে না; ইত্যাদিরূপ শুষ্কজ্ঞানসম্পন্ন। পরন্তু এইপ্রকার ভক্তিপরতার অভাবে কদাচ শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দের

মকরন্দ আস্বাদন বা মাধুর্যজ্ঞান হইতে পারে না। অর্থাৎ শ্রীভীষ্মদেব, শুষ্কজ্ঞানশালী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম জ্ঞান করিলেও, ভক্তিপরায়ণ ছিলেন না। আর ভক্তিপরায়ণ না হইলে কেবল শুষ্কজ্ঞানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপদকমলের মকরন্দ আস্বাদন বা মাধুর্য উপলব্ধি হয় না। এইপ্রকারে তিনি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমহীন বলিয়া তাঁহার সুকুমার শ্রীঅঙ্গে বর্মভেদী ও মর্মভেদী (প্রাণের সন্ধিস্থানভেদী) সুদৃঢ় অস্ত্রপ্রহার করিয়াছিলেন এবং প্রভুও তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন। অথবা জগতে ভক্তবাৎসল্যরস প্রকটনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজের শ্রীঅঙ্গে তাদৃশ অস্ত্র প্রহার স্বীকার পুরঃসর প্রস্বেদধারাছলে রক্তধারা নির্গমন করাইয়াছিলেন। বস্তুতঃ জগতে উহা বাৎসল্যভরতা প্রদর্শনের জন্যই বুঝিতে হইবে। আচ্ছা, সেই ভগবান উহা কিরূপে স্বীকার করিলেন? মৎকর্তৃক নিবারিত হইয়াও, অর্থাৎ আমি বলিয়াছিলাম, "হে ভগবান! আপনি ভারতযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াও কিজন্য ভীষ্মাদি যুযুৎসু সকলকে বিনাশ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন? বিশেষতঃ আমি বর্তমান থাকিতে কেনই বা ভগদত্ত প্রভৃতির অস্ত্রাঘাত সহ্য করিতেছেন?" ইত্যাদি বচনে বারবার অনুনয়-বিনয় সহকারে পদধারণ করিয়া নিবারণ করিলেও, কেবল আমার জন্য সেই চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীঅঙ্গে ভীষ্মাদিকৃত প্রহার অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখানে 'চক্রপাণি' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই সুদর্শনচক্রের দ্বারা সর্বপ্রকার প্রহারাদি নিরোধ করিতে বা ভীষ্মাদি বিপক্ষগণকে হেলায় সদ্য বিনাশ করিতে সমর্থ; তথাপি কেবল মদীয় কীর্তি বিস্তারের জন্যই স্বয়ং যুদ্ধাদি না করিয়াই সেই সকল অস্ত্রপ্রহার স্বীকার করিয়াছিলেন। অন্যথা ভীষ্মাদিও তাঁহার শ্রীঅঙ্গে এই প্রকার অস্ত্রপ্রহার-সুখে বঞ্চিত হইতেন।

৬৪। তন্মে চিন্তয়তোঽদ্যাপি হৃদয়ান্নাপসর্পতি।
দুঃখশল্যমতো ব্রহ্মন্ সুখং মে জায়তাং কথম্॥

৬৫। কর্ম্মণা যেন দুঃখং স্যান্নিজপ্রিয়জনস্য হি।
ন তস্যাচরণং প্রীতেঃ কারুণ্যস্যাপি লক্ষণম্।

মূলানুবাদ

৬৪। হে ব্রহ্মণ্! উহা স্মরণ করিলে, অদ্যাপি ঐ দুঃখশেল আমার হৃদয় হইতে অপসারিত হয় নাই। অতএব আমার সুখের সম্ভাবনা কোথায়?

৬৫। যে কর্মের জন্য নিজ প্রিয়জনের দুঃখ হয়, তাহার অনুষ্ঠান কখনই প্রীতির বা কৃপার লক্ষণ নহে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৪। তৎপ্রহারসহনং চিন্তয়তঃ স্মরতো মম হৃদয়াদ্দুঃখমেব শল্যং মর্ম্মপীড়া-হেতুত্বাৎ নাপসর্পতি নাপৈতি, যথা হৃদয়লগ্নশল্যস্য বিষয়ভোগাদিনা ন কিঞ্চিৎসুখং স্যাত্তথেতি ভাবঃ॥

৬৫। নন্বেতদেব মহতঃ সখ্যস্য কারুণ্যস্য চ লক্ষণং, তত্রাহ—কর্ম্মণেতি তস্য কর্ম্মণঃ আচরণং বিধানম্; অস্তু তাবৎ প্রীতেঃ প্রেম্ণঃ, কারুণ্যস্যাপি কস্যচিদনু-গ্রহস্যাপি ন লক্ষণং ভবতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৪। ব্রহ্মণ্! শ্রীকৃষ্ণের ঐ প্রহারসহন স্মরণ হইলে, আজ পর্যন্ত ঐ দুঃখশেল আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই, উহা, মর্মপীড়ার হেতুস্বরূপ হইয়াছে। যদি হৃদয়লগ্ন শেল বর্তমান থাকে, তবে কি বিষয়ভোগাদিতে সুখ হয়? অতএব আমার সুখের সম্ভাবনা কোথায়?

৬৫। যদি বলেন, শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ আচরণাদি পরম সখ্যব্যঞ্জক করুণার লক্ষণ নয় কি? তাহাতেই বলিতেছেন, যে কর্ম আচরণ করিলে প্রিয়জনের দুঃখ হয়, সেরূপ আচরণ কখনই করুণা বা অনুগ্রহের লক্ষণ নহে; দূরে থাক্ প্রীতির লক্ষণ।

৬৬। ভীষ্মদ্রোণাদিহননান্নিবৃত্তং মাং প্রবর্ত্তয়ন্।
মহাজ্ঞানিবরঃ কৃষ্ণো যৎ কিঞ্চিদুপদিষ্টবান্॥

৬৭। যথা শ্রুতার্থশ্রবণাচ্ছুষ্কজ্ঞানিসুখপ্রদম্।
মহাদুঃখ কৃদস্মাকং ভক্তিমাহাত্ম্যজীবিনাম্॥

মূলানুবাদ

৬৬। আমি যখন রণস্থলে ভীষ্ম-দ্রোণাদির হনন কার্য হইতে নিবৃত্ত হইলাম, তখন মহাজ্ঞানিবর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে উক্ত কর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্য কিঞ্চিৎ উপদেশ করিয়াছিলেন।

৬৭। গীতার যথাশ্রুত অর্থের শ্রবণ-হেতু ঐ উপদেশ শুষ্কজ্ঞানীগণের সুখপ্রদ হইলেও আমাদের পক্ষে বিশেষ দুঃখদায়ক। কারণ, ভক্তিমাহাত্ম্যই আমাদিগের জীবন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৬। নন্বেবং চেত্তর্হি সর্ব্বোপনিষৎসারোহননেন ত্বয়ি কথং গীতঃ ন্যাত্তত্রাহ—ভীষ্মেতি পঞ্চভিঃ। প্রবর্ত্তয়ন্ তত্র প্রবর্ত্তয়িতুম্, হেতৌ শতৃঙ্॥

৬৭। যথাশ্রুতস্য সাক্ষাদবৃত্ত্যা প্রতিপাদ্যমানস্য অর্থস্য শ্রবণাৎ। তৎ শুষ্কজ্ঞানিনাং আত্মানাত্মবিবেকপরাণাং মুমূক্ষূণাং বা সুখপ্রদমপ্যস্মাকং মহাদুঃখকরং ভবতি। কুতঃ? ভক্তিমাহাত্ম্যমেব জীবো জীবনং তদ্বতাম্, যদ্বা, তেনৈব জীবিতুং শীলমেষামিতি তেষাম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৬। আচ্ছা, যদি তাহাই হয়, অর্থাৎ আপনার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ না থাকে, তবে আপনাকে সর্ব উপনিষদের সারস্বরূপ শ্রীগীতা উপদেশ করিলেন কেন? তাহাই ভীষ্ম ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন। আমাকে ভীষ্মাদির হনন কর্মে প্রবৃত্ত করিবার জন্যই কিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছিলেন।

৬৭। যথাশ্রুত বা সাক্ষাৎবৃত্তি দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থের শ্রবণ-হেতু ঐ উপদেশ শুষ্কজ্ঞানী সম্প্রদায়ের অর্থাৎ আত্ম-অনাত্ম-বিবেকপরায়ণ মুমুক্ষু সকলের সুখপ্রদ হইলেও মাদৃশ ভক্তিজীবির পক্ষে মহাদুঃখদায়ক। কেন? ভক্তির মাহাত্ম্যই আমাদের জীবন; কিংবা ভক্তিমাহাত্ম্যজীবির তাহাতে সুখ হয় না।

৬৮। তাৎপর্য্যস্য বিচারেণ কৃতেনাপি ন তৎ সুখম্।
কিঞ্চিৎ করোত্যুতামুষ্য বঞ্চনাং কিল বোধনাৎ॥

৬৯। যৎ সদা সর্ব্বদা শুদ্ধনিরুপাধিকৃপাকরে।
তস্মিন্ সত্যপ্রতিজ্ঞে সন্মিত্রবর্যে মহাপ্রভৌ॥

৭০। বিশ্বস্তস্য দৃঢ়ং সাক্ষাৎ প্রাপ্তাত্তস্মান্মম প্রিয়ম্।
মহামনোহরাকারান্ন পরব্রহ্মণং পরম্॥

মূলানুবাদ

৬৮। আর তাৎপর্যার্থ বিচার করিলেও ঐ উপদেশে আমাদের কিছুমাত্র সুখ হয় না; বরং উহা শ্রীকৃষ্ণের বঞ্চনাই বোধ করাইয়া থাকে।

৬৯-৭০। যেহেতু, সর্বদা সর্বপ্রকারে শুদ্ধ নিরুপাধি কৃপার আকর, সত্য-প্রতিজ্ঞ এবং পরমহিতকারী বন্ধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্ধু সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ত বর্তমান আছে এবং সাক্ষাৎপ্রাপ্ত সেই পরম মনোহর নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইতেও আর আমার অপর কোন প্রিয়বস্তু নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৮। ননু তাৎপর্য্যার্থ এব শ্রেয়ান্, স চ ভক্তিমাহাত্ম্যপর এবেতি। ভক্তানাং ভবাদৃশাং সুখং কুর্য্যাদেব, তত্রাহ—তাৎপর্য্যস্যেতি। তৎ প্রত্যুত অমুষ্য শ্রীকৃষ্ণস্য বঞ্চনাং তৎকর্ত্তৃকাং মাদৃগ্‌বিষয়কাং প্রতারণাম্, কিল নিশ্চিতম্॥

৬৯-৭০। তত্র হেতুমাহ—যদিতি দাভ্যাম্। তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ পরমনুত্তম প্রিয়ং সাধ্যং ফলং নাস্তীতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। কথম্ভূতস্য? তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়ং বিশ্বস্তস্য; বিশ্বাসহেতুত্বেন বিশেষণচতুষ্কং শুদ্ধেত্যাদি; সদাসর্ব্বদেতি যথাযথং সর্ব্বত্রাপি যোজনীয়ম্। সত্যা প্রতিজ্ঞা 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি' (শ্রীগী ৯।৩১) ইত্যাদিরূপা যস্য। সন্মিত্রেষু পরমোৎকৃষ্টহিতকারিষু বর্য্যে শ্রেষ্ঠে মহাপ্রভৌ সর্ব্বসামর্থ্যভব-বতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতাৎ? তস্মাৎ মহামনোহর আকারঃ শ্রীমূর্ত্তির্যস্য তথাভূতাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীদেবকীনন্দনস্বরূপাদিত্যর্থঃ। তত্রাপি সাক্ষাদপরোক্ষতয়া প্রকর্ষেণ সখ্যাদিনা প্রাপ্তান্ন ব্যবহিতাৎ; অতস্তস্য তথাত্বান্মম চ তস্মিন্নেব পরমবিশ্বাসদন্যৎ কিমপি সাধ্যং তং বিনা ন সম্ভবতীত তাদৃশোপদেশো বৈয়র্থ্যাপত্ত্যা প্রতারণ এব পর্য্যবস্যতি; তচ্চ ভীষ্মদ্রোণাদিযাতনার্থমিতি সাধুক্তং শ্রীযুধিষ্ঠিরেণ তদ্ভূমিভারক্ষপণায়েতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৮। যদি বলেন, তাৎপর্যার্থ বিচার করাই শ্রেয়, কেন-না, ঐ উপদেশ ভক্তি-মাহাত্ম্যপর, সুতরাং ভবাদৃশ ভক্তগণের পক্ষে সুখকর। তদুত্তরে বলিতেছেন, ঐ উপদেশ আমাদিগকে সুখী করিতে পারে না; প্রত্যুত উহা শ্রীকৃষ্ণের বঞ্চনাতেই পর্যবসিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ গীতার তাৎপর্যার্থ বিচার করিলেও উহা আমাদের সুখের নিমিত্ত হইবে না; বরং শ্রীকৃষ্ণের প্রতারণা বলিয়া বোধ হইবে।

৬৯-৭০। 'যৎ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে তাহার হেতু বলিতেছেন। সেই শ্রীকৃষ্ণের পরমমনোহর শ্রীমূর্তি ভিন্ন আমার অপর কোন প্রিয় সাধ্যবস্তু নাই এবং সেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণে আমার সুদৃঢ় বিশ্বাসও আছে। এই বিশ্বাস-হেতুত্বে চারিটি বিশেষণ প্রদত্ত হইতেছে, শুদ্ধ ইত্যাদি। আর 'সদা সর্বদা' শব্দদ্বয়ের যথাযথ সর্বত্রই যোজন হইতে পারে। যেমন, তিনি সদা সর্বদা সত্যপ্রতিজ্ঞ—'আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না' ইত্যাদিরূপ যাঁহার প্রতিজ্ঞা কখনও অসত্য হয় না। 'সন্মিত্রবর্য' পরমোৎকৃষ্ট হিতকারী বন্ধুদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্ধু; যেহেতু, মহাপ্রভু সর্বসামর্থ্যসম্পন্ন। সেই মহাপ্রভু কিরূপ? তিনি পরম মনোহর—নরাকারবিশিষ্ট অর্থাৎ পরম মনোহর শ্রীমূর্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীদেবকীনন্দনস্বরূপ। তত্রাপি আমি তাঁহাকে সখারূপে সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়াছি। অর্থাৎ অপরোক্ষরূপে নহে, প্রত্যক্ষলব্ধ সখারূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং কোন ব্যবধান নাই। অতএব তাঁহার প্রতি আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস স্বতঃই বর্তমান এবং তিনি ভিন্ন আমার অপর কোন সাধ্যবস্তুও নাই। অতএব তিনি প্রতারণার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে আমাকে অন্য কোন সাধ্যবস্তুই উপদেশ করিতে পারেন না। অর্থাৎ মৎপ্রতি তাঁহার তাদৃশ (গীতার সারতাৎপর্যস্বরূপ) উপদেশ (যাহা ভগবদ্‌বিশ্বাসমূল্য প্রপত্তি বা শরণাগতির উপদেশ) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে, সুতরাং প্রতারণার উদ্দেশ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? পরন্তু ঐ উপদেশ কেবল ভীষ্ম-দ্রোণাদি বধের জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল, জানিতে হইবে। অতএব শ্রীযুধিষ্ঠির যে বলিয়াছেন, "পৃথিবীর ভারহরণ এবং পাপনাশন দ্বারা ধর্মের সংরক্ষণই তাঁহার তাদৃশ আচরণের উদ্দেশ্য"—ইহাই সাধু উক্তি জানিবেন।

সারশিক্ষা

৬৯-৭০। প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবত্তত্ত্ব ভগবদনুগ্রহ জন্য অলৌকিক প্রমাণেই জানিতে পারা যায়। তথাপি কিন্তু শব্দ-প্রমাণও উপেক্ষণীয় নহে, এইজন্য ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন, "অচিন্ত্য বিষয় একমাত্র শব্দ-প্রমাণের গোচর।" কিন্তু

তাই বলিয়া অচিন্ত্য বিষয়ে তর্কের যোজনা করিতে নাই। শাস্ত্র-তাৎপর্য জানিবার জন্য উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ষড়বিধ লিঙ্গ এবং অন্যান্য ন্যায়াদি অবলম্বনে শাস্ত্রার্থের যথার্থ বিচার করিতে হইবে। যাঁহারা এই প্রকারে শাস্ত্রার্থের সম্যক্ বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য অর্থ নিশ্চয় করিতে পারেন।

এই প্রকারে শ্রীগীতার যথার্থ প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে, "সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদি বচন অনুবাদমাত্র এবং নিখিল শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য 'শরণাগতি'। এইজন্য শ্রীভগবান উপসংহারে উক্ত শরণাগতিকেই গীতার প্রতিপাদ্যরূপে স্থির করিয়া উক্ত বাক্যেই গীতাশাস্ত্রের পর্যবসান করিয়াছেন। কিন্তু যথাশ্রুত অর্থ করিলে প্রথমে সকাম কর্মের নিরাস, নিষ্কাম কর্মের প্রবর্তন, তাহার পর সাধক জ্ঞান-ভূমিকায় আরূঢ় হইলে নিষ্কাম কর্মের সংন্যাস, পরে জ্ঞানসিদ্ধির জন্য শ্রীভগবানে জ্ঞান সংন্যস্ত করিতে হয়। এই প্রকার বিচারেও কিন্তু ভক্তির নিরাস দৃষ্ট হয় না।

মুমুক্ষুগণ এই প্রকারে আত্ম-অনাত্মবিবেক অর্থাৎ 'নেতি নেতি' বিচার দ্বারা প্রথমতঃ জড়বৈমুখ্য, পরে বিদ্-সান্মুখ্যক্রমে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ আত্মায় জড়বিষয় বা অনাত্মবস্তুর আরোপিত আবরণ ভেদ করিয়া শুদ্ধ স্বরূপতার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে উক্ত শরণাগতি বরণ করিয়া লয়েন অর্থাৎ পূর্ণতম স্বরূপপ্রাপ্ত জীবের নিকট শ্রীকৃষ্ণই পরম প্রিয়তম বলিয়া অনুভূত হয়েন। এইজন্য গীতার অধিকারী ও অনধিকারী নির্ণয়স্থলে উক্ত আছে—'মদ্ভক্তেষু'—আমার ভক্ত অর্থাৎ যাঁহারা এই গীতাবাক্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন, তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবে; 'ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা' সে ব্যক্তি আমার পরাভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। আর অনধিকারী স্থলে বলিয়াছেন—"অতপস্কায় অভক্তায় অশুশ্রূষবে ন বাচ্যম্", যে তপস্যা করে না, যে ভজন করে না, যে গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করিতে চাহে না, তাহাকে ইহা বলা উচিত নহে। এতদ্দ্বারা গীতাশাস্ত্রের ভক্তিপরতা সিদ্ধ হইল।

শ্রীনকুল-সহদেবাবুচতুঃ—

**৭১। যদ্ বিপদ্গণতো ধৈর্য্যং বৈরিবর্গবিনাশনম্।
অশ্বমেধাদি চাস্মাকং শ্রীকৃষ্ণঃ সমপাদয়ৎ॥**

মূলানুবাদ

৭১। শ্রীনকুল-সহদেব বলিলেন, হে ভগবান! শ্রীকৃষ্ণ যে আমাদের বিপদসমূহে ধৈর্য, বৈরিবর্গের বিনাশ ও অশ্বমেধাদি সৎকর্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭১। অশ্বমেধ আদির্যস্য সৎকর্ম্মণস্তচ্চ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৭২। যচ্চ তেন যশোরাজ্যং পুণ্যাদ্যপ্যন্যদুর্লভম্।
ব্যতনোদ্ভগবংস্তেন নাস্য মন্যামহে কৃপাম্॥

৭৩। কিন্ত্বনেকমহাযজ্ঞোৎসবং সম্পাদয়ন্নসৌ।
স্বীকারেণাগ্রপূজায়া হর্ষয়েন্নঃ কৃপা হি সা॥

মূলানুবাদ

৭২। কিংবা আমাদিগের যশ, রাজ্য এবং অন্যের দুর্লভ পুণ্যাদি বিস্তার করিয়াছিলেন, আমরা কিন্তু ঐ সকলকে তাঁহার কৃপা বলিয়া মনে করি না।

৭৩। পরন্তু তিনি অনেক মহাযজ্ঞোৎসব সম্পাদন করাইয়া আমাদিগের অগ্রপূজা স্বীকার দ্বারা আনন্দিত করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বলিয়া মনে করি।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৭২। তেন ধৈর্য্যাদিসম্পাদনেন অন্যৈর্দুর্লভমপি ক্রমেণ যশআদি ব্যতনোৎ শ্রীকৃষ্ণঃ। ভগবান! হে শ্রীনারদ! তেন যশআদিবিস্তারেণ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৃপাং ন মন্যামহে বয়ম্, পরম-ফলরূপস্য তদীয়-সন্দর্শনস্য চিরমসম্ভাবাৎ॥

৭৩। সম্পাদয়ন্নিতি—সদা সন্দর্শনমভিপ্রেতি। হি যতঃ সৈব কৃপা তস্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭২। শ্রীকৃষ্ণ যে আপদে ধৈর্যাদি সম্পাদন এবং অন্যের দুর্লভ পুণ্যাদি সৎকার্য প্রবর্তন দ্বারা আমাদের যশ আদি বিস্তার করিয়াছেন, উহাকে আমরা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষ মনে করি না; পরন্তু তদীয় সন্দর্শনই পরম ফলস্বরূপ; কিন্তু বহুকাল সেই দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

৭৩। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৭৪। অধুনা বঞ্চিতাস্তেন বয়ং জীবাম তৎ কথম্।
তদ্দর্শনমপি ব্রহ্মন্ যন্নোঽভূদতিদুর্ঘটম্॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৭৫। তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং দ্রৌপদী শোকবিহ্বলা।
সংস্তভ্য যত্নাদাত্মানং ক্রন্দন্ত্যাহ সগদ্‌গদম্॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—

৭৬। শ্রীকৃষ্ণেন মম প্রাণসখেন বহুধা ত্রপা।
নিবারণীয়া দুষ্টাশ্চ মারণীয়াঃ কিলেদৃশঃ॥

৭৭। কর্ত্তব্যোঽনুগ্রহস্তেন সদেত্যাসীন্মতির্মম।
অধুনা পতিতাস্তাত ভ্রাতৃপুত্রাদয়োঽখিলাঃ॥

৭৮। তত্রাপি বিদধে শোকং ন তদিচ্ছানুসারিণী।
কিন্ত্বৈচ্ছং প্রাপ্নুমাত্মেষ্টং কিঞ্চিত্তত্তচ্ছলাৎ ফলম্॥

মূলানুবাদ

৭৪। হে ব্রহ্মণ্! অধুনা আমরা তাঁহার দ্বারা বঞ্চিত হইয়া কিরূপে জীবন ধারণ করি? এক্ষণে তাঁহার দর্শনও আমাদের ভাগ্যে দুর্ঘট হইয়াছে, আমাদের নিকট অগ্রপূজা স্বীকাররূপ মহোৎসব সম্পাদন দূরে থাকুক।

৭৫। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, তাহাদের সেই সকল কথা শুনিয়া শ্রীদ্রৌপদীদেবী শোকবিহ্বল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে যত্ন সহকারে আপনাকে কিঞ্চিৎ সুস্থির করিয়া গদ্‌গদ্‌স্বরে বলিতে লাগিলেন।

৭৬-৭৮। শ্রীদ্রৌপদীদেবী বলিলেন, প্রাণসখা শ্রীকৃষ্ণ বারংবার লজ্জা নিবারণ এবং অনির্বচনীয় মহাদোষকারী দুর্যোধন-দুঃশাসনাদির ন্যায় অপরাপর তদনুগত দুষ্টগণের বিনাশ সাধন করিয়া সর্বদা আমাদিগের প্রতি অধুনা কিন্তু পিতা দ্রুপদ, ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নাদি ও পুত্র প্রতিবিন্ধ্যাদি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে যুদ্ধস্থলে পতিত হইলেন; তথাপি আমি "সকলই শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা" জানিয়া শোক প্রকাশ করি নাই; কিন্তু সেই শোকের ছলে আমি নিজ অভীষ্ট কোন এক ফল লাভের আশা পোষণ করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৪। তেন শ্রীকৃষ্ণেন বঞ্চিতা উপেক্ষিতাঃ সন্তঃ কথং জীবামঃ জীবিতুং শক্নুম ইত্যর্থঃ। যদ্‌যস্মাত্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনমপ্যস্তু তাপদগ্রপূজাস্বীকারেণ মহোৎসব-সম্পাদনং নোঽস্মাকং পরমদুর্ঘটমভূৎ॥

৭৫। তেষাং শ্রীযুধিষ্ঠিরাদীনাং তৎ পূর্ব্বোক্তং বচনং শ্রুত্বেতি কথঞ্চিৎ সম্বৃতশোকাদপি পুনস্তেষাঃ তাদৃশবচঃ শ্রবণাৎ শোকেন বিহ্বলা সতী পশ্চাদাত্মানং যত্নাৎ সংস্তভ্য স্থিরীকৃত্যেত্যর্থঃ॥

৭৬-৭৮। যতঃ ঈদৃশঃ অনির্ব্বচনীয়-মহাদোষকারিণ ইত্যর্থঃ; যদ্বা, দুর্য্যোধন-দুঃশাসনাদয়স্তৎসদৃশাশ্চ তদনুগা ইত্যর্থঃ; এবমনুগ্রহস্তেন শ্রীকৃষ্ণেন সদা কর্ত্তব্য ইতোষা মম মতিরাসীৎ। ঈদৃশ ইতাস্যাত্রৈব বান্বয়ঃ। ততশ্চ লজ্জানিবারণাদি-সদৃশোঽনুগ্রহ ইত্যর্থঃ। তাতো দ্রুপদঃ; ভ্রাতরো ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্যাঃ; পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ। তচ্চাহং ন শোচামি, প্রত্যুত নিজাভীষ্টসিদ্ধ্যাশয়া সাধ্বেবামংসীত্যাশয়েনাহ—তত্রেতি, তাতাদিঘাতনেঽপি; যতস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যা ইচ্ছা তামেবানুসর্তুং শীলমস্যা ইতি তথাভূতাস্মি। প্রিয়তমস্যেষ্টসিদ্ধিরেব পরমসুখপ্রদেতি ন্যায়াৎ। তস্য তস্য তাতাদিঘাতনস্য তদর্থশোকাদের্বা ছলাৎ আত্মনো মম ইষ্টং প্রিয়ং কিঞ্চিন্নিরুপমং ফলং প্রাপ্তুমৈচ্ছম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৭৫। যদিও শ্রীদ্রৌপদীদেবী কোন প্রকারে শোক সম্বরণ করিয়াছিলেন কিন্তু শ্রীযুধিষ্ঠিরাদির সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শোকে বিহ্বল হইলেন; পরে যত্নসহকারে কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন।

৭৬-৭৮। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৭৯। তেন সান্ত্বয়িতব্যাহং হতবন্ধুজনা স্বয়ম্।
শ্রীকৃষ্ণেনোপবিশ্যাত্র মৎপার্শ্বে যুক্তিপাটবৈঃ॥

৮০। তানি তানি ততস্তস্য পাতব্যানি ময়া সদা।
মধুরাণি মনোজ্ঞানি স্মিতবাক্যামৃতানি হি॥

৮১। তদস্ত দূরে দৌর্ভাগ্যান্মম পূর্ব্ববদপ্যসৌ।
নায়াত্যতো দয়া কাস্য মন্তব্যা ময়কা মুনে॥

মূলানুবাদ

৭৯। আশা করিয়াছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে নিয়ত অবস্থানপূর্বক আমার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া যুক্তিপূর্ণ মধুর বচনে আমায় আপ্যায়িত করিবেন এবং বন্ধুজনের বিয়োগে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন।

৮০। আমি সর্বদা তাঁহার সেই মৃদুমধুর-হাস্য-সহকৃত বাক্যামৃত পান করিব, এই প্রকার আশা হইয়াছিল।

৮১। হায়! সেই আশা পূর্ণ হওয়া দূরে থাকুক, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এখন পূর্ববৎ আগমনই করেন না। অতএব হে মুনে! আমি শ্রীকৃষ্ণের কি দয়া বোধ করিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৯। তদেবাহ—তেনেতি দ্বাভ্যাম্। স্বয়মেব তেনাহং সান্ত্বয়িতব্যা, মধুরবচনেনাপ্যায়য়িতব্যা॥

৮০। ততস্তস্মাদ্ধেতোঃ, তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য; স্মিতযুক্তানি বাক্যান্যেবামৃতানি॥

৮১। তৎ স্মিতবাক্যামৃতপানম্; অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ; অতোঽস্যাদ্ধেতোঃ অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কা দয়া মন্তব্যা, অপি তু ন কাপি মন্যত ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৯-৮১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৮২। শোকার্তেব ততঃ কুন্তী কৃষ্ণদর্শনজীবনা।
সাস্রং সকরুণং প্রাহ স্মরন্তী তৎকৃপাকৃপে॥

শ্রীপৃথোবাচ—

৮৩। অনাথায়াঃ সপুত্রায়া মমাপদ্গণতোঽসকৃৎ।
ত্বরয়া মোচনাৎ সম্যগ্দেবকীমাতৃতোঽপি যঃ
কৃপাবিশেষঃ কৃষ্ণস্য স্বস্যামনুমিতো ময়া॥

মূলানুবাদ

৮২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, অতঃপর শ্রীকৃষ্ণদর্শনজীবনা শ্রীকুন্তীদেবী শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও অকৃপা স্মরণ করিয়া শোকাতুরা হইয়া সজলনয়নে করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন।

৮৩। শ্রীকুন্তীদেবী বলিলেন, আমি পুত্রগণের সহিত অনাথার ন্যায় আপদসাগরে নিমজ্জিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বারংবার ঐ সকল বিপদ হইতে সত্বর উদ্ধার করিয়াছিলেন; এইজন্য আমার অনুমান হইয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ দেবকীমাতা হইতেও আমার প্রতি কৃপাবিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮২। ইবেত্যনেন শ্রীকৃষ্ণকৃপাভর-পাত্রতয়া শোকাসম্ভবেঽপি শোকার্তান্যা স্ত্রী যথা তথৈবেত্যনেন শোকোদ্রেক এব বোধ্যতে। কৃষ্ণস্য দর্শনমেব জীবনং যস্যাঃ; তস্য কৃষ্ণস্য কৃপামকৃপাঞ্চ উপেক্ষাং স্মরন্তী চিন্তয়ন্তী॥

৮৩। কৃপামাহ—অনাথায়া ইতি সার্ধেন। ত্বরয়াসকৃৎ বারং বারং সম্যগ যথা স্যাত্তথা মোচনাদ্ধেতোঃ। দেবকীনাম্নী যা মাতা তস্যা অপি সকাশাৎ যঃ কৃষ্ণস্য কৃপাবিশেষঃ স্বস্যাং ময়ি অনুমিতঃ জ্ঞাতঃ। যথোক্তমেতয়ৈব প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।৮।২৩-২৪)— 'যথা হৃষীকেশ! খলেন দেবকী, কংসেন রুদ্ধাতিচিরং শুচার্পিতা। বিমোচিতাহঞ্চ সহাত্মজা বিভো, ত্বয়ৈব নাথেন মুহুর্বিপদ্গণাৎ॥ বিষান্মহাগ্নেঃ পুরুষাদদর্শনাদসৎসভায়া বনবাসকৃচ্ছ্রতঃ। মৃধে মৃধেঽনেকমহারথাস্ত্রতো, দ্রৌণ্যস্ত্রতশ্চাস্ম হরেঽভিরক্ষিতাঃ॥' ইতি। অনয়োরর্থঃ—মাতৃতোঽপি ময্যধিকা তব প্রীতিঃ। অথাহি হে হৃষীকেশ! যথা দেবকী কংসেন রুদ্ধা ত্বয়া বিমোচিতা, অহং কিং তথৈবেতি কাক্বা মহান্ বিশেষ উক্তঃ। তং দর্শয়তি, সা অতিচিরং রুদ্ধা

সতী তস্মাদেব সকৃদ্ বিমোচিতা তথা শুচার্পিতা চ সতী; ন চ তস্যাঃ পুত্রা রক্ষিতাঃ। অস্তি চান্যো নাথস্তস্যাঃ; অহস্তু বিপদ্গণাৎ তত্রাপি মুহুঃ শীঘ্রঞ্চ সাত্মজা চ ত্বয়ৈব নাথেন; বিপদ্গণমেব দর্শয়তি—বিষাৎ ভীমস্য বিষমোদকদানাৎ, মহাগ্নেঃ জতুগৃহদাহাৎ, পুরুষাদা হিড়িম্বাদয়ো রাক্ষসাঃ তেষাং দর্শনাৎ, অসৎসভায়া দ্যূতস্থানাদিতি; এবং পূর্ব্বোক্তস্য আপদ্গণস্য বিবরণঞ্চ জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮২। শ্রীকৃষ্ণের দর্শনই যাঁহার জীবন, সেই শ্রীকুন্তীদেবী শোকার্তের ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিলেন। এখানে 'ইব' কারের তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণকৃপাভর পাত্রের শোকাদি দুঃখ অসম্ভব হইলেও স্ত্রীজনসুলভ অনাথা বলিয়া শোকোদ্রেক-হেতু শোকাকুলার ন্যায় বুঝিতে হইবে। আর সেই শোকেরও কারণ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও অকৃপা (উপেক্ষা) স্মরণজনিত চিন্তা।

৮৩। এক্ষণে কৃপার লক্ষণ বলিতেছেন, আমি পুত্রগণের সহিত অনাথার ন্যায় বারংবার বিপদসাগরে পতিত হইয়াছি; আর শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বারংবার ঐ সকল বিপদ হইতে শীঘ্র উদ্ধার করিয়াছেন। এইপ্রকার বিপদসমূহ হইতে রক্ষা করার জন্য আমার অনুমান হইয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ দেবকী-নাম্নী মাতা হইতেও আমার প্রতি সম্যক্ কৃপা প্রকাশ করিয়াছেন। এই উক্তির সমর্থনে প্রথমস্কন্ধের বচনাবলি উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রীকুন্তীদেবী বলিয়াছেন—"হে হৃষীকেশ! তুমি শোকসন্তপ্তা দেবকীকে খলস্বভাব কংসের কারাবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলে; আর আমাকে পুত্রগণের সহিত নানা বিপদ হইতে বার বার উদ্ধার করিয়াছ; হে বিভো! এই প্রকারে তোমার জননী অপেক্ষা আমার প্রতি অধিক কৃপা প্রকাশ করিয়াছ। যেহেতু, তাঁহার অনেক সহায় থাকতেও তাঁহাকে দীর্ঘকালব্যাপী কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাঁহাকে তুমি বিলম্বে মোচন করিয়াছ। আর আমার অন্য আশ্রয় নাই বলিয়া আমি বার বার নানা বিপদে পড়িয়াছি এবং তুমিও সত্বর ঐ বিপদ হইতে পুত্রগণের সহিত আমাকে উদ্ধার করিয়া তোমার কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ। আবার বিষপ্রয়োগ, জতুগৃহদাহ, রাক্ষসের কবল হইতেও পুত্রগণকে রক্ষা করিয়াছ। এই প্রকার অসৎসভায় পাশাক্রীড়া, বনবাসের কৃচ্ছ্রতা ও যুদ্ধস্থলে বিপক্ষের অস্ত্রভয়রূপ বিপদসমূহ হইতেও রক্ষা করিয়াছ। সম্প্রতি তুমি অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিলে।" এই প্রকারে শ্রীদেবকীমাতা হইতেও নিজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণকৃপার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিলেন। অর্থাৎ শ্রীদেবকী কংসকারাগারে বহুকাল রুদ্ধা ছিলেন এবং তাঁহাকে একবারমাত্র বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

আমাকে কিন্তু বার বার বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বহু শোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি কিন্তু তাদৃশ শোক প্রাপ্ত হই নাই। অর্থাৎ তাঁহার পুত্র সকল রক্ষা হয় নাই, আমার পুত্রসকল সুরক্ষিত। তিনি অনাথা হইলেও বিলম্বে মুক্ত হইয়াছিলেন, আর আমি অনাথা বলিয়া অবিলম্বে পুত্রগণের সহিত মুক্ত হইয়াছি। সেই বিপদসমূহ কিরূপ? ভীমকে বিষমিশ্রিত খাদ্যপ্রদান, জতুগৃহদাহন, হিড়িম্বা প্রভৃতি রাক্ষসের কবলে পতিত হওয়া, অসৎসভায় দ্যুতক্রীড়াদি। এই প্রকারে পূর্বোক্ত বিপদসমূহের বিবরণ হইতে অনুমান হইয়াছিল যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি সম্যক্ কৃপাবিশেষ প্রকাশ করিয়াছেন।

৮৪। স চাধুনাত্মনোঽন্যেষামপি গেহেষু সর্বতঃ।
স্ত্রীণাং নিহতবন্ধূনাং মহারোদনসংশ্রুতেঃ।
মনস্যপি পদং জাতু ন প্রাপ্নোতি কিয়ন্মম॥

৮৫। অতস্তদ্দর্শনত্যক্তাঃ সম্পদঃ পরিহৃত্য বৈ।
আপদঃ প্রার্থিতাস্তস্মিন্ ময়া তদ্দর্শনাপিকাঃ॥

মূলানুবাদ

৮৪। তাঁহার কিন্তু ঐ কৃপাবিশেষ অধুনা আমার হৃদয়ে স্থান পাওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার যে কৃপা আছে, একথাও মনে করিতে পারিতেছি না। কারণ, এখন চারিদিকে কেবল হাহাকার রব, আপনার ও অন্যের গৃহে নিহত বন্ধু-রমণীগণের মহারোদনধ্বনিই শুনা যাইতেছে।

৮৫। অতএব আমি তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, এইজন্য তাঁহার দর্শনরহিত সম্পদের কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহার দর্শন-প্রাপক আপদসমূহই প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮৪। অকৃপামাহ—স চেতি সার্দ্ধেন; স কৃপাবিশেষশ্চাধুনা মম মনস্যপি অস্তু, তাবদ্বাক্-স্বীকারাদৌ কিয়ৎ স্বল্পমপি পদং ন প্রাপ্নোতীত্যন্বয়ঃ। অত্র হেতুঃ—আত্মন ইত্যাদি॥

৮৫। ন চৈবং রাজ্য-সম্পৎপ্রাপ্ত্যাস্মাকং কিঞ্চিৎ সুখং স্যাদিতি মন্তব্যম্, তৎসন্দর্শনাভাবাদিত্যভিপ্রেত্যাহ—অত ইতি। যস্মাৎ সম্পৎসু দুঃখম্ অস্মাদেব হেতোরিত্যর্থঃ। বৈ স্মরণে প্রসিদ্ধৌ বা; তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে, যতস্তস্য কৃষ্ণস্য দর্শনমাপয়ন্তি লম্ভয়ন্তীতি তথা তাঃ। তদুক্তং তয়া তত্রৈব,—'বিপদঃ সন্তু তাঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্গুরো ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্॥' (শ্রীভা ১।৮।২৫) ইতি। অস্যার্থঃ—যৎ যাসু আপৎসু ন পুনর্ভবস্য সংসারদুঃখস্য দর্শনং যস্মাত্তৎ, যদ্বা, অপুনর্ভবং মোক্ষং দর্শয়তি তুচ্ছতয়া জ্ঞাপয়তীতি তথা তৎ। মহতোঽপি সরসো মহাসমুদ্র ইব মোক্ষসুখস্যাপি ভগবদ্দর্শনানন্দস্তুচ্ছতাং দর্শয়তীতি ন্যায়াৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৪। অতঃপর অকৃপার লক্ষণ বলিতেছেন, কিন্তু সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষ আমার অন্তরে স্থান পাওয়ার কথা দূরে থাকুক, আমার প্রতি তাঁহার

কৃপা আছে, ইহা বাক্যের দ্বারাও স্বীকার করিতে পারি না বা মনেও কিছুমাত্র স্থান পায় না। কারণ, এক্ষণে চারিদিকে কেবল হাহাকার রব অর্থাৎ যুদ্ধে নিহত বন্ধু-রমণীগণের বিলাপ ও ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে।

৮৫। বুঝিলাম—রাজ্যসম্পদ প্রাপ্তিতে কিছুমাত্র সুখ নাই। কারণ, এই সম্পদের জন্যই তাঁহার সন্দর্শনাভাব ঘটিয়াছে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন 'অত' ইত্যাদি। অতএব আমি তাঁহার দর্শন রহিত সম্পদের কামনা পরিত্যাগ করিয়া তদ্দর্শনপ্রাপক বিপদসমূহ প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যথা, (শ্রীভা) শ্রীকুন্তীবাক্য—"হে জগদ্‌গুরো! প্রার্থনা করি, যেন আমাদিগের নিয়তই বিপদ ঘটে; কারণ, বিপদ হইলেই আমরা তোমার দর্শন পাইব। তোমার দর্শন পাইলে জীবকে আর জন্ম-মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।" তাৎপর্য এই যে, তোমার দর্শন হইলে আর সংসারদুঃখ-দর্শন হয় না; অথবা তোমার দর্শন হইলে অপুনর্ভব অর্থাৎ মোক্ষও অতি তুচ্ছ বোধ হয়। যেমন, মহাসমুদ্র দর্শন করিলে সরোবরে তুচ্ছ জ্ঞান হয়, সেইরূপ ভগবদ্দর্শনানন্দের তুলনায় মোক্ষসুখ অতি তুচ্ছ।

৮৬। দত্ত্বা নিষ্কণ্টকং রাজ্যং পাণ্ডবাঃ সুখিতা ইতি।
মত্বাধুনা বিহায়াস্মান দ্বারকায়ামবস্থিতম্॥

মূলানুবাদ

৮৬। 'নিষ্কণ্টক রাজ্য দান করিয়াছি অতএব পাণ্ডবেরা পরমসুখে বাস করিতেছে!' —এই মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণ এখন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া দ্বারকাপুরে অবস্থান করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৬। ননু কিমিতি শোচসি পুনরসাবত্রাগতপ্রায়ঃ, তত্রাহ—দত্ত্বেতি সার্দ্ধেন। অবস্থিতং শ্রীকৃষ্ণেন নৈশ্চল্যেন স্থিতিঃ কৃতা, ইদানীমস্মদাপদভাবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৬। যদি বলেন, শোক করিতেছেন কেন? পুনর্বার এইস্থানে শ্রীকৃষ্ণ আগতপ্রায় মনে করুন। তাহাতেই বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কণ্টক রাজ্যদান করিয়া ইদানীং নিশ্চিন্তভাবে দ্বারকাপুরে বাস করিতেছেন। কারণ, এখন আমাদের কোন প্রকার বিপদ নাই।

৮৭। অতোঽত্র তস্যাগমনেঽপ্যাশা মেঽপগতা বত।
মন্যেঽধুনাত্মনঃ শীঘ্রং মরণং তদনুগ্রহম্॥

মূলানুবাদ

৮৭। এইজন্য আমি তাঁহার এইস্থানে আগমনের আশাও ত্যাগ করিয়াছি। পরন্তু এক্ষণে যদি আমার শীঘ্র মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুগ্রহ মনে করি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৭। বত কষ্টম্; আশাপ্যপগতা; কুতস্তদ্দর্শনপ্রাপ্তিঃ। অত ইতঃপরং জীবনমত্যন্তানুচিতামিত্যাহ—মন্য ইতি। আত্মনো মম শীঘ্রং যন্মরণম্ তদেব তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যানুগ্রহং মন্যে, ন তু দর্শনাদিকমপি, পরমোপেক্ষণা দিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৭। হায়! কি মহৎ কষ্ট! তজ্জন্য আমি তাঁহার এইস্থানে আগমনের আশা পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি, তাঁহার দর্শন প্রাপ্তি দূরে থাকুক। এক্ষণে যদি আমার শীঘ্র মরণ হয়, তাহা হইলে তাঁহার অনুগ্রহ মনে করি। তাঁহার পরম উপেক্ষা দেখিয়া আমি আর দর্শনাদির আশা করি না।

সারশিক্ষা

৮৭। সিদ্ধভক্ত শ্রীকুন্তীদেবীর এই বাক্য প্রেমবিশেষের অনুভব আক্ষেপসূচক হইলেও এবং ইহাতে সাধনরূপতা না থাকিলেও, মহাপ্রেমবতীগণের এতাদৃশ খেদ প্রেমবিশেষেরই অঙ্গ। কারণ, এইপ্রকার খেদব্যঞ্জক কারুণ্যাদিভাবে পরমসুখোৎপন্ন হইয়া থাকে।

৮৮। বন্ধুবৎসল ইত্যাশাতন্তু র্যশ্চাবলম্ব্যতে।
স ক্রুট্যেদ্‌যদুভিস্তস্য গাঢ়সম্বন্ধমর্শনাৎ॥

মূলানুবাদ

৮৮। "শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুবৎসল" এইরূপ ভাবিয়া পূর্বে যে আশাসূত্র অবলম্বন করিয়াছিলাম, এক্ষণে কিন্তু যাদবগণের সহিত তাঁহার গাঢ় সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া সেই আশাসূত্রও ছিন্নপ্রায় বোধ হইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৮। আশাপগমহেতুত্বেনৈবাত্মনঃ সকাশাদ্ যাদবানাং ভগবৎকৃপা-বিশেষপাত্রতাং যুধিষ্ঠিরবদ্ বদন্নুপসংহরতি—বন্ধ্বিতি দ্বাব্যাম্। বন্ধুষু বান্ধবেষু বৎসলঃ পরমস্নিগ্ধ ইত্যনেন য আশাতন্তুঃ স ক্রুট্যেৎ ছিদ্যেত। কুতঃ? তস্য কৃষ্ণস্য যদুভিঃ সহ দৃঢ়স্তৎকুলজাতত্বাদচ্ছেদ্যো যঃ সম্বন্ধঃ পুত্রত্বভ্রাতৃত্বাদিরূপস্তস্য; যদ্বা, দৃঢ়ঃ পরস্পরং প্রীতিবিশেষেণ দুর্ভেদ্যো যঃ সেব্যসেবকতাদিলক্ষণঃ সম্বন্ধস্তস্য মর্শনাদ্ বিচারণাৎ, গুরুতর-সম্বন্ধিনামপেক্ষয়া লঘুতর সম্বন্ধিনামুপেক্ষা সম্ভবেদেবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৮। শ্রীযুধিষ্ঠির যেরূপ যাদবগণকে ভগবৎকৃপাবিশেষপাত্র বলিয়া নিজ বক্তব্যের উপসংহার করিয়াছেন, ইনিও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণদর্শনলাভের আশা অপগমের হেতুস্বরূপে নিজ অপেক্ষা যাদবসকলকে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাবিশেষ-পাত্ররূপে নির্দেশপূর্বক নিজ বক্তব্যের উপসংহার করিতেছেন। "শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বন্ধুবৎসল—পরমস্নিগ্ধ" এইরূপ ভাবিয়া যে আশাসূত্র অবলম্বন করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই আশাসূত্র ছিন্নপ্রায় বোধ হইতেছে। কেন? এক্ষণে যাদবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গাঢ় সম্বন্ধ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যদুকুলে জাত হওয়ায়, তাঁহাদিগের সহিত তাঁহার পুত্রত্ব-ভ্রাতৃত্বাদিরূপ অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অথবা যাদবগণের সহিত তাঁহার সেব্য-সেবকভাব (পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রীতিবিশেষ) দ্বারা দুর্ভেদ্য সম্বন্ধ দর্শন করিয়া, অর্থাৎ সেই সম্বন্ধ বিচার-হেতু যেমন গুরুতর সম্বন্ধীয়গণের অপেক্ষায় লঘুতর সম্বন্ধীয়গণের প্রতি স্বভাবতঃ উপেক্ষায় সম্ভব হইয়া থাকে।

৮৯। তদ্‌যাহি তস্য পরমপ্রিয়বর্গমুখ্যান্,
শ্রীযাদবান্নিরুপমপ্রমদাব্ধিমগ্নান্।
তেষাং মহত্ত্বমতুলং ভগবংস্তমেব,
জানাসি তদ্‌বয়মহো কিমু বর্ণয়েম॥

মূলানুবাদ

৮৯। অতএব হে ভগবন্! আপনি সেই যাদবগণের নিকট গমন করুন। কারণ, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বর্গের প্রধান বলিয়া নিরুপম প্রমোদসাগরে নিমগ্ন। আর তাঁহাদের অতুল মহত্ত্ব আপনিও বিদিত আছেন। অহো! আমরা আর তাহা কি বর্ণন করিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৯। তত্তস্মাৎ শ্রীযাদবান্ ত্বং যাহি অনুবর্ত্তস্ব প্রাপ্নুহীতি বা যতস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যে পরমপ্রিয়বর্গা ব্রহ্মাদয়ো গরুড়াদয়ঃ শ্রীপ্রহ্লাদ-হনূমদাদয়োঽস্মদাদয়শ্চ তেষু মুখ্যান্, অতএব নিরুপমঃ সর্ব্ববিলক্ষণঃ প্রমদঃ আনন্দ এবাব্ধিঃ অপরিচ্ছিন্নত্বাদিনা তস্মিন্নিগ্নান; এবং তেষামেব দর্শনেন তবাপ্যানন্দবিশেষো ভাবী, অস্মাকং তু দীনানাং সঙ্গত্যা দুঃখমেবেতি। সত্বরং তানেব গত্বা পশ্যেতি ভাবঃ। তর্হি তেষাং মাহাত্ম্যমেব বিশেষেণ বর্ণ্যতা, তত্রাহ—তেষামিতি। মহত্ত্বং শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বিশেষবিষয়তালক্ষণম, অতুলম্ অসাধারণম্ অন্যেষাং তাদৃশত্বাভাবাৎ। ভগবন্ হে সর্ব্বজ্ঞ! সততদ্বারকাবাসীদিপরমভাগ্যযুক্তেতি বা অতস্ত্বং জানাস্যেব। তৎ তস্মাৎ, অহো! খেদে বিস্ময়ে বা, যদ্বা, ত্বমেব জানাসি নান্যঃ। অতো বয়ং দীনাঃ কথং তদ্ বর্ণয়িতুং শক্নুম ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৯। অতএব আপনি সেই শ্রীযাদবগণের নিকট গমন বা তাঁহাদের অনুবর্তন করুন। যেহেতু, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়বর্গ শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণ, শ্রীগরুড়াদি পার্ষদগণ, শ্রীপ্রহ্লাদ-হনুমানাদি ভক্তগণের মুখ্য। অতএব নিরুপম সর্ববিলক্ষণ অপরিছিন্ন আনন্দপারাবারে নিমগ্ন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়বর্গের প্রধান সেই যাদবসকলকে দর্শন করিলে আপনারও বিশেষ আনন্দলাভ হইবে। পরন্তু আমরা অতিশয় দীন বলিয়া আমাদের সঙ্গে আপনার কেবল দুঃখই হইবে। আচ্ছা, তাহা

হইলে তাঁহাদের মহত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণন করুন। তদুত্তরে বলিতেছেন, তাঁহাদের অতুল মহত্ত্ব বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের যে প্রীতিবিশেষ, তাহা অতুলনীয় ও অসাধারণ, সুতরাং অন্যত্র তাদৃশ প্রীতির বিকাশ দৃষ্ট হয় না। হে ভগবন্। আপনি সর্বজ্ঞ এবং সতত দ্বারকাবাসাদি নিমিত্ত তাঁহাদের ন্যায় পরম ভাগ্যযুক্ত; সুতরাং তাঁহাদের অতুল মহত্ত্ব আপনিই বিদিত আছেন। অহো! (খেদে বা বিস্ময়ে) আমরা অতিশয় দীন, কিরূপে তাঁহাদের সেই অতুল মহত্ত্ব বর্ণন করিতে সক্ষম হইব?

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৯০। ভো যাদবেন্দ্রভগিনীসুতপত্নি মাতঃ,
শ্রীদ্বারকাং মুনিবরস্ত্বরয়াগতোঽসৌ।
দণ্ডপ্রণামনিকরৈঃ প্রবিশন্ পুরান্ত,-
র্দূরাদ্দদর্শ সুভগান্ যদুপুঙ্গবাংস্তান্।

মূলানুবাদ

৯০। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মাতঃ! আপনিও সেই শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীসুত-পত্নী, সুতরাং পরম সৌভাগ্যশীলা। এই কথা শুনিয়া শ্রীনারদ অতি সত্বর দ্বারকাপুরে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে সেই শ্রীদ্বারকাপুরে উপনীত হইয়া বার বার দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলে দূর হইতে সৌভাগ্যবান্ যাদবগণকে দর্শন করিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৯০। যাদবেন্দ্রভগিনী শ্রীসুভদ্রা, তস্যাঃ সুতোঽভিমন্যুস্তস্য পত্নীত্যেবং সম্বোধনেন ত্বমপি তাদৃশপরমভাগ্যবতীতি সূচ্যতে। শ্রীযুধিষ্ঠিরাদিভিঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপ্রিয়তয়া বর্ণিতাস্তান্ অনির্ব্বচনীয়ান্ ইতি বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯০। হে যাদবেন্দ্রভগ্নিসুতপত্নি মাতঃ! আপনি যাদবেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী শ্রীসুভদ্রার পুত্র শ্রীঅভিমন্যুর পত্নী। এই সম্বোধনের ধ্বনি এই যে, আপনিও যাদবগণের সম্বন্ধে পরম সৌভাগ্যবতী। শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি যাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তমতা নির্দেশ করিয়াছিলেন, শ্রীনারদ অবিলম্বে দ্বারকাপুরে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিতে করিতে পুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই যাদবগণকে দর্শন করিলেন।

সারশিক্ষা

৯০। আমি অতি দীন, আমি অতি হীন, আমি অতি মূঢ়মতি, এইরূপ অকপট দীনতাই ভক্তের ভূষণস্বরূপ। তাই শ্রীনারদ প্রণাম করিতে করিতে পুরমধ্যে

প্রবেশ করিলেন। প্রণাম বলিতে 'স্বাপকর্ষপ্রখ্যাপনমূলকব্যাপারবিশেষঃ প্রণামঃ'। এইজন্য আলোচ্যগ্রন্থে দৈন্যকে প্রেমভক্তির কার্যরূপে স্থির করিয়াছেন এবং কার্য-কারণকে অভেদরূপেই বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ আগে দৈন্য কি আগে প্রেম? কে আগে, কে পাছে?—উভয়ই উভয়ের কার্য ও কারণ। শ্রীভগবানও বলিয়াছেন—'মদ্ভক্তো মদ্যাজি মাং নমস্কুরু।' অর্থাৎ আমার কাছে তুমি সর্বপ্রকারে নত হও। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিয়াছেন—'এই সে বৈষ্ণবধর্ম, সবারে প্রণতি। সেই ধর্মধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি॥'

৯১। সভায়াং শ্রীসুধর্ম্মায়াং সুখাসীনান্ যথাক্রমম্।
নিজসৌন্দর্য্যভূষাঢ্যান্ পারিজাতস্রগাচিতান্॥

৯২। দিব্যাতিদিব্যসঙ্গীতনৃত্যাদিপরমোৎসবৈঃ।
সেব্যমানান্ বিচিত্রোক্ত্যা স্তূয়মানাংশ্চ বন্দিভিঃ॥

মূলানুবাদ

৯১। শ্রীনারদ দেখিলেন, যাদবগণ যথাক্রমে শ্রীসুধর্মানাম্নী সভায় সুখাসীন এবং নিজ নিজ সৌন্দর্য, ভূষণ ও পারিজাত পুষ্পের মাল্যাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছেন।

৯২। আর দিব্যাতিদিব্য সঙ্গীত ও নৃত্যাদির মহোৎসবে মুখরিত এবং বন্দীগণ বিচিত্র বাক্যে তাঁহাদের স্তব করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৯১। তানেব বর্ণয়তি—সভায়ামিতি ষড়্ভিঃ। শ্রীমত্যাং যাদব কুলোপবেশেন পরমশোভাযুক্তায়াং সুধর্ম্মানাম্ন্যাং দেবসভায়াম্, যথাক্রমং জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠাদিক্রমেণ সুখেন আসীনান্ উপবিষ্টান্; নিজং সহজং সৌন্দর্য্যমেব ভূষা ভূষণং তদ্যুক্তান্; পারিজাতানাং দিব্যতরুপুষ্পাণাং স্রগ্ভিরাচিতান্ ব্যাপ্তান্॥

৯২। দিব্যানি স্বর্গাদিবর্তীনি অতিদিব্যানি চ শ্রীবৈকুণ্ঠস্থিতানি। যদ্বা, দিব্যেভ্যঃ পরমোৎকৃষ্টেভ্যোঽপ্যতিদিব্যানি যানি সম্যঞ্চি সমীচীনানি গীতানি নৃত্যানি চ, আদিশব্দাদ্ বাদ্যাভিনয়াদীনি তান্যেব তৈর্ব্বা যে পরমোৎসবাস্তৈঃ সেব্যমানান্ নিত্যমুপাস্যমানান্। সর্ব্বাভির্মহাসিদ্ধিভিরপি দাসীভিরিব তেষাং সেবনাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯১। 'সভায়াং' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন, শ্রীসুধর্মা নামক দেবসভায় পরমশোভাযুক্ত যাদবগণ সমাসীন রহিয়াছেন। কিরূপে? যথাক্রমে, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাদি ক্রমে সুখে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং নিজ নিজ সৌন্দর্য, ভূষণ ও পারিজাত (দিব্যতরু) পুষ্পের মাল্যদ্বারা বিভূষিত হইয়াছেন।

৯২। স্বর্গাদিবর্তী ও স্বর্গাতীত শ্রীবৈকুণ্ঠস্থিত অথবা দিব্য বলিতে পরমোৎকৃষ্ট এবং অতিদিব্য বলিতে স্বর্গাতীত শ্রীবৈকুণ্ঠস্থ সঙ্গীত ও নৃত্যাদির পরমোৎসবে দিবারাত্র পরিসেবিত। আদি-শব্দে বাদ্য ও অভিনয়াদি দ্বারা তাঁহারা নিত্যই উপাসিত হইতেছেন বুঝিতে হইবে। আবার সর্বপ্রকার সিদ্ধিও মূর্তরূপে দাসীর ন্যায় তাঁহাদের সেবা করিতেছে।

৯৩। অন্যোহন্যং চিত্রনর্ম্মোক্তিকেলিভির্হসতো মুদা।
সূর্য্যমাক্রামতঃ স্বাভি প্রভাভির্মাধুরীময়ান্॥

মূলানুবাদ

৯৩। তাঁহারা পরস্পর বিচিত্র নর্মোক্তি (হাস্য-পরিহাস) সহকারে আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের অঙ্গের কান্তি সূর্যপ্রভাকেও বিড়ম্বিত করিতেছে, কিন্তু সেই স্নিগ্ধকান্তির মাধুরীতে কাহারও চক্ষুপীড়া জন্মিতেছে না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৩। চিত্রা অদ্ভুতা বিবিধা বা নর্ম্মোক্তয় এব কেলয়স্তাভিঃ; স্বাভিঃ স্বকীয়াভিঃ প্রভাভিস্তেজোভিঃ সূর্য্যমপি আক্রামতঃ আচ্ছাদয়তঃ তাদৃশতেজস্বিতায়ামপি ন কস্যাপি চক্ষুষঃ পীড়াদিকং, কিন্তু সুখমেব স্যাদিত্যাহ—মাধুরীময়ান্ সর্ব্বলোকাহ্লাদকানিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৩। তাঁহারা পরস্পরে সকলেই অদ্ভুত পরিহাসবাক্যরূপ কেলি সহকারে আনন্দে হাস্য করিতেছেন। তাঁহাদের অঙ্গজ্যোতি সূর্যপ্রভাকেও আচ্ছাদিত করিতেছে; কিন্তু তাদৃশ তেজস্বিতা সত্ত্বেও স্নিগ্ধ বলিয়া কাহারও চক্ষুপীড়া জন্মিতেছে না, পরন্তু সেই স্নিগ্ধপ্রভায় সকলের সুখই সম্পন্ন হইতেছে। কারণ, ঐ অঙ্গপ্রভা মাধুরীময়, সুতরাং সর্বলোকের আহ্লাদদায়ক।

৯৪। নানাবিধমহাদিব্যবিভূষণবিচিত্রতান্।
কাংশ্চিৎ প্রবয়সোঽপ্যেষু নবযৌবনমাপিতান্॥
শ্রীকৃষ্ণবদনাম্ভোজসুধাতৃপ্তানভীক্ষ্ণশঃ॥

৯৫। উগ্রসেনং মহারাজং পরিবৃত্য চকাসতঃ।
প্রতীক্ষমাণান্ শ্রীকৃষ্ণদেবাগমনমাদরাৎ॥

মূলানুবাদ

৯৪। তাঁহারা সকলেই নানাবিধ মহাদিব্য বিভূষণে বিভূষিত, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধপ্রবর, তাঁহারাও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের বদনকমলের সুধাপানে তৃপ্ত ও নবযৌবনান্বিত হইয়াছেন।

৯৫। তাঁহারা সকলেই মহারাজ উগ্রসেনকে বেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছেন এবং আদরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৪। সর্ব্বেঽপি তে নবযুবান এবেতি বক্তুং বৃদ্ধানামপি নবযৌবনং সাধয়তি—কাংশ্চিদিতি। যে কেচিদেষু যাদবেষু মধ্যে প্রবয়সো বৃদ্ধাস্তানপি ভগবতা ভক্তিবিশেষমহিম্না বা। নবযৌবনং প্রাপিতানিত্যর্থঃ। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৪৫।১৯)—'তত্র প্রবয়সোঽপ্যাসন্ যুবানোঽতিবলৌজসঃ। পিবন্তোঽক্ষৈর্মুকুন্দস্য মুখাম্ভোজসুধাং মুহুঃ॥'

৯৫। মহারাজমিতি, শ্বেতাতপত্র-চামরাদি-মহারাজচিহ্নৈর্যুক্তম্ সিংহাসনবরে সর্ব্বমধ্যে সমুপবিষ্টমিত্যর্থঃ। অতঃ পরিতঃ আবৃত্য স্থিতান্ অতএব চকাশতঃ শোভমানান্; এতাদৃশ-পরমৈশ্বর্য্যসুখসম্পত্তাবপি শ্রীভগবদেকাপেক্ষকতামাহ—প্রতীতি সপাদেন। শ্রীকৃষ্ণ এব দেবঃ পরমোপাস্যঃ পরমপ্রিয়ত্বাৎ তস্য সভায়ামাগমনং প্রত্যেকমভিলষতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৪। "তাঁহারা সকলেই নবযৌবনান্বিত" এই কথা বলায় তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ, তাঁহাদেরও নবযৌবন সাধিত হইল। যেহেতু, যাঁহারা বৃদ্ধ, তাঁহারাও নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণমুখকমলের অমৃতপানে তৃপ্ত বা ভক্তিবিশেষমহিমায় নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। দশমস্কন্ধেও উক্ত আছে—'সেই দ্বারকাস্থ বৃদ্ধেরাও নিরন্তর

নয়ন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্মসুধা পান করিয়া যুবা ও অতিশয় বলদীপ্ত বা তেজঃশালী হইয়াছিলেন।'

৯৫। 'মহারাজ' ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্বেতছত্র, শ্বেতচামরাদি মহারাজ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া যদুরাজ উগ্রসেন সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং যাদবগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া শোভা পাইতেছেন; কিন্তু এতাদৃশ পরমৈশ্বর্যযুক্ত সুখ-সম্পত্তিদ্বারা পরিসেবিত হইয়াও তাঁহারা সকলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। কারণ, তিনি সকলের পরম উপাস্য ও পরমপ্রিয়, সুতরাং প্রত্যেকে তাঁহার সভায় আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিত।

৯৬। তদন্তঃপুরবর্ত্মেক্ষাব্যগ্রমানসলোচনান্।
তৎকথাকথনাসক্তান্ অসংখ্যান্ কোটিকোটিশঃ॥

মূলানুবাদ

৯৬। বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের নয়ন ও মন ব্যগ্রতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরপথেই পতিত রহিয়াছে। আর সেই অসংখ্য যাদবগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণকথা-কথনেই আসক্ত রহিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৬। অতস্তস্য যদন্তঃপুরং তস্য বর্ত্ম, তস্যেক্ষায়াং ব্যগ্রাণি মানসানি লোচনানি চ যেষাং তান্; তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য কথা পূর্ব্বকৃতলীলাদিবার্ত্তা তদানীন্তন-সভাগমনপ্রকার-প্রবন্ধো বা। তস্যাঃ কথনে আসক্তান্। এবং ততোঽন্যত্র সর্ব্বত্র তেষামৌদাসীন্যমুক্তম্। অসংখ্যান্ সংখ্যাতীতানিত্যর্থঃ। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৯০।৪০-৪১)—'যদুবংশপ্রসূতানাং পুংসাং বিখ্যাতকর্ম্মণাম্। সংখ্যা ন শক্যতে কর্ত্তুমপি বর্ষশতৈর্নৃপ॥ তিস্রঃ কোট্যঃ সহস্রাণাম্ অষ্টাশীতিশতানি চ। আসন্ যদুকুলাচার্য্যাঃ কুমারাণামিতি শ্রুতম্॥' ইতি॥ ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈঃ—'সহস্রাণামপরিমিতানাং কুমারাণামিত্যন্বয়ঃ। যদা প্রত্যেকং বহূন্ অধ্যাপয়তামাচার্য্যাণামিয়ং সংখ্যা, তদপি শ্রুতমাত্রং নতু সম্যগ্ জ্ঞায়তে। তদা কুমারাণামেব্য সংখ্যানাং কর্ত্তুং ন শক্যতে; কুতঃ পুনঃ সর্ব্বযাদবানাম্?' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৬। অতএব তাঁহাদের নয়ন ও মন ব্যগ্রতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরপথে পতিত রহিয়াছে। আর তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকথা অর্থাৎ পূর্বকৃতলীলাদি কথা এবং তদানীন্তন সভাগমন-প্রকারাদিরূপ কথাবার্তায় আসক্ত রহিয়াছেন। এই প্রকারে তাঁহাদের নয়ন, মন ও বাক্য শ্রীকৃষ্ণকথারসে আসক্ত থাকায় অন্য বিষয়ে স্বতঃই ঔদাসীন্য সূচিত হইতেছে। আর সেই যাদবগণ সংখ্যায়ও অপরিমিত। যথা, দশমস্কন্ধে—'যদুবংশপ্রসূত বিখ্যাতকর্মা পুরুষদিগের সংখ্যা শতবর্ষেও বলিয়া শেষ করা যায় না। হে নৃপ! শুনিয়াছি, সেই অসংখ্য অপরিমিত কুমারগণের অধ্যাপনার জন্য তিনকোটি একশত অষ্টাশী জন যদুকুলাচার্য (অধ্যাপক) নিযুক্ত ছিলেন। অতএব সেই যাদবগণের সংখ্যা কে করিবে?' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল শ্রীধরস্বামীপাদও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি

বলিয়াছেন—'সহস্র সহস্র বলিতে অপরিমিত যাদবগণ, সুতরাং কুমার সকলের সংখ্যাও অপরিমিত জানিতে হইবে।' তবে তাঁহাদের আচার্য বা অধ্যাপকের যে সংখ্যা শুনা যায়, তাহাও সম্যক্ জানা যায় না। এই প্রকারে যখন কুমার সকলের সংখ্যা করা যায় না, তখন যে যাদবগণের সংখ্যা করা যায় না, তাহা বলাই বাহুল্য।

৯৭। জ্ঞাত্বা তং যদবোঽভ্যেত্য ধাবন্তঃ সম্ভ্রমাকুলাঃ।
উত্থাপ্য প্রসভং পাণৌ ধৃত্বা নিন্যুঃ সভান্তরম্॥

মূলানুবাদ

৯৭। অতঃপর যাদবগণ শ্রীনারদের আগমন জানিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন এবং শ্রীনারদ দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে তাঁহারা হস্তধারণপূর্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া আসনে উপবেশন করাইলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৯৭। তং মুনিবরং জ্ঞাত্বা তথা সমাগচ্ছন্তং স্বতো দ্বারপালাদ্বা সাক্ষাদ্দর্শনাদ্বা বিদিত্বা। অতএব সম্ভ্রমেণাকুলাঃ সন্তো ধাবন্তোঽভ্যেত্য অভিমুখমাগত্য প্রসভং বলাদুত্থাপ্য দণ্ডপ্রণামপরম্পরয়া ভূমৌ পতিতত্বাৎ প্রসভমিত্যস্য যথাযোগ্যং সর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ। সভায়া অন্তরমন্তঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

৯৭। এই সময়ে তাঁহারা স্বতঃই (সাক্ষাদ্দর্শন) বা দ্বারপালমুখে মুনিবর শ্রীনারদের আগমন-বার্তা জানিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইলেন, কিন্তু মুনিবর দণ্ডবৎ প্রণাম-পরম্পরায় ভূমিতলে পতিত ছিলেন; এজন্য তাঁহারা মুনিবরের হস্তধারণ করিয়া উঠাইলেন এবং তাঁহাকে সভামধ্যে আনয়নপূর্বক দিব্য আসন প্রদান করিলেন।

৯৮। মহাদিব্যাসনে দত্তেঽনুপবিষ্টং তদিচ্ছয়া।
ভূমাবেবোপবেশ্যামুং পরিতঃ স্বয়মাসত॥

৯৯। দেবর্ষিপ্রবরোঽমীভিঃ পূজাদ্রব্যং সমাহৃতম্।
নত্বা সাঞ্জলিরুত্থায় বিনীতো মুহুরাহ তান্॥

মূলানুবাদ

৯৮। শ্রীনারদ কিন্তু যাদবগণ-প্রদত্ত ঐ মহাদিব্য আসনে উপবেশন না করিয়া স্বেচ্ছায় ভূমিতলে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে ভূমিতলে উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া যাদবগণও তাঁহার চারিদিকে ভূতলেই উপবেশন করিলেন।

৯৯। অতঃপর যাদবগণ দেবর্ষির পূজার নিমিত্ত দ্রব্যসকল আনয়ন করিলেন; কিন্তু দেবর্ষি ঐ সকল দ্রব্যকে নমস্কার করিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীতভাবে বারংবার বলিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৯৮। অমুষ্য মুনিবরস্য ইচ্ছয়া মনঃপ্রীত্যা হেতুনা অমুং মুনিবরং ভূমাবেবোপবেশ্য পরিতস্তস্য চতুর্দ্দিক্ষু, স্বয়ং যদব আসত উপাবিশন্॥

৯৯। অমীভির্যদুভিঃ, সমাহৃতমুপনীতং পূজাদ্রব্যমেব নত্বা নমস্কৃত্য পরমভক্তিভরাবেশাৎ; তান্ যদূন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৮-৯৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীনারদ উবাচ—

১০০। ভোঃ কৃষ্ণপাদাব্জমহানুকম্পিতা,
লোকোত্তরা মামধুনা দয়ধ্বম্।
যুষ্মাকমেবাবিরতং যথাহং,
কীর্ত্তিং প্রগায়ন্ জগতি ভ্রমেয়ম্॥

১০১। অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলং,
চকাস্তি বৈকুণ্ঠনিবাসিতোঽপি যৎ।
মনুষ্যলোকো যদনুগ্রহাদয়ং
বিলঙ্ঘ্য বৈকুণ্ঠমতীব রাজতে॥

মূলানুবাদ

১০০। শ্রীনারদ বলিলেন, হে লোকাতীত যাদবগণ! আপনারা শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-কর্তৃক বিশেষ অনুগৃহীত। অধুনা আপনারা আমার প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, যদ্দ্বারা আমি জগতে কেবল আপনাদেরই কীর্তিরাশি নিরন্তর গান করিতে পারি।

১০১। অহো! এই যদুকুল অতিশয় প্রশংসনীয়, বৈকুণ্ঠনিবাসী পার্ষদবৃন্দ হইতেও অধিকতর শোভাসম্পন্ন; আপনাদিগের অনুগ্রহে এই মনুষ্যলোক বৈকুণ্ঠলোককেও অতিক্রম করিয়া শোভা পাইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০০। ভো লোকোত্তরাঃ সর্ব্বলোকশ্রেষ্ঠা লোকাতীতা বা; দয়ধ্বং দয়াং কুরুত। কথং? তদাহ—যুষ্মাকমিতি এবকারণ অন্যনিরপেক্ষতা বোধ্যতে॥

১০১। তদ্ধেতুত্বেন তেষাং মাহাত্ম্যভরং বর্ণয়ন্ পরমগৌরবেণ সাক্ষাদপি পরোক্ষমিবাহ—অহো অতি আশ্চর্যে। অলমতিশয়েন শ্লাঘ্যতমং বভূব। যদ্ যদোঃ কুলং বৈকুণ্ঠলোকনিবাসিভ্যঃ শ্রীগরুড়াদিপার্ষদেভ্যঃ অপি সকাশাৎ চকাস্তি শোভতে। যস্য যদুকুলস্যানুগ্রহাৎ সর্ব্বত্র ভগবদ্ভক্তিবিশেষ-বিস্তারণরূপাৎ। অয়ং মরণধর্ম্মাদিযুক্তোঽপি মনুষ্যলোকঃ বৈকুণ্ঠলোকমপ্যতিক্রম্য অত্যন্তং শোভতে। তত্রত্যেষু শ্রীকৃষ্ণস্যেদৃশকারুণ্যাভাবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০০। "যুষ্মাকমেব" পদের 'এব' কারের দ্বারা অন্য নিরপেক্ষতা সূচিত হইতেছে।

১০১। 'আমি যেন জগতে কেবল যাদবগণের কীর্ত্তি গান করিয়া ভ্রমণ করিতে পারি,' ইহার হেতুস্বরূপে তাঁহাদের মাহাত্ম্যরাশি বর্ণন করিতেছেন; পরন্তু গৌরববশতঃ সাক্ষাতেও পরোক্ষবৎ বলিতেছেন, অহো! (আশ্চর্যে) এই যদুকুল অতিশয় শ্লাঘ্যতম। যেহেতু, বৈকুণ্ঠলোকনিবাসী শ্রীগরুড়াদি পার্ষদবর্গ হইতেও অধিকতর শোভাশালী। আর যদুকুলের অনুগ্রহে সর্বত্র ভগবদ্ভক্তিবিশেষ বিস্তারণরূপ ভগবদ্‌করুণারাশিরও বিকাশ দৃষ্ট হইতেছে। অতএব এই মরণধর্মাদিযুক্ত মনুষ্যলোক বৈকুণ্ঠলোককেও অতিক্রম করিয়া অতিশয় শোভা পাইতেছে। ফলতঃ এই যদুকুলের প্রতি শ্রীভগবানের যাদৃশী করুণা, তাদৃশী করুণা বৈকুণ্ঠনিবাসী পার্ষদগণের প্রতিও দেখা যায় না।

১০২। বৃত্তা ধরিত্রি ভবতী সফলপ্রয়াসা,
যস্যাং জনুর্বসতি কেলিচয়ঃ কিলৈষাম্।
যেষাং মহাহরিরয়ং নিবসন গৃহেষু,
কুত্রাপি পূর্ব্বমকৃতৈ রমতে বিহারৈঃ॥

মূলানুবাদ

১০২। হে ধরিত্রি! তোমারও প্রয়াস সফল হইয়াছে। কারণ, তোমার ক্রোড়দেশেই ইঁহাদিগের জন্ম, বসতি ও কেলিনিচয় সম্পাদিত হইতেছে। আর ভগবান মহাহরিও এই যাদবগণের গৃহে নিবাস করিয়া অপূর্ব লীলাসহকারে নিয়ত বিরাজ করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১০২। এবং সংকীর্ত্তয়ন্ পরমানন্দাবেশেন তান্ বিহায় পৃথিবীমেব সম্বোধ্যাহ—বৃত্তেতি পঞ্চভিঃ। যস্যাং ভবত্যাং, এষাং যাদবানাম্। জনুর্জন্ম বসতির্বাসঃ, কেলিশ্চ ক্রীড়া তেষাঞ্চ যঃ সমূহঃ। কিল নিশ্চয়ে। যেষাং যাদবানাং গৃহেষু নিবসন্ মহাহরিঃ শ্রীদেবকীনন্দনোঽয়ং রমতে। কৈঃ? কুত্রাপি শ্রীবৈকুণ্ঠেঽবোধ্যাদাবপি পূর্ব্বং ন কৃতা যে বিহারাস্তৈরিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০২। এই প্রকার সংকীর্তন করিতে করিতে পরমানন্দের আবেশে যাদবগণের কথা ছাড়িয়া পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, অয়ি পৃথিবি! তোমার প্রয়াস সফল হইয়াছে। কারণ, তোমার বক্ষে এই যাদবগণের জন্ম, বাস ও ক্রীড়াদি সম্পন্ন হইতেছে। কিল-শব্দ নিশ্চয়ে। ভগবান মহাহরিও এই যাদবগণের গৃহে নিশ্চয়ই বাস করিতেছেন। কিরূপে? এই মহাহরি শ্রীদেবকীনন্দন পূর্বে শ্রীবৈকুণ্ঠ ও শ্রীঅযোধ্যাদিতে যে সকল লীলা প্রকাশ করেন নাই, সেই অপূর্ব লীলা সহকারে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন।

১০৩। যেষাং দর্শনসম্ভাষা স্পর্শানুগমনাসনৈঃ।
ভোজনোদ্বাহশয়নৈস্তথান্যৈর্দৈহিকৈর্দৃঢ়ৈঃ॥
১০৪। দুশ্ছেদৈঃ প্রেমসম্বন্ধৈরাত্মসম্বন্ধতোঽধিকৈঃ।
বদ্ধঃ স্বর্গাপবর্গেচ্ছাং ছিত্ত্বা ভক্তিং বিবর্দ্ধয়ন্॥
১০৫। কৃষ্ণো বিস্মৃতবৈকুণ্ঠো বিলাসৈঃ স্বৈরনুক্ষণম্।
নবং নবমনির্ব্বাচ্যং বিতনোতি সুখং মহৎ॥

মূলানুবাদ

১০৩-১০৫। হে যাদবগণ! আপনারা শ্রীকৃষ্ণের দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণ, অনুগমন, উপবেশন, ভোজন, শয়ন এবং উদ্বাহাদি অপরাপর দৈহিক দৃঢ় দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধ হইতেও অধিকতর প্রেমসম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ; এইজন্যই প্রভু বৈকুণ্ঠবাস ভুলিয়া অনুক্ষণ বিবিধ বিলাস সহকারে নিজ ভক্তির বিবর্ধন করতঃ আপনাদিগকে নব নব অনির্বচনীয় মহৎ সুখ প্রদান করিতেছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১০৩-১০৫। ন চ স্বয়মেব কেবলং রমতে, এতান্ অপি নিতরাং রময়তীত্যাহ—যেষামিতি ত্রিভিঃ। যেষাং যাদবানাং দর্শনাদিভিঃ দৈহিকৈর্দেহসম্বন্ধিভিঃ প্রেমসম্বন্ধৈর্বদ্ধঃ সন্ কৃষ্ণঃ স্বৈরসাধারণৈর্বিলাসৈঃ সুখং বিতনোতীতি ত্রায়ণামন্বয়ঃ। কিং কুর্ব্বন্ ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং বিশেষেণ বর্দ্ধয়ন্। কিং কৃত্বা? স্বর্গাপবর্গয়োরিচ্ছাং;—স্বর্গে গত্বা ভগবতা সহ বিহরামেত্যেতদ্রূপাং স্বর্গেচ্ছাং ছিত্ত্বা নিরস্য, সুধর্ম্মাপারিজাতাদীনাং দ্বারকায়ামেব প্রাপ্তেঃ; অপবর্গে জন্মাদ্যভাবে চ ইচ্ছাং ছিত্ত্বা তথা সতী পুনঃ পুনর্ভগবতা সহাত্রাবতরণাদ্যসম্ভবাৎ। তথ্যেত্যুক্তসমুচ্চয়ে। তাদৃশৈরিতি বা; অন্যৈশ্চ আতিথ্যাদিভিঃ! দৈহিকসম্বন্ধানামনিত্যত্বাদিকমাশঙ্ক্যাহ—আত্মনা যঃ সম্বন্ধঃ। ধারণয়া সমাধিনা বা সংযোগস্ততোঽপ্যধিকৈরুৎকৃষ্টৈঃ; অতো দৃঢ়ৈরচলৈঃ; অতএব দুশ্ছেদৈঃ কথঞ্চিৎ কদাচিৎ কেনচিদপি ছেত্তুমশক্যৈরিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং সুখম্? অনুক্ষণং ক্ষণে ক্ষণে নবং নবম্, অতো মহৎ অতএব অনির্ব্বাচ্যং নির্বক্তুমশক্যম্। অয়ং ভাবঃ যাদবাঃ কিল এতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহা এবেত্যনিত্যত্বাদ্যাশঙ্কাপি নাস্ত্যেব; প্রত্যুত সমাধ্যাদিদ্বারা একরূপস্যৈবাল্পস্য সুখস্য ভোগঃ। দেহাবয়বৈস্তু তৎসম্বন্ধিভিরিন্দ্রিয়- বর্গৈশ্চ বহুধা বিচিত্রমহাসুখলাভঃ স্যাদিতি। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৮২।২৯-৩০)—'যদ্বিশ্রুতিঃ

শ্রুতিনুতেদমলং পুনাতি, পাদাবনেজনপয়শ্চ বচশ্চ শাস্ত্রম্। ভূঃ কালভর্জিতভগাপি যদঙ্ঘ্রিপদ্ম,-স্পর্শোত্থশক্তিবভিবর্ষতি নোঽখিলার্থান্॥ তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-শয্যাশনাশনসযৌন-সপিণ্ডবন্ধঃ। যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বর্ততাং বঃ, স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ॥' ইতি। কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং যুধিষ্ঠিরাদীনাং রাজ্ঞাং বচনমিদম্। অয়মর্থ;—যদিতি পৃথক্ পদং যস্যেত্যর্থঃ। বিশ্রুতিঃ কীর্ত্তিঃ শ্রুতিভির্নুতা স্তুতা। ইদং বিশ্বমলমত্যর্থং পুনাতি। যস্য পাদাবনেজনপয়ো গঙ্গা চ; যস্য বচো বাক্যরূপং শাস্ত্রঞ্চ বেদাখ্যং বিশ্বং পুনাতি। কিঞ্চ, কালেন ভর্জিতং দগ্ধং ভগং মাহাত্ম্যং যস্যাস্তথাবিধাপি যস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মস্পর্শেন উত্থা আবির্ভূতা শক্তির্যস্যাঃ সা নোঽস্মাকমখিলার্থান্ অভিতো বর্ষতি। তদিতি স এবার্থঃ। স বিষ্ণুঃ স্বয়ং যেষাং বো নিরয়বর্ত্মনি সংসারকারণে গৃহে বর্ত্তমানানামপি; বধ্যতে সম্বধ্যতে ইতি বন্ধঃ; দর্শনাদিভিঃ সম্বন্ধঃ সন্। স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বর্গাপবর্গাভ্যাং সকাশাৎ বিরময়তি বিতৃষ্ণাং করোতীতি তথাভূত আস। পরমসুখপ্রদো বভূবেত্যর্থঃ। অনুপথোঽনুগতিঃ; প্রজল্পো গোষ্ঠী সযৌনং বিবাহসম্বন্ধঃ; সপিণ্ডং দৈহিকসম্বন্ধঃ ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৩-১০৫। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই যে কেবল আনন্দিত, তাহা নহে; যাদবগণকেও নিরতিশয় আনন্দ প্রদান করিতেছেন। তাহাই 'যেষাং' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। এই যাদবগণের দর্শনাদি দৈহিক সম্বন্ধ ও প্রেমসম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিবিধ বিলাস দ্বারা অসাধারণ সুখ প্রদান করিতেছেন। বিলাস করিতেছেন কিরূপে? প্রেমলক্ষণা ভক্তির বিবর্ধনপূর্বক বিলাস করিতেছেন। কি করিয়া? স্বর্গের ও অপবর্গের অভিলাষ ছেদন করিয়া। অর্থাৎ আমরা স্বর্গে গমন করিয়া ভগবানের সহিত বিহার করিব, এইপ্রকার ইচ্ছা ছেদন করিয়া। যেহেতু, স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সুধর্মাসভা ও পারিজাত বৃক্ষ, এই দুইটি দ্বারকায় প্রাপ্ত হওয়ায়, তাঁহাদের স্বর্গেচ্ছা নিরাস হইয়াছে; আর অপবর্গের অভিলাষও ছেদন হইয়াছে। অর্থাৎ প্রকৃত প্রস্তাবে যাদবগণের জন্মাদির অভাব হইলেও তাঁহারা শ্রীভগবানের সহিত পুনঃ পুনঃ এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, এজন্য স্বতঃই তাঁহাদের অপবর্গের ইচ্ছা তিরোহিত হইয়াছে। আর শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ, তাহাও দুশ্ছেদ্য! অর্থাৎ শয়ন, ভোজন ও বিবাহাদি অপরাপর সম্বন্ধ লৌকিকবৎ দৈহিক হইলেও তাহা অনিত্য নহে; প্রত্যুত আত্মিক সম্বন্ধ হইতেও অধিক উৎকৃষ্ট প্রেমসম্বন্ধ। এখানে আত্মিক সম্বন্ধ হইতেও অধিক বলিবার উদ্দেশ্য

এই যে, ধ্যান, ধারণা বা সমাধিদ্বারা আত্মার সহিত পরমাত্মার যে সম্বন্ধ বা সংযোগ হয়, তাহা হইতেও অধিকতর উৎকৃষ্ট বলিয়া এই সম্বন্ধ নিশ্চল ও দুশ্ছেদ্য (কেহ কোন প্রকারে ছেদন করিতে সমর্থ নহে), প্রেমসম্বন্ধ দ্বারা আবদ্ধ। আচ্ছা, সেই প্রেমসম্বন্ধজ সুখ কিরূপ? অনুক্ষণ নব নব, অতএব মহৎ সুখ বলিয়া অনির্বচনীয়, সুতরাং আমি সেই সুখের কথা বলিতে অক্ষম। এখানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, সেই সুখ যদি দেহসম্বন্ধীয় প্রেমবন্ধন হইতে জন্মিয়া থাকে, তবে উহা অনিত্য হইবে না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, যাদবগণ সকলেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সুতরাং তাদৃশ অনিত্যতার আশঙ্কা নাই, প্রত্যুত সেই সুখ দেহসম্বন্ধীয় হইলেও আত্মার সমাধিসুখ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর। কারণ, সমাধি দ্বারা যে একরূপ সুখ অনুভূত হয়, তাহা অল্পতর; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাদবগণের যে দেহসম্বন্ধীয় সুখ, তাহা অতি মহান্। যেমন, দেহের অবয়ব এবং তৎসম্বন্ধি ইন্দ্রিয়বর্গ থাকায়, তাহাদের দ্বারা বহুবিধ বিচিত্রমহাসুখ লাভ হয়, তদ্রূপ। যথা, দশমস্কন্ধে—"শ্রুতিসকল যাঁহার কীর্তির স্তুতি করিয়া থাকেন, সেই স্তুতকীর্তি শ্রীভগবানের পাদ-প্রক্ষালন জল এবং বাক্যরূপ শাস্ত্র এই বিশ্বকে নিরতিশয় পবিত্র করিতেছে। কালবশতঃ পৃথিবীর ভাগ্য দগ্ধ হইলেও যাঁহার পাদপদ্মসম্ভূত শক্তির প্রভাবে পৃথিবী পুনরায় আমাদিগকে অখিলার্থ প্রদান করিতেছে, আপনারা সংসারের কারণস্বরূপ গৃহে অবস্থান করিলেও সেই শ্রীবিষ্ণু স্বয়ং আপনাদিগের সহিত দর্শন, স্পর্শন, অনুগমন, উপবেশন, ভোজন, উদ্বাহ, শয়ন ও অপরাপর দৈহিক সম্বন্ধ দ্বারা ভক্তির বিবর্ধন-হেতু স্বর্গ ও অপবর্গের অভিলাষ ছেদন করিয়া আপনাদিগকে সর্ব বিষয়ে তৃষ্ণাশূন্য করিয়াছেন।" ইত্যাদি কুরুক্ষেত্রযাত্রায় শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি রাজন্যবর্গের বাক্য।

সারশিক্ষা

১০৩-১০৫। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ নরাকৃতি পরব্রহ্ম, তদ্রূপ তাঁহার পরিকর যাদবাদিও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণ পরমার্থবস্তু বলিয়া যেরূপ সকলের অন্বেষণীয়, তাঁহার পরিকরবর্গও তৎসদৃশ বলিয়া অন্বেষণীয়। কারণ, সপরিকর শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতেই লীলারস আস্বাদনের সার্থকতা, অন্যথা কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতে তাঁহার লীলারস আস্বাদনের সুযোগ হয় না।

আলোচ্য শ্লোকের সমর্থনে যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইয়াছে, ঐ শ্লোকেও যাদবগণের শ্রীকৃষ্ণতুল্যতা প্রমাণিত হইয়াছে! এজন্য কুরুক্ষেত্রযাত্রায় রাজন্যবর্গ শ্রীযাদবগণকে বলিয়াছিলেন, আপনাদের প্রপঞ্চাতীত গৃহে শ্রীকৃষ্ণ

সর্বদা বাস করিতেছেন। অতএব এই জগতে আপনারাই ধন্য। বিশেষতঃ শ্রীভগবান কোন হেতুকে অপেক্ষা করিয়া আপনাদের গৃহে বাস করেন না, স্বভাবতঃ বাস করিতেছেন। আর তাঁহার দর্শনে অপরাপর লোকের স্বর্গ ও অপবর্গের স্পৃহার নিবৃত্তি হইতেছে। অর্থাৎ তিনি নিজ দর্শনকারী ভক্তকে বহির্মুখলভ্য স্বর্গসুখ কিংবা ভক্তিশূন্য অপবর্গ দান করেন না, কেবল নিজ শ্রীচরণ সন্নিধানে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের সহিত যৌনসম্বন্ধে ও সপিণ্ডসম্বন্ধে আবদ্ধ। এখানে যৌনসম্বন্ধ বলিতে বিবাহ ও সপিণ্ডসম্বন্ধ বলিতে দৈহিকসম্বন্ধ। এইরূপ উভয়-সম্বন্ধ-হেতু একত্রে শয়ন-ভোজনাদি ব্যাপারেও সাম্য সূচিত হইতেছে। কারণ, সমান ব্যক্তির সহিতই সহগোষ্ঠী হয়। এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাদবগণের তুল্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

১০৬। শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাশনাদিষু।
বৰ্ত্তমানা অপি স্বান্ যে কৃষ্ণপ্রেমণা স্মরন্তি ন॥

মূলানুবাদ

১০৬। আর আপনারাও শয়ন, ভোজন, উপবেশন, পর্যটন, আলাপ, ক্রীড়া, স্নানাদি ব্যাপারেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে যন্ত্রিত হইয়া নিজ নিজ পুত্র-কলত্রাদিকেও স্মরণ করেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৬। অতএব শয্যাদিষু বৰ্ত্তমানা অপি কৃষ্ণপ্রেম্ণা হেতুনা স্বান্ স্বকীয়ান্ তত্তদর্থান, পুত্রকলত্রাদীন্ বা। যদ্বা, আত্মনোঽপি ন স্মরন্তি—কুত্র তিষ্ঠামঃ কিংবা কর্মঃ ইত্যাদিকং কিমপি নানুসন্দধত ইত্যর্থঃ। তত্র তত্র সর্বদৈব শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্তত্বাৎ। এবং তেষাং পরমবিষয়ভোগ-সম্পত্তাবপি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপূরনিমগ্নত্বং দর্শিতম্। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৯০।৪৬)—'শয্যাসনাটনালাপক্রীড়াস্নানাশনাদিষু। ন বিদুঃ সন্তমাত্মানাং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ॥' ইতি। অতএব পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণসত্যভামাসংবাদে— 'এতে হি যাদবাঃ মদ্‌গণা এব ভামিনি। সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি মত্তুল্যগুণশালিনঃ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৬। অতএব এই যাদবগণ শয়নাদি কর্মে বর্তমান থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমহেতু নিজ নিজ দেহ ও দৈহিক সম্বন্ধে পুত্র-কলত্রাদিকেও স্মরণ করেন না। অথবা এই প্রকার আত্মবিস্মৃতিবশতঃ "কোথায় যাইব, কি করিব," ইত্যাদিরূপ অনুসন্ধানাদিও করেন না। কারণ, তাঁহারা সেই সেই কর্মে বর্তমান থাকিলেও তাঁহাদের চিত্ত সর্বদা শ্রীকৃষ্ণাবিষ্ট। এইরূপে তাঁহাদের পরম বিষয়-সম্পত্তিভোগেও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসে নিমগ্নত্ব প্রদর্শিত হইল। এ বিষয়ে দশমস্কন্ধেও উক্ত আছে, 'শ্রীকৃষ্ণাবিষ্টচিত্ত যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, আলাপ, ক্রীড়া, স্নান ও ভোজনাদি বিষয়েও নিজ নিজ দৈহিক সম্বন্ধ বিস্মৃত।" অতএব পাদ্মে কার্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীকৃষ্ণ-সত্যভামা-সংবাদে—'হে ভামিনি! আমি ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় এই পৃথিবীতে সপরিকরে অবতীর্ণ হইয়াছি, আর এই যাদবগণও আমার সহিত অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে দেবী! ইহারা সকলেই আমার নিজ-জন, সর্বদা আমার প্রিয় ও আমার তুল্য গুণশালী।'

১০৭। মহারাজাধিরাজায়মুগ্রসেনমহাদ্ভুতঃ।
মহাসৌভাগ্যমহিমা ভবতঃ কেন বর্ণ্যতাম্॥

১০৮। অহো মহাশ্চর্য্যতরং চমৎকারভরাকরম্।
পশ্য প্রিয়জনপ্রীতিপারবশ্যং মহাহরেঃ॥

মূলানুবাদ

১০৭। হে মহারাজাধিরাজ উগ্রসেন! আপনিও জগতে শ্রীকৃষ্ণের কৃপাস্পদরূপে প্রসিদ্ধ। আপনার এই অদ্ভুত সৌভাগ্যমহিমা কে বর্ণনা করিতে পারে?

১০৮। অহো! কি মহাশ্চর্য্যের বিষয়! অধুনা ভগবান মহাহরির চমৎকারজনক প্রিয়গণ-প্রেমাধীনত্বও দর্শন করুন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১০৭। এবং সামান্যেনোক্ত্বা অধুনা তেম্বেব রাজত্বেন ভগবৎকৃপাবিশেষ-বিষয়ত্বেন বা শ্রেষ্ঠমুগ্রসেনং সম্বোধ্য তস্যৈব মাহাত্ম্যমাহ—মহারাজেতি সার্দ্ধত্রয়েণ। হে মহারাজানাং শ্রীযুধিষ্ঠিরাদীনামপি অধিরাজ! অয়মিতি সুপ্রসিদ্ধঃ। সর্বৈঃ সাক্ষাদনুভূয়মানো বেত্যর্থঃ। কেন বর্ণ্যতাম্? অপি তু ন কেনচিদপি বর্ণয়িতুং শক্য ইত্যর্থঃ॥

১০৮। তমেব দর্শয়িতুং শ্রীকৃষ্ণস্য ভক্তবাৎসল্যবিশেষমাহ—অহো ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। চমৎকারস্য বিস্ময়বিশেষস্য আকরং জন্মক্ষেত্রম্। প্রিয়জনেষু যা প্রীতিঃ প্রেমা তদধীনত্বম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৭। এই প্রকার সামান্যে যাদবগণের মহিমা বলিয়া অধুনা তাঁহাদের রাজত্বের রাজা শ্রীউগ্রসেনকে ভগবৎ কৃপাবিশেষের শ্রেষ্ঠ পাত্র নির্ধারণ করিয়া তদনুরূপ গৌরবব্যঞ্জক সম্বোধন সহকারে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। হে মহারাজাধিরাজ উগ্রসেন! আপনি মহারাজ শ্রীযুধিষ্ঠিরাদিরও অধিরাজ, অতএব এই জগতে সুপ্রসিদ্ধ বা সর্বলোকের সাক্ষাৎ অনুভূত আপনার অদ্ভুত মহিমা কে বর্ণন করিতে পারে? অপিচ কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহে।

১০৮। অতঃপর সেই সৌভাগ্যমহিমা প্রদর্শন জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য বিশেষ বর্ণন করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়জনের প্রেমের যে কতদূর বশীভূত এবং চমৎকার বিস্ময়বিশেষের জন্মক্ষেত্র, তাহা দর্শন কর। অর্থাৎ প্রিয়জনের প্রেমাধীনত্ব দর্শন কর।

১০৯। যদুরাজ ভবন্তং স নিষণ্ণং পরমাসনে।
অগ্রে সেবকবত্তিষ্ঠন্ সম্বোধয়তি সাদরম্॥
১১০। ভো নিধারয় দেবেতি ভৃত্যং মামাদিশেতি চ।
তদ্ভবদ্ভ্যো নমোঽভীক্ষ্ণং ভবৎসম্বন্ধিনে নমঃ॥

মূলানুবাদ

১০৯। হে যদুরাজ! আপনি যখন এই রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আপনার সম্মুখে সেবকের ন্যায় অবস্থিত হইয়া আপনাকে সাদরে সম্বোধনপূর্বক বলিয়া থাকেন—

১১০। "হে দেব! কৃপা করিয়া শ্রবণ করুন, আমি ভৃত্য; আমাকে যথাযোগ্য আদেশ করুন।" এইজন্য আমি আপনাকে বারবার নমস্কার করি। আর যাঁহাদের সহিত আপনার সম্বন্ধ আছে, তাঁহাদিগকেও নমস্কার করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৯। তদেবাহ—যদুরাজেতি সার্দ্ধেন। পরমাসনে মহারাজোচিত-সিংহাসনবরে নিষণ্ণমুপবিষ্টম্; অগ্রে অভিমুখে॥

১১০। কথং তদাহ—ভো ইতি। ভো দেব! নিধারয় অবধানপ্রসাদং বিধেহি। ভৃত্যং সেবকং অবশ্যভরণীয়ং বা। তদুক্তং শ্রীভগবতৈব দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৪৫।১৪)— 'ময়ি ভৃত্য উপাসীনে ভবতো বিবুধাদয়ঃ। বলিং হরন্ত্যবনতাঃ কিমুতান্যে নরাধিপাঃ॥' ইতি। উদ্ধবেনাপি তৃতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ৩।২।২২)—'তত্তস্য কৈঙ্কর্যমলং ভৃতান্নো, বিগ্লাপয়ত্যঙ্গ! যদুগ্রসেনম্। তিষ্ঠন্নিষণ্ণং পরমেষ্ঠিধিষ্ণো, ন্যবোধয়দ্দেব। নিধারয়েতি।।' ভৃতান্ ভৃত্যান্নোঽস্মান্; তত্তস্মাত্তবদ্ভ্য ইতি। বহুত্বং গৌরবেণ সর্ব্বযাদবাপেক্ষয়া বা। ভবতাং সম্বন্ধিনেঽপি কস্মৈচিন্নমঃ অস্তু তাবত্তবদ্ভ্যো নমঃ ইত্যর্থঃ। যদ্বা, ইত্থং সর্ব্বথা পর্য্যবসিতং শ্রীভগবতো মহিমবিশেষমামৃগ্য উপসংহারে তমেব প্রণমতি ভগবৎসম্বন্ধিন ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১১০। কিরূপ? তাহাই বলিতেছেন, ভো দেব! অবধান করুন, প্রসন্ন হইয়া শ্রবণ করুন, আমি সেবক বা ভৃত্য (অবশ্য ভরণীয় জন)। একথা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই

বলিয়াছেন। যথা (শ্রীভা) 'হে দেব! আমি নিকটে থাকিতে অন্য রাজাদের কথা কি দেবতারাও অবনত হইয়া আপনাকে পূজোপহার প্রদান করিবেন।' শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন, "হে অঙ্গ! শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হইয়াও উগ্রসেনের নিকট যে সেই প্রকার কিঙ্করত্ব করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিলে মাদৃশ ভৃত্যজনেরও অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হয়। হায়! একি সামান্য দুঃখের কথা? উগ্রসেন রাজাসনে অধ্যাসীন, আর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান! কেবল তাহা নহে, 'মহারাজ, অবধান করুন।' এই বলিয়া সম্বোধনপূর্বক নিবেদন করিতেন।" এস্থলে শ্রীনারদও "ভবদ্ভ্যো" পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি কেবল শ্রীউগ্রসেনের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। কেন? তৎপ্রতি গৌরববশতঃ কিংবা সর্বযাদবের অপেক্ষায়। অতএব আপনাদিগকে নমস্কার করা দূরে থাকুক, যাঁহাদের সহিত আপনাদের সম্বন্ধ আছে, সেই সকল মহাত্মাকেও নমস্কার। অথবা এই উক্তি সর্বথা শ্রীভগবানেরই মহিমাবিশেষে পর্যবসিত হইতেছে; সুতরাং শ্রীনারদ উপসংহারে 'ভবৎ সম্বন্ধিনে নমঃ' বলিয়া তাঁহাকেই নমস্কার করিতেছেন।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১১১। ততো ব্রহ্মণ্যদেবানুবর্ত্তিনো যদবোঽখিলাঃ।
সপাদগ্রহণং নত্বা মাতরূচুর্মহামুনিম্॥

মূলানুবাদ

১১১। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মাতঃ! অতঃপর ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী যাদবগণ পাদগ্রহণপূর্বক মহামুনিকে নমস্কার করিয়া বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১১। ততস্তদ্বাক্যানন্তরং ব্রহ্মণ্যদেবস্য শ্রীকৃষ্ণস্যানুবর্ত্তিনঃ। অতএব সপাদগ্রহণং নত্বা ভক্ত্যা তস্য পাদৌ ধৃত্বা তয়োঃ প্রণম্যেত্যর্থঃ। হে মাতরুত্তরে!॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযাদবা উচুঃ—

১১২। শ্রীকৃষ্ণস্যাপি পূজ্যস্ত্বমস্মদীয়মহাপ্রভোঃ।
কথমস্মান্ মহানীচান্নীচবন্নমসি প্রভো॥

১১৩। জিতবাক্‌পতিনৈপুণ্য যদিদং নস্ত্বয়োদিতম্।
তদসম্ভাবিতং ন স্যাদ্‌যাদবেন্দ্র-প্রভাবতঃ॥

মূলানুবাদ

১১২। শ্রীযাদবগণ বলিলেন, হে পরমারাধ্যপাদ মুনে! আপনি আমাদের পূজ্য, শ্রীকৃষ্ণেরও পূজনীয়, অতএব কি নিমিত্ত নীচব্যক্তির ন্যায় মহানীচ আমাদিগকে বারংবার নমস্কার করিতেছেন?

১১৩। আপনি বাক্‌চাতুর্যে বাক্‌পতিকেও পরাজয় করিয়াছেন, সুতরাং আপনি আমাদের যে কিছু মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন, শ্রীযাদবেন্দ্রের প্রভাবে তাহা অসম্ভব নহে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১২। প্রভো! হে পরমারাধ্যপাদ॥

১১৩। জিতং বাক্‌পতের্ব্রহ্মণোঽপি নৈপুণ্যং বাক্‌চাতুর্য্যং যেন তস্য সম্বোধনম্; অনেন বাক্‌চাতুর্য্যেণৈব ত্বয়োচ্যতে, ন তু তত্ত্ববিচারেণেতি ভাবঃ। তথাপি নোঽস্মাকং যদিদং পূর্ব্বোক্তং মাহাত্ম্যমুদিতমুক্তং, তৎ ত্বদুক্তং সর্ব্বং শ্রীযাদবেন্দ্রস্য প্রভাবতঃ অসম্ভাবিতং ন স্যাৎ কিন্তু ঘটত এবেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১১৩। হে জিতবাক্‌পতে! এই সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, আপনি বাক্‌পতি ব্রহ্মার বাক্‌চাতুর্যকেও জয় করিয়াছেন; অতএব আপনি বাক্‌চাতুর্য সহকারে আমাদের যে কিছু মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন, তাহা আপনার বাক্‌চাতুর্যমাত্র; কিন্তু তত্ত্ববিচারপ্রসূত নহে; তথাপি পূর্বে আমাদের যে কিছু মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন, শ্রীযাদবেন্দ্রের প্রভাবে তাহা অসম্ভব নহে এবং সংঘটিত হইতেছে।

১১৪। তস্য কেনাপি গন্ধেন কিং বা কস্য ন সিদ্ধ্যতি।
মহাদয়াকরো যোঽয়ং নিরুপাধিসুহৃত্তমঃ॥

মূলানুবাদ

১১৪। তাঁহার সহিত কিছুমাত্র সম্বন্ধ গন্ধ থাকিলেও সকলের সকল সিদ্ধি হইতে পারে। কারণ, তিনি দয়ার আকর ও নিরুপাধি সুহৃত্তম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৪। তত্র হেতুং বদন্তস্তস্য পরমমাহাত্ম্যং বর্ণয়ন্তি—তস্যোত দ্বাভ্যাম্ যাদবেন্দ্রস্য গন্ধেন দূরসম্বন্ধেনাপি। তত্রৈব হেতুমাহুঃ—মহেত্যাদিনা। যো যাদবেন্দ্রোঽয়ং মহাদয়ায়া আকর উৎপত্তিস্থানম্। মহাদয়াপি ন কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকারাপেক্ষয়েত্যাহুঃ—নিরুপাধীতি। অহৈতুকপরমোপকারিশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৪। এক্ষণে তাহার হেতু শ্রীযাদবেন্দ্রের পরম মাহাত্ম্য 'তস্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন। শ্রীযাদবেন্দ্রের সহিত দূর সম্বন্ধ হইলেও সকলের সকল সিদ্ধ হইতে পারে। তাহার হেতু এই যে, তিনি মহাদয়ার আকর বা উৎপত্তিস্থান। আচ্ছা, এবম্বিধ মহাদয়ার আকর সত্য; কিন্তু সেই দয়াবৃত্তি যদি কিঞ্চিৎমাত্র প্রত্যুপকারের অপেক্ষায় কৃত না হয়, তাহা হইলে সে দয়ার সার্থকতা কি? তাহাতেই বলিতেছেন, ঐ দয়া নিরুপাধিক এবং তিনিও অহৈতুক পরমোপকারী শ্রেষ্ঠ সুহৃদ।

সারশিক্ষা

১১৪। নিরুপাধিক দয়া প্রত্যুপকারের অপেক্ষা করে না, উহা সহজ-ভক্তবাৎসল্যের প্রক্রিয়াবিশেষ। কোনও দোষে ঐ দয়াবৃত্তি হ্রাস হয় না বা গুণে বৃদ্ধি হয় না। যে দয়া দয়াপাত্রের গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত, গুণের অভাবে বা দোষ দর্শনে তাহার হ্রাস হইতে পারে এবং নূতন গুণের উদ্গমে উহার বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু যে দয়া নিরুপাধিক, তাহা দোষ-গুণের অপেক্ষা রাখে না। অর্থাৎ দোষে বা গুণে তাহার হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না।

১১৫। মহামহিমপাথোধিঃ স্মৃতমাত্রোঽখিলার্থদঃ।
দীননাথৈকশরণং হীনার্থাধিকসাধকঃ॥

মূলানুবাদ

১১৫। তিনি মহামহিমার সাগর বলিয়া তাঁহার স্মরণমাত্র তিনি অখিল অর্থ প্রদান করিয়া থাকেন, আবার তিনি দীননাথ, অনাথের একমাত্র আশ্রয়। বিশেষতঃ দীন-হীনজনের অধিকতর অর্থসাধক।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৫। তত্রাপি ন বাঞ্ছানুসারেণ কিন্তু বাঞ্ছাতীতমপি সম্পাদয়তীত্যাহুঃ—মহেতি। বাঞ্ছাতীতফলপ্রদত্বাদিরূপো মহামহিমা তস্য পাথোধিঃ সমুদ্রঃ গভীরাপারস্থিরাশ্রয়ঃ। তচ্চ ন চিরেণ ন চাধিকার্য্যপেক্ষয়া ইত্যাহুঃ—স্মৃতমাত্রঃ সন্। পাঠান্তরে স্মৃতিমাত্রেণ মনসি চিন্তামাত্রেণৈব অখিলানামেব অর্থান্ পুরুষার্থান্ দদাতীতি তথা সং। তত্রাপি যে দীনা অকিঞ্চনা আর্তা বা অনাথাশ্চানাশ্রয়াস্তেষামেকমদ্বিতীয়ং শরণং রক্ষিতা আশ্রয়ো বা। তত্রাপি যে হীনা পরমনীচা ধর্ম্মজ্ঞানভক্ত্যাদিরহিতা বা তেষামর্থান্ সর্বেভ্যোঽধিকং যথা স্যাত্তথা সাধয়তীতি তথা সঃ। এবং তস্য মহাদয়াকরত্বাদিমহিমবিশেষাদস্মাকঞ্চ পরমদীনহীনত্বাত্তস্য কারণ্যভরোঽস্মাসু যুক্ত এবেতি তৎপ্রভাবাৎ। সর্বমস্মাকং ঘটত এব; তথাপি সর্বং ততস্তিস্মিন্নেব বিচারেণ পর্য্যবস্যতি ন ত্বস্মাসু। অতঃ কেবলমস্মানালক্ষ্য তথা বর্ণনং বাক্‌চাতুর্য্যাদেবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৫। তত্রাপি তিনি যে কেবল ভক্তের বাঞ্ছানুসারেই ফলদান করেন, তাহা নহে; বাঞ্ছার অতীত ফলও সম্পাদন করেন। তাই বলিতেছেন 'মহামহিম' ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ বাঞ্ছাতীত ফলপ্রদত্বাদিরূপ মহামহিমসাগর। অর্থাৎ সাগর যেরূপ গভীর, অপার, স্থির ও অগাধ জলের আশ্রয়; শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ। আবার সাধকের বাঞ্ছাপূরণ বিষয়েও তিনি দীর্ঘকাল কিংবা অধিকারী-অনধিকারীর শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট কার্যের অপেক্ষা করেন না; স্মৃতিমাত্রই অখিল পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। পাঠান্তরে স্মৃতিমাত্রে বা মনে চিন্তামাত্রে অখিল পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। তত্রাপি তিনি দীন ও অনাথের একমাত্র আশ্রয়। অর্থাৎ যাহারা দীন, অকিঞ্চন, আর্ত বা অনাথা, যাহার অন্য কোন আশ্রয় নাই, তাহাদের পক্ষে তিনি অদ্বিতীয়

আশ্রয় ও রক্ষক। তথাপি তিনি দীন-হীনজনের অধিকতর অর্থসাধক। অর্থাৎ যে দীন-হীন পরম নীচ ধর্ম-জ্ঞান-ভক্তিরহিত, তাহারই বাঞ্ছা সর্বাপেক্ষা বেশী পূরণ করিয়া থাকেন। এই প্রকার তাঁহার মহাদয়াকরত্বাদি মহিমাবিশেষ হইতেই আমাদের মত পরম দীন-হীনজনের প্রতিও তাদৃশ কারণ্যভরতা সাধিত হইয়া থাকে। অতএব আমাদের যে কিছু মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন, শ্রীযাদবেন্দ্রের প্রভাবে তাহা অসম্ভব নহে, বলিতে কি, তাহা সদা সংঘটিত হইতেছে; তথাপি কিন্তু তত্ত্ব বিচার করিলে ঐ মাহাত্ম্য তাঁহার মহিমায় পর্যবসিত হইতেছে আমাদের কিন্তু কোনও মহিমা নাই। অতএব আপনি কেবল আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া যে কিছু মাহাত্ম্য কীর্তন করিলেন, তাহা আপনার বাক্‌চাতুর্যমাত্র।

১১৬। কিন্ত্বস্মাসূদ্ধবঃ শ্রীমান পরমানুগ্রহাস্পদম্।
যাদবেন্দ্রস্য যো মন্ত্রী শিষ্যো ভৃত্যঃ প্রিয়ো মহান্॥

মূলানুবাদ

১১৬। হে মুনে! এ সকলই সত্য, কিন্তু আমাদিগের মধ্যে আবার শ্রীমান্ উদ্ধবই শ্রীযাদবেন্দ্রের পরমানুগ্রহের পাত্র, তিনি তাঁহার মন্ত্রী, শিষ্য, ভৃত্য ও পরম প্রিয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৬। ইত্থং তদুক্তমশেষমঙ্গীকৃত্যাপি ভক্তিস্বাভাবিকাতৃপ্তাত্মনো লঘুতাং বক্তুমদ্ধবস্য ভগবৎকৃপাবিশেষপাত্রতামাহাত্ম্যমাহুঃ—কিন্ত্বিতি দশভিঃ। অস্মাসু মধ্যে যাদবেন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যঃ পরমোহনুগ্রহস্তস্য পাত্রম্ অতএব শ্রীমান সর্বসম্পত্তিযুক্তঃ। মহানিত্যস্য মন্ত্রীত্যাদিপদচতুষ্কেনৈব সম্বন্ধঃ। য উদ্ধবঃ যাদবেন্দ্রস্য মহামন্ত্রীতি দিক্। এবমস্মাকং মন্ত্রিত্বাদৌ সত্যপি মহত্ত্বাভাবাত্ততো নিকৃষ্টত্বমেবেতি ভাবঃ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৬। এই প্রকারে যে কিছু মহিমা কীর্ত্তন করিলেন, শ্রীযাদবগণ তাহা অঙ্গীকার করিয়াও ভক্তির স্বাভাবিক অতৃপ্ততা ও লঘুতাবশতঃ (যেখানে যত অধিক ভক্তি বা কৃপা বর্তমান, সেখানে অতৃপ্তি ও লঘুতাভাব তত বেশী বিদ্যমান; তাই যাদবগণ ভক্তির স্বাভাবিক ধর্মানুসারে) নিজ নিজ অপেক্ষা শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাবিশেষ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকেই কৃপাবিশেষের পাত্ররূপে স্থির করিলেন এবং তাঁহারই মহিমা কীর্তন করিবার জন্য 'কিন্তু' ইত্যাদি দশটি শ্লোকে বলিতেছেন। আমাদিগের মধ্যে শ্রীউদ্ধবই শ্রীযাদবেন্দ্রের পরমানুগ্রহের পাত্র। অতএব শ্রীমান—সর্বসম্পত্তিযুক্ত। তিনি তাঁহার মহামন্ত্রী, মহাশিষ্য, মহাসেবক ও পরম প্রিয় ইত্যাদি সম্বন্ধ চতুষ্টয়ে অন্বিত। যদিও আমরা শ্রীযাদবেন্দ্রের মন্ত্রী, শিষ্য, সেবক ও প্রিয়; তথাপি শ্রীমান্ উদ্ধবই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু তাদৃশ্য মহত্ত্বাভাব-হেতু আমরা নিকৃষ্ট।

সারশিক্ষা

১১৬। শ্রীভগবানের কৃপা যেখানে নাই, সে-ই গর্বিত। যাহার উপর ভগবানের কৃপা হইয়াছে, সে-ই নতি স্বীকার করে। যিনি ধনে, জনে, কুলে, মানে, বিদ্যায়,

ভক্তিতে সর্ববিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও দৈন্যবশতঃ নিজেকে অত্যন্ত নীচ বলিয়া মনে করেন, তিনিই দীন, তিনিই অকিঞ্চন। যখন বন্যার জল আসে, তখন সকল স্থান প্লাবিত হইলেও যেস্থান নিম্ন, বন্যার জল সেখানে দাঁড়ায়। এইরূপ সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াও সাধক নিজেকে সর্ববিষয়ে সর্বাপেক্ষা হেয় মনে করিলে প্রেমভক্তির অধিকারী হইতে পারেন। আবার ভক্তির স্বরূপগত ধর্ম হইতেছে, ভক্তকে সর্ববিষয়ে দীন ভাবাপন্ন করা। অতএব ভক্ত স্বরূপতঃ ও কার্যতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও মনে যেন ধন-মানাদির অভিমান বা প্রতিষ্ঠাশা পোষণ না করেন। এমনকি তাঁহা অপেক্ষা সর্ববিষয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিও যদি তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তথাপি তিনি যেন একটুও মনঃক্ষুণ্ণ না হন।

১১৭। অস্মান্ বিহায় কুত্রাপি যাত্রাং স কুরুতে প্রভুঃ।
ন হি তদ্দুঃখমস্মাকং দৃষ্টে তস্মিন্নপব্রজেৎ॥

১১৮। ন জানীমঃ কদা কুত্র পুনরেষ ব্রজেদিতি।
উদ্ধবো নিত্যমভ্যর্ণে নিবসন সেবতে প্রভুম্॥

মূলানুবাদ

১১৭। মহাপ্রভু আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যদি কখন কোনস্থানে গমন করেন, তাহাতে আমাদের যে দুঃখ হয়, প্রভু পুনশ্চ প্রত্যাবৃত হইলেও সেই বিরহজন্য দুঃখের অপগম হয় না।

১১৮। না জানি সেই প্রভু আবার কবে কোনস্থানে যান, এই ভাবি-দুঃখের অবসান হয় না। অর্থাৎ ভাবিবিচ্ছেদ আশঙ্কায় প্রভুর দর্শনেও সম্যক্ সুখ হয় না। কিন্তু শ্রীউদ্ধবই কেবল প্রভুর নিকটে থাকিয়া সর্বদা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১১৭। তদেব দর্শয়তি—অস্মানিতি দ্বাভ্যাম। তৎ পরিত্যাগজং দুঃখম্ অস্মিন্ প্রভৌ॥

১১৮। তত্র হেতুঃ—নেতি ভাবিবিচ্ছেদাশঙ্কয়া দর্শনেঽপি সম্যক্ সুখং ন স্যাদিত্যর্থঃ। উদ্ধবশ্চ সদা সুখীত্যাহঃ—উদ্ধব ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৭-১১৮। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১১৯। স্বগম্য এব বিষয়ে রেষয়েদ্ভগবানমুম্।
কৌরবাবৃতসাম্বীয়মোচনাদিকৃতে ক্বচিৎ॥

মূলানুবাদ

১১৯। শ্রীভগবান তাঁহাকে নিজের গমন যোগ্য স্থানেও প্রেরণ করিয়া থাকেন। যেমন সাম্বকে কৌরবেরা অবরুদ্ধ করিলে তিনি সাম্বের মোচনার্থ শ্রীউদ্ধবকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১১৯। ননু কদাচিদ্ গোকুলে, কদাপি হস্তিনাপুরাদৌ প্রেষণাত্তস্যাপি ভগবদ্বিচ্ছেদদুঃখং স্যাদেব, তত্রাহুঃ—স্বগম্য ইতি। স্বস্য ভগবতো গম্যে গমনযোগ্যে ক্বচিৎ কস্মিন্নপি বিষয়ে স্থান এব নান্যত্র। অমুমুদ্ধবম্; কৌরবৈর্ভীষ্ম-দুর্য্যোধনাদিভিরাবৃতঃ দুর্য্যোধনকন্যাহরণান্নিরুদ্ধো যঃ সাম্বো জাম্ববতীসুতস্তদীয়-মোচনাদিনিমিত্তমেব। আদিশব্দেন শ্রীনন্দব্রজজনাশ্বাসনাদি; তচ্চ পরমরহস্যত্বান্ন প্রকাশয়ন্তি। অতো ভগবৎপ্রিয়জনমোচনাশ্বাসনাদিনা ভগবৎসঙ্গমসুখাদপ্যধিকং তস্য সুখং ফলতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৯। যদি বলেন, শ্রীভগবান শ্রীমান্ উদ্ধবকে কোন সময়ে গোকুলে, কোন সময়ে বা হস্তিনাপুরাদিতে প্রেরণ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহারও ভগবদ্বিচ্ছেদজনিত দুঃখ হইয়া থাকে। তাহাতেই বলিতেছেন, 'স্বগম্য' ইত্যাদি। শ্রীভগবান তাঁহাকে নিজের গমনযোগ্য কোন কোন স্থানে প্রেরণ করিয়া থাকেন সত্য; কিন্তু জাম্ববতীসুত সাম্বকে অবরোধ করিলে, তাঁহার মোচনের জন্য শ্রীউদ্ধবকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন। আদি-শব্দে শ্রীনন্দব্রজবাসীজনের আশ্বাসনাদিও গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ, পরম রহস্যত্ব-হেতু তাহা প্রকাশ করিলেন না। অতএব ভগবৎ প্রিয়জন মোচন ও আশ্বাসনাদি নিমিত্ত একমাত্র শ্রীউদ্ধবকেই প্রেরণ করিয়া থাকেন। এই প্রকারে যদিও তাঁহার ভগবদ্বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়, তথাপি শ্রীভগবানের প্রিয়জনের মোচন ও আশ্বাসনাদিকার্যে ভগবৎসঙ্গসুখ অপেক্ষাও অধিকতর আনন্দময় ফল লাভ হয়।

১২০। যস্তিষ্ঠন্ ভোজনক্রীড়াকৌতুকাবসরে হরেঃ।
মহাপ্রসাদমুচ্ছিষ্টং লভতে নিত্যমেকলঃ॥

১২১। পাদারবিন্দদ্বন্দ্বং যঃ প্রভোঃ সম্বাহয়ন্ মুদা।
ততো নিদ্রাসুখাবিষ্টঃ শেতে স্বাঙ্কে নিধায় তৎ॥

মূলানুবাদ

১২০। শ্রীউদ্ধব মহাপ্রভুর ভোজন ক্রীড়া কৌতুকের সময়ও নিকটে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং একাকী নিত্য প্রভুর উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ আস্বাদন করিয়া থাকেন।

১২১। শ্রীকৃষ্ণের পদকমলযুগল সম্বাহন করিতে করিতে উদ্ধব আনন্দভরে কখন নিদ্রাবিষ্ট হইলেও প্রভুর পদযুগল স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়াই সুখে শয়ন করিয়া থাকেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১২০। উক্তামেব তস্য সদা নিকটবর্ত্তিতয়া সেবাং প্রপঞ্চয়ন্তি—য ইত্যাদিনা প্রাপয়তীত্যন্তেন। হরের্ভোজনক্রীড়ৈব কৌতুকং তৎসময়ে মহাপ্রসাদরূপং উচ্ছিষ্টং ভোজনোচ্ছেষমন্নাদি॥

১২১। ততঃ সম্বাহনাৎ নিদ্রাপি সুখম্ অঙ্কে প্রভুপাদারবিন্দার্পণাৎ তেনাবিষ্টঃ সন্; তৎ পাদারবিন্দদ্বন্দ্বম্; এবং শয়নেঽপ্যবিচ্ছেদো দর্শিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২০। উক্তপ্রকারে যিনি শ্রীকৃষ্ণের সমীপে সদা অবস্থানপূর্বক বিবিধ সেবা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীউদ্ধবের সেবা বিষয় 'যস্তিষ্ঠন্' ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রাপয়তি' পর্যন্ত কয়েকটি শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীহরির ভোজনক্রীড়া-কৌতুকের সময়ও এই উদ্ধব প্রভুর সমীপে অবস্থানপূর্বক মহাপ্রসাদরূপ উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ ভোজনাবশেষ অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকেন।

১২১। এই প্রকার প্রভুর পাদপদ্ম-সম্বাহন দ্বারাও নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নিদ্রাবেশে উক্ত পদযুগল নিজ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়াই সুখে শয়ন করিয়া থাকেন। এই প্রকারে শয়নকালেও যে তাঁহার প্রভুর সহিত বিচ্ছেদ হয় না, তাহাও প্রদর্শিত হইল।

১২২। রহঃক্রীড়ায়াঞ্চ ক্বচিদপি স সঙ্গে ভগবতঃ,
প্রয়াত্যত্রামাত্যঃ পরিষদি মহামন্ত্রমণিভিঃ।
বিচিত্রৈর্নর্মৌঘৈরপি হরিকৃতশ্লাঘনভরৈ-
র্মনোজ্ঞৈঃ সর্ব্বান্নঃ সুখয়তি বরান্ প্রাপয়তি চ॥

মূলানুবাদ

১২২। শ্রীভগবানের রহঃক্রীড়া সময়েও কখন কখন শ্রীউদ্ধব প্রভুর সহিত গমন করিয়া থাকেন। তিনি মহাসভামধ্যেও প্রধান মন্ত্রী। শ্রীহরি যে সকল মনোহর পরিহাসব্যঞ্জক বাক্যের অতিশয় প্রশংসা করেন, শ্রীউদ্ধব সেই সকল বাক্যদ্বারা আমাদিগের সকলকেই সুখী করিয়া থাকেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১২২। ক্বচিৎ শ্রীকুব্জাদিগৃহে যা রহঃক্রীড়া তস্যামপি। যদ্বা, ক্বচিদিতি কস্যাঞ্চিৎ কদাচিদিতি বা। স উদ্ধবঃ প্রযাত্যপি। ন চৈবং রহঃসেবক এব, সভামধ্যেঽপি স এব শ্রেষ্ঠতরোঽস্মাকমপি সুখপ্রদাতা স এবেত্যাহুঃ—অত্রেতি, মহানমাত্যঃ সচিবঃ; বিচিত্রৈর্মন্ত্রমণিভিঃ মন্ত্ররত্নৈঃ পরমোত্তমমন্ত্রণাভিরিত্যর্থঃ। বিচিত্রৈর্নর্মণাং পরিহাসোক্তীনামৌঘৈঃ সমূহৈরপি। কথম্ভূতৈস্তৈস্তৈঃ? হরিণা শ্রীকৃষ্ণেন কৃতঃ শ্লাঘনানাং প্রশংসানাং ভরো যেষু তৈঃ। বরান্ মনোঽভীষ্টান্ কামান্ ভগবদুচ্ছিষ্টাদীন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২২। কখন শ্রীকুব্জাদিগৃহে, কখন বা অন্যত্র রহঃক্রীড়া সময়েও শ্রীউদ্ধব প্রভুর সহিত গমন করিয়া থাকেন। তিনি যে কেবল রহঃলীলা-সেবক, তাহা নহে; মহাসভামধ্যেও শ্রেষ্ঠতর সেবক এবং আমাদেরও সুখপ্রদাতা। সভামধ্যে তিনি প্রধান অমাত্য, মণি-মন্ত্রাদির ন্যায় অব্যর্থ মন্ত্রণাদান-কার্যেও অগ্রণী তিনি। শ্রীভগবান যে সকল মনোহর পরিহাস বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন, ইনি তাদৃশ মনোজ্ঞ বিচিত্র বাক্যবিন্যাস করিয়া আমাদের সকলকেই সুখী করিয়া থাকেন। আবার কখন কখন আমাদিগকে ভগবৎ-উচ্ছিষ্টরূপ মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়া মনোভীষ্ট পূর্ণ করিয়া থাকেন।

১২৩। কিং তস্য সৌভাগ্যকুলং হি বাচ্যং
বাতুলতাং প্রাপ কিলায়মেবং।
আশৈশবাদ্যঃ প্রভুপাদপদ্ম-
সেবারসাবিষ্টতয়োচ্যতেঽজ্ঞৈঃ ॥

মূলানুবাদ

১২৩। শ্রীউদ্ধবের সৌভাগ্যকুলের কথা আর কি বলিব? তিনি শৈশবাবধি প্রভুর পাদপদ্মসেবায় এমন আবিষ্ট যে, অজ্ঞলোকসকল তাঁহার সেই আবেশকে বাতুলতার কার্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৩। ইদানীং বাল্যতস্তস্যাসাধারণ-সেবারসাবেশমাহাত্ম্যমাহুঃ—কিমিতি অয়মুদ্ধবঃ বাতুলতাং বাতরোগাভিভূততাং প্রাপ। এবমেতদ্যঃ উদ্ধবঃ। অজ্ঞৈস্তু তত্ত্বানভিজ্ঞৈর্জনৈরুচ্যতে। কেন হেতুনা? শৈশবমভিব্যাপ্য প্রভুপদপদ্মযোঃ সেবারসে আবিষ্টতয়া পরমাসক্ত্যা তদাবেশেনেতি বা। বহিরনুসন্ধানাভাবেন ভূতাবিষ্টস্যেবাসম্বন্ধপ্রলাপাদিনা বাতুলসাদৃশ্যাদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৩। ইদানীং শ্রীউদ্ধবের বাল্যাবধি অসাধারণ সেবারসাবেশ-মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন। শ্রীউদ্ধবের মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব? অজ্ঞ লোকসকল তাঁহার ঐ সেবারসাবেশকে বাতুলতায় পর্যবসিত করিয়াছে, বায়ুরোগাভিভূত প্রাপ্ত করাইয়াছে। কি হেতু? তিনি শৈশবকাল হইতে প্রভুর পাদপদ্ম-সেবারসে ঈদৃশ পরমাবিষ্ট যে, অথবা শ্রীভগবানের সেবায় পরমাবেশবশতঃ বাহ্যানুসন্ধানের অভাবে ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় অসম্বন্ধ প্রলাপাদি করিয়া থাকেন, তজ্জন্য অনভিজ্ঞ লোকসকল তাঁহাকে বাতুল বলিয়া থাকে।

১২৪। অহো সদা মাধবপাদপদ্ময়োঃ
প্রপ(বৃ)ত্তিলাম্পট্যমহত্ত্বমদ্ভুতম্।
ইহৈব মানুষ্যবপুষ্যবাপ
স্বরূপমুৎসৃজ্য হরেঃ স্বরূপতাম্॥

মূলানুবাদ

১২৪। অহো! নিরন্তর শ্রীমাধবের পাদপদ্মের সেবারসে যে অদ্ভুত রসিকত্ব এবং তাহার মহত্ত্ব, এক শ্রীউদ্ধব হইতেই জগতে প্রকাশ পাইয়াছে। অধিক কি, তিনি এই মানব শরীরেই শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ স্বাভাবিক গৌরত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বর্ণসাম্য লাভ করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৪। অস্তু তাবত্তস্য তত্তদ্‌গুণমহিমা, রূপমহিমাপি পরমাদ্ভুতঃ। সর্বলোকানন্দক ইতি দ্বাভ্যাং বদন্তস্তত্রাদ্যেন সেবারসাবেশস্য স্বাভাবিকাবান্তরফলমাহুঃ—অহো ইতি। প্রপত্তিঃ সেবা, তস্যাং লাম্পট্যং রসিকত্বং, তস্য মহত্ত্বং মহিমা। যত ইহ অমুষ্মিন্ লোক এব জন্মনি ইতি বা, তত্রাপি মানুষ্যবপুষ্যেব। যদ্বা, বর্ত্তমানে মানুষ্যবপস্বপি ইত্যর্থঃ। স্বস্য রূপং মধ্যদেশীয়ানাং ক্ষত্রিয়াণাং সহজগৌরত্বাদিকং বিহার হরেঃ সমানরূপতাং শ্যামসুন্দরতাদিকমবাপ প্রাপ্ত উদ্ধবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৪। শ্রীউদ্ধবের সর্বলোকানন্দক তত্তৎ গুণমহিমার কথা দূরে থাকুক, তাঁহার রূপমহিমাও পরমাদ্ভুত। এইরূপে তাঁহার সেবারসের স্বাভাবিক ও অবান্তর ফলের উল্লেখ করিতেছেন। অহো! উদ্ধবের কি প্রপত্তি? সদা শ্রীমাধব-পাদপদ্মের সেবারসে যে লাম্পট্য বা রসিকত্ব, তাহার মহত্ত্ব এক শ্রীউদ্ধবেই প্রকাশ পাইয়াছে। যেহেতু, এক উদ্ধবই ইহলোকে এবং এই জন্মেই মানবদেহের স্বাভাবিক রূপ অর্থাৎ মধ্যদেশীয় ক্ষত্রিয়গণের সহজ-গৌরত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির সমানরূপতা (শ্যামসুন্দররূপতা) প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সারশিক্ষা

১২৪। নিজপ্রভুর সেবাবিষয়ে স্বাভাবিক প্রেমময় প্রগাঢ় তৃষ্ণাই সেবারসের স্বাভাবিক ফল; ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি যেমন স্বভাবতঃই

অনুরক্ত, তাহাতে যেমন কাহারও প্রেরণার অপেক্ষা নাই, সেইরূপ নিজ প্রভু শ্রীকৃষ্ণে প্রেমময় প্রগাঢ় তৃষ্ণাই সেবারসের স্বাভাবিক ফল বা স্বরূপ লক্ষণ। আর সেই প্রগাঢ় তৃষ্ণার কার্য হইতেছে, নিজ প্রভুর মাধুর্যরসে আবিষ্টতা। তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির যেরূপ একমাত্র জলেই আবেশ, জল ভিন্ন অন্য বস্তুর অনুসন্ধান করিতেও যেন তাহার কায়-বাক্য-মন অসমর্থ, সেইরূপ নিজ-প্রভুর সেবারসেই শ্রীউদ্ধবের আবেশ এবং ইহাই সেবারসের অবান্তর ফল। বস্তুতঃ এই সেবারসে নিজ প্রভুর সুখানুসন্ধান ব্যতীত স্বসুখ সন্ধানের লেশমাত্রও নাই।

১২৫। প্রদ্যুম্নাদ্রম্যরূপঃ প্রভুদয়িততরোঽপ্যেষ কৃষ্ণোপভুক্তৈ
র্বন্যস্রক্‌পীতপট্টাংশুকমণিমকরোত্তংসহারাদিভিস্তৈঃ।
নেপথ্যৈর্ভূষিতোঽস্মান্ সুখয়তি সততং দেবকীনন্দনস্য
ভ্রান্ত্যা সন্দর্শনেন প্রিয়জনহৃদয়াকর্ষণোৎ কর্ষভাজা॥

মূলানুবাদ

১২৫। শ্রীউদ্ধব শ্রীপ্রদ্যুম্ন হইতেও অধিক সুন্দর এবং শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়। তিনি প্রভুর প্রসাদী বনমালা, পীতবস্ত্র, মণি, মকরকুণ্ডল ও হারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া আমাদিগকে সতত সুখী করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাকে নেপথ্যে দর্শন করিলে মনে হয় যে, ইনিই বুঝি আমাদের দেবকীনন্দন, এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণভ্রান্তি উৎপাদন দ্বারা হৃদয়ে এক বিশেষ আকর্ষণ জন্মাইয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৫। তদেব বিবৃণ্বন্তি—প্রদ্যুম্নাদিতি। এষঃ উদ্ধবঃ প্রদ্যুম্নাৎ পরমসুন্দরাদপি রম্যং রূপং সৌন্দর্য্যং যস্য সঃ। প্রদ্যুম্নাদপি প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দয়িততরঃ পরমপ্রিয়শ্চ। অতঃ কৃষ্ণেন উপভুক্তৈস্তৈরসাধারণৈর্বন্যস্রগাদিভির্নেপথ্যৈর-লঙ্কারৈর্ভূষিতঃ সন্ সততং ভগবৎসন্দর্শনরহিতাবসরেঽপি অস্মান্ সুখয়তি। বন্যস্রক্ বনমালা; 'পত্রপুষ্পময়ী (পাদপর্য্যন্তলম্বিতা) মালা বনমালা প্রকীর্ত্তিতা।' ইত্যেবংরূপা। মণিঃ কৌস্তুভঃ; মকরোত্তংসৌ মকরা কৃতিকুণ্ডলে; হারো মুক্তাবলী; আদি-শব্দেন অনুলেপ-শিরোভূষণাদি। কথং সুখয়তি? দেবকীনন্দনস্য ভ্রান্ত্যা দেবকীনন্দনোঽয়মিতি তস্য সাদৃশ্যভ্রমেণ যৎ সন্দর্শনং বিজ্ঞানং রূপগ্রহণং বা তেন। কথম্ভূতেন? তস্য প্রিয়জনানাং হৃদয়স্যাকর্ষণে য উৎকর্ষস্তং ভজতে আশ্রয়তীতি তথা তেন। অয়মর্থঃ—ভগবদ্দর্শনসময়ে উদ্ধবে দূরতো দৃষ্টে শ্রীদেবকীনন্দনবুদ্ধির্ভবতি, সা চ ভ্রান্ত্যৈব। তথাপি তস্য দর্শনেন অস্মাকং সুখং স্যাৎ, যতস্তৎ পরমমনোহরতরমিতি। যদ্বা, ভ্রান্ত্যা ইতস্ততো ভগবৎসেবার্থং ভ্রমণেন যৎ সততং সন্দর্শনং তেন সুখয়তি। যতো দেবকীনন্দনস্য প্রিয়জনহৃদয়াকর্ষণোৎকর্ষভাজেতি প্রাপ্ততৎসারূপ্যত্বাৎ। যদ্বা, সংদৃশ্যত ইতি সন্দর্শনং পরমসুন্দররূপং ততশ্চায়মর্থঃ—ভগবৎ-সাক্ষাদুদ্ধবত্বেন জ্ঞাতোঽপি তৎসদৃশরূপেণ তত্র চেতস্ততো ভ্রমণেন সর্বত্রাপি দৃশ্যমানেন সততমস্মান্ সুখয়তি। তত্র হেতুঃ—প্রিয়জনেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৫। তাহাই বিবৃত হইতেছে, এই উদ্ধব পরম সুন্দর প্রদ্যুম্ন হইতেও পরম সৌন্দর্যশালী এবং প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রিয়। তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপভুক্ত অসাধারণ

বনমালা ইত্যাদি অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া ভগবৎদর্শনরহিত সময়েও আমাদিগকে সুখী করিয়া থাকেন। বন্যস্রক-বনমালা, এই বনমালা পত্র—পুষ্পময়ী পাদবিলম্বিত। মণি—কৌস্তুভ, মকরোত্তংস—মকরাকৃতি কুণ্ডল, হার—মুক্তারচিত হারাদি। আদি-শব্দে অনুলেপন, শিরোভূষণাদিও গ্রহণীয়। তিনি এই সকল বিভূষণে বিভূষিত হইয়া আমাদিগকে সতত সুখী করিয়া থাকেন। কিরূপে? শ্রীদেবকীনন্দনের ভ্রান্তি উৎপাদন দ্বারা। অর্থাৎ দূর হইতে শ্রীদেবকীনন্দন সদৃশ বেশভূষা দর্শনে আমাদের মনে হয় যে, ইনিই দেবকীনন্দন। যদিও ইহা ভ্রান্তি; তথাপি এই প্রকার ভ্রান্তির সহিত তাঁহাকে দর্শন করিলেও বা তাঁহাকে জানিলেও আমাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনজন্য আনন্দের উদ্গম হইয়া থাকে। সেই ভ্রম কিরূপ? ভগবানের অদর্শনসময়ে তৎসদৃশ পরমমনোহর বেশভূষাসম্পন্ন উদ্ধবকে দেখিলেও আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-ভ্রান্তির সহিত হৃদয়ে একটি বিশেষ আকর্ষণ জন্মে। ভাবার্থ এই যে, শ্রীভগবানের অদর্শন সময়ে দূর হইতে তাদৃশ বেশ-ভূষাযুক্ত উদ্ধবকে দেখিলেও 'ইনিই দেবকীনন্দন' এই বুদ্ধি হয়। যদিও ইহা ভ্রম, তথাপি তাঁহার দর্শনে আমাদের সুখ হয়। কারণ, তিনি রমণীয় রূপশালী শ্রীকৃষ্ণ-সাদৃশ্যপ্রাপ্ত। বিশেষতঃ প্রিয়জনের হৃদয়াকর্ষণের উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণের সারূপ্যদ্বারাও আমাদিগকে সুখী করেন। অথবা তিনি শ্রীভগবৎসেবার্থ সতত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করেন বলিয়া তাঁহার দর্শনে আমরা সুখী হইয়া থাকি। যেহেতু, তিনি শ্রীদেবকীনন্দনের সারূপ্যপ্রাপ্ত, সুতরাং প্রিয়জনের হৃদয়াকর্ষণে সমর্থ বলিয়া তাঁহার সন্দর্শনে আমরা সুখী হইয়া থাকি। অথবা সন্দর্শন বলিতে শ্রীকৃষ্ণের পরম মনোহর রূপের সাদৃশ্য-হেতু অর্থাৎ যদিও আমরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ উদ্ধব বলিয়া জানি, তথাপি তিনি ভগবৎসারূপ্য প্রাপ্ত বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণের দ্বারা আমাদের দৃশ্যমান হইয়া সতত সুখদান করেন। কারণ, আমরা তাঁহার প্রিয়জন।

সারশিক্ষা

১২৫। 'সাদৃশ্যভ্রম' বলিতে যে ব্যাপার হৃদয়স্থ ভাবকে অনুভাবিত করিয়া প্রতীতিযোগ্য করে, বা উদ্দীপিত করিয়া সাদৃশ্যভ্রম উৎপাদন করে, তাহাই উদ্দীপন বিভাব। এখানে যদিও শ্রীউদ্ধবে শ্রীকৃষ্ণত্ব অবিদ্যমান, তথাপি আরোপ দ্বারা প্রতীতি হইয়া থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্প বিদ্যমান না থাকিলেও সর্প প্রতীতি হইতে হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার হয়, তদ্রূপ শ্রীউদ্ধবে শ্রীকৃষ্ণত্ববোধ না থাকিলেও তৎস্বরূপের সাদৃশ্যবশতঃ তাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণত্বজ্ঞান আরোপিত হয় ও তজ্জনিত প্রিয়জনের হৃদয় এক আনন্দরসে আপ্লুত হয়।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১২৬। মাতরিত্যাদিকং শ্রুত্বা মহাসৌভাগ্যমুত্তমম্।
উদ্ধবস্য মুনির্গেহং গন্তুং হর্ষপ্রকর্ষতঃ॥

১২৭। উত্থায় তস্য দিগ্‌ভাগবর্ত্মাদাতুং সমুদ্যতঃ।
জ্ঞাত্বোক্তা যদুরাজেন চিত্রপ্রেমবিকারভাক্॥

মূলানুবাদ

১২৬-১২৭। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মাতঃ! শ্রীনারদজী এই প্রকার শ্রীউদ্ধবের মহাসৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে বিবিধ প্রেমবিকারে বিভূষিত হইয়া শ্রীউদ্ধবগৃহে গমনজন্য উত্থিত হইলেন এবং যেদিকে তাঁহার গৃহের পথ, সেই পথ অবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন; তাঁহার গমনোদ্যম জানিয়া যদুরাজ উগ্রসেন বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৬-১২৭। ইতি এতদুক্তমাদির্যস্য তৎ, উদ্ধবস্য মহাসৌভাগ্যং শ্রুত্বা। আদিশব্দাদনুক্তমপ্যন্যদ্‌বোদ্ধব্যম্; তচ্চাগ্রে নারদোক্তৌ ব্যক্তং ভাবি। হর্ষ-প্রকর্ষতঃ পরমানন্দভরেণ উদ্ধবস্য গেহমেব গন্তুং সভাত উত্থায়। তস্য গেহস্য যো দিগ্‌ভাগস্তস্য বর্ত্মআদাতুং গ্রহীতুং সম্যক্ নিশ্চয়েন উদ্যতো মুনির্জ্ঞাত্বা লক্ষয়িত্বা যদুরাজেন উগ্রসেনেনোক্ত ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। চিত্রাঃ পরমাদ্ভুতাঃ নানাবিধা বা যে প্রেমবিকারাঃ স্বেদকম্পপুলকাশ্রুপাতাদয়ঃ তান ভজতীতি তথাভূতঃ সন॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৬-১২৭। শ্রীউদ্ধবের ইত্যাদি প্রকারে বর্ণিত ও অবর্ণিত মহাসৌভাগ্যাদির কথা শ্রবণ করিয়া (আদি-শব্দে অনুক্ত বা যাহা পরে শ্রীনারদোক্তিতে ব্যক্ত হইবে, তৎসমস্ত বোদ্ধব্য।) শ্রীনারদ পরমানন্দভরে শ্রীউদ্ধবের গৃহে গমন করিবার নিমিত্ত সভা হইতে উত্থিত হইলেন এবং যেদিকে ঐ গৃহের পথ, সেই দিক্ অবলম্বন করিতে সমুদ্যত হইলেন। তাহা লক্ষ্য করিয়া যদুরাজ উগ্রসেন পরমাদ্ভুত স্বেদ-কম্প-অশ্রু-পুলকাদি প্রেমবিকারে বিভূষিতাঙ্গ শ্রীনারদকে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীমদুগ্রসেন উবাচ—

১২৮। ভগবন্নুক্তমেবাসৌ ক্ষণমেকমপি ক্বচিৎ।
নান্যত্র তিষ্ঠতীশস্য কৃষ্ণস্যাদেশতো বিনা॥

১২৯। যথাহং প্রার্থ্য তৎসঙ্গস্থিতিং নাপ্নোমি কর্হিচিৎ।
তন্মহালাভতো হীনোঽসত্যয়া রাজ্যরক্ষয়া॥

মূলানুবাদ

১২৮। শ্রীউগ্রসেন বলিলেন, হে ভগবন্! আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীউদ্ধব প্রভুর আদেশ ব্যতিরেকে ক্ষণকালও তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন স্থানে অবস্থান করেন না।

১২৯। পরন্তু আমি প্রার্থনা করিয়াও প্রভুর সঙ্গলাভ করিতে পারি নাই। এই তুচ্ছ রাজকার্যের অনুরোধে আমি প্রভুর সঙ্গরূপ মহান্ লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১২৮। উক্তমেবাস্মাভিঃ—'উদ্ধবো নিত্যমভ্যবর্ণে' ইত্যাদিনা। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—অসাবিত্যাদিনা। আদেশতো বিনেতি যদি কদাচিৎ প্রভোরাজ্ঞা ভবতি, তদৈবান্যত্র তিষ্ঠতি। ঈশস্যেতি ঈশ্বরাজ্ঞালঙ্ঘনাশক্তেরিত্যর্থঃ। এতদপি পূর্ব্বমেব বিবৃতমস্তি॥

১২৯। এবমুদ্ধবস্য ভগবৎপার্শ্বেঽবস্থিত্যুক্ত্যা তদ্গৃহাগমনং নিবার্য নারদোক্ত-মাত্মমাহাত্ম্যং পরিহরন্নুদ্ধবস্যৈব মাহাত্ম্যভরমাহ—যথাহমিত্যাদিনা যাবৎসমাপ্তিঃ। তস্য কৃষ্ণস্য সঙ্গে স্থিতিং প্রার্থ্য তমেব যাচিত্বা যথা তাং কর্হিচিৎ কদাচিদপি ন প্রাপ্নোমি। যথা চ বঞ্চিতঃ কৃষ্ণেনাহং ভবামি, তথা ন কশ্চিদপীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। অতএব সঃ তৎসঙ্গাবস্থানরূপো যো মহালাভঃ তস্মাদ্ধীনশ্চ যথা ভবামি। কেন হেতুনা? রাজ্যস্য রক্ষয়া। অসত্যয়েতি, ভগবৎপ্রসাদ-প্রাপ্তস্য রাজ্যস্য বৈরিবর্গকৃতাভিভবাদিশঙ্কায়াস্তত্ত্বতোঽসম্ভবাৎ। যদ্বা, অসত্যয়া কপটরূপয়েত্যর্থঃ। ভগবদধিষ্ঠিতস্য রাজ্যস্য কথঞ্চিদপি বৈকল্যাদ্যসম্ভবেন 'অহমন্যত্র যামি, ত্বং তাবদ্রাজ্যং রক্ষ।' ইত্যাদিরূপায়াস্তদাজ্ঞায়াঃ কাপট্যাপত্তে রাজ্যরক্ষায়ামপি কাপট্যপ্রসক্তেঃ। তথা চ হরিবংশে রুক্মিণীস্বয়ম্বর প্রসঙ্গে—'তিষ্ঠ ত্বং নৃপশার্দ্দূল! ভ্রাতা মে সহিতো নৃপ। ক্ষত্রিয়া নিকৃতপ্রজ্ঞাঃ শাস্ত্রনিশ্চিতদর্শনাঃ॥ পুরীং শূন্যামিমাং বীর! জঘন্য মাস্ম পীড়য়ন্।' ইত্যাদি। ভগবদাজ্ঞানন্তরমুগ্রসেনবাক্যম্—'ত্বয়া বিহীনাঃ সর্বে স্ম ন শক্তাঃ সুখমাসিতুম্। পুরেঽস্মিন্ বিষয়ান্তে চ পতিহীনা যথা

স্ত্রিয়ঃ॥ ত্বৎসনাথা বরং তাত! তদ্বাহুবলমাশ্রিতাঃ। বিভীমো ন নরেন্দ্রাণাং সেন্দ্রাণামপি মানদ॥ বিজয়ায় যদুশ্রেষ্ঠ! যত্র যত্র গমিষ্যমি। যত্র ত্বং সহিতোঽস্মাভির্গচ্ছেথা মাদবর্ষভ॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৮। উক্ত বিষয় আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, "উদ্ধবই কেবল নিত্য প্রভুর সমীপে অবস্থান করেন।" অতঃপর তাহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে, শ্রীউদ্ধব প্রভুর আদেশ বিনা ক্ষণকালও অন্যত্র গমন বা অবস্থান করেন না। আর যদি কখনও প্রভুর আজ্ঞায় অন্যত্র গমন বা অবস্থান করিতে হয়, তাহাও কেবল ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘনে অশক্ত-হেতু।

১২৯। এই প্রকারে শ্রীউদ্ধবের সতত ভগবৎপার্শ্বে অবস্থিতির কথা বলিয়া এবং শ্রীনারদকে তদীয় গৃহগমনে নিবৃত্ত করিয়া, শ্রীনারদোক্ত নিজমাহাত্ম্য পরিহার নিমিত্ত শ্রীউদ্ধবের মাহাত্ম্যরাশি বর্ণন করিতেছেন, ('যথাহং' ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া যাবৎ পরিসমাপ্তি) আমি প্রার্থনা করিয়াও কখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্থিতি লাভ করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ আমি যেরূপ প্রভুর সঙ্গলাভে বঞ্চিত, প্রভু, সেইরূপ কাহাকেও বঞ্চনা করেন নাই। অতএব তাঁহার সঙ্গে অবস্থানরূপ যে মহান লাভ, আমি সেই লাভে বঞ্চিত। কি হেতু? অসত্য রাজকার্যের অনুরোধে। এখানে 'অসত্য' বলিলেন বটে, কিন্তু ভগবৎপ্রসাদে প্রাপ্ত রাজ্যে বৈরিবর্গ-কর্তৃক পরাভবাদির আশঙ্কা তত্ত্বতঃ অসম্ভব। অথবা অসত্য বলিতে কপটরূপ, কিন্তু ভগবদ্-অধিষ্ঠিত রাজ্যে কিছুমাত্র বৈকল্যাদির সম্ভাবনা নাই; তবে যে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে আদেশ করেন, "আমি যাবৎকাল অন্যস্থান হইতে প্রত্যাবর্তন না করি, তাবৎকাল আপনি রাজ্যরক্ষা করুন।" এইরূপ আজ্ঞাই কপটতা, অর্থাৎ এইরূপ রাজ্যরক্ষার নিমিত্ত আজ্ঞা হইতেই কাপট্য প্রসক্তি হইতেছে। এ বিষয় হরিবংশে শ্রীরুক্মিণী-স্বয়ম্বর-প্রসঙ্গে শ্রীউগ্রসেনের প্রতি শ্রীভগবানের আদেশ—'হে নৃপশার্দূল! আপনি আমার ভ্রাতার সহিত এই পুরীতে অবস্থান করুন। ক্ষত্রিয় নৃপগণ স্বভাবতঃ নিকৃত-প্রজ্ঞ এবং শাস্ত্রে নিশ্চিত বুদ্ধিসম্পন্ন। অতএব হে বীর! আপনি জঘন্য জনসকলকে পীড়নপূর্বক এই শূন্য পুরীতে অবস্থান করুন।' ইত্যাদিরূপ ভগবদাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া শ্রীউগ্রসেন বলিলেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! পতিহীনা স্ত্রীর ন্যায় আপনার অভাবে আমরা এই শূন্য পুরীতে বাস করিতে অক্ষম। যেহেতু, আপনি আমাদের নাথ। হে তাত! আপনাকে পাইয়া আমরা সনাথ হইয়াছি এবং আপনার বাহুবলের আশ্রয়ে নরেন্দ্রগণের কথা কি, ইন্দ্রের ভ্রূকুটিতেও ভয় করি না। হে যদুশ্রেষ্ঠ! আপনি যেখানে গমন করিবেন, আমরাও আপনার সহিত সেই স্থানে গমন করিব।"

১৩০। আজ্ঞাপালনমাত্রেকসেবাদরকৃতোৎসবঃ।
যথা চ বঞ্চিতো নীত্বা মিথ্যাগৌরবযন্ত্রণাম্॥

মূলানুবাদ

১৩০। যদিও প্রভুর আজ্ঞাপালনার্থই আমি এই রাজকার্য করিতেছি, এবং উহাই তাঁহার সেবা ভাবিয়া সাদরে ঐ সেবা করিয়াই যৎকিঞ্চিৎ আনন্দানুভব করিতেছি; তথাপি কিন্তু প্রভুর এ জাতীয় গৌরবযন্ত্রণা প্রদান হইতে মনে হয় যে, প্রভু আমাকে বঞ্চনাই করিয়াছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১৩০। ননু তর্হি কথং তত্র ত্বং প্রবর্ত্তসে? তদাজ্ঞালঙ্ঘনে মহাদোষাদিতি চেত্তর্হি পুনঃ কথং শোচসি? পরমানন্দবিশেষাযোগাদিত্যাহ—আজ্ঞেতি। আজ্ঞাপালনমাত্রং যা একা সেবা তস্যামাদরঃ শ্রদ্ধা তেন কৃতঃ উৎসবঃ তৎসঙ্গস্থিত্যাদিপরমানন্দো যস্য সঃ। যথা চৈবংভূতো ভবামি। কিং কৃত্বা বঞ্চিতঃ? মিথ্যা ব্যর্থেনৈব গৌরবেণ ভবানার্যো মাতামহো যদুকুলরাজঃ সিংহাসনে সমুপবিশ্যাস্মানাজ্ঞাপরতু প্রত্যুদ্গমনাদিকং চ মম বিদধাত্বিত্যাদিরূপেণ সম্মাননেন যন্ত্রণাং পরমসঙ্কোচপীড়াং প্রাপয্য। তথা চ হরিবংশে রাজরাজেশ্বরতাভিষেকানন্তরং দ্বারকা-প্রবেশেঽর্ঘোদ্যত-ভুজং রথাদবতীর্য ভূমৌ স্থিতমুগ্রসেনং দৃষ্ট্বা ভগবানুবাচ—'যন্ময়া স্বভিষিক্তস্ত্বং মথুরেশো ভবানিতি। ন যুক্তমন্যথা কর্ত্তুং মথুরাধিপতে! স্বয়ম্॥ অর্ঘ্যমাচমনঞ্চৈব পাদ্যঞ্চাথ নিবেদিতম্। ন দাতুমর্হসে রাজন্নেষ মে মনসঃ প্রিয়ঃ॥' ইত্যাদি। এতাদৃশৈস্তদীয়বচনব্যবহারৈর্বঞ্চনান্মম পরমদুঃখমেব পর্য্যবস্যতি। কুতো মহাসৌভাগ্যমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩০। আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি রাজকার্যে প্রবৃত্ত হইলেন কিরূপে? আর যদি তদাজ্ঞা লঙ্ঘনে মহাদোষই হয়, তবে আবার শোক করিতেছেন কেন? তাই পরমানন্দসহকারে বলিতেছেন, তাঁহার আজ্ঞা পালন নিমিত্তই আমি এই রাজকার্য করিতেছি এবং উহা তাঁহার সেবা ভাবিয়া পরমাদরে উক্ত সেবাকার্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার সঙ্গে অবস্থানাদিজনিত পরমানন্দের কথঞ্চিৎ অনুভব করিতেছি। কিন্তু তাঁহার সঙ্গরূপ মহান্ লাভে বঞ্চিত। কি করিয়া বঞ্চিত হইলেন? তিনি মিথ্যা গৌরবময় যন্ত্রণা প্রদান করিয়া আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। সেই গৌরবময়

যন্ত্রণা কিরূপ? তিনি বলেন, হে আর্য! হে মাতামহ! হে যদুকুলরাজ! ইত্যাদি। আবার কখনও বলেন, ''আপনি সিংহাসনে উপবেশনপূর্বক আমাদিগকে আদেশ প্রদান করুন।'' কখনও বা প্রত্যুদ্গমনাদিও করিয়া থাকেন। এই প্রকার মিথ্যা সম্মান-যন্ত্রণা বা পরমসঙ্কোচ পীড়া প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব আমি অতি দুর্ভাগা। এ বিষয় হরিবংশে উক্ত আছে, রাজরাজেশ্বররূপে অভিষেকের পর দ্বারকা প্রবেশের সময় শ্রীভগবান রথ হইতে অবতারণ করিলে, আমি অর্ঘ্যহস্তে তাঁহার পূজা করিতে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, ''হে মথুরাধিপতি উগ্রসেন! আমি আপনাকে মথুরেশ্বররূপে মথুরারাজত্বে অভিষিক্ত করিয়াছি, স্বয়ং তাহার অন্যথা করিতে পারি না। হে রাজন্! আমাকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি নিবেদন করা উচিত নয়, আর ইহা আমার মনেরও অভিপ্রায় নহে।'' অতএব হে দেবর্ষে! মৎপ্রতি শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ বাক্য বা ব্যবহারাদি আমার পরমদুঃখেই পর্যবসিত হইতেছে। আমার মহাসৌভাগ্য কোথায়?

১৩১। কৃষ্ণেন ন তথা কশ্চিদুদ্ধবস্য মহাসুখী।
তৎপার্শ্বসেবাসৌভাগ্যাদ্বঞ্চিতঃ স্যাৎ কদাপি ন॥

১৩২। তত্তত্র গত্বা ভবতাশু মাদৃশাং, সন্দেশমেতং স নিবেদনীয়ঃ।
অদ্যাত্যগাদাগমনস্য বেলা, স্বনাথমাদায় সভাং সনাথয়॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবৎকৃপাভরনির্দ্ধারখণ্ডে
প্রিয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

১৩১। বাস্তবিকপক্ষে প্রভু কাহাকেও আমার মত বঞ্চনা করেন না। আর শ্রীউদ্ধব ত' মহাসুখী, প্রভু তাঁহাকে নিজ পার্শ্বে রাখিয়া সেবাসুখ প্রদান করেন এবং সেই সেবা-সৌভাগ্য হইতে কখনও বঞ্চিত করেন না।

১৩২। এইজন্য আপনি সত্বর শ্রীভগবানের অন্তঃপুরে গমন করিয়া শ্রীউদ্ধবকে দর্শন করুন এবং সেই সঙ্গে আমাদেরও এই নিবেদন জ্ঞাপন করুন যে, অদ্য প্রভুর আগমনের সময় অতীত হইয়াছে; তিনি সত্বর নিজপ্রভুকে লইয়া সভায় আগমনপূর্ব্বক সভাকে সনাথ করুন।

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩১। তথা উক্ত প্রকারেণ কশ্চিদন্যো ন বঞ্চ্যত ইত্যর্থঃ। এবং শ্রীসাত্যক্যাদিবদপি মম সৌভাগ্যং নাস্তি। কুতশ্চোদ্ধবসদৃশমহাসৌভাগ্যং স্যাৎ। অতঃ স এবৈকো মহাভাগ্যবিশেষবানিত্যাহ—উদ্ধবশ্চেতি। যতস্তস্য কৃষ্ণস্য পার্শ্বে সেবৈব সৌভাগ্যং তস্মাৎ কদাপি বঞ্চিতো ন স্যাৎ। সদৈব নিকটবর্ত্তিতয়া তৎ সেবত ইত্যর্থঃ॥

১৩২। অদ্য তু তৎকৃপয়ৈব বয়ং সুখিনঃ স্যামেত্যাশয়েনাহ—তদিতি। যস্মাদেবম্ভূত উদ্ধবস্তস্মাৎ। তত্র ভগবদন্তঃপুরে; সঃ উদ্ধবঃ; আগমনস্য বেলা ভবতো ভগবতো বা সভায়ামাগমনকালঃ অদ্য অত্যগাদতিক্রান্ত। অতঃ স্বনাথং শ্রীযাদবেন্দ্রম্ আদায় সঙ্গে গৃহীত্বা। আশ্বিত্যস্যাত্রাপ্যনুষঙ্গঃ। সভাং সুধর্ম্মামেত্যম্। সনাথয়েতি তদ্দর্শনং বিনা বরং সর্ব্বে অনাথা এবেত্যর্থঃ। এবং ত্বমপ্যস্মত্তোঽধিকসৌভাগ্যবান্ স্বচ্ছন্দেন নিকটগমনাদিতি ভাবঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃত-টীকায়াং দিগ্‌দর্শিন্যাং প্রথমখণ্ডে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

১৩১। উক্তপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণ কাহাকেও (আমার ন্যায়) বঞ্চনা করেন নাই। বলিব কি, শ্রীসাত্যকি প্রভৃতির মত আমার সৌভাগ্য নাই; শ্রীউদ্ধবের ত' কথাই নাই। কারণ, তিনি মহাসুখী; সুতরাং তাঁহার সদৃশ মহাসৌভাগ্য কোথায়? অতএব একাকী উদ্ধবই মহাসৌভাগ্যবান্। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ কখনই তাঁহাকে (নিজের পার্শ্বে থাকিয়া যে সেবা কৃত হয় সেই) নর্মসেবাসৌভাগ্য হইতে কদাপি বঞ্চিত করেন না। তিনি সদা নিকটে থাকিয়া সেবা করেন।

১৩২। অদ্য তাঁহার কৃপাতেই আমরা সুখী হইব। এই আশয়ে বলিতেছেন 'তত্তত্র' ইত্যাদি। শ্রীউদ্ধব যখন ঈদৃশ সৌভাগ্যবান্, তখন আপনি সত্বর শ্রীভগবানের অন্তঃপুরে গমন করিয়া উদ্ধবকে আমাদের সংবাদ জ্ঞাপন করুন। "অদ্য প্রভুর সভায় আগমনকাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। অতএব তিনি সত্বর নিজপ্রভু শ্রীযাদবেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া সুধর্মাসভায় আগমনপূর্বক সভাকে সনাথ করুন। তাঁহার দর্শন বিনা আমরা অনাথার ন্যায় প্রতীক্ষা করিতেছি।" এইজন্য আপনিও আমাদের অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবান্, কারণ, স্বচ্ছন্দে তাঁহার নিকট গমনাদি করিতে সমর্থ।

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে পঞ্চম অধ্যায়ে টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১। তচ্ছ্রুত্বার্য্যে মহাপ্রেমরসাবেশেন যন্ত্রিতঃ।
মহাবিষ্ণুপ্রিয়ো বীণাহস্তোঽসৌ বিস্মৃতাখিলঃ॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মাতঃ! সেই শ্রীউদ্ধব-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মহাবিষ্ণুর পরমপ্রিয় শ্রীনারদ মহাপ্রেমরসে বিবশ হইয়া পড়িলেন, সুতরাং নিখিল বিষয়সম্বন্ধ বিস্মৃত হইলেন বলিয়া বীণা হস্তে ধারণ করিলেও বাজাইবার সামর্থ্য ছিল না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

ষষ্ঠে মুন্যুক্তিতোঽন্যোন্যং কৃতায়ামুদ্ধবাদিভিঃ।
চিত্রায়াং ব্রজবার্ত্তায়াং মোহঃ প্রেম্ণোচ্যতে প্রভোঃ॥

১। হে আর্যে মাতঃ! তৎ উদ্ধবমাহাত্ম্যং শ্রুত্বা অসৌ মুনিঃ শ্রীনারদঃ প্রাসাদস্য শ্রীভগবদালয়স্য অভ্যাসং সমীপং গত ইতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। বীণা হস্তে যস্য স ইতি হস্ত এব কেবলং সা বর্ত্ততে ন তু বাদ্যত ইত্যর্থঃ। যতঃ বিস্মৃতমখিলং দেহদৈহিকাদিকং যেন সঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুনিবর শ্রীনারদের উক্তিতে শ্রীউদ্ধবাদি যাদববৃন্দ-কৃত ব্রজবার্তায় প্রভুর বিচিত্র প্রেমমোহ এবং ঐ প্রেমের বিষয় উক্ত হইতেছে।

১। হে মাতঃ! শ্রীউদ্ধবের সেই মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মুনিবর শ্রীনারদ শ্রীভগবানের প্রাসাদ সমীপে গমন করিলেন। ইহাই তিনটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। মুনিবর হস্তে বীণা ধারণ করিয়া রহিলেন, কিন্তু বাজাইবার সামর্থ্য ছিল না। যেহেতু, তিনি মহাপ্রেমরসাবেশে দেহ-দৈহিকসম্বন্ধাদি সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

২। সদা দ্বারবতীবাসাভ্যস্তান্তঃপুরবর্ত্মনা।
প্রভুপ্রাসাদদেশান্তঃপ্রবেশাশ্চর্য্যবাহিনা॥

৩। পূর্ব্বাভ্যাসাদিবাভ্যাসং প্রাসাদস্য গতো মুনিঃ।
ভূতাবিষ্টো মহোন্মাদগৃহীতশ্চ যথেতরঃ॥

মূলানুবাদ

২। শ্রীনারদ সর্বদা দ্বারকাপুরে অবস্থান করিতেন বলিয়া অন্তঃপুরপথ পরম কৌতুকাবহ হইলেও প্রবেশপথ বিষয়ে অভ্যস্ত থাকায়, প্রভুর প্রাসাদ সমীপে উপস্থিত হইলেন।

৩। শ্রীমুনি পূর্বাভ্যাসবশতঃ প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া ভূতাবিষ্ট বা মহা উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২। কথং তর্হি প্রাসাদাভ্যাসং গতঃ? পূর্ব্বাভ্যাসবলাদিত্যাহ—সদেতি। সর্ব্বদা যো দ্বারবত্যাং বাসস্তেনাভ্যস্তং যদন্তঃপুরস্য বর্ত্ম তেন। কথম্ভূতেন? প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য যঃ প্রাসাদস্য দেশঃ প্রদেশঃ তস্যান্তঃপ্রবেশে আশ্চর্য্যং পরম-কৌতুকং বিবিধগতিভঙ্গীভিঃ পরমদুর্লক্ষ্যত্বাদিবৈচিত্রীভির্বোঢ়ুং প্রাপয়িতুং শীলমস্যেতি তথা তেন॥

৩। অতঃ পূর্ব্বকৃতাদভ্যাসাৎ পুনঃ পুনর্গমনাবৃত্তেরেব। ইবেতি পরম-প্রেমবৈবশ্যোদয়েঽপি তত্ত্বতো ভগবন্মার্গবিস্মরণাযোগাৎ। লৌকিকরীত্যাং বা নাধিকার্থম্। যথা ইতরঃ প্রাকৃতো জনো ভূতাবিষ্টঃ সন্। বার্থে চকারঃ। যথা বা মহোন্মাদেন গৃহীতঃ বশীকৃতঃ সন যাতি তথা গতঃ। যদ্বা, স যথা ভবতি তথায়ং বভূবেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

২। আচ্ছা, তাহা হইলে তিনি কিরূপে প্রাসাদ সমীপে গমন করিলেন? পূর্বাভ্যাসবলে। অর্থাৎ তিনি সর্বদা দ্বারাবতীতে বাস করিতেন বলিয়া পূর্বাভ্যস্তপথে প্রভুর অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেই পথ কিরূপ? শ্রীকৃষ্ণের যে প্রাসাদ বা অন্তঃপুর প্রবেশের পথ, তাহা পরম আশ্চর্য ও অতিশয় কৌতুকাবহ বিবিধগতিভঙ্গী দ্বারা পরম দুর্লক্ষ্য বিচিত্রভাবসম্পন্ন, কিন্তু গমনের পক্ষে দেবর্ষির কোনরূপ ভ্রম ঘটিল না।

৩। অতএব পূর্বকৃত অভ্যাসপ্রযুক্ত অর্থাৎ পূর্বে পুনঃপুন গমনাগমনের অভ্যাস-বলে পরমপ্রেম-বৈবশ্যদশাতেও প্রভুর প্রাসাদাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। আর তত্ত্বতঃ বিচার করিলেও জানা যায় যে, পরমপ্রেমবৈবশ্য অবস্থাতেও ভগবন্মার্গ-বিস্মরণ হয় না। পরন্তু তৎকালে তাঁহাকে লৌকিকরীতে বা অজ্ঞলোকের দৃষ্টিতে ভূতাবিষ্ট বা মহা উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

সারশিক্ষা

৩। দেবর্ষির উক্ত প্রেমবৈবশ্যাদি ভাবসমূহ সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার নৃত্য ও গমনাদিও সত্ত্বোৎপন্ন, বুদ্ধিপূর্বক বা প্রবৃত্তিবশতঃ নহে, প্রত্যুত (এই প্রকার বৈবশ্যদশাতেও) ভগবন্মার্গে গমনাদির স্বতঃই প্রবৃত্তি হয় বলিয়া উহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় না। এইরূপে তাঁহাদের আচার-ব্যবহার শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ হইয়া পরবর্তীকালে প্রমাণরূপে গৃহীত হয়।

৪। ভূমৌ ক্বাপি স্খলতি পততি ক্বাপি তিষ্ঠত্যচেষ্টঃ
ক্বাপ্যুৎকম্পং ভজতি লুঠতি ক্বাপি রোদিত্যথার্ত্তঃ।
ক্বাপ্যাক্রোশন্ প্লুতিভিরয়তে গায়তি ক্বাপি নৃত্যন্,
সর্বং ক্বাপি শ্রয়তি যুগপৎ প্রেমসম্পদ্বিকারম্।।

মূলানুবাদ

৪। তিনি কখনও স্খলিত, কখনও ভূতলে পতিত, কখনও বা চেষ্টারহিত হইতে লাগিলেন। আবার কখনও লুণ্ঠন, কখনও বা আর্ত্তবৎ রোদন করিতে লাগিলেন; কখনও চীৎকার, কখনও প্লুতগতিতে গমন, কখনও গান ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। কখনও বা যুগপৎ সমস্ত প্রেমবিকার প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪। তদেবাহ—ভূমাবিতি। প্লুতিভিঃ কুর্দনৈঃ অয়তে চলতি ক্বাপি কুত্রাপি কদাচিদ্বা যুগপৎ সমকালমেব প্রেমসম্পদো বিকারং কম্পস্বেদপুলকরোদনাদিকং ভজতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫। হে মন্মাতরিদানীং ত্বং সাবধানতরা ভব।
স্থিরতাং প্রাপয়ন্তী মাং সধৈর্য্যং শৃণ্বিদং স্বয়ম্॥

৬। তস্মিন্নহনি কেনাপি বৈমনস্যেন বেশ্মনঃ।
অন্তঃপ্রকোষ্ঠে সুপ্তস্য প্রভোঃ পার্শ্বং বিহায় সঃ॥

৭। অদূরাদ্দেহলীপ্রান্তে নিবিষ্টঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ।
বলদেবো দেবকী চ রোহিণী রুক্মিণী তথা॥

৮। সত্যভামাদয়োঽন্যাশ্চ দেব্যঃ পদ্মাবতী চ সা।
প্রবৃত্তিহারিণী কংস-মাতা দাস্যস্তথা পরাঃ॥

মূলানুবাদ

৫। হে মাতঃ! ইদানীং আপনি পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সাবধান হউন এবং আমাকেও অস্থির দেখিলে স্থৈর্য-সম্পাদন করাইয়া আপনি স্বয়ং ধৈর্য-সহকারে বক্ষ্যমাই বিষয় শ্রবণ করিবেন।

৬-৮। ঐ দিন কোন এক কারণবশতঃ বিমনা হইয়া শ্রীমান্ উদ্ধব অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নিদ্রিত প্রভুর পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া অদূরে দ্বারদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার সহিত শ্রীবলদেব, শ্রীদেবকী, শ্রীরোহিণী, শ্রীরুক্মিণী ও শ্রীসত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ এবং ভগবৎপ্রবৃত্তিহারিণী কংসমাতা পদ্মাবতী ও অপরাপর দাসী সকলও তুষ্ণীভূত হইয়া সকলে বসিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫। মম মাতরিতি সম্বোধনং বক্ষ্যমাণপরমাদ্ভুতভগবচ্চরিতস্য মনসি প্রবেশেন প্রেমবিশেষোদয়াৎ। ইদানীমিতি অগ্রে পরমমোহনভগবচ্চেষ্টিতবিশেষস্য প্রস্তোতব্যত্বাৎ। কিমর্থং? তদাহ—মমাপি স্থিরতাং প্রেমবৈবশ্যাদ্ ধৈর্য্যং স্বস্থতাং বা প্রাপয়ন্তী সতী স্বয়মপী ত্বং ধৈর্য্যেণ সহিতং যথা স্যাত্তথা ইদং বক্ষ্যমাণং শৃণু॥

৬-৮। কেনাপীত্যনির্ধারোঽগ্রে তদ্বিস্তারণোচিত্যাদধুনা মোহশঙ্কাতো বা। বৈমনস্যেন অন্যমনস্ত্বেন মনোদুঃখেন বা হেতুনা বেশ্মনঃ নিজপ্রাসাদস্য অন্তঃপ্রকোষ্ঠে মধ্যস্থানবিশেষে সুপ্তস্য প্রভোঃ পার্শ্বমন্তিকং ত্যক্ত্বা দেহলীপ্রান্তে স উক্তমাহাত্ম্যো নারদোদ্দেশ্যো বা উদ্ধবো নিবিষ্টোঽস্তি, বলদেবাদয়শ্চ নিবিষ্টাঃ সন্তীতি ত্রয়াণামন্বয়ঃ। সা প্রসিদ্ধা উগ্রসেনরূপধারিণা দ্রুমিলদৈত্যেন চলিতত্বাৎ। প্রবৃত্তির্ভগবদ্বার্তা তস্যা হারিণী বহিঃপ্রকাশকারিণী। অতএব তস্যাস্তত্র সদাবস্থিতিরিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, 'হে মম মাতঃ!' এই প্রকার সম্বোধনের হেতু এই যে, অতঃপর ভগবানের পরমাদ্ভুত চরিত্র বর্ণিত হইবে, এই কথা মনে হওয়ায় প্রেমবিশেষের উদয়ে বলিলেন, 'ইদানীং আপনি সাবধান হউন, অগ্রে ভগবানের পরমমোহন চেষ্টাবিশেষ বর্ণিত হইবে।' কি জন্য? 'বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গ বর্ণনকালে প্রেম-বৈবশ্য-হেতু আমাকে অস্থির দেখিলে ধৈর্য অবলম্বন করাইবেন এবং আপনি স্বয়ং উহা ধৈর্যের সহিত শ্রবণ করিবেন।'

৬-৮। ঐ দিবস কোন এক মনোদুঃখবশতঃ শ্রীমান্ উদ্ধব দ্বারদেশে উপবিষ্ট ছিলেন। সম্প্রতি উহা বিস্তার করা অনুচিত বা মোহাদি আশঙ্কা করিয়া 'কেনাদি' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। অতএব মনোদুঃখবশতঃ বা শ্রীভগবানের মোহ আশঙ্কা করিয়া শ্রীউদ্ধব প্রাসাদের অন্তঃপ্রকোষ্ঠের মধ্যস্থান-বিশেষে নিদ্রিত প্রভুর পার্শ্ব পরিত্যাগ করিয়া অদূরে দেহলীপ্রান্তে (দ্বারদেশে) মৌনভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীবলদেব প্রভৃতিও ঐ স্থানে নিবিষ্টভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। সা—প্রসিদ্ধা পদ্মাবতীও ছিলেন। প্রসিদ্ধা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যিনি উগ্রসেনরূপধারী দ্রুমিলদৈত্য-কর্তৃক প্রতারিত হইয়াছিলেন, সেই প্রসিদ্ধা কংসজননী পদ্মাবতী। বিশেষতঃ 'প্রবৃত্তিহারিণী' অর্থাৎ ভগবদ্বার্তার বহিঃপ্রকাশকারিণী বলিয়া তাঁহার তথায় সদা অবস্থিতি জানিতে হইবে।

৯। তূষ্ণীম্ভূতাশ্চ তে সর্বে বর্তমানাঃ সবিস্ময়ম্।
তত্র শ্রীনারদং প্রাপ্তমৈক্ষন্তাপূর্বচেষ্টিতম্॥

১০। উত্থায় যত্নাদানীয় স্বাস্থ্যং নীত্বা ক্ষণেন তম্।
প্রেমাশ্রুক্লিন্নবদনং প্রক্ষাল্যাহুঃ শনৈর্লঘু॥

মূলানুবাদ

৯। এই সময় শ্রীনারদ অপূর্ব প্রেমচেষ্টা সকল প্রকাশ করিতে করিতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তদ্দর্শনে তাঁহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন।

১০। তখন তাঁহারা উঠিয়া যত্নের সহিত শ্রীনারদকে নিকটে আনয়নপূর্বক ক্ষণকাল মধ্যেই তাঁহার স্বাস্থ্য-সম্পাদন করতঃ অশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৯। বিস্ময়োঽসময়ে ভগবচ্ছয়নাৎ তেন সহিতং যথা স্যাত্তথা বর্ত্তমানাস্তে উদ্ধবাদয়ঃ তত্র ভগবৎ প্রাসাদসমীপে প্রাপ্তং শ্রীঃ প্রেমবিশেষসম্পত্তিস্তৎত্বকৃতশোভা বা তদ্যুক্তং নারদমপশ্যন্। কথম্ভূতম্? অপূর্বম্ভূতং পূর্ববিলক্ষণং বা চেষ্টিতং যস্য তম্॥

১০। আনীয়েতি দূরতঃ স্থিতং বলান্নিজসমীপং প্রাপয্যেত্যর্থঃ। তং শ্রীনারদং প্রেমাশ্রুভিঃ ক্লিন্নমার্দ্রং নারদস্য বদনং প্রক্ষাল্য শনৈরল্পশঃ তত্রাপি লঘু অনুচ্চৈর্ভগবতো নিদ্রাভঙ্গং মনোদুঃখং বা কিমপ্যাশঙ্ক্য তদ্ভয়াৎ। আহুস্তএব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অসময়ে শ্রীভগবান শয়ান রহিয়াছেন। তাই সকলে মৌনভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ইত্যবসরে শ্রীনারদ ঐ স্থানে (ভগবৎপ্রাসাদসমীপে) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরন্তু তাঁহার প্রেমবিশেষসম্পত্তি বা প্রেমকৃত পূর্ববিলক্ষণ অদ্ভুত চেষ্টাসকল দেখিয়া শ্রীউদ্ধবাদি সকলেই বিস্মিত হইলেন।

১০। তাঁহারা দুরস্থিত শ্রীনারদকে বলপূর্বক নিজ সমীপে আনয়নকরতঃ তাঁহার স্বাস্থ্য-সম্পাদনের জন্য প্রেমাশ্রুপূর্ণ মুখমণ্ডল প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং ধীরে ধীরে (শ্রীভগবানের নিদ্রাভঙ্গ আশঙ্কা করিয়া বা কোন এক মনোদুঃখবশতঃ) বলিতে লাগিলেন।

১১। অদৃষ্টপূর্বমস্মাভিঃ কীদৃশং তেঽদ্য চেষ্টিতম্।
আকস্মিকমিদং ব্রহ্মংস্তূষ্ণীমুপবিশ ক্ষণম্॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১২। সগদ্গদমুবাচাশ্রুধারামীলিতলোচনে।
যত্নাদুন্মীলয়ন্নত্বা সকম্পপুলকাচিতঃ॥

শ্রীনারদ উবাচ—

১৩। মনোজ্ঞ-সৌভাগ্যভবৈকভাজনং
ময়া সমং সঙ্গময়ধ্বমুদ্ধবম্।
তদীয়পাদৈকরজোঽথবা ভবে-
ত্ত্বদৈব শান্তির্বত মেঽন্তরাত্মনঃ॥

মূলানুবাদ

১১। হে ব্রহ্মন্! আজ আমরা আপনার একি আকস্মিক চেষ্টা দেখিতেছি? আপনার এই সকল চেষ্টা অদৃষ্টপূর্ব বলিয়াই বোধ হইতেছে। যাহা হোক, ক্ষণকাল স্থির হইয়া বসুন।

১২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীনারদ অশ্রুধারা-মুদ্রিত লোচনদ্বয় যত্ন সহকারে উন্মীলিত করিয়া নমস্কার করিলেন এবং পুলকপূর্ণিত কম্পিত-কলেবরে গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন।

১৩। শ্রীনারদ বলিলেন, আপনারা সেই মনোজ্ঞ সৌভাগ্যভাজন শ্রীউদ্ধবের সহিত আমার মিলন করাইয়া দিন। অথবা আপনারা কৃপা করুন, যাহাতে আমি তাঁহার পদধূলি প্রাপ্ত হইতে পারি; তাঁহার পদধূলি পাইলেই অমার অন্তরাত্মার শান্তি হয়।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১১। ইদং মহাপ্রেমবিবশতয়া স্খলনাদিরূপম্। তূষ্ণীমিত্যত্রাপি পূর্ব্বদেবাভিপ্রায়ঃ॥

১২। অশ্রূণাং ধারাভির্মীলিতে মুদ্রিতে লোচনে উন্মীলয়ন্। নত্বা নমস্কৃত্য তানেব॥

১৩। তত্র চ সমীপ এব সাক্ষাদ্বর্তমানং সম্ভাষণমপ্যুদ্ধবং প্রেমবৈবশ্যেনালক্ষয়ন্ সন্ উদ্ধবং ময়া সমং সঙ্গময়ধ্বমিত্যাহেতি জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ তস্য সঙ্গমে স্বস্যাযোগ্যতাং মত্বাহ—তদীয়েতি। অন্তরাত্মনঃ মনসঃ; তদপ্রাপ্ত্যৈব মমাদ্যেদৃশং চেষ্টিতমিত্যেবং প্রত্যুত্তরমুন্নেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১-১২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৩। শ্রীউদ্ধব পরমসৌভাগ্যবান। এস্থলে কিন্তু সমীপবর্তি শ্রীউদ্ধব সাক্ষাৎ বর্তমান, তথাপি প্রেমবৈবশ্য জন্য তাঁহাকে সম্ভাষণ না করিয়াই বলিতেছেন, আপনারা শ্রীউদ্ধবের সহিত আমার মিলন করাইয়া দিন। তদনন্তর নিজেকে তাঁহার সঙ্গের অযোগ্য মনে করিয়া বলিতেছেন, আপনারা কৃপা করিলেই আমি তাঁহার পদধূলি প্রাপ্ত হইতে পারি। কিংবা তাঁহার পদকমলের একটি মাত্র রজের সহিত আমার সঙ্গ করিয়া দিন, তাহা হইলে আমার মনের শান্তি হইবে, তাঁহার চরণধূলির অভাবেই আমার এই প্রকার চেষ্টা।

১৪। পুরাতনৈরাধুনিকৈশ্চ সেবকৈ-
রলব্ধমাপ্তোঽলমনুগ্রহং প্রভোঃ।
মহত্তমো ভাগবতেষু যস্ততো,
মহাবিভূতিঃ স্বয়মুচ্যতে চ যঃ॥

মূলানুবাদ

১৪। প্রাচীন কি নবীন সেবকসকল প্রভুর যে অনুগ্রহ লাভ করেন নাই, তিনি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সেই অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীভগবান স্বয়ং ইহাকে নিজের মহাবিভূতি বলিয়াছেন, সুতরাং ইনি ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যেও মহোত্তম।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১৪। তদ্ধেতুত্বেন তন্মাহাত্ম্যমেবাহ—পুরেতি ষড্ভিঃ। য উদ্ধবঃ প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য অনুগ্রহমলমত্যর্থং প্রাপ্তঃ। ততস্তস্মাদেব হেতোর্ভাগবতেষু ভগবদ্ভক্তেষু মধ্যে মহত্তমঃ পরমশ্রেষ্ঠ; অতএব যশ্চ উদ্ধবঃ স্বয়ং ভগবতা মহাবিভূতিরিত্যুচ্যতে, স্বসদৃশেষু শ্রেষ্ঠস্যেব সর্বস্য ভগবদ্বিভূতিত্বেনোক্তেঃ। তথা চ একাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।১৬।২৯) বিভূত্যধ্যায়ে—'ত্বস্ত ভাগবতেষ্বহম্' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪। 'পুরাতনৈ' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে তাঁহার মাহাত্ম্যের হেতু বলিতেছেন। যেহেতু, শ্রীউদ্ধব প্রভুর যথেষ্ট পরিমাণে কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেইজন্য ইনি ভাগবতগণের মধ্যেও মহত্তম। অতএব শ্রীভগবান স্বয়ং ইহাকে নিজের মহাবিভূতি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ স্ব-সদৃশ সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত বলিয়া ভগবদ্বিভূতিত্বে উক্ত হইয়াছেন। বিভূতিযোগ অধ্যায়ে শ্রীভগবদ্বাক্য এই যে, 'ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে আমি উদ্ধব।'

১৫। পূর্ব্বে পরে চ তনয়াঃ কমলাসনাদ্যাঃ,
সঙ্কর্ষণাদিসহজাঃ সুহৃদঃ শিবাদ্যাঃ।
ভার্য্যা রমাদয় উতানুপমা স্বমূর্ত্তি,-
র্ন স্যুঃ প্রভোঃ প্রিয়তমা যদপেক্ষয়াহো॥

মূলানুবাদ

১৫। অহো! শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ববর্তী কমলাসনাদি ও পরবর্তী প্রদ্যুম্নাদি তনয়সকল, সঙ্কর্ষণাদি ভ্রাতৃগণ, শিবাদি সুহৃদ্গণ, রমাদি ভার্যাগণ, এমন কি অনুপম নিজ শ্রীমূর্তিও শ্রীউদ্ধব হইতে প্রভুর প্রিয়তম নহে।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১৫। অহো কিং বক্তব্যমস্য সেবকগণেভ্যো মহামহিমাতিশয় ইতি। পুত্রাদিভ্যোঽপীত্যাহ— পূর্ব ইতি। সঙ্কর্ষণো বলরামস্তদাদয়ঃ সহজা ভ্রাতরঃ, সুহৃদঃ সখায়ঃ, উত অপি অসাধারণা ভগবতঃ শ্রীমূর্ত্তিরপি, অহো বিস্ময়ে, যস্য উদ্ধবস্যাপেক্ষয়া প্রভোঃ প্রিয়তমা ন ভবেয়ুঃ; স এব তেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ সকাশাৎ প্রিয়তম ইত্যর্থঃ। তথা চৈকাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১। ১৪। ১৫) 'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ। ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥' ইতি। পূর্বং ভক্ত ইতি বক্তব্যে ভবানিতি শ্রীধরস্বামিব্যাখানুসারেণ শ্রীপ্রহ্লাদমাহাত্ম্যেঽয়ং শ্লোক উদাহৃতঃ। ইদানীঞ্চ ভবানিতি সাক্ষাদুদ্ধবং প্রত্যেবোক্তত্বাদেবেতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫। অহো! (বিস্ময়ে) কি আর বলিব, কি প্রাচীন কি আধুনিক সেবক সকল অপেক্ষাও এই উদ্ধবের মহামহিমাতিশয়। পূর্ব্ববর্তী কমলাসনাদি পুত্রসকল, বলরামাদি ভ্রাতৃগণ, শিবাদি সুহৃৎগণ, রমাদি ভার্যাগণ, এমন কি নিজ অসাধারণ শ্রীমূর্তিও উদ্ধব হইতে প্রিয়তম নহে। একথা নিজমুখে বলিয়াছেন—"হে উদ্ধব! তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম, পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভার্যা রমাদেবী, এমন কি নিজ স্বরূপও সেইরূপ প্রিয়তম নহে।" পূর্ব ভক্তগণ এইটি বক্তব্য, কিন্তু অতিহর্ষে বলিলেন 'ভবান্' যেমন তুমি। (শ্রীল শ্রীধরস্বামির ব্যাখ্যানুসারে) যদিও শ্রীপ্রহ্লাদমাহাত্ম্য খ্যাপনের নিমিত্ত এই শ্লোক উদাহৃত, তথাপি ইদানীং 'ভবান্' পদে সাক্ষাৎ উদ্ধবসম্বন্ধেই উদাহৃত হইতেছে জানিতে হইবে।

সারশিক্ষা

১৫। শ্রীব্রহ্মাদি প্রভুর সেবক হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে সেবকত্ব বা ভক্তত্বাংশ অপেক্ষা পুত্রত্বাদি অংশ অধিক পরিমাণে বর্তমান। সুতরাং তাঁহারা সেবক হইলেও পুত্রাদিরূপেই পরিচিত। যেহেতু, প্রাধান্য দ্বারাই ব্যপদেশ হয়। কিন্তু শ্রীউদ্ধব সুহৃৎ ও ভক্ত হইলেও ভক্তত্ব লক্ষণ অধিকতর পরিস্ফুট, তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম। অতএব সর্বভক্ত মধ্যে শ্রীউদ্ধব শ্রেষ্ঠ।

১৬। ভগবদ্বচনান্যেব প্রথিতানি পুরাণতঃ।
তস্য সৌভাগ্যসন্দোহমহিম্নাং ব্যঞ্জকান্যলম॥

১৭। তস্মিন্ প্রসাদজাতানি শ্রীকৃষ্ণস্যাদ্ভুতান্যপি।
জগদ্বিলক্ষণান্যদ্য গীতানি যদুপুঙ্গবৈঃ॥

১৮। প্রবিশ্য কর্ণদ্বারেণ মমাক্রম্য হৃদালয়ম্।
মদীয়ং সকলং ধৈর্য্যধনং লুণ্ঠন্তি হা হঠাৎ॥

মূলানুবাদ

১৬—১৮। এই শ্রীউদ্ধবের সৌভাগ্যরাশির মহিমাব্যঞ্জক শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তিসকলও পুরাণ-প্রথিত। অতএব তাঁহার প্রতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদও অদ্ভুত। যদুপুঙ্গবগণ ঐগুলি আজ আমার নিকট জগৎবিলক্ষণ বলিয়াই কীর্তন করিয়াছেন। হায়! ঐ অনুগ্রহের কথাসকল কর্ণদ্বার দিয়া হৃদয়ালয়ে প্রবেশপূর্বক অকস্মাৎ মদীয় ধৈর্যধন লুণ্ঠন করিতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৬-১৮। তত্র চ ভগবদ্বচনানি তদনুরূপফলানি এব চ প্রমাণমিতি বদন্ তন্মাহাত্ম্যমেব দর্শয়ন্ 'কীদৃশং তেঽদ্য চেষ্টিতম্' ইত্যস্যোত্তরমিবাহ—কস্মাৎ কথমীদৃশং তে চেষ্টিতমিতি যৎ পৃষ্টং, তত্র স্পষ্টমুত্তরং বদন্নিব তন্মাহাত্ম্যভরমেব নিষ্পাদয়তি—ভগবদিতি ত্রিভিঃ। 'ত্বং মে ভৃত্যঃ সুহৃৎ সখা' ইতি, 'নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনঃ' (শ্রীভা ৩।৪।৩১) ইত্যাদীনি ভগবতো বচনানি। তস্মিন্ উদ্ধবে শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদজাতান্যপি যদুপুঙ্গবৈরুগ্রসেনাদিভিরদ্য সভামধ্যে গীতানি পরমহর্ষেণ সুস্বরং কীর্তিতানি সন্তি। মম কর্ণদ্বারেণ হৃদেব আলয়ং প্রবিশ্য আক্রম্য বলাদ্ব্যাপ্য ধৈর্যমেব ধনং হা কষ্টং হঠাৎ বলাল্লুণ্ঠন্তি অপহরন্তীতি ত্রয়াণামন্বয়। কথম্ভূতানি বচনানি? পুরাণতঃ শ্রীভাগবতাদিভ্যঃ প্রথিতানি প্রসিদ্ধানি। পুনঃ কীদৃশানি? তস্য উদ্ধবস্য সৌভাগ্য-সন্দোহেন তদ্রূপা বা যে মহিমানস্তেষামলমতিশয়েন প্রকাশকানি। কীদৃশানি প্রসাদজাতানি? অদ্ভুতানি চিত্তচমৎকারীণি; যতঃ জগতো বিলক্ষণানি অসাধারণানি ইত্যর্থঃ। যথা ধূর্তচৌরা লোকান্ মোহয়িত্বা গৃহং প্রবিশ্যাবৃত্য সর্বস্বং হরন্তীতি দৃষ্টান্তোঽয়ং বিতর্কঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৬-১৮। এ বিষয়ে ভগবদ্বচন এবং তদনুরূপ ফলসমূহই প্রমাণ, এই কথা বলিয়া শ্রীউদ্ধবের মাহাত্ম্য প্রদর্শন ব্যপদেশে "আজ আমরা আপনার একি অদ্ভুত চেষ্টা দেখিতেছি?" ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁহার মাহাত্ম্যরাশি নিষ্পাদনপূর্বক 'ভগবৎ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন, শ্রীভগবানের শ্রীমুখের উক্তি, "তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃদ, সখা" এবং "আমা অপেক্ষা উদ্ধব কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূন নহে" ইত্যাদি উক্তিসকল অতিশয় প্রসিদ্ধ। অদ্য যদুশ্রেষ্ঠ উগ্রসেন প্রভৃতি সভাসদগণ শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদজাত সৌভাগ্যরাশির মাহাত্ম্য সেই সভামধ্যে পরম হর্ষভরে কীর্তন করিয়াছেন। উহা আমার কর্ণপথে হৃদয়ালয়ে প্রবেশপূর্বক হঠাৎ সবলে আক্রমণ করিয়া আমার ধৈর্যধন লুণ্ঠন করিয়াছে। সেই সকল বচন কিরূপ? শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণে প্রসিদ্ধ আছে। অর্থাৎ শ্রীউদ্ধবের সৌভাগ্য-সন্দোহ বা তদ্রূপ সৌভাগ্যরাশির মাহাত্ম্যব্যঞ্জক বচন সকল অতিশয় প্রসিদ্ধ। আচ্ছা, প্রসাদজাত হইল কিরূপে? অদ্ভুতরূপে, উহা জগৎবিলক্ষণ ও চিত্তচমৎকারকারী। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন কোন ধূর্ত চোর লোককে মোহিত করিয়া তাহার যথাসর্বস্ব হরণ করে, সেইরূপ জানিবে।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১৯। উদ্ধবোঽত্যন্তসম্ভ্রান্তো দ্রুতমুত্থায় তৎপদৌ।
বিধায়াঙ্কে সমালিঙ্গ্য তস্যাভিপ্রেত্য হৃদ্গতম্॥

২০। হৃৎপ্রাপ্তভগবত্তত্তৎপ্রসাদ-ভরভাগ্জনঃ।
তদীয়প্রেমসম্পত্তিবিভবস্মৃতিযন্ত্রিতঃ॥

২১। রোদনৈর্বিবশো দীনো যত্নাদ্ধৈর্য্যং শ্রিতো মুনিম্।
অবধাপ্যাহ মাৎসর্য্যাৎ সাত্ত্বিকাৎ প্রমুদং গতঃ॥

মূলানুবাদ

১৯—২১। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীনারদের এইসকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীউদ্ধব অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত দ্রুত উত্থিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণযুগল ধারণ করিয়া স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার হৃদগত অভিপ্রায় অবগত হইয়া শ্রীভগবানের প্রসিদ্ধ প্রসাদভাজন জনগণের এবং তদীয় প্রেমসম্পত্তি-বৈভবের স্মৃতি-হেতু ব্যাকুল ও বিবশ হইয়া দীনভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীবলরামাদির যত্নে ধৈর্যধারণপূর্বক প্রেমোত্থ সাত্ত্বিক-মাৎসর্য-হেতু আনন্দিত হইয়া মুনিবরকে সাবধান করিয়া বলিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১৯—২১। উদ্ধবো মুনিং শ্রীনারদম্ অবধাপ্য সাবধানং কৃত্বাহেতি ত্রিভিরন্বয়ঃ। উত্থায়েতি, উপবিশ ক্ষণমিত্যুক্তেঃ নারদেন সহ সর্বৈরুপবিষ্টত্বাৎ। তস্য নারদস্য পাদৌ চরণৌ স্বাঙ্কে নিধায় সম্যগালিঙ্গ চ; তস্য নারদস্য হৃদ্গতং ভগবৎকৃপাভরপাত্রনির্দ্ধারণরূপমতিপ্রায়মভিপ্রেত্য অনুমানেন জ্ঞাত্বা; তত এব হৃৎপ্রাপ্তা মনস্যাগতা ভগবতস্তং তং পরমানির্বচনীয়ং প্রসাদভরং ভজন্তীতি তথাভূতাঃ; যদ্বা, তে তে পরমপ্রসিদ্ধাঃ প্রসাদভরভাজো ভগবতো জনাঃ শ্রীরাধিকাদ্যা যস্য সঃ; অতএব তদীয়ঃ তেষাং জনানাং সম্বন্ধী যঃ প্রেমা তস্য সম্পত্তিঃ সম্পন্নতা; যদ্বা, সৈব সম্পত্তির্লক্ষ্মীস্তস্যা বিভবঃ আর্তিরোদনাদ্যুদয়ঃ; যদ্বা, সম্পত্তিঃ স্বেদ-কম্প-পুলকাদিরূপা তস্যা বিভবো বিস্তারস্তস্য স্মৃত্যা যন্ত্রিতঃ পীড়িতঃ, প্রেমভরাবির্ভাবাৎ; অতো দীনঃ। যত্নাদিতি স্বস্য নারদস্য বলরামাদীনাং বা প্রয়াসেন পশ্চাদ্ধৈর্য্যং শান্তিং প্রাপ্তঃ সন্। মাৎসর্য্যং পরশুভদ্বেষস্তমাৎ; কথম্ভূতাৎ? সাত্ত্বিকাৎ সত্ত্বগুণোদ্ভূতাৎ, ন তু রাজসাত্তামসাদ্বা; তস্মিন্

তত্তৎপ্রসঙ্গাভাবাৎ; অতএব প্রকৃষ্টাং মুদমানন্দং গতঃ। অয়মর্থঃ—শুদ্ধসাত্ত্বিকত্বেন দ্বেষাদ্যসম্ভবাৎ মনোদুঃখাদ্যনুৎপত্তেঃ, প্রত্যুত সাপত্ন্যযুক্তবৎপরমাবেশেন তথা বর্ণনাৎ পরমানন্দমেব প্রাপ্তঃ সন্নিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৯—২১। 'উদ্ধবো' হইতে 'মুনিম অবধাপ্য' পর্যন্ত তিনটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। শ্রীনারদের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীউদ্ধব বলিলেন, "ক্ষণকাল উপবেশন করুন।" যদিও শ্রীনারদ প্রভৃতি সকলেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তথাপি তিনি এই কথা বলিয়া সসম্ভ্রমে উত্থিত হইলেন এবং শ্রীনারদের পদযুগল নিজক্রোড়ে স্থাপন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন। পরে অনুমানে তাঁহার হৃদ্‌গত (ভগবৎকৃপাভরপাত্র নির্ধারণরূপ) অভিপ্রায় অবগত হইবামাত্র শ্রীভগবানের ও তদীয় প্রসাদভাজনজনগণের কথা স্মৃতিপথে উদয় হইল। অথবা অনুমানে শ্রীভগবানের পরমানির্বচনীয় ও পরম প্রসিদ্ধ প্রসাদভাজন শ্রীমতী রাধিকাদি ব্রজগোপীগণের কথা স্মৃতিপথে উদয় হইল। অতএব তদীয়-প্রেমসম্পত্তি-বৈভবের স্মরণে ব্যাকুল ও বিবশ হইয়া দীনভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। প্রেমসম্পত্তির বৈভব বলিতে আর্তি-রোদনাদি। অথবা স্বেদ-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকবিকাররূপ প্রেমসম্পত্তি এবং তাহার বিস্তাররূপ বৈভব স্মরণে পীড়িত অর্থাৎ শ্রীরাধিকাদির স্মৃতিতে শ্রীউদ্ধবের হৃদয়ে প্রেমরাশি আবির্ভূত হইল বলিয়া দীনভাবে রোদন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যেই শ্রীবলরাম ও শ্রীনারদের যত্নে ধৈর্যধারণ করিলেন। পরে (শ্রীনারদের প্রতি) মাৎসর্যবশতঃ তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিতে লাগিলেন। সেই মাৎসর্য কিরূপ? সাত্ত্বিক, কেবল সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং রাজস-তামসরহিত। যদিও মাৎসর্য বলিতে পরের শুভবিষয়ে দ্বেষ করা বুঝায়, কিন্তু এই মাৎসর্য সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রকৃষ্টরূপে আনন্দই প্রাপ্তি করাইয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধসত্ত্ব হইতে উৎপন্ন মাৎসর্যে দ্বেষাদিজন্য দুঃখ অসম্ভব; সুতরাং কাহারও মনোদুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে না; প্রত্যুত, সাপত্ন্য যুক্তবৎ পরমাবেশে তাহা বর্ণন করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীমদুদ্ধব উবাচ—

২২। সর্বজ্ঞ সত্যবাক্ শ্রেষ্ঠ মহামুনিবর প্রভো।
ভগবদ্ভক্তিমার্গাদি গুরুনোক্তং ত্বয়েহ যৎ॥

মূলানুবাদ

২২। শ্রীমদ্ উদ্ধব বলিলেন, হে সর্বজ্ঞ, সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ মহামুনিবর প্রভো। আপনি ভগবদ্ভক্তিমার্গের আদিগুরু, আপনি যাহা বলিলেন—

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২। হে সর্বজ্ঞেতি ভগবৎকৃপাভরবিষয়াঃ শ্রীরাধিকাদয়স্ত্বয়া জ্ঞায়ন্ত এবেত্যর্থঃ। সত্যবাক্ষু শ্রীযুধিষ্ঠিরাদিষু শ্রেষ্ঠেতি যত্ত্বয়া মামালক্ষ্যোক্তং, তৎ সর্ব্বং সত্যমেবেত্যর্থঃ। মহামুনিষু শ্রীব্যাসাদিষু বরেতি ত্বমেব তন্মাহাত্ম্যং বর্ণয়িতুং শক্নোষি, নান্য ইত্যর্থঃ। প্রভো ঈশ্বরেতি তথাপি ত্বদিচ্ছাবশ্যমেব প্রতিপাল্যেতি ভাবঃ। ভগবদভক্তিমার্গে আদিগুরুণেতি ভগবতো ভক্ত্যৈব তৎকৃপাভরঃ স্যাৎ; সা চ ত্বদুপবেশাদেব সর্বত্র প্রবৃত্তাস্তীতি ভগবৎকৃপাভরপাত্রং ত্বমেবেতি ভাবঃ; যদ্বা, প্রেমভরোদয়েন বহুধা সস্তুতিসম্বোধনমিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২। হে সর্বজ্ঞ! আপনি ভগবৎকৃপাভরপাত্র শ্রীরাধিকাদির বিষয় জ্ঞাত আছেন। হে সত্যবাদিশ্রেষ্ঠ! আপনি শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি সত্যবাদিগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ। আপনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া যাহা কিছু বলিলেন, তৎসমুদয় সত্য। হে মহামুনিবর! আপনি ব্যাসাদি মুনিগণেরও শ্রেষ্ঠ; আপনিই তাঁহার মহিমা বর্ণনে সমর্থ। হে প্রভো! আপনি ঈশ্বর, তথাপি তাঁহার ইচ্ছা অবশ্য প্রতিপাল্য বলিয়া ঈদৃশ চেষ্টাশীল। যেহেতু, আপনি ভগবদ্ভক্তিমার্গের আদি গুরু। অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানের কৃপারাশি লাভ করা যায়। আর আপনার উপদেশেই সেই ভক্তি সর্বত্র প্রবর্তিত হইয়া থাকে। অতএব আপনি শ্রীভগবানের পূর্ণ কৃপাপাত্র। অথবা প্রেমরাশির উদয়বশতঃ শ্রীউদ্ধব স্তুতির সহিত বহুপ্রকার সম্বোধন করিতেছেন।

২৩। তৎ সর্ব্বমধিকং চাস্মাৎ সত্যমেব ময়ি স্ফুটম্।
বর্ত্তেতেতি ময়া জ্ঞাতমাসীদন্যৈরপি ধ্রুবম্॥

২৪। ইদানীং যদ্ব্রজে গত্বা কিমপ্যন্বভবং ততঃ।
মহাসৌভাগ্যমানো মে স সদ্যশ্চূর্ণতাং গতঃ॥

মূলানুবাদ

২৩। তাহা এবং তদপেক্ষা অধিক ও সত্যই আমাতে পরিস্ফুটরূপে বর্তমান আছে, ইহা নিশ্চয় আমিও জানি এবং উগ্রসেনাদি সকলেই জানেন।

২৪। কিন্তু সম্প্রতি আমি ব্রজে গমন করিয়া যে কিছু অনুভব প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা আমার মহাসৌভাগ্যগর্ব সদ্য চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৩। অস্মাৎ ত্বদুক্তাদধিকঞ্চ; অন্যৈরুগ্রসেনাদিভিরপি জ্ঞাতমাসীৎ॥

২৪। যৎ কিমপি অনির্ব্বচনীয়মনুভূতবানস্মি ততস্তদনুভবাৎ। সঃ ত্বয়োক্তো মাদৃশৈর্জ্জাতশ্চ; যদ্বা, অনির্ব্বচনীয়ো মহাসৌভাগ্যাভিমানঃ। সদ্যস্তৎক্ষণ এব, চূর্ণ্যতামিত্যনেন মহাসৌভাগ্যাভিমানস্য সুমেরুতুল্যত্বং ধ্বনিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৩। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৪। আমি ব্রজে গমন করিয়া কি যে এক অনির্বচনীয় বিষয় অনুভব করিয়াছি, তাহা হইতেই আমার সৌভাগ্যগর্ব চূর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ আপনার বর্ণিত ও আমার জ্ঞাত অনির্বচনীয় মহাসৌভাগ্যাভিমান সদ্য চূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে নিজ মহাসৌভাগ্যমহিমা সুমেরুতুল্যত্বরূপে ধ্বনিত হইল বটে; কিন্তু সেই সুমেরুপর্বতও চূর্ণ হইয়াছে।

সারশিক্ষা

২৪। শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সুমেরুতুল্য হইলেও ব্রজগোপীগণের তুলনায় উহা স্বল্পতর। যেহেতু, ব্রজাঙ্গনাদের প্রসাদেই তজ্জাতীয় প্রেমমাধুরীর যৎকিঞ্চিৎ অনুভবের বিষয় হইয়াছে।

২৫। তত এব হি কৃষ্ণস্য তৎপ্রসাদস্য চাদ্ভুতা।
তৎপ্রেম্ণোঽপি ময়া জ্ঞাতা-মাধুরী তদ্বতাং তথা॥

২৬। তদ্দর্শনেনৈব গতোঽতিধন্যতাং,
তর্হ্যেব সম্যক্ প্রভুণানুকম্পিতম্।
তস্য প্রসাদাতিশয়াস্পদং তথা,
মত্বা স্বমানন্দভরাপ্লুতোঽভবম্॥

মূলানুবাদ

২৫। আর সেই প্রাপ্ত অনুভব হইতেই আমি শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় প্রসাদের এবং তদীয় প্রেমের ও তৎপ্রেমভাজনজনগণের অদ্ভুত মাধুরী অবগত হইয়াছি।

২৬। আমি ব্রজবাসীগণের দর্শনেই অতিশয় ধন্য হইয়াছি এবং তাহাতেই বুঝিয়াছি যে, প্রভু আমাকে ব্রজে প্রেরণ করিয়াই আমার প্রতি সম্যক্ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন। এইজন্য আপনাকে প্রভুর নিতান্ত কৃপাভাজন জানিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।

দিগ্দর্শিনী টীকা

২৫। ততস্তদনুভবাদেব, তদ্বতাং কৃষ্ণপ্রেমবতাং জনানাম্॥

২৬। তেষাং ব্রজবাসিনাং দর্শনেনৈব; যদ্বা, তেন দর্শনেন অনুভবেনৈব; তর্হি তদানীমেব প্রভুণা শ্রীকৃষ্ণেন সম্যগ্ যথা স্যাত্তথানুকম্পিতং স্বমাত্মানং মত্বা; তথেত্যুক্তি-সমুচ্চয়ে; তর্হ্যেব তস্য প্রভোঃ প্রসাদাতিশয়পাত্রং স্বয়ং মত্বা আনন্দভরেণ আপ্লুতো ব্যাপ্তোঽভবং, পরমানন্দসাগরে ন্যমজ্জম্ ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৬। আমি ব্রজবাসিগণের দর্শনেই অথবা সেই দর্শনের দ্বারা প্রাপ্ত অনুভব হইতেই বুঝিলাম যে, প্রভু আমাকে ব্রজে প্রেরণ করিয়াই আমার প্রতি সম্যক্ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়াছেন। আর সেই কারণেই আমি আপনাকে প্রভুর অতিশয় প্রসাদভাজন মনে করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি।

২৭। গায়ং গায়ং যদভিলষতা যত্ততোঽনুষ্ঠিতং য,-
ত্তৎ সর্ব্বেষাং সুবিদিতমিতঃ শক্যতেঽন্যন্ন বক্তুম্॥
নত্বা নত্বা মুনিবর! ময়া প্রার্থ্যসে কাকুভিস্ত্বং
তত্তদবৃত্তশ্রবণরসতঃ সংশ্রয়েথা বিরামম॥

মূলানুবাদ

২৭। ব্রজে গমন করিয়াই আমি আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম এবং তৎকালে বারংবার যাহা গান করিয়াছিলাম বা যাদৃশ অভিলাষ ও আচরণ করিয়াছিলাম, তাহা সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আর অধিক বলিতেও আমার সামর্থ্য নাই। হে মুনিবর! আপনাকে বার বার নমস্কার করিতেছি এবং বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণের আগ্রহ পরিত্যাগ করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৭। ততস্তস্মাদানন্দভরাপ্লবাৎ; তস্মিন্ ব্রজ ইতি বা; যৎ 'এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বঃ" (শ্রীভা ১০।৪৭।৫৮) ইত্যাদিকম্ গায়ং গায়ম্; 'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাম্' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬১) ইত্যাদিনা। যদ্‌গোপী-পাদরজঃসেবি কিঞ্চিদগুল্মাদিজন্ম অভিলষতা 'বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ' (শ্রীভা ১০।৪৭।৬৩) ইতি যৎ তদ্‌বন্দনমনুষ্ঠিতমাচরিতং, তৎ মদীয়গীতাভিলষিতানুষ্ঠিতং সর্ব্বৈরেব সুষ্ঠু জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। অতো মত্তোঽধিকাধিক-শ্রীভগবদনুগ্রহবিষয়াঃ শ্রীরাধিকাদয়ঃ ইতি নিগূঢ়ং ন স্যাদপি তু সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধমেবেতি ভাবঃ। ইতঃ অস্মাতাৎপর্য্যবৃত্তোক্তাদন্যতং অস্মিন স্থান ইতি বা বক্তুং ন শক্যতে। শ্রীসত্যভামাদীনাং সাপত্ন্যভয়াৎ গোপীনাং মাহাত্ম্য-কথনে সত্যভামায়া দুঃখং স্যাদিতার্থঃ। কিংবা, স্বস্য ভগবতো বা পরমপ্রেম-পীড়াদ্যাবির্ভাবশঙ্কয়া। ননু তদ্বিবরণশ্রবণেনৈব শ্রীভগবৎকৃপাভরপাত্রনির্দ্ধারঃ স্যাত্তদর্থমেবাহং পরমনির্বন্ধেনায়ং প্রবৃত্তোঽস্মি ইতি তদেব বিবৃত্য কথয়েতি চেত্তত্রাহ—নত্বেতি। প্রার্থ্যমানমেবাহ— তত্তদিতি। তস্য তস্য বৃত্তস্য; যদ্বা, তাসাং গোপীনাং তস্যা বার্তায়া শ্রবণে যো রসো লাম্পট্যং তস্মাদ্বিরামমুপরতিং ভজস্ব আশ্রয়; অন্যথা পরমানর্থাপত্তেরিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭। আমি ব্রজে গমন করিবামাত্র আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিবার পূর্বে গান করিয়াছিলাম যে, "অবনী মধ্যে এই গোপবধূরাই

যথার্থ দেহ ধারণ করিয়াছেন।" এইরূপ গান করিতে করিতে 'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাম্" ইত্যাদি পদ্যে সেই গোপীগণের পাদরজঃসেবী গুল্ম, লতা বা ঔষধির মধ্যে আমি কোন একটি হইবার অভিলাষ করিয়াছিলাম। আর তৎপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপে 'আমি নন্দব্রজস্থ অঙ্গনাদিগের একটিমাত্র চরণরেণুকে বারংবার বন্দনা করিয়াছিলাম।' এই প্রকার গোপীগণের বৈশিষ্ট্য-বিষয়ক যে কিছু গান এবং গোপীগণের চরণরেণু লাভবিষয়ক যে কিছু অভিলাষ এবং গোপীগণের চরণরেণু বন্দনবিষয়ক যে কিছু আচরণ করিয়াছিলাম, তাহা সকলেরই সুবিদিত। অতএব আমা অপেক্ষা যে শ্রীরাধিকাদি শ্রীভগবানের অধিকতর অনুগ্রহভাজন, তাহা নিগূঢ় সিদ্ধান্তমাত্র নহে, উহা সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উহা কেবল তাৎপর্যবৃত্তিতেই জ্ঞাতব্য; সুতরাং ইহার অধিক বলিতে পারি না। অতএব আপনি ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণের ঔৎসুক্য পরিত্যাগ করুন। বিশেষতঃ সেই ব্রজগোপীগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে এই শ্রীসত্যভামাদি মহিষীবর্গের দুঃখ হইতে পারে; সুতরাং সাপত্ন্যভয়ে তাঁহাদের মাহাত্ম্য-কথনে বিরত হওয়াই কর্তব্য। অথবা তাঁহাদের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলে শ্রীভগবানের পরমপ্রেম-পীড়াদি আবির্ভাবেরও আশঙ্কা আছে, সুতরাং আর অধিক বলিতে পারি না। যদি বলেন, সেই বিবরণ শ্রবণ করিলে ভগবৎ-কৃপাভরপাত্র নির্ধারণ হইবে এবং সেই প্রয়োজন সাধনই আমার নির্বন্ধ ও আমি সেই প্রয়োজন-সাধনেই প্রবৃত্ত হইয়াছি। অতএব আপনি ঐ সকল বৃত্তান্ত বলুন। তাহাতেই বলিতেছেন, হে মুনিবর! আমি আপনার শ্রীচরণে বারংবার প্রণাম করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি ঐ সকল বৃত্তান্ত শ্রবণের আগ্রহ পরিত্যাগ করুন। কিংবা ব্রজাঙ্গনাদিগের বার্তা শ্রবণে যে রসলাম্পট্য, তাহা হইতে বিরাম ভজনা করুন। অন্যথা বিশেষ অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

২৮। তদ্‌বাক্যতত্ত্বং বিজ্ঞায় রোহিণী সাস্রমব্রবীৎ।
চিরগোকুলবালেন তত্রত্যজনসম্মতা॥

মূলানুবাদ

২৮। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীউদ্ধবের অভিপ্রায় অবগত হইয়া দীর্ঘকাল গোকুলে বাস করার জন্য গোকুলবাসীর পরমপ্রিয় শ্রীরোহিণীদেবী সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮। তথাপি তদেকপ্রিয়াণাং প্রসঙ্গ-সঙ্গত্যা তদ্‌বৃত্তেঃ সম্বরণং ন স্যাদিতি দর্শয়ন্নিবাহ —তদ্বাক্যেতি। তস্যোদ্ধববাক্যস্য; তত্ত্বং তাৎপর্য্যম্; শ্রীনন্দব্রজজনেষু তেষ্বেব শ্রীকৃষ্ণকৃপাভরো নান্যেষিত্যেতদ্রূপম্। তত্রত্যানাং শ্রীগোকুলসম্বন্ধিনাং জনানাং লোকানাং সম্মতা পরমপ্রিয়েত্যর্থঃ। অতএব বা সম্মতা যস্যাঃ সা॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮। তথাপি তদেকপ্রিয়গণের প্রসঙ্গ-সঙ্গ-হেতু ব্রজবৃত্তান্ত বর্ণনবেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাহাই দেখাইবার জন্য বলিতেছেন, শ্রীউদ্ধবের বাক্যের তাৎপর্য বিদিত হইয়া অর্থাৎ শ্রীনন্দব্রজজনের উপরই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপারাশি বর্তমান রহিয়াছে, অন্যের উপর নহে। দীর্ঘকাল গোকুলে বাস করিয়া, গোকুলবাসীদিগের পরম প্রিয়, অথবা সেই গোকুলাবাসীগণ যাঁহার প্রিয়, সেই শ্রীরোহিণীদেবী সজন নয়নে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীরোহিণ্যুবাচ—

২৯। আস্তান্ শ্রীহরিদাস ত্বং মহাদুর্দ্দৈবমারিতান্।
সৌভাগ্যগন্ধরহিতান্ নিমগ্নান দৈন্যসাগরে॥

৩০। তত্তদ্‌বাড়ববহ্ন্যর্চ্চিস্তাপ্যমানান্ বিষাকুলান্।
ক্ষণাচিন্তাসুখিন্যা মে মা স্মৃতেঃ পদবীং নয়॥

মূলানুবাদ

২৯-৩০। শ্রীরোহিণী বলিলেন, হে শ্রীহরিদাস উদ্ধব! তুমি ক্ষান্ত হও। আমি যাঁহাদিগের চিন্তা ত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছি, সেই মহাদুর্দৈবহত, সৌভ্যগাগন্ধরহিত, দৈন্য-সাগরে নিমগ্ন, ভীষণ বাড়বানলশিখাসন্তপ্ত, বিরহবিষে জর্জরিত ব্রজবাসিদিগকে স্মৃতিপথে আনয়ন করিও না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৯-৩০। আ ইতি পরমখেদে। হে শ্রীহরিদাস উদ্ধব! তান্ ব্রজজনান্ ত্বং মে স্মৃতেঃ পদবীং স্মরণপথং মা নয়, ন প্রাপয় মা স্মারয়েত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ—মহৎ দুর্বিতর্ক্যতয়াতিগরিষ্ঠং যদদুর্দ্দৈবং দুরদৃষ্টং তেন মারিতান্ হতান পরমাক্রান্তানিত্যর্থঃ। অতএব সৌভাগ্যং শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠত্বং তস্য গন্ধেনাপি রহিতান্, কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যসম্বন্ধেনাপ্যস্পৃষ্টানিত্যর্থঃ। দৈন্যসাগরনিমগ্নত্বাদেব সা সা পরমানির্ব্বচনীয়া যা বাড়ববহ্নেরিবার্চিঃ শোকজ্বালা তয়া তাপ্যমানান। কিঞ্চ বিষেণ তত্তুল্যেন বিরহবর্দ্ধিতপ্রেমবিশেষেণ ব্যাকুলান্। কথম্ভূতায়া? মে ক্ষণং যা অচিন্তা তেষামননুসন্ধানং তয়ৈব সুখিন্যাঃ। অতস্তেষাং স্মরণেন মমাপি তাদৃশং দুঃখং ন দেহীতি ভাবঃ। যদ্যপি গায়ং গায়মিত্যাদি বদতোদ্ধবেন শ্রীগোপ্যএবাভিপ্রেতাঃ, অতস্তানিতি পুংস্ত্বনির্দ্দেশোঽত্র ন ঘটতে। তথাপি সর্ব্বজনপ্রিয়ত্বেনানয়া তত্রত্যাখিলজনার্ত্তিবিবক্ষয়া তথা নির্দ্দিষ্টম্। ততশ্চার্ত্তিবিশেষেণ শ্রীযশোদায়াঃ স্বয়মেব তথা বক্তব্যা ইত্যুহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৯-৩০। আঃ! (পরম খেদে) হে শ্রীহরিদাস উদ্ধব! তুমি ক্ষান্ত হও। সেই ব্রজজনদিগকে স্মরণপথে আনয়ন করিও না, বা স্মরণ করাইয়া দিও না। তাহার হেতু এই যে, তাঁহারা মহাদুর্দৈবহত অর্থাৎ মহাদুর্বিতর্ক্য অতিগরিষ্ঠ দুরাদৃষ্ট-কর্তৃক হত। অতএব শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তারূপ সৌভাগ্যগন্ধরহিত বা কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যসম্বন্ধ-কর্তৃক

অস্পৃষ্ট এবং দৈন্যসাগরে নিমগ্ন-হেতু তত্রস্থ পরমানির্বচনীয় ভীষণ বাড়বাগ্নির শিখারূপ শোক-জ্বালায় সন্তপ্ত ও বিরহবর্ধিত প্রেমবিষে ব্যাকুল। এইজন্য আমি তাঁহাদের চিন্তা ত্যাগ করিয়াই কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছি। আরও ক্ষণকাল তাঁহাদের অনুসন্ধান-চিন্তা ত্যাগ করিলেই সুখী হইব। বিশেষতঃ তাঁহাদের কথা স্মরণ হইলেই তাদৃশ দুঃখ সঞ্জাত হয়, সুতরাং সেই কথা স্মরণ করাইয়া দুঃখ দিও না। যদ্যপি পূর্বে 'গায়ং গায়ং' বাক্যে (শ্রীউদ্ধবের) শ্রীগোপীগণই অভিপ্রেত বলিয়া এস্থলে 'তান'-শব্দে পুংলিঙ্গ নির্দেশ ঘটিতে পারে না; তথাপি শ্রীরোহিণীদেবী সর্বব্রজজনপ্রিয় বলিয়া সেই ব্রজস্থ অখিল জনের আর্তি বিবক্ষায় 'তান'-শব্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে। আবার সেই ব্রজবাসিগণের মধ্যেও শ্রীযশোদাদির আর্তিবিশেষই দ্রষ্টব্য। উহা অবশ্য এস্থলে উহ্য আছে, কিন্তু পরে স্বয়ংই বলিবেন।

৩১। অহং শ্রীবসুদেবেন সমানীতা ততো যদা।
যশোদায়া মহার্ত্তায়াস্তদানীন্তনরোদনৈঃ॥
৩২। গ্রাবোঽপি রোদিত্যশনেরপ্যন্তর্দলতি ধ্রুবম্।
জীবন্মৃতানামন্যাসাং বার্তা কোঽপি মুখং নয়েৎ॥

মূলানুবাদ

৩১-৩২। শ্রীবসুদেব যখন আমাকে গোকুল হইতে আনয়ন করেন, মহার্তা শ্রীযশোদার তদানীন্তন রোদনে কঠিন পাষাণও রোদন করিয়াছিল, বজ্রও নিশ্চয় বিদীর্ণ হইয়াছিল; আর অন্যান্য গোপীগণ জীবিত কি মৃত, তাহাদের কথা কে মুখে বর্ণন করিতে পারে?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩১-৩২। তথাপ্যসহিষ্ণুতয়া তদ্বৃত্তমেব বিরণোতি—অহমিতি দ্বাভ্যাম্। ততো গোকুলাৎ; গ্রাবঃ পরমকঠিনোঽপি রোদিতি পরমার্দ্রতাং যাতীত্যর্থঃ। তথা পরমকঠিনতরস্ত বজ্রস্যাপি অন্তর্মধ্যং দলতি বিদীর্যতে; কেবলং তস্মাত্তস্মাদপি মহাকঠিনতরং কস্যাপ্যেকস্য হৃদয়ং তৈরার্দ্রং ন ভবতীতি ভাবঃ। অন্যাসাং শ্রীরাধিকাদীনাং গোপীনাম্। কো জনঃ স্ত্রী পুরুষোঽপি বা মুখং নয়েৎ উচ্চারয়েৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩১-৩২। তথাপি অসহিষ্ণুতাবশতঃ শ্রীরোহিণীদেবীর সেই বৃত্তান্ত 'অহং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। যে সময় আর্যপুত্র আমাকে গোকুল হইতে আনয়ন করেন, মহার্তা শ্রীযশোদার তদানীন্তন রোদনে পরম-কঠিন পাষাণও রোদন করিয়াছিল এবং পরম আর্দ্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার তাহা হইতেও পরম-কঠিনতর ব্রজও বিদীর্ণ হইয়াছিল। কেবল পাষাণ ও বজ্র হইতেও মহা কঠিনতর কোন একজনের হৃদয় আর্দ্র হয় নাই। আর অন্যান্য শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের কথা কে বর্ণন করিতে পারে? অর্থাৎ কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কেহই তাঁহাদের কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারে না।

৩৩। অথাগতং গুরুগৃহাৎ ত্বৎপ্রভুং প্রতি কিঞ্চন।
সংক্ষেপেণৈব তদ্‌বৃত্তং দুঃখদকথয়ং কুধীঃ॥

মূলানুবাদ

৩৩। হে শ্রীমান্ উদ্ধব! তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরু সান্দীপনির গৃহ হইতে মথুরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন আমি কুবুদ্ধি বলিয়াই দুঃখভরে তোমার প্রভুকে অতি সংক্ষেপে ব্রজের বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৩। অথ মদানয়নানন্তরং গুরোঃ সান্দাপনের্গৃহান্মথুরায়ামাগতং কিঞ্চিদেব তত্রাপি সংক্ষেপেণৈব, তদীয়শোকাদিশঙ্কয়া। যদ্যপি জানাম্যেব ফলং মে ন সেৎস্যতীতি, তথাপ্যকথয়মিত্যভিপ্রায়েণ স্বয়মেব হেতুমাহ—দুঃখাদিতি! 'নিবেদ্য দুঃখং ভবন্তি' ইতি ন্যায়েনাকথনান্মর্মসু পীড়োৎপত্তেরিত্যর্থঃ তথাপ্যস্থানে কথনমত্যযোগ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কুধীরতি। যতোঽহং নিন্দিতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩। আমাকে আনয়ন করিবার পর তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ যখন গুরু সান্দীপনির গৃহ হইতে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন, তখন আমি তোমার প্রভুকে কিঞ্চিৎ অর্থাৎ তদীয় শোকাদির আশঙ্কা করিয়া অতি সংক্ষেপে শ্রীবৃন্দাবনের বার্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। যদিও আমি জানিতাম, তাহাতে কিছুমাত্র ফল হইবে না, তথাপি কিন্তু দুঃখিত হইয়াই বলিয়াছিলাম। বিশেষতঃ "দুঃখ নিবেদন করিলে সুখী হওয়া যায়", এই ন্যায়ানুসারে দুঃখের কথা না বলিলেও মর্মপীড়া উৎপত্তি হইতে পারে; তাই বলিয়া অযোগ্যস্থানে দুঃখ নিবেদন করা উচিত নহে; আমি কিন্তু কুবুদ্ধি বলিয়া পূর্বে একথা বুঝিতে পারি নাই, তাঁহাকে শ্রীবৃন্দাবনের বৃত্তান্ত বলিয়াছিলাম।

৩৪। ন হি কোমলিতং চিত্তং তেনাপ্যস্য যতো ভবান্।
সন্দেশ-চাতুরীবিদ্যাপ্রগল্‌ভঃ প্রেষিতঃ পরম্॥

মূলানুবাদ

৩৪। আমার কথাতে কিন্তু তোমার প্রভুর চিত্ত নিশ্চয়ই কোমল হয় নাই। কারণ, স্বয়ং ব্রজে গমন না করিয়া কেবল সন্দেশ-চাতুরীবিদ্যা-কুশল তোমাকে ব্রজে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৪। তেন তাদৃশমৎকথনেনাপি তস্য তৎপ্রভোশ্চিত্তং নার্দ্রিতম্। হি নিশ্চিতম্। তত্র লিঙ্গমাহ—যত ইতি। যস্মাৎ পরং কেবলং ভবানেব প্রেষিতোঽনেন, ন তু স্বয়ং গতঃ। তথাপি মঙ্গলং মন্যস্বেতি চেত্তত্রাহ—সন্দেশেতি। সন্দেশো বাচিকং তস্মিন্। চাতুর্যেব বিদ্যা কলাবিশেষঃ; যদ্বা, সন্দেশচাতুর্যাং বিদ্যা জ্ঞানবিশেষঃ, তস্যাং প্রগল্‌ভঃ। তাদৃশসন্দেশেন তেষাং দুঃখমেব বর্দ্ধিতম্, ন তু কিঞ্চিদাশ্বাসনমভূদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৪। আমার তাদৃশ কথাতেও কিন্তু তোমার প্রভুর চিত্ত নিশ্চয়ই আদ্রিত হয় নাই (নিশ্চয়ার্থে হি অব্যয়) তাহার লক্ষণ এই যে, তিনি কেবল তোমাকেই গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বয়ং গমন করেন নাই। তথাপি মঙ্গল মনে করিয়া যে সন্দেশ (বাচিক্ চাতুরীবিদ্যাসুলভ বার্তা বা চাতুর্যবিদ্যা—জ্ঞানবিশেষ প্রগল্‌ভ) প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাদৃশ সন্দেশে তাঁহাদের দুঃখই বর্ধিত হইয়াছিল, কিঞ্চিন্মাত্রও আশ্বাসন হয় নাই।

৩৫। অয়মেব হি কিং তেষু ত্বৎপ্রভোঃ পরমো মহান্।
অনুগ্রহপ্রসাদো যস্তাৎপর্য্যেণোচ্যতে ত্বয়া॥

৩৬। মম প্রত্যক্ষমেবেদং যদা কৃষ্ণো ব্রজেঽব্রজৎ।
ততো হি পূতনাদিভ্যঃ কেশ্যন্তেভ্যো মুহুর্মুহুঃ॥

৩৭। দৈত্যেভ্যো বরুণেন্দ্রাদিদেবেভ্যোঽজগরাদিতঃ।
তথা চিরন্তনস্বীয়শকটার্জ্জুনভঙ্গতঃ।
কো বা নোপদ্রবস্তত্র জাতো ব্রজবিনাশকঃ॥

৩৮। তত্রত্যাস্তু জনাঃ কিঞ্চিত্তেঽনুসন্দধতে ন তৎ॥

মূলানুবাদ

৩৫। তুমি যে অভিপ্রায়ে ব্রজবাসিদিগের প্রতি তোমার প্রভুর পরম মহান্ অনুগ্রহরাশির বিষয় কীর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছ, সেই অনুগ্রহের কি এই লক্ষণ?

৩৬—৩৮। আমি যে সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ কর। তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে গমনাবধি পূতনা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশীদৈত্য পর্যন্ত বারবার কত উপদ্রব করিয়াছিল, কখনও বা বরুণাদি দেবতাসকল এবং অজগরাদি হইতেও বিবিধ ব্রজনাশক উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছিল। তথা পুরাতন শকট ও যমলার্জুন বৃক্ষ ভঙ্গ হইতেও তোমার প্রভুর নিজদেহের উপরও উপদ্রব হইয়াছিল। তথাপি কিন্তু ব্রজবাসীরা কখনও তাহার অনুসন্ধান করেন নাই বা নিজেদের দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টাও করেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৫। অনুগ্রহযুক্তঃ প্রসাদঃ অনুগ্রহলক্ষণ-ব্যবহারঃ। যদ্বা, অনুগ্রহেণ প্রসাদঃ প্রসন্নতা তাৎপর্য্যেণেতি সাক্ষাদনুক্তেঃ॥

৩৬—৩৮। যদা বা কৃষ্ণস্তত্রাসীত্তদানীমপি তেষাং ন কিমপি সুখমকরোদিতি পরমদুঃখিতা সত্যাহ—মমেতি সার্দ্ধদ্বাভ্যাম্। প্রত্যক্ষমিতি ব্রজে শ্রীকৃষ্ণস্য গমনাৎ পূর্বমপি তত্র চিরবাসেন তত্তদনুভবাৎ। ততস্তৎকালমারভ্যেত্যর্থঃ। পূতনাদিভ্যো দৈত্যেভ্যঃ; বরুণাদিভ্যো দেবেভ্যোঽপি নন্দহরণ-মহাবৃষ্ট্যাদিনা। অজগরঃ সরস্বতীতীরে নন্দগ্রসনোদ্যতঃ; তদাদিভ্যস্তির্য্যগ্‌যোনিভ্যোঽপি, আদিশব্দেন কালিয়াদয়ঃ, কংসাজ্ঞয়া তদানীং তৈরপি যমুনাজলাদেরধিকদূষণাৎ। চিরন্তনা বহুকালীনাঃ স্বীয়া নিজযানাতপত্রাদিরূপাঃ; শকটমর্জুনৌ চ বৃক্ষৌ তেষাং ভঙ্গতঃ

ভঞ্জনাৎ। তথাপি বজ্রজনানাং কৃষ্ণে প্রীতির্ন জাতু ক্ষীণা, অপি তু বিবুদ্ধৈবেত্যাহ—তত্রত্যা ইতি সার্দ্ধদ্বয়েন। তদুপদ্রবজন্ম, তদিতি তস্মিন্নুপদ্রব ইতি বা। কথমেবমিদানীমভূৎ? 'অহো বতাস্মাকং দুঃখমুপস্থিতম্, অস্য প্রতিকুর্ম্মঃ' ইত্যাদিকং কিঞ্চিদপি নানুসন্দধতে ন বিচারয়ন্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫। অনুগ্রহযুক্ত প্রসাদ—অনুগ্রহলক্ষণ-ব্যবহার। অথবা অনুগ্রহ-প্রসাদ (প্রসন্নতা) তোমার উক্তির কি ইহাই তাৎপর্য? অর্থাৎ সাক্ষাৎ না বলিয়া মর্মার্থ প্রকাশ করিতেছ? তাহা কি আমি যাহা বলিলাম, তাহাই নহে?

৩৬-৩৮। যৎকালে তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে ছিলেন, তৎকালেও সেই ব্রজবাসিদের কোন কিছু সুখের কাজ করেন নাই, তজ্জন্য আমি পরম দুঃখিতা; তাহাই 'মম' ইত্যাদি সার্ধ দুই শ্লোকে বলিতেছেন। আমি তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কারণ, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমনেরও পূর্বে আমি তথায় দীর্ঘকাল বাস করিয়া তৎসমস্ত সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি। আর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে গমনাবধি পূতনা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশি দৈত্য পর্যন্ত বারংবার যে সকল উপদ্রব ঘটাইয়াছিল, আমি তৎসমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কেবল দৈত্যাদি কর্তৃক উপদ্রব নহে, বরুণাদি দেবগণও শ্রীনন্দহরণ ও মহাবৃষ্টি ইত্যাদিরূপ ব্রজবিনাশক উপদ্রব ঘটাইয়াছিল। অজগরাদি তীর্য্যক্‌যোনি হইতেও (সরস্বতীতীরে শ্রীনন্দকে গ্রাস করিতে উদ্যতরূপ) মহা অনর্থ উৎপত্তি হইয়াছিল। আদিশব্দে কালিয়নাগাদিও বুঝিতে হইবে। কারণ, কংসের আদেশক্রমে দুষ্টকালিয় তৎকালে যমুনার জল দূষিত করিয়াছিল। তথা বহুকালের প্রাচীন শকট ও যমলার্জুন বৃক্ষদ্বয় ভঞ্জন হইতেও তোমার প্রভুর নিজদেহের উপর বহু উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছিল। পরন্তু বারংবার এই সকল উপদ্রব সংঘটিত হইলেও বজ্রবাসীরা কিন্তু কখনও নিজেদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করেন নাই, এজন্য দুঃখের সময়েও তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি ক্ষীণ হয় নাই; বরং সেই সকল উপদ্রবে কৃষ্ণপ্রীতি বর্ধিতই হইয়াছিল। তোমার প্রভুর ব্রজগমনের পূর্বে কিন্তু এ সকল উৎপাতাদি ছিল না। এখন কেন হইল? "অহো! আমাদের দুঃখ উপস্থিত হইল, এক্ষণে আমরা ইহার কি প্রতীকার করিব?" ইত্যাদিপ্রকারে সেই দুঃখ প্রতিকারের চেষ্টা করেন নাই বা কোনরূপ বিচারও করেন নাই।

৩৯। মোহিতা ইব কৃষ্ণস্য মঙ্গলং তত্র তত্র হি।
ইচ্ছন্তি সর্বদা স্বীয়ং নাপেক্ষন্তে চ কর্হিচিৎ॥

৪০। স্বভাবসৌহৃদেনৈব যৎ কিঞ্চিৎ সর্বমাত্মনঃ।
অস্যোপকল্পয়ন্তে স্ম নন্দসূনোঃ সুখায় তৎ॥

মূলানুবাদ

৩৯। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যে মোহিত হইয়া কেবল তাঁহারই মঙ্গল কামনা করিতেন, কখনই আপনাদের মঙ্গল চিন্তা করিতেন না।

৪০। ব্রজবাসীরা স্বভাব-সৌহৃদ্যবশতঃ নিজের যাহা কিছু, তৎসমুদয় নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত অর্পণ করিয়াছিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩৯। তত্র হেতুমাহ—মোহিতা ইতি। কৃষ্ণেনাপহৃতবিবেকাঃ; ইবেতি তত্ত্বতো মোহাসম্ভবাৎ। যদ্বা, ঐন্দ্রজালিকাদিভির্মোহং প্রাপিতা ইতরে জনা যথা তথেত্যর্থঃ। হি যস্মাৎ তত্র তত্রোপদ্রবে কৃষ্ণস্যৈব মঙ্গলং ক্ষেমং সর্বদা ইচ্ছন্তি। স্বকীয়ঞ্চ মঙ্গলং কদাচিদপি নাপেক্ষন্তে॥

৪০। কিঞ্চ স্বভাবেন ন তু কেনাপি হেতুনা যৎ সৌহৃদং প্রেম তেনৈব অস্য কৃষ্ণস্য সুখায় তৎসর্বমুকল্পয়ন্তে স্ম। অস্মিন্নেব সমর্পয়ন্নিত্যর্থঃ। সম্পাদয়ামাসুনিরতি বা। নন্দসূনোরিতি সর্বদৈবতে নন্দনন্দনত্বে নৈবেমং বিদন্তি, ন তু পরমেশ্বরত্বেন যদুনন্দনত্বাদিনা বা। এতএব পরমপ্রেমবিশেষোদবেন তথা ব্যবহারন্তীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৯। তাহার হেতু বলিতেছেন, 'মোহিতা' ইত্যাদি। ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা অপহৃতবিবেক। 'ইব' কারের তাৎপর্য এই যে, তত্ত্বতঃ তাঁহাদিগের মোহ অসম্ভব। অথবা ঐন্দ্রজালিক-কর্তৃক ইতর ব্যক্তিরা যেরূপ মোহপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ ব্রজবাসীরা শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় মোহিত হইয়া সদা তাঁহারই মঙ্গল কামনা করিতেন। সেইজন্য সেই সকল বিপদেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গল ইচ্ছা করিতেন, কখনও স্বকীয় মঙ্গলের অপেক্ষা করিতেন না।

৪০। আরও বলিতেছেন, ব্রজবাসীরা স্বাভাবিক প্রেমবশতঃ নিজের যাহা কিছু, তৎসমস্ত শ্রীকৃষ্ণের সুখের নিমিত্ত কল্পনা বা সমর্পণ করিতেন; কিংবা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত সর্ব-সম্পাদন করিতেন। আপনাদের কোন স্বার্থসাধন-হেতু নহে; পরন্তু তাঁহারা তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে নন্দনন্দন বলিয়াই জানিতেন, পরমেশ্বর বা যদুনন্দন বলিয়া মনে করিতেন না। এইজন্য তাঁহার প্রতি ব্রজবাসীদিগের তাদৃশ স্বাভাবিক পরমপ্রেমবিশেষের আবির্ভাবে সেইপ্রকার ব্যবহার সম্পন্ন হইত।

৪১। তদানীমপি নামীষাং কিঞ্চিত্ত্বৎপ্রভুণা কৃতম্।
ইদানীং সাধিতস্বার্থো যচ্চক্রেঽয়ং ক্ব বচ্মি তৎ॥

মূলানুবাদ

৪১। যে সময় তোমার প্রভু স্বার্থসাধনার্থ ব্রজে বাস করিয়াছিলেন, সেই সময়ও ব্রজবাসীদের জন্য কিছুই করেন নাই; ইদানীং স্বার্থসাধন হইয়া গিয়াছে, এখন যাহা করিতেছেন, তাহা আর কাহাকে বলিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪১। ফলিতং বদন্ত্যপসংহরতি—তদানীমিতি। অমীষাং ব্রজজনানাং সাধিতঃ স্বানাং জ্ঞাতীনামেবার্থো মথুরাসুখবাসাদিঃ। কিংবা প্রচ্ছন্নব্রজবাসাদিনা সাধিতঃ স্বস্যার্থঃ কংসহননাদি প্রয়োজনং যেন তথাভূতোঽপি সন্। অয়ং ত্বৎপ্রভুর্যৎ পরিত্যাগাদিরূপং কর্ম চক্রে। ক্ব কস্মিন্ বচ্মি, অপি ন কস্মিন্নপি তদুক্তং যুজ্যত ইত্যর্থঃ, তদ্‌যোগ্যজনস্যাত্রাভাবাৎ, কৃষ্ণস্যাপকীর্ত্তিভয়াদ্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪১। এক্ষণে ফলিতার্থ বলিয়া উপসংহার করিতেছেন। তোমার প্রভু স্বার্থসাধনের জন্য ব্রজে বাসকালেও সেই ব্রজবাসীদের কিছুমাত্র উপকার করেন নাই। আর এখন ত' তাঁহার স্বার্থসাধন হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ স্বীয় জ্ঞাতিবর্গের সহিত সুখে মথুরায় বাস করিতেছেন। কিংবা তদানীন্তন স্বার্থসাধন নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন ব্রজবাসাদি দ্বারা কংসহননাদিরূপ প্রয়োজন সাধন করিয়াছেন। এই প্রকারে তোমার প্রভু ব্রজবাসীদিগকে পরিত্যাগাদিরূপ যে কর্ম করিয়াছেন, তাহা আর কাহাকে বলিব? অপিচ উহা কাহাকেও বলার যোগ্যও নহে। আর এখানেও সেই প্রকার যোগ্য জন নাই। অথবা শ্রীকৃষ্ণের অপকীর্তির কথা কাহাকেও বলা উচিত নহে। এই ভয়ে শ্রীরোহিণীদেবী সংক্ষেপে নিজ বক্তব্যের উপসংহার করিলেন।

সারশিক্ষা

৪১। যে ব্রজাঙ্গনাসকল শ্রীকৃষ্ণদর্শন করিতে গিয়া নিমিষের ব্যবধানও অসহ্যবোধে চক্ষুর পলকসৃষ্টিকারী বিধাতাকে জড় বলিয়া গণনা করেন, সেই ব্রজাঙ্গনাসকলও কখন কখন অহৈতুক বা সহৈতুক মান ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণমিলনরোধক দশাও ভজনা করেন; কিন্তু কোন সময়েও তাঁহার কথা ত্যাগ

করিতে পারেন না। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকথা ও কথনীয় শ্রীকৃষ্ণের অভিন্নতাহেতু শ্রীকৃষ্ণ কথকের মুখ হইতে কথারূপে বহির্গত হইয়া শুশ্রূষুজনে কর্ণপথদ্বারে তাহার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেই হৃদয়ের বিরহসঞ্জাত বিষাদাদি নিজেই বিদূরিত করিয়া লয়েন। এইজন্য শ্রীরোহিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণকথা-সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন নাই। পরন্তু (বিরহাবস্থায়ও কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা, ঐশ্বর্য ও মাধুর্য অনুভব করিতেছেন। যদিও তাঁহার হৃদ্গত অভিপ্রায় গাঢ়প্রেমের অতিশয্যে ওলাহনরূপে অভিব্যক্ত, তথাপি উহা দুঃখভরে নহে, অন্তরে বাস্তবিক ব্রজপ্রেমের উৎস উৎসারিত হইয়া বাহিরে সোল্লুণ্ঠন বাক্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি কিন্তু বাহিরে এই প্রেমানন্দ প্রকাশ করিলেন না, বাহিরে তিনি যেন দুঃখের ভাবই প্রকাশ করিলেন। এই সমস্তই প্রেমের স্বাভাবিক কুটিলগতির পরিচায়ক। বাস্তবিকপক্ষে যে শ্রীকৃষ্ণকথা বাহিরে দুঃখের চিহ্নমাত্র প্রকাশ করে এবং অন্তরে পরমানন্দ বিস্তার করে, তাহা কদাচ দুঃখরূপ হইতে পারে না বা প্রভুর প্রতি তাঁহার কখনও ক্রোধমূলক বাক্য হইতে পারে না। তবে বাহিরে দুঃখের আভাসরূপে প্রতীত হয় মাত্র।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৪২। তচ্ছ্রুত্বা দুষ্টকংসস্য জননী ধৃষ্টচেষ্টিতা।
জরাহতবিচারা সা সশিরঃকম্পমব্রবীৎ॥

মূলানুবাদ

৪২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীরোহিণীদেবীর কথা শ্রবণ করিয়া জরাহত-বিচারবিহীনা, ধৃষ্টাচারিণী, দুষ্ট কংসের জননী পদ্মাবতী, শিরঃকম্পনের সহিত বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪২। ধৃষ্টং দ্রুমিলদৈত্যেন পুত্রোৎপাদনাল্লজ্জারহিতং চেষ্টিতং যস্যাঃ সা। এবং দোষোদ্‌গারকং তস্যা বিশেষণত্রয়ং তাদৃগুক্তৌ কারণং দর্শিতম্। সা দুষ্পুত্র-মরণেঽপি মহাবিলাপাদিনা দুর্বুদ্ধিতয়া প্রসিদ্ধা। শিরঃকম্পশ্চ জরাতিভরেণ শ্রীরোহিণ্যুক্ত্যাক্ষেপপাটবেন বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪২। শ্রীরোহিণীদেবীর এই কথা শুনিয়া ধৃষ্টাচারিণী কংসজননী পদ্মাবতী বলিতে লাগিলেন। ধৃষ্টাচারিণী বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই পদ্মাবতী দ্রুমিল দৈত্যদ্বারা পুত্রোৎপাদন করিয়াছিল, সুতরাং লজ্জারহিত চেষ্টাশীলা। এইপ্রকার দোষ-উদ্গারক তিনটি বিশেষণ দ্বারা তাহার স্বভাবানুরূপ তাদৃশ উক্তির কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। কংসের ন্যায় দুষ্ট পুত্রের মরণেও ঐ পদ্মা রোদন ও মহাবিলাপ করিয়াছিলেন, সুতরাং দুর্বুদ্ধিও সুপ্রসিদ্ধ। আবার জরাবশতঃ বিচারহীনা, তাই শিরঃকম্পনসহকারে বলিতে লাগিলেন।

পদ্মাবত্যুবাচ—

৪৩। অহো বতাচ্যুতস্তেষাং গোপানামকৃপাবতাম্।
আবাল্যাৎ কণ্টকারণ্যে পালয়ামাস গোগণান্॥

৪৪। পাদুকে না দদুস্তেঽস্মৈ কদাচিচ্চ ক্ষুধাতুরঃ।
গোরসং ভক্ষয়েৎ কিঞ্চিদিমং বধ্নন্তি তৎস্ত্রিয়ঃ॥

মূলানুবাদ

৪৩। শ্রীপদ্মাবতী বলিলেন, অহো! কি দুঃখের কথা, শ্রীঅচ্যুত বাল্যকাল হইতে কণ্টকারণ্যে নির্দয় গোপগণের গোসকলকে পালন করিয়াছিলেন।

৪৪। সেই কণ্টকারণ্যে ভ্রমণকালে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে পাদুকা পর্যন্ত প্রদান করেন নাই; বরং কদাচিৎ তিনি ক্ষুধার জ্বালায় কিঞ্চিৎ গোরস পান করিয়াছিলেন বলিয়া গোপরমণীগণ তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৪। অহো বত মহাকষ্টম; অকৃপাবতাং কারুণ্যরহিতানাম্; অচ্যুত ইতি তাদৃশদুঃখেঽপি তত্রৈব স্থিরতয়া বর্ত্তমান ইত্যর্থঃ॥

৪৪। অকৃপামেবাহ—পাদুকে ইত্যাদিনা ক্রোশন্তীত্যন্তেন। তে গোপাশ্চ তস্মৈ অচ্যুতয়া; ক্ষুধায় আতুরো বিকলঃ সন্ গোরসং তক্রাদিকং ভক্ষয়েদচ্যুতঃ; সম্ভাবনায়াং সপ্তমী। 'ইমমচ্যুতং তেষাং গোপানাং স্ত্রিয়ো যশোদাদ্যা বধ্নন্তি গোপাশৈঃ; এতচ্চ দামোদরত্বাদ্যুপাখ্যানানুসারেণ। 'আক্রোশন্তীতি চ' বৎসান মুঞ্চন ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ, স্তেয়ং স্বাবত্ত্যথ দধি পরঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।' (শ্রীভা ১০।৮।২৯) ইত্যাদি গোপীগণোক্তানুসারেণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৩। আহা কি কষ্ট! এই অচ্যুত বাল্যাবধি কণ্টকারণ্যে সেই কারুণ্যরহিত গোপদিগের গোচারণ করিয়াছিলেন, আবার তাদৃশ দুঃখসত্ত্বেও তথায় স্থির হইয়া বর্তমান? ইহাই অচ্যুত-শব্দের ধ্বনিগম্য অর্থ।

৪৪। অকৃপার লক্ষণ বলিতেছেন, সেই কণ্টকাকীর্ণ বনে গোচারণকালেও গোপগণ এই অচ্যুতকে পাদুকা পর্যন্ত প্রদান করে নাই। যদি বা কখন তিনি ক্ষুধায় অকুল হইয়া কিঞ্চিৎ তক্রাদি গোরস পান করিতেন, যশোদাদি গোপস্ত্রীগণ তাঁহাকে

গো-বন্ধন রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিত, (ইহা দামোদর উপাখ্যানানুসারে বর্ণিত হইল) আবার তাহারা ভীষণ চীৎকারও করিত। একথা (শ্রীভাগবতে) প্রসিদ্ধ, 'হে যশোদে! তোমার এই বালক অসময়ে বৎসদিগকে মুক্ত করিয়া দেয়, তাহাতে কেহ কোনরূপ ভর্ৎসনা করিলে হাসিতে থাকে; কখন বা চুরি করিয়া দধি-দুগ্ধাদি ভক্ষণ করে এবং বানরদিগকে ভাগ করিয়া দেয়।' এইপ্রকার গোপীগণের উক্তি অনুসারেই 'আক্রোশন্তি' পদ বিন্যস্ত হইয়াছে।

৪৫। আক্রোশন্তি চ তদ্দুঃখং কালগত্যৈব কৃৎস্নশঃ।
কৃষ্ণেন সোঢ়মধুনা কিং কর্ত্তব্যং বতাপরম্॥

মূলানুবাদ

৪৫। আবার সেই গোপরমণীগণ চীৎকার করিয়া তাহা সর্বত্র ঘোষণা করিতেন; তিনি কি করিবেন, কালের গতিকে সেই সব দুঃখও সহ্য করিয়াছেন; তুমিও বল, এখন আর সেই ব্রজবাসীদিগের সম্বন্ধে তিনি কি করিবেন?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৫। তৎ গোগণপালনাদিরূপং দুঃখং কালগত্যৈবেতি বাল্যে তদ্দুঃখাননুসন্ধানাৎ। যদ্বা, কংসবঞ্চনায় নিগূঢ়বাসার্থং তদানীং তদ্দুঃখসহনস্য যোগ্যত্বাদিত্যর্থঃ। বত খেদে; অধুনা অপরমন্যত্তেষাং কিং কর্ত্তব্যং কৃষ্ণেন॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৫। শ্রীকৃষ্ণ কি করেন, কালগতিকে গো-পালনাদিরূপ দুঃখও সহ্য করিয়াছেন, বা বাল্যকাল বলিয়া সেই দারুণ দুঃখ (অননুসন্ধানে) সহ্য করিয়াছেন; অথবা কালের গতি বলিতে কংসবঞ্চনের নিমিত্ত নিগূঢ়রূপে বাসের জন্য তদানীন্তন সেই দুঃখ তাঁহার সহনযোগ্য হইয়াছিল। অতএব অধুনা শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজবাসিদিগের প্রতি অন্য কি কর্তব্য সম্পাদন করিবেন? অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদৃশ দারুণ দুঃখ সহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরও যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। এখন আর তিনি কি উপকার করিবেন?

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৪৬। প্রজ্ঞাগাম্ভীর্য্যসম্পূর্ণা রোহিণী ব্রজবল্লভা।
তস্যা বাক্যমনাদৃত্য প্রস্তুতং সংশৃণোতি তৎ॥

শ্রীরোহিণ্যুবাচ—

৪৭। রাজধানীং যদুনাঞ্চ প্রাপ্তঃ শ্রীমথুরাময়ম্।
হতারিবর্গো বিশ্রান্তো রাজরাজেশ্বরোঽভবৎ॥

মূলানুবাদ

৪৬। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, প্রজ্ঞাবতী, গাম্ভীর্যপূর্ণা ব্রজবল্লভা শ্রীরোহিণীদেবী সেই পদ্মাবতীর বাক্যে আদর করিলেন না; বরং প্রস্তুত বিষয় বিস্তারপূর্বক বলিতে লাগিলেন।

৪৭। শ্রীরোহিণীদেবী বলিলেন, শত্রুবর্গ বিনাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাদবগণের রাজধানী মথুরা প্রাপ্ত হইয়া রাজরাজেশ্বর হইয়াছেন এবং ইদানীং দ্বারকায় আসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৬। রোহিণী চাবজ্ঞয়া তস্যা বিমূঢ়াযা বাক্যমশৃণ্বতীব নিজবাক্যার্থং সমাপয়তীত্যাহ—প্রজ্ঞেতি। প্রজ্ঞয়া গাম্ভীর্যেণ তাভ্যাং বা সম্পূর্ণ; তস্যাঃ পদ্মাবত্যাঃ॥

৪৭। ননু অত্রতানিজজ্ঞাতিবর্গস্যাবশিষ্টমর্থং সমাধায়াদ্য শ্বো বা তত্রাগমিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ—রাজেতি দ্বাভ্যাম। অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীমতীং মথুরাং প্রাপ্তো ভাগ্যত্বেন বিশ্রান্তঃ বিগতযুদ্ধাদিশ্রমঃ। যদ্বা, দ্বারকায়াং কৃতসুখবাস ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৬। শ্রীরোহিণীদেবী সেই বিমূঢ়া পদ্মাবতীর বাক্যে অবজ্ঞাপ্রকাশপূর্বক (শুনিয়াও না শুনার মত) নিজবাক্যার্থ সমাপন করিতেছেন। যেহেতু, তিনি প্রজ্ঞাবতী ও গাম্ভীর্যপূর্ণা বা বিজ্ঞতা-হেতু গাম্ভীর্যশালিনী, বিশেষতঃ ব্রজজনে অনুরক্তা বলিয়া প্রকৃত বিষয় বিবৃত করিতে লাগিলেন।

৪৭। যদি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ অত্রস্থ নিজজ্ঞাতিবর্গ যাদবগণের অবশিষ্ট প্রয়োজন সমাধান করিয়া অদ্য বা কল্য তথায় গমন করিবেন। তাহাতেই 'রাজধানী' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, এই শ্রীকৃষ্ণ ভোগ্যরূপা শ্রীমতী মথুরা প্রাপ্ত হইয়া রাজরাজেশ্বররূপে বিগত যুদ্ধশ্রম হইয়াছেন। অথবা সম্প্রতি দ্বারকা আসিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতেছেন।

৪৮। নির্জ্জিতোপকৃতাশেষদেবতাবৃন্দবন্দিতঃ।
অহো স্মরতি চিত্তেঽপি ন তেষাং ভবদীশ্বরঃ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৪৯। তদ্বচোঽসহমানাহ দেবী কৃষ্ণস্য বল্লভা।
সদা কৃতনিবাসাস্য হৃদয়ে ভীষ্মনন্দিনী॥

মূলানুবাদ

৪৮। হে শ্রীমান্ উদ্ধব! তোমার প্রভু দেবতাসকলকে পরাজয় করিয়াছেন এবং তাঁহাদের উপকারও করিয়াছেন, তাই উপকৃত দেবতাসকল তাঁহার চরণ বন্দনা করিতেছেন। হায়! তিনি এখন আর সেই ব্রজবাসীগণকে স্মরণও করেন না।

৪৯। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীরোহিণীদেবীর বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণবল্লভা সদা তাঁহার হৃদয়বাসিনী ভীষ্মকনন্দিনী শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৮। নির্জ্জিতং পারিজাতহরণাদিনা, উপকৃতঞ্চ নরকবধাদিনা যদশেষদেবতাবৃন্দং তেন বন্দিতঃ সন্নপি। অহো খেদে; তেষামিতি স্মৃত্যর্থকর্ম্মণি ষষ্ঠী; ন স্মরত্যপি অস্তু তাবদ্‌গমিষ্যতীতি॥

৪৯। অস্য কৃষ্ণস্য হৃদয়ে বক্ষসি কৃতনিবাসেতি তদীয়হৃদয়বার্ত্তাং তত্ত্বতো জানাতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৮। তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণ পারিজাতহরণাদির সময়ে যাঁহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেই পরাজিত দেবতাবৃন্দ এবং নরকাসুর বধাদি দ্বারা যাঁহারা উপকৃত হইয়াছিলেন, সেই সকল রাজন্যবর্গ তাঁহার চরণবন্দন করিতেছেন। অতএব তোমার প্রভু এখন আর সেই ব্রজবাসীগণকে স্মরণ করিবেন কেন? দূরে থাকুক তাঁহার ব্রজগমন। অহো! (খেদে) কি কষ্ট!

৪৯। 'কৃতনিবাস' বলিতে সদা শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়বাসিনী বলিয়া তদীয় হৃদয়বার্তা তত্ত্বতঃ জ্ঞাত আছেন।

শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ—

৫০। ভো মাতর্নবনীতাতিমৃদুস্বান্তস্য তস্য হি।
অভিজ্ঞায়ান্তরং কিঞ্চিৎ কথমেবং ত্বয়োচ্যতে॥
(যূয়ং শৃণুত বৃত্তানি তর্হি তর্হি শ্রুতানি মে।)

৫১। কিমপি কিমপি ব্রূতে রাত্রৌ স্বপন্নপি নামভি-
র্মধুর-মধুরং প্রীত্যা ধেনূরিবাহ্বয়তি ক্বচিৎ।
উত সখিগণান্ কাংশ্চিদ্গোপানিবাথ মনোহরাং
সমভিনয়তে বংশীবক্ত্রাং ত্রিভঙ্গিপরাকৃতিম্॥

মূলানুবাদ

৫০। শ্রীরুক্মিণীদেবী বলিলেন, মাতঃ! আপনি নবনীত অপেক্ষাও কোমল প্রভুর হৃদয় কিছুমাত্র না জানিয়াই কেন এরূপ কথাসকল বলিতেছেন?

৫১। আমি যে যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, আপনারাও তাহা শ্রবণ করুন। প্রভু রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থাতেও কত কি ব্রজের কথা বলিয়া থাকেন, কখনও প্রীতিভরে মধুরস্বরে নাম ধরিয়া ধেনুগণকে আহ্বান করেন, কখনও বা সখাগণকে, কখনও বা অপর গোপসকলকে আহ্বান করেন; আবার কখনও বা মনোহর বংশীবদন ত্রিভঙ্গসুন্দর আকারের অভিনয় করেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫০। নবনীতাদপি অতিমৃদু পরমকোমলং স্বান্তং হৃদয়ং যস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণদেবস্য আন্তরং অন্তঃস্থিতং ভাবমিত্যর্থঃ। জানাসি চেদেবং ন কদাপি বক্ষ্যসীতি ভাবঃ॥

৫১। তদেব বিবৃণোতি—কিমপীতি চতুর্ভিঃ। স্বপন্নপি, কিমুত জাগ্রৎ? নামভিঃ গঙ্গাযমুনাধবলাকালিন্দীত্যাদিধেনুসংজ্ঞাভিঃ; মধুরাদপি মধুরং যথা স্যাত্তথা; ইবদ্বয়মুৎপ্রেক্ষায়াম্। ক্বচিৎ কদাচিৎ; অস্য পরত্রাপ্যনুষঙ্গঃ। উতেত্যুক্তসমুচ্চয়ে। প্রীত্যা মধুরমধুরং নামভির্গোপানাহ্বয়তীব। বংশীবক্ত্রমিত বক্ত্রেণ বংশীধারণ-মুদ্রানুকরণাৎ। ত্রয়ো ভঙ্গা শ্রীপাদহস্তমুখানাং তির্য্যগ্‌বিন্যাসবিশেষাঃ; তৎপরাং তদাশ্রিতাং আকৃতিং শ্রীমূর্তিমভিনয়তি অনুকরোতি, শ্রীকৃষ্ণ এব প্রসঙ্গবলাৎ সর্বত্র কর্তোহ্যঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫০। নবনীত হইতেও অতি মৃদুল বা পরম কোমল শ্রীকৃষ্ণদেবের অন্তঃস্থিত ভাব না জানিয়াই কেন আপনি এ সকল কথা বলিতেছেন? যদি তাহা জানিতেন, তবে এরূপ কথা কদাচ বলিতেন না। (আমি শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধীয় যে যে বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, আপনারাও তাহা শ্রবণ করুন।)

৫১। তাহাই 'কিমপি' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। মাতঃ! জাগরণের কথা কি, প্রভু রাত্রিকালে স্বপ্নেও কত কি বৃন্দাবনের কথা বলেন। কখন প্রীতিসহকারে মধুর হইতেও মধুরস্বরে গঙ্গা, যমুনা, ধবলা, কালিন্দী, ইত্যাদি নাম গ্রহণ করিয়া ধেনু সকলকে আহ্বান করেন, এই 'মধুরাদপি মধুর' পদের সহিত পরবর্তী বাক্যেরও অনুষঙ্গ আছে; কিন্তু 'ইব' কারদ্বয় উৎপ্রেক্ষা মাত্র। এইপ্রকার কখনও প্রীতির সহিত মধুর হইতেও মধুরস্বরে সখাদিগকে, কখনও বা অপর গোপদিগকে আহ্বান করেন; কখনও বা মনোহর বংশীবদন অর্থাৎ বংশীধারণ মুদ্রার অনুকরণ করিয়া ত্রিভঙ্গ সুন্দর আকারের অভিনয় করেন। 'ত্রিভঙ্গ' বলিতে শ্রীপদ-হস্ত-মুখকমলের (বঙ্কিমতা) তির্যক্‌বিন্যাসবিশেষ।

৫২। কদাচিন্মাতর্মে বিতর নবনীতন্ত্বিতি বদেৎ
কদাচিচ্ছ্রীরাধে ললিত ইতি সম্বোধয়তি মাম্।
কদাপীদং চন্দ্রাবলি কিমিতি মে কর্ষতি পটং
কদাপ্যস্রাসারৈর্মৃদুলয়তি তূলীং শয়নতঃ॥

মূলানুবাদ

৫২। কখনও বলেন, 'মাতঃ, আমায় নবনীত দাও', কখনও বা আমাকে 'অয়ি শ্রীরাধে! শ্রীললিতে!' ইত্যাদি বাক্যে সম্বোধন করেন। আবার কখনও 'অয়ি চন্দ্রাবলি, তোমার এ কি আচরণ?' এই কথা বলিয়া আমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করেন। কখনও বা অশ্রুধারায় শয্যাতল সিক্ত করেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫২। মামিতি—তস্যা বস্ত্রহরণাদিনা তাং লক্ষ্মীকৃত্য সম্বোধনাৎ। ইদং মদ্বঞ্চনাদিরূপং ত্বদীয়চেষ্টিতং কিং কীদৃশমিত্যেবং বদন মম পটং কদাপ্যাকর্ষতীত্যর্থঃ। মৃদুলয়তি আর্দ্রয়তি; শয়নতঃ; শয্যায়াং যা তূলী তাম্; যদ্বা, শয়নসময় ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫২। কখনও অয়ি চন্দ্রাবলি, তোমার এ কি আচরণ? তুমি কি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ? এই কথা বলিয়া (চন্দ্রাবলীকে লক্ষ্য করিলেও) আমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করেন। কখনও বা শয়নসময় শয্যার বালিশ অশ্রুধারায় সিক্ত করেন।

৫৩। স্বপ্নাদুত্থায় সদ্যোঽথ রোদিত্যার্তস্বরৈস্তথা।
বয়ং যেন নিমজ্জামো দুঃখশোকমহার্ণবে॥

মূলানুবাদ

৫৩। আবার কখনও নিদ্রাভঙ্গের পর সহসা শয্যা হইতে উঠিয়াই আর্তস্বরে রোদন করিতে থাকেন; আমরা তাঁহার সেই রোদনের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া দুঃখ-শোকরূপ মহাসাগরে নিমজ্জিত হইয়া থাকি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৩। এবং শ্লোকদ্বয়েন স্বাপ্নিকং চরিতমুক্ত্বেদানীং জাগরণিকমাহ—স্বপ্নাদিতি দ্বাভ্যাম্। অথ অনন্তরং স্বপ্নাদুত্থায় জাগরিত্বেত্যর্থঃ। বয়মিতি—সর্বাসামেব মহিষীণামপেক্ষয়া; সা চ ভগবদ্ভক্তিবিশেষেণ সাপত্ন্যাভাবাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৩। এই প্রকারে উক্ত শ্লোকদ্বয়ে স্বাপ্নিক চরিতের কথা বলিয়া ইদানীং জাগরণিক চেষ্টাসমূহ বর্ণন করিতেছেন। অনন্তর প্রভু কখনও নিদ্রাভঙ্গের পরে শয্যা হইতে উঠিয়া আর্তস্বরে রোদন করিতে থাকেন। 'বয়ম্' আমরা (সমস্ত মহিষীবৃন্দ) তাঁহার ক্রন্দনে শোকসাগরে নিমগ্ন হই। এস্থলে শ্রীরুক্মিণীদেবীর ভগবদ্ভক্তি আতিশয্য-হেতু সাপত্ন্যভাবের অভার সূচিত হইতেছে বলিয়া 'বয়ম্'-শব্দে সমস্ত মহিষীবৃন্দ গৃহীত হইয়াছেন।

৫৪। অদ্যাপি দৃষ্ট্বা কিমপি স্বপন্নিশি
ক্রন্দন্ শুচাসৌ বিমনস্কতাতুরঃ।
দত্ত্বাম্বরং মূর্দ্ধনি সুপ্তবৎ স্থিতো
নিত্যানি কৃত্যান্যপি নাচরদ্‌বত॥

মূলানুবাদ

৫৪। আজও প্রভু রাত্রিকালে কি এক স্বপ্ন দেখিয়া শোকাতুর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিমনস্ক হইয়াছেন এবং স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা বদনকমল আবৃত করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় শয্যায় শায়িত আছেন। হায়! তিনি এখনও নিত্যকৃত্যাদি করেন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৪। অস্তু তাবদ্দূরেঽন্যদাতনী বার্তা অদ্যাপীত্যপি শব্দার্থঃ! নিশি স্বপন্ সন্ কিমপি দৃষ্ট্বা শুচা ক্রন্দন্ দিবসে জাগ্রদপি শোকেন বদন্ সন্নিত্যর্থঃ। অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ; মূর্দ্ধনি অম্বরং নিজপীতকৌশেয় বস্ত্রং দত্ত্বা তেনাত্মানমাচ্ছাদ্যেত্যর্থঃ। এতচ্চ পরমশোকার্তিলক্ষণম্; সুপ্তবদিতি পরমমনোদুঃখেন নিদ্রারাহিত্যাৎ; স্থিতঃ পর্য্যঙ্কে বর্তমানঃ; ক্রিয়াপদমিদং বা অতিষ্ঠদিত্যর্থঃ। কৃত্যানি স্নানাদীনি বত খেদে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৪। অন্য দিনের কথা দূরে থাকুক, অদ্যাপিও (আজও) তিনি রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় কি এক স্বপ্ন দর্শন করিয়া শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিমনা হইয়াছেন এবং দিবসে জাগ্রত হইলেও নিজ পীত-কৌষেয় বস্ত্র দ্বারা বদনকমল আচ্ছাদনপূর্বক নিদ্রিতের ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। (এতদ্দ্বারা পরম শোকার্তিলক্ষণ সূচিত হইল) 'সুপ্তবৎ' বলিতে পরমমনোদুঃখে নিদ্রারহিতের ন্যায় পর্যঙ্কে বর্তমান। হায়! কি দুঃখ! প্রভু এখনও নিত্যক্রিয়া স্নানাদি কিছুই করেন নাই।

শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ—

৫৫। সসপত্নীগণা সের্ষ্যং সত্যভামাহ ভামিনী।
হে শ্রীরুক্মিণি নিদ্রায়ামিতি কিং ত্বং প্রজল্পসি॥

৫৬। কিমপি কিমপি কুর্বন্ জাগ্রদপ্যাত্মচিত্তে
শয়িত ইব বিধত্তে তাদৃশং তাদৃশঞ্চ।
বয়মিহ কিল ভার্য্যা নামতো বস্তুতঃ স্যুঃ
পশুপযুবতিদাস্যোঽপ্যস্মদস্য প্রিয়াস্তাঃ॥

মূলানুবাদ

৫৫। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীসত্যভামাদেবী ঈর্ষাভরে বা অক্ষান্তির সহকারে সপত্নীগণের সহিত বলিতে লাগিলেন, হে ভামিনি! আপনি এ কি প্রলাপবাক্য বলিতেছেন? প্রভু কি কেবল নিদ্রাবস্থায়ই এই সকল আচরণ করেন?

৫৬। তিনি জাগ্রতাবস্থাতেও আপন মনে কখন কখন কোন বিষয় স্মরণ করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় সেই সেই আচরণ করিয়া থাকেন। হে ভগিনি! আমরা কেবল প্রভুর নামমাত্র ভার্যা; বাস্তবিকপক্ষে সেই সকল ব্রজরমণীগণের দাসীগণও আমাদিগের অপেক্ষা প্রভুর প্রিয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৫। ঈর্ষ্যা অক্ষান্তিঃ, তয়া সহিতং যথা স্যাৎ নিদ্রায়াং তথা করোতীত্যেতৎ কিং প্রলপসি॥

৫৬। জাগ্রদপি আত্মনশ্চিত্তে কিমপি কিমপি কুর্বন্ চিন্তয়ন্নিত্যর্থঃ। শয়িত ইবেতি যথা সুপ্তঃ সন্ করোতি তথৈবেত্যর্থঃ। তাদৃশং তদুক্তসদৃশং ধেন্বাহ্বানাদি করোতি, বীপ্সা চ পৌনঃপুন্যাপেক্ষয়া; স্বাপ্নজাগরণিকয়োরত্যন্তাভেদবিবক্ষয়া বা; অতো নাম্নৈব বয়ং ভার্য্যাঃ স্মঃ। বস্তুতঃ পরমার্থতস্তু তাঃ শ্রীনন্দব্রজবর্ত্তিন্যঃ পশুপযুবতীনাং দাস্যোঽপি অস্মত্তঃ সকাশাদস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াঃ স্যুর্ভবন্তি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৫৬। প্রভু জাগ্রদাবস্থায়ও আপনার মনে কোন কোন বিষয় চিন্তা করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় সেই সকল আচরণ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে যেরূপ নাম গ্রহণপূর্বক ধেনুসকলকে আহ্বান করিয়া থাকেন, জাগ্রদাবস্থাতেও

পুনঃ পুনঃ তাদৃশ আচরণ করিয়া থাকেন। এস্থলে পুনঃপুন অপেক্ষায় 'তাদৃশ'-শব্দ দ্বিরুক্তি কিংবা স্বাপ্নিক ও জাগরণিক অবস্থাদ্বয়ের অভেদ বিবক্ষায় বীপ্সা হইয়াছে। অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগরণ উভয়াবস্থায় পুনঃপুন তাদৃশ আচরণ করেন। আমরা কেবল নামে তাঁহার ভার্যা, বস্তুতঃ (পরমার্থতঃ) সেই সকল শ্রীনন্দব্রজস্থিত গোপযুবতীদিগের দাসীগণও আমাদিগের অপেক্ষা প্রভু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়।

সারশিক্ষা

৫৬। শ্রীব্রজসুন্দরীগণ প্রেমপরাকাষ্ঠারূপ মহাভাবের মূর্তি, এজন্য তাঁহারা কখনও শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারেন না; আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে পারেন না। আচ্ছা, তাহা হইলে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদ হইল কেন? 'কণ্ঠচামীবৎ' কণ্ঠে স্বর্ণ হার সংলগ্ন আছে, অথচ হৃতবস্তুর ন্যায় ইতস্ততঃ অনুসন্ধান। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের কাছেই আছেন, তাঁহারা হৃদয়ে অনুসন্ধান করিলেই দেখিতেন—তিনি হৃদয়াভ্যন্তরে লুকাইয়া আছেন। সে অবস্থা এইরূপ—

চাহি যারে ছাড়িতে সেই শুঞা আছে চিত্তে
কোন রীতে না পারি ছাড়িতে।

বস্তুতঃ প্রেমের স্বভাব হইতেছে—প্রিয়তমের অনুভব। প্রেম প্রেমিককে কখনও এই অনুভব হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন না। তবে সেই অনুভব কখনও বাহিরে, কখনও বা অন্তরে। কারণ এই অনুভব দ্বিবিধ প্রকারে উল্লাস প্রাপ্ত হয় এবং সংযোগ ও বিয়োগ দুইরূপে স্থিতি হয়। সংযোগে বহিরিন্দ্রিয়ে প্রিয়ানুভব, আর বিয়োগে অন্তরেন্দ্রিয়ে সেই অনুভব বিদ্যমান থাকে। অতএব লীলাবশে এবং প্রেমের অবস্থাবিশেষে ও অনুভবের তারতম্যে বিয়োগ ও মিলন সংঘটিত হইয়া থাকে। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বপনে-জাগরণে সেই ব্রজসুন্দরীগণেরই প্রেমরসাস্বাদন করিতেছেন। অতএব মহিষীগণ যে ব্রজসুন্দরীগণের দাসীর সৌভাগ্যমহিমা বর্ণন করিলেন, তাহা আর আশ্চর্যের কথা কি? কারণ, সর্বশ্রেষ্ঠভক্ত শ্রীউদ্ধবও এই ব্রজসুন্দরীগণের পাদরেণুসিক্ত তৃণজন্ম প্রার্থনা করিয়া থাকেন। পরমার্থতঃ গোপীগণই শ্রীকৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেমের পাত্র! অতএব সেই গোপীগণের দাসীপদ প্রাপ্তিও তাদৃশ মহিমাব্যঞ্জক। বিশেষতঃ মহিষীগণের শ্রীকৃষ্ণের ভার্যারূপেই পরিচয়, ভক্তরূপে নহে। কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের তাদৃশ সম্বন্ধানুরূপ পরিচয় অপেক্ষা প্রিয়ত্বলক্ষণ অংশই অধিকতর অর্থাৎ তাঁহারা মহাভাববিগ্রহা বলিয়া ভার্যাত্ব অংশ অপেক্ষা ভক্তত্ব লক্ষণই পরিস্ফুট, সুতরাং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তম। আর 'মদ্ভক্তপূজাভ্যাধিকা' ন্যায়ানুসারেও তাঁহাদিগের দাসীগণ যে শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর প্রিয় হইবেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৫৭। অশক্তস্তদ্বচঃ সোঢুং গোকুলপ্রাণবান্ধবঃ।
রোহিণীনন্দনঃ শ্রীমান্ বলদেবো রুষাব্রবীৎ॥

মূলানুবাদ

৫৭। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া গোকুল ও গোকুলবাসীগণের প্রিয়বান্ধব শ্রীরোহিণীনন্দন শ্রীমান্ বলদেব রোষসহকারে বলিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৭। তাসাং শ্রীরুক্মিণ্যাদীনাং বচঃ; গোকুলং তদ্বাসিজনা এব প্রাণবান্ধবাঃ পরমপ্রিয়তমা যস্য সঃ; রোহিণীনন্দন ইতি বক্ষ্যমাণনিজবচনেন তাং হর্ষয়ন্নিত্যর্থঃ। রুষেতি চ তাসাং বচসো মিথ্যাত্বমননাৎ, কৃষ্ণস্য কাপট্যানুসন্ধানাদ্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৭। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া গোকুল ও গোকুলবাসীগণ যাঁহার প্রাণের বান্ধব ও পরমপ্রিয়তম, সেই শ্রীরোহিণীনন্দন বক্ষ্যমাণ বচনে সকলের হর্ষোৎপাদন করিলেন এবং তাঁহাদের বাক্যের মিথ্যাত্বমনন-হেতু অথবা শ্রীকৃষ্ণের কাপট্য অনুসন্ধান করিয়া রোষের সহিত বলিতে লাগিলেন।

শ্রীবলদেব উবাচ—

৫৮। বধ্বঃ সহজতত্রত্যদৈন্যবার্তাকথাপরান্।
অস্মান্ বঞ্চয়তো ভ্রাতুরিদং কপটপাটবম্॥

মূলানুবাদ

৫৮। শ্রীবলদেব বলিলেন, অয়ি বধূগণ! আমরা ব্রজবাসীদিগের সহজ-দৈন্য-বার্তা-কথনে তৎপর হইয়াছি বলিয়া ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে বঞ্চনার জন্য ঐ প্রকার স্বপ্ন চরিতাদিরূপ কপট চাতুরী প্রকাশ করিতেছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৮। হে বধ্বঃ ভ্রাতুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ইদং স্বাপ্নচরিতাদিকং কপটপাটবমেব। কিং কুর্বতঃ? অস্মান্ বঞ্চয়তঃ; অস্মৎপ্রতারণার্থমেব তৎ সর্বমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতান্? সহজা অকৃত্রিমা যা তত্রত্যানাং দৈন্যস্য বার্তা বৃত্তান্তস্তস্যাঃ কথা কথনং তৎপরান্। সহজেত্যয়ং ভাবঃ—যদ্যপি সা বার্তা সত্যৈব, তথাপি কেবলং কপটেনৈব রমমাণানাং ক আয়াস ইতি নিজকাপট্যানুমানেন ভ্রাতা মে মন্যতে। অতোঽস্মৎসন্তোষার্থমেব তত্তৎকাপট্যং বিস্তারয়তি। যদ্বা, সহজকথনে বাক্‌পাটবেন বঞ্চনং ন সম্ভবেদিতি। ব্যহারচাতুর্যাস্মান্ বঞ্চয়িতুং তথা করোতীতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৮। হে বধূগণ! ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণের স্বপ্নচরিতাদি কপটপটুতা মাত্র। কি নিমিত্ত কপটপটুতা প্রকাশ করেন? আমাদিগকে বঞ্চনার নিমিত্ত। কি নিমিত্ত তিনি বঞ্চনা করেন? আমাদিগকে গোকুলবাসীগণের সহজ-দৈন্য-বৃত্তান্ত কথনে প্রবৃত্ত দেখিয়া। 'সহজ' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যদিও সেই সকল বৃত্তান্ত সত্য, তথাপি আমরা কেবল কপটভাবে রমমাণ হইয়াছি বলিয়া ভ্রাতা নিজকাপট্য অনুমানের দ্বারা মনে করিতেছেন। অতএব আমাদের সন্তোষবিধানের জন্যই উক্ত স্বপ্নচরিতাদিরূপ কাপট্য বিস্তার করিতেছেন। অথবা সহজ-কথনে বাক্‌পটুতা দ্বারা বঞ্চন সম্ভবপর নহে বলিয়া ব্যবহার-চাতুর্য দ্বারা আমাদিগকে বঞ্চনার্থ বর্তমান স্বপ্নচরিতাদিরূপ কপটপাটব প্রকাশ করিতেছেন।

৫৯। তত্র মাসদ্বয়ং স্থিত্বা তেষাং স্বাস্থ্যং চিকীর্ষতা।
তন্ন শক্তং ময়া কর্ত্তুং বাগ্‌ভিরাচরিতৈরপি॥

মূলানুবাদ

৫৯। আমি সেই ব্রজবাসীগণের সান্ত্বনার নিমিত্ত ব্রজে দুইমাসকাল অবস্থান করিয়া বিবিধ প্রবোধ বাক্যে এবং তাদৃশ আচরণ দ্বারাও তাঁহাদের স্বাস্থ্য-সম্পাদন করিতে পারি নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৯। তদেব দর্শয়তি—তত্রেতি চতুর্ভিঃ। তেষাং ব্রজজনানাং স্বাস্থ্যং কর্ত্তুমিচ্ছতা ময়া তত্র গোকুলে মাসদ্বয়ং স্থিত্বাপি তৎস্বাস্থ্যং কর্ত্তুং ন শক্তম্। কৈঃ? বাগ্‌ভিঃ, যুস্মদ্বিরহব্যাকুলঃ কৃষ্ণো যুষ্মাকং সান্ত্বনার্থমাদৌ ত্বরয়া মামত্র প্রাহিণোৎ, স্বয়ং বৈরিবর্গং নিরস্যাদ্য শ্বো বা সমাগন্তেত্যাদিভিঃ; আচরিতৈশ্চ কর্ম্মভিঃ, যমুনাজলবিহারাদিভিঃ, বৃন্দাবনান্তঃ স্থানে স্থানে কৃষ্ণক্রীড়াগৃহনির্ম্মাণাদিভির্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৯। তাহাই 'তত্র' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে দেখাইতেছেন। আমি ব্রজবাসীগণের স্বাস্থ্য-সম্পাদনের ইচ্ছা করিয়া গোকুলে দুইমাস বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহাদের স্বাস্থ্য-সম্পাদনে সমর্থ হই নাই। আমি বলিয়াছিলাম যে, "আপনাদের বিরহে ব্যাকুল হইয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে সান্ত্বনার জন্য আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আর তিনিও সত্বর সমাগতপ্রায় অর্থাৎ বৈরিবর্গ বিনাশ করিয়া আজ বা কাল সমাগতপ্রায় বলিয়াই মনে করুন।" এইপ্রকার বিবিধ বাক্য ও আচরণ অর্থাৎ যমুনাজলে বিহারাদি ও স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ানিমিত্ত গৃহাদি নির্ম্মাণ দ্বারাও তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারি নাই।

৬০। অনন্যসাধ্যং তদ্বীক্ষ্য বিবিধৈঃ শপথৈঃ শতৈঃ।
তান্ যত্নাদীযদাশ্বাস্য ত্বরয়াত্রাগতং বলাৎ॥
৬১। কাতর্য্যাদ্গদিতং কৃষ্ণ সকৃদ্গোষ্ঠং কয়াপি তৎ।
গত্বা প্রসঙ্গসঙ্গত্যা রক্ষ তত্রত্যজীবনম্॥

মূলানুবাদ

৬০। আমি বুঝিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহাদের স্বাস্থ্য-সম্পাদনে সমর্থ নহেন। তথাপি আমি বিবিধ প্রকার শত শত শপথ বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত কিঞ্চিৎ আশ্বাস প্রদান করিয়া বলপূর্ব্বকই যেন সত্বর এইস্থানে আসিয়াছি।

৬১। এখানে আসিয়া কাতরতার সহিত বলিলাম, হে ভাই শ্রীকৃষ্ণ! তুমি একবার কোনপ্রকারে ব্রজে গমন করিয়া সেই ব্রজবাসীগণের জীবন রক্ষা কর।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬০। তৎ স্বাস্থ্যং অন্যেন কৃষ্ণব্যতিরিক্তেন সাধয়িতুমশক্যং বীক্ষ্য পর্য্যালোচ্য শপথৈর্দিব্যৈঃ অবশ্যমেব কৃষ্ণোঽত্রায়াস্যতি; অয়মহং তত্র গত্বা তমাদায়াগন্তাস্মীত্যাদিবচনপ্রতীতয়ে। তান্ ব্রজজনান্, অত্র দ্বারকায়াম, বলাদিতি তেষামসম্মত্যৈবেত্যর্থঃ॥

৬১। তন্নিজবাল্যক্রীড়াস্পদং পরমদুঃখার্ণবনিমগ্নমিতি বা। কয়াপি প্রসঙ্গস্য প্রস্তাবস্য সম্বন্ধস্য বা সঙ্গত্যা যোগেনাপি গত্বা তত্রত্যানাং শ্রীনন্দাদীনাং জীবনং রক্ষেতি ময়া গদিতম্; তচ্চ কাতর্য্যাদেবেতি পূর্ব্বোক্তদুঃখাদিতিবৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬০। আমি বুঝিয়াছি, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কেহই তাঁহাদের স্বাস্থ্য-সম্পাদনে সমর্থ নহেন। তাই শত শত শপথ বাক্যে অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণ অবশ্য আগমন করিবেন, এবং আমিও তথায় গমন করিয়া তাঁহাকে লইয়া সত্বর আসিতেছি।' এইপ্রকার বাক্যে তাঁহাদিগকে যত্নসহকারে কিঞ্চিৎ আশ্বাস দান করিয়া তাঁহাদের অসম্মতিতে বলপূর্ব্বকই যেন সত্বর এই দ্বারকায় আগমন করিয়াছি।

৬১। হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি নিজ বাল্যক্রীড়াস্পদ বা পরম দুঃখসাগরে নিমগ্ন শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীদিগের জীবন রক্ষার জন্য একবার কোন প্রসঙ্গক্রমে ব্রজে গমন কর, ইত্যাদি কাতরতাসহকারে বলিয়াছিলাম। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত দুঃখই সূচিত হইল।

৬২। গন্তাস্মীতি মুখে ব্রূতে হৃদয়ঞ্চ ন তাদৃশম্।
মানসস্য চ ভাবস্য ভবেৎ সাক্ষি প্রয়োজনম্॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৬৩। ইদমাকর্ণ্য ভগবানুত্থায় শয়নাদ্দ্রুতম্।
প্রিয়প্রেমপরাধীনো রুদন্নুচ্চৈর্বহির্গতঃ॥

মূলানুবাদ

৬২। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু মুখে বলেন, 'আমি যাইব', পরন্তু তাঁহার হৃদয়ের অভিপ্রায় সেরূপ নহে। কারণ, কার্যের দ্বারা হৃদয়ের ভাব অভিব্যক্ত হয়।

৬৩। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সত্বর শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রিয়জন-প্রেমপরাধীনবশতঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬২। তাদৃশং বচনসদৃশং তদ্ধৃদয়ং ন ভবতি হি। হি যস্মাৎ প্রয়োজনং ব্যবহার এব মানসস্য ভাবস্যাভিপ্রায়স্য সাক্ষি বোধকং ভবতি। অতস্তত্র গমনাভাবেন বচনাদন্যাদৃশমেব হৃদয়মিত্যর্থঃ। অতো 'বচস্যন্যন্মনস্যন্যৎ' ইতি কপটপাটবমেব সিধ্যতীতি ভাবঃ॥

৬৩। ইদং শ্রীবলদেবোক্তম, বহিঃপ্রকোষ্ঠাদ্‌গতঃ সন্ উচ্চৈররুদৎ। ননু ভগবত এবং কথং সম্ভবেৎ? তত্রাহ—প্রিয়েতি; তদেব ভগবত্ত্বমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬২। পরন্তু তাদৃশ (বচন সদৃশ) শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় নহে। যেহেতু, তাঁহার ব্যবহারই মানসভাবের বা আন্তরিক অভিপ্রায়ের সাক্ষি। অতএব তথায় গমন অভাবে বচন হইতে হৃদয় অন্য প্রকার দৃষ্ট হইতেছে। অর্থাৎ মুখে বলেন, আমি যাইব; কিন্তু ব্যবহার অন্য প্রকার। অতএব 'বাক্য একপ্রকার, মন অন্যপ্রকার' ইহাতে তাঁহার কপটপাটবই প্রকাশ পাইতেছে।

৬৩। শ্রীবলদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বহিঃপ্রকোষ্ঠে বহির্গত হইলেন। আচ্ছা, তিনি ভগবান, তাঁহার এই প্রকার রোদনাদি সম্ভব হয় কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন, প্রিয়জনের প্রেমবশ্যতা-হেতু এবং এই প্রকার প্রিয়জন-বশ্যতাই ভগবত্তারও লক্ষণ।

৬৪। প্রফুল্লপদ্মনেত্রাভ্যাং বর্ষন্নশ্রূণি ধারয়া।
সগদ্‌গদং জগাদেদং পরানুগ্রহকাতরঃ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

৬৫। সত্যমেব মহাবজ্রসারেণ ঘটিতং মম।
ইদং হৃদয়মদ্যাপি দ্বিধা যন্ন বিদীর্য্যতি।

মূলানুবাদ

৬৪। পরম অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত যিনি সদা ব্যাকুল, সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রফুল্লকমলসদৃশ নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন।

৬৫। শ্রীভগবান বলিলেন, সত্যই আমার এই হৃদয় মহাবজ্রসার দ্বারা গঠিত; যেহেতু, এই হৃদয় এখনও দ্বিধা বিদীর্ণ হইতেছে না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৪। পরমানুগ্রহঃ পরমকারুণ্যং, তেন কাতরো বিবশঃ; যদ্বা, পরেষু দ্বেষ্টৃষ্বপি অনুগ্রহেণ কাতরঃ; এবং তস্য প্রিয়জনার্থং তথাবিধত্বমুচিতমেবেতি ভাবঃ॥

৬৫। ন বিদীর্য্যতি স্বয়মেব বিদারং ন লভতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৪। তিনি পরমানুগ্রহকাতর অর্থাৎ পরম কারুণ্যবশতঃ বিবশ। অথবা বিদ্বেষীর প্রতিও অনুগ্রহবশতঃ কাতর; সুতরাং এতাদৃশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও প্রিয়জনের জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদনাদি উচিতই হইতেছে।

৬৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৬৬। বাল্যাদারভ্য তৈর্যত্তৎ পালনং বিহিতং চিরম্।
অপ্যসাধারণং প্রেম সর্বং তদ্‌বিস্মৃতং ময়া॥

৬৭। অস্তু তাবদ্ধিতং তেষাং কার্য্যং কিঞ্চিৎ কথঞ্চন।
উতাত্যন্তং কৃতং দুঃখং ক্রূরেণ মৃদুলাত্মম্॥

মূলানুবাদ

৬৬। সেই ব্রজবাসীগণ বাল্য হইতে দীর্ঘকাল পর্যন্ত যে প্রকারে আমায় লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই অসাধারণ প্রেমে আমি বিস্মৃত হইয়াছি।

৬৭। তাঁহাদের কিঞ্চিৎ হিতসাধন করা দূরে থাকুক, বরং নিষ্ঠুর হইয়া সেই মৃদুলস্বভাব ব্রজবাসিগণের অত্যন্ত দুঃখই উৎপাদন করিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৬। বিদারহেতুমাহ—বাল্যাদিতি দ্বাভ্যাম্। তৈর্ব্রজজনৈঃ; তদনির্বচনীয়ং সুপ্রসিদ্ধং বা, প্রেমাপি বিস্মৃতম্॥

৬৭। কথঞ্চন কেনাপি প্রাকরেণ ঈষৎপ্রত্যুপকারাদিনা কিঞ্চিদ্ধিতং ময়া কর্তব্যমিতি তাবদস্তু, উত প্রত্যুত মৃদুলাত্মনাং কোমলস্বভাবানাং তেষাং দুঃখমেবাত্যন্তং কৃতং ময়া; যতঃ ক্রূরেণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৬। 'বাল্যাদি' দুই শ্লোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইবার হেতু বলিতেছেন, সেই ব্রজবাসীগণ অসাধারণ প্রেমসহকারে যে আমায় পালন করিয়াছিলেন সেই অসাধারণ প্রেম সুপ্রসিদ্ধ হইলেও আমি তৎসমস্তই বিস্তৃত হইয়াছি।

৬৭। আমি কোনপ্রকারে ঈষৎ প্রত্যুপকারাদি দ্বারা তাঁহাদের কিঞ্চিৎ হিতসাধন করিব, সে কথা দূরে থাকুক, বরং আমি নিষ্ঠুরভাবে সেই কোমলস্বভাব ব্রজবাসিগণের মনে অত্যন্ত দুঃখোৎপাদন করিয়াছি। অতএব আমার মত ক্রূর কে আছে?

৬৮। ভ্রাতরুদ্ধব সর্বজ্ঞ প্রেষ্ঠশ্রেষ্ঠ বদ দ্রুতম্।
করবাণি কিমিত্যস্মাচ্ছোকাব্ধের্মাং সমুদ্ধর॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৬৯। নন্দপত্নী-প্রিয়সখী দেবকী পুত্রবৎসলা।
আহেদং দীয়তাং যদ্যদিষ্যতে তৈঃ সুহৃত্তমৈঃ॥

মূলানুবাদ

৬৮। হে ভ্রাতঃ উদ্ধব! তুমি সর্বজ্ঞ এবং আমারও নিতান্ত প্রিয় ; শীঘ্র বল, এখন আমি কি করি? তুমি আমাকে এই শোকসাগর হইতে উদ্ধার কর।

৬৯। শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন, নন্দপত্নী-শ্রীযশোদার-প্রিয়সখী পুত্রবৎসলা শ্রীদেবকীদেবী বলিলেন, সুহৃত্তম ব্রজবাসীগণ যাহা যাহা অভিলাষ করেন, তুমি তাঁহাদিগকে তৎসমুদয় প্রদান কর।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬৮। এবং শোকবেগোদয়াৎ কর্তব্যমজানন্নিবোদ্ধবং পৃচ্ছতি—ভ্রাতরিতি হে প্রেষ্ঠেষু শ্রেষ্ঠ! কিং করবাণি ইত্যেতদ্বদ। অস্মাৎ ব্রজনিমিত্তাৎ॥

৬৯। ততশ্চ গোকুলে পুনর্ভগবতো গমনাপাদকমুদ্ধবস্যোত্তরমাশঙ্ক্য পুত্রবিচ্ছেদশঙ্কয়া তদুত্তরাৎ প্রাগেব তন্মাতাবদদিত্যাহ—নন্দেতি ; নন্দপত্ন্যাঃ শ্রীযশোদায়াঃ প্রিয়সখ্যপি ইদং দীয়তামিত্যাদিকমাহ—যতঃ পুত্রবৎসলা ; সুহৃত্তমৈঃ পরমোপকারিভিস্তৈর্ব্রজজনৈর্যদ্যদিষ্যতে তত্তদেব ত্বয়া তেভ্যো দীয়তাম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৮। এইপ্রকার শোক-বেগের উদয়-হেতু শ্রীভগবান নিজ কর্তব্য অজানার ন্যায় শ্রীউদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ভ্রাতঃ উদ্ধব! তুমি প্রিয়তমগণের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ; শীঘ্র বল, এখন আমি কি করি? তুমি আমাকে এইপ্রকার (ব্রজনিমিত্ত) শোকসাগর হইতে উদ্ধার কর।

৬৯। শ্রীকৃষ্ণকে পাছে পুনশ্চ গোকুলে গমনের কথা বলেন, এইপ্রকার পুত্রবিচ্ছেদ আশঙ্কায় শ্রীউদ্ধবের উত্তর দানের পূর্বেই মাতা দেবকী বলিলেন, 'নন্দ' ইত্যাদি। অর্থাৎ ইনি নন্দপত্নী যশোদার প্রিয়সখী হইলেও পুত্রবাৎসল্যবশতঃ বলিলেন, কৃষ্ণ! পরমোপকারক ব্রজবাসীগণ যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তুমি তাঁহাদিগকে তৎসমস্তই প্রদান কর।

৭০। ততঃ পদ্মাবতী রাজ্যদানভীতা বিমূঢ়ধীঃ।
মহিষী যদুরাজস্য বৃদ্ধা মাতামহী প্রভোঃ॥
৭১। অপ্যুক্তাশ্রবণাৎ পূর্বং রামমাত্রাবহেলিতা।
স্বভর্তু রক্ষিতুং রাজ্যং চাতুর্যাৎ পরিহাসবৎ॥
৭২। ব্যাহারপরিপাট্যান্যচিত্ততাপাদনেন তম্।
যদুবংশ্যৈকশরণং বিধাতুং স্বস্থমব্রবীৎ॥

মূলানুবাদ

৭০-৭২। এই কথা শ্রবণ করিয়া যদুরাজমহিষী মূঢ়মতি শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী বৃদ্ধা পদ্মাবতী, ইনি ইতিপূর্বে শ্রীরামমাতা শ্রীরোহিণী কর্তৃক অবহেলিত অর্থাৎ তাঁহার কথা শ্রবণ না করার জন্য উপেক্ষিতা হইয়াও রাজ্যদানভয়ে এবং নিজপতি উগ্রসেনের রাজ্যরক্ষার জন্য চাতুর্যসহকারে পরিহাসব্যঞ্জক বাক্যভঙ্গীদ্বারা প্রভুর চিত্ত-সুস্থতা-সম্পাদনছলে অর্থাৎ যদুবংশৈকশরণ শ্রীকৃষ্ণকে সুস্থ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭০-৭২। ততস্তদনন্তরম্ ; যদ্বা, তেন দেবকীবাক্যেন রাজ্যদানাদ্ভীতা পদ্মাবতী বৃদ্ধা পরিহাসব্রবীদিতি ত্রিভরন্বয়ঃ। যদুরাজস্য উগ্রসেনস্য মহিষী ; অতএব প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মাতামহী। 'অহো! বতাচ্যুতস্তেষাম্' ইত্যাদিকং তয়া যদুক্তং তস্যাঃ শ্রবণাদ্ধেতোঃ পূর্ব্বং রামমাত্রা রোহিণ্যা অবহেলিত অবজ্ঞাতাপি। তথাপ্যুক্তৌ হেতুঃ—স্বেতি সার্ধেন। স্বভর্তুরুগ্রসেনস্য রাজ্যং রক্ষিতুং চাতুর্য্যাৎ দুর্বুদ্ধিত্বেন পরিহাসাদৌ কৌশলাৎ। যদ্বা পরিহাসবদ্ যদব্রবীৎ তত্তু চাতুর্য্যাদেবেত্যর্থঃ। ননু মহাশোকসময়েঽস্মিন তথোক্তির্ন যুজ্যতে, তত্রাহ—ব্যাহারস্যোক্তেঃ। পরিপাট্যা ভঙ্গীবিশেষেণ কৃত্বা যৎ শোকাদন্যস্মিন্ পরিহাসাদৌ চিত্তং যস্য তস্য ভাবঃ। অন্যচিত্ততা তস্যাপাদনং বিধানং তেন কৃত্বা ; তৎপ্রভুং স্বস্থং প্রকৃতিস্থিতং কর্তুম। কুতঃ ? যদুবংশ্যানামুগ্রসেনাদীনামেকমদ্বিতীয়ং শরণমাশ্রয়ঃ। তস্যাস্বাস্থ্যেন সর্বে যাদবা নশ্যেয়ুরিত্যর্থ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭০-৭২। তদনন্তর শ্রীদেবকীর বাক্যে রাজ্যদানভয়ে ভীতা হইয়া বৃদ্ধা পদ্মাবতী পরিহাসবৎ তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। এই পদ্মাবতী যদুরাজ উগ্রসেনের মহিষী,

সুতরাং প্রভু শ্রীকৃষ্ণের মাতামহী। "অহো! কি কষ্ট! অচ্যুত বাল্যাবধি নির্দয় গোপদিগের গোচারণ করিয়াছেন!" ইত্যাদিরূপ বাক্যের অশ্রবণ-হেতু ইতিপূর্বে রামমাতা রোহিণী-কর্তৃক অবজ্ঞাত হইলেও নিজপতি উগ্রসেনের রাজ্য রক্ষার জন্য দুর্বুদ্ধিবশতঃ চাতুর্যের সহিত পরিহাসাদির কৌশলে অথবা পরিহাসের ন্যায় যাহা বলিলেন, তাহাই চাতুর্যবিশেষ। যদি বলা হয়, তাদৃশ মহাশোক সময়ে এইপ্রকার পরিহাসোক্তি উপযুক্ত হয় নাই। তাহাতেই বলিতেছেন, বাক্যের পরিপাটি বা ভঙ্গীবিশেষ দ্বারা অনন্য চিত্ততা-সম্পাদন নিমিত্ত অর্থাৎ পরিহাসাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে অন্যমনস্ক করিয়া বা সুস্থ করিবার অভিপ্রায়ে তাদৃশ উক্তি জানিতে হইবে। কিজন্য? শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশৈক শরণ, অর্থাৎ যদুবংশীয় উগ্রসেনাদির অদ্বিতীয় আশ্রয় বলিয়া তাঁহার অস্বাস্থ্যে যাদব সকলও নাশ প্রাপ্ত হইবে।

পদ্মাবত্যুবাচ—

৭৩। ত্বয়ানুতপ্যতে কৃষ্ণ কথং মন্মন্ত্রিতং শৃণু।
যদেকাদশভির্বর্ষৈর্নন্দগোপস্য মন্দিরে॥

৭৪। দ্বাভ্যাং যুবাভ্যাং ভ্রাতৃভ্যামুপভুক্তং হি বর্ততে।
তত্র দদ্যান্ন দদ্যাদ্বা গোরক্ষাজীবনং স তে॥

৭৫। সর্বং তদ্‌গর্গহস্তেন গণয়িত্বা কণানুশঃ।
দ্বিগুণীকৃত্য মদভর্ত্রা তস্মৈ দেয়ং শপে স্বয়ম॥

মূলানুবাদ

৭৩-৭৫। শ্রীপদ্মাবতী বলিলেন, কৃষ্ণ! তুমি অনুতাপ করিতেছ কেন? আমার মন্ত্রণা শ্রবণ কর। তোমরা দুই ভ্রাতা একাদশ বর্ষকাল ব্রজে নন্দ গোপের মন্দিরে বাস করিয়া যাহা কিছু উপভোগ করিয়াছ, তাহার মধ্যে তিনি তোমাদের প্রাপ্য গো-রক্ষার জন্য কিছু দিন বা না দিন, (তৎপ্রতি আমার আগ্রহ নাই, কিন্তু) যদুরাজ তাঁহাদের প্রাপ্য গর্গ মুনি দ্বারা গণনা করাইয়া কণানুকণা-সহিত সেগুলিকে পুনর্বার দ্বিগুণ করিয়া গোপরাজকে প্রদান করিবেন, ইহা আমি স্বয়ং শপথ করিয়া বলিতেছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৩-৭৫। কথমনুতপ্যতে? একাদশভির্বর্ষৈনন্দগোপস্য মন্দিরে যুবাভ্যাং যদুপভুক্তমস্তি তৎ সর্বং মদভর্ত্রা উগ্রসেনেন দ্বিগুণীকৃত্য তস্মৈ নন্দগোপায় দেয়মিতি সার্দ্ধদ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্রোপভুক্তমধ্যে গবাং রক্ষায়াং যজ্জীবনং জীবিকা তৎ স নন্দস্তে তুভ্যং দদাত ন দদাতু বা। তদ্ব্যতিরিক্তং নন্দো ন গৃহ্ণীয়াচ্চেত্তর্হি তত্র ময়া ত্বয়া চ নাগ্রহঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। কণশোঽণুশশ্চেতি নিজভর্ত্ত রৌদার্যবিখ্যাপনম! তথা গর্গহস্তেনেতি জ্যোতির্বিত্তমস্য তস্য গণনভ্রান্ত্য-ভাবাদখিলমেব নন্দঃ প্রাপ্স্যতীতি ভাবঃ। বস্তুতস্তদ্ধস্তগণনয়োপভক্তাধিকদানং ন ভাবীতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ গোপস্যেতি গোরসাতিরিক্তং বহুমূল্যং তস্যান্যদ্ভোগ্যদ্রব্যং নাস্তীতি ভাবঃ। দ্বাভ্যাং ভ্রাতৃভ্যামিতি স্ববচনানাদরাদিনা রোহিণ্যাং ক্রোধেন তয়া নিজদাস্যাদিপরিজনসহিতয়া যদুপভুক্তমস্তিতন্ন দাতব্যমিত্যর্থঃ। একাদশভিরিতি 'একাদশ সমাস্তত্র গূঢ়ার্চিঃ সবর্লোঽবসৎ' (শ্রীভা ৩।২।২৬) ইতি তৃতীয়স্কন্ধোক্তেঃ ন চ মন্তব্যমিদং গূঢ়ার্চিঃ প্রচ্ছন্নপ্রভাবঃ সন্নেকাদশ ততঃপরঞ্চ প্রকটঃ সন

চিরমবসদিতি। গোকুলমাগতেনাক্রূরেণ তত্র কৈশোর স্যৈব দৃষ্টত্বাৎ। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৩৮।২৯) 'কিশোরৌ শ্যামলশ্বেতৌ শ্রীনিকেতৌ বৃহদ্ভুজৌ' ইতি। তথা রঙ্গভূমৌ মল্লযুদ্ধে পুরস্ত্রীভিরপি কিশোরত্বেনৈব বর্ণিতত্বাচ্চ। তথা চ তত্রৈব (শ্রীভা ১০।৪৪।৮) 'ক্ব চাতিসুকুমারাঙ্গৌ কিশোরৌ নাপ্তযৌবনৌ' ইতি। কৈশোরেঽপ্যেকাদশৈব বর্ষাণি জ্ঞেয়ানি। একাদশে বর্ষে ক্ষত্রিয়স্য উপনয়নবিধানেন কংসবধানন্তরমেব তৎকালং যজ্ঞোপবীতগ্রহণাৎ। যচ্চোক্তং শ্রীভগবতা রঙ্গভূমৌ শ্রীবসুদেব-দেবক্যৌ প্রতি তত্রৈব (শ্রীভা ১০। ৪৫। ৩) 'নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত! নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি। বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ ক্বচিৎ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—আবাভ্যাং সকাশাং বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাবস্থানুভবসুখানি যুবয়োর্নাভবন্নিতি। তত্র চ কৈশোরলীলানুভবসুখং নাভবদিতি তদানীং তত্র পরমৈশ্বর্য্যাবিষ্কারেণ তাদৃশকৈশোরলীলামাধুরীণাং সম্যক্প্রকটনাসম্ভবাৎ প্রায়স্তদনুভবসুখাভাবাপত্তেঃ। যচ্চ তত্রাপি তারুণ্যবদাচরিতাকারাদি শ্রূয়তে তেন চ বাল্যতুল্যকৈশোরেঽপি প্রৌঢ়ভাবেন সৌন্দর্য্যবিশেষ এব সম্পদ্যতে, ন চ বয়োঽধিকত্তম, বয়সঃ কৈশোরত্বাঙ্গীকারাৎ। অথবা কৈশোরান্ত্যসীমগে পঞ্চদশে বর্ষ এব ভগবান্ গোকুলান্মধুপুরীমাগত ইতি জ্ঞেয়ম্। শ্রীবিল্বমঙ্গলাদিভিঃ ব্রজে যৌবনোদ্ভেদবর্ণনাৎ ; তথা তত্র প্রৌঢ়লীলাদিশ্রবণাচ্চ। তত্র যদ্যপি বাল্যেঽপি বলোদ্রেকাদিপ্রকাশনাৎ প্রৌঢ়ভাবো নাসম্ভাবিতো ভবেৎ, তথাপি প্রৌঢ়কাররসবিশেষোদয়াদিনা পরমমনোহরত্বাপেক্ষয়া পঞ্চদশবর্ষীয়ত্বমেব পরমাদৃতং স্যাৎ। তচ্চ সহজপরমসৌকুমার্য্যাদিনা কৈশোরপ্রবেশতুল্যমেবেতি ন কিঞ্চিদনিষ্টশঙ্কা স্যাৎ। এবং পঞ্চদশ বর্ষাণি ব্রজেঽবসদিতি স্যাৎ। ততশ্চাদ্যং বাল্যবর্ষচতুষ্টয়ং যাবন্মাতৃস্তন্যপানাদ্যভিপ্রায়েণ তত্ত্যাগাদেকাদশভির্বর্ষৈরিত্যুক্ত-মিত্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৩-৭৫। কৃষ্ণ! তুমি অনুতাপ করিতেছ কেন? তোমরা দুই ভ্রাতা একাদশ বর্ষ পর্যন্ত নন্দগোপের মন্দিরে বাস করিয়া যাহা কিছু উপভোগ করিয়াছ, আমার স্বামী উগ্রসেন দ্বিগুণ করিয়া গোপরাজকে দিবেন। পরন্তু তাঁহাদিগের গৃহে যাহা কিছু উপভোগ করিয়াছ, তাহার মধ্যে গোপরাজ তোমাদের দুই ভ্রাতার গোরক্ষণের জীবিকা স্বরূপ তোমাদিগকে কিছু দিন বা না দিন, আর যদি তদ্ব্যতিরিক্ত নন্দ কিছু না চায়, তবে আমাদের তদ্বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা কর্তব্য নহে। যদুরাজ তৎসমস্তই গর্গ-মুনি দ্বারা স্বহস্তে গণনা করাইয়া কাণাকড়ির সহিত তাঁহাদিগকে

দিবেন। ইহাতে নিজভর্তার ঔদার্য বিখ্যাপন হইল। তথা গর্গ-মুনির হস্তে গণনাও অভ্রান্ত হইবে, কাণাকড়িও বাদ যাইবে না। কারণ, গর্গমুনি জ্যোতির্বিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। সুতরাং গোপরাজ সমস্তই পাইবেন। বাস্তবিকপক্ষে পদ্মার গূঢ় অভিপ্রায় এই যে, গর্গের হস্তে অভ্রান্ত গণনায় নন্দের বেশী কিছু পাইবার সম্ভাবনা নাই। আর 'গোপরাজ' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার গৃহে গোরস ভিন্ন অন্য কিছু বহুমূল্য ভোগ্যদ্রব্য নাই ; সুতরাং বেশী আর কি পাইবে? 'দুই ভ্রাতা উপভোগ করিয়াছ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, রোহিণী গোপরাজগৃহে বাস করিয়া নিজদাসীগণের সহিত যাহা কিছু উপভোগ করিয়াছে, তাহা দেওয়া কর্তব্য নহে। (কারণ, ইতিপূর্বে রোহিণী তাহার (পদ্মার) বাক্যে অনাদর করিয়াছে। তাই ক্রোধবশতঃ তাহার ভোক্তব্য বাবদ কিছুই দেওয়া হইবে না স্থির করিয়াছেন।) আর 'একাদশবর্ষ নন্দগৃহে বাস করিয়াছ' এইপ্রকার উক্তি শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখা যায়। যথা, "শ্রীকৃষ্ণ নিজ ভ্রাতা শ্রীবলদেবের সহিত একাদশবর্ষ পর্যন্ত গূঢ়ভাবে নন্দগৃহে বাস করিয়াছিলেন।" এখানে 'গূঢ়ার্চি' পদে প্রচ্ছন্নভাবে একাদশ বর্ষ বাস করিয়াছিলেন, পরে কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন—এরূপ মন্তব্য করিতে হইবে না। কারণ, অক্রূর যখন শ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়া যাইবার জন্য গোকুলে আসেন, তখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কিশোরস্বরূপে দর্শন করিয়াছেন। তাহা দশমস্কন্ধে উক্ত আছে—"শ্রীরামকৃষ্ণ কিশোর-বয়স্ক, তাঁহাদের বর্ণ শ্বেত ও শ্যামল, তাঁহারা শ্রীনিকেতন, তাঁহাদের বাহুযুগল সুদীর্ঘ অর্থাৎ আজানুলম্বিত।" তথা রঙ্গভূমিতে মল্লযুদ্ধের সময় পুরস্ত্রীগণও কিশোর স্বরূপেই দর্শন করিয়াছিলেন। তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে, "এই দুই বালকের অতি সুকুমার কৈশোর-কলেবর, এখনও যৌবনে পদার্পণ করেন নাই।" আর কৈশোর বলিলেও একাদশবর্ষই বুঝায়। বিশেষতঃ একাদশবর্ষ বয়সেই ক্ষত্রিয়গণের উপনয়ন-সংস্কার হয়। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কংসবধের পর যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়াছেন। আর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ রঙ্গভূমিতে শ্রীবসুদেব-দেবকীকে বলিয়াছিলেন, "আমরা আপনাদের পুত্র, আপনারা সদ্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তথাপি আপনারা আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড ও কিশোর বয়সের লীলানুভব করিয়া সুখী হইতে পারেন নাই", তাৎপর্য এই যে, আমরা আপনাদের পুত্র হইলেও আমাদের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর অবস্থার লীলা হইতে সুখানুভব করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কৈশোর লীলানুভবসুখ প্রাপ্ত হইলেন না। কারণ তৎকালে শ্রীরামকৃষ্ণের পারমৈশ্বর্যভাব প্রকটিত, সুতরাং তাদৃশ কৈশোরলীলামাধুরী সম্যক্ প্রকটন অসম্ভব। এইজন্য বলিলেন, "কৈশোর-লীলানুভবসুখ প্রাপ্ত হইলেন না।" সেইস্থলে যদিও তারুণ্যবৎ

আচরণাদির কথা শুনা যায়, তথাপি বালতুল্য কৈশোরেই তাদৃশ প্রৌঢ়ভাবের সৌন্দর্যবিশেষ সম্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং বয়সের আধিক্য বলা যায় না। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য কৈশোরত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়া তিনি নিত্য কৈশোরেই অবস্থিত জানিতে হইবে। অথবা কৈশোরের শেষ পঞ্চদশবর্ষে ভগবান গোকুল হইতে মধুপুরী আগমন করিয়াছিলেন জানিতে হইবে। অর্থাৎ এইপ্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেও সমাধান হইতে পারে। কারণ, পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত কৈশোরের শেষ সীমা। শ্রীবিল্বমঙ্গলাদি মহাজনও ব্রজেই শ্রীকৃষ্ণের যৌবনোদ্গমের কথা বলিয়াছেন। আবার তথায় কৈশোরের প্রৌঢ় লীলাদিও শ্রবণ করা যায়। যদ্যপি বাল্যেও বলোদ্রেকাদি-প্রকাশন-হেতু প্রৌঢ়ভাব অসম্ভব নয়, তথাপি প্রৌঢ়কারে রসবিশেষের (শৃঙ্গার রসের) উদয়াদির দ্বারা পরমমনোহরত্বের অপেক্ষায় পঞ্চদশ বর্ষীয় স্বরূপেই পরমাদৃত হইতেছে। বিশেষতঃ সহজ-পরম সৌকুমার্যাদি দ্বারা কৈশোর প্রবেশের তুল্যই দেখা যায়। অতএব পঞ্চদশবর্ষ সিদ্ধান্ত করিলেও কিছুমাত্র অনিষ্টাশঙ্কা দেখা যায় না। এইপ্রকারে শ্রীরামকৃষ্ণ যে পঞ্চদশবর্ষ পর্যন্ত ব্রজে বাস করিয়াছিলেন, তাহাও স্থির হইল। তাহার মধ্যে প্রথম চারিবৎসর পর্যন্ত মাতৃস্তন্য পান করিয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট একাদশ বর্ষ শ্রীনন্দের প্রদত্ত গোরসাদি উপভোগ করিয়াছিলেন ; এই অভিপ্রায়েই একাদশ বর্ষ পর্যন্ত গোপরাজগৃহে গোরসাদি উপভোগের কথা পদ্মাবতী বলিয়াছেন।

সারশিক্ষা

৭৩-৭৫। প্রকটলীলানুসারেই এই সকল কথা বলা হইল। কারণ, প্রকট লীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের গোকুল হইতে মথুরা ও দ্বারকায় গমনাগমন হইয়া থাকে। এই স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে লীলা দ্বিবিধ। প্রকটলীলা কাদাচিৎকী এবং অপ্রকটলীলা নিত্য। নিত্যলীলায় কিন্তু গমনাগমন নাই। তবে প্রকটলীলায় যে গমনাগমন এবং সেই গমন হইতে ব্রজবাসীদিগের যে বিরহ হইয়া থাকে, তাহাও মাসত্রয় প্রকট বিরহ ভোগের পর ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের আর্বিভাব হয় ; ব্রজবাসীগণ তখন শ্রীকৃষ্ণের স্ফুর্তিতে কথঞ্চিৎ সুস্থতা লাভ করিলেও বিরহস্মৃতির উদ্দীপনে ঐ স্ফূর্তিপ্রাপ্ত দশাতেও সদা ব্যাকুল হইয়া থাকেন। রহস্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ, স্বরূপভূত অনন্ত প্রকাশ ও তদনুরূপ লীলাপরিকর সহ সর্বদাই ক্রীড়া করিতেছেন। কদাচিৎ তিনি সেই অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কোন এক প্রকাশে সপরিকর জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জন্মাদিলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকেন, কিন্তু এই জন্মাদি লীলাও যোগমায়া প্রভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং সেই সেই পরিকর

সহ অপ্রকট লীলাই প্রপঞ্চের গোচর হইয়া থাকে। আবার শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলাতেও ব্রজে ব্রজবাসীগণের সহিত বিহার করিয়াছেন বলিয়া সর্বথা বিচ্ছেদ হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ অক্রূর কর্তৃক মথুরায় নীত হইয়াছেন—এই স্ফূর্তিটিই মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের উদিত হইয়া বিরহরস সম্পাদন করে এবং মিলনরসেরও পুষ্টি বিধান করে। আবার মথুরায় শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণ গমন করিলে তাঁহাদের প্রতি শ্রীবসুদেবনন্দনেরও শ্রীনন্দনন্দনবৎ পুত্রাভিমান হয় এবং তাঁহারাও স্বপুত্রাদিবৎ শ্রীবসুদেবের প্রতি পুত্রাভিমান করেন—ইহাই রহস্য।

অতএব শ্রীনন্দনন্দন ব্রজে নিত্য অবস্থিত এবং ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করেন না। তবে যে প্রকট-লীলাতে প্রকটরূপে (কাহারও মতে একাদশ বর্ষ, কাহারও মতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত) ব্রজে লীলা করিয়াছেন? বস্তুতঃ একাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত কৈশোর কাল। পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ণ কৈশোর সীমা পর্যন্তই ব্রজের প্রকট লীলা এবং সেই লীলাও পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত কৈশোর লীলারূপেই প্রতিভাত—অবশ্য অধিকারী ভেদে।

কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরং॥

শ্রীপাদ জয়দেব ও বিল্বমঙ্গলাদি প্রাচীন মহাজনগণও বলেন,—"কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন কুঞ্জে বিহারং হরিঃ" ইত্যাদি। এইপ্রকার শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসমূহেও সুস্পষ্টভাবে উক্ত আছে—

সোঽপি কৈশোরক বয়ং মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্ন কূটস্থ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ॥

এইপ্রকারে শ্রীনন্দনন্দন আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য, এই ত্রিবিধ কৈশোর-লীলারসে ব্রজ প্লাবিত করিয়াছেন। ফলতঃ এই প্রকটলীলাও নিত্য বর্তমান। অনাদিকাল হইতে প্রকটলীলা আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু পরিসমাপ্তি হয় নাই, সেই ক্রিয়াই বর্তমান। এই প্রকারে প্রকটলীলা ধারাবাহিকরূপে বর্তমান থাকায়, কোন কালেই সেই লীলার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা নাই। আবার লীলারহস্য এই যে, অপ্রকটে নিত্যলীলা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিতেছে। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজবাসীদিগের বিচ্ছেদ সম্ভব না হইলেও প্রকটলীলাগত বাহ্যদশায় বিরহ ভোগ হইয়া থাকে ; কিন্তু অন্তরে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলাগত স্ফূর্তি সদা বিদ্যমান থাকে। ইহার বিচার দ্বিতীয় খণ্ডে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৭৬। তচ্চ শ্রীভগবান্ কৃত্বা শ্রুতমপ্যশ্রুতং যথা।
অজানন্নিব পপ্রচ্ছ শোকবেগাদথোদ্ধবম্॥

শ্রীভগবানুবাচ—

৭৭। ভো বিদ্বদ্বর তত্রত্যাখিলাভিপ্রায়বিদ্ ভবান্।
তেষামাভীষ্টং কিং তন্মে কথয়ত্ববিলম্বিতম্॥

মূলানুবাদ

৭৬। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীভগবান কিন্তু এই কথা শুনিয়াও না-শুনার মত; তাই ব্রজবাসীগণের প্রতি তাঁহার কি কর্তব্য, তদ্বিষয়ে না-জানার মত ভাব প্রকাশ করিয়া শোকাতুর হইয়া শ্রীউদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

৭৭। শ্রীভগবান বলিলেন, হে বিদ্বদ্বর! তুমি ব্রজবাসীগণের সমস্ত অভিপ্রায় অবগত হইয়াছ। তাঁহাদের সেই অভিপ্রায় কি, তাহা আমাকে শীঘ্র বল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৬। তৎ পদ্মাবত্যুক্তম্। যদ্যপি সর্বাবধানতয়া শ্রুতমেব তথাপ্যশ্রুতং যথা তথা কৃত্বা অনাকর্ণ্যেত্যর্থঃ, কথঞ্চিদপ্যননুমোদনাৎ। নিজকৃত্যং ব্রজজনানামভীষ্টং চ জানন্নপি শোকবেগাদজানন্নিব। অথ শোকবেগানন্তরমুদ্ধবং পপ্রচ্ছ॥

৭৭। তত্রত্যানাং ব্রজবাসিনামখিলমভিপ্রায়ং মনোভাবং বেত্তীতি তথা সঃ, সম্বোধনং বা। অভিত ইষ্টং বাঞ্ছিতং কিং কতরৎ তত্তবান কথয়তু। এষ চ প্রশ্নঃ শ্রীদেবক্যুক্তব্রজেষ্টদানাভিপ্রায়েণেতি জ্ঞেয়ম্। তত্র যদ্যপি ন কেনাপি দানাদিনা তত্রত্যেচ্ছাপূর্ত্তিঃ স্যাৎ, কেবলং নিজবিজয়েনৈব সিধ্যতীতি স্বয়ং জানাত্যেব, তথাপি মন্ত্রিপ্রবরস্যাস্য যুক্তিবচনমাদায় তত্র গচ্ছন্ সন্নহং কেনাপ্যত্রত্যেন কথঞ্চিদপি বারয়িতুং ন শক্য ইত্যভিপ্রায়েণৈব তং প্রতি প্রশ্নঃ ; পূর্বঞ্চ কেবলং শোকবেগেনৈব॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৬। যদ্যপি শ্রীভগবান পদ্মাবতীর কথা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিলেন, তথাপি অশ্রুতের ন্যায় করিয়া অর্থাৎ মাতামহীর বাক্য কিছুমাত্র অনুমোদন করিলেন না। অতএব ব্রজবাসীজনের প্রতি তাঁহার কি কর্ত্তব্য, বা নিজকৃত তাঁহাদের

কি অভীষ্ট, তদ্বিষয়ে তিনি যেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এইপ্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া শোকাবেগে আকুল হইয়া শ্রীউদ্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

৭৭। ভো বিদ্বদ্বর! এই সম্বোধনের উদ্দেশ্য এই যে, তুমি ব্রজবাসিদিগের অখিল মনোভাব অবগত আছ। অতএব তাহাদের কি অভীষ্ট, তাহা আমাকে শীঘ্র বল। এই প্রকার প্রশ্নের হেতু এই যে, শ্রীদেবকীদেবীর উক্তি অনুসারে ব্রজবাসীদিগকে ইষ্টদানের অভিপ্রায়, জানিতে হইবে। যদিও অন্য কোন কিছু দানাদির দ্বারা তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না, কেবল নিজের বিজয় দ্বারাই সিদ্ধ হইবে—ইহা শ্রীভগবানও জানেন ; তথাপি মন্ত্রীপ্রবর শ্রীউদ্ধবের যুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়াই ব্রজে গমন করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে এখানের আর কেহ কোন প্রকারে আমাকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইবেন না—এই অভিপ্রায়েই উক্ত প্রশ্ন; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন কেবল শোকাবেগে কাতর হইয়া জানিতে হইবে।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৭৮। তচ্ছ্রুত্বা ভগবদ্বাক্যমুদ্ধবো হৃদি দুঃখিতঃ।
ক্ষণং নিশ্বস্য বিস্মেরঃ সানুতাপং জগাদ তম্॥

মূলানুবাদ

৭৮। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীউদ্ধব মনে মনে দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনুতাপের সহিত বলিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৮। উদ্ধবোঽপি প্রেমভরবৈবশ্যেন ভগবদ্বাক্যতাৎপর্য্যমনবধারয়ন্ যথাশ্রুতার্থমেবাকলয্য সীদন্নাহেত্যাহ—তদিতি। তাদৃশং ভগবতঃ সর্বজ্ঞস্যাপি পরমদয়ালুসিংহস্যাপি বা বাক্যং শ্রুত্বা, হৃদ্যন্তর্দুঃখিতঃ বঞ্চনামননাৎ। বিস্মেরঃ তাদৃশেষ্বপি প্রিয়জনেষু তথাব্যবহারানুমানাদবিস্ময়ং প্রাপ্তঃ সন্, অতঃ ক্ষণং নিশ্বস্য উচ্চৈঃ শ্বাসং মুক্ত্বা ; তং ভগবন্তম্, অনুতাপেন সহিতং যথা স্যাৎ, তমিত্যস্য বিশেষণং বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৮। শ্রীউদ্ধব প্রেমভরে বিবশ, তাই শ্রীভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য অবধারণ না করিয়া যথাশ্রুত অর্থ মনন-হেতু মনে মনে দুঃখিত হইয়া বিষাদের সহিত বলিতে লাগিলেন, তাহাই "তচ্ছ্রুত্বা" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। সেই সর্বজ্ঞ বা পরম দয়ালুসিংহ শ্রীভগবানের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীউদ্ধব অন্তরে দুঃখিত হইলেন এবং উক্ত বাক্য সকলকে বঞ্চনামাত্র মনে করিয়া, অর্থাৎ তাদৃশ প্রিয়জনের প্রতি শ্রীভগবানের ঈদৃশ ব্যবহার অনুমান করিয়া বিস্মিত হইলেন। সেইজন্য ক্ষণকাল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্বক অনুতাপ সহকারে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীমদুদ্ধব উবাচ—

৭৯। ন রাজরাজেশ্বরতাবিভূতীর্ন দিব্যবস্তূনি চ তে ভবত্তঃ।
ন কাময়ন্তেঽন্যদপীহ কিঞ্চিদমূত্র চ প্রাপ্যমৃতে ভবন্তম্॥

মূলানুবাদ

৭৯। শ্রীউদ্ধব বলিলেন, ব্রজবাসীগণ কেবল আপনাকেই চাহেন, তাঁহারা রাজরাজেশ্বরত্ব, কি বিভূতিসকল, কি স্বর্গীয় সম্পদ, কি ইহলোকের সম্পদাদি অন্য কোন বস্তুই প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৯। তে শ্রীনন্দাদয়ঃ ভবতঃ সকাশাদ্রাজরাজেশ্বরতায়া বিভূতীর্বৈভবানি ন কাময়ন্তে নেচ্ছন্তি। দিব্যবস্তূনি পারিজাতাদীনি, অন্যৎ উক্তব্যতিরিক্তমপি ইহ অস্মিঁল্লোকে অমূত্র পরলোকে চ প্রাপ্যং কিঞ্চিন্ন কাময়ন্তে, ভবন্তম্ ঋতে বিনেতি ভগবন্তমেব কাময়ন্ত ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৯। সেই শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসিগণ আপনার নিকট হইতে রাজরাজেশ্বরত্ব, বা বিভূতিসকল, কিংবা পারিজাতাদি স্বর্গীয় বস্তুসকল ইচ্ছা করেন না। ইহা ব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিক অন্য কোন ভোগ্যদ্রব্য কামনা করেন না। সেই ব্রজবাসিগণ আপনা ব্যতীত অন্য কিছু প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন না।

৮০। অবধানপ্রসাদোঽত্র ক্রিয়তাং জ্ঞাপয়ামি যৎ।
পশ্চাদ্বিচার্য কর্তব্যং স্বয়মেব যথোচিতম্॥

৮১। পূর্বং নন্দস্য সঙ্গত্যা ভবতা প্রেষিতানি তে।
ভূষণাদীনি দৃষ্ট্বোচুর্মিথো মগ্নাঃ শুগম্বুধৌ॥

মূলানুবাদ

৮০। আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, তাহা অবধান করুন এবং শ্রবণের পর স্বয়ং বিচার করিয়া যাহা কর্তব্য বিবেচনা করেন, তাহাই করিবেন।

৮১। আপনি পূর্বে শ্রীনন্দরাজের সহিত যে সকল ভূষণাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, ব্রজবাসীগণ তাহা দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া পরস্পরে বলিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮০। তদেব সপ্রসঙ্গং বিবৃত্য বোধয়িতুমাহ—অবেতি। যদহং জ্ঞাপয়ামি অবধানং মনোঽভিনিবেশ এবং প্রসাদঃ ক্রিয়তাং ভবতা। স্বয়মেবেতি অধুনা ময়া তৎ কিং জ্ঞাপ্যতামিত্যর্থঃ॥

৮১। পূর্বং কংসবধানন্তরম্ ; তে ব্রজবাসিনো জনাঃ শ্রীযশোদাদ্যাঃ শ্রীরাধিকাদ্যা বা, স্ত্রীত্বেনাপ্রয়োগশ্চ পরমরহস্যতয়াত্যন্তগোপনীয়ত্বাৎ। শোকসাগরে মগ্নাঃ সন্তঃ পরস্পরমূচুঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮০। তাহাই অবরোধের নিমিত্ত প্রসঙ্গের সহিত বিবৃত হইতেছে। আমি যাহা কিছু নিবেদন করিতেছি, অনুগ্রহপূর্বক আমার বাক্যে মনোনিবেশ করুন ; পরে স্বয়ং বিচার করিয়া যাহা কর্তব্য বিবেচনা করেন, তাহাই করুন।

৮১। আপনি পূর্বে (কংসবধের পর) যে সকল ভূষণাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, শ্রীযশোদাদি বা শ্রীরাধিকাদি ব্রজবাসিগণ সেই সমস্ত দ্রব্য দর্শন করিয়া পরস্পর শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। শ্রীরাধিকাদি স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাদের নাম প্রয়োগ করেন নাই। কারণ, পরম রহস্যত্ব বা অত্যন্ত গোপনীয়ত্ব-হেতু নাম উল্লেখ করেন নাই।

৮২। অহো বত! মহৎ কষ্টং বয়মেতদভীপ্সবঃ।
এতৎপ্রসাদযোগ্যাশ্চ জ্ঞাতাঃ কৃষ্ণেন সম্প্রতি॥

৮৩। তদস্মজ্জীবনং ধিগ্ ধিক্ তিষ্টেৎ কণ্ঠেঽধুনাপি যৎ।
নন্দগোপাংশ্চ ধিগ্ ধিক্ যে তং ত্যক্ত্বেতান্যুপানয়ন্॥

মূলানুবাদ

৮২। অহো কি মহৎ কষ্ট! শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি আমাদিগকে এই সকল সামগ্রীর অভিলাষী এবং এতাদৃশ প্রসাদযোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন।

৮৩। অতএব আমাদের জীবনে ধিক্। প্রাণ এখনও বহির্গত না হইয়া কণ্ঠে অবস্থান করিতেছে, ইহাকেও ধিক্। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া এই সকল বসন-ভূষণাদি উপহার আনয়ন করিয়াছেন, সেই নন্দাদি গোপগণকেও ধিক্ ধিক্!

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮২। কিং তদাহ—অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। এতানি ভূষণাদীন্যেবাভীপ্সন্তি প্রাপ্ত মিচ্ছন্তীতোবম্ভূতা বয়ং জ্ঞাতাঃ ; এষ তদ্দানরূপো যঃ প্রসাদোঽনুগ্রহস্তস্যৈব যোগ্যাশ্চ জ্ঞাতাঃ ; অন্যথৈতৎ পেষণানুপপত্তেঃ। সম্পতীতাস্য পর্বেণ পরেণাপি যথেষ্টমন্বয়ঃ। পর্বমেবং নাসীদধনৈব জাতমহো দৌর্ভাগ্যমিত্যর্থঃ॥

৮৩। তত্তস্মাৎ অস্মাকং জীবনং ধিগ্ ধিক্ পরমনিন্দ্যমিত্যর্থঃ। যৎ জীবনমধুনাপি কণ্ঠে তিষ্ঠেৎ ; কণ্ঠ ইত্যনেন কেবলং কণ্ঠগত-প্রাণতয়ৈব জীবন্তীত্যর্থঃ। যে গোপা ইতি কথঞ্চিদপি নন্দেন স্বপুত্রস্য তস্য ত্যাগাসম্ভবমননেন গৌরবেণ বা ; যদ্বা, যে নন্দাদয়ঃ, তং কৃষ্ণং, এতানি ভূষণাদীনি উপানয়ন্ অস্মাকমুপায়নরূপেণানীতবন্তঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮২। তৎকালে তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন? তাহাই 'অহো' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। অহো কি কষ্ট! শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি আমাদিগকে এইসকল ভূষণাদির অভিলাষী বা এইসকল প্রসাদের যোগ্যরূপে অবগত হইয়াছেন? অন্যথায় এই সকল অলঙ্কারাদি প্রেরণ করিবেন কেন? কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা এজাতীয় প্রসাদের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতাম না, অধুনা বিবেচিত হইতেছি, সুতরাং সম্প্রতি আমাদের দুর্ভাগ্য জাত হইয়াছে বলিতে হইবে।

৮৩। অতএব আমাদের জীবনে ধিক্ ধিক্ (পরম নিন্দনীয়) আমাদের যে প্রাণ এখনও বহির্গত না হইয়া কণ্ঠে অবস্থান করিতেছে, সেই কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াও বাঁচিয়া আছি। আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া এই সকল ভূষণাদি আনয়ন করিয়াছেন, সেই নন্দাদি গোপগণকেও ধিক্। কিন্তু এস্থলে সামান্যরূপে শ্রীনন্দকে লক্ষ্য করিয়াছেন ; যেহেতু, শ্রীনন্দ স্বপুত্রকে ত্যাগ করিয়া যে অলঙ্কার আনিবেন, ইহা অসম্ভব। অতএব উক্ত বাক্য শ্রীনন্দের প্রতি গৌরববশতঃ 'সেই নন্দাদি গোপসকল' বলিয়াছেন। অথবা যে সকল গোপ শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া এইসকল উপায়ন আনয়ন করিয়াছেন, সেই গোপসকলকে ধিক্।

৮৪। ততস্ত্বদ্‌গমনাশাঞ্চ হিত্বা সহ যশোদয়া।
মৃতপ্রায়া ভবন্মাত্রারেভিরেঽনশনং মহৎ॥

মূলানুবাদ

৮৪। আপনার মাতা শ্রীযশোদার সহিত ব্রজবাসীগণ আপনার ব্রজে আগমনের আশা পরিত্যাগপূর্বক মৃতপ্রায় হইয়া মহা অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৪। ততস্তস্মাদেবোক্তাদ্ধেতোস্তব ব্রজগমনাশামপি ত্যক্ত্বা মৃততুল্যাঃ সন্তঃ ভবন্মাত্রা শ্রীযশোদয়া সহ মহৎ জলবর্জনাদিনা মরণপর্যবসায়ি অনশনমারেভিরে। এবং ত্বাং বিনা ত্বৎপ্রসাদদ্রব্যেষ্বপি তেষামভীপ্সা নাস্তীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৪। অতএব উক্ত হেতু ব্রজবাসিগণ আপনার ব্রজগমন আশাও পরিত্যাগপূর্বক মৃততুল্য হইয়া আপনার মাতা শ্রীযশোদাদির সহিত মহৎ অনশন অর্থাৎ জল বর্জনাদিরূপ মরণান্ত অনশন ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন। এইপ্রকারে সেই ব্রজবাসীগণ আপনা ব্যতীত আপনার অন্য কোন প্রসাদাদি বাঞ্ছা করেন না।

৮৫। কৃতাপরাধবন্নন্দো বক্তুং কিঞ্চিদ্দিনত্রয়ম্।
অশক্তোঽত্যন্তশোকার্তো ব্রজপ্রাণানবন্ গতান্॥

৮৬। ভবতস্তত্র যানোক্তিং গ্রাহয়ন্ শপথোৎকরৈঃ।
দর্শয়ন্ যুক্তিচাতুর্যমমুনেবমসান্ত্বয়ৎ॥

মূলানুবাদ

৮৫-৮৬। শ্রীনন্দরাজও ব্রজে গিয়া কৃতাপরাধ ব্যক্তির ন্যায় দিবসত্রয় কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। পরে শোকার্ত কণ্ঠাগত প্রাণ ব্রজবাসীগণের প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বিবিধ শপথ সহকারে "আপনার ব্রজে আগমন হইবে" এই বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া এবং বিবিধ যুক্তি-চাতুর্য দেখাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৫-৮৬। তর্হি কিঞ্চিদনিষ্টং তত্র ন বৃত্তমিতি ব্যগ্রচিত্তং ভগবন্তমাশ্বাসয়ন্ আহ—কৃতেতি দ্বাভ্যাম্। কৃতাপরাধ ইব দিনত্রয়ং যাবৎ কিঞ্চিদ্বক্তুমশক্তো নন্দঃ পশ্চাদ্‌গতান্ গতপ্রায়ান্ ব্রজজনপ্রাণান্ অবন্ অবিতুং ভবতস্তত্র ব্রজে যানং গমনং, তস্মিন্ যা উক্তিঃ 'জ্ঞাতীন্ বো দ্রষ্টুমেষ্যামো বিধায় সুহৃদাং সুখম্।' (শ্রীভা ১০।৪৫।২৩) ইত্যাদিরূপা তাং শপথসমূহৈরমুন্ ব্রজবাসিজনান্ গ্রাহয়ন্, এবং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণাসান্ত্বদিত্যন্বয়ঃ। অত্যন্তেন শোকেনার্তোঽপি ভবদ্বিচ্ছেদেন ভবৎপ্রিয়জনানাং দৃঢ়মুমূর্ষাদিনা চ, যুক্তীনাং চাতুর্য্যং কৌশলং দর্শয়ন্ উত্তমা যুক্তীর্বোধয়ন্নিত্যর্থঃ; যদ্বা, যুক্তিষু যদাত্মনশ্চাতুর্য্যং নৈপুণ্যং তৎ প্রকাশয়ন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৫-৮৬। তাহা হইলেও কোন কিছু অনিষ্ট আচরিত হয় নাই, এই কথা বলিয়া ব্যগ্রচিত্ত শ্রীভগবানকে আশ্বাসন নিমিত্ত 'কৃত' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, গোপরাজ শ্রীনন্দ ব্রজে গিয়া কৃতাপরাধ ব্যক্তির ন্যায় দিবসত্রয় যাবৎ কোন কথাই বলিতে পারেন নাই। পরে মুমূর্ষু ও অত্যন্ত শোকার্ত ব্রজবাসিগণের কণ্ঠাগত-প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আপনার ব্রজে আগমনের আশাব্যঞ্জক উক্তিগুলি, যথা "আমরা অত্রস্থ আত্মীয়গণের সুখ বিধান করিয়া অবিলম্বে স্নেহ-দুঃখিত জ্ঞাতিসহ আপনাদিগকে দেখিতে যাইব।" ইত্যাদিরূপ বিবিধ শপথ দ্বারা আপনার ব্রজাগমনের কথায় বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছেন। যদ্যপি এইপ্রকারে আপনার প্রিয়জনসকল আপনার বিচ্ছেদে অত্যন্ত শোকার্ত, তথাপি তাঁহাদিগকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে যুক্তিচাতুর্য দেখাইয়া সান্ত্বনা করিয়াছেন।

শ্রীনন্দ উবাচ—

৮৭। দ্রব্যাণ্যাদৌ প্রেমচিহ্নানি পুত্র, এতান্যত্র প্রাহিণোৎ সত্যবাক্যঃ।
শীঘ্রং পশ্চাদাগমিষ্যত্যবশ্যং, তত্রত্যং স্বপ্রস্তুতার্থং সমাপ্য॥

মূলানুবাদ

৮৭। শ্রীনন্দ বলিয়াছেন, পুত্র আমার সত্যবাদী, ব্রজে আগমনের পূর্বে প্রেমচিহ্ন স্বরূপ এই দ্রব্যগুলি পাঠাইয়াছেন; তত্রত্য প্রয়োজনীয় কার্যগুলি শীঘ্র সমাপন করিয়া অবশ্য পশ্চাৎ আগমন করিবেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৭। প্রেম্ণশ্চিহ্নানি বোধকানি, এতেন প্রেমণৈব প্রাহিনোন্ন তু যুষ্মদভীপ্সাজ্ঞানেন প্রসাদরূপত্বাদিনেতি ভাবঃ। পুত্রঃ শ্রীকৃষ্ণঃ এতচ্চ স্বহৃদয়াভ্যাসেন বসুদেবাদিসম্বন্ধদার্ঢ্যনিবারণাভিপ্রায়েণ বা; পশ্চাদত্রাবশ্যং শীঘ্রমাগমিষ্যতি। কুতঃ? সত্যং বাক্যং যস্য সঃ। তর্হি কথমধুনা নায়াতঃ? কদা বা সমাগমিষ্যতীত্যপেক্ষায়ামাহ—স্বস্য স্বানাং বা ভক্তানাং প্রস্তুতং সম্প্রতি প্রাপ্তমর্থং জরাসন্ধনিরসনাদিপ্রয়োজনং তত্রত্যং মথুরাবাস-সম্বন্ধিনমেব ন ত্বন্যত্রত্যং সমাপ্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৭। প্রেমচিহ্ন বা প্রেমের বোধকস্বরূপ এই সকল দ্রব্য দ্বারা যেন প্রেমই প্রেরণ করিয়াছেন, তোমাদের বাঞ্ছনীয় জ্ঞানে প্রেরণ করেন নাই ; সুতরাং প্রসাদরূপত্ব জানিবে। আর পুত্র আমার, (এখানে পুত্র-শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, স্বহৃদয়াভ্যাসে বা বসুদেবাদির পিতৃ-সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে নিবারণ অভিপ্রায়ে) ব্রজে আগমনের পূর্বে প্রেমের চিহ্নস্বরূপ এই দ্রব্যগুলি পাঠাইয়াছেন এবং পশ্চাৎ স্বয়ং অবশ্য এখানে শীঘ্রই আগমন করিবেন। কারণ, পুত্র আমার সত্যবাদী। আচ্ছা, তাহা হইলে এখনও কিজন্য আসিলেন না? কিংবা কোন্ সময়ে আগমন করিবেন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, সম্প্রতি মথুরায় স্বজনগণের বা ভক্তগণের যে কিছু প্রয়োজন আছে, অর্থাৎ জরাসন্ধ নিরসনাদি প্রয়োজন সমাপন করিয়া শীঘ্রই আগমন করিবেন। পরন্তু জরাসন্ধ নিরসনাদি মথুরা সম্বন্ধীয় স্বজনগণের প্রয়োজন, অত্রত্য (ব্রজবাসীগণের) প্রয়োজন নহে।

৮৮। শ্রুত্বা তে তত্র বিশ্বস্য সর্বে সরলমানসাঃ।
ভবৎপ্রীতিং সমালোচ্যালঙ্কারান্ দধুরাত্মসু॥

মূলানুবাদ

৮৮। সরলচিত্র ব্রজবাসীগণ শ্রীনন্দের কথায় বিশ্বাস করিয়া এবং আপনার প্রীতি সমালোচনা করিয়া ঐ অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৮। তত্র তস্মিন্ শ্রীনন্দবচনে বিশ্বস্য প্রতীতিং কৃত্বা ; যতঃ সরলং কৌটিল্যহীনং মানসং যেষাং তে ; নিজহৃদয়ানুসারেণ সর্বেষ্বপি তেষাং তথা প্রতীতেঃ। ভগবৎপ্রীতিং সমালোচ্যেতি—এতদলঙ্কারধারণেন কৃষ্ণস্য হর্ষো ভবিষ্যতীতি পর্য্যালোচ্যেত্যর্থঃ। আত্মস্থ দেহেসু দধুরেব, ন ত্বন্তর্হৃদি সুখং প্রাপুরিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৮। সেই ব্রজবাসীসকল শ্রীনন্দবচনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। যেহেতু, কৌটিল্যহীন সরলচিত্ত। অর্থাৎ সরলচিত্ত ব্রজবাসীগণ নিজ নিজ হৃদয়ানুসারে সকলকে কৌটিল্যহীন সরল বলিয়া বিশ্বাস করেন। আবার ভগবৎপ্রীতি সমালোচনা করিয়া অর্থাৎ এই সকল অলঙ্কার ধারণে শ্রীকৃষ্ণের সুখ হইবে, এজন্য তাঁহারা ঐ সকল অলঙ্কার নিজ দেহে ধারণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু অন্তরে সুখ প্রাপ্ত হয়েন নাই।

৮৯। শ্রীকৃষ্ণোঽত্র সমাগত্য প্রসাদদ্রব্যসংগ্রহাৎ।
বীক্ষ্যাজ্ঞাপালকানস্মান্নিতরাং কৃপয়িষ্যতি॥

৯০। ভবান্ স্বয়মগত্বা তু যং সন্দেশং সমর্প্য মাম।
প্রাহিণোত্তেন তে সর্বে বভূবুর্নিহতা ইব॥

মূলানুবাদ

৮৯। তাঁহাদের বিশ্বাস এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া প্রেরিত প্রসাদদ্রব্যাদির অঙ্গীকার দেখিলে আমাদিগকে নিজের আজ্ঞাপালক বলিয়া অধিকতর কৃপা করিবেন।

৯০। কিন্তু আপনি স্বয়ং ব্রজে গমন না করিয়া আমার দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহারা সকলে মৃততুল্য হইয়াছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৮৯। তদভিপ্রায়মেব বিবৃণোতি—শ্রীকৃষ্ণ ইতি। তদীয়প্রসাদরূপাণাং দ্রব্যাণামেতেষামলঙ্কারাদীনাং সংগ্রহাৎ পরিগ্রহেণ অস্মান্ স্বস্যাজ্ঞাপালকান্ বীক্ষ্য আলোচ্য নিতরাং পূর্ব্বতোঽপ্যাধিক্যেনানুগ্রহিষ্যতি। মহাশোকার্তিসময়েঽপি নিজাজ্ঞাপালনেন হৃষ্টব্যবহারাৎ॥

৯০। তেষামীদৃশো ব্যবহারঃ ভবতশ্চান্যাদৃশ এবেত্যাহ—ভবানিতি। সন্দেশং অন্তর্য্যামীত্বেন সর্বত্রৈবাহং বর্ত ইতি জ্ঞানদৃষ্ট্যা তত্র তত্র মাং পশ্যতেত্যাদিরূপং বাচিকম্। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৪৭।২৯) 'ভবতীনাং বিয়োগো মে ন হি সর্বাত্মনা ক্বচিৎ। যথা ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নির্জলং মহী। তথা চাহং মনঃপ্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ॥' ইত্যাদি। অস্যার্থঃ—ভবতীনাং মে ময়া সহ বিয়োগো নাস্তি। কুতঃ? সর্বাত্মনা সর্বস্যোপাদানকারণেন ; অতএব সর্বেষু মনআদিষু কার্যেষু অহমনুগতত্বেন স্থিত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি ; ভূতেষু চরাচরেষু ভূতানি মহাভূতানি; যথা বায়ুগ্নিঃ বায়ুশ্চাগ্নিশ্চ তথাহঞ্চ মন-আদীনাং কার্যাণাং গুণানাং চ কারণানামাশ্রয়ত্বেনানুগত ইতি। তেন সন্দেশেন হতা মারিতা ইব বভূবুঃ পুনর্ব্রজে ভবদ্গমনাশা-নিরসনাৎ। ইবেত্যনেন প্রাণাবশেষমাত্রতা তেষাং বোধ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৯। অতঃপর তাঁহাদের অভিপ্রায় বিবৃত হইতেছে। তাঁহাদিগের ধারণা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে আসিয়া তদীয় প্রসাদরূপ অলঙ্কারাদি পরিগ্রহ-হেতু আমাদিগকে নিজ আজ্ঞাপালক বিবেচনা করিয়া পূর্বাপেক্ষা নিরতিশয় অধিক কৃপা করিবেন, বিশেষতঃ তাদৃশ মহাশোকার্তি সময়েও নিজ আজ্ঞা পালনে হৃষ্ট ব্যবহার করিয়াছে বিবেচনা করিয়া অধিকতর কৃপা করিবেন।

৯০। সেই ব্রজবাসী সকলের ঈদৃশ ব্যবহার, আর আপনার অন্যদৃশ ব্যবহার; এই কথা বলিবার জন্য 'ভবান্' ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা। আমার দ্বারা প্রেরিত আপনার সন্দেশ এই যে, "আমি অন্তর্যামী বলিয়া সর্বত্র আছি, তোমরা জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই সেই স্থানে আমাকে দর্শন কর।" এইপ্রকার বাচিক সমাচার দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। যথা, দশমস্কন্ধে—"তোমাদের সহিত আমার কখনও বিয়োগ নাই। কারণ, আমি সকলের আত্মা। যেমন পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চমহাভূত যাবতীয় ভূতে অবস্থিত রহিয়াছে, তেমনি আমি মন, প্রাণ, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও গুণসমূহের আশ্রয়।" তাৎপর্য এই যে, "তোমাদের সহিত আমার কখনও বিয়োগ নাই," কিরূপে? আমি সর্বাত্মক—সকলের উপাদান কারণ। অতএব মন আদি সর্ব কার্যেই আমি অনুগতরূপে অবস্থিত। অনুরূপ দৃষ্টান্ত এই যে, যেমন চরাচর নিখিল ভূতের কারণ স্বরূপ মহাভূতপঞ্চক, সেইরূপ আমিও মন আদি সমস্ত কার্যের ও কারণের আশ্রয়রূপে অনুস্যূত আছি। আপনার এই সন্দেশ পাইয়া ব্রজবাসীরা সকলই মৃততুল্য হইয়াছেন। অর্থাৎ ইহাতে পুনর্বার ব্রজগমনের আশাও নিরসন হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মৃততুল্য হইয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রাণমাত্র অবশেষ আছে, ধ্বনিত হইল।

সারশিক্ষা

৯০। ব্রজবাসীগণের প্রতি এই জাতীয় সন্দেশ মহারহস্যময় এবং অর্থান্তরে সমাচ্ছাদিত। আর এতাদৃশ সন্দেশ প্রদানও সেই ভগবানের পক্ষেই সম্ভবপর। তিনি রসিকশেখর বলিয়া তাঁহার প্রতি কার্যেই রস-পরিপাটি-সম্পাদনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ব্রজবাসিরা বলিতে পারেন, হে রসিকশেখর! সর্বাবস্থায় আমরা তোমার রূপ-গুণাদির মাধুর্য অনুভব করিয়া থাকি সত্য, কিন্তু ঐ অনুভবের মধ্যেও সর্ব উপমর্দক বিরহ স্ফূর্তি হইয়া আমাদিগকে বিবশ করিয়া দেয় কেন? তোমার বাক্যে ত' আমাদের সান্ত্বনা আসিতেছে না, এখন কি করিব? চতুরচূড়ামণি বলিলেন, যদি আমার বিয়োগ স্ফূর্তিজনিত অভিমান কোনপ্রকারে অবরুদ্ধ করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই নিত্য-সংযোগিত্ব নিরন্তর উপলব্ধি করিবে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্বটি বুঝাইবার জন্য উদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটির অবতারণা। আরও রহস্য এই, প্রিয়জনের নিকট এইরূপ ভঙ্গী সহকারে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে রসের পুষ্টি ব্যতীত হানি হয় না। কিন্তু তপ্ত ইক্ষু চর্বণবৎ, তথাপি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল স্বভাববিশিষ্ট উষ্ণ বা অশান্ত ; কিন্তু অন্তরে প্রচুরতর আনন্দস্বরূপ। অতএব নানাপ্রকার দৈন্য-বিষাদাদি সঞ্চারী ভাবময় উষ্ণতার প্রস্রবণ হইয়াও স্বরূপতঃ কোটি কোটি চন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল এবং তদনুরূপ আস্বাদ-সমার্পিকা।

৯১। তথা দৃষ্ট্যা ময়া তত্র ভবতো গমনং ধ্রুবম্।
প্রতিজ্ঞায় প্রযত্নাত্তান্ জীবয়িত্বা সমাগতম্॥

মূলানুবাদ

৯১। তাঁহাদের সেই অবস্থা দর্শনে 'আপনার যে তথায় (ব্রজে) নিশ্চয় গমন হইবে' এই প্রতিজ্ঞা বাক্যে আমি তাঁহাদিগকে সযত্নে সচেতন করাইয়া এখানে আসিয়াছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯১। তথা তেষাং তাদৃক্ত্বং দৃষ্ট্যা সাক্ষাদনুভূয়; তত্র ব্রজে ভবতো গমনং ধ্রুবং নিশ্চিতং প্রতিজ্ঞায় ময়াবশ্যমেব ভগবানত্রানেতব্য ইতি প্রতিজ্ঞাং কৃত্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯১। তথায় তাঁহাদের তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া বা সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া আপনি ব্রজে নিশ্চিত যাইবেন (আমি অবশ্যই তাঁহাকে লইয়া আসিব) এই প্রতিজ্ঞা করিয়া এখানে আসিয়াছি।

৯২। তৎপ্রাপ্তয়েহথ সংন্যস্তসমস্তবিষয়াশ্রয়াঃ।
প্রাপুর্যাদৃগবস্থাং তে তাং পৃচ্ছৈতং নিজাগ্রজম্॥

মূলানুবাদ

৯২। সেই ব্রজবাসীগণ আপনাকে পাইবার জন্য নিখিল ভোগ্যবিষয় ত্যাগ করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আপনি আপনার অগ্রজকেই জিজ্ঞাসা করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯২। তথাপি ভবতা স্বয়ং তত্র ন গতম্ ; নিজাগ্রজো বলদেব এব প্রেষিতঃ। ততশ্চ যাদৃশী তেষামবস্থা জাতা সা ময়া বর্ণয়িতুং ন শক্যতে, পরমশোকদুঃখভরাপাদকত্বাদিত্যাশয়েনাহ—ত্বদিতি। অথ মদাগমনানন্তরং সম্যক্ ন্যস্তাঃ পরিত্যক্তাঃ সমস্তবিষয়াশ্রয়া নিখিলবিষয়ভোগাঃ ; যদ্বা, সমস্তা বিষয়া ইন্দ্রিয়ভোগ্যানি আশ্রয়াশ্চ গৃহাঃ কৃষ্ণক্রীড়াস্থানদর্শনাদিনা সদা বনান্তরবস্থানাৎ যৈঃ। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৬৫।৬) শ্রীবলরামগোকুলযাত্রাপ্রসঙ্গে—'কৃষ্ণে কমলপত্রাক্ষে সংন্যস্তাখিলরাধসঃ' ইতি। অস্যার্থঃ—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যর্থং ত্যক্তসর্ববিষয়া ইতি। পূর্ব্বং চোদ্ধবেন গত্বৈতাদৃশাবস্থাভাজঃ শ্রীরাধিকাদয়ো ন দৃষ্টাঃ ; কিন্তু ভূষণভূষিতাঙ্গা হৃষ্টা ইব দৃষ্টাঃ, শ্রীনন্দকৃতাশ্বাসনবিশ্বাসাৎ। অতএব দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০। ৪৬। ৪৫-৪৬) শ্রীমদুদ্ধবযানে—'তা দীপদীপ্তৈর্মণিভির্বিরেজু, রজ্জুর্বিকর্ষদ্ভুজকঙ্কণস্রজঃ। চলন্নিতম্বস্তনহারকুণ্ডলত্বিষৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ॥ উদ্গায়তীনামরবিন্দলোচনং, ব্রজাঙ্গনানাং দিবমস্পৃশদ্ধ্বনিঃ। দধ্নশ্চ নির্মন্থনশব্দমিশ্রিতো, নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলম্॥' ইতি, অন্যথা তাদৃশশোকসময়ে তাসামেতাদৃক্ত্বাসম্ভবাৎ। ইদানীং চোদ্ধবসন্দেশেনাশাচ্ছেদাৎ পূর্বতোঽপ্যধিকদুরবস্থাযুক্তেবেতি দিক্। নিজাগ্রজ মেতং সাক্ষাদ্বর্তমানং তামবস্থাং পৃচ্ছতি, তেন তত্র গত্বা সাক্ষাদনুভূতত্বাৎ। যদ্বা, মদ্বাক্যে তব প্রতীতির্মা ভবতু নাম, নিজজ্যেষ্ঠবচনে চ সা যুজ্যত এবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯২। তথাপি আপনি স্বয়ং ব্রজে না যাইয়া নিজাগ্রজ শ্রীবলদেবকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহাদের যাদৃশী অবস্থা জাত হইয়াছিল, তাহা পরম শোকরাশি-প্রতিপাদক বলিয়া আমি বর্ণন করিতেও অক্ষম। তাহা আপনি আপনার

অগ্রজ শ্রীবলদেবকে জিজ্ঞাসা করুন। বিশেষতঃ আমার আগমনের পর সেইসকল ব্রজবাসী আপনাকে পাইবেন বলিয়া নিখিল বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথবা সমস্ত বিষয় বলিতে ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বস্তু ও তাহার আশ্রয়স্বরূপ গৃহাদিও ত্যাগ করিয়াছেন ; কেবল শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াস্থানসমূহ দর্শনাদি দ্বারাই নিরন্তর বনমধ্যে অবস্থান করিতেছেন। তাহা দশমস্কন্ধে শ্রীবলদেবের গোকুলযাত্রা প্রসঙ্গে উক্ত আছে—"কমললোচন শ্রীকৃষ্ণে তাঁহারা যাবতীয় বিষয় সংন্যস্ত করিয়াছিলেন।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য সমস্ত বিষয় ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে শ্রীউদ্ধব যখন গোকুলে আগমন করিয়াছিলেন, তখন শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ এতাদৃশ অবস্থাপন্ন ছিলেন না ; পরন্তু ভূষণ-ভূষিতাঙ্গ ও হৃষ্টবৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ, শ্রীনন্দ-কৃত আশ্বাসন বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব, দশমস্কন্ধে শ্রীউদ্ধবের ব্রজে আগমন প্রসঙ্গে উক্ত আছে—'নিশান্তে গোপিকারা গাত্রোত্থান করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দধিমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল অরুণবর্ণ কুঙ্কুমে লিপ্ত ছিল এবং কপোলসমূহ কুণ্ডলের দীপ্তিতে দীপ্তি পাইতেছিল। তাঁহাদিগের কাঞ্চি প্রভৃতির মণিসকল দীপের আলোকে প্রতিবিম্বিত হইয়া অধিকতর দীপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা কঙ্কণ ও বলয়ে অলঙ্কৃত ভুজযুগল দ্বারা মন্থনরজ্জু আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহাদিগের নিতম্ব, স্তন, হারাবলি দুলিতে লাগিল। তাহাতে তাঁহাদের পরমশোভা হইল এবং সেই ব্রজাঙ্গনাসকল শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলে, সেই গীতধ্বনি দধিমন্থন শব্দের সহিত মিলিত হইয়া গগনস্পর্শী হইল এবং ঐ ধ্বনিতে সকলদিকের অমঙ্গলসমূহ বিনষ্ট হইল।' অন্যথা তাদৃশ শোকসময়ে তাঁহাদের সম্বন্ধে তাদৃশ উক্তি অসম্ভব। ইদানীং কিন্তু শ্রীউদ্ধব-সন্দেশের দ্বারা তাঁহাদের আশাসূত্র ছিন্ন হইয়াছে। তাই তাঁহারা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দুরবস্থাযুক্ত, তাহা আপনি আপনার অগ্রজ শ্রীবলদেবকে জিজ্ঞাসা করুন, ইনি সাক্ষাৎ বর্তমান এবং ইনি ব্রজে গমন করিয়া সাক্ষাতে তাঁহাদের তাদৃশী অবস্থা অনুভব করিয়াছেন। অর্থাৎ আমার বাক্যে যদি প্রতীতি না হয়, তবে নিজ জ্যেষ্ঠের বাক্যে তাহা হইবে—এইভাবে।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৯৩। তদ্বিচ্ছেদমহাদুঃখাশঙ্কয়া ম্লাপিতানি সঃ।
দেবকীভীষ্মজাদীনাং মুখান্যবনতান্যধঃ॥

৯৪। ক্ষরদস্রাণি সস্নেহং বিলোক্য মৃদুলাশয়ঃ।
মসীকর্পরপত্রাণি ব্যগ্রোঽযাচত সংজ্ঞয়া॥

মূলানুবাদ

৯৩-৯৪। কোমলহৃদয় শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদরূপ মহাদুঃখ আশঙ্কা করিয়া শ্রীদেবকী ও শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির মুখ মলিন ও অবনত এবং অশ্রুধারাযুক্ত দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ সস্নেহে ব্যগ্রভাবে সঙ্কেতে লিখিবার উপকরণ প্রার্থনা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৩-৯৪। ততঃ শ্রীগোপগোপীজনৈকপ্রিয়ো ভগবান্ কিমকরোত্তদাহ তদিতি চতুর্ভিঃ। স ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণো দেবক্যাদীনাং মুখানি সস্নেহং বিলোক্য সংজ্ঞয়া লিখনমুদ্রানুকরণসঙ্কেতেনৈব মসীকর্পরপত্রাণ্যযাচত প্রার্থয়ামাসেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কথম্ভূতানি মুখানি? তস্য ভগবতো বিচ্ছেদে যন্মহাদুঃখং তস্যাশঙ্কয়া ম্লাপিতানি ম্লানীকৃতানি, অতএবাধোঽবনতানি ক্ষরদস্রাণি চ ; সংজ্ঞয়ৈবাযাচতেত্যত্র হেতুঃ—ব্যগ্রঃ সন্নিতি। তাদৃশোদ্ধবোক্তিশ্রবণাৎ পরমবৈয়গ্র্যেণ বাচা যাচিতুমশক্তঃ কেবলং সংজ্ঞয়ৈবাযাচতেত্যর্থঃ। তর্হি কথং সদ্য এব ব্রজে ন গতস্তত্রাহ—মৃদুলঃ পরমকোমল আশয়শ্চিত্তং যস্যেতি পরদুঃখা সহিষ্ণুতয়া সাক্ষাদ্‌বর্তমানাঃ পরমদীনা দেবক্যাদ্যাঃ সদ্যস্ত্যক্তুমশক্তঃ ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৩-৯৪। অতঃপর শ্রীগোপ-গোপীজনৈকপ্রিয় শ্রীভগবান কি বলিলেন? তাহাই 'তদ্বিচ্ছেদ' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিষয়ক স্নেহপ্লুত শ্রীদেবকী প্রভৃতির মুখ মলিন দেখিয়া ব্যগ্রভাবে সঙ্কেতে (লিখন মুদ্রার অনুকরণে) মস্যাধার (কালি-কলমাদি) ও পত্রাদি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীদেবকী প্রভৃতির মুখ কিরূপ মলিন? শ্রীভগবানের বিচ্ছেদজনিত যে মহাদুঃখ, সেই

দুঃখাশঙ্কায় মুখ মলিন ও নয়ন হইতে অবিরল অশ্রু বিগলিত হইতেছিল। সঙ্কেতের মস্যাধার প্রার্থনার হেতু—ব্যগ্রভাব। অর্থাৎ শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবের এই সকল কথা শুনিয়া পরম ব্যগ্রভাব-হেতু বাক্যে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না, কেবল সঙ্কেতে প্রার্থনা করিলেন। আচ্ছা, তাহা হইলে তিনি সদ্যই ব্রজে গমন করিলেন না কেন? কোমল হৃদয় বলিয়া অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ পরদুঃখ সহ্য করিতে পারেন না, তাই সাক্ষাৎ বর্তমান পরমদীনা শ্রীদেবকী ও শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতিকে সদ্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না।

৯৫। প্রস্তুতার্থং সমাধায়াত্রত্যানাশ্বাস্য বান্ধবান্।
এষোঽহমাগতপ্রায় ইতি জানীত মৎপ্রিয়াঃ॥

৯৬। এবমাশ্বাসনং প্রেমপত্রং প্রেষয়িতু ব্রজে।
স্বহস্তেনৈব লিখিতং তচ্চ গাঢ়প্রতীয়তে॥

মূলানুবাদ

৯৫-৯৬। ব্রজবাসিগণের গাঢ় প্রতীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তেই লিখিলেন—"প্রিয় ব্রজবাসিগণ! আমি আরব্ধ কার্য সমাধানপূর্বক অত্রস্থ বান্ধবগণকে আশ্বস্ত করিয়াই এই আমি ব্রজে আগতপ্রায় জানিও।" এইপ্রকার আশ্বাসপ্রদ প্রেমপত্র ব্রজে প্রেরণের নিমিত্ত লিখিত হইল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৫-৯৬। কিমর্থং তান্যযাচত ইত্যাহ—প্রস্তুতেতি দ্বাভ্যাম্। ব্রজে প্রেমপত্রং প্রেষয়িতুম ; তচ্চ পত্রং দৃঢ়বিশ্বাসার্থং নিজশ্রীহস্তেনৈব লিখিতম। কীদৃশম্? হে মৎপ্রিয়াঃ! ব্রজবাসিজনাঃ! এবং সম্বোধনেন প্রীতিভরং বোধয়তি। প্রস্তুতমুপস্থিতং প্রয়োজনাং সমাধায় কথঞ্চিৎ সমাধানমাত্রং কৃত্বা তেন অত্রত্যান্ শ্রীদ্বারকাবাসিনো যাদবাদীন্ আশ্বাস্য 'অহমেষ আগত ইব' ইতি জানীত প্রতীত। এবমেতৎ-প্রকারকমাশ্বাসনং যস্মিন্ তৎ ; যদ্বা, এবমুক্তপ্রকারেণাশ্বাসয়তীতি তথা তৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৫-৯৬। কিজন্য মস্যাধার প্রার্থনা করিলেন? তাহাই 'প্রস্তুতার্থং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। ব্রজে প্রেমপত্র প্রেরণের নিমিত্ত মস্যাধার প্রার্থনা করিলেন। আর পত্রখানি ব্রজবাসিদিগের দৃঢ় প্রতীতির জন্য শ্রীকৃষ্ণ নিজ শ্রীহস্তেই লিখিলেন! পত্রে কি লিখিলেন? "হে আমার প্রিয় ব্রজবাসিগণ! (এই প্রকার সম্বোধন দ্বারা তাঁহাদের প্রতি প্রীতিভরতা সূচিত হইল) আমি প্রস্তুত (উপস্থিত) বিষয় কথঞ্চিৎ সমাধান করিয়া অত্রস্থ (শ্রীদ্বারকাবাসী) যাদবগণকে আশ্বস্ত করিয়া 'এই আমি ব্রজে আসিলাম জানিও।' এই প্রকার আশ্বাসপ্রদ প্রেমপত্র লিখিত হইল। অথবা এই প্রকার আশ্বাসন যাহাতে হয়, সেইপ্রকার প্রেমপত্র লিখিত হইল।

৯৭। তস্যেহিতমভিপ্রেত্য প্রাপ্তোঽত্যন্তার্তিমুদ্ধবঃ।
ব্রজবাসিমনোঽভিজ্ঞোঽব্রবীৎ সশপথং রুদন্॥

মূলানুবাদ

৯৭। পত্র প্রেরণই শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীউদ্ধব অত্যন্ত দুঃখের সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। কারণ, তিনি ব্রজবাসিগণের মনোভাব জানেন, তাই শপথপূর্বক বলিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৭। তস্য ভগবত ঈহিতং পত্রপ্রস্থাপনমাত্রম্ অভিপ্রায়েণ জ্ঞাত্বা অত্যন্তামার্তিং প্রাপ্তঃ সন্, অতএব রুদন্ শপথৈঃ সহিতং যথা স্যাত্তথাব্রবীৎ। তাদৃশোক্তৌ হেতুঃ—ব্রজবাসিনাং মনোঽভিতো জানাতীতি তথা সঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৭। শ্রীভগবানের অভীপ্সিত পত্র লিখিত হইল এবং ঐ পত্র প্রেরণই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া শ্রীউদ্ধব অত্যন্ত আর্তির সহিত রোদন করিতে করিতে শপথ সহকারে বলিলেন। তাদৃশ শপথের হেতু এই যে, তিনি ব্রজবাসিদিগের অন্তরের অভিপ্রায় জ্ঞাত ছিলেন।

শ্রীমদুদ্ধব উবাচ—

৯৮। **প্রভো সুনির্ণীতমিদং প্রতীহি, ত্বদীয়পাদাব্জযুগস্য তত্র।**
শুভপ্রয়াণং ন বিনাস্য জীবেদ্ ব্রজঃ কথঞ্চিন্ন চ কিঞ্চিদিচ্ছেৎ॥

মূলানুবাদ

৯৮। শ্রীমদ্ উদ্ধব বলিলেন, হে প্রভো! আমি নিশ্চয় করিয়াছি, আপনার পাদপদ্ম যুগলের শুভপ্রয়াণ ব্যতিরেকে কোনরূপেই ব্রজবাসিগণের জীবন রক্ষা হইবে না। ব্রজবাসীরা আর কিছুই ইচ্ছা করেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৮। অস্য পরমমধুরমনোহরস্য ত্বৎ পাদাব্জযুগলস্য তত্র ব্রজে শুভং মঙ্গলরূপং প্রয়াণং বিনা কথঞ্চিদন্যেন কেনাপি প্রকারেণ প্রেমপত্রাদিনা ব্রজঃ ব্রজবাসিজনো ন জীবেৎ, ন চ কিঞ্চিৎ প্রেমসন্দেশপত্রাদিকমপীচ্ছেৎ। ইদং ময়া সুনির্ণীতং ত্বং প্রতীহি। অস্যেত্যনেন অন্তর্য্যামীরূপতান্যরূপতাপি সর্বা নিরাকৃতা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৮। হে প্রভো! ব্রজে আপনার পরমমধুর ও মনোহর পাদপদ্ম-যুগলের শুভাগমন বিনা কোন প্রকারেই ব্রজবাসিদিগের জীবন রক্ষা হইবে না। তাঁহারা আপনার প্রেমসন্দেশপত্রাদি অপর কিছুই অভিলাষ করেন না। ইহা আমি নিশ্চয় করিয়াছি, আপনিও প্রত্যয় করুন। এতদ্দ্বারা অন্তর্যামিরূপত্ব ও অন্য রূপত্বাদি নিরাকৃত হইল।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৯৯। কুমতিঃ কংসমাতাহ সহাসং ধুন্বতী শিরঃ।
হুঁ হুঁ দেবকি নির্বুদ্ধে বুদ্ধং বুদ্ধং ময়াঽধুনা॥

১০০। চিরং গোরসদানেন যন্ত্রিতস্যোদ্ধবস্য তে।
সাহায্যাত্ত্বৎসুতং গোপা নায়য়িত্বা পুনর্বনে॥

১০১। ভীষণে দুর্গমে দুষ্টসত্ত্বজুষ্টে সকণ্টকে।
সংরক্ষয়িতুমিচ্ছন্তি ধূর্ত্তাঃ পশুগণান্নিজান্॥

মূলানুবাদ

৯৯। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, ইত্যবসরে কুমতি কংসমাতা পদ্মাবতী হাস্য সহকারে শিরঃকম্পন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "অরে নির্বুদ্ধে দেবকি! হুঁ হুঁ, আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি।

১০০-১০১। এই উদ্ধব বহুদিন ব্রজে বাস করিয়াছিল, ধূর্ত ব্রজবাসীরা গো-রস দানে তাহাকে বশীভূত করিয়াছে। এখন তাহারা এই উদ্ধবের সাহায্যে তোমার পুত্রকে পুনশ্চ ব্রজে লইয়া গিয়া ভীষণ দুর্গম ও হিংস্র জন্তুসঙ্কুল কণ্টকবনে আপনাদের পশুসকল রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৯। হাসশ্চোদ্ধববাক্যস্য লাঘবার্থঃ ; তেন সহিতং যথা স্যাৎ। হুং হুমিতি নিজজ্ঞানগাম্ভীর্যস্য পরমদুঃখস্য বা বোধনার্থম্। হে নির্বুদ্ধে! বিচারহীনে বীপ্সাবোধদার্ঢ্যসূচনে॥

১০০-১০১। কিং তদাহ—চিরমিতি দ্বাভ্যাম্। তে শ্রীনন্দাদ্যা গোপা উদ্ধবস্য সাহায্যেন ত্বৎসুতং শ্রীকৃষ্ণং পুনর্বনে নায়য়িত্বা নিজান্ পশুগণান্ সংরক্ষয়িতুমিচ্ছন্তীতি দয়োরন্বয়ঃ। চিরমিতি 'উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন শুচাঃ।" (শ্রীভা ১০।৮৭।৫৪) ইতি দশমস্কন্ধোক্তের্বহুকালং গোকুলে নিবাসাৎ। গোরসস্তক্রাদিস্তস্য দানেন যন্ত্রিতস্য বশীকৃতস্য ; নন্বিমমেব কিং নায়য়ন্তি, স্বয়ং কথং ন রক্ষন্তি? ব্যাঘ্রাদিশঙ্কয়েত্যাহ—ভীষণ ইতি। দুষ্টসত্ত্বৈর্ব্যাঘ্র-সিংহাদিভিঃ সেবিতে, যতো ধূর্তাঃ তাদৃশবনে পরপুত্রেণৈব নিজপশুগণসংরক্ষণকামাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৯। শ্রীউদ্ধবের বাক্য লাঘব করিবার জন্য কংসজননী পদ্মা হাস্যসহকারে মাথা কাঁপাইতে কাঁপাইতে বলিতে লাগিলেন, হুঁ হুঁ, আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি। (নিজের জ্ঞানগাম্ভীর্য বা পরমদুঃখ বোধনার্থ) অরে নির্বুদ্ধে! বিচারহীনে দেবকি! ('বুদ্ধং বুদ্ধং' দার্ঢ্য সূচনের নিমিত্ত)।

১০০-১০১। তিনি কি বুঝিয়াছেন? তাহাই 'চিরং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। সেই নন্দাদি গোপগণ এই উদ্ধবের সাহায্যে তোমার পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে পুনশ্চ বনমধ্যে লইয়া গিয়া তাহার দ্বারা আপনাদের পশুসকল সংরক্ষণের অভিলাষ করিয়াছে। "উদ্ধব কয়েকমাস গোকুলে বাস করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা গান করিয়া গোকুলবাসিগণকে আনন্দিত করিলেন। ইত্যাদি দশমস্কন্ধের উক্তি হইতে শ্রীউদ্ধবের বহুদিন ব্রজবাসের কথা জানা যায়। অতএব ব্রজবাসিরা তক্রাদি গোরস দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছে। তাহারা সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু পরিব্যাপ্ত ভীষণ বনে নিজেরা ভয়ে পশুরক্ষা না করিয়া সেই দুর্গম বনে পরের পুত্রের দ্বারা নিজ পশুপালকে রক্ষার বাসনা করিয়াছে। যেহেতু, তাহারা অতি ধূর্ত।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১০২। তচ্ছ্রুত্বা কুৎসিতং বাক্যমশক্তা সোঢুমঞ্জসা।
যশোদায়াঃ প্রিয়সকী রামমাতাহ কোপিতা॥

মূলানুবাদ

১০২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, কংসজননীর ঐ প্রকার কুৎসিত বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীযশোদার প্রিয় সখী শ্রীরামজননী শ্রীরোহিণীদেবী কোপিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১০২। কুৎসিতমিতি তাদৃশপ্রেমভরেঽপি তথোক্তেঃ। অতঃ কোপিতা তদ্বাক্যেন তয়ৈব বা কোপং কারিতা সতী॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০২। পদ্মাবতীর ঐ সকল উক্তি কুৎসিত। কারণ, তাদৃশ প্রেমভরেও ঐ প্রকার উক্তি ; কিন্তু উহা সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীরোহিণীদেবী কুপিত হইলেন বা তৎপ্রতি কোপ সহকারে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীরোহিণ্যুবাচ—

১০৩। আঃ কংসমাতঃ কিময়ং গোরক্ষায়াং নিযুজ্যতে।
ক্ষণমাত্রঞ্চ তত্রত্যৈরদৃষ্টেঽস্মিন্ ন জীব্যতে॥

মূলানুবাদ

১০৩। শ্রীরোহিণীদেবী বলিলেন, আঃ কংসজননি! ব্রজবাসীরা কি শ্রীকৃষ্ণকে গোরক্ষায় নিয়োজিত করেন? তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণকাল না দেখিলে জীবন ধারণ করিতে পারেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৩। আ ইতি সক্রোধসম্বোধনে, কংসমাতরিতি দুষ্টবুদ্ধিযোগ্যত্বমুক্তম্, অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ তত্রত্যৈর্ব্রজজনৈঃ কিং নিযুজ্যতে? অপি তু নৈব। কুতঃ ক্ষণমাত্রমপি অস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে অদৃষ্টে সতি জীব্যতে জীবিতুং ন শক্যত ইত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৩। আঃ! (সক্রোধ সম্বোধনে) কংসজননি! (কংসজননি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, কংস যেমন দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহার জননী তুমি তেমনি দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্না) সেই ব্রজবাসিগণ কি শ্রীকৃষ্ণকে গোরক্ষণে নিযুক্ত করিতে পারেন? কখনও নহে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণকে ক্ষণমাত্র না দেখিলে তাঁহাদের জীবন থাকে না।

১০৪। বৃক্ষাদিভিস্ত্বন্তরিতে কদাচিদস্মিন্ সতি স্যাৎ সহচারিণাং ভৃশম্।
শ্রীকৃষ্ণকৃষ্ণেতি মহাপ্লুতস্বরৈরাহ্বানভঙ্গ্যাকুলতা সরোদনা॥
১০৫। ব্রজস্থিতানাস্ত্বহরেব কালরাত্রির্ভবেদেকলবো যুগঞ্চ।
রবিং রজোবর্ত্ম চ পশ্যতাং মুহুর্দশা চ কাচিন্মুরলীঞ্চ শৃণ্বতাম্॥

মূলানুবাদ

১০৪-১০৫। হে সতি! শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও বৃক্ষের ব্যবধানের জন্য সহচরগণের চক্ষুর অন্তরালে গমন করেন, তখন তাঁহারা "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, তুমি কোথায়, শীঘ্র দেখা দাও" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান ভঙ্গীতে ব্যাকুলতার সহিত রোদন করেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে একটিমাত্র দিনও ব্রজস্থিতজনের পক্ষে প্রলয়রাত্রির সদৃশ এবং একলব-পরিমিত কালও যাঁহাদিগের পক্ষে চতুর্যুগের তুল্য বোধ হয়। আবার যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আগমন কাল জানিবার জন্য প্রতি মুহূর্তে সূর্য, গোধূলি ও তাঁহার আগমন পথের দিকে তাকাইয়া থাকেন ও দিবাবসানে মুরলীরব শুনিয়া প্রেমে উন্মাদদশা প্রাপ্ত হন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৪-১০৫। তদেব প্রপঞ্চয়তি—বৃক্ষেতি দ্বাভ্যাম্। হে সতীতি বিপরীতলক্ষণয়া ক্রোধেন সম্বোধনম্, দ্রুমিলদৈত্যেন সতীত্বভঞ্জনাৎ। কদাচিৎ শ্রীবৃন্দাবনাদিশোভাদর্শনাবসরে বৃক্ষাদিভিরস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণেঽন্তরিতে আচ্ছাদিতে সতি সহচারিণাং শ্রীদামাদিগোপানাং রোদনসহিতা ব্যাকুলতা স্যাৎ। কথং? শ্রীকৃষ্ণেত্যেবং যে মহান্তঃ প্লুতেন উচ্চৈরুচ্চারণেন স্বরাস্তৈর্যা অজ্ঞানস্য ভঙ্গী মুদ্রাবিশেষপরম্পরা তয়া ; ব্রজে স্থিতানাং জনানং শ্রীরাধিকাদীনাস্তু দিনমপি কালরাত্রিঃ প্রলয়কালীনা রাত্রিঃ। একলবমাত্রঃ কালো যুগং চতুর্যুগং ভবেদিতি স্বল্পস্যাপি বাহুল্যমুক্তম্ ; পূর্বঞ্চ সুখহেতোরপি দুঃখহেতুত্বমিতি বিশেষঃ। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৩১।১৫) গোপিকাগীতে—'অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্' ইতি। ততশ্চ রবিং কৃষ্ণাগমকালজ্ঞানার্থং পশ্যতাং মুহুর্বহির্ভূয় নিরীক্ষমাণানাম্, রজঃ গোধূলিং কৃষ্ণাগমনলক্ষণম্, তথা তস্য বর্ত্ম চ পশ্যতাম্ ; অথ বিকালে কৃষ্ণস্য মুরলীং তন্নাদং শৃণ্বতাং চ তেষাং কাচিদ্দশাবস্থা মহাপ্রেমসম্পত্ত্যোন্মত্ততাদিময়ী ভবেৎ। এবময়ং বনে গত্বা গা রক্ষত্বিতীদৃশীচ্ছাপি তত্রত্যেষু কস্যাচিদপি ন ঘটত ইতি ভাবঃ ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৪-১০৫। তাহাই 'বৃক্ষ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। হে সতি! (ক্রোধপূর্ণ উপহাসব্যঞ্জক সম্বোধন এবং বিপরীত লক্ষণায় অসতী ; যেহেতু, দ্রুমিল দৈত্য-কর্ত্তৃক তোমার সতীত্ব ভঞ্জন হইয়াছে) শ্রীকৃষ্ণ যদি কখনও শ্রীবৃন্দাবনাদির শোভাদর্শনাবসরে বৃক্ষাদি কর্ত্তৃক আচ্ছাদিত হয়েন বা চক্ষুর অন্তরালে গমন করেন, তাঁহার সখা শ্রীদামাদি গোপসকল রোদন করিতে করিতে "হে কৃষ্ণ, হে কৃষ্ণ, তুমি কোথায়, সত্বর আইস," এই বলিয়া ব্যাকুলতার সহিত অজ্ঞানভঙ্গী সহকারে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে থাকেন। আবার শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে ব্রজস্থিতা শ্রীরাধিকাদি ব্রজাঙ্গনাসকলের পক্ষে একটিমাত্র দিনও প্রলয়রাত্রির সদৃশ ও একটিমাত্র ক্ষণ তাঁহাদিগের পক্ষে চতুর্যুগের তুল্য বোধ হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে স্বল্পকালও বহুল বোধ হয় এবং পূর্বে যাহা মিলনে সুখের হেতু ছিল, বিরহে তাহাই দুঃখের হেতু হয়। অতএব ক্ষণকালের জন্যও শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে দুঃখ জন্মে, আবার তাঁহাকে দেখিতে পাইলে অসীম সুখ জন্মে ; এইজন্য গোপীসকল সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনের নিমিত্ত পথের পানে চাহিয়া থাকেন। যথা, দশমস্কন্ধে গোপীকাগীতে—"যখন তুমি দিবাভাগে বনের দিকে গমন কর, তখন তোমাকে না দেখিতে পাইয়া ব্রজজনের বা গোপীজনের ত্রুটিমাত্র সময়ও দীর্ঘযুগের ন্যায় বোধ হয়। আবার দিনান্তে যখন মহা ঔৎসুক্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণমুখ দর্শন করেন, তখন চক্ষুর পলক পড়ে বলিয়া উহার নির্মাণকর্তা বিধাতাকেও অনভিজ্ঞ বলিয়া ধিক্কার দেন।" আবার শ্রীকৃষ্ণের বন হইতে আগমনের সময় জানিবার জন্য মুহুর্মুহু সূর্য, গোধূলি ও পথের পানে চাহিয়া থাকেন। এখানে 'গোধূলি' বলিতে গাভীসকলের ক্ষুরোত্থিত রজঃ, ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের আগমন-লক্ষণ সূচিত হইয়া থাকে। আবার বিকালে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর শব্দ শুনিয়া কোন এক মহাপ্রেমসম্পদের সার-উন্মাদদশা প্রাপ্ত হন। এতাদৃশ গোপীসকল কি কখনও শ্রীকৃষ্ণকে গোরক্ষণে নিয়োজিত করিতে অভিলাষ করেন? ইহা কি কখনও সম্ভব হয়? অর্থাৎ তাদৃশী ইচ্ছা কদাচ সংঘটিত হইতে পারে না।

১০৬। অয়ং হি তত্তদ্বিপিনেষু কৌতুকাদ্বিহর্তুকামঃ পশুসংঘসঙ্গতঃ।
বয়স্যবর্গৈঃ সহ সর্বতোঽটিতুং, প্রযাতি নিত্যং স্বয়মগ্রজান্বিতঃ॥
১০৭। যত্রাতিমত্তাম্বুবিহঙ্গমালাকুলীকৃতাল্যাবলীবিভ্রমেণ।
বিচালিতানাং কমলোৎপলানাং, সরাংসি গন্ধৈর্বিলসজ্জলানি॥

মূলানুবাদ

১০৬। প্রকৃতপ্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই কৌতুকবশতঃ পরম রমণীয় বৃন্দাবনের সর্বত্র ভ্রমণ ও বিহারের জন্য গোচারণছলে বয়স্যবর্গ ও অগ্রজ শ্রীবলরামের সহিত নিত্য বনে গমন করিয়া থাকেন।

১০৭। সেই শ্রীবৃন্দাবনে বহু বহু সরোবর এবং সেই সকল সরোবরে সতত মদমত্ত জলচর বিহঙ্গসকল বিহার করিয়া থাকে। তাহাদের বিহার হেতু বিচলিত জলজ কমল, উৎপলাদি কুসুমসকলের পরিমলে জলরাশি সৌরভান্বিত হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৬। ননু তর্হি কথময়ং গাস্তত্রারক্ষাত্তত্রাহ—অয়মিতি পঞ্চভিঃ। অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ তেষু তেষু পরমানির্বচনীয়েষু বিপিনেষু শ্রীবৃন্দাবনাদিষু বিহর্তুকামঃ ; অতএব পশুসংঘসঙ্গতগবাদিচারণেন দূরে পরিতঃ প্রসর্পনাৎ, সর্বত্র অটিতুং ভ্রমিতুং বয়স্যবর্গৈঃ সহ স্বয়মেব নিত্যং প্রযাতি। কৌতুকাৎ পরমোৎসুকতয়া, পরমাদ্ভুতদর্শনতো বিস্ময়েন বা অগ্রজেন শ্রীবলরামেণ অন্বিতঃ॥

১০৭। তদ্ধেতুত্বেন বিপিনান্যেব বর্ণয়তি—যত্রেতি চতুর্ভিঃ। যেষু বিপিনেষু সরাংসি সন্তি ; কথম্ভূতানি ? কমলানামুৎপলানাঞ্চ গন্ধৈর্বিলসন্তি জলানি যেষাম্। কথম্ভূতানাম্? অত্যন্তমত্তানামম্বুবিহঙ্গানাং সারস-চক্রবাকাদিজলপক্ষিণাং মালাভিঃ পঙ্‌ক্তিভিরাকুলীকৃতানামলীনামাবল্যাঃ শ্রেণ্যা বিভ্রমেণ ক্রীড়য়া বিচালিতানাম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৬। আচ্ছা, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ বনে গাভী রক্ষা করেন কেন? তাহাই 'অয়ম্' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন। এই শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই পরমানির্বচনীয় শ্রীবৃন্দাবিপিনে বিহারের অভিলাষেই গমন করেন। অতএব গবাদি পশুকুলচারণের ছলে বনভূমিসমূহে সর্বত্র ভ্রমণের জন্য বয়স্যবর্গ এবং অগ্রজ শ্রীবলরামের সহিত

ইনি স্বয়ংই ইচ্ছা করিয়া নিত্য বনে গমন করেন এবং পরম রমণীয় বনভূমিসমূহের পরমাদ্ভুত শোভা দর্শন করেন।

১০৭। সেই হেতুত্বে শ্রীবৃন্দাবনের শোভা বর্ণন করিতেছেন। সেই শ্রীবৃন্দাবনে শত শত সরোবর আছে। তাহা কিরূপ? সেই সকল সরোবরের জলরাশি কমল-উৎপলাদি-শোভিত এবং ঐ সকল পুষ্পের সৌরভে আমোদিত। কিরূপে? অত্যন্ত মদমত্ত সারস ও চক্রবাকাদি জলচর পক্ষী সকলের বিহারে এবং চঞ্চল অলিশ্রেণীর ক্রীড়াবশতঃ বিচলিত—জলজ কুসুমের পরিমলে সৌরভান্বিত।

১০৮। তথা মহাশ্চর্যবিচিত্রতাময়ী, কলিন্দজা সা ব্রজভূমিসঙ্গিনী।
তথাবিধা বিন্ধ্যনগাদিসম্ভবাঃ, পরাশ্চ নদ্যো বিলসন্তি যত্র চ॥

মূলানুবাদ

১০৮। ঐ শ্রীবৃন্দাবনের সঙ্গিনী যমুনাও চিত্তচমৎকারিণী অদ্ভুত শোভাশালিনী। আবার বিন্ধ্য পর্বতাদিসম্ভূত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকলও ঐ শ্রীবৃন্দাবনের শোভা-সম্পাদন করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৮। তথেত্যুক্তসমুচ্চয়ে, তাদৃশীতি বা। বর্ণিতসরঃসদৃশী কলিন্দজা শ্রীযমুনা যত্র বিপিনেষু বর্ত্ততে, বিলসতীতি বা। বক্ষ্যমাণস্য বিলসন্তীত্যস্য বচনবিপরিণামাৎ। মহাশ্চর্যাণাং পুলিনতটাদিবিষয়কানাং চিত্তচমৎকার-হেতুনাং বিচিত্রতা। বিবিধত্বং তন্ময়ী ; সা অনির্বচনীয়-পরমশোভাবতী, যতঃ ব্রজভূমেস্তস্যাঃ সঙ্গিনী সম্বন্ধবতী। যেষু চ বিপিনেষু পরাশ্চ মানসগঙ্গাদ্যা নদ্যো বিলসন্তি শোভন্তে ক্রীড়ন্তি বা। কীদৃশ্যঃ? তথাবিধাঃ কলিন্দজাসদৃশ্য এব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৮। বর্ণিত-সরোবর সদৃশ কলিন্দনন্দিনী শ্রীযমুনাও ঐ ব্রজবিপিনে বিলাস করিতেছেন। আবার সেই যমুনার পুলিনাদি চিত্ত চমৎকারিণী বিচিত্রতাযুক্ত এবং অনির্বচনীয় পরমশোভাবতী। যেহেতু, ঐ যমুনা ব্রজভূমির সঙ্গিনী হইয়াছেন। আর ঐ বৃন্দাবনের শোভাসম্পাদন জন্য অপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানসগঙ্গাদি নদী সকলও শোভা পাইতেছেন। অর্থাৎ তাঁহারাও যমুনার ন্যায় শোভাশালিনী।

১০৯। তত্তত্তটং কোমলবালুকাচিতং, রম্যং সদা নূতনশাদ্বলাবৃতম্।
স্বাভাবিকদ্বেষবিসর্জ্জনোল্লসন্মনোজ্ঞনানামৃগপক্ষিসঙ্কুলম্॥

মূলানুবাদ

১০৯। ঐ ঐ নদীর তটভূমিও কোমল বালুকা দ্বারা ব্যাপ্ত এবং সদা নবীন তৃণরাজি মণ্ডিত। স্বাভাবিক দ্বেষ বিসর্জন-হেতু সদা উল্লসিত মনোজ্ঞ নানাবিধ মৃগ ও পক্ষীসমূহে পরিপূর্ণ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৯। যত্র চ তত্তৎপরমানির্বচনীয়ং তটং সরসাং যমুনাদিনদীনাং চ তীরভূমির্বর্ততে ; যদ্বা, তেষাং সরসাং তাসাঞ্চ কলিন্দজাদীনাং তটং রম্যং ভবতি। কোমলাভির্বালুকাভিরাচিতমিতি দুর্গমত্বং পরিহৃতম্। রম্যমিতি ভয়ানকত্বং, সদেত্যস্য যথেষ্টং সর্বত্রাপ্যনুষঙ্গঃ। নূতনৈঃ শাদ্বলৈঃ হরিততৃণৈরাবৃতমিতি গবাং পালনদুঃখম্, স্বাভাবিকঃ সহজো যো দ্বেষঃ অহিনকুলমৃগব্যাঘ্রাদীনাং বৈরং তস্য বিসর্জ্জনেন ত্যাগেন উল্লসন্তঃ উচ্চৈরধিকং শোভমানাঃ ; যদ্বা, অন্যোহন্যং ক্রীড়ন্তো মনোজ্ঞা নানাবিধা মৃগা পক্ষিণশ্চ তৈঃ সংকুলং ব্যাপ্তিমিতি। দুষ্টসত্ত্বজুষ্টত্বং চ পরিহৃতম্ ; এতৈর্বিহারসুখকৌতুকহেতুত্বঞ্চ দর্শিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৯। শ্রীবৃন্দাবনে সেই সেই সরোবর ও যমুনাদি এবং পরমানির্বচনীয় তত্তৎ তটভূমি বিদ্যমান। অথবা সেই সকল সরোবর ও শ্রীকালিন্দীর পরমরমণীয় তট কোমল বালুকা দ্বারা ব্যাপ্ত। এতদ্দ্বারা তটভূমির দুর্গমত্ব এবং রমণীয়া-পদে ভয়ানকত্ব পরিহৃত হইল। আর 'সদা' শব্দ যথেচ্ছা অর্থাৎ প্রয়োজন মত ব্যবহার হইবে। অতএব উক্ত তটভূমি সদা নবীন তৃণরাজির দ্বারা সমাবৃত, এই বাক্যে গবাদি পালন নিমিত্ত দুঃখাভাব সূচিত হইল। স্বাভাবিক বিদ্বেষযুক্ত অহি-নকুল, মৃগ-ব্যাঘ্রাদি নিজ নিজ স্বভাবগত দ্বেষ-বিসর্জন-হেতু উল্লসিত বলিয়া অধিকরূপে শোভমান। অর্থাৎ বৈরভাবত্যাগ-হেতু স্বচ্ছন্দে বিচরণ করাতে সেই সকল তটপ্রদেশ অতিশয় শোভমান এবং মনোজ্ঞ নানাবিধ মৃগ ও বিহগকুলে সমাকীর্ণ। এতদ্দ্বারা 'দুষ্টসত্ত্ব-সেবিত' বাক্যাদিও পরিহৃত হইল। আর এই সকল তটপ্রদেশ শ্রীকৃষ্ণের বিহার-সুখ-কৌতুকের হেতুরূপেও প্রদর্শিত হইল।

১১০। দিব্যপুষ্প-ফল-পল্লবাবলী,
ভারনম্রিতলতা-তরু-গুল্মৈঃ।
ভূষিতং মদকলাপি-কোকিল-
শ্রেণিনাদিতমজস্তুতিপাত্রম্ ॥

মূলানুবাদ

১১০। দিব্য পুষ্প-ফল-পল্লবদলের ভারে অবনত তরু-লতা-গুল্মরাজি দ্বারা বিভূষিত। মদমত্ত ময়ূর ও কোকিলকুলের কলরবে মুখরিত। ঐ শ্রীবৃন্দাবন পরমরমণীয় বলিয়া ব্রহ্মাদি দেববৃন্দেরও স্তুতিভাজন হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১০। কিঞ্চ দিব্যানাং পরমাদ্ভুতানাং পুষ্পফলপল্লবানামাবল্যাঃ শ্রেণ্যা ভারেণ নমিতানি নম্রীকৃতানি যানি লতাতরুগুল্মানি তৈর্ভূষিতং তটম্, মদযুক্তানাং কলাপিনাং ময়ূরাণাং কোকিলানাঞ্চ শ্রেণিভির্নাদিতম্, এবম্ অজস্য ব্রহ্মণোঽপি স্তুতেঃ পাত্রং বিষয়ঃ। যথোক্তং ব্রহ্মণৈব দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০। ১৪। ৩৪)—'তদ্‌ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাম্' ইত্যাদি ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১০। আরও বলিতেছেন, সেই তটপ্রদেশ পরমাদ্ভুত পুষ্প-ফল-পল্লব-সমূহের ভারে অবনত এবং তরু-লতা-গুল্মরাজি দ্বারা শোভিত। মদযুক্ত ময়ূর ও কোকিল শ্রেণীর কলনিনাদে মুখরিত। তাই এই তটভূমি ব্রহ্মাদি দেববৃন্দেরও স্তুতির বিষয় হইয়াছে। শ্রীব্রহ্মা স্বয়ংই বলিয়াছেন, এই বৃন্দাবনের (তরু-গুল্ম-লতাদিরূপেও) যে জন্ম, তাহাই ভূরিভাগ্য।

১১১। বৃন্দারণ্যে ব্রজভুবি গবাং তত্র গোবর্ধনে বা
নাস্তে হিংসাহরণরহিতে রক্ষকস্যাপ্যপেক্ষা।
গাবো গত্বোষসি বিপিনতস্তা মহিষ্যাদিযুক্তাঃ,
স্বৈরং ভুক্ত্বা সজলযবসং সায়মায়ান্তি বাসম্॥

মূলানুবাদ

১১১। ব্রজভূমির বৃন্দাবনে বা গোবর্ধনে হিংসা নাই, পশুহরণাদির আশঙ্কা নাই, সুতরাং ঐ সকল স্থানে গবাদি পশুগণের রক্ষকের প্রয়োজন হয় না ; গো-মহিষাদি পশুসকল আপনারাই প্রভাতে বনে গমন করিয়া থাকে, এবং স্বচ্ছন্দে তৃণজলাদি ভক্ষণ করিয়া সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১১। তথাপি গবাং রক্ষণেন দুঃখং দুষ্পরিহরমেব, তত্রাহ—বৃন্দেতি। ব্রহ্মাভুবি নন্দীশ্বরাদৌ ; যদ্বা, ব্রজভুব এক বিশেষণং বৃন্দারণ্য ইতি গোবর্ধন ইতি চ। তত্র তস্যাম্, গবাং রক্ষকস্যাপ্যপেক্ষা নাস্তে। কুতঃ? হিংস্রব্যাঘ্রাদিভিঃ হরণঞ্চ চৌরাদিভিঃ তাভ্যাং রহিতে। কথং তর্হি বুদ্ধিহীনাঃ পশবো জীবন্তু নাম? তত্রাহ—গাব ইতি। তাঃ শ্রীনন্দব্রজসম্বন্ধিন্যঃ অনির্বচনীয়মাহাত্ম্যা বা গাবঃ উষসি প্রাতর্বনে গত্বা তত্র স্বৈরং স্বাচ্ছন্দ্যেন সজলং সরসমিত্যর্থঃ। যদ্বা, জলসহিতং যবসং ঘাসং ভুক্ত্বা সন্ধ্যায়াং বনাদ্‌বাসং ব্রজমায়ান্তি। আদিশব্দেন অজাঃ ; তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০। ১৯। ২) 'অজা গাবো মহিষ্যশ্চ নির্বিশন্ত্যো বনাদ্‌বনম্' ইতি। ততো গোরক্ষণদুঃখং তত্র নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১১। তথাপি গবাদি পশুরক্ষণে দুঃখ দুষ্পরিহার্য। তাহাতেই বলিতেছেন, নন্দীশ্বরাদি ব্রজভূমিতে, অথবা ব্রজভূমির বৃন্দাবনে ও গোবর্ধনে গবাদি পশুকুলের রক্ষকের প্রয়োজন নাই। কিজন্য? ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুগণ হইতে গবাদি হিংসার আশঙ্কা বা চৌর্যাদি কর্তৃক গোধন অপহরণের ভয় নাই। আচ্ছা, তাহা হইলে সেখানে বুদ্ধিহীন গবাদি পশুসকল জীবিত থাকে কিরূপে? তাই বলিতেছেন, শ্রীনন্দব্রজ-সম্বন্ধীয় মাহাত্ম্য অনির্বচনীয়। কিংবা গো-মহিষাদি পশুসকল আপনারাই প্রভাতে বনে গমন করিয়া যথেষ্ট তৃণ-জলাদি ভক্ষণ করে এবং সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। আদি-শব্দে অজাদিও গ্রহণীয়। যথা দশমস্কন্ধে—অজা, গাভী ও মহিষগণ এক বন হইতে অন্য বনে গমন করিয়া যথেচ্ছা তৃণ জল ভক্ষণ করিতেছিল। অতএব ঐ বৃন্দাবনে গোরক্ষণ দুঃখ নাই।

বৃদ্ধোবাচ—

১১২। অরে বালেঽতিবাচালে তৎ কথং তে গবাদয়ঃ।
অধুনা রক্ষকাভাবান্নষ্টা ইতি নিশম্যতে॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১১৩। শ্রীমদ্‌গোপালদেবস্তচ্ছ্রুত্বা সম্ভ্রান্তিযন্ত্রিতঃ।
জাতান্তস্তাপতঃ শুষ্যন্মুখাব্জঃ শঙ্কয়াকুলঃ॥

১১৪। প্রথমাপরকালীনব্রজবৃত্তান্তবেদিনঃ।
মুখমালোকয়ামাস বলদেবস্য সাশ্রুকম্॥

মূলানুবাদ

১১২। বৃদ্ধা কংসমাতা বলিলেন, ওরে অতিবাচালে! তুমি বালিকাসুলভ কথা বলিতেছ, যদি তাহাই হইত, তবে কেন শুনা যাইতেছে, এখন রক্ষকের অভাবে সেই সকল গবাদি পশু নষ্টপ্রায় হইয়াছে?

১১৩-১১৪। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, বৃদ্ধার কথা শুনিয়া শ্রীমদ্‌গোপালদেব সম্ভ্রমভরে অতিশয় শঙ্কাকুল হইলেন বলিয়া তাঁহার অন্তরে অতিশয় সন্তাপ জাত হইল, মুখকমল শুষ্ক হইল এবং পূর্বাপর ব্রজবৃত্তান্তবিদ্ শ্রীবলরামের সজল মুখকমল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১২। তত্তর্হি কথং তে পশবঃ রক্ষকস্যাস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাভাবাদ বিচ্ছেদাদধুনা নষ্টাঃ? ন চৈতন্মিথ্যেত্যাহ—ইত্যেত্বৎ সর্বত্রৈব শ্রূয়তে ; অতো রক্ষকাপেক্ষা নাস্তীতি ত্বয়া যদুক্তং তদসিদ্ধম, তৎ ত্বমজ্ঞা বাচালা চ সত্যমেবাসীতি ভাবঃ॥

১১৩-১১৪। তদবৃদ্ধাবাক্যং শ্রুত্বা সংভ্রান্ত্যা সংভ্রমেণ যন্ত্রিতঃ পীড়িতঃ সন্ বলদেবস্য মুখমালোকয়ামাসেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। তত্র হেতুঃ— প্রথমঃ মধুপুর্যাগমনাৎ প্রাচীনঃ অপরশ্চ ততোঽর্বাচীনো যঃ কালস্তৎসম্বন্ধিনং ব্রজস্য বৃত্তান্তং বেদিতুং শীলমস্যেতি তথা তস্য। কথম্ভূতঃ? জাতো যোঽন্তস্তাপস্তস্মাৎ শুষ্যন্মুখাব্জং যস্য, শঙ্কয়া প্রিয়জনাপবার্তাভীত্যা ব্যাকুলঃ, সাশ্রুকং মুখং ক্রিয়াবিশেষণং বা।

টীকার তাৎপর্য্য

১১২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১১৩-১১৪। বৃন্দার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্ গোপালদেব অতিশয় সম্ভ্রমের সহিত শ্রীবলদেবের মুখকমল অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাহার হেতু এই যে, শ্রীবলদেবই পূর্বাপর ব্রজবৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন। অর্থাৎ মধুপুরী আগমনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালসম্বন্ধীয় ব্রজের বৃত্তান্ত সমুদয় জানেন। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে অতিশয় সন্তাপ জাত হওয়াতে তাঁহার মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল এবং প্রিয়জনের অপবার্তাভয়ে সংশয়াকুল হইয়া সজলনয়নে শ্রীবলদেবের মুখকমল অবলোকন করিতে লাগিলেন।

১১৫। রোহিণীনন্দনো ভ্রাতুর্ভাবং বুদ্ধা স্মরন্ ব্রজম্।
স্বধৈর্যরক্ষণাশক্তঃ প্ররুদন্নব্রবীৎ স্ফুটম্॥

মূলানুবাদ

১১৫। তখন শ্রীরোহিণীনন্দন ভ্রাতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং ব্রজভূমির স্মরণে স্বয়ং ধৈর্যধারণে অসমর্থ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে স্পষ্টবাক্যে বলিতে লাগিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১১৫। ভাবমভিপ্রায়ং বুদ্ধা, তেনৈব ব্রজং স্মরন্ সন্ স্বস্য ধৈর্যরক্ষণেঽশক্তঃ সন্ প্রকর্ষেণ সুস্বরমুচ্চৈঃ রুদন্ স্ফুটং ব্যক্তং যথা স্যাত্তথাব্রবীৎ।

টীকার তাৎপর্য্য

১১৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

শ্রীবলদেব উবাচ—

১১৬। গবাং কেব কথা কৃষ্ণ তে তেঽপি ভবতঃ প্রিয়াঃ।
মৃগা বিহঙ্গা ভাণ্ডীরকদম্বাদ্যাশ্চ পাদপাঃ॥

১১৭। লতানি কুঞ্জপুঞ্জানি শাদ্বলান্যপি জীবনম্।
ভবত্যেবার্পয়ামাসুঃ ক্ষীণাশ্চ সরিতোঽদ্রয়ঃ॥

মূলানুবাদ

১১৬-১১৭। শ্রীবলদেব বলিলেন, হে কৃষ্ণ! গো-সকলের কথা কি, তোমার প্রিয় মৃগকুল, বিহঙ্গকুল, ভাণ্ডারী-কদম্বাদি বৃক্ষসকল, লতাসকল, কুঞ্জসকল, তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রসকলও তোমাতেই জীবন সমর্পণ করিয়াছে, সরোবর শুষ্ক হইয়াছে, পর্বতাদিও দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৬-১১৭। গবামিত্যনেন মহিষ্যাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যন্তে, গ্রামপশুষু গবাং প্রাধান্যাৎ। ইবেতি লোকোক্তৌ, কা কথা, কা বার্তা কথনীয়েত্যর্থঃ। যদারণ্যমৃগাদীনাং মরণভূৎ, তদা ত্বৎকৃতপালনৈকজীবনানাং গবাদীনাং মরণং কিং চিত্রমিত্যেবং কৈমুতিকন্যায়াবতারো বিতর্ক্যঃ। মৃগাঃ কৃষ্ণসারাদয়ঃ, বিহঙ্গা ময়ূরাদয়ঃ সরিতো যমুনাদ্যাং অদ্রয়শ্চ গোবৰ্দ্ধনাদ্যাঃ ক্ষীণাঃ কৃশতাং প্রাপ্তাঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

১১৬-১১৭। 'গবাং' শব্দের উপলক্ষণে মহিষাদিও বুঝিতে হইবে। কারণ, গ্রাম্য পশুসকলের মধ্যে গরু প্রধান, তাই মুখ্যভাবে গবাদি শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। হে কৃষ্ণ! গোগণের কথা কি বলিব? অরণ্যচারি মৃগকুল যখন তোমাতে জীবন সমর্পণ করিয়াছে, তখন তোমার পালিত অর্থাৎ ত্বৎকৃত-পালনই যাহাদের জীবনস্বরূপ, সেই সকল গো-মহিষাদির মরণ কি বিচিত্র? (অর্থাৎ কৈমুতিক ন্যায়েই সিদ্ধ হইতেছে।) মৃগ—কৃষ্ণসারাদি মৃগকুল, বিহঙ্গ—ময়ূরাদি পক্ষিসকল, সরিৎ—যমুনাদি নদী ও সরোবর, অদ্রি—গোবর্ধনাদি পর্বতসকল দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে।

১১৮। মনুষ্যাঃ কতিচিদ্‌ভ্রাতঃ পরং তে সত্যবাক্যতঃ।
জাতাশয়ৈব জীবন্তি নেচ্ছ শ্রোতুমতঃপরম॥

মূলানুবাদ

১১৮। হে ভ্রাতাঃ। মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ তোমার সত্যবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তোমার দর্শনাশায় জীবন ধারণ করিতেছে। অতঃপর অধিক শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিও না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৮। তর্হি তাসাং বত! কা বার্তেত্যপেক্ষয়ামাহ—মনুষ্যা ইতি। কতিচিদিত্যনেন বহবো মৃতা এবেতি ধ্বন্যতে। তে তব যৎ সত্যং বাক্যং গোকুলান্মধুপুর্যাগমনসময়ে 'আয়াস্যে' (শ্রীভা ১০।৪১।১৭) ইতি, রঙ্গভূমৌ চ নন্দং প্রতি 'জ্ঞাতীন বো দ্রষ্টুমেষ্যামঃ' (শ্রীভা ১০। ৪৫। ২৩) ইতি। তস্মাদ্ যা জাতা আশা ভবৎসন্দর্শনাদিলাভবিষয়কা, তয়ৈব পরং কেবলং জীবন্তি। অতঃপরমন্যৎ প্রত্যেকং বিশেষবৃত্তান্তং শ্রোতুং নেচ্ছ, তচ্ছ্রবণেচ্ছামপি ন কুরু; প্রিয়জনদুর্বার্তাশ্রবণেন মহানর্থাপত্তেরিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৮। আচ্ছা, তাহা হইলে মনুষ্য সকলের কথা বলুন ; তাহাদের কথা আর কি বলিব? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন 'মনুষ্যাঃ' ইত্যাদি। কতিপয় মনুষ্য তোমার বাক্যের সত্যতার উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। এখানে 'কতিপয়' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশই তোমাতে জীবন অর্পণ করিয়াছেন। আর 'সত্যবাক্য' বলিতে গোকুল হইতে মধুপুরী আগমনের সময় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন 'আয়াস্যে' এবং রঙ্গভূমিতে শ্রীনন্দকে বলিয়াছিলেন "আমরা জ্ঞাতিসহ শীঘ্রই আপনাদিগকে দেখিতে যাইব।" তোমার এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অর্থাৎ ভগবৎ সন্দর্শনাদি লাভ আশায় জীবন ধারণ করিতেছেন। অতঃপর অন্য বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিও না। কারণ, প্রিয়জনবিষয়ক দুর্বার্তা শ্রবণে মহা অনর্থ উৎপত্তি হইতে পারে।

১১৯। কিন্ত্বিদানীমপি ভবান্ যদি তন্নানুকম্পতে।
যম এব তদা সর্বান্ বেগেনানুগ্রহীষ্যতি॥

১২০। যত্তত্র চ ত্বয়াকারি নির্ব্বিষঃ কালিয়ো হ্রদঃ।
শোকোঽয়ং বিপুলস্তেষাং শোকেঽন্যৎ কারণং শৃণু॥

মূলানুবাদ

১১৯। কিন্তু এখনও তুমি যদি তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ না কর, তবে যমই সত্বর তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। কারণ, যমের অনুগ্রহে তাঁহাদিগের বন্ধুবিয়োগজনিত শোকদুঃখের উপশম হইবে।

১২০। ব্রজের দশা আর কি বলিব? তুমি যে ব্রজে কালিয় হ্রদকে নির্ব্বিষ করিয়াছ, ইহাই তাঁহাদের বিপুল শোকের কারণ হইয়াছে। আরও শোকের অন্য কারণ আছে, তাহাও শ্রবণ কর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৯। তান্ অবশিষ্টান্ ব্রজবাসিনঃ, যম এবানুগ্রহীষ্যতীতি মরণেন বন্ধুবিয়োগশোকদুঃখাপগমাৎ॥

১২০। তথাপি শীঘ্রস্বৈরমরণোপায়াপ্রাপ্ত্যা তেষাং শোকে নিতরাং বর্দ্ধত এবেত্যাহ—যদিতি সার্ধদ্বাভ্যাম্। তত্র যমানুগ্রহে মরণে চেত্যর্থঃ! নির্ব্বিষোঽকারিকৃত ইতি যৎ, অয়ং বিপুলো মহান্ শোকঃ, বিষাভাবেন তত্র সদ্যো মরণাসম্ভবাৎ; ন চ জল-প্রবেশাদিনা মরণং স্যাদিতি বক্তুমাহ—শোক ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১২০। তথাপি স্বেচ্ছায় ও শীঘ্র মরিবার উপায় অভাবে তাঁহাদের শোক অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে কালিয়হ্রদের বিষজল তাঁহাদের মরিবার একতর উপায় ছিল, তাহাও তুমি নির্ব্বিষ করিয়াছ ; ইহাই তাঁহাদের মহান্ শোকের কারণ হইয়াছে। অর্থাৎ বিষের অভাবে সদ্য মরণ অসম্ভব হইয়াছে। আবার জল-প্রবেশাদি দ্বারাও মরণ হইতেছে না ; অবশ্য তাহার অন্য কারণও আছে, শ্রবণ কর।

১২১। তত্রত্য-যমুনা স্বল্পজলা শুষ্কেব সাঽজনি।
গোবর্দ্ধনোঽভূন্নীচোঽসৌ স্বপ্নাপ্তো যো ধৃতস্ত্বয়া॥

মূলানুবাদ

১২১। তত্রত্য যমুনাও স্বল্পজলা—শুষ্কপ্রায় হইয়াছেন। যে গোবর্ধন তোমার করকমলে উত্তোলিত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই উন্নত গিরিরাজও এক্ষণে নীচ হইয়া ভূতলগত হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২১। পূর্বোক্ত ক্ষীণত্বং বিবৃণ্বন্ শোককারণতামেবাহ—তত্রত্যেতি। ব্রজ-ভূমি-সম্বন্ধিনী, সা বিপুলতরঙ্গাবলী পরমগাম্ভীর্যাদিযুক্তা ভবদীয়তত্তৎ-ক্রীড়াভূমির্যমুনা স্বল্পজলা সতী শুষ্কপ্রায়াভূৎ, ভবদ্বিয়োগাত্তাপাৎ ; অতস্তস্যাং প্রবেশেন মরণং ন ঘটত ইতি ভাবঃ। ভৃগুপাতেনাপি মরণং ন স্যাদিত্যভিপ্রায়েণাহ—গোবর্দ্ধন ইতি। ত্বয়া করে ধৃতঃ সন্ যো গোবর্দ্ধনঃ স্বর্গং প্রাপ্ত ইতি পরমোচ্চতা দর্শিতা। তথা চ হরিবংশে—'শিখরৈর্ঘূর্ণমানৈশ্চ সীদমানৈশ্চ পাদপৈঃ। বিধৃতশ্চোদ্ধতৈঃ শৃঙ্গৈরগমঃ খগমোঽভবৎ॥' ইতি। তথা চ তত্রৈব—'আপ্লুতোঽয়ং গিরিঃ পক্ষৈরিতি বিদ্যাধরোরগাঃ। গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব বাচো মুঞ্চন্তি সর্বশঃ।' ইত্যাদি। অসৌ নীচোঽভূৎ, ভবদ্বিরহদুঃখেন ভূম্যন্তঃপ্রবেশাৎ, শৃঙ্গাবলীশিলাচয়স্খলনাচ্চ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২১। পূর্বোক্ত সরিৎ সকলের ক্ষীণত্ব বিবৃত করিয়া তাঁহাদিগের শোকের কারণ বলিতেছেন। ব্রজভূমি সম্বন্ধিনী যে যমুনা পূর্বে বিপুল তরঙ্গমালা সমাকুল এবং পরম গাম্ভীর্যাদিযুক্তা ছিল, অধুনা তোমার বিরহে ঐ যমুনা স্বল্পজলা এবং শুষ্কপ্রায় হইয়াছে। অতএব জল-প্রবেশে মরণ ঘটিতেছে না! আর ভৃগুপাতেও মরণ অসম্ভব হইয়াছে। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, যে গোবর্ধনগিরি ত্বৎ-কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিল, (ইহাতে গোবর্ধনের পরম উচ্চতা দেখান হইল) সেই গোবর্ধন পর্বত তোমার বিরহদুঃখে নীচ হইয়া ভূতলে প্রবেশ করিয়াছে। সেই পর্বতের শৃঙ্গাবলী হইতে শিলাখণ্ডচয় স্খলিত হইয়াছে। এ বিষয় শ্রীহরিবংশে উক্ত আছে।

১২২। ন যান্ত্যনশনাৎ প্রাণাস্ত্বন্নামামৃতসেবিনাম্।
পরং শুষ্কমহারণ্যদাবাগ্নির্ভাবিতা গতিঃ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১২৩। শৃণ্বন্নসৌ তৎ পরদুঃখকাতরঃ কণ্ঠে গৃহীত্বা মৃদুলস্বভাবকঃ।
রামং মহাদীনবদশ্রুধারয়া, ধৌতাঙ্গরাগোঽরুদদুচ্চসুস্বরম্॥

মূলানুবাদ

১২২। আর কি বলিব ? যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহারাও স্নান, পান ও ভোজনাদি ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণ কেবল তোমার নামামৃত সেবনের জন্য বহির্গত হইতেছে না। অতঃপর কিন্তু শুষ্ক মহাবনের দাবাগ্নিই তাঁহাদের গতি হইবে।

১২৩। শ্রীপরীক্ষিত বলিলেন, এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া পরদুঃখকাতর মৃদুলস্বভাব শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামের কণ্ঠধারণ করিয়া মহাদীনবৎ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, অশ্রুধারায় তাঁহার অনুরাগ ধৌত হইতে লাগিল।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১২২। তন্নামৈবামৃতং মধুরমঙ্গলত্বাদিনা, তৎ হা কৃষ্ণ! হা হা! কৃষ্ণেত্যাদিরূপেণ সেবিনাং সদা পিবতাম্ ; কিন্তু ময়েদমনুমীয়ত ইত্যাহ—পরমিতি। শুষ্কং ভাণ্ডীরাদীনাং ত্বদ্বিয়োগেন মরণাং শুষ্কতাং প্রাপ্তং যনাহারণ্যং তস্মিন্ যো দাবাগ্নিঃ স এব গতিরাশ্রয়ো ভাবী॥

১২৩। তৎ শ্রীবলদেবোক্তং শৃণ্বন্নেব, অসৌ ভগবান্, পরেষামন্যেষাম্ ; যদ্বা, পরাণাং শত্রূণামপি দুঃখেন কাতরো বিবশঃ ; যতো মৃদুলঃ স্বভাবঃ প্রকৃতির্যস্য, বহুব্রীহৌ কঃ। রামমগ্রজং কণ্ঠে গৃহীত্বা বলদেবস্য গলং ধৃত্বেত্যর্থঃ ; উচ্চঃ সুশোভনঃ স্বরো যথা স্যাত্তথারুদৎ। অশ্রূণাং ধারয়া ধৌতঃ ক্ষালিতঃ অঙ্গরাগোঽঙ্গবিলেপনং যস্যেতি রোদনবাহুল্যমুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২২। তোমার নামই অমৃত এবং মধুর মঙ্গলস্বরূপ। আর তাঁহারা নিরন্তর হা! কৃষ্ণ, হা হা! কৃষ্ণ, ইত্যাদিরূপে নামামৃত সেবনকারী ; সুতরাং তাঁহাদিগের

প্রাণ অনশনেও বহির্গত হইবে না। কিন্তু আমি অনুমান করিতেছি যে, তোমার বিয়োগে শুষ্ক-মহারণ্য-সঞ্জাত দাবাগ্নিই এখন তাঁহাদের আশ্রয় হইবে।

১২৩। শ্রীবলদেবের এই সকল কথা শুনিয়া পরদুঃখকাতর অথবা শত্রুরও দুঃখে কাতর, কোমলস্বভাব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজের কণ্ঠ ধারণ করিয়া অতিশয় দীনের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অশ্রুধারায় তাঁহার অঙ্গরাগ ধৌত হইল। এতদ্দ্বারা রোদন-বাহুল্য উক্ত হইল।

১২৪। পশ্চাদ্ভূমিতলে লুলোঠ সবলো মাতর্মুমোহ ক্ষণা-
ত্তাদৃগ্‌রোদনদুঃস্থতানুভবশ্চাপূর্ববৃত্তাত্তয়োঃ।
রোহিণ্যুদ্ধবদেবকীমদনসুশ্রীসত্যভামাদয়ঃ,
সর্বেঽন্তঃপুরবাসিনো বিকলতাং ভেজূ রুদন্তো মুহুঃ॥

মূলানুবাদ

১২৪। হে মাতঃ! অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামের সহিত ভূমিতলে লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যেই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের তাদৃশ রোদনদুঃখ অনুভব করিয়া রোহিণী, উদ্ধব, দেবকী, মদনজননী রুক্মিণী, শ্রীসত্যভামা প্রভৃতি অন্তঃপুরবাসীসকল অপূর্ব ঘটনা দেখিয়া বারংবার রোদন করিতে করিতে বিকলতা প্রাপ্ত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৪। পশ্চাদুচ্চসুস্বররোদনানন্তরম্, সবলঃ শ্রীবলভদ্রেণ সহিতঃ, তয়োর্ভ্রাত্রোর্যত্তাদৃক্ রোদনং দুঃস্থতা চ ভূলুঠনাদিরূপা, তয়োরনুভবাৎ সাক্ষাদ্দর্শনাৎ। কথম্ভূতাৎ? অপূর্ববৃত্তাৎ পূর্বং কদাচিদপ্যজাতাদিত্যর্থঃ। মদনং কামদেবং, সুত ইতি প্রদ্যুম্নমাতা শ্রীরুক্মিণী, এবমুক্তিশ্চ মহিষীবর্গেষু তস্যা মুখ্যত্বেন পরমগৌরবাৎ ; সর্বে জনাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৪। উচ্চৈঃস্বরে রোদনান্তর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের সহিত ভূমিতলে লুণ্ঠন করিতে করিতে ক্ষণকাল মধ্যেই মোহপ্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাদের তাদৃশ রোদন ও ভূলুণ্ঠনাদিরূপ দুঃস্থতা সাক্ষাতে দর্শন করিয়া ; তাহা কিরূপ? অপূর্ব, অননুভূত। এখানে 'মদনসু' বলিবার তাৎপর্য এই যে, মদন (কামদেব) সুত যাঁহার, সেই প্রদ্যুম্নমাতা শ্রীরুক্মিণীদেবী। ইনি মহিষীবর্গের মুখ্যা বলিয়া পরম গৌরববশতঃ তাঁহার নাম উল্লেখ না করিয়া 'মদনজননী' বলিয়াছেন।

১২৫। শ্রুত্বান্তঃপুরতোঽপুরাকলিতমাক্রন্দং মহার্তস্বরৈ,
র্ধাবন্তো যদবো জবেন বসুদেবেনোগ্রসেনাদয়ঃ।
তত্রাগত্য তথাবিধং প্রভুবরং দৃষ্ট্বা রুন্দন্ বিহ্বলা,
বিপ্রা গর্গমুখাস্তথা পুরজনাশ্চাপূর্বদৃষ্টেক্ষয়া॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে ভগবদনুগ্রহভরনির্দ্ধারখণ্ডে
প্রিয়তমো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মূলানুবাদ

১২৫। অন্তঃপুর হইতে অপূর্ব রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া উগ্রসেনাদি যাদবগণ বসুদেবের সহিত দ্রুতবেগে সেই রোদন স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রভুবর শ্রীকৃষ্ণকে তদবস্থায় দর্শন করিলেন। এই প্রকারে পুরবাসীগণ ও গর্গাদি বিপ্রগণও উপস্থিত হইলেন এবং অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া সকলে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ইতি প্রথমখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১২৫। অন্তঃপুরে অন্তঃপুরাৎ সকাশাদ্বা আক্রন্দমুচ্চৈঃ ক্রন্দনশব্দং শ্রুত্বা। কীদৃশম্? অপুরাকলিতং পূর্বমননুভূতম, বসুদেবেন সহেতি পিতৃত্বেন তস্য ধারণাদ্যাধিক্যাৎ। তত্র অন্তঃপুরে তথাবিধং মহারোদনাদিনা প্রাপ্তমোহমিত্যর্থঃ ; অরুদন্ রুরুদুঃ, গর্গঃ পুরোহিতঃ মুখশব্দেন সান্দীপনিপ্রভৃতয়ো ব্রাহ্মণাঃ সান্ত্বনার্থমাগতাশ্চারুদন্, পুরজনাঃ দ্বারকাবাসিলোকাশ্চ। তত্র হেতুঃ—ন পূর্বং দৃষ্টং যদ্ভগবদ্রোদনাদি তস্যেক্ষয়া সাক্ষাদনুভবেন॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে দিগ্দর্শিন্যাং টীকায়াং প্রথম খণ্ডে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

১২৫। অন্তঃপুর হইতে উত্থিত সেই উচ্চ ক্রন্দনশব্দ শ্রবণ করিয়া। সেই ক্রন্দন কিরূপ? পূর্বে যাহা কখনও শুনা যায় নাই অর্থাৎ অননুভূত। বসুদেবের সহিত যাদবগণ দ্রুতবেগে ধাবিত হইয়া, এখানে 'বসুদেবের সহিত' বলিবার তাৎপর্য এই যে, শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পিতা বলিয়া তাঁহার প্রেম-বিহ্বলতার আধিক্য জানিতে হইবে। তাঁহারা সেই মহারোদনস্থানে উপস্থিত হইলেন। এই

প্রকারে গর্গপ্রমুখ পুরোহিতবর্গ ও সান্দীপনি প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ সান্ত্বনাদানের জন্য আগত হইলেও তাঁহারা স্বয়ং রোদন করিতে লাগিলেন। আর দ্বারকাবাসী লোকসকলও প্রভুর তাদৃশী অবস্থা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার হেতু এই যে, ঐ ব্যাপার অদৃষ্টপূর্ব, অর্থাৎ শ্রীভগবানের তাদৃশ রোদনাদি সাক্ষাৎ অনুভব নিমিত্ত সকলে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ইতি শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে
টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১। ইত্থং সপরিবারস্য মাতস্তস্যার্তিরোদনৈঃ।
ব্রহ্মাণ্ডং ব্যাপ্য সঞ্জাতো মহোৎপাতচয়ঃ ক্ষণাৎ॥

মূলানুবাদ

১। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, হে মাতঃ! এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ যখন সপরিবারে আর্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেই রোদন-ধ্বনি ক্ষণকালমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল এবং মহান্ উৎপাতচয় সঞ্জাত হইল অর্থাৎ উল্কাপাতাদি আরম্ভ হইল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

সপ্তমে ব্রহ্মণো যুক্ত্যা মোহে শান্তে স্বয়ং প্রভুঃ।
গোপীনাং পরমোৎকর্ষমাহাথাহর্ষয়ন্মুনিম্॥

১। তস্য শ্রীভগবতঃ, মহোৎপাতা নির্ঘাতোল্কাপাতাদয়স্তেষাং চয়ঃ সমূহঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

এই সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্মার যুক্তিতে শ্রীভগবানের মোহ শান্তি, পরে গোপীগণের পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত মহিমা শ্রীভগবান নিজ মুখেই শ্রীনারদমুনিকে বলিবেন।

১। শ্রীভগবানের রোদনে ক্ষণকালমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া মহান্ উৎপাত (বজ্র ও উল্কাপাতাদি) আরম্ভ হইল।

২। তত্রান্যবোধকাভাবাৎ স্বয়মাগাচ্চতুর্মুখঃ।
বৃতো বেদপুরাণাদ্যৈঃ পরিবারৈঃ সুরৈরপি॥

মূলানুবাদ

২। তথায় প্রবোধ দিবার মত অন্য কেহই নাই, সকলেই মোহিত ; সুতরাং চতুর্মুখ ব্রহ্মা স্বয়ং বেদ-পুরাণাদি পরিবারবর্গে ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২। অন্যস্য বোধকস্য প্রবোধকারকস্যাভাবাৎ, গুরুপুরোহিতাদীনামপি মোহপ্রাপ্তেঃ ; তত্র দ্বারকান্তঃপুরে স্বয়মেবাগাদাগতঃ! বেদ-পুরাণাদ্যা এব পরিবারাঃ পরিজনাস্তৈর্বৃত ইতি তস্য জ্ঞানাধিক্যমুক্তম্।

টীকার তাৎপর্য্য

২। দ্বারকার অন্তঃপুরে গুরু-পুরোহিতাদি সকলেই মোহিত, প্রবোধকারক কেহই নাই ; অতএব ব্রহ্মা স্বয়ংই বেদ-পুরাণাদি পরিবারে পরিবৃত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। বেদ-পুরাণাদি ব্রহ্মার পরিবার বলিয়া তাঁহার জ্ঞানের আধিক্য সূচিত হইয়াছে।

সারশিক্ষা

২। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-ধৃত প্রাচীন কবি শ্রীল উমাপতির একটি শ্লোকের সহিত তুলনীয়—মহালক্ষ্মী শ্রীরুক্মিণীকে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় রত্নমন্দিরে বিরাজিত, যে মন্দিরের রত্নচ্ছায়া সমুদ্রের জলে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ মন্দিরে শ্রীরুক্মিণীর সহিত গাঢ় আলিঙ্গনে পুলকাঞ্চিত কলেবর শ্রীমুরারি যমুনাতীরের বাণীরকুঞ্জে আভীর রমণীগণের যে নিভৃত চরিত, তাহারই ধ্যানে মূর্ছিত হইলেন। (উক্ত শ্লোকের বঙ্গানুবাদ)।

৩। তমপূর্বদশাভাজং প্রেষ্ঠপ্রণয়কাতরম্।
নিগূঢ়নিজমাহাত্ম্যভরপ্রকটনোদ্ধতম্॥
৪। মহানারায়ণং ব্রহ্মা পিতরং গুরুমাত্মনঃ।
সচমৎকারমালোক্য ধ্বস্তধৈর্য্যোঽরুদৎ ক্ষণম্॥

মূলানুবাদ

৩-৪। শ্রীব্রহ্মা সবিস্ময়ে দেখিলেন, নিজ পিতা ও গুরুস্বরূপ মহানারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব মোহদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষণকাল রোদন করিলেন। পরে প্রভুকে প্রেষ্ঠতম-প্রণয়-কাতর এবং আপনার নিগূঢ় প্রেমমাধুরীর মহিমা প্রকটনে উদ্যত দেখিয়া ধৈর্যচ্যুত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩-৪। তং শ্রীভগবন্তং ব্রহ্মা সচমৎকারং পরমবিস্ময়সহিতং যথা স্যাত্তথা আলোক্য তেন ধ্বস্তং নষ্টং ধৈর্য্যং যস্য তথাভূতঃ সন্ ক্ষণমরুদদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কথম্ভূতম্? অপূর্বা পূর্বমজাতা পরমাদ্ভুতা বা যা দশা মোহাদিরূপা তাং ভজতীতি তথা তম্। কুতঃ? প্রেষ্ঠানাং প্রেষ্ঠেষু বা যঃ প্রেষা তেন কাতরং বিবশম্ ; যতঃ নিগূঢ়ঃ পরমরহস্যো যো নিজ মাহাত্ম্যভরস্তস্য প্রকটনেঽভিব্যঞ্জনে উদ্ধতং নিরর্গলম্, তদর্থমেব তথাবতীর্ণত্বাৎ। অতএব মহানারায়ণং বৈকুণ্ঠেঽপীদৃশ-মাহাত্ম্যপ্রকটনাৎ। তাদৃশজ্ঞানবতঃ সান্ত্বনার্থমাগতস্যাপি ব্রহ্মণো রোদনে হেতুঃ—আত্মনো ব্রহ্মণঃ পিতরং জনকং গুরুঞ্চ বেদাদ্যুপদেশকম্, অতো ভক্তিবিশেষেণ প্রেমভরোদয়াদ্‌ধৈর্য্যাপগমেন রোদনং সম্ভবেদেবেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩-৪। ব্রহ্মা পরম বিস্ময়ের সহিত শ্রীভগবানকে অবলোকন করতঃ ধৈর্যচ্যুত হইয়া ক্ষণকাল রোদন করিলেন। তিনি কি প্রকার অবলোকন করিলেন? সেই শ্রীভগবান অপূর্ব মোহদশাগ্রস্ত, অর্থাৎ এমন পরমাদ্ভুত দশা কখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই। এতাদৃশ মোহদশা প্রাপ্ত হইলেন কেন? প্রিয়জনের প্রণয়-বিবশ জন্য। যেহেতু, তিনি পরম রহস্যময় নিজমাহাত্ম্যরাশি অভিব্যঞ্জনে সমুদ্যত। অর্থাৎ তিনি পরমরহস্যপূর্ণ নিজ মাহাত্ম্যরাশি অনর্গলভাবে প্রকটনের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া তাদৃশ মোহদশাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব ইনি শ্রীমহানারায়ণ। যেহেতু,

শ্রীনারায়ণ স্বরূপে বৈকুণ্ঠেও ঈদৃশ মাহাত্ম্য প্রকটন করেন নাই। আর ব্রহ্মা তাদৃশ জ্ঞানবন্ত এবং মহানারায়ণকে সান্ত্বনা দিবার জন্য সমাগত, তথাপি তাঁহার রোদনের হেতু এই যে, শ্রীভগবান তাঁহার নিজ পিতা এবং বেদাদি শাস্ত্রের উপদেশক বলিয়া গুরু ; সুতরাং ভক্তিবিশেষের উদয়ে প্রেমভরে রোদন জানিতে হইবে। নতুবা তাদৃশ ধৈর্যচ্যুত হইয়া রোদন করা অসম্ভব।

৫। সংস্তভ্য যত্নাদাত্মানং স্বাস্থ্যং জনয়িতুং প্রভোঃ।
উপায়ং চিন্তয়ামাস প্রাপ চানন্তরং হৃদি॥

৬। তত্রৈব ভগবৎপার্শ্বে রুদন্তং বিনতাসুতম্।
উচ্চৈঃ সম্বোধ্য যত্নেন সবোধীকৃত্য সোঽবদৎ॥

মূলানুবাদ

৫। পরে যত্নসহকারে ধৈর্যধারণ করিয়া প্রভুর স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল পরে সেই উপায় নিজ হৃদয়ে অবধারণ করিলেন।

৬। সেই স্থানে ভগবৎপার্শ্বে বিনতানন্দন গরুড়ও রোদন করিতেছিলেন, শ্রীব্রহ্মা তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন ও যত্নের সহিত সংজ্ঞাপ্রাপ্ত করাইয়া বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫। সংস্তভ্য ধৈর্য্যযুক্তং কৃত্বা চিন্তানন্তরমুপায়ং হৃদি প্রাপ চ॥

৬। সবোধীকৃত্য ভগবন্মোহেন মোহিতমিব সন্তং সংজ্ঞাং প্রাপয্যেত্যর্থঃ। স চতুর্মুখঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৬। শ্রীভগবানের মোহদশা দেখিয়া শ্রীগরুড়ও মোহিত হইয়াছিলেন। তাই চতুর্মুখ ব্রহ্মা তাঁহাকে সচেতন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

শ্রীব্রহ্মোবাচ—

৭। যচ্ছ্রীবৃন্দাবনং মধ্যে রৈবতাদ্রি-সমুদ্রয়োঃ।
শ্রীমন্নন্দযশোদাদি প্রতিমালঙ্কৃতান্তরম্॥

৮। গোযূথৈস্তাদৃশৈর্যুক্তং রচিতং বিশ্বকর্মণা।
রাজতে মাথুরং সাক্ষাদবৃন্দাবনমিবাগতম্॥

৯। তত্রেমং সাগ্রজং যত্নাদ্যথাবস্থং শনৈর্নয়।
কেবলং যাতু তত্রৈষা রোহিণ্যন্যো ন কশ্চন॥

মূলানুবাদ

৭-৯। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন, লবণসমুদ্রের মধ্যস্থলে রৈবতক পর্বত, ঐ পর্বতে বিশ্বকর্মা-নির্মিত শ্রীমন্নন্দ-যশোদার এবং গোযূথের প্রতিকৃতির দ্বারা সমলঙ্কৃত বৃন্দাবন-নামক একটি স্থান আছে; উহা মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় বিরাজমান। এক্ষণে তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে অগ্রজের সহিত এই অবস্থাতেই সযত্নে ধীরে ধীরে সেই রচিত-বৃন্দাবনে লইয়া যাও। একাকী শ্রীরোহিণীদেবী সেই স্থানে গমন করুন, আর যেন কেহ না যান।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭-৯। রৈবতপর্ব্বত-লবণসমুদ্রয়োর্মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনং যদ্রাজতে, তত্র ইমং শ্রীভগবন্তং সাগ্রজং বলরামসহিতং যথাবস্থং মোহাবস্থামনতিক্রম্য অতএব যত্নাৎ ছলৈর্নয়েতি সার্দ্ধদ্বয়েনান্বয়ঃ। কীদৃশং তৎ? শ্রীমতাং শ্রীমতীভির্বা নন্দাদীনাং প্রতিমাভিঃ প্রতিকৃতিভিরলঙ্কৃতমন্তরং মধ্যং যস্য। আদিশব্দেন রাধিকাদয়ো গোপ্যঃ শ্রীদামাদয়ো গোপাশ্চ; তাদৃশৈঃ প্রতিরূপৈঃ; যদ্বা, ভগবৎপালিত-মাথুর-ব্রজবর্তিসদৃশৈঃ। কথমেবং সম্ভবতীত্যত্রাহ—বিশ্বকর্ম্মণা রচিতমিতি। অনেন প্রতিমাস্বপি সাক্ষাচ্ছ্রীনন্দাদিবুদ্ধিঃ স্যাদিতি ধ্বনিতম্। অতএব মাথুরং মথুরামণ্ডলসম্বন্ধি বৃন্দাবনং সাক্ষাদাগতমিব। এবং তত্তন্মৃগপরিক্ষবৃক্ষাদয়োঽপি তত্র রচিতা বর্তন্ত ইতি জ্ঞেয়ম্। তত্র রচিতবৃন্দাবনে এষা পরমসুবুদ্ধিমতী কেবলমেকাকিনী রোহিণী যাতু, তস্যাঃ পূর্ব্বং ব্রজেঽপিবাসাৎ অন্যশ্চ কশ্চন কোঽপি জনো ন যাতু॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭—৯। লবণ সমুদ্রের মধ্যে রৈবতক পর্বত, সেই রৈবতক পর্বতের মধ্যস্থলে শ্রীবৃন্দাবন-নামক একটি স্থান আছে। তথায় শ্রীভগবানকে অগ্রজ শ্রীবলরামের সহিত এইরূপ মোহিত অবস্থাতেই যত্নপূর্বক লইয়া যাও। সেই স্থান কিরূপ? শ্রীমতী, বা শ্রীমন্ নন্দ-যশোদাদির প্রতিকৃতি দ্বারা সমলঙ্কৃত। আদি-শব্দে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের, শ্রীদামাদি সখাগণেরও তাদৃশ প্রতিমা দ্বারা সমলঙ্কৃত বুঝাইতেছে। অথবা ভগবৎপালিত-মাথুরমণ্ডলান্তর্গত বৃন্দাবনের সদৃশ। ইহা কিরূপে সম্ভব হইল? বিশ্বকর্মা-রচিত বলিয়া সম্ভব হইয়াছে। এতদ্দারা প্রতিমাতেও সাক্ষাৎ শ্রীনন্দাদি বুদ্ধি হইয়া থাকে, ধ্বনিত হইল। অতএব শ্রীমথুরামণ্ডল-সম্বন্ধি শ্রীবৃন্দাবনও সাক্ষাতের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। এই প্রকার গোযূথের, মৃগকুলের, পক্ষীসমূহের ও বৃক্ষাদির প্রতিকৃতি রচিত হইয়াছে বলিয়া সাক্ষাৎরূপেই প্রতিভাত হইয়া থাকে জানিতে হইবে। সেই রচিত নব বৃন্দাবনে কেবল পরম সুবুদ্ধিমতী শ্রীরোহিণীদেবীই গমন করুন। কারণ, তিনি পূর্বে ব্রজে বাস করিয়া ব্রজের রীতি-নীতি অবগত আছেন। আর যেন কেহ না যান।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১০। প্রযত্নাৎ স্বস্থতাং নীতো ব্রহ্মণা স খগেশ্বরঃ।
বিশারদবরঃ পৃষ্ঠে মন্দং মন্দং ন্যধত্ত তৌ॥

মূলানুবাদ

১০। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, ব্রহ্মা যত্নসহকারে সুস্থ করিলে খগপতি গরুড় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে ধীরে ধীরে স্বীয় পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০। বিশারদবর ইতি এবং প্রকারেণ ভগবতো মোহাপগমো ভবেদিত্যাদিকং বিচারয়ন্নিত্যর্থঃ। অতএব পৃষ্ঠে নিজপক্ষোপরি তৌ রামকৃষ্ণৌ শনৈঃ শনৈরর্পয়ামাস॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০। "এই প্রকারেই শ্রীভগবানের মোহদশার অপগম হইবে", এইরূপ বিচারপরায়ণ বলিয়া শ্রীগরুড়কে 'বিশারদবর' বিশেষণ দিয়াছেন। অতএব পরম বিশারদ শ্রীগরুড় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামকে ধীরে ধীরে নিজ পক্ষোপরি স্থাপন করিলেন।

১১। স্বস্থানং ভেজিরে সর্বে চতুর্বক্ত্রেণ বোধিতাঃ।
সংজ্ঞামিবাপ্তো রামস্তু নীয়মানো গরুত্মতা॥

১২। শ্রীনন্দনন্দনস্তত্র পর্য্যঙ্কে স্থাপিত শনৈঃ।
সাক্ষাদিবাবতিষ্ঠন্তে যত্র তদ্‌গোপগোপিকাঃ॥

১৩। উদ্ধবেন সহাগত্য দেবকী পুত্রবৎসলা।
রুক্মিণীসত্যভামাদ্যা দেব্যঃ পদ্মাবতী চ সা॥

১৪। তাদৃগ্‌দশাগতং কৃষ্ণশক্তাস্ত্যক্তুমঞ্জসা।
দূরাদ্দৃষ্টিপথেঽতিষ্ঠন্নিলীয় ব্রহ্মযাজ্ঞয়া॥

মূলানুবাদ

১১। শ্রীবসুদেবাদি যাদবগণ ব্রহ্মা-কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। এদিকে গরুড় ভ্রাতৃদ্বয়কে সেই স্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন এবং ইতিমধ্যে শ্রীবলরামের কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা হইল।

১২। সেই রচিত-বৃন্দাবনের যেখানে সাক্ষাৎ বিরাজিতের ন্যায় গোপ-গোপীর প্রতিমূর্তি রহিয়াছে, গরুড় ধীরে ধীরে সেইস্থানে শ্রীনন্দনন্দনকে পৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া পর্যঙ্কে স্থাপন করিলেন।

১৩-১৪। পুত্রবৎসলা দেবকী, রুক্মিণী-সত্যভামা প্রভৃতি দেবীগণও সেই পদ্মাবতী তাদৃশ দশাপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণকে সহসা ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া শ্রীউদ্ধবের সহিত সেই নববৃন্দাবনে আগমন করিলেন; কিন্তু শ্রীব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে তাঁহারা কিছুদূরে অর্থাৎ দৃষ্টিপথের অন্তরালে লুকাইয়া ঘটনাবলী দর্শন করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১। সর্বে বসুদেবাদয়শ্চ ব্রহ্মণা প্রবোধিতাঃ সন্তঃ নিজ নিজস্থানং গতাঃ। ইবেতি তদানীপমপি সম্যক্ সংজ্ঞাপ্রাপ্তিং নিরস্যতি॥

১২। তত্র রচিতবৃন্দাবনে তত্র চ পর্য্যঙ্কে ধৃতঃ। তত্রাপি স্থানবিশেষমাহ— সাক্ষাদিতি। তেষু প্রসিদ্ধা গোপাঃ শ্রীনন্দাদয়ঃ তা গোপ্যশ্চ শ্রীযশোদাদয়ো যত্র তত্রৈব॥

১৩-১৪। উদ্ধবেন সহ তত্রৈবাগত্য দেবক্যাদয়ো দূরাদতিষ্ঠন্নিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। সা ভগবন্মতামহী। দৃষ্টিপথ ইতি যত্র স্থিত্বা কৃষ্ণং দ্রষ্টুং শক্নুবন্তি তত্রেত্যর্থঃ। তত্রাপি ব্রহ্মণো যাজ্ঞয়া প্রার্থনয়া নিলীয় নিতরাং লীনা বস্ত্রাদভ্যন্তরিতা ভূত্বেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১। অতঃপর বসুদেবাদি সকলেই ব্রহ্মা কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। 'সংজ্ঞামিব' পদে 'ইব'কার প্রয়োগে শ্রীবলরামের সম্যক্ সংজ্ঞাপ্রাপ্তি নিরসন করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন জানিতে হইবে।

১২। সেই রচিত-বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া শ্রীগরুড় শ্রীকৃষ্ণকে পর্যঙ্কে স্থাপন করিলেন। অর্থাৎ যেখানে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনন্দাদি গোপবৃন্দের এবং শ্রীযশোদাদি গোপিকার প্রতিমা সাক্ষাতের ন্যায় বিরাজমান আছে।

১৩-১৪। শ্রীদেবকী প্রভৃতি উদ্ধবের সহিত সেই রচিত-বৃন্দাবনে আগমন করিলেন এবং শ্রীভগবানের মাতামহী পদ্মাবতীও সেই সঙ্গে আছেন; কিন্তু ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে গমন না করিয়া কিছু দূরে অথচ যে স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণকে দেখা যায়, এমন এক স্থানে বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন।

১৫। নারদস্তু কৃতাগস্কমিবাত্মনমমন্যত।
দেবানাং যাদবানাঞ্চ সঙ্গেঽগান্ন কুতূহলাৎ॥

১৬। বিয়ত্যন্তর্হিতো ভূত্বা বদ্ধৈকং যোগপট্টকম্।
নিবিষ্টো ভগবচ্চেষ্টামাধুর্য্যানুভবায় সঃ॥

১৭। গরুড়শ্চোপরি ব্যোম্নঃ স্থিত্বাঽপ্রত্যক্ষমাত্মনঃ।
পক্ষাভ্যামাচরংশ্ছায়ামন্ববর্ত্তত তং প্রভুম্॥

মূলানুবাদ

১৫-১৬। শ্রীনারদ আপনাকে অপরাধীর ন্যায় মনে করিয়া দেবতাগণের সঙ্গে গমন করিলেন না বা যাদবগণের সঙ্গেও গমন করিলেন না; পরন্তু কৌতূহলবশতঃ শ্রীভগবানের লীলাচরিতের মাধুর্য অনুভবের জন্য আকাশে যোগপট্ট বন্ধন করিয়া অন্তর্হিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

১৭। শ্রীগরুড়ও অলক্ষিতভাবে আকাশে থাকিয়া স্বীয় পক্ষদ্বয় দ্বারা ছায়াবিস্তারপূর্বক প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫। কৃতমাগোঽপরাধো যেন তং ভগবন্মোহাপাদককারণবিশেষোত্থাপনাৎ। ইবেতি তত্ত্বতোঽপরাধাভাবাৎ। স চাগ্রে ভগবদুক্ত্যা ব্যক্তো ভাবী। তথা মননাচ্চ ব্রহ্মাদীনাং বসুদেবাদীনাঞ্চ সঙ্গেন গতঃ কুতূহলাদিতস্য পরেণান্বয়ঃ॥

১৬। কৌতুকেন বিয়ত্যেব সঃ। নারদো নিবিষ্টঃ উপবিষ্টঃ। কিমর্থং? ভগবতশ্চেষ্টায়াশ্চরিতস্য মাধুর্য্যং তস্যানুভবায় সাক্ষাৎকারায়॥

১৭। অপ্রত্যক্ষং যথা স্যাৎ। কেনাপি যথা ন লক্ষ্যতে তথাকাশোপরি স্থিত্বা প্রভুং নিজস্বামিনং তং ভগবন্তম্ অন্ববর্ত্তত অসেবত লক্ষীকৃত্য স্থিত ইতি বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫। শ্রীনারদ শ্রীভগবানের মোহ উৎপাদক কারণ-বিশেষের উত্থাপন জন্য আপনাকে অপরাধীর ন্যায় বিবেচনা করিলেন। কিন্তু 'ইব'-কারের দ্বারা তত্ত্বতঃ অপরাধের ভাবই সূচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে পরে ভগবদুক্তিতে পরিস্ফুট হইবে। তথাপি আপনাকে অপরাধীর ন্যায় মনে করিয়া বসুদেবাদি যাদবগণের সহিত বা ব্রহ্মাদি দেবগণের সঙ্গে গমন করেন নাই। 'কুতূহলাৎ' (কৌতূহলবশতঃ) এই শব্দটি পরবর্তী শ্লোকের সহিত অন্বয় হইবে।

১৬-১৭। শ্রীনারদ কৌতূহলবশতঃ আকাশে যোগপট্ট বন্ধন করিয়া অন্তর্হিতের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কি জন্য? শ্রীভগবানের চরিত-মাধুর্য অনুভব বা সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত। এই প্রকারে শ্রীগরুড়ও অপ্রত্যক্ষভাবে আকাশে থাকিয়া অর্থাৎ যেমনভাবে থাকিলে কেহ লক্ষ্য করিতে না পারে, অথচ নিজ প্রভুকে দেখা যায়, এরূপস্থানে থাকিয়া প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন।

১৮। অথ কৃষ্ণাগ্রজঃ প্রাপ্তঃ ক্ষণেন স্বস্থতামিব।
তং সর্বার্থমভিপ্রেত্য বিচক্ষণ-শিরোমণিঃ॥
১৯। ক্ষিপ্রং স্বস্যানুজস্যাপি সম্মার্জ্য বদনাম্বুজম্।
বস্ত্রোদরান্তরে বংশী শৃঙ্গবেত্রে চ হস্তয়োঃ॥
২০। কণ্ঠে কদম্বমালাঞ্চ বর্হাপীড়ঞ্চ মূর্ধনি।
নবং গুঞ্জাবতংসঞ্চ কর্ণয়োর্নিদধে শনৈঃ॥

মূলানুবাদ

১৮-২০। অনন্তর বিচক্ষণ-শিরোমণি শ্রীবলরাম ক্ষণকাল মধ্যেই স্বাস্থ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মার অভিপ্রেত অর্থ বুঝিতে পারিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত প্রথমতঃ নিজের মুখকমল প্রক্ষালন করিলেন, পরে অনুজের বদনকমল মার্জনা করিয়া দিলেন। অতঃপর ধীরে ধীরে শ্রীকৃষ্ণের উদরের বসনমধ্যে বংশী সংন্যস্ত করিলেন, কুক্ষিপটে শৃঙ্গ, বেত্র, কণ্ঠে কদম্বপুষ্পের মালা, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, কর্ণদ্বয়ে নবগুঞ্জা নির্মিত অবতংস অর্পণ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৮-২০। ইবেতি অনুজস্যাস্বাস্থ্যেন সম্যক্ স্বাস্থ্যাভাবাৎ। তং ব্রহ্মমন্ত্রণয়া প্রাপ্তং সর্ব অর্থং শ্রীকৃষ্ণ-স্বস্থতাহেতুঃ প্রয়োজনম্ অভিপ্রায়েণ জ্ঞাত্বা। স্বস্য আত্মনঃ অনুজস্যাপি শ্রীকৃষ্ণস্য বদনাম্বুজং, সম্মার্জ্য ক্ষালনাদিনা রজআদ্যপসার্য বস্ত্রোদরয়োরন্তরে মধ্যে বংশীং শনৈর্নিদধে অর্পিতবানিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। যতঃ বিচক্ষণানামভিজ্ঞানাং শিরোমণির্মূর্ধন্যঃ। নবমিত্যস্য পূর্বেণান্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৮-২০। 'স্বস্থতামিব' পদের 'ইব'কারের তাৎপর্য এই, অনুজের অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন শ্রীবলরাম সম্যক্ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারেন নাই; তথাপি শ্রীব্রহ্মার মন্ত্রণার অভিপ্রায় 'শ্রীকৃষ্ণের স্বাস্থ্য-সম্পাদন' ইহা বিদিত হইয়া প্রথমতঃ নিজে মুখ প্রক্ষালন করিলেন, পরে অনুজ শ্রীকৃষ্ণের মুখকমল মার্জনাদি দ্বারা রজাদি অপসারণ করিয়া দিলেন। পরে ধীরে ধীরে উদরপটে বংশী সংন্যস্ত করিলেন। কারণ, তিনি বিচক্ষণ-শিরোমণি।

২১। রচয়িত্বা বন্যবেশং ত্বষ্টৃকল্পিতবস্তুভিঃ।
বলাদুত্থাপয়ন্ ধৃত্বাব্রবীদুচ্চতরস্বরৈঃ॥

মূলানুবাদ

২১। তিনি এইরূপে বিশ্বকর্মা-কল্পিত সামগ্রী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশ রচনা করিয়া দিলেন এবং বলপূর্বক শয্যা হইতে তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২১। এবমাত্মনঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি বন্যবেশং রচয়িত্বা ইত্যানেনানুক্ত-গুঞ্জাহারাদিকমপি পরামৃশ্যতে। নন্বত্র তাদৃশবন্যবেশচনা কথং সিধ্যতি তত্তদ্দ্রব্যাভাবাৎ? তত্রাহ—ত্বষ্ট্রা বিশ্বকর্মণ্য কল্পিতৈর্নির্মিতৈর্বস্তুভির্বংশ্যাদিদ্রব্যৈ। যাদৃশানি বংশ্যাদিদ্রব্যাণি বৃন্দাবনে পূর্বমাসন্, অত্রাপি তাদৃশান্যেব দেবশিল্পিশক্তি-বিশেষেণ সন্তীত্যর্থঃ। বলাদুত্থাপয়ন্নিতি স্বকরাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণং ধৃত্বা নিজবলেন শয়নাদুত্থাপয়ন্নিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২১। শ্রীবলরাম এইরূপে নিজের ও শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশ রচনা করিলেন। এইস্থলে যদিও বন্যবেশ রচনার বস্তুসমূহের মধ্যে গুঞ্জাহার উল্লিখিত হয় নাই, তথাপি ঐ গুঞ্জাহারও বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানিতে হইবে। যদি বল, সেইস্থানে তাদৃশ বন্যবেশ-রচনা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? কারণ, সেস্থলে বন্যবেশ-রচনার উপযোগী তত্তৎ বস্তুসমূহের অভাব। তদুত্তরে বলিতেছেন, বিশ্বকর্মা-কল্পিত বংশী প্রভৃতি অপরাপর বস্তুসমূহ তথায় ছিল অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনে পূর্বে যেমন বন্যবেশ রচনার উপযোগী দ্রব্যাদি থাকিত, এখানেও দেবশিল্পী-কর্তৃক তাদৃশ দ্রব্যাদি কল্পিত হইয়াছে। যেহেতু, তিনি দেবশিল্পী বলিয়া তাদৃশ দ্রব্যাদি নির্মাণের শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতঃপর শ্রীবলরাম নিজকর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে শয়ন হইতে বলপূর্বক ধরিয়া তুলিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন।

শ্রীবলদেবোবাচ—

২২। শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণ ভো ভ্রাতরুত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ জাগৃহি।
পশ্যাদ্য বেলাতিক্রান্তা বিশন্তি পশবো বনম্॥

২৩। শ্রীদামাদ্যা বয়স্যাশ্চ স্থিতা ভবদপেক্ষয়া।
স্নেহেন পিতরৌ কিঞ্চিন্ন শক্তৌ ভাষিতুং ত্বয়ি॥

মূলানুবাদ

২২। শ্রীবলদেব বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণ, ভ্রাত, উঠ, উঠ, জাগরিত হও; দেখ, আজ বেলা অধিক হইয়াছে, ধেনুসকল বনে প্রবেশ করিতেছে।

২৩। শ্রীদামাদি বয়স্যগণ তোমার অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে; মাতা ও পিতা স্নেহবশতঃ তোমাকে কিছু বলিতে পারিতেছেন না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২২। বেলা শয়নাদুত্থানস্য পশূত্থাপনস্য বা কালঃ অদ্য অতিক্রান্তা অত্যগাৎ। অতঃ স্বয়মেব পশবঃ গবাদ্যা বনং প্রবিশন্তীতি পশ্য॥

২৩। ন চ তেষাং সঙ্গে অন্যে রক্ষকাঃ কেচিদ্ যান্তি, ত্বদেকপ্রেমাকৃষ্টত্বাদিত্যাহ—শ্রীদামাদ্যা ইতি। ননু সত্যং, তথা সতি মাতা পিতা চ মামুত্থাপ্য তত্র ন্যযোজয়িষ্যতাম্। তত্রাহ—স্নেহেনেতি। পিতরৌ যশোদা-নন্দৌ ত্বয়ি তাং প্রতি কিঞ্চিদপি শয়নাদুত্থানং পশুরক্ষণং বা ভাষিতুং বক্তুং ন শক্তৌ ন সমর্থৌ ভবতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

২৩। গবাদি পশুর সঙ্গে শ্রীদামাদি কোন রক্ষকই বনে গমন করে নাই। কারণ, শ্রীদামাদি সখাসকল তোমার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া এইখানেই অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। যদি বল, একথা সত্য; কিন্তু মাতা-পিতা ত' আমাকে জাগরিত করিয়া ঐ কার্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেন? তাই বলিতেছেন, পিতা নন্দ, মাতা যশোদা স্নেহবশতঃ তোমাকে শয়ন হইতে উঠাইয়া পশুরক্ষণের জন্য কিছুই বলিতে পারিতেছেন না।

২৪। পশ্যন্তস্তে মুখাম্ভোজমিমা গোপ্যঃ পরস্পরম্।
কর্ণাকর্ণিতয়া কিঞ্চিদ্‌বদন্ত্যস্ত্বাং হসন্তি॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

২৫। ইত্থং প্রজল্পতাভীক্ষ্ণং নামভিশ্চ সলালনম্।
আহূয়মানো হস্তাভ্যাং চাল্যমানো বলেন চ॥

২৬। রামেণোত্থাপ্যমানোঽসৌ সংজ্ঞামিব চিরাদগতঃ।
বদন্ শিবশিবেতি দ্রাগুদতিষ্ঠৎ সবিস্ময়ম্॥

মূলানুবাদ

২৪। আরও দেখ, এই সকল গোপিকারা তোমার মুখকমল দেখিয়া পরস্পর কর্ণে কর্ণে কি যেন বলিতেছে, নিশ্চয়ই তোমাকে উপহাস করিতেছে।

২৫-২৬। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীবলদেব এই প্রকারে বারংবার শ্রীকৃষ্ণের লালনাদি সহকারে নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন, পরে বলপূর্বক হস্তদ্বারা চালনা করিয়া তুলিয়া বসাইলেন। এইরূপে শ্রীবলরাম-কর্তৃক উত্থিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণের পর যেন চৈতন্য লাভ করিয়া বিস্ময়ে 'শিব' 'শিব' বলিতে বলিতে শয্যা হইতে সত্বর গাত্রোত্থান করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৪। ইমাঃ সাক্ষাদ্ বর্তমানাঃ কিঞ্চিদ্রাত্রিজাগরণেন কৃষ্ণস্য নিদ্রাধুনাপি নাপযাতীত্যেবং রূপং পরস্পরং কর্ণাকর্ণিতয়া বদন্ত্যঃ মুখাম্ভোজে রতিচিহ্নদর্শনাৎ; হি নিশ্চিতম্॥

২৫-২৬। লালনং মুখচুম্বনাদিকম্; স্নেহকোমলমধুরোক্তিপ্রশংসনাদিকঞ্চ তেন সহিতং যথা স্যাত্তথা নামভিঃ কৃষ্ণ-শ্রীকৃষ্ণগোপালগোবিন্দেত্যাদিভিঃ কৃত্বা রামেণাহূয়মানঃ তথাপি ব্যুত্থানাভাবাদ্ বলেন স্বশক্ত্যা হস্তাভ্যাং চাল্যমানঃ উত্থাপ্যমানশ্চ সন্ আদৌ ভগবান্ চিরাৎ সংজ্ঞাং গতঃ প্রাপ্তঃ সন সবিস্ময়ং দ্রাক্ শীঘ্রমুদতিষ্ঠদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। ইবেত্যনেন তদানীমপি সমগ্রতয়া মোহানপগমো বোধ্যতে। তচ্চাগ্রে ব্যক্তং ভাবি। কিং কুর্বন্? বিস্ময়াৎ শিবশিবেতি বদন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৪। আরও দেখ, এই সকল গোপী সাক্ষাৎ বর্তমান রহিয়াছে, এবং ইহারা নিশ্চয় পরস্পর কর্ণে কর্ণে কিছু বলিতেছে। এখানে 'কিছু বলিতেছে' বলিবার

তাৎপর্য এই যে, রাত্রি জাগরণ-হেতু এখন শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। আর তোমার মুখকমল দর্শন করিয়া তোমাকে উপহাস করিতেছে। অর্থাৎ মুখকমলে রতিচিহ্ন দেখিয়া পরস্পর হাস্য করিতেছে।

২৫-২৬। এই প্রকার বারবার বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখচুম্বনাদি লালন সহকারে স্নেহকোমল মধুরস্বরে প্রশংসাদি করিয়া 'কৃষ্ণ' 'শ্রীকৃষ্ণগোপাল' 'গোবিন্দ' ইত্যাদি নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ জাগরিত হইলেন না বা শয্যা হইতে উঠিলেন না। তখন শ্রীবলদেব বলপূর্বক হস্তদ্বয় দ্বারা চালনা করিয়া তুলিয়া বসাইলেন, তখন শ্রীভগবান বহুক্ষণের পর যেন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সবিস্ময়ে শয্যা হইতে সত্বর উত্থিত হইলেন। মূলের 'সংজ্ঞামিব' পদের 'ইব'-কারের তাৎপর্য এই যে, তখনও সম্যক্‌রূপে মোহ অপগম হয় নাই বুঝিতে হইবে। এ বিষয় পরে বলা হইবে। অতঃপর কি করিলেন? বিস্ময়ে 'শিব' 'শিব' বলিতে লাগিলেন।

২৭। উন্মীল্য নেত্রকমলে সংপশ্যন্ পরিতো ভৃশম্।
স্ময়মানঃ পুরো নন্দং দৃষ্ট্বা হ্রীণো ননাম তম্।

মূলানুবাদ

২৭। শ্রীকৃষ্ণ নেত্রকমল উন্মীলন করিয়া বারবার চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন এবং ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সম্মুখে পিতা নন্দকে দেখিয়া লজ্জাবনতবদনে প্রণাম করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৭। স্ময়মানঃ স্বকীয়চিরনিদ্রাদিনা ঈষদ্ধসন্। পুর অভিমুখে দৃষ্ট্বা হ্রীণো লজ্জিতঃ সন্ তং নন্দং ননামেত্যনেন পূর্বমপি নিত্য প্রাতরুত্থায় পিতুরভিবন্দনং ক্রিয়ত ইতি বোধ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৭। বহুক্ষণের পর নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে সম্মুখে পিতা শ্রীনন্দকে দেখিয়া লজ্জাবনতবদনে প্রণাম করিলেন। পূর্বেও ব্রজে প্রত্যহ প্রাতে পিতাকে এইরূপ প্রণাম করিতেন বুঝাইতেছে।

২৮। অব্রবীৎ পার্শ্বতো বীক্ষ্য যশোদাঞ্চ হসন্মুদা।
স্নেহাত্তদাননন্যস্তনির্নিমেষেক্ষণামিব॥

শ্রীভগবান উবাচ—

২৯। অদ্য প্রভাতে ভো মাতরস্মিন্নেব ক্ষণে ময়া।
চিত্রাঃ কতি কতি স্বপ্না জাগ্রতেব ন বীক্ষিতাঃ॥

মূলানুবাদ

২৮। আর পার্শ্ববর্তিনী মাতা যশোদা স্নেহবশতঃ তাঁহার বদনে যেন নির্নিমেষ দৃষ্টি অর্পণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন।

২৯। শ্রীভগবান বলিলেন, মাতঃ! আমি অদ্য প্রভাতে এইমাত্র জাগ্রতের ন্যায় কত কত বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

২৮। তস্য ভগবত আননে বিষয়ে ন্যস্তে অর্পিতে নির্নিমেষে ঈক্ষণে যয়া তাম্। ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াং বস্তুতঃ প্রতিমায়া নির্নিমেষদৃষ্টিত্বাৎ। ভগবতস্তু পূর্ববৎ স্নেহাদেব নির্নিমেষ-দৃষ্টিত্বভানম্। ইত্যাদিকঞ্চ সম্যঙ্‌মোহানপগমলক্ষণমেব জ্ঞেয়ম্॥

২৯। এবং যথাপূর্বমাত্মনো ব্রজ এবং বাসং সত্যম্। মথুরাগমনাদিকঞ্চ মিথ্যেতি মন্যমানস্তৎসর্বং স্বপ্নানুভূতত্বেন স্বমাতরি স্নেহাৎ প্রতিপাদয়তি—অদ্যেতি ত্রিভিঃ। স্বপ্নাঃ স্বপ্নদৃশ্যার্থাঃ কতি কতি ন বীক্ষিতাঃ, অপি তু বহবো বীক্ষিতাঃ। জাগ্রতেবেতি জাগ্রৎসময়ে যথানুভূয়ন্তে তথৈবেত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

২৮। মাতা যশোদা যেন শ্রীভগবানের মুখকমলে নির্নিমেষভাবে নয়ন অর্পণ করিয়াছেন। এস্থলে 'ইব'কার উৎপ্রেক্ষায়, অর্থাৎ স্বভাবতঃ প্রতিমার নির্নিমেষ নয়ন; কিন্তু শ্রীভগবান উহাকেই পূর্ববৎ স্নেহবশতঃ নির্নিমেষ দৃষ্টি বলিয়া মনে করিলেন; পরন্তু উহা দৃষ্টিত্বভানমাত্র। অতএব ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, এখনও শ্রীভগবানের মোহ সম্যক্ অপগম হয় নাই।

২৯। শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে যেমন ব্রজে ছিলেন, এখনও তেমনি ব্রজেই আছেন; এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সেই ব্রজবাসকেই সত্য এবং মথুরা গমনাদি মিথ্যা মনে করিয়া অর্থাৎ মথুরাগমনাদি সমস্তই স্বপ্নানুভবের ন্যায় বিবেচনা করিয়া নিজ মাতা যশোদার সমীপে উহাই 'অদ্য প্রভাতে' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন। মাতঃ! অদ্য আমি প্রভাতে কত কত আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিলাম; আবার জাগ্রত সময়ে যেরূপ বিষয়ানুভব হয়, স্বপ্নেও ঠিক সেইরূপ অনুভব হইয়াছে।

৩০। মধুপুর্যামিতো গত্বা দুষ্টাঃ কংসাদয়ো হতাঃ।
জরাসন্ধাদয়ো ভূপা নির্জিতাঃ সুখিতাঃ সুরাঃ॥

৩১। নির্মিতাম্ভোনিধেস্তীরে দ্বারকাখ্যা মহাপুরী।
নান্যবৃত্তানি শক্যন্তেঽধুনা কথয়িতুং জবাৎ॥

৩২। অনেন স্বপ্নবিঘ্নেন দীর্ঘেণ স্বান্তহারিণা।
অন্যবাসরবৎ কালে শয়নান্নোত্থিতং ময়া॥

মূলানুবাদ

৩০। দেখিলাম, আমি এখান হইতে মধুপুরে গমন করিয়া দুষ্ট কংসাদিকে নিহত করিয়াছি। জরাসন্ধাদি রাজগণকে পরাজয় করিয়া দেবতাগণকে সুখী করিয়াছি।

৩১। আবার মহাসমুদ্রতীরে দ্বারকানাম্নী মহাপুরী নির্মাণ করিয়াছি, ইত্যাদি বহু কিছু দেখিলাম; কিন্তু তাহা আর এখন শীঘ্র বলিতে পারিতেছি না।

৩২। এইপ্রকার দীর্ঘতর মনোহর স্বপ্ন দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় আজ আমি অপরাপর দিনের মত যথাসময়ে শয্যা হইতে উঠিতে পারি নাই।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩০। তানেব সংক্ষেপেণ কথয়তি—মধ্বিতি সার্দ্ধেন। সুরাঃ সুখীকৃতাঃ নরকবধাদিনা॥

৩১। অম্ভোনিধের্লবণসমুদ্রস্য তীরে। তদ্বৃত্তানি সর্বাণ্যেব বিবৃত্য কথয়েতি চেত্তত্রাহ—নেতি। অধুনা গোসঙ্গত্যা বনগমনসময়ে। অতএব জবাদ্‌বেগেন॥

৩২। তথাপি চিরমনিমেষাবলোকাং তাং পশ্যন্ নিজ নিদ্রাবাহুল্যেন কিঞ্চিদস্বাস্থ্যশঙ্কয়া মাতুর্মনোদুঃখং সম্ভাব্য তাং সান্ত্বয়তি—অনেনেতি স্বপ্নরূপেণ বিঘ্নেন। স্বান্তং হর্ত্তুং শীলমস্যেতি তথা তেন। কালে উষসি; নোত্থিতম্ উত্থাতুং ন শক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩০-৩১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৩২। যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন, তথাপি মাতা যশোদা দীর্ঘকাল নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়াছেন, তাহা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন, আমার নিদ্রাবাহুল্যবশতঃ কিঞ্চিৎ অস্বাস্থ্য আশঙ্কা করিয়া মাতার মনের দুঃখ হওয়া সম্ভব; তাই শ্রীভগবান মাতাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য বলিলেন, মা, দীর্ঘকালব্যাপী এই মনোহর স্বপ্নরূপ বিঘ্নবশতঃ আজ উষাকালে শয্যা হইতে উঠিতে পারি নাই।

৩৩। **ভো আর্য তন্মহাশ্চর্য্যমসম্ভাব্যং ন মন্যতে।**
ভবতা চেত্তদারণ্যে গত্বা বক্ষ্যামি বিস্তরাৎ॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৩৪। **এবং সম্ভাষ্য জননীমভিবন্দ্য স সাদরম্।**
বনভোগ্যেপ্সুরালক্ষ্য রোহিণ্যোক্তোঽহত্যভিজ্ঞয়া॥

মূলানুবাদ

৩৩। হে আর্য! আপনি যদি সেই মহা আশ্চর্য স্বপ্নবৃত্তান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে না করেন, তবে আমি বনে গিয়া সবিস্তারে বলিব।

৩৪। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ এই প্রকারে ভ্রাতা শ্রীবলদেবকে সাদর সম্ভাষণ ও জননীকে অভিবাদন করিলেন। পরে বন্যভোজনে উপযোগী খাদ্য-সামগ্রীর অভিলাষে হস্তপ্রসারণ লক্ষ্য করিয়া বিচক্ষণা শ্রীরোহিণীদেবী বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৩। বহুকালাচরিতান্যেতানি বিচিত্রাণি কর্মাণি প্রাতঃকালীনক্ষণিকস্বপ্নমধ্যে কথমনুভূতান্যেবমসম্ভাবয়ন্তমিব মত্বা শ্রীবলদেবমাহ—ভো ইতি। তৎ স্বপ্নদৃষ্টম্॥

৩৪। বনে যদ্‌ভোগ্যং দধ্যোদনাদি তৎপ্রাপ্তুমিচ্ছুঃ স ভগবান্ আলক্ষ্য শ্রীহস্তপ্রসারণমুদ্রাদিলক্ষণেন জ্ঞাত্বোক্তঃ। অত্যভিজ্ঞয়া পরমবিচক্ষণয়েত্য-স্যায়মর্থঃ—এষা যশোদা প্রতিমা কিঞ্চিদ্দাতুং প্রতিবক্তুঞ্চ স্বত এবাশক্তা, তদযদি অস্যাঃ সকাশাৎ ভোগস্য প্রতিবচনস্য চাপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণস্য প্রতিমেয়মিতি বুদ্ধিঃ স্যাত্তদা পূর্ববৎ পুনরপি মহানর্থাপত্তিঃ স্যাদিতি তৎসম্বরণায় চাতুর্যমকরোদিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৩। শ্রীবলদেব যদি সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত অবাস্তব বলিয়া মনে করেন, কারণ, বহুকালব্যাপী যে কংসবধাদি ঘটনা, তাহা সহসা কিরূপে প্রাতঃকালীন ক্ষণিক স্বপ্নমধ্যে অনুভূত হইল? প্রত্যুত, উহা অসম্ভব বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'ভো আর্য! আপনি যদি উহা অসম্ভব বলিয়া মনে না করেন, তবে আমি সবিস্তারে বলিব।

৩৪। বনে গিয়া শ্রীভগবান যে দধি ওদনাদি ভোজন করিবেন, সেই

ভোজনোপযোগী বস্তুর অভিলাষে করদ্বয় প্রসারণ করিলেন; সেইপ্রকার শ্রীহস্তপ্রসরণাদিচিহ্ন দেখিয়া পরমবিচক্ষণা শ্রীরোহিণীদেবী ভাবিলেন, এই যশোদা প্রতিমা, সুতরাং কোন বস্তু প্রদানে বা প্রত্যুত্তর প্রদানে স্বভাবতঃ অক্ষমা; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যদি ইহার নিকট হইতে ভোজ্য বস্তু বা প্রত্যুত্তর না পান, তবে ইহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমাবুদ্ধি হইলে পূর্ব্ববৎ মহানর্থ সংঘটিত হইবে। অতএব সেই অনর্থপাত সম্বরণ করিবার জন্য চাতুর্য সহকারে শ্রীরোহিণীদেবী বলিতে লাগিলেন।

শ্রীরোহিণ্যুবাচ—

৩৫। ভো বৎস তব মাতাদ্য তন্নিদ্রাধিক্যচিন্তয়া।
ত্বদেকপুত্রা দুঃস্থেব তদলং বহুবার্তয়া॥

৩৬। অগ্রতো নিঃসৃতা গাস্ত্বং গোপাংশ্চানুসর দ্রুতম্।
ময়োপস্কৃত্য সদ্ভোগ্যং বনমধ্যে প্রহেষ্যতে॥

মূলানুবাদ

৩৫। শ্রীরোহিণীদেবী বলিলেন, হে বৎস! তোমার মাতা অদ্য তোমার নিদ্রাধিক্য চিন্তা করিয়া কিছু যেন অসুস্থ হইয়াছেন! কারণ, তুমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র। অতএব আর অধিক কথাবার্তায় প্রয়োজন নাই।

৩৬। গাভী ও গোপবালকেরা অগ্রেই বাহির হইয়া গিয়াছে, তুমিও সত্বর তাহাদের অনুসরণ কর। অমি উৎকৃষ্ট খাদ্য-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া বনে পাঠাইয়া দিব।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৫। অদ্য যত্তদীয়নিদ্রায়া আধিক্যং বাহুল্য তস্য চিন্তয়াঽনুসন্ধানেন শরীরাস্বাস্থ্যাদিশঙ্কয়েত্যর্থঃ। দুঃস্থা দুঃখিনী অস্বস্থা বাভূৎ। যতস্ত্বমেবৈকঃ পুত্রো যস্যাঃ সা। ইবেত্যনেন মাতৃবৎসলস্য তস্য মাতৃদৌস্থ্যসম্ভাবনয়া মনোদুঃখং বারয়তি। তত্তস্মাৎ বহ্ব্যা বার্তয়া গোষ্ঠ্যা অলং প্রয়োজনং নাস্তি॥

৩৬। তর্হি ময়াপ্যত্রৈব স্থাতব্যম্, বনে গত্বা চ কিং ভোক্তব্যমিতি বাল্যলীলাং প্রকাশয়ন্তমাহ—অগ্রত ইতি। সৎ উৎকৃষ্টং দ্রুতং প্রহেষ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৫-৩৬। বৎস! তোমার জননী অদ্য তোমার নিদ্রাধিক্য চিন্তা করিয়া কিছু যেন অসুস্থ হইয়াছেন। অর্থাৎ তোমার শরীর অসুস্থতার আশঙ্কা করিয়াই তিনি অসুস্থ হইয়াছেন। কারণ, তুমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র। এস্থলে মাতার দুঃখ ভাবিয়া মাতৃবৎসল শ্রীকৃষ্ণের মনে দুঃখ উৎপন্ন হইতে পারে, তাই মূলে 'দুঃস্থেব' পদে 'ইব'কার দ্বারা সেই দুঃখ নিরাশ করা হইয়াছে। অতএব আর অধিক কথায় প্রয়োজন নাই। আচ্ছা, তাহা হইলে আমি এখানেই থাকি, বনগমনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, আর যদি বনে গমন করি, তাহা হইলে বনে গিয়াই বা খাইব কি? সেইজন্য শ্রীরোহিণীদেবী তাঁহার বাল্যলীলা-প্রকাশপূর্বক বলিলেন, গাভীসকল ও গোপগণ অগ্রেই বনে গমন করিয়াছে। তুমি সত্বর তাহাদের অনুগমন কর। আমি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্য-সামগ্রী শীঘ্র প্রস্তুত করিয়া বনে পাঠাইয়া দিব।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৩৭। তথা বদন্তীং সুস্নিগ্ধাং রোহিণীঞ্চাভিবাদ্য সঃ।
স্থিতং করতলে মাতুর্নবনীতং শনৈর্হসন্॥
৩৮। চৌর্যেণৈব সমাদায় নিজজ্যেষ্ঠং সমাহ্বয়ন্।
অপ্রাপ্যাগ্রে গবাং সঙ্গে গতং ন বুভুজে ঘৃণী॥

মূলানুবাদ

৩৭-৩৮। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, স্নেহময়ী শ্রীরোহিণীদেবীর এই কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিবাদন করতঃ (প্রতিমারূপা) মাতা যশোদার করতলস্থিত নবনীত হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে চুরি করিয়া লইয়া জ্যেষ্ঠ বলদেবকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু তিনি অগ্রে গাভীগণের সহিত গমন করায়, তাঁহাকে না পাইয়া মমতাবশতঃ স্বয়ংও ঐ নবনীত ভোজন করিলেন না।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৩৭-৩৮। সুস্নিগ্ধামিতি। যশোদাতুল্যত্বেন তস্যা বচনে তস্য বিশ্বাসং ধ্বনয়তি। অভিবাদ্য পাদয়োর্নমামীতি বাচা নত্বা স ভগবান্ কৃষ্ণঃ মাতুঃ প্রতিমারূপায়া যশোদায়া করতলে স্থিতং নবনীতং চৌর্যেণৈব যথা যশোদয়া ন জ্ঞায়তে তথেত্যর্থঃ। শনৈঃ সমাদায় গবাং সঙ্গে অগ্রে গতং নিজজ্যেষ্ঠং বলরামং সহভোজনার্থং সমাহ্বয়ন্নপি তম প্রাপ্য ন বুভুজে তদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। যতো ঘৃণী দয়ালুঃ। তস্যাঃ করতলে নবনীতস্থিতিশ্চ নবনীতপ্রিয়স্য পুত্রস্য নিমিত্তং শ্রীযশোদায়া হস্তে সদা নবীনতাবস্থিত্যা বিশ্বকর্মণাপি তথৈব তৎপ্রতিমারচনাৎ। অগ্রে গতমিতি চ নিজানুজস্য স্বাস্থ্যমিবালক্ষ্য তস্য বনভোগ্যেপ্সায়াঃ পূর্বমেব রামোঽগ্রতো গত ইতি জ্ঞেয়ম্। তচ্চ কৃষ্ণস্য গোপীভিঃ সহ স্বৈরসম্ভাষণেঽসঙ্কোচায় পূর্বমপি ব্রজে তথৈব বৃত্তিরিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৭-৩৮। সুস্নিগ্ধা শ্রীরোহিণীদেবীর বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রতিমারূপা যশোদাকেই স্বীয় জননী বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। অর্থাৎ যশোদাতুল্যত্ব বলিয়া শ্রীরোহিণীদেবীর বচনে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বাস ধ্বনিত হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিবাদন (পাদপদ্মে প্রণাম) করিয়া প্রতিমরূপা যশোদার করতলস্থিত নবনীত

ধীরে ধীরে চুরি করিয়া অর্থাৎ মা যশোদা যেমন জানিতে না পারেন, এমনভাবে হাসিতে হাসিতে চুরি করিয়া লইলেন এবং জ্যেষ্ঠ শ্রীবলদেবের সহিত ভোজন করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। কিন্তু অগ্রে গাভীগণের সহিত গমন-হেতু তাঁহাকে না পাইয়া দয়ালু কৃষ্ণ স্বয়ং ভোজন করিলেন না। নবনীতপ্রিয় পুত্রের নিমিত্ত মাতা-যশোধার হস্তে সর্বদা নবনীত থাকিত বলিয়া বিশ্বকর্মাও এই প্রতিমারূপা যশোদার হস্তে নবনীত রক্ষা করিয়াছেন। নিজানুজ শ্রীকৃষ্ণের অস্বাস্থ্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীবলদেব তাঁহার বন্যভোজনে পূর্বেই বনে গমন করিয়াছেন জানিতে হইবে। ফলিতার্থ এই যে, গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের স্বৈরবিহারাদির (অসঙ্কোচে সম্ভাষণাদির) নিমিত্ত শ্রীবলদেব অগ্রে গাভীগণের সহিত বনে গমন করিয়াছেন, পূর্বেও ব্রজে এইরূপ রীতি ছিল, ইহাই এই বিচারের দিক্‌দর্শন।

৩৯। ভোগ্যং মাধ্যাহ্নিকং চাটুপাটবেন স্বমাতরৌ।
সংপ্রার্থ্য পুরতো গত্বা গোপীঃ সম্ভাষ্য নর্মভিঃ॥

৪০। রুন্ধানো বেণুনাদৈর্গা বর্তমানাং সহালিভিঃ।
রাধিকামগ্রতো লব্ধা সনর্মস্মিতমব্রবীৎ॥

মূলানুবাদ

৩৯-৪০। এই প্রকার বিনয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণ জননীদ্বয়ের নিকট ভোজন-সামগ্রী প্রার্থনা করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হওত প্রথমতঃ পরিহাসবাক্যে গোপীগণকে সম্ভাষণ করিলেন। পরে বেণুনাদে গাভীসকলকে রোধ করিয়া কিছু অগ্রে সখীগণের সহিত বর্তমানা শ্রীমতী রাধিকাকে প্রাপ্ত হইয়া মৃদুহাস্য ও পরিহাসের সহিত বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৩৯-৪০। স্বমাতরৌ যশোদা-রোহিণ্যৌ ভোগ্যং সংপ্রার্থ্য মাতৃ-সন্তোষার্থং সম্যক্ কাকুবাদাদিনা যাচিত্বা ততঃ পুরতোঽগ্রে গত্বা গোপীঃ চন্দ্রাবল্যাদ্যা নর্মভিঃ সম্ভাষ্য ততোঽগ্রতঃ আলিভিঃ সখীভিঃ সহ বর্তমানাং রাধিকাং লব্ধা সঙ্গম্য নর্মণা স্মিতেন চ সহিতং যথা স্যাত্তথাব্রবীদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কিং কুর্বন্। বেণুনাদৈঃ গোনিরোধনসঙ্কেতিত-বেণুবাদ্যৈঃ গাঃ রুন্ধানঃ অগ্রে নিঃসৃতা গা আবৃণ্বন্ স্থগয়ন্নিত্যর্থঃ। এবং পূর্বমপি বনে গচ্ছতো ভগবতো দর্শনাদ্যর্থং শ্রীগোপিকাগৃহেভ্যো নিঃসৃত্য দূরং গতাঃ স্থানে স্থানে সংঘশোঽতিষ্ঠন্নিতি জ্ঞেয়ম্। যথোক্তং পুরস্ত্রীভিদশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৪৪।১৬)—'প্রাতর্ব্রজাৎ ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং, গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্। নির্গত্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ, পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্॥' ইতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৩৯-৪০। এইরূপে নিজ জননী যশোদা-রোহিণীর সন্তোষের নিমিত্ত সম্যক্ বিনয় নম্র-বচনের সহিত মাধ্যাহ্নিক ভোজনসামগ্রী প্রার্থনা করিলেন, পরে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া প্রথমতঃ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণকে নর্মপরিহাসবাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। পরে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে সখীগণের সহিত সম্মুখভাগে অবস্থিতা শ্রীমতী রাধিকাকে প্রাপ্ত হইলেন এবং মৃদু হাস্যের সহিত পরিহাসপূর্বক

বলিতে লাগিলেন। কিরূপে? বেণুনাদে, অর্থাৎ গো-নিরোধন-সঙ্কেতিত-বেণুবাদ্যে অগ্রগামী গাভীসকলকে রোধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সম্ভাষণ করিলেন। এইরূপ পূর্বেও ব্রজে বনগমনোদ্যত শ্রীভগবানের দর্শন নিমিত্ত শ্রীগোপীগণ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে সংঘবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেন জানিতে হইবে। এবিষয় দশমস্কন্ধে পুরস্ত্রীগণের সংলাপ এইরূপ,—'বেণুবাদন করিতে করিতে গাভীসকলের সহিত প্রাতঃকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বনে গমন করেন এবং সায়ংকালে ব্রজে আগমন করেন, তখন ইঁহার বেণুরব শ্রবণে ভূরিপুণ্যা অবলাসকল গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পথিপার্শ্বে অবস্থান করতঃ ইঁহার সদয় দৃষ্টির সহিত মৃদুমধুর-হাস্যবদন অবলোকন করিয়া থাকেন।

শ্রীনন্দনন্দন উবাচ—

৪১। প্রাণেশ্বরি রহঃপ্রাপ্তং ভক্তমেকাকিনঞ্চ মাম্।
সম্ভাষসে কথং নাদ্য তৎ কিং বৃত্তাসি মানিনী॥

মূলানুবাদ

৪১। শ্রীনন্দনন্দন বলিলেন, প্রাণেশ্বরি! আমি তোমার একান্ত ভক্ত। আমাকে নির্জনস্থানে পাইয়াও কি জন্য কথা বলিতেছ না? তবে কি তুমি মানিনী হইয়াছ?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪১। অপ্যর্থে চকারঃ। সর্বত্রৈব যথেষ্টং সম্বন্ধনীয়ঃ। ততশ্চ রহঃ প্রাপ্তমপীত্যাদি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪২। অপরাদ্ধং ময়া কিন্তে নূনং জ্ঞাতমহো ত্বয়া।
সর্বজ্ঞেঽদ্যতনস্বপ্নবৃত্তং তত্তন্মমাখিলম্॥

মূলানুবাদ

৪২। আমি কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? হাঁ, হাঁ, আমি বুঝিয়াছি, তুমি সর্বজ্ঞ, তাই আমার অদ্যকার স্বপ্নবৃত্তান্ত আমূল বিদিত হইয়াছ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪২। তস্যা মানে চ প্রকটং কারণানন্তরমনাকলয়ন্ নিজং তৎস্বাপ্নিকমেব তন্নিদানত্বেনোদ্ভাবয়তি—অপেতি। নূনং বিতর্কে; অহো আশ্চর্যম্; হে সর্বজ্ঞে! মম যোঽদ্যতনঃ স্বপ্নস্তস্য বৃত্তং তত্তৎ পূর্বোদ্দিষ্টং বক্ষ্যমাণং চাখিলমেব ত্বয়া জ্ঞাতম্। এবং মদীয়-স্বাপ্নিকাপরাধাদেব ত্বয়া মানঃ কৃতোঽস্তি, ততশ্চ পরজনস্বপ্নবৃত্তজ্ঞানাৎ সত্যমেব ত্বং সর্বজ্ঞাসীতি ভাবঃ। এতাদৃশ্যুক্তিপরিপাটী চ মান ভঞ্জনার্থা। ন চ মন্তব্যং প্রতিমাসু ভগবত এতাদৃশং বচনাদিকং কথং ঘটেতেতি যতঃ পূর্বমপি ব্রজে শ্রীভগবতীনামাসং নিরন্তরপ্রেমবৈবশ্যেন জড়তাপত্তেঃ প্রতিমাতুল্যত্বমেব। কেদাচিদ্বা কৃষ্ণস্য বৈদগ্ধীপ্রভাবেণ নর্মক্রীড়াদিকং যদ্বৃত্তম, তত্র চাধুনা ভাববিশেষপ্রাপ্ত্যা স্বস্মিন্ মানানুমানেন মৌনাদ্যনুসন্ধানাত্তস্য তাদৃশবচনাদিকং সর্বং সঙ্গচ্ছত এবেতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪২। শ্রীরাধিকার মান করিবার কোন প্রকট কারণান্তর না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ আপনার স্বাপ্নিক বৃত্তান্তকেই মানের নিদান বলিয়া স্থির করিলেন; তাই 'অপরাদ্ধং' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, আমি কি তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি? এস্থলে 'নূনং' শব্দ বিতর্কে। হে সর্বজ্ঞে? তুমি বোধ হয় আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত (যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে এবং এখনও বলা হইবে) সমস্তই জ্ঞাত হইয়াছ। এইরূপ মদীয় স্বাপ্নিক অপরাধের জন্যই কি তুমি মানিনী হইয়াছ? কিন্তু সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত অপর কেহই জানে না। অতএব তুমি সত্যই সর্বজ্ঞা। শ্রীভগবানের এতাদৃশ বচন-পরিপাটি কেবল মানভঞ্জনের নিমিত্তই জানিতে হইবে। এরূপ মন্তব্য করিতে পার না যে, প্রতিমারূপা শ্রীরাধিকার প্রতি তাঁহার এতাদৃশ বচনাদি সংঘটিত হইল

কিরূপে? ইহার কারণ শ্রবণ কর; পূর্বেও ব্রজে এই ভগবতী শ্রীরাধিকার প্রেমবৈবশ্যের জন্য নিরন্তর জড়তাপত্তি-হেতু প্রতিমাতুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতেন, কখন বা শ্রীকৃষ্ণের বৈদগ্ধী-প্রভাবে নর্মক্রীড়াদিতেও তাঁহার এতাদৃশ জাড্যভাব দৃষ্ট হইত; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণ এমন কোন এক বিশেষ ভাবাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং সেই অবস্থায় তিনি শ্রীরাধিকার মৌনমুদ্রার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের প্রতি তাঁহার মানোদয় অনুমান করিয়া তাদৃশ বচনাদি প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া সমস্তই সুসঙ্গত হইতেছে, ইহাই এই সিদ্ধান্তের দিক্‌দর্শন।

৪৩। ত্বাং বিহায়ান্যতো গত্বা বিবাহা বহবঃ কৃতাঃ।
তাসাং ক্ষিতিপপুত্রীণামুদ্যতানাং মৃতিং প্রতি।
পুত্রপৌত্রাদয়স্তত্র জনিতা দূরবর্ত্তিনা॥

৪৪। অস্তু তাবদিদানীং তদ্গম্যতে ত্বরয়া বনে।
সন্তোষদে প্রদোষেঽদ্য ময়া ত্বং মোদয়িষ্যসে॥

মূলানুবাদ

৪৩। হে প্রিয়তমে! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমাকে ত্যাগ করিয়া দূরবর্তী দ্বারকায় গমন করিয়াছি এবং ঐ স্থানে অনেক বিবাহ করিয়াছি। বিবাহের কারণ শুন, আমার জন্য মরণোদ্যতা বলিয়া সেই রাজপুত্রীসকলকে বিবাহ করিয়াছি এবং তাহাদের গর্ভে বহু বহু পুত্রোৎপাদন করিয়াছি। ঐ সকল পুত্রের আবার পুত্র জন্মিয়াছে।

৪৪। আপাততঃ সে সকল কথা থাকুক, এখন আমি সত্বর বনে গমন করিতেছি। অয়ি সন্তোষদায়িনি! আমি অদ্য প্রদোষে তোমাকে আনন্দিত করিব।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৪৩। স্বপ্নবৃত্তমেবাহ—ত্বামিতি। অন্যতো মথুরাদৌ দূরে দ্বারকাদৌ বর্ত্তিনা ময়া॥

৪৪। তৎ স্বপ্নবৃত্তং তদীয়মানিনীত্বং বা ইদানীমস্তু যত ইদানীং ত্বরয়া বনে গম্যতে ময়া॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৩-৪৪। শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমারূপা শ্রীরাধিকাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিতেছেন, দেবি! স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, আমি যেন তোমাকে ত্যাগ করিয়া মধুপুরে, তথা মধুপুরী হইতে দূরবর্তী দ্বারকাপুরে গমন করিয়াছি। যাহা হউক, এখন সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত বা তোমার মানিনীত্বের কথা থাকুক। কারণ, আমি সত্বর বনে গমন করিতেছি। অয়ি সন্তোষদায়িনি! আমি আজ সায়ংকালে তোমাকে আনন্দিত করিব।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৪৫। ইত্থং সপুষ্পবিক্ষেপং বদন্ দৃষ্ট্বা দিশোঽখিলাঃ।
তাং সচুম্বনমালিঙ্গ্য গোগোপৈঃ সঙ্গতোঽগ্রতঃ॥

৪৬। অদৃষ্টপূর্বং ব্রজবেশমদ্ভুতং মহামনোজ্ঞং মুরলীরবান্বিতম্।
যদান্বভূৎ স্নেহভরেণ দেবকী, তদৈব বৃদ্ধাপ্যজনি স্নুতস্তনী॥

মূলানুবাদ

৪৫। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, এই প্রকার স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া শ্রীনন্দনন্দন শ্রীরাধিকার গাত্রে পুষ্প নিক্ষেপ করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতঃ তাঁহাকে চুম্বনের সহিত আলিঙ্গন করিয়া অগ্রগামী গো ও গোপগণের সহিত মিলিত হইলেন।

৪৬। শ্রীদেবকীদেবী শ্রীকৃষ্ণের অদৃষ্টপূর্ব এবং মহামনোহর মুরলীবাদনপরায়ণ অদ্ভুত ব্রজবেশ যখন দর্শন করিলেন, তখন বৃদ্ধা হইলেও স্নেহভরে তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৪৫। পুষ্পাণাং বিক্ষেপং শ্রীরাধায়াং প্রক্ষেপস্তেন সহিতং যথা স্যাত্তথা ইত্থমুক্তপ্রকারং বদন্। গোভির্গোপৈশ্চ সহাগ্রতো গত্বা মিলিত ইত্যর্থঃ॥

৪৬। এবং ব্রজজনেষু ভগবতো ভাববিশেষমুক্ত্বেদানীমেতৎ প্রাক্তনমন্যেষামপি বৃত্তং যথাপ্রসঙ্গং কথয়ন্ তেষামেব মাহাত্ম্যবিশেষসিদ্ধয়ে তদীয়বন্যবেশাদ্যনুভবেন দেবক্যাদীনাং ভাববিশেষাবির্ভাবমাহ—অদৃষ্টেতি চতুর্ভিঃ। বৃদ্ধা গতবয়া ইতি স্তন্যপ্রস্রবাসম্ভব উক্তঃ। তথাপি স্নেহভরেণ স্নুতৌ প্রস্নুতক্ষীরৌ স্তনৌ যস্যাস্তথাভূতা জাতা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৫। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৪৬। এই প্রকারে ব্রজজনের প্রতি শ্রীভগবানের ভাববিশেষের কথা বলিয়া ইদানীং তাঁহার অন্যান্য পূর্বতন বৃত্তান্ত প্রসঙ্গের সহিত উত্থাপন করতঃ পরে ব্রজজনের মাহাত্ম্যবিশেষ সিদ্ধির নিমিত্ত তদীয় বন্যবেশাদি অনুভবের দ্বারা দেবকী প্রভৃতির যে বিশেষ বিশেষ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাই 'অদৃষ্টপূর্বং' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে বলিতেছেন। দেবকী বৃদ্ধা হইলেও (স্তন্য প্রস্রবণের বয়স গত হইলেও অর্থাৎ স্তন্য ক্ষরণ অসম্ভব হইলেও) স্নেহভরাক্রান্ত-হেতু তাঁহার স্তন্য ক্ষরিত হইতে লাগিল।

৪৭। রুক্মিণী-জাম্ববত্যাদ্যাঃ পুরানুত্থেন কর্হিচিৎ।
মহাপ্রেম্ণা গতা মোহং ধৈর্য্যহান্যাপতন্ ক্ষিতৌ॥

মূলানুবাদ

৪৭। শ্রীরুক্মিণী-জাম্ববতী প্রভৃতি কতিপয় মহিষী অভূতপূর্ব মহাপ্রেমে ধৈর্যচ্যুত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৭। সহজমহাধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদিযুক্তা অপি শ্রীরুক্মিণ্যাদয়ঃ কামবিশেষো-দয়েনামুহ্যন্নিত্যাহ—রুক্মিণীতি। আদ্য-শব্দেন মিত্রবিন্দা-সত্যা-ভদ্রা- লক্ষ্মণাদয়ঃ। কর্হিচিৎ কদাচিদপি পুরানুত্থেন পূর্বমজাতেন মহাপ্রেম্ণা যা ধৈর্য্যস্য হানিস্তয়া মোহং গতাঃ সত্যঃ ক্ষিতাবপতন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৭। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীবৃন্দ স্বভাবতঃ মহাধৈর্যশীলা ও মহাগাম্ভীর্যাদিযুক্তা হইলেও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত গোপবেশ দর্শনে কামবিশেষে অর্থাৎ মহাপ্রেমের অভ্যুদয়বশতঃ মোহপ্রাপ্ত হইলেন। আদি শব্দে মিত্রবিন্দা, সত্যা, ভদ্রা, লক্ষ্মণাদি মহিষীবৃন্দ। তাহার মধ্যে কতিপয় মহিষী (অভূতপূর্ব মহাপ্রেমের প্রভাবে ধৈর্যহানিবশতঃ) মোহপ্রাপ্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

৪৮। বৃদ্ধা চ মত্তা সহ সত্যভাময়া, কামস্য বেগাদনুকুর্বতী মুহুঃ।
আলিঙ্গনং চুম্বনমপ্যধাবদ্ধর্ত্তুং বাহুযুগং প্রসার্য্য॥

মূলানুবাদ

৪৮। বৃদ্ধা পদ্মাবতী শ্রীসত্যভামার সহিত কামবেগে মত্ত হইয়া বারংবার বাহু প্রসারণাদি দ্বারা আলিঙ্গনের অভিনয় অর্থাৎ অধর-চালনাদি মুদ্রা দ্বারা চুম্বনের অভিনয় করিতে করিতে শ্রীহরিকে ধরিবার জন্য ধাবিত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৮। শ্রীসত্যভামা-পদ্মাবত্যোশ্চ মহোন্মাদো বভূবেত্যাহ—বৃদ্ধা চেতি। আলিঙ্গনমনুকুর্বতী বাহুপ্রসারণাদিনাভিনয়ন্তী কুর্বতীবেতি বা। চুম্বনমপ্যধর-চালনমুদ্রাদিনুনাকুর্বতী হরিং শ্রীকৃষ্ণং ধর্তুমাধবৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৮। শ্রীসত্যভামার সহিত বৃদ্ধা ও মত্তা পদ্মাবতীও মহা উন্মাদদশা প্রাপ্ত হইলেন। অর্থাৎ কামবেগবশতঃ পুনঃপুন বাহু প্রসারণাদি দ্বারা আলিঙ্গনের অভিনয় ও অধর-চালনা মুদ্রাদি দ্বারা চুম্বনের অভিনয় করিতে করিতে শ্রীহরিকে ধারণ করিতে ধাবিত হইলেন।

সারশিক্ষা

৪৮। ব্রজলীলার উপযোগী শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশ অর্থাৎ পরম মনোহর দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য দর্শন করিলে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, কি পশুপক্ষী-বৃক্ষাদিরও চিত্ত বিমোহিত হয়। এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও বিস্ময় জন্মে। তাহাই (শ্রীভা) লিখিত আছে—'শ্রীকৃষ্ণের অব্যক্ত মধুরশব্দরূপ অমৃতায়মান মুরলীনাদে সম্মোহিত হইয়া ত্রিজগতের কোন্ স্ত্রী না পাতিব্রত্য-ধর্ম হইতে বিচ্যুত হয়? অর্থাৎ সকলেই বিচলিত হয়। এমন কি ঐরূপ দর্শনে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতিও পুলকিত হইয়া থাকে।' তাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—'পদ্মাবতীরও কন্দর্পচেষ্টা হইতেছে।' ইহার রহস্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের রূপই এতাদৃশ অদ্ভুত, যাহার প্রভাবে ভিন্ন ভিন্ন রতির আচ্ছাদন সত্ত্বেও উক্ত মধুররতি উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। কিন্তু কংসমাতা পদ্মাবতীর তাদৃশ কোন স্থায়ীভাব ছিল না।

অতএব পরমানন্দস্বরূপ রসই অন্যান্য ভাব বা উপাধির মধ্য দিয়া প্রকাশিত

হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়; কিন্তু আস্বাদ্যমান আনন্দরূপে একবিধই হইয়া থাকে। সেইজন্য অলঙ্কার কৌস্তুভে উক্ত আছে—

রসস্যানন্দধর্ম্মত্বাদৈকধ্যং ভাব এব হি।
উপাধি ভেদান্নানাত্বং রত্যাদয় উপাধয়ঃ॥

বস্তুতঃ রস পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া একবিধই হইয়া থাকে। ভাবই রত্যাদি উপাধিভেদে নানাত্ব প্রাপ্ত হয়। যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ইত্যাদি। এ সম্বন্ধে নিগূঢ় রহস্য এই যে,

আনন্দচিন্ময়রসাত্মতয়া মনঃসু
যঃ প্রাণিনাং প্রতিফলন্ স্মরতামুপেত্য।
লীলায়িতেন ভুবনানি জয়ত্যজস্রং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ (ব্রহ্মসংহিতা)

যিনি আনন্দচিন্ময় (উজ্জ্বলাখ্য) প্রেমরসাত্মকরূপে প্রাণীগণের মধ্যে (স্বীয় অংশচ্ছুরিত পরমাণুতে) প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, পরে যিনি আবার স্মররূপে লীলা-দ্বারা নিখিল বিশ্বকে জয় করেন, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

এই প্রকার উপাধিতে প্রতিবিম্বিত উজ্জ্বল প্রেমরসই নানাত্ব প্রাপ্ত হয় কিন্তু মায়িক উপাধিযোগ স্মররূপে প্রতীয়মান হয়। অর্থাৎ এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ মন্মথরূপে রসের পরম কারণ হইলেও কেবল মায়িক জগতে মায়া-সম্বন্ধে উহা দূষিত হইয়া থাকে; কিন্তু রসবস্তু তত্ত্বতঃ দোষগন্ধশূন্য।

এইরূপে জাগতিক সুখকর-পদার্থরূপে যাহা কিছু প্রতিভাত হয়, তাহাও সেই আনন্দচিন্ময়রসাত্মক আনন্দের বিভ্রমমাত্র; যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আমাদের চিত্ত আনন্দলাভ করে, সেই বস্তুও আনন্দরসবিভ্রম, আবার হৃদয়ের যে আনন্দানুভূতি, তাহাও মূলতঃ সেই আনন্দচিন্ময়রস। অতএব আনন্দই এখানে ব্যাপ্য-ব্যাপকরূপে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

অতএব পরমানন্দস্বরূপ রসই উচ্ছলিত হইয়া নিজে নিজেকে সৃষ্টি করেন, লীলার দ্বারা আনন্দ দান করেন। অতএব আনন্দই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া বস্তুরূপে উহার প্রতিফলন একটি বাহ্যপ্রক্রিয়ামাত্র।

জীব কিন্তু স্বরূপতঃ আনন্দ বস্তু হইলেও অণু-আনন্দ (এবং সেই অণু-আনন্দও মায়ার দুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত; সুতরাং জীব সেই আবরণ ভেদ করিয়া স্ব-স্বরূপগত আনন্দের কাছে যাইতে পারে না। এইজন্য জীব পরস্পরকে ভালবাসিয়া তৃপ্ত হইতে পারে না; তাই জীবগণ ক্রমশঃ আনন্দাস্পদ বস্তুসকল তন্ন তন্ন পরীক্ষা করিয়া, একটির পর একটি বর্জন করিয়া নূতন আনন্দাস্পদ বস্তুর সন্ধানে ব্যাকুল হয়; অবশেষে পরমানন্দস্বরূপ ভগবানেই আনন্দের পর্যবসান হয়। অতএব জগতে কোন জীবই কোন জীবের আনন্দের আস্পদ হইতে পারে না।

৪৯। পুরা তদর্থানুভবাদিবাসৌ, কথঞ্চিদাদিত্যসুতাবলম্ব্য।
শমং সমং প্রাজ্ঞবরোদ্ধবেন, বলাদ্বিকৃষ্যাবরুরোধ তে দ্বে॥

মূলানুবাদ

৪৯। পূর্বে ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশাদির সাক্ষাৎ অনুভব-হেতু বুদ্ধিমতী আদিত্যসুতা শ্রীকালিন্দী অতিকষ্টে ধৈর্যধারণ করিলেন এবং শ্রীউদ্ধবের সাহায্যে বলপূর্বক সেই দুইজনকে আকর্ষণপূর্বক পথরোধ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৪৯। পুরা পূর্ব্বং ব্রজভূমৌ তস্যার্থস্য বন্যবেশাদেরনুভাবদ্ধেতোঃ ইবেত্যুৎপ্রেক্ষায়াং বস্তুতো ভগবন্মোহাপগমার্থং ব্রহ্মকৃতোপায়রক্ষার্থমেব পরমযত্নেন শান্ত্যবলম্বনাৎ। অসৌ তত্তদ্‌ব্রজক্রীড়াসম্বন্ধসৌভাগ্যবতী আদিত্যসুতা শ্রীকালিন্দী কথঞ্চিচ্ছমমবলম্ব্য। যতঃ প্রাজ্ঞবরা; এতচ্চ অত্যভিজ্ঞয়েতি পূর্ব্বোক্তবদূহ্যম্। উদ্ধবেন সমং সহিতা। তে সত্যভামাপদ্মাবত্যৌ দ্বে ইতি দ্বায়োরাবরণং দ্বাভ্যামেব ঘটত ইতি বোধয়তি। তত্র চ সত্যভামাং কালিন্দীবৃদ্ধাং চোদ্ধব ইতি অভিযুক্তিঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৪৯। পূর্বে ব্রজভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের বন্যবেশাদির অনুভব-হেতুই যেন আদিত্যসুতা শ্রীকালিন্দী কথঞ্চিৎ ধৈর্যাবলম্বন করিলেন; কিন্তু ইহা উৎপ্রেক্ষা হইলেও বস্তুতঃ শ্রীকালিন্দী শ্রীভগবানের মোহ অপগমের নিমিত্ত এবং ব্রহ্মা-কৃত উপায় রক্ষার্থ পরম যত্নে কিঞ্চিৎ শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। যেহেতু, ইনি পূর্বে তত্তৎ ব্রজক্রীড়া-সম্বন্ধ-হেতু পরম সৌভাগ্যবতী ও স্বয়ং প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠা ছিলেন। সেইজন্য শ্রীউদ্ধবের সাহায্যে বলপূর্বক দুইজনকে অবরোধ করিলেন। অর্থাৎ ইনি সত্যভামাদেবীকে এবং শ্রীউদ্ধব পদ্মাবতীকে অবরোধ করিলেন।

৫০। গোবিন্দদেবস্ত্বনুচারয়ন্ গা, গতঃ পুরস্তাদুদধিং নিরীক্ষ্য।
তং মন্যমানো যমুনাং প্রমোদাৎ, সখান বিহারায় সমাজুহাব॥

মূলানুবাদ

৫০। এদিকে শ্রীগোবিন্দদেব গোচারণ করিতে করিতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে সম্মুখে লবণসমুদ্র নিরীক্ষণ করিয়া যমুনাভ্রমে আনন্দিত হওত ঐস্থানে জলবিহারের জন্য সখাগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫০। এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রস্তুতং শ্রীভগবদাচরিতমেবাহ—গোবিন্দেতি। পুরস্তাদগ্রে গতঃ সন্; উদধিং দ্বারকাপুরীং পরিখারূপং লবণসমুদ্রম্; তমুদধিঞ্চ শ্যামকান্ত্যাদিনা যমুনাসাদৃশ্যাৎ যমুনামেব মন্যমানঃ; বিহারায় তত্র বিহর্তুকামঃ; সখীন্ শ্রীদামাদিগোপান্ সম্যক্ তত্তন্নামভিরুচ্চমধুরস্বরেণাহ্বয়ৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫০। এইরূপে প্রাসঙ্গিক বিষয় সমাপন করিয়া প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করিতেছেন, অর্থাৎ প্রস্তাবিত শ্রীভগবদাচরিত বলিতেছেন, 'গোবিন্দ' ইত্যাদি। শ্রীগোবিন্দ গোচারণ করিতে করিতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে পুরোভাগে দ্বারকাপুরীর পরিখারূপ লবণসমুদ্র নিরীক্ষণ করিয়া যমুনাভ্রমে অর্থাৎ সমুদ্রের শ্যামকান্তির সহিত যমুনার সাদৃশ্যবশতঃ তাহাকে যমুনা মনে করিয়া ঐ স্থানে জলবিহার করিতে অভিলাষী হওত শ্রীদামাদি সখাগণের নাম ধরিয়া মধুর উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

৫১। গতাঃ কুত্র বয়স্যাঃ স্থ শ্রীদামন্ সুবলার্জুন।
সর্বে ভবন্তো ধাবন্তো বেগেনায়ান্তু হর্ষতঃ॥

৫২। কৃষ্ণায়াং পায়য়িত্বা গা বিহরাম যথাসুখম্।
মধুরামলশীতাম্বুবাহিন্যামবগাহ্য চ॥

৫৩। এবমগ্রে সরন্ গোভিরম্বুধেনিকটং গতঃ।
মহাকল্লোলমালাভিঃ কোলাহলবতোঽচ্যুতঃ॥

মূলানুবাদ

৫১-৫২। হে শ্রীদাম, হে সুবল, হে অর্জুন, হে সখাগণ, তোমরা কোথায় গিয়াছ? সকলে হর্ষভরে এইস্থানে আগমন কর। আইস, আমরা গাভীসকলকে জলপান করাইয়া এই মধুর-অমল-শীতল-সলিল-বাহিনী যমুনাতে অবগাহন করিয়া সুখে বিহার করি।

৫৩। এই প্রকারে শ্রীঅচ্যুত গাভীসকলের সহিত অগ্রসর হইয়া কোলাহলযুক্ত মহাতরঙ্গমালা-সমাকুল সমুদ্র নিকটে উপস্থিত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫১-৫২। তৎপ্রকারমেবাহ—গতা ইতি দ্বাভ্যাম্। ভো বয়স্যাঃ। কুত্র গতাঃ স্থ। কিমর্থম্? তদাহ—কৃষ্ণকায়ামিতি। অবগাহ্য নিমজ্জ্য॥

৫৩। এবমুক্তপ্রকারেণ গোভিঃ সহাগ্রে সরন্ গচ্ছন্। কথম্ভূতস্য? মহতাং কল্লোলানাং তরঙ্গাণাং মালাভিঃ শ্রেণীভিঃ কৃত্বা কলকলশব্দযুক্তস্য। অনেন যমুনাবৈলক্ষণ্যমুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫১—৫৩। 'গতা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে জলবিহার-প্রকার বলিতেছেন। হে বয়স্যবৃন্দ! তোমরা কোথায় গিয়াছ? সকলে এই স্থানে আগমন কর। কি জন্য? যমুনার জলে অবগাহনপূর্বক সুখে বিহার করিব। এই প্রকারে গাভীসকলের সহিত অগ্রে গমন করিতে করিতে মহাতরঙ্গমালা শোভিত কলকল-শব্দযুক্ত সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই অংশে যমুনার সহিত সমুদ্রের বৈলক্ষণ্য উক্ত হইয়াছে।

৫৪। সর্বতো বীক্ষ্য তত্তীরে প্রকটাং স্বাং মহাপুরীম্।
আলক্ষ্য কিমিদং ক্কাহং কোঽহমিত্যাহ বিস্মিতঃ॥

মূলানুবাদ

৫৪। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে ঐ সমুদ্রের তীরে প্রকাশমানা স্বকীয় মহাপুরী দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "অহো এ কি? আমি কোথায় রহিয়াছি? আমি কে?"

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৪। ততশ্চ সর্বতঃ ইতস্ততো বীক্ষ্য নিরীক্ষণং কৃত্বা। তস্য অম্বুধেস্তীরে প্রকটাং বনাদ্‌বহির্গমনেনাবরণাভাবাদ্ ব্যক্তীভূতাং স্বকীয়াং মহতীং বৃহত্তরাং পুরীং দ্বারকামালক্ষ্য বিস্মিতঃ সন্ স্বস্মিন্নেবাহ—কিমিদং সমুদ্রাদিকং, কিং ব্রজভূমাবস্যাং, কথমেতদভূদিত্যর্থঃ। তর্হি সা ব্রজভূমিরেবেয়ং ন ভবেদিত্যাহ—ক্ক কুত্রাহং বর্তেঽস্মি? দ্বারকায়ামিতি চেত্তর্হি শ্রীনন্দনন্দনস্য মম তদব্রজভূমেরন্যত্র বৃত্তির্ন সম্ভবেদেব। অতোঽন্য এব কোঽপি স্যামিত্যাহ—কোঽহমিতি। যদ্বা, তর্হি দ্বারকায়াং পরম-রাজরাজেশ্বরতায়াঃ পরমবিলক্ষণবেশাদিকমিদং ন সম্ভবতীত্যেবমাত্মা-নমেবানবধারয়ন্নাহ—কোঽহমিত্যেষা দিক্। অলমতিবিস্তরেণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৪। অনন্তর চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে ঐ সমুদ্রতীরে বনাদির আবরণহীন প্রকাশমানা স্বকীয় বৃহত্তর দ্বারকাপুরী দেখিতে পাইয়া সবিস্ময়ে বলিতে লাগিলেন, 'অহো! এ-কি? এই ব্রজভূমিতে সমুদ্রের আবির্ভাব হইল কিরূপে? তবে কি ইহা ব্রজভূমি নহে? আমি কোথায় রহিয়াছি? ইহা কি দ্বারকাপুরী? আচ্ছা, তাহা হইলে আমি শ্রীনন্দনন্দন হইলাম কিরূপে? কারণ, শ্রীনন্দনন্দনের ব্রজভূমি ভিন্ন অন্যত্র অবস্থান অসম্ভব; তাহা হইলে কি আমি নন্দনন্দন নহি? আমি কে? অথবা আমি যদি দ্বারকায় থাকি, তাহা হইলে আমার পরম রাজরাজেশ্বরস্বরূপ ও বেশের সহিত পরম বিলক্ষণ এই ব্রজবেশ সম্ভব হইল কিরূপে? অতএব আমি কে? এস্থলে আর অধিক বিস্তারে প্রয়োজন নাই।

৫৫। ইত্যেবং সচমৎকারং মুহুর্জল্পন্ সহার্ণবম্।
পুরীঞ্চালোচয়ন্ প্রোক্তঃ শ্রীমৎসঙ্কর্ষেণেন সঃ॥

শ্রীবলদেব উবাচ—

৫৬। আত্মানমনুসন্ধেহি বৈকুণ্ঠেশ্বর মৎপ্রভো।
অবতীর্ণোঽসি ভূভারহারায় জ্ঞাপিতোঽমরৈঃ॥

৫৭। দুষ্টান্ সংহর তচ্ছিষ্টান্ প্রতিপালয় সম্প্রতি।
যজ্ঞং পৈতৃস্বসেয়স্য ধর্মরাজস্য সন্তনু॥

মূলানুবাদ

৫৫। এই প্রকার আশ্চর্যান্বিত হইয়া যখন বারংবার জল্পনা করিতে লাগিলেন এবং সমুদ্র ও দ্বারাবতী পুরী অবলোকন করতে লাগিলেন, তখন শ্রীমৎ সঙ্কর্ষণ বলিতে লাগিলেন।

৫৬-৫৭। শ্রীবলদেব বলিলেন, প্রভো বৈকুণ্ঠেশ্বর! আত্মানুসন্ধান কর, তুমি অমরগণের প্রার্থনায় ভূভারহরণার্থ এই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। অতএব সম্প্রতি দুষ্টদিগকে সংহার শিষ্টদিগকে পরিপালন কর। পিতৃস্বসেয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ বিস্তার কর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৫। মুহুরালোচয়ন্ অবলোকয়ন্। যদ্বা, সত্যং মিথ্যা বেত্যাদি প্রকারেণ বিচারয়ন্ সন্; স ভগবান॥

৫৬-৫৭। আত্মানং ভগবন্তম্ অনুসন্ধেহি প্রত্যভিজানীহি। কথং তদাহ—হে বৈকুণ্ঠশ্বরেতি। কিঞ্চ মম শেষস্য প্রভো। স্বামিন্! তর্হি কথমত্রাস্মি? তত্রাহ—অমরৈর্ব্রহ্মাদিভির্জ্ঞাপিতঃ সন্ ভুবো ভারস্য হারায় সংহরণায়াবতীর্ণোঽসি। বৈকুণ্ঠেশ্বরত্বাদিনা আত্মানমনুসন্ধেহীত্যর্থঃ। যদ্বা, অনুসন্ধেহি অনুস্মর। ননু শ্রীনন্দনন্দনমাত্মানমনুস্মরাম্যেব? তত্রাহ—বৈকুণ্ঠেশ্বরত্বাদি। অয়মর্থঃ—সত্যমেব শ্রীনন্দনন্দনস্ত্বমসি;তথাপি বৈকুণ্ঠান্ময়া সহ যদর্থমবতীর্ণোঽসি, তৎসম্পাদয়েতি। তদেবাহ—দুষ্টানিতি। যদ্যপি শ্রীগোলোকাদেবাবতীর্ণোঽসি, তথাপি তস্য বহুধা বৈকুণ্ঠেন সহাভেদাৎ। যদ্বা, শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরাদিভিঃ সর্বৈরেব নিজরূপৈরেকীভূয়াবতরণেন বৈকুণ্ঠাদপ্যবতীর্ণতাপ্রাপ্তেস্তথোক্তমিতি দিক্। তত্র চ যদ্যপি শ্রীবৃন্দাবনবিহারাদিনা নিজচরণারবিন্দ-প্রেমবিশেষ-বিস্তারণমেব মুখ্যং

প্রয়োজনম্, তথাপি তদত্র ন প্রকাশয়তি। তেন পুনর্মোহাপত্তিশঙ্কয়া; অতএব শ্রীগোলোকেশ্বরেতি চ নোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। যদ্বা, দুষ্টসংহরণশিষ্টপ্রতি-পালনরূপ-ভূভারহরণপ্রয়োজনে সম্পাদিতে সত্যেব স্বয়ং ক্রমশঃ তন্মুখ্যপ্রয়োজনমপি নির্বিঘ্নং সুষ্ঠু সেৎস্যত্যেবেত্যভি প্রায়েণেতি দিক্। তত্তস্মাৎ অতএবোপসন্নং নিজপ্রিয়তমজনার্থং সম্পাদয়েত্যাহ—সম্প্রতীতি। ধর্মরাজস্য শ্রীযুধিষ্ঠিরস্য যজ্ঞং সম্প্রতি সন্তনু সম্যগ্বিস্তারয় ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৫। এইরূপ বিস্মিত হইয়া শ্রীভগবান যখন বারংবার জল্পনা করিতে লাগিলেন এবং মুহুর্মুহু সমুদ্র ও দ্বারকার রাজপুরী অবলোকন করিতে লাগিলেন; অথবা যাহা দর্শন করিতেছি, তাহা সত্য কি মিথ্যা? ইত্যাদি প্রকারে বারংবার বিচার করিতে লাগিলেন।

৫৬-৫৭। আত্মানুসন্ধান কর—আপনাকে ভগবানরূপে জান; তাই শ্রীবলদেব সম্বোধন করিলেন, 'হে বৈকুণ্ঠেশ্বর! আরও বলিলেন, হে প্রভো! আমি শেষ (অনন্ত), তুমি আমার প্রভু! আচ্ছা, তাহা হইলে আমি এখানে কেন? বলিতেছি শ্রবণ কর, তুমি ব্রহ্মাদি অমরগণ-কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া ভূভারহরণার্থ এই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছ। অতএব নিজেকে বৈকুণ্ঠেশ্বরত্বাদিরূপে অনুসন্ধান কর। অর্থাৎ আপনাকে বৈকুণ্ঠেশ্বররূপে স্মরণ কর। যদি বল, আমি কেবল শ্রীনন্দনন্দন-অভিমানে আপনাকে স্মরণ করিয়া থাকি। হে প্রভো! সত্যই তুমি শ্রীনন্দনন্দন; তথাপি কিন্তু বৈকুণ্ঠ হইতে আমার সহিত এখানে আসিয়াছ এবং যে কার্যের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, সেই কার্য সম্পাদন কর—দুষ্টদিগকে সংহার ও শিষ্টদিগকে পালন কর। যদ্যপি তুমি শ্রীগোলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ, তথাপি আমি যে তোমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইবার কথা বলিলাম, তাহার অভিপ্রায় এই যে, শ্রীগোলোকের সহিত বৈকুণ্ঠের বহুশঃ অভেদ বিবক্ষায় জানিবে। অথবা তোমাকে বৈকুণ্ঠেশ্বরাদি বলিবার আরও হেতু আছে, তাহাও শ্রবণ কর; শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরাদি সর্বভগবৎস্বরূপই তোমার এই শ্রীনন্দনন্দনস্বরূপের সহিত একীভূত হইয়াই বৈকুণ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; সুতরাং তোমার এই শ্রীনন্দনন্দনস্বরূপে বৈকুণ্ঠেশ্বরাদি সংজ্ঞা প্রদত্ত হইলে কোন দোষ হয় না। সম্প্রতি যদিও তুমি স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দনস্বরূপে শ্রীবৃন্দাবন-বিহারাদিরূপ নিজচরণারবিন্দের প্রেমবিশেষ বিস্তার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ এবং ইহাই তোমার অবতরণের মুখ্য প্রয়োজন; তথাপি ব্রজবিষয়ক লীলাকথা শ্রবণে পুনশ্চ মোহদশা উৎপত্তি হইতে

পারে, এই আশঙ্কায় শ্রীবলদেব উহা প্রকাশ করিলেন না। এইজন্য শ্রীগোলোকেশ্বর ইত্যাদি সম্বোধন করেন নাই জানিতে হইবে। অথবা দুষ্টসংহার ও শিষ্টপ্রতিপালনাদি ভূভারহরণরূপ প্রয়োজন সম্পাদিত হইলেই স্বয়ং ভগবদ্রূপে ক্রিয়মাণ সেই মুখ্য প্রয়োজন স্বতঃই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে, সুতরাং উহা এখানে বলার প্রয়োজন নাই; তাই উক্তপ্রকার বাক্যবিন্যাস। অতএব নিজপ্রিয়তম জনের মঙ্গল সম্পাদন কর। সম্প্রতি ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সম্যক্ বিস্তার কর।

৫৮। প্রতিষ্ঠিতস্ত্বয়ৈবাসৌ চক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠিরঃ।
অনুশাল্বাদিদুষ্টানাং বিভেতি বরবিক্রমাৎ॥

মূলানুবাদ

৫৮। তুমিই ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্তীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ। কিন্তু এক্ষণে তিনি অনুশাল্বাদি দুষ্টগণের বিক্রম দেখিয়া ভীত হইয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৮। তচ্চ তবাবশ্যকর্তব্যমেবেত্যাহ—প্রতীতি। তথাপি ত্বাং বিনা যজ্ঞেহসৌ ন শক্ত ইত্যাশয়েনাহ—অনুশাল্বঃ শাল্বস্য কনীয়ান্ তদাদীনাং, যো বরো মহান্ বিক্রমস্তস্মাদ্‌বিভেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৮। তাহা তোমার অবশ্য কর্তব্য, এই কথা বলিবার জন্য 'প্রতিষ্ঠিত' ইত্যাদি শ্লোকের অবতারণা। যদিও তুমি যুধিষ্ঠিরকে রাজচক্রবর্তীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তথাপি তুমি ধর্মরাজ বিনা তিনি যজ্ঞ করিতে অক্ষম। কেননা, শাল্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুশাল্বের মহান্ বিক্রম দেখিয়া তিনি ভীত হইয়াছেন।

৫৯। তত্তত্র গত্বা তান্ হন্তুং যতস্ব যদুভিঃ সহ।
তবৈব বৈরতস্তে হি তাবকান্ পীড়য়ন্তি তান্॥

মূলানুবাদ

৫৯। অতএব এক্ষণে যাদবগণের সহিত তথায় গমন করিয়া দুষ্ট সকলকে হনন করিতে যত্নবান হও। তোমার সহিত বৈরতানিবন্ধনই তাহারা তোমার প্রিয় যুধিষ্ঠিরাদিকে পীড়ন করিতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৫৯। এবং পরমধুরকোমলপ্রেম-মহারসত্যাজনায় তৎপ্রতিকূল-রৌদ্র-ক্রোধ-সমুত্থাপয়িতুমাহ—তদিতি। যদুভিঃ সহ যতস্বেতি। একাকিনানায়াসেন তদ্ধননমশক্যমিতি ভাবঃ। এতচ্চ ক্রোধজননার্থমেব; এবং তবেত্যাদি চ; বৈরতঃ শাল্বাদিবধাৎ। তবৈবতি; অজাতশত্রোর্ধর্ম্মরাজস্য তস্য স্বতো দ্বেষাভাবাৎ। তে অনুশাল্বাদয়ঃ; তান্ যুধিষ্ঠিরাদীন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৫৯। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের পরমমধুর কোমল মহাপ্রেম রসাবেশ ত্যাগ করাইবার নিমিত্ত তৎপ্রতিকূল রৌদ্র (ক্রোধ) রস উত্থাপিত করিয়া বলিলেন, এক্ষণে যাদবগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ গমন করিয়া অনুশাল্ব প্রভৃতি দুষ্টদিগকে হনন করিতে যত্নবান হও। এখানে 'যাদবগণের সহিত' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, তুমি একাকী তাহাদিগকে হনন করিতে পারিবে না; কিন্তু উহা কেবল শ্রীকৃষ্ণের ক্রোধ-উৎপাদনের জন্য জানিতে হইবে। আরও বলিলেন, অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কাহারও প্রতি দ্বেষ বা বৈরভাব না থাকায় স্বভাবতঃ তাঁহার কেহ শত্রু নাই; কিন্তু তোমার সহিত বৈরতা নিবন্ধনই অনুশাল্বাদি তোমার আশ্রিত যুধিষ্ঠিরাদিকে পীড়ন করিতেছে। কারণ, তুমি তাহার অগ্রজ শাল্বকে বধ করিয়াছ।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৬০। এবং রসান্তরং নীত্বানুজং স্বস্থয়িতুং বচঃ।
যদুক্তং বলরামেণ শ্রুত্বা ভাবান্তরং গতঃ॥

মূলানুবাদ

৬০। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীবলরাম শ্রীকৃষ্ণকে এই প্রকারে রসান্তরে লইয়া গিয়া স্বস্থ করিবার জন্য যাহা কিছু বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা শ্রবণ করিয়া ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬০। নীত্বা প্রাপয্য, তৎ শ্রুত্বা; ভাবো মনোবৃত্তিবিশেষঃ। পূর্বমশেষরসসারভূত-প্রেমরসসংপ্লুত আসীৎ, ইদানীঞ্চ বীররসমভজদিত্যর্থঃ। অত্র পরশ্লোকস্থং ভগবানিতি কর্তৃপদং জ্ঞেয়ম্; কিম্বা দ্বাভ্যাং শ্লোকাভ্যামেবান্বয়ঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬০। পূর্ব হইতে শ্রীকৃষ্ণ অশেষ রসের সারভূত-প্রেমরসে সংপ্লুত ছিলেন; কিন্তু ইদানীং শ্রীবলদেব তাঁহাকে (উক্ত প্রেমরস হইতে বীররসে আনয়নপূর্বক স্বাস্থ্য-সম্পাদনের জন্য) যাহা কিছু বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহা শুনিয়া ভাবান্তর অর্থাৎ বীররস ভজনা করিলেন। পরবর্তী শ্লোকের 'ভগবান' শব্দ এই শ্লোকেরও কর্তৃপদ জানিতে হইবে। অথবা দুইটি শ্লোক একত্রে অন্বয় হইবে।

সারশিক্ষা

৬০। ভাব বলিতে মনোবৃত্তিবিশেষ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত বা পূর্বানুভূত স্মৃত বিষয়ের সহিত তন্ময়বৃত্তিসম্পন্ন মনের যে অবস্থা তাহাকেই সামান্যরূপে ভাব বলা যায়। অর্থাৎ বিষয়াকারে আকারিত হইয়া মন যখন দ্রবাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং তত্তৎ বিষয় ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞানশূন্য হইয়া একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়, তখন মনের সেই অবস্থাকে ভাবাবস্থা বলা হয়। এতাদৃশ ভাবাবস্থায় বেদ্যান্তর বোধ থাকে না বলিয়া এই বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য বিষয়াকারাকারিত মনোবৃত্তিই ভাব বলিয়া কথিত হয়; সুতরাং ভাবশূন্য মনোবৃত্তি হয় না অর্থাৎ ভাবশূন্য মনে কোন বিষয় অনুভূত হয় না।

এই ভাব দ্বিবিধ—বিষয়ের প্রতি আনুকূল্যাত্মক ও প্রাতিকূল্যাত্মক। বিষয়ের প্রতি আনুকূল্যাত্মক মানসিক ভাবই বিষয়ের মাধুর্য আস্বাদনের কারণ। অতএব বিষয়ের প্রতি আনুকূল্যাত্মক স্পৃহা না থাকিলে অনুভূত বিষয়ের মাধুর্য আস্বাদন হইতে পারে না।

প্রাকৃত বিষয় সম্বন্ধে যে মানসিক ভাব উদয় হয় এবং তন্নিবন্ধন যে রাগ-দ্বেষাদি, তাহা প্রকৃতির গুণবিশেষ। আর শ্রীভগবানকে বিষয় করিয়া মনের যে একাগ্রতা বা মনোবৃত্তিবিশেষ, তাহা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। ইহা সচ্চিদানন্দময় ভগবানের চিৎশক্তির সারাংশ-মিলিত-হ্লাদিনীশক্তির বিলাস। ইহা শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপে ভক্তের শুদ্ধ চিত্তে আবির্ভূত হইয়া চিত্তের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করে এবং ভক্তচিত্তে নানা ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে। চিত্তকে উল্লসিত করায়, মমতাবোধের দ্বারা (ভক্ত ও ভগবানে) যুক্ত করায়, আশ্বস্ত করায়, প্রিয়ত্বের অতিশয়ত্ব-হেতু অভিমান করায়, স্ববিষয়ের প্রতি প্রত্যভিলাষাতিশয়ের দ্বারা যুক্ত করে, প্রতিক্ষণ স্ববিষয়কে নবনবত্বের দ্বারা অনুভব করায়। ইত্যাদিরূপ উল্লাসের মাত্রাধিক্য-ব্যঞ্জিকা যে প্রীতি, তাহারই নাম ভাব। এই ভাবাবস্থায় একমাত্র প্রীত্যাস্পদেই তাৎপর্যবোধ এবং সর্ববিষয়েই তুচ্ছত্ববোধ সঞ্জাত হইয়া থাকে।

এই ভাবের চরম বিশ্রামস্থান গোপীভাব। অতএব গোপীভাবে যাবতীয় ভাবের সমাবেশ বলিয়া গোপী-ভাবেরই চরমোৎকর্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে এবং গোপীর ভাবে ভাবিত চিত্তেই শ্রীভগন্মাধুর্যেরও পূর্ণতম অভিব্যক্তি। এই প্রকারে বুঝা যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য, তাহাই তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিকে আশ্রয় করিয়া ভক্তের চিত্তে সঞ্চারিত হয়। অতএব যাহার ভিতরে এই হ্লাদিনীশক্তির যতখানি সঞ্চরণ, তিনিই ততখানি ভক্তির অধিকারী; কিন্তু গোপীগণ স্বয়ং পূর্ণ হ্লাদিনীরূপা।

৬১। জগাদ ভগবান্ ক্রুদ্ধো ভ্রাতঃ শাল্বানুজাদয়ঃ।
কে তে বরাকা হন্তব্যা গত্বৈকেন ময়াধুনা॥

মূলানুবাদ

৬১। ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ! এই শাল্বের অনুজাদি কে? তাহারা বরাক সদৃশ, আমি একাকী গিয়াই তাহাদিগকে হনন করিব।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬১। অতএব ক্রুদ্ধঃ সন্ জগাদ। কিং তদাহ—ভ্রাতঃ ইত্যাদিপাদৈঃ পঞ্চভিঃ। তে কে কতমে ভবন্তি, অপি তু ন কেঽপি। কেম্বপি মধ্যে ন গণ্যন্ত ইত্যর্থঃ। যতো বরাকাঃ অতিতুচ্ছাঃ। যদ্বা, তে কে বরাকা ভবন্তি, অপিতু বরাকেম্বপি ন গণ্যন্ত ইত্যর্থঃ পরমাধমত্বাৎ। অতোঽধুনৈব একাকিনা ময়া গত্বা তে হন্তব্যাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬১। অতএব শ্রীভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন। কি বলিলেন? তাহাই 'ভ্রাতঃ' ইত্যাদি পদ হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন। তাহারা কে? আমি তাহাদিগকে কাহারও মধ্যে গণনা করি না; যেহেতু, তাহারা অতি তুচ্ছ। অথবা তাহারা বরাক সদৃশ, অপিচ বরাক মধ্যেও গণনা করি না, যেহেতু তাহারা পরমাধম; অতএব অধুনা আমি একাকী গমন করিয়াই তাহাদিগকে হনন করিব।

সারশিক্ষা

৬১। ভাবসমূহের পরস্পর সংমর্দন ফলে ভাবসাবল্য অর্থাৎ এক ভাবের উপমর্দন ও অন্যভাবের উদ্গম হইল। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের স্বগত বাক্যই তাহার দৃষ্টান্ত—'ভ্রাতঃ! অনুশাল্ব কে?' (গর্বজাত রৌদ্ররসের অভিব্যক্তি) আমার কি করিতে পারে? তাহারা অতি তুচ্ছ, (বীররসের অভিব্যক্তি) সাধারণতঃ রৌদ্ররস মধুররসের শত্রু হইলেও এস্থলে কিন্তু উক্ত রসদ্বয় স্মর্যমানরূপে উক্ত হইয়াছে বলিয়া বৈরস্য হইল না; পরন্তু প্রিয়রসান্তর দ্বারা ব্যবধানেও মুখ্য মধুর রসই পুষ্ট হইল। (এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে করিব)।

৬২। ভবান্ প্রত্যেতু সত্যং মে সম্প্রতিজ্ঞমিদং বচঃ।
ইত্থং প্রসঙ্গসঙ্গত্যা মুগ্ধভাবং জহৌ প্রভুঃ॥

৬৩। পরিতো মুহুরালোক্য শ্রীমদ্দ্বারবতীশ্বরম্।
শ্রীযাদবেন্দ্রমাত্মানং প্রত্যভিজ্ঞাতবাংস্তদা॥

৬৪। প্রাসাদাভ্যন্তরে সুপ্তং সস্মারাথ করে স্থিতাম্।
বংশীং স্বস্যাগ্রজস্যাপি বন্যবেশঞ্চ দৃষ্টবান্॥

মূলানুবাদ

৬২। আপনি আমার এই প্রতিজ্ঞাপূর্ণ সত্য বাক্যের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করুন। এই প্রকারে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গক্রমে আপনার প্রেমনিমগ্ন মুগ্ধভাব পরিত্যাগ করিলেন।

৬৩। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বারংবার চতুর্দিক অবলোকন করিয়া আপনাকে শ্রীমৎ দ্বারাবতীশ্বর শ্রীযাদবেন্দ্র বলিয়া অবগত হইলেন।

৬৪। আর ইহাও স্মরণ হইল যে, আমি অন্তঃপুরবর্তি প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিদ্রামগ্ন ছিলাম। পরে কিন্তু আপনার হস্তস্থিত বংশী ও অগ্রজের বন্যবেশ দেখিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৬২। প্রত্যেতু প্রতীতিং করোতু। মুগ্ধং সুন্দরং ভাবং প্রেমরসনিমগ্নতামিত্যর্থঃ। যদ্বা, মুগ্ধস্য মোহং প্রাপ্তস্যেব ভাবং চেষ্টাং জহৌ সম্যক্ সংজ্ঞাং প্রাপ্তঃ পূর্ব্ববৎ স্বস্থোঽভূদিত্যর্থঃ॥

৬৩। আলোক্য দৃষ্টিং প্রসার্য তদেত্যস্য পরেণাপি সম্বন্ধঃ॥

৬৪। প্রাসাদস্য অন্তঃপুরবর্তিনিজালয়বরস্যাভ্যন্তরে সুপ্তমপ্যাত্মানং সস্মার প্রত্যভিজ্ঞাতবান্। অথ প্রত্যভিজ্ঞানানন্তরম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬২। আপনি আমার বাক্য প্রত্যয় করুন। এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ আপনার প্রেসরসনিমগ্ন সুন্দর মুগ্ধভাব পরিত্যাগ করিলেন। অথবা মুগ্ধভাব বলিতে মোহপ্রাপ্তির ন্যায় ভাব (মনোবৃত্তিবিশেষ) ও চেষ্টাদি পরিত্যাগ করিয়া সম্যক্ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, পূর্ববৎ স্বাস্থ্যলাভ করিলেন।

৬৩-৬৪। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৬৫। পুর্য্যা বহিঃপ্রয়াণেন গোপালনমবেক্ষ্য চ।
বিস্ময়ং সংশয়ঞ্চাপ্তো জহাস হৃদি ভাবয়ন্।

৬৬। ততো হলধরঃ স্মিত্বা তদীয়হৃদয়ঙ্গমঃ।
সর্বং ব্রহ্মকৃতং তস্যাকথয়ত্তং সহেতুকম্॥

মূলানুবাদ

৬৫। আরও দেখিলেন, পুরীর বহির্ভাগে সমুদ্রতীরে গোচারণ করিতেছেন, এই প্রকারে তদ্বিষয় চিন্তা করিতে করিতে বিস্মিত ও সংশয়ান্বিত হইয়া হাস্য করিলেন।

৬৬। এই প্রকার হাস্য দর্শনে তদীয় হৃদয়জ্ঞ শ্রীহলধর ঈষৎ হাস্যের সহিত ব্রহ্মা-কৃত সমস্ত ঘটনা এবং তাহার আমূল বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৫। পুর্য্যাঃ দ্বারকায়াঃ বহিঃসমুদ্রতীরে প্রয়াণেন কৃত্বা যদ্ গোপালনং স্বয়ং ক্রিয়মাণং গবাং রক্ষণঞ্চ আবেক্ষ্য আলোক্য। কদা কুতো বা ময়ৈতদ্‌বন্যভূষণাদিকং বৃত্তমিতি বিস্ময়ং প্রাপ্তঃ। এতন্নাম সত্যং স্বপ্নবদসত্যং বেতি সংশয়ঞ্চ প্রাপ্তঃ সন্ হৃদি ভাবয়ন্ তন্নিদানাদিকং বিচারয়ন্ সন্ জহাস, সদ্যস্তদজ্ঞানাৎ চিরনিজবৈচিত্ত্যানুভবানুসন্ধানাদ্বা॥

৬৬। ততো হাসানন্তরং হাসেন তস্য হৃদয়প্রসাদং জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ! তস্য তং কৃষ্ণং প্রতীত্যর্থঃ। তদবহিঃপ্রয়াণাদি সর্বং ব্রহ্মণা কৃতমুপায়েন গরুড়াদিদ্বারা নিষ্পাদিতমিত্যকথয়ৎ। হেতুঃ প্রেমমোহাদিস্তৎসহিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৫। অতঃপর দ্বারকাপুরীর বহির্ভাগে সমুদ্রতীরে গমন করিয়া গোচারণ অর্থাৎ স্বয়ংক্রিয়মাণ গাভীসকলকে রক্ষা করিতেছেন দেখিয়া, তদ্বিষয় অর্থাৎ অমি কোন্ সময়ে কোথায় এই বন্যবেশাদি রচনা করিলাম? ইহা কি সত্য? না স্বপ্নবৎ অলীক প্রতীতি মাত্র? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে বিস্মিত হইলেন। আবার হৃদয়ে তাহার নিদান বিচারপূর্বক হাস্য করিলেন। অর্থাৎ সেই নিদান আবিষ্কার করিতে না পারিয়া সংশয়ান্বিত হইলেন এবং পূর্বে যেমন দীর্ঘকালব্যাপী আপনার প্রেমবৈচিত্ত্যভাব হইত, অধুনা সেই ভাব অনুসন্ধানপূর্বক সংশয়ান্বিত হইয়া হাস্য করিলেন।

৬৬। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের হাস্য দেখিয়া হলধর ঈষৎ হাস্য করিলেন, অর্থাৎ সেই হাস্য দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়-প্রসাদ অবগত হইলেন এবং তাহার প্রতীতির নিমিত্ত তদীয় প্রেমামোহাদি ও সেই হেতু ব্রহ্মার উদ্ভাবিত এই ব্যাপার! অর্থাৎ ব্রহ্মা-কৃত উপায়ানুসারে তাঁহাকে পুরীর বাহিরে আনয়নাদি এবং গরুড়াদি দ্বারা উক্ত ব্যাপার নিষ্পাদনাদি সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন।

৬৭। ততো হ্রীণ ইব জ্যেষ্ঠমুখং পশ্যন্ স্মিতং শ্রিতঃ।
রামেণোদ্বর্ত্য তত্রাব্ধৌ স্নাপিতো ধূলিধূসরঃ॥

মূলানুবাদ

৬৭। অতঃপর সেই কথা শ্রবণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতের ন্যায় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু শ্রীবলদেব আর কিছু বলিলেন না, ধূলি-ধূসরিত শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ মার্জনপূর্বক সমুদ্রে স্নান করাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৭। হ্রীণো লজ্জিতঃ সন্। ইবেতি পরমশ্লাঘ্যে সৎকর্মণি প্রবৃত্তেস্তত্ত্বতো লজ্জারাহিত্যাৎ। যতো ভগবতৈবোক্তমেকাদশস্কন্ধে (শ্রীভা ১১।১৯।৪০)— 'জুগুপ্সাহ্রীরকর্মসু' ইতি। অস্যার্থঃ—অকর্মসু বিকর্মসু জুগুপ্সা নিন্দ্যতয়া হেয়ত্বালোচনং যৎ সা হ্রীরুচ্যতে, ন তু লজ্জামাত্রমিতি। জ্যেষ্ঠস্য শ্রীবলরামস্য মুখং পশ্যন্ স্মিতং শ্রিতঃ ঈষদ্ধাস্যমবিচ্ছেদেন কুর্বন্নিত্যর্থঃ। ধূলিভির্ধূসরঃ পূর্বমন্তঃপুরমধ্যে প্রেমবৈবশ্যেন ভূমিলুঠনাৎ রচিতবৃন্দাবনে গোসঙ্গে গোপাদধূলিব্যাপ্তত্বাদ্বা। অতএব উদ্বর্ত্য ধূল্যাদ্যুদ্বর্তনং কৃত্বা স্নাপিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৭। এই কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিয়া কিঞ্চিৎ লজ্জিতের ন্যায় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। এস্থলে 'হ্রীণ ইব' বলিবার তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমশ্লাঘ্য সৎকর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তত্ত্বতঃ তাহাতে লজ্জারাহিত্যই সূচিত হইল। যেহেতু, দশমস্কন্ধে উক্ত আছে—"পাপকর্মে হেয়ত্বদর্শনই লজ্জা।" অর্থাৎ অকর্মে ও বিকর্মে জুগুপ্সা বা লোকনিন্দাজনিত হেয়ত্ব আলোচনায় উক্ত কর্মে অপ্রবৃত্তির হেতু হ্রী, উহা কেবল লজ্জামাত্র নহে। অতএব লজ্জামাত্রকে হ্রী বলা যায় না। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলরামের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অবিচ্ছেদে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। শ্রীবলরাম কিন্তু আর কিছু বলিলেন না, পরে ধূলি-ধূসরিত শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইলেন। অর্থাৎ পূর্বে অন্তঃপুরমধ্যে প্রেমবৈবশ্য-হেতু ভূমিলুণ্ঠনাদি জন্য ধূলি-ধূসরিত কলেবর কিংবা রচিত বৃন্দাবনে গোসঙ্গে গোপদধূলিব্যাপ্ত-কলেবর শ্রীকৃষ্ণকে উদ্বর্তনাদি দ্বারা সমুদ্রে স্নান করাইলেন।

সারশিক্ষা

৬৭। 'প্রেমবৈবশ্য' বলিতে যে সময় শ্রীকৃষ্ণ সেবাদির অপেক্ষা না করিয়াই কেবল ভক্তের প্রিয়তামাত্র স্মরণেই বশীভূত হন, সেই অবস্থাকে প্রেমবৈবশ্য বলে। অতএব ভক্তের প্রেমসম্বন্ধে বৈবশ্য-হেতু মোহ বা তন্দ্রাদি জন্মিলে তাহাতে দোষ ত' হয়ই না; বরং গুণই বলিতে হইবে। এইরূপে শ্রীভগবানের প্রত্যেক অবতারেরই ভক্তসম্বন্ধে জাত মোহাদিও রসপোষক বলিয়া সকল অবতার হইতে, এমনকি স্বয়ং অবতারী শ্রীনারায়ণ হইতেও স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনে মহামাধুর্যই বর্ণিত হইল। এখানে মাধুর্য বলিতে যে বৃত্তিতে চেষ্টাদির স্পৃহণীয়তা হয়, তাহাকে মাধুর্য বলে। অতএব শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য-প্রাচুর্য ধ্বনিত হইলেও তাহাতে ঐশ্বর্যের বিকাশও বুঝিতে হইবে।

৬৮। তদানীমেব সংপ্রাপ্তং ভগবদ্ভাবকোবিদম্।
আরুহ্যালক্ষিতস্তার্ক্ষ্যং নিজপ্রাসাদমাগতঃ॥

মূলানুবাদ

৬৮। এই সময় ভগবদ্‌ভাব-কোবিদ শ্রীগরুড় তথায় সমাগত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তদুপরি আরোহণ করিয়া অলক্ষিতভাবে নিজপ্রাসাদে আগমন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৮। তদানীং স্নানকালে এবাগতম। যতো ভগবতো ভাবঃ অন্তঃপুরগমনাদিরূপা মনোবৃত্তিস্মিম্ কোবিদম্। কেনাপ্যন্যেনালক্ষিতঃ সন্ তার্ক্ষ্যং গরুড়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৮। তদানীন্তন অর্থাৎ স্নানকালেই শ্রীগরুড় সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। যেহেতু, তিনি শ্রীভগবানের অন্তঃপুরগমনাদিরূপ মনোভাব অবগত আছেন। শ্রীভগবান তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অন্যের অলক্ষিতভাবে স্বীয় প্রাসাদে আগমন করিলেন।

৬৯। সর্বজ্ঞেনোদ্ধবেনাথ দেবকীরুক্মিণীমুখাঃ।
প্রবোধ্যান্তঃপুরে দেব্যো ভগবৎপার্শ্বমাপিতাঃ॥

৭০। মাতা চ দেবকী পুত্রমাশীর্ভিরভিনন্দ্য তম্।
ভোগসম্পাদনায়াস্য কালাভিজ্ঞা দ্রুতং গতা॥

মূলানুবাদ

৬৯। অনন্তর সর্বজ্ঞ শ্রীউদ্ধবজী দেবকী ও রুক্মিণীপ্রমুখ দেবীগণকে প্রবোধিত করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রেরণ করিলেন।

৭০। কালাভিজ্ঞা মাতা দেবকীও পুত্রকে আশীর্বচনে অভিনন্দিত করিয়া তাঁহার ভোগ-সম্পাদন জন্য সত্বর গমন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৬৯। সর্বং ভগবন্মৌগ্ধ্যলীলাপগমপ্রাসাদাগমনাদিকং জানাতীতি তথা তেন। প্রবোধ্য সংজ্ঞাং প্রাপয্য ভগবদাগমনাদিবৃত্তং প্রকর্ষেণ জ্ঞাপয়িত্বা বা। আপিতা নীতাঃ। দেব্য ইতি, বার্তাহারিণী সা বৃদ্ধা প্রেরিতা কুত্রাপি গতেতি জ্ঞেয়ম্। বক্ষ্যমাণপ্রসঙ্গে তস্যাঃ পরমাযোগ্যত্বাৎ॥

৭০। ইদানীমেতদুপাখ্যানতাৎপর্য্যভূতং শ্রীগোপিকানাং সর্বতোঽধিকোৎকর্ষ-বিশেষং শ্রীভগবন্মুখেনৈব শ্রীমহিষীবর্গেষ্বসঙ্কোচং নিরূপয়িতুং গৌরববিশেষেণ তচ্ছ্রবণানর্হায়া ইব শ্রীদেবক্যা নিঃসরণমাহ—মাতেতি। তং তথাভূতং পুত্র শ্রীকৃষ্ণম্। অস্য পুত্রস্য কালস্য ভোজনাবসরস্যাভিজ্ঞা। যদ্বা, তদানীং তত্র স্থাতুং ন যুজ্যত ইত্যভিজানাতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৬৯। অনন্তর সর্বজ্ঞ শ্রীউদ্ধব অর্থাৎ যিনি শ্রীভগবানের মৌগ্ধ্যলীলার অপগম এবং প্রাসাদগমনাদি ব্যাপার বিদিত আছেন; সেই শ্রীউদ্ধব দেবকী ও রুক্মিণী প্রভৃতি দেবী সকলকে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত করাইয়া বা শ্রীভগবানের অন্তঃপুর মধ্যে আগমনাদি বৃত্তান্ত প্রকৃষ্টরূপে জানাইয়া শ্রীভগবানের নিকট আনয়ন করিলেন। কিন্তু সেই বার্তাহারিণী বৃদ্ধা পদ্মাবতী উদ্ধব-কর্তৃক অন্য কোন স্থানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কারণ, বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গে সেই বৃদ্ধার উপস্থিতি অত্যন্ত অযোগ্য।

৭০। ইদানীং এই উপাখ্যানের তাৎপর্যভূত শ্রীগোপিকানিকরের সর্বতোধিক উৎকর্ষবিশেষ শ্রীভগবান নিজমুখেই মহিষীবৃন্দের সম্মুখে বর্ণন করিবেন এবং

তদ্দ্বারা তাঁহাদের অসঙ্কোচ প্রেমও নিরূপিত হইবে। অতএব এই আখ্যান শ্রবণোপযোগী নহে বলিয়া জননী শ্রীদেবকীদেবীকে গৌরবের সহিত সেইস্থান হইতে নিঃসরণ জন্য 'কালাভিজ্ঞা' শব্দে উক্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ কালাভিজ্ঞা জননী পুত্রকে আশীর্বচনে অভিনন্দিত করিয়া তাহার ভোগ-সম্পাদনার্থ সত্বর সেই স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যেহেতু তিনি পুত্রের ভোজনাবসরাদি বিশেষরূপে জানেন। অথবা তৎকালীন তথায় থাকা যুক্তিযুক্ত নহে, ইহাও জানেন।

৭১। স্তম্ভাদ্যন্তরিতাঃ সত্যো দেব্যোঽতিষ্ঠন্ প্রভুপ্রিয়াঃ।
সত্যভামা ন তত্রাগাত্তাং কৃষ্ণোঽপৃচ্ছদুদ্ধবম্॥

মূলানুবাদ

৭১। প্রভুপ্রিয়া শ্রীরুক্মিণীপ্রমুখ দেবীসকল পূর্ব হইতেই স্তম্ভাদির অন্তরালে লুকাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, কেবল শ্রীসত্যভামাদেবী ঐ স্থানে আগমন করেন নাই, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭১। দেব্যঃ শ্রীরুক্মিণ্যাদ্যাঃ সর্বা মহিষ্যস্ত স্তম্ভাদিভিরন্তরিতা আচ্ছাদিতাঃ সত্যোঽতিষ্ঠন্। যতঃ প্রভুর্ভগবানেব প্রিয়ো যাসাং তাঃ প্রভোঃ প্রিয়া ইতি বা। তত্র ভগবৎপার্শ্বে নাগাৎ। তাং সত্যভামাং অপৃচ্ছৎ 'ক্ব সা বর্তত' ইতি প্রশ্নং চকার॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭১। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীসকল স্তম্ভাদির অন্তরালে আচ্ছাদিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেহেতু, তাঁহারা প্রভুর প্রিয়া বা প্রভু তাঁহাদের প্রিয়; কিন্তু শ্রীসত্যভামাদেবী ভগবৎপার্শ্বে আগমন করিলেন না। শ্রীভগবান সত্যভামাকে না দেখিয়া উদ্ধবকে তাঁহার বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যভামা কোথায়?"

শ্রীহরিদাস উবাচ—

৭২। বৃন্দাবনে যদা জাতো বিজয়ো রৈবতার্চিতে।
প্রভোস্তদাতনং ভাবমবুধভ্রামকং পরম্॥

৭৩। কমপ্যালোক্য দেবীভিঃ সহ তত্রৈব দূরতঃ।
স্থিতা নিলীয় দুর্বুদ্ধিরূচে পদ্মাবতী খলা॥

মূলানুবাদ

৭২-৭৩। শ্রীহরিদাস উদ্ধব বলিলেন, হে প্রভো! রৈবতক পর্বতের মধ্যবর্তী নববৃন্দাবনে যে সময় আপনার শুভ বিজয় হইয়াছিল, সেই সময় আপনার অবুধ-ভ্রামক বিচিত্র ভাব অবলোকনের জন্য খলস্বভাবা কংসমাতা পদ্মাবতীও দেবীগণের সহিত সেই স্থানের কিছু দূরে অলক্ষিত ভাবে অবস্থান করিতেছিল; পরন্তু দুর্বুদ্ধি পদ্মা সেই অপূর্বভাব অবলোকন করিয়া বলিতে লাগিল।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭২-৭৩। শ্রীহরিদাসঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ। 'কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্ রেমে হরিদাসো ব্রজৌকসাম্' (শ্রীভা ১০।৪৭।৫৬) ইতি দশমস্কন্ধোক্তেঃ। রৈবতেন পর্বতেনার্চিতে সেবিতে বৃন্দাবনে যদা প্রভোর্ভগবতো বিজয়ঃ শুভগমনং জাতো বভূব, তৎকালীনং কমপ্যনির্বচনীয়ং প্রভোর্ভাবং শ্রীনন্দপ্রতিমাদিবিষয়কং প্রেমবিশেষমালোক্য পদ্মাবতী উচে—উবাচেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কীদৃশং পরং কেবলমবুধানাং প্রেমরসতত্ত্বানভিজ্ঞানাং ভ্রামকং দুর্বিতর্ক্যমিত্যর্থঃ। পরমিতি সর্বোৎকৃষ্টমিতি বা দেবীভিঃ শ্রীদেবকীরুক্মিণ্যাদিভিঃ সহ তত্র বৃন্দাবন এব নিলীয় দূরতঃ স্থিতা। দুষ্টা বুদ্ধির্যস্যাঃ সা ভেদোৎপাদনাৎ। বতঃ খলা পিশুনা॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭২-৭৩। শ্রীহরিদাস—শ্রীমুদ্ধব। "হরিদাস শ্রীউদ্ধব ব্রজবাসীদিগকে শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ করাইয়া আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের উক্তি অনুসারে শ্রীউদ্ধবই হরিদাস। শ্রীউদ্ধব বলিলেন, হে প্রভো! আপনি যখন রৈবতক পর্বত-সেবিত নববৃন্দাবনে শুভাগমন করেন, তখন আপনার তৎকালীন কোন এক অনির্বচনীয় ভাব অর্থাৎ শ্রীনন্দপ্রতিমাদি বিষয় প্রেমবিশেষ

অবলোকন করিবার জন্য পদ্মাবতীও সেই স্থানে গমন করিয়াছিল এবং শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি দেবীগণের সহিত সেই স্থানের কিছুদূরে অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিতেছিল। কীদৃশ? সর্বোৎকৃষ্ট, কেবল প্রেমরসতত্ত্বজ্ঞানহীনজনগণের ভ্রামক সদৃশ অর্থাৎ দুর্বিতর্ক্য। তাই সেই অপূর্ব ভাব দেখিয়াও খলস্বভাবা পদ্মাবতী বলিতে লাগিল। অর্থাৎ খলস্বভাব বলিয়া এই প্রকার ভেদ উৎপাদন করিয়াছিল। কেননা, খল ব্যক্তিমাত্রেই পিশুন।

৭৪। দেবক্যরে পুণ্যহীনে রে রে রুক্মিণি দুর্ভগে।
সত্যভামেঽবরে হন্ত জাম্ববত্যাদয়োঽবরাঃ॥

৭৫। পশ্যতেদমিঽর্বাক্ স্বমভিমানং বিমুঞ্চত।
আভীরীণাং হি দাস্যায় তপস্যাং কুরুতোত্তমাম্॥

মূলানুবাদ

৭৪-৭৫। অরে পুণ্যহীনে দেবকি! অরে দুর্ভগে রুক্মিণি! অরে নীচ সত্যভামে! অরে হীন জাম্ববতী প্রমুখ রমণীবৃন্দ! হায়! তোমরা কি এই শ্রীকৃষ্ণ-চেষ্টা দেখিতেছ না? এখন আপন আপন অভিমান পরিত্যাগ করিয়া আভীরীগণের দাস হইবার জন্য কঠোর তপস্যা কর।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৭৪-৭৫। কিং তদাহ—দেবকীতি দ্বাভ্যাম্। হন্তেতি খেদসম্বোধনে; হে অবরাঃ নীচাঃ; ইদং শ্রীকৃষ্ণচেষ্টাদিকং পশ্যত। ইতঃ অস্মাৎ কালাদর্বাক্ পশ্চাৎ। স্বং স্বকীয়ম্ অভিমানং বয়ং সুভগা গৃহীতপাণ্যো বেত্যাদিগর্বং বিমুঞ্চত পরিত্যজত, বল্লবীম্বেব তদীয়পরমপ্রেমদর্শনাৎ। অতঃ আভীরীণাং শ্রীযশোদারাধিকাদীনাং দাস্যায় দাসীত্বপ্রাপ্তয়ে উত্তমাং তপস্যাং কুরুত। যদ্যপি শ্রীনন্দাদয়ো গোবৃত্তিকবৈশ্যজাতয়ো দ্বিজান্তর্গতাঃ পরমোত্তমাঃ। আভীরাশ্চান্ত্যজজাতয়ঃ। তথা চ দ্বিতীয়স্কন্ধে (শ্রীভা ২।৪।১৮)—কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা, আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ, শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥' ইতি। তথাপি গোপালনেনাভীরসাদৃশ্যাত্তেঽপ্যাভীরা ইতি। কিম্বা দুর্বুদ্ধিবৃদ্ধ্যা-পৈশুন্যেনাভীরাণামিত্যুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৪-৭৫। কি বলিলেন? তাহাই 'দেবক্যরে' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এস্থলে 'হন্ত-শব্দ' খেদসূচক সম্বোধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। অরে নীচ সত্যভামে! এই শ্রীকৃষ্ণ-চেষ্টাদি দর্শন কর। ইতঃপূর্বে তোমরা যে নিজ নিজ সৌভাগ্যাভিমান করিতে অর্থাৎ আমরাই সৌভাগ্যবতী; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ইত্যাদি গর্ব পরিত্যাগ কর, গোপীগণের প্রতি তদীয় পরমপ্রেম দর্শন কর। অতএব শ্রীযশোদা ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতি আভীরীগণের দাসীত্ব প্রাপ্তির বা দাসী হইবার নিমিত্ত উত্তম তপস্যার অনুষ্ঠান কর। যদিও শ্রীনন্দ

প্রভৃতি গোপালনবৃত্তি-পরায়ণ বৈশ্যজাতি বলিয়া দ্বিজবর্গের অন্তর্গত পরম উত্তম জাতি; তথাপি আভীরীগণ অন্ত্যজজাতি বলিয়া উক্ত আছে। যথা, দ্বিতীয়স্কন্ধে—"কিরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, যবন, খস ও অন্যান্য পাপজাতিরাও ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের আশ্রয়ে শুদ্ধ হয়; অতএব আমি সেই প্রভু শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার করি।" তথাপি শ্রীনন্দাদি গোপবর্গের গোপালনবৃত্তি দেখিয়া আভীরসাদৃশ্যত্বে গোপরমণীদিগকেও আভীরী বলিয়াছেন। কিংবা দুর্বুদ্ধি বৃদ্ধা নিজ খলস্বভাববশতঃ তাঁহাদিগকে আভীরী বলিয়াছেন।

সারশিক্ষা

৭৪-৭৫। স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে শ্রীকৃষ্ণকান্তা দ্বিবিধা। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়কান্তা, শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজদেবীগণ পরকীয়াকান্তা। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা, পতি-আদেশ তৎপরা এবং পাতিব্রত্যে অবিচলা, তাঁহারা স্বকীয়া। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণ প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিত পত্নীরূপে প্রতীয়মানা; কিন্তু অপ্রকটলীলা বিরামহীন বলিয়া তাহাতে বিবাহবিধির দ্বারা পতি-পত্নী-সম্বন্ধ স্থাপনের অবকাশ নাই, তথাপি তাঁহারা অনাদিকাল হইতে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীরূপে অভিমান করেন। আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের নিকট তাদৃশ স্বভাব প্রকট করেন।

যাঁহারা প্রবল অনুরাগে ইহলোক ও পরলোকের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল অনুরাগে শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণও বিবাহবিধির অপেক্ষা না করিয়া অনুরাগভরে যাঁহাদিগকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহারা পরকীয়া। শ্রীরাধা প্রভৃতি ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা। অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজদেবীগণের যে সম্বন্ধ, তাহা বৈধ বা অবৈধ কোন সম্বন্ধের অনুগত নহে, উহা শুদ্ধ অনুরাগময়।

এই মধুররসে কান্তরূপে স্ফূর্তিমান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন, আর তদীয় প্রেয়সীবর্গ আশ্রয়ালম্বন। আর রতির ভেদ অনুসারে প্রীতির তারতম্য হয় বলিয়া কৃষ্ণকান্তাগণের রতির তারতম্যও তাদৃশ হইয়া থাকে। সাধারণী, সমঞ্জস্য ও সমর্থা ভেদে রতি তিন প্রকার। তাহার মধ্যে যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয় এবং যাহার সম্ভোগেচ্ছাই নিদান, সেই রতিই সাধারণী। এই রতি কুব্জা প্রভৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই রতি অতিশয় গাঢ় নহে বলিয়া সম্ভোগেচ্ছাতেই উহার পর্যবসান; সুতরাং সম্ভোগেচ্ছার হ্রাস হইলেই রতিরও হ্রাস হয়। বিশেষতঃ এই রতির মূলে থাকে, শ্রীকৃষ্ণসঙ্গসুখের দ্বারা নিজ প্রীতিলাভ-বাসনা; সুতরাং এই প্রীতি শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যমূলক নহে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, মমতার আধিক্যে প্রীতির আধিক্য এবং সম্বন্ধানুরূপ অভিমান হইতেই মমতার বিকাশ হইয়া থাকে। সামঞ্জস্য রতিতে পত্নীত্বের অভিমান পূর্ণরূপে স্ফূর্তি পায় বলিয়া মহিষীগণের পত্নীত্বের অভিমান প্রগাঢ়ভাবে বিদ্যমান থাকে। মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী হইলেও এই রতি শ্রীকৃষ্ণের গুণাদি শ্রবণের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইতে দেখা যায়। কখন কখন ইহাতে সম্ভোগেচ্ছা জন্মে বলিয়া নিজসুখস্পৃহারও সম্ভাবনা থাকে; তাঁহাদের প্রীতির স্বভাব হইতেই তাদৃশ অভিমান উপস্থিত হইয়া থাকে, তথাপি সমঞ্জসা রতিতে নিজের ও কান্তের উভয়ের সুখ-সম্পাদনেচ্ছা থাকে। আর তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে বিবাহ-বিধিরও অপেক্ষা আছে, সুতরাং তাঁহাদের অনুরাগ সমর্থার ন্যায় প্রবলা নহে।

সমর্থা রতিতে কিন্তু নিজসুখস্পৃহা থাকে না বলিয়া এই রতি সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে কোন এক অনির্বচনীর বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ এই রতি দ্বারা তাদাত্ম্য লাভ হয় বলিয়া ইহাকে সমর্থ রতি বলে। এই রতি স্বীয় বিক্রমে কুল, ধর্ম, ধৈর্য, লজ্জাদি সম্পর্ক বিস্মরণ করাইয়া দেয়। আর এই রতি স্বভাবতঃ অতিশয় গাঢ় বলিয়া কোন ভাবের দ্বারা ভেদিত হয় না। অতএব কারণ—নিরপেক্ষ ভাবে কেবল ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেই এই রতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার সহিত সম্ভোগেচ্ছার কোন বিশেষ পার্থক্য নাই বলিয়া পৃথকভাবে সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয় না। ইহার সকল চেষ্টাই শ্রীকৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যমূলক বলিয়া এই রতি ক্রমবিকাশে মহাভাবকক্ষায় আরূঢ় হইয়া থাকে। অতএব ব্রজসুন্দরীগণ সমর্থারতির প্রভাবেই লোকধর্মাদি বিধির অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গে মিলিতা হয়েন বলিয়া ইহাতে অনুরাগেরই সামর্থ্য ব্যক্ত হইয়াছে। যেহেতু সমর্থারতিতে কেবল কান্তের সুখসম্পাদনেচ্ছাই থাকে।

অতএব যে অর্থে ওলাদি (উত্তম মিশ্রী) শর্করাজাত হইলেও শর্করা হইতে তাহাদের শ্রেষ্ঠতা, ঠিক সেই অর্থেই ব্রজগোপীগণ শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির অনুরাগের সারাংশের ঘনীভূত বিগ্রহ বলিয়া মহিষীগণ হইতে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠতা।

এইজন্য মথুরানাগরীগণ ব্রজসুন্দরীগণের স্তুতি করিয়াছেন—'ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ' (শ্রীভা ১০।৪৪।১৪) ব্রজস্ত্রীগণ উরুক্রম-চিত্ত-যানা! অর্থাৎ উরুক্রমের চিত্তই যান যাঁহাদের, তাঁহারা উরুক্রম-চিত্ত-যানা। শ্রীকৃষ্ণের চিত্তগতি যেখানে যেখানে, তাঁহারাও সেই সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে আরোহণ করিয়া অবস্থান করেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই গোপীগণকে বিস্মৃত হইতে পারেন না, সর্বক্ষণ তাঁহাদের চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। তাই বৃদ্ধা পদ্মাবতী শ্লেষবাক্যে সেই কথাই ব্যক্ত করিলেন।

৭৬। তদ্দুর্বচো নিশম্যাদৌ দেবক্যোক্তমভিজ্ঞয়া।
সমস্তজগদাধারভবদাধারভূতয়া॥

৭৭। আশ্চর্যমত্র কিং মূর্খে পূর্বজন্মনি যত্তপঃ।
সমং শ্রীবসুদেবেন ময়াকারি সুতায় তৎ॥

৭৮। অতোঽয়মাবয়োঃ প্রাপ্তঃ পুত্রতাং বরদেশ্বরঃ।
অস্মিন্নন্দযশোদাভ্যাং ভক্তিঃ সংপ্রার্থিতা বিধিম্॥

মূলানুবাদ

৭৬। তাহার এই প্রকার দুর্বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত জগতের আধারভূভা (আপনাকেও যিনি ধারণ করিয়াছিলেন) সেই অভিজ্ঞা দেবকীমাতা বলিলেন।

৭৭-৭৮। অয়ি মূর্খে! ইহাতে আর আশ্চর্য কি? আমি পূর্বজন্মে শ্রীবসুদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলাম এবং সেই তপস্যার ফলস্বরূপে বরদেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, পরন্তু শ্রীনন্দ-যশোদা কেবল ভক্তিলাভের নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৭৬। তস্যা দুষ্টং বচঃ। তস্যাঃ পরমধৈর্যেণ তাদৃশ্যুক্তিরুচিতৈবেত্যাশয়েন তাং বিশিনষ্টি। সমস্তস্য জগতঃ প্রবঞ্চস্য আধার আশ্রয়ো যো ভবান্ তস্যাধারভূতয়া অতএব অভিজ্ঞয়া পরমপণ্ডিতয়া॥

৭৭। কিং তদাহ—আশ্চর্যমিতি চতুর্ভিঃ। হে মূর্খে বুদ্ধিহীনে! অত্র শ্রীনন্দাদিবিষয়ক-শ্রীকৃষ্ণভাববিশেষে কিমাশ্চর্যং বিস্ময়ঃ? অপিতু ন কিমপি, অসম্ভাবনাদ্যভাবাৎ। তদ্ধেতুমেহাব—পূর্বেত্যাদিনা যুক্ত ইত্যন্তেন। তৎ তপস্তু সুতায় ভগবৎসদৃশো নৌ পুত্রো জায়তামিত্যেতদর্থমেব। যথোক্তং তৌ প্রতি শ্রীভগবতৈব দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৩।৩৮)—'ব্রিয়তাং বর ইত্যুক্তে মাদৃশো বাং বৃতঃ সুতঃ॥' ইতি। বরদানামীশ্বরঃ তেষু পরমশ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। অনেন সকৃদ্বরদানেনাপি পুনঃ পুনঃ পুত্রতাপ্রাপ্তিস্তথোত্তরোত্তরতৎফলাধিক্যঞ্চ সম্ভাবিতম্॥

৭৮। নন্দযশোদাভ্যাঞ্চ অস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিঃ প্রেমলক্ষণা বিধিং ব্রহ্মাণং প্রার্থিতা। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৮।৪৯) নন্দবাক্যং ব্রহ্মাণং প্রতি—'জাতয়োর্নৌ মহাদেবে ভুবি বিশ্বেশ্বরে হরৌ। ভক্তিঃ স্যাৎ পরমা লোকো যয়াঞ্জো দুর্গতিং তরেৎ॥' ইতি। অস্যার্থঃ—যয়াগ্মদ্ভক্ত্যা তচ্ছ্রবণাদিনান্যোঽপি লোকঃ সুখেন সংসারং তরতীতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৬। সেই বৃদ্ধার এইপ্রকার দুর্বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম ধৈর্যের সহিত শ্রীদেবকীদেবী যাহা বলিলেন, তাহা উচিত হইয়াছে। কারণ, তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের আধারভূত, আপনারও (শ্রীভগবানেরও) আধারস্বরূপা। অতএব পরম অভিজ্ঞা। এক্ষণে এই বিষয় বিস্তার করিতেছেন।

৭৭-৭৮। শ্রীদেবকী কি বলিলেন? তাহাই 'আশ্চর্য' ইত্যাদি চারিটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। অয়ি বুদ্ধিহীনে! শ্রীনন্দাদির সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যে ভাববিশেষ দেখিতেছ, তাহাতে আশ্চর্য বা বিস্ময়ের কথা কি আছে? অর্থাৎ অসম্ভাবনা কিছুই নাই। যেহেতু, আমি পূর্বজন্মে আর্যপুত্রের সহিত ভগবৎসদৃশ পুত্র প্রাপ্ত হইবার অভিলাষে তপস্যা করিয়াছিলাম এবং বরদেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ঐ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগের পুত্রত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে দশমস্কন্ধের শ্রীভগবদুক্তি শ্রবণ কর। "বর প্রার্থনা কর", এই কথায় তোমরা আমার সদৃশ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলে। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন, 'বরদেশ্বর' অর্থাৎ বরদগণের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ। এইবাক্যে বুঝা যাইতেছে যে, সকৃৎ বরদানেও পুনঃ পুনঃ পুত্রতা প্রাপ্তি এবং উত্তরোত্তর সেই ফলের আধিক্য সম্ভাবিত হইতেছে। পরন্তু শ্রীনন্দ-যশোদা পুত্রবর প্রার্থনা করেন নাই, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণে প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভের জন্য ব্রহ্মার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা, দশমস্কন্ধে ব্রহ্মার প্রতি শ্রীনন্দবাক্য—"আমরা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে পর লোকে ভক্তি দ্বারা দুর্গতি হইতে রক্ষা পায়, বিশ্বেশ্বর শ্রীহরিতে আমাদের যেন সেই পরমাভক্তি জন্মে; এখানে পরমাভক্তি বলিতে যে ভক্তির শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা পরবর্তীকালে অন্যলোকেও অনায়াসে সুখে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে, আমাদিগের সেই ভক্তি হউক।"

৭৯। তস্যৈতদ্ভক্তবর্যস্য তাদৃশেন বরেণ তৌ॥
আবাভ্যামপি মাহাত্ম্যং প্রাপ্তৌ সপরিবারকৌ॥

মূলানুবাদ

৭৯। অতএব বিধাতার বরে শ্রীনন্দ ও যশোদার ভক্তিই লাভ হইয়াছে। যেহেতু, বিধাতা শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠভক্ত। অতএব সেই ভক্তি-প্রভাবে তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৭৯। অতঃ তস্য বিধেস্তাদৃশেন তৎপ্রার্থনানুরূপেণ বরেণ আশীর্বাদেন তৌ যশোদানন্দৌ নৌ আবাভ্যাং দেবকীবসুদেবাভ্যামপি সকাশাৎ মাহাত্ম্যং প্রাপ্তৌ। তত্র চ সপরিবারৌ নিখিলনিজব্রজজনসহিতৌ। কীদৃশস্য? এতস্য কৃষ্ণস্য ভক্তেষু মধ্যে বর্যস্য শ্রেষ্ঠস্য। 'ভজতাং পরো গুরুঃ' ইতি (শ্রীভা ২।৯।৫) দ্বিতীয়স্কন্ধোক্তেঃ। এবং ভক্তিপ্রার্থনাত্তত্রাপাস্য পরমভক্তং প্রতি প্রার্থনেন স্বদত্তবরাদপি নিজভক্তবাৎসল্যস্বভাবেন স্বভক্তবরদত্তবরস্যাধিক্যেন সম্পানাদাবাভ্যাং সকাশাদধিকস্তয়োর্মহিমা যুজ্যত এবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৭৯। অতএব শ্রীনন্দ-যশোদার তাদৃশ প্রার্থনানুরূপে এবং বিধাতার আশীর্বাদে তাঁহাদের ভক্তিই লাভ হইয়াছে। অতএব সেই ভক্তিপ্রভাবে শ্রীনন্দ-যশোদা আমাদিগের অপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ নিখিল ব্রজজনের সহিত প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই বিধাতা কীদৃশ? শ্রীকৃষ্ণের ভক্তের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ 'বিধাতা ভক্তগণের পরমগুরু' এই প্রকার দ্বিতীয় স্কন্ধেও উক্ত আছে। এইপ্রকারে শ্রীনন্দ-যশোদার ভক্তিপ্রার্থনা, আবার সেই প্রার্থনাও পরমভক্তের নিকট; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিজভক্তবাৎসল্যস্বভাবে স্বদত্ত বর অপেক্ষাও স্বভক্ত-প্রদত্ত বরের অধিকতর উৎকর্ষ সম্পাদন করিয়াছেন। অতএব আমাদিগের অপেক্ষা যে শ্রীনন্দ-যশোদার অধিক মাহাত্ম্য, তাহা যুক্তিযুক্ত হইতেছে।

৮০। তাভ্যাং স্নেহভরেণাস্য পালনং তত্তদীহিতম্।
অতোঽস্যৈতাদৃশো ভাবস্তয়োর্যুক্তো হি মে প্রিয়ঃ॥

৮১। অথ শ্রীরুক্মিণী দেবী সহর্ষমিদমব্রবীৎ।
যদ্বাক্যশ্রবণাৎ সর্বভক্তানাং প্রেম বর্দ্ধতে॥

মূলানুবাদ

৮০। তাঁহারা স্নেহভরে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ লালন-পালন করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ ভাব উপযুক্তই হইয়াছে এবং ঐ ভাব আমারও প্রিয় হইতেছে।

৮১। অনন্তর শ্রীরুক্মিণীদেবী সহর্ষে যাহা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিলে সর্বভক্তেরই শ্রীভগবানে প্রেম বিবর্ধিত হইবে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮০। তল্লক্ষণঞ্চ সুব্যক্তমেবেত্যাহ—তাভ্যামিতি, নন্দযশোদাভ্যাম্। অস্য কৃষ্ণস্য তত্তদ্বহুবিধং সুপ্রসিদ্ধং বা অনির্বাচ্যমিতি বা ঈহিতং কৃতম্। অতোঽস্মাদেবোক্তোদ্ধেতোঃ; অস্য কৃষ্ণস্য; তয়োর্নন্দযশোদয়োর্বিষয়ে তাদৃশঃ প্রত্যক্ষমনুভূতোঽয়ং ভাবো যুক্ত এব। স চ মম প্রিয় এব ভবতীত্যর্থঃ। অন্যথা কৃষ্ণস্যাকৃতজ্ঞতাপত্তেঃ॥

৮১। ইদং যা ভর্তৃপুত্রাদীত্যাদি শ্লোকত্রয়াত্মকং বাক্যম্। যস্য বাস্যাস্য শ্রবণাৎ সর্বেষাং ভগবদ্ভক্তানাং ভগবতি প্রেম বর্দ্ধতে। জগবৎপ্রেমবিশেষবতাং জনানাং সর্বতোঽধিকমাহাত্ম্যাবকলানাৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮০। এক্ষণে সেই লক্ষণ সুব্যক্ত হইতেছে। শ্রীনন্দ-যশোদা স্নেহভরে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ লালন-পালন করেন, সেই লালন-পালনের কথা সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ বা অনির্বচনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনন্দ-যশোদা বিষয়ে তাদৃশ ভাব উপযুক্তই হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে এবং ঐ ভাব আমারও প্রিয় হইতেছে। অন্যথা শ্রীকৃষ্ণে অকৃতজ্ঞতা দোষ আপতিত হইবে।

৮১। অতঃপর শ্রীরুক্মিণীদেবী সহর্ষে যাহা বলিলেন, তাইই "যা ভর্তৃপুত্রাদি" তিনটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই সকল কথা শ্রবণ করিলে, সকল ভক্তেরই শ্রীভগবানে প্রেম বর্ধিত হইবে। যেহেতু, শ্রীরুক্মিণীদেবী সেই ভগবৎ প্রেমবতী জনগণের সর্বাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন।

৮২। যা ভর্তৃপুত্রাদি বিহায় সর্বং, লোকদ্বয়ার্থাননপেক্ষ্যমাণাঃ।
রাসাদিভিস্তাদৃশবিভ্রমৈস্তদ্রীত্যাঽভজংস্তত্র তমেনমার্তাঃ॥

মূলানুবাদ

৮২। তাঁহার উক্তি এইরূপ,—গোপীগণ ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকারে সাধ্য-সাধনে জলাঞ্জলি দিয়া এবং পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদিরূপ বিলাসশ্রেণী দ্বারা কোন এক সুগোপ্য রীতিতে প্রেমাতুর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮২। যা গোপ্যো ভর্তৃপুত্রাদিকং রাসক্রীড়াদিরূপৈস্তাদৃশৈরনির্বচনীয়ৈর্বিভ্রমৈর্বিলাসৈঃ তয়া অনির্বচনীয়-মাহাত্ম্যয়া। যদ্বা, পরমরহস্যত্বেনাত্র প্রকাশয়িতুমযোগ্যয়া রীত্যা প্রকারেণ ঔপপত্যকৃতস্বৈরিণীবন্মধুরভাব-বিশেষপরিপাট্যেত্যর্থঃ। তত্র বৃন্দাবনে নিকুঞ্জাদৌ তং তাদৃশবেশাদিবিভূষিতং এবং ভগবন্তং আর্তাঃ পরমব্যগ্রাঃ পরমতৃষ্ণাতুরা বা সত্যোঽভজন্ অসেবন্ত। তাসু বিষয়ে তস্য ভগবতো ভাববরঃ পরমপ্রেমবিশেষঃ অস্মত্তঃ সকাশাদধিকো যুক্ত এব ভবেদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ কথম্ভূতা? লোকদ্বয়স্য অর্থান্ সাধ্য-সাধনানি অনপেক্ষমাণাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮২। যে সকল গোপী পতি-পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে রাসক্রীড়াদিরূপ বিলাসশ্রেণী বা তাদৃশ অনির্বচনীয় বিলাসবিশেষ দ্বারা কোন এক সুগোপ্য রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মাহাত্ম্য অনির্বচনীয় অথবা পরমরহস্য (এস্থলে প্রকাশের অযোগ্য) বলিয়া কোন এক সুগোপ্য রীতিতে প্রেমাতুর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। এখানে 'সুগোপ্য রীতির' তাৎপর্য এই যে, স্বৈরিণী-কৃত ঔপপত্য সদৃশ মধুর ভাববিশেষ-পারিপাট্যের সহিত পরম তৃষ্ণাতুরা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা। এই শ্রীভগবানও আবার সেই বৃন্দাবনে নিকুঞ্জমধ্যে তাদৃশ বেশাদি-বিভূষিত নায়করূপে পরম তৃষ্ণাতুর হইয়া তাঁহাদের ভজনা করিয়াছিলেন। অতএব গোপীগণের বিষয়ে শ্রীভগবানের তাদৃশ পরম প্রেমবিশেষ উপযুক্তই হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারা আমাদের অপেক্ষাও অধিকতর মাহাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিরূপে? তাঁহারা ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার সাধ্য-সাধন-অপেক্ষারহিত হইয়া অনুরাগভরে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন বলিয়া।

সারশিক্ষা

৮২। এস্থলে 'স্বৈরিণী-কৃত ঔপপত্য সদৃশ' বলিবার তাৎপর্য এই যে, স্বৈরিণী কুব্জা সাধারণ রমণী হইলেও তাঁহার পরপুরুষের সঙ্গ নাই; বরং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি ছিল; এই প্রীতিসামান্যে তাঁহাকে পরকীয়া-সদৃশী বলা হইয়াছে। কিন্তু পরকীয়া নায়িকার সম্পূর্ণ লক্ষণ তাঁহাতে নাই; কেবল স্বকীয়া লক্ষণের অভাবেই পরকীয়াত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এবং উহা সাধারণী রতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। রসশাস্ত্রে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত একটি প্রাচীন শ্লোকে ঐরূপ গহন ধ্বনিমার্গেই উক্ত পরকীয়া ভাবের মহত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এবং চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মীলিত-মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ॥
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ
রেবা বোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।"

অর্থাৎ যিনি আমার কৌমারকাল নিরুপাধি প্রেমবিলাস দ্বারা হরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই এখন বিবাহিত পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু সেই বসন্তকালে এবং কদম্ব-সুরভিত মলয়ানিল প্রবাহিত রজনীর বিচিত্র বিলাসে আমার মন (সেই রেবানদীতীরে বেতসী তরুতলের জন্য) সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে। ইহা দ্বারা যমুনাপুলিনের নিভৃত নিকুঞ্জে কোন এক অনির্বচনীয় ভাববিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিবার জন্যই প্রবল উৎকণ্ঠা ধ্বনিত হইয়াছে। কিন্তু 'ব্রজদেবীগণের যে ভাববিশেষের জন্য এত প্রশংসা, তাহা কেবল পরকীয়া ভাব বলিয়া নহে; পরমস্বীয় ভাব-সমন্বিত সমর্থারতির সংযোগে, তাহাতে আবার শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিষয়াবলম্বন, এইজন্যই ব্রজপরকীয়াভাবের এত গৌরব—এত প্রশংসা। তাই রসিকগণ বলিয়াছেন—'অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ।' অর্থাৎ পরকীয়াভাবেই শৃঙ্গাররসের পরম উৎকর্ষ। তাই শ্রীরুক্মিণীদেবী আজ ব্রজপ্রেমে আত্মহারা হইয়া শ্রীব্রজদেবীর ভাবোৎকর্ষের মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করিতেছেন।

তবে যে প্রাচীন পণ্ডিতেরা মধুররসে পরোঢ়া রমণী ইচ্ছা করেন না, তাহা কেবল ব্রজদেবীগণ ব্যতীত অন্য রমণী সম্বন্ধে জানিতে হইবে। কারণ, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ কোন এক অনির্বচনীয় প্রেমরসবিশেষ আস্বাদন করিবার জন্য পরম স্বীয়া কান্তা ব্রজদেবীগণকে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ কোন অবস্থাতেই ব্রজদেবীগণের পরপুরুষ নহেন। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ উপপতিরূপে প্রতীয়মান হইলেও পরপুরুষ নহেন, তাঁহাদেরই প্রাণকান্ত। এই জন্যই শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, কোন এক সুগোপ্য রীতিতে প্রেমাতুর হইয়া গোপন-প্রণয়-সম্ভ্রমে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন।

যদিও কুলবতী ললনাগণের পরমদুঃখের কারণ হইতেছে—স্বজন ও আর্যপথ হইতে বিচলিত হওয়া। অর্থাৎ অগ্নি বা বিষপানে মরণাদিকে তাঁহারা সাদরে বরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে লজ্জা ত্যাগ সর্বথা দুরূহ; তথাপি রাগের অদম্য-বিক্রমে ব্রজদেবীগণ বেদ-মর্যাদা ও লোকমর্যাদা অতিক্রম করিয়াছেন এবং ঐ অতিক্রমণে তাঁহাদের রাগের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইলেও উহা তাঁহাদের প্রেমোৎকর্ষের হেতু নহে। কারণ, সমর্থা রতীমতী শ্রীব্রজসুন্দরীগণ স্বীয় স্বাভাবিক প্রেমবলে সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্নাদি অতিক্রমে সমর্থা বলিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ পরকীয়া-নায়িকারূপে অবতীর্ণ করাইয়াছেন। তাই "যা দুস্ত্যজং স্বজনং" ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীউদ্ধব মহাশয় সেই প্রেমবলেরই প্রশংসা করিয়াছেন—কেবল পরকীয়াভাবের প্রশংসা করেন নাই। অতএব শ্রীকৃষ্ণসেবার নিমিত্ত যে তাঁহাদের বাধা-বিঘ্নাদির অতিক্রমণ, উহা তাঁহাদের প্রেমোৎকর্ষের হেতু নহে; তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সমর্থারতি বা প্রেমবৈশিষ্ট্যই উৎকর্ষের হেতু। পক্ষান্তরে স্বকীয়া কান্তা মহিষীগণ-সম্বন্ধে যদি পরকীয়াভাব কল্পিত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা ব্রজসুন্দরীগণের অনুরূপ প্রেমবলের পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। কারণ, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবায় বিবাহ-বিধির অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ বিবাহ-বিধি প্রযুক্ত না হইলেও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিতে পারেন না। এজন্য তাঁহাদের হৃদয়ে 'আমরা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী' এই স্বভাবসিদ্ধ অভিমান সতত জাগরূক থাকে; কিন্তু ব্রজদেবীগণের প্রবল অনুরাগের কাছে বিবাহ-বিধির অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ বিবাহ না হইলে আমরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারিব না—এরূপ কোন কথা তাঁহাদের মনে হয় না। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে কেবল অনুরাগেরই প্রাবল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে, কোন বিশেষণের সংযোগ নাই—কোন উপাধির আবরণ নাই। তাই তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ পতি কি উপপতি, এরূপ কোন প্রশ্নের অবকাশ নাই।

৮৩। অতো হি যা নৌ বহুসাধনোত্তমৈঃ,
সাধ্যস্য চিন্ত্যস্য চ ভাবযোগতঃ।
মহাপ্রভোঃ প্রেমবিশেষপালিভিঃ,
সৎসাধনধ্যানপদত্বমাগতাঃ॥

মূলানুবাদ

৮৩। অতএব তাঁহারা উত্তম উত্তম বহু বহু সাধন দ্বারা সাধ্য এবং সমাহিত চিত্তের দ্বারা চিন্তনীয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণে তাদৃশ প্রেমবিশেষ লাভ করিয়াছেন। অতএব আমাদেরও তাদৃশ ভাবযোগে চিন্তনীয়। অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সাধন ও ধ্যানের বিষয় হইয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৩। অতঃ এতাদৃশভজনাদেব হেতোঃ মহাপ্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেমবিশেষাণাং অসাধারণপ্রেমণাং পালিভিঃ শ্রেণীভিঃ কৃত্বা স্বতোরুৎকৃষ্টয়োঃ সাধন-ধ্যানয়োঃ পদত্বং বিষয়তাং পরমসাধ্যত্বং পরমেধ্যত্বঞ্চেত্যর্থঃ। আগতাঃ সম্যক্‌প্রাপ্তাঃ। তথা চ প্রসিদ্ধমুদ্ধববাক্যং গোপীঃ প্রত্যেব—'বিয়োগিনীনামপি পদ্ধতিং বো, ন যোগিনো গন্তুমপি ক্ষমন্তে। যদ্ধ্যেয়রূপস্য পরস্য পুংসো, যূয়ং গতা ধ্যেয়পদং দুরাপম্॥' ইতি। কথম্ভূতস্য? মহাপ্রভোঃ! নোঽস্মাকং বহুভিঃ সাধনোত্তমৈরুৎকৃষ্টসাধনৈঃ পরিচর্য্যাদিভিঃ সাধ্যস্য, ন তু স্বাচ্ছন্দ্যেন প্রাপ্যস্য; কিঞ্চ, ভাবযোগতঃ প্রেমসম্পত্ত্যা চিত্তৈকাগ্রতয়া বা চিন্ত্যস্য ধ্যেয়স্যৈব, ন তু সাক্ষাল্লভ্যস্য॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৩। অতএব এতাদৃশ ভজনের জন্যই গোপীগণ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমভাজন, অর্থাৎ স্বতঃই উৎকৃষ্ট সাধন বা ধ্যানের বিষয় হইয়াছেন—পরম সাধ্যত্ব বা ধ্যেয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। এবিষয়ে গোপীগণের প্রতি শ্রীউদ্ধবের প্রসিদ্ধ বাক্য এইরূপ—"এই বিয়োগিনী গোপীগণের পদ্ধতি যোগীগণ ধ্যানেও অনুসরণ করিতে সমর্থ নহেন। কেন-না, গোপীগণ ধ্যেয়রূপ পরম-পুরুষেরও ধ্যেয়পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন।" উহা কি প্রকার? উহা আমাদের বহু বহু উৎকৃষ্ট সাধনের দ্বারাও প্রাপ্তব্য নহে। অর্থাৎ গোপীগণ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণে যে অসাধারণ প্রেমলাভ করিয়াছেন, তাহা আমাদের পরিচর্যাদি সাধ্য দ্বারা চিন্তনীয় হইলেও স্বচ্ছন্দে প্রাপ্তব্য নহে। আরও বলি, ঐ প্রেমসম্পত্তি ভাবযোগেই চিন্তনীয় বা একাগ্রচিত্তে ধ্যেয়; কিন্তু সাক্ষাৎ লভ্য নহে।

৮৪। তাস্বেতস্য হি ধর্ম-কর্ম-সুত-পৌত্রাগার-কৃত্যাদিষু
ব্যগ্রাভ্যোঽস্মদথাদরৈঃ পতিতয়া সেবকরীভ্যোঽধিকঃ।
যুক্তো ভাববরো ন মৎসরপদং চোদ্বাহভাগ্‌ভ্যো ভবেৎ
সংশ্লাঘ্যোঽথ চ যৎ প্রভোঃ প্রিয়জনাধীনত্বমাহাত্ম্যকৃৎ॥

মূলানুবাদ

৮৪। এই নিমিত্ত আমাদের অপেক্ষা সেই গোপীগণের প্রতি প্রভুর অধিকতর প্রেমপ্রকাশই উপযুক্ত হইয়াছে। কারণ, আমরা মহাপ্রভুর বিবাহিত পত্নী এবং সর্বদা ধর্ম, কর্ম, পুত্র-পৌত্র গৃহাদিকৃত্যে ব্যগ্রচিত্ত। আবার আমরা পতিভাবে গৌরবান্বিতা হইয়াই প্রভুর সেবা করিয়া থাকি; কিন্তু গোপীগণ উক্ত ধর্ম-কর্ম-বিষয়ে অপেক্ষারহিত শুদ্ধভাবে প্রভুর সেবা করিয়া থাকেন। অতএব গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব আমাদিগের অপেক্ষা অধিক মাৎসর্যের বিষয় নহে, বরং প্রশংসনীয়। কারণ, সেই জাতীয় ভাবই আমাদের প্রভুর প্রিয়, সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা প্রভুর প্রিয়জনাধীনত্বরূপ মাহাত্ম্যই প্রকাশ পাইতেছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৪। কথম্ভূতাভ্যোঽস্মদ্ধর্মকর্মাদিষু ব্যগ্রাভ্যঃ তত্তদাসক্তাভ্য ইত্যর্থঃ। অথ অতঃ; পতিতয়া স্বামিত্বেন হেতুনা, আদরৈর্গৌরবৈঃ, সেবাকরীভ্যঃ পরিচর্য্যাকর্ত্রীভ্যঃ; যতঃ উদ্বাহভাগ্‌ভ্যঃ কৃতবিবাহাভ্য ইত্যর্থঃ। এবং গোপীভ্য আত্মন্যো বৈপরীত্যমুক্তমিত্যূহ্যম্। তথাহি—তত্রৈহিকামুষ্মিকাশেষার্থাপেক্ষারহিতা বরঞ্চ তেষু ব্যগ্রাঃ। তাঃ রাসক্রীড়াদ্যনির্বচনীয়-বিভ্রমৈর্ভেজুঃ, বয়ন্তু সেবামাত্র-কারিণ্যস্তত্রাপি পতিতয়া গৌরবৈঃ, ন তু বিশুদ্ধপরমপ্রেমবিশেষেণ। তাঃ কদাচিৎ নিশি গৃহকোণে নিভৃতমাগত্য লীনস্য অস্য বিচিত্র-সঙ্কেতশব্দভঙ্গিং নিশম্য শয়নাদুত্থায় শ্বশ্রাদিশঙ্কয়া শনৈঃ শনৈর্দ্বারার্গলমীষন্মোচয়িত্বা গৃহান্নিঃসৃত্যাভিমুখে মিলিতমেতমুপলভ্য গাঢ়ালিঙ্গন-চুম্বনাদিনা সুখয়ন্তি স্ম। কদাচিদ্দিবাপি সঙ্কেতিত-যমুনানিকুঞ্জাদিগতং কোমলপল্লবপুষ্পশয্যাং রচয়ন্তং পত্রনিপাতাদি-শব্দেনাপি প্রিয়তমা-সমাগমমাশঙ্ক্যমানং ত্বদ্বর্ত্মনিহিতদৃষ্টিং কালিন্দীজলাহরণা-দিব্যাজেন গত্বৈনমরময়ন্। কদাচিৎ প্রদোষে বেণুনাদসঙ্কেতেনোন্মাদিতা মুহুর্ভ্রশ্যদ্দুকূলকেশা বিপর্য্যয়ধৃতভূষণা বেগেন ধাবিত্বা গত্বা অবহিত্থাপরস্যাস্য শাঠ্যবচনপরিপাট্যা মহাশোকার্তাঃ; কাকুভির্নিজেষ্টং স্পষ্টং যাচমানাঃ

পশ্চাদবহিত্থাভঙ্গান্নর্মত্ব-জ্ঞানেন পরমহৃষ্টাঃ। পীতবস্ত্রাঞ্চলাদৌ ধৃত্বা বলাদেনং নিকুঞ্জকুহরে সমাকৃষ্য সমতর্পয়ন্নিত্যেবং বিবিধরীত্যা স্বচ্ছন্দমৌপপত্যেনাভজন্; বয়ন্তু বিধিবদ্গৃহীতপাণয়ো লোকধর্মাদিপরতন্ত্রা গার্হস্থ্যধর্মেণৈব ভজাম ইত্যাদি। অতএবাস্মাকং মৎসরপদং মাৎসর্য্যবিষয়শ্চ ন ভবতি; পরমোৎকৃষ্টৈর্জনৈঃ সহ নিকৃষ্টানাং সাপত্ন্যাযোগাৎ; যথা স্বামিনীভিঃ সহ দাসীনাম্। অথচ প্রত্যুত সংশ্লাঘ্যঃ সম্যক্শ্লাঘাযোগ্য এব। যদ্যস্মাৎ প্রভোঃ স্বভর্ত্তুঃ প্রিয়জনানামধীনত্বেন বশ্যত্বেন তদ্রূপং বা যন্মাহাত্ম্যং কীর্তিবিশেষস্তৎ করোতীতি তথা সঃ ভাববরঃ। তথা সত্যেবাস্মাদৃশীনামপি তত্রাশা ভবেদিতি গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ। যদ্যপ্যাসামপি ধর্মকর্মাদিস্বাসক্তির্নাস্ত্যেব, সত্যামপি তেষাং, সর্বেষামেব ভগবদর্থকতায় ন কোঽপি চ দোষো ঘটতে, প্রত্যুত ভজনবৈচিত্রীহেতুত্বাদগুণ এব; তথাপি নিজসহজবিনয়ভরেণ গোপীসদৃশভজনসৌভাগ্যাভাবেন বা তথোক্তং ভগবত্যেতি বোদ্ধব্যম্, এবমন্যদপ্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৪। অতএব গোপীগণের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের ভাব আমাদিগের অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট হওয়াই উচিত। যেহেতু, আমরা ধর্ম-কর্মাদিতে ব্যগ্রচিত্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী বলিয়া গৌরবের সহিত পতিভাবে মহাপ্রভুর সেবা বা পরিচর্যা করিয়া থাকি; কেননা, আমরা বিবাহ-বিধি অনুসারে গৃহীতা। এইরূপে শ্রীরুক্মিণীদেবী নিজেদের সহিত গোপীগণের বৈপরীত্য প্রদর্শন করিলেন। যেমন গোপীগণ ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ সাধ্যসাধনে অপেক্ষারহিত, আমরা কিন্তু সেই সাধ্য-সাধনে ব্যগ্রচিত্তা। গোপীগণ বিশুদ্ধ পরমপ্রেমবিশেষের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে রাসক্রীড়াদিরূপ অনির্বচনীয় বিলাসবিশেষদ্বারা সেবা করিয়া থাকেন, আর আমরা পতিভাবে গৌরবান্বিত হইয়াই তাঁহার সেবামাত্র করিয়া থাকি। সেই সেবাও আবার বিশুদ্ধ পরম প্রেমের সহিত নহে। এক্ষণে গোপীগণের পরমপ্রেম বিশেষের কথা বলিতেছেন। কদাচিৎ শ্রীকৃষ্ণ নিশীথ রজনীযোগে গোপীগণের গৃহকোণে আগমন করতঃ নির্জনে লুকাইয়া বিচিত্র সঙ্কেত শব্দভঙ্গী করিলে, গোপীগণ সেই সঙ্গেত-শব্দ শ্রবণে শয্যা হইতে উঠিয়া শ্বাশুড়ী প্রভৃতির ভয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে দ্বারের অর্গলি মোচনপূর্বক গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ গাঢ় আলিঙ্গন ও চুম্বনাদি দ্বারা তাঁহাকে সুখী করিয়া থাকেন। আবার কখন বা দিবাভাগে শ্রীকৃষ্ণ যমুনা পুলিনের সঙ্কেতিত নিকুঞ্জে অগ্রে অভিসার করিয়া কোমল পল্লব-পুষ্পাদি দ্বারা শয্যা রচনা করতঃ

গোপীগণের প্রতীক্ষায় পথের দিকে চাহিয়া থাকেন, বৃক্ষের শুষ্কপত্রাদি নিপাতন-শব্দে প্রিয়তমার আগমন আশঙ্কা করিয়া চমকিত হয়েন। আর গোপীগণও যমুনায় জল আহরণাদির ছলনায় গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সঙ্কেতিত কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। কখন-বা প্রদোষে শ্রীকৃষ্ণের বেণুনাদ-সঙ্কেতে গোপীগণ উন্মাদিনীর ন্যায় অভিসার করিলে তাঁহাদের মুহুর্মুহু বস্ত্রস্খলিত এবং কেশপাশ বিপর্যস্ত হয় ও বিপর্যয়ভাবে ধৃতভূষণা হইয়াই তাঁহারা বেগে শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হয়েন; কিন্তু রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ অবহিত্থা প্রকাশপূর্বক (নিজভাব গোপন করিয়া) শঠের ন্যায় বচন-পরিপাটি-প্রকাশ করিলে তাঁহারা মহাশোকার্ত হইয়া নিতান্ত বিনয় নম্র বচনে নিজেদের ইষ্ট প্রার্থনা অর্থাৎ স্পষ্টরূপে সুরত যাচ্ঞা করেন। পরে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অবহিত্থা ভঙ্গ করিলে গোপীগণ তাহা নর্মপরিহাস মনে করিয়া পরমহর্ষভরে তাঁহার পীতবসন ধরিয়া বলপূর্বক তাঁহাকে নিকুঞ্জকুহরে টানিয়া লইয়া গিয়া বিবিধ রীতিতে পরম আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে গোপীগণ বিবিধ রীতিতে অর্থাৎ স্বচ্ছন্দভাবে উপপতি গমনের রীতিতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। আর আমরা কিন্তু বিধি অনুসারে পাণিগ্রহণ করিয়া লোকধর্মাদিপরতন্ত্র গার্হস্থ্য ধর্মের সহিত তাঁহার ভজনা করিতেছি। অতএব গোপীগণের উক্ত ভাববিশেষ আমাদিগের মাৎসর্যের বিষয় নহে; অর্থাৎ তাঁহাদের প্রতি আমাদের মাৎসর্য প্রকাশ করা উচিত নহে। যেমন পরমোৎকৃষ্টজনের সহিত নিকৃষ্ট জনের সাপত্ন্যভাব অযোগ্য। অর্থাৎ যেমন দাসীগণের সহিত স্বামিনীর সাপত্ন্যভাব সঙ্গত হইতে পারে না, প্রত্যুত ঐ ভাববিশেষ প্রশংসনীয় বা পরম শ্লাঘা যোগ্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ জানিতে হইবে। ঐ শ্রেষ্ঠভাব আমাদের প্রভুর প্রিয়জনাধীনত্বরূপ মাহাত্ম্যই প্রকাশ করিতেছে। অথবা তাঁহারা আমাদের স্বামীর প্রিয়জন বলিয়া তাঁহার প্রেমপরাধীত্বরূপ মাহাত্ম্য বা কীর্তিবিশেষ বিস্তার করিতেছেন। তথা স্বচ্ছন্দভাবে এই ভাব প্রকাশের জন্য মাদৃশীজনও উহা পাইবার আশা করিতে পারে—শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যের ইহাই গূঢ় অভিপ্রায়। যদিও শ্রীরুক্মিণীদেবী প্রভৃতি মহিষীবর্গের ধর্ম-কর্মাদি বিষয়ে কিছুমাত্র আসক্তি নাই, আর যদি বা সেই সকল বিষয়ে কিঞ্চিৎ আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও সেই সমস্ত বিষয় ভগবৎসেবা-সাধনের সহায়রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহাতে কোন দোষ ঘটিতে পারে না; বরং উহা ভজন-বৈচিত্রীর হেতুস্বরূপ বলিয়া মহাগুণেই পর্যবসিত হইতেছে; তথাপি কিন্তু শ্রীরুক্মিণীদেবী গোপী-সদৃশ-ভজন-সৌভাগ্যের অলাভে বা নিজ সাহজিক বিনয়ভরে আক্ষেপপূর্বক উক্ত প্রকার বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে।

সারশিক্ষা

৮৪। শ্রীরুক্মিণীদেবী পরম আবেগভরে ব্রজদেবীগণের প্রেমসম্পত্তির মহিমা বর্ণন করিলেন। যেহেতু, তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অসমোর্ধ প্রেমমাধুর্য সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া তাহাতে লুব্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু যখন বুঝিলেন, ব্রজসুন্দরীগণ ভিন্ন অন্য কেহ সেই প্রেমের আশ্রয় হইতে পারেন না, তখন বলিলেন, আমরা কেহ সেই ভাববিশেষ প্রাপ্ত হওয়ার আশা করিতে পারি না। ব্রজদেবীগণের মত আমাদের শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্যবিশেষ আস্বাদনের যোগ্যতার অভাবই তাহার হেতু। যেমন কোন উৎকৃষ্ট বস্তুতে লোভ জন্মিলে, তৎপ্রাপ্তির অসম্ভাবনায় লোভীর নিজ জীবন ব্যর্থ বলিয়া বোধ হয় এবং উক্ত বস্তুর অধিকারীর জীবন সার্থক মনে হয়। কিন্তু উক্ত ব্যর্থতা বোধ বাস্তবিকপক্ষে জীবনের ব্যর্থতা সূচনা করে না, উহা বস্তুরই উৎকর্ষ সূচনা করে। এস্থলেও তদ্রূপ জানিতে হইবে।

আরও বুঝা গেল যে, শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের প্রেয়সীত্বে বিবাহবিধির অপেক্ষা আছে, কিন্তু ব্রজসুন্দরীগণের প্রেয়সীত্ব অনুরাগসিদ্ধ। তাঁহাদের প্রবল অনুরাগের কাছে বিবাহবিধির অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ কোন বিধির অপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ সুখের জন্য সর্বত্যাগিনী হইয়াছেন। আর শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাদের সঙ্গাভিলাষে ঐ প্রকার বিধি লঙ্ঘন করিয়া মিলিত হইয়াছেন। ইহাই তাঁহাদের ভাববিশেষের মহত্ত্ব বা অনুরাগের জ্বলন্ত নিদর্শন।

**৮৫। ততোঽন্যাভিশ্চ দেবীভিরেতদেবানুমোদিতম্।
সাত্রাজিতী পরং মানগেহং তদসহাবিশৎ॥**

মূলানুবাদ

৮৫। অনন্তর অপরাপর মহিষীগণ শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যেরই অনুমোদন করিলেন, কিন্তু সত্রাজিততনয়া শ্রীসত্যভামাদেবী উহা সহ্য করিতে না পারিয়া মানাগারে প্রবেশ করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৫। অন্যাভিঃ শ্রীজাম্ববতীপ্রভৃতিভিঃ। এতৎ শ্রীরুক্মিণ্যুক্তমেব অনুমোদিতং সাধু সাধ্বিত্যনুমোদনং কৃতম্; পরং কেবলমেকেত্যর্থঃ। তং ব্রজজনবিষয়ক-ভবদীয়ভাববিশেষং ন সহত ইতি তথাভূতা সতী; মানস্য গেহং মানে সতি যদ্ গৃহং প্রবিশ্যতে তৎ প্রবিবেশ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৫। শ্রীজাম্ববতী প্রভৃতি অপরাপর মহিষীগণ শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যসমূহ 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া অনুমোদন করিলেন; কেবল সত্রাজিততনয়া শ্রীসত্যভামাদেবী ব্রজজনবিষয়ক ভবদীয়-ভাববিশেষ সহ্য করিতে না পারিয়া মানগৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

৮৬। **শ্রীমদ্‌গোপীজন-প্রাণনাথঃ সক্রোধমাদিশৎ।**
সা সমানীয়তামত্র মূর্খরাজসূতা দ্রুতম্॥

মূলানুবাদ

৮৬। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, শ্রীউদ্ধবের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীমদ্‌গোপীজন প্রাণনাথ সক্রোধে আদেশ করিলেন, মহা মূঢ় সত্রাজিতরাজসুতা সত্যভামাকে সত্বর এইস্থানে আনয়ন কর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৬। শ্রীমন্তঃ পরমপ্রেমসম্পত্তিযুক্তা নিখিলশোভাবত্যো বা গোপীজনাঃ শ্রীরাধাদ্যাঃ প্রাণনাথাশ্চ স্বামিন্যঃ, যদ্বা, প্রাণেশ্বর্যো যস্য সঃ। অতএব তদ্বিষয়ক-মাৎসর্য্যসহিষ্ণুতয়া তথাদিশদিতি ভাবঃ। মূর্খরাজ্যে মহামূঢ়ঃ সত্রাজিৎ ভগবতি স্যমন্তকমণিহরণমিথ্যাপবাদজল্পনাৎ। তস্য সুতেতি ক্রোধেন তস্যামপি তাদৃক্‌ত্বমাবর্জয়তি সম্যক্ ত্যজতি অর্পয়তীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৬। শ্রীমন্ত বলিতে পরমপ্রেমসম্পত্তিযুক্ত বা নিখিল শোভাবন্ত। গোপীজন-প্রাণনাথ বলিতে শ্রীরাধাদি গোপীজনের প্রাণেশ্বর। অথবা শ্রীরাধাদি গোপীজনই যাঁহার প্রাণেশ্বরী, সেই শ্রীকৃষ্ণ। অতএব গোপীবিষয়ক-মাৎসর্য-অসহিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ সক্রোধে আদেশ করিলেন, "মহামূঢ় সত্রাজিত-কন্যাকে এই স্থানে আনয়ন কর।" 'মহামূঢ়' বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এই মূর্খরাজা সত্রাজিত স্যমন্তকমণিহরণ প্রসঙ্গে শ্রীভগবানের উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়াছিল। এইজন্য ক্রোধাবেশে বলিলেন, 'সেই মহামূঢ় সত্রাজিতের কন্যা।' অর্থাৎ তাদৃশ মহামূঢ়ের কন্যা বলিয়া তাদৃশী গুণসম্পন্না, এই বলিয়া শ্রীসত্যভামাদেবীকে ভর্ৎসনা করিলেন।

৮৭। শ্রেষ্ঠা বিদগ্ধাস্বভিমানসেবাচাতুর্যতো নন্দয়িতুং প্রবৃত্তা।
গোপালনারী-রতিলম্পটং তং, ভর্তারমত্যন্তবিদগ্ধতাঢ্যম্॥
৮৮। দাসীভ্যস্তাদৃশীমাজ্ঞাং তস্যাকর্ণ্য বিচক্ষণা।
উত্থায় মার্জয়ন্ত্যঙ্গং ত্বরয়া তত্র সাগতা॥

মূলানুবাদ

৮৭-৮৮। শ্রীসত্যভামাদেবী বিদগ্ধা রমণীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা ছিলেন বলিয়া তিনি দাসীগণের মুখে শ্রীকৃষ্ণের সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া ভূমিশয্যা পরিত্যাগপূর্বক অঙ্গ মার্জনা করিতে করিতে দ্রুতগতিতে প্রভুর পার্শ্বে আগমন করিলেন এবং গোপনারী-রতি-লম্পট বিদগ্ধশিরোমণি নিজপতিকে মান-সেবাচাতুর্য সহকারে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৭-৮৮। ননু সা শ্রীকৃষ্ণস্য পরমপ্রিয়তমা; কথং তস্য মনঃপ্রতিকূলং ব্যবজহ্রে? সত্যম্; তস্যৈব নাগরশেখরস্য মানিনী-মানভঞ্জনেন সংরম্ভাৎ, প্রিয়জন-পরমোৎকর্ষবর্ণনেন বা সুখবিশেষং সম্পাদয়িতুমিত্যাহ—শ্রেষ্ঠেতি। বিদগ্ধাসু মধ্যে শ্রেষ্ঠা; অতঃ অভিমানঃ সম্যঙ্‌মানিনীত্বং তদ্রূপং যৎসেবাচাতুর্যং তেন কৃত্বা; তৃতীয়ায়াং তস্। তং ভর্ত্তারং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রং নন্দয়িতুং হর্ষয়িতুং প্রবৃত্তা সা সত্যভামা চ তস্য ভর্ত্তুস্তাদৃশীং ক্রোধেন কৃতামাজ্ঞাং 'সা সমানীয়তাম্' ইত্যাদিরূপাং দাসীভ্য আকর্ণ্য ত্বরয়া তত্র পার্শ্বে আগতেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। যদ্বা প্রবৃত্তেত্যেব ক্রিয়াপদম্; ততশ্চ তস্যা মানে প্রবৃত্ত্যভিপ্রায়কথনায় পূর্ববৃত্তমাদ্যশ্লোকেনোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। ননু স্ত্রীজনমানভঞ্জনেন স্বগৌরবাদিহান্যা কুতো হর্ষঃ সম্ভবেত্তত্রাহ—অত্যন্তয়া নিঃসীমকয়া বিদগ্ধতয়া বৈদগ্ধ্যা আঢ্যং যুক্তম্; পরমবিদগ্ধচূড়ামণেঃ স এবানন্দবিশেষহেতুরিতি ভাবঃ। যতঃ গোপালনারীষু শ্রীচন্দ্রাবল্যাদিষু যা রতিঃ, পরমপ্রেমনিষ্ঠাপরিপাকবিশেষলক্ষণং সৌরতং তস্যাং লম্পটং রসিকম্। এবং পরমমহাবৈদগ্ধ্যং তথা পরমমহাবিদগ্ধানাং তাসাং মানভঞ্জনেন সুখমমুনাভূতমস্তীতি চোক্তম্। বিচক্ষণা মানসমাদ্যভিজ্ঞা। ভূমিশয়নাদুত্থায় অঙ্গং স্বগাত্রং মার্জয়ন্তী ভূমিশয়নাদিনা লগ্নং রজআদ্যপসারয়ন্তী॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৭-৮৮। যদি বল, শ্রীমতী সত্যভামাদেবী শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়তমা হইয়াও

পরমপ্রিয়তমা, একথা সত্য; কিন্তু নাগরশেখর শ্রীকৃষ্ণ মানিনীর মান ভঞ্জনের সংরম্ভেই অর্থাৎ প্রিয়জনের প্রেমোৎকর্ষ বর্ণনের দ্বারাই মানভঞ্জন করিলেন। অথবা শ্রীকৃষ্ণের সুখবিশেষ সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীসত্যভামাদেবী পতিকে মানসেবায় সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইজন্য তাঁহাকে বিদগ্ধা রমণীগণের শ্রেষ্ঠা ও বিচক্ষণা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ শ্রীসত্যভামাদেবী বিদগ্ধা রমণীগণের শ্রেষ্ঠা ও বিচক্ষণা বলিয়া সম্যক্ মানিনী হইয়াও বিদগ্ধশিরোমণি পতিকে মান-সেবা-চাতুর্য-সহকারে সন্তুষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশেষতঃ সেই সত্যভামাদেবী দাসীগণের মুখে নিজভর্তা শ্রীকৃষ্ণের সক্রোধ আদেশ "সত্যভামাকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর" ইত্যাদিরূপ কথা শ্রবণমাত্র ভূমিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গমার্জন করিতে করিতে দ্রুতগতিতে ভর্তার পার্শ্বে আগমন করিলেন। আর তাঁহার মান প্রবৃত্তির অভিপ্রায় কথনের পূর্ববৃত্তান্ত প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। যদি বল, স্ত্রীজনসুলভ মানভঞ্জনের দ্বারা স্বগৌরবাদি হানি হইলে প্রভুর হর্ষ সম্ভব হইবে কিরূপে? তাই বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত বিদগ্ধাযুক্ত বা পরম বিদগ্ধচূড়ামণি বলিয়া প্রেমনিষ্ঠাযুক্তা মানিনীগণের মানভঞ্জনই তাঁহার আনন্দবিশেষের হেতু। কারণ, এই শ্রীকৃষ্ণ গোপললনা শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতির রতিলোলুপ, অর্থাৎ পরম প্রেমনিষ্ঠার পরিপাকবিশেষ লক্ষণ যে সুরত, সেই সুরত বিষয়ে অত্যন্ত রসিক। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পরম বিদগ্ধতা এবং পরম বিদগ্ধগণের পক্ষে স্ত্রীজনের মানভঞ্জনে যে সুখ, সেই সুখও শ্রীকৃষ্ণের অনুভূত; সুতরাং এ বিষয় সূচনার্থ উক্তপ্রকার উক্তি জানিতে হইবে। আবার এই শ্রীসত্যভামাদেবীও বিচক্ষণা অর্থাৎ মানের সময়াদি বিষয়ে অভিজ্ঞা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শ্রবণমাত্র ভূমিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গ মার্জনা করিতে করিতে অর্থাৎ ভূমিশয্যার জন্য গাত্রসংলগ্ন ধূলি অপসারণ করিয়া কান্তপার্শ্বে আগমন করিলেন।

৮৯। স্তম্ভেঽন্তর্ধাপ্য দেহং স্বং স্থিতা লজ্জাভয়ান্বিতা।
সংলক্ষ্য প্রভুণা প্রোক্তা সংরম্ভাবেশতঃ স্ফুটম্॥

শ্রীভগবানুবাচ—

৯০। অরে সাত্রাজিতি ক্ষীণচিত্তে মানো যথা ত্বয়া।
ক্রিয়তে রুক্মিণীপ্রাপ্তপারিজতাদিহেতুকঃ॥

৯১। তথা ব্রজনেষ্বস্মন্নির্ভরপ্রণয়াদপি।
অবরে কিং ন জানাসি মাং তদিচ্ছানুসারিণম্॥

মূলানুবাদ

৮৯। তিনি অসময়ে মানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া লজ্জিতা ও ভগবৎ ক্রোধাদির ভয়ে ভীতা হইয়া স্তম্ভের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন, কিন্তু প্রভু শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অঙ্গসৌরভাদির বিশেষ লক্ষণে তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়া ক্রোধাবেশে স্ফুটরূপে বলিতে লাগিলেন।

৯০-৯১। শ্রীভগবান বলিলেন, অরে সংকীর্ণচিত্তে সত্রাজিততনয়ে! তুমি পূর্বে রুক্মিণীর পারিজাতপ্রাপ্তিতে যেরূপ মান করিয়াছিলে, আজ ব্রজজনের প্রতি আমার চরমসীমাপ্রাপ্ত প্রেম দেখিয়া সেইরূপ মান করিয়াছ? অরে বুদ্ধিহীনে! আমি যে ব্রজবাসীদিগের ইচ্ছানুবর্তি, তাহা তুমি কি জান না?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৮৯। সা চ স্বং স্বকীয়ং দেহং স্তম্ভে অন্তর্ধাপ্য লীনং কৃত্বা স্থিতা সতী প্রভুণা শ্রীকৃষ্ণেন সংলক্ষ্য সৌরভ্যাদিবিশেষলক্ষণেন জ্ঞাত্বা সংরম্ভস্য ক্রোধস্যাবেশতঃ প্রবেশতঃ স্ফুটং যথা স্যাত্তথা প্রোক্তা। কথম্ভূতা? লজ্জা অসময়ে মানে প্রবৃত্ত্যা বিকর্মণা ভয়ঞ্চ ভগবৎক্রোধাদেঃ তাভ্যামন্বিতা॥

৯০। অরে সত্রাজিতস্য দুর্বুদ্ধেঃ কন্যেতি ক্রোধসম্বোধনম্; তথা রে ক্ষীণচিত্তে ইতি চ। রুক্মিণা প্রাপ্তং মত্তো লব্ধং যৎ পারিজাতং নারদানীতং সুরতরুপুষ্পমেকং তদাদির্হেতুর্যস্য মানো যথা ত্বয়া ক্রিয়তে, তথা ব্রজজনেষু শ্রীরাধিকাসু যোঽস্মাকং নির্ভরঃ সর্বাতিশায়ী প্রণয়ঃ প্রেমা তস্মাদপি হেতোঃ। তথা তাদৃশো মানঃ ক্রিয়তে ত্বয়েতি সার্ধশ্লোকেনান্বয়ঃ॥

নিজপ্রেমভরাদাত্মনো বহুমানেন বা। অবর ইত্যতিক্রোধসম্বোধনে; তেষাং ব্রজজনানামিচ্ছানুসরণশীলম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৮৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

৯০-৯১। অরে দুর্বুদ্ধে সত্রাজিততনয়ে! (ইহা ক্রোধব্যঞ্জক সম্বোধন) অরে লঘুচিত্তে! তুমি পূর্বে রুক্মিণীর পারিজাত প্রাপ্তিতে যাদৃশ মান করিয়াছিলে, (একদা শ্রীনারদ স্বর্গ হইতে পারিজাত-পুষ্প আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিয়াছিলেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই পুষ্প শ্রীরুক্মিণীকে দিয়াছিলেন।) আজ শ্রীরাধিকাদি ব্রজবাসীদিগকে আমাদিগের সর্বাতিশয় প্রণয়পাত্র দেখিয়া তাদৃশ মান করিয়াছ? এখানে 'আমাদিগের' বহুবচন প্রয়োগের উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীবলরাম-শ্রীরোহিণী আদি আমাদিগের সকলেরই ব্রজজনবিষয়ক সর্বোৎকৃষ্ট প্রেম বা নিজ প্রেমাস্পদ বিগ্রহ অপেক্ষাও অধিক প্রেম-হেতু বহুমাননের জন্য জানিতে হইবে। "অবর" অতিশয় ক্রোধব্যঞ্জক সম্বোধন। আমি ব্রজবাসীদিগের ইচ্ছানুসারেই সমস্ত কার্য করিয়া থাকি, তাহা তুমি কি জান না?

৯২। কৃতে সর্ব-পরিত্যাগে তৈর্ভদ্রং যদি মন্যতে।
শপে তেঽস্মিন্ ক্ষণে সত্য তথৈব ক্রিয়তে ময়া॥

৯৩। স্তুবতা ব্রহ্মণোক্তং যদ্‌বৃদ্ধবাক্যং ন তন্মৃষা।
তেষাং প্রত্যুপকারেঽহমশক্তোঽতো মহাঋণী॥

মূলানুবাদ

৯২। তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিলে যদি ব্রজবাসীগণ আপনাদিগের মঙ্গল মনে করেন, তাহা হইলে আমি শপথপূর্বক বলিতেছি, সত্য সত্যই এখনই আমি তাহা করিব।

৯৩। ব্রহ্মা আমার স্তব করিতে করিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কখনই মিথ্যা নহে; কারণ, উহা প্রামাণিক বাক্য, বস্তুত আমি ব্রজবাসীদিগের প্রত্যুপকারে অসমর্থ; অতএব আমি তাঁহাদিগের নিকট মহাঋণী।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯২। তদেবাহ—কৃত ইতি। সর্বস্য ত্বদাদিদারপুত্রাদেঃ পরিত্যাগে ময়া কৃতেঽপি সতি তৈর্ব্রজজনৈরেবং ভদ্রং ন মন্যত এব, যদি তু ভদ্রং মন্যতে, তদা অস্মিন্নেব ক্ষণে তথৈব ক্রিয়তে, সর্বং পরিত্যজ্যত ইত্যর্থঃ। এতচ্চ সত্যমেব। অতস্তে তুভ্যং শপে, তপ শপতং করোমীত্যর্থঃ। অনেন তস্যামপি প্রেমবিশেষো ব্যঞ্জিতঃ, লোকে পরমপ্রিয়জনস্যৈব শপথাচরণাৎ॥

৯৩। তর্হি তেষাং প্রিয়ং কথং ন সম্পাদয়সি? নিজশক্ত্যা কথমপি অসাধ্যত্বাদিত্যাশয়েনাহ—স্তুবতেতি। মৎস্তুতিং কুর্বতা সতা যদুক্তং তন্মৃষা ন ভবতি; যতঃ বৃদ্ধস্য প্রামাণিকস্য বাক্যম্। কিমুক্তম্? তদাহ—তেষামিতি, ব্রজজনানাং প্রত্যুপকারে প্রত্যুপকারং কর্তুমহং পরমেশ্বরোঽপ্যশক্ত; অতস্তস্মাদ্ধেতোস্তেষাং মহাঋণিবিশেষবৎ পরমবশ্যঃ। কথমপি কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকারেচ্ছয়া নিত্যপরম-ব্যগ্রশ্চেত্যর্থঃ। স্তুবতা ইত্যুক্ত্যা পরমোৎকর্ষবর্ণনরূপা স্তুতির্মম সৈবেতি ধ্বনিতম্। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।১৪।৩৫) 'এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি নশ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্ মুহ্যতি। সদ্বেশাদিব পূতনাঽপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা, যদ্ধামার্থ সুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়-প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে॥' ইত্যাদি। অস্যার্থশ্চাগ্রে বিবরিষ্যতে॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯২। "আমি যে ব্রজবাসীদিগের ইচ্ছানুসরণশীল" তাহাই 'কৃতে' ইত্যাদি শ্লোকে দেখান হইতেছে। আমি সর্ব-পরিত্যাগ অর্থাৎ পুত্রাদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করিলে যদি ব্রজবাসীগণ আপনাদিগের মঙ্গল মনে করেন, তাহা হইলে আমি এইক্ষণেই তাহা করিতে প্রস্তুত। ইহা সত্য; অতএব আমি তোমার শপথ করিয়া বলিতেছি, এই বাক্যে শ্রীসত্যভামার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবিশেষ ব্যঞ্জিত হইল। কারণ, লোকে পরম প্রিয়জনেরই শপথ করিয়া থাকে।

৯৩। তাহা হইলে আপনি ব্রজবাসীদিগের প্রিয়কার্য সম্পাদন করেন না কেন? তাহা কি নিজশক্তিতে সম্পাদন করা অসাধ্য? এই আশয়ে বলিতেছেন, 'স্তুবতা' ইত্যাদি। ব্রহ্মা আমার স্তব করিতে করিতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কদাচ মিথ্যা নহে; যেহেতু, উনি প্রামাণিক-বাক্য। শ্রীব্রহ্মা কি বলিয়াছিলেন? বলিতেছি শ্রবণ কর, আমি পরমেশ্বর হইয়াও ব্রজবাসীদিগের প্রত্যুপকারে অসমর্থ। অতএব আমি তাঁহাদিগের নিকট মহাঋণী। অর্থাৎ মহাঋণী-বিশেষবৎ পরম বশীভূত বলিয়া কি প্রকারে কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে পারিব, এই অভিলাষে সর্বদা পরমব্যগ্র থাকিতে হয়। মূলশ্লোকের 'স্তুবতা' পদে শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষ বর্ণনারূপা স্তুতিই ধ্বনিত হইয়াছে। সেই স্তবের তাৎপর্য এইরূপ—'হে দেব! আপনি এই ব্রজবাসীদিগকে সর্বফলাত্মক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠতর আর কোন্ ফল দান করিবেন? পরন্তু আমাদের চিত্ত সর্বথা বিচার করিয়াও তাহা অবধারণ করিতে পারিতেছে না। আবার সর্বফলময় আপনাকে ভিন্ন ইঁহাদের চিত্তও অপর কোন ফলে কদাচ মোহিত হয় না; কিন্তু আপনার ভক্তের সদ্বেশের অনুকরণমাত্র করিয়াই পূতনা সকুলের সহিত আপনাকে লাভ করিয়াছে। আর আপনি হইতেছেন এই ভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রজবাসীদিগের গৃহ, অর্থ, বন্ধু, প্রিয়জন, পুত্র, প্রাণ ও তাঁহাদের যাবতীয় আশয় আপনার সুখের জন্য সমর্পিত; সুতরাং তাঁহাদিগকে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠফল না দিলে হইবে কেন? ইহার বিশেষ অর্থ অগ্রে বিবৃত হইবে।

সারশিক্ষা

৯৩। ব্রজবাসীগণের প্রীতি মাধুর্যময়ী, কদাচিৎ ভগবানের ঐশ্বর্যাদি দর্শন করিলেও তাঁহাদের প্রীতির ন্যূনতা ঘটে না বা তাহা রূপান্তরিত হয় না। প্রবলশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন দুর্বলকে পরাভূত করিয়া তাহার অধিকার ভোগ করে, তেমন মাধুর্যজ্ঞান ঐশ্বর্যজ্ঞানকে অভিভব করিয়া দেয়; কিন্তু ঐশ্বর্যজ্ঞান

কদাচ মাধুর্যজ্ঞানকে অভিভূত করিতে পারে না। এইজন্যই শ্রীভগবান বলিলেন, আমি পরমেশ্বর হইয়াও ব্রজবাসীগণের প্রত্যুপকারে অসমর্থ। বিশেষতঃ ঐশ্বর্যজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব প্রতীত করায়, আর মাধুর্যজ্ঞান তাঁহাকে নিজজনরূপে প্রতীত করায়। সুতরাং শ্রীভগবানও ভক্তের ভাবানুরূপ চেষ্টা করেন বলিয়া নিজের ঈশ্বরত্ব গোপন অর্থাৎ তিনি যে পরমেশ্বর একথা ভুলিয়া যান এবং ভক্তগণকে আপনার প্রিয়তম মনে করিয়া ভাবানুরূপ ব্যবহার করেন। এই প্রকারে ব্রজবাসীদের প্রীতির শুদ্ধত্ব-নিবন্ধন সেই প্রীতিরই মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইল।

৯৪। যদি চ প্রীতয়ে তেষাং তত্র যামি বসামি চ।
তথাপি কিমপি স্বাস্থ্যং ভাব্যং নালোচয়াম্যহম্॥

মূলানুবাদ

৯৪। যদিও আমি তাঁহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ব্রজে বাস করি, তথাপি তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যলাভ হইবে না; ইহাই আমার ধারণা।

দিগ্দর্শিনী টীকা

৯৪। ননু ত্বয়ি তত্র গত্বা স্থিতে সতি তেষাং সন্তোষঃ স্যাৎ? নেত্যাহ—যদীতি পঞ্চভিঃ। গমনমাত্রেণ প্রীতির্ন সম্পদ্যত ইতি স্বয়মেবাশঙ্ক্যাহ—বসামি চেতি। তেষাং স্বাস্থ্যং সুখং মদ্বিয়োগজদৌঃস্থ্যোপশমং বা ভাব্যং ভবিষ্যতীতি। যদ্বা, ভাবয়িতুং সম্পাদয়িতুং শক্যমিতি নালোচয়ামি বিচারণেনাবগচ্ছামি॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৪। যদি বল, আপনি ব্রজে গিয়া বাস করিলেই ত' তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন হইতে পারে? তাহাই 'যদি' ইত্যাদি পাঁচটি শ্লোকে বলিতেছেন। যদিও আমি ব্রজবাসীদিগের প্রীতির নিমিত্ত ব্রজে গমন করি, কিন্তু গমনমাত্র তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন হইবে না। আবার তথায় বাস করিলেও তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যলাভ বা মদ্বিয়োগজনিত দুঃখের উপশম হইবে কি না, তাহাও আমি বিচার করিয়া বুঝিতে পারি না।

৯৫। মদীক্ষণাদেব বিগাঢ়ভাবোদয়েন লব্ধা বিকলা বিমোহম্।
ন দৈহিকং কিঞ্চন তে ন দেহং, বিদুর্ন চাত্মানমহো কিমন্যৎ॥

মূলানুবাদ

৯৫। তাঁহারা আমার দর্শনমাত্র প্রগাঢ়ভাবের উদয়ে বিকল ও মোহিত হইয়া দেহ-দৈহিক সমস্ত বিষয়ই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। অধিক কি, সেই অবস্থায় তাঁহারা আপনাকেও জানিতে পারেন না, অন্যের কথা কি বলিব?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৫। তত্র হেতুমাহ—মদিতি। মম দর্শনমাত্রত এব বিগাঢ়স্য সুদৃঢ়স্য পরমগম্ভীরস্য বা ভাবস্য প্রেমণ উদরেণ প্রথমং বিকলাঃ পরমসম্ভ্রমেণ স্বেদকম্পাদিসাত্ত্বিকবিকারেণ চ বিহ্বলাঃ, পশ্চাদ্‌বিমোহং বিশিষ্টং মোহং সপরিকরস্য শ্রীভগবতস্তত্রাপি স্ফূর্ত্তেঃ, ন তু সমাধিবৎ সর্বশূন্যতাপাদনাদপকৃষ্টম্। যদ্বা, পরমাস্বাস্থ্যকরত্বাৎ মহামূর্চ্ছাং লব্ধাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ; তে ব্রজজনাঃ। যদ্বা, তে গোপাস্তাশ্চ গোপ্য ইত্যেকশেষত্বেন তে ইতি। যদ্বা, তে গোপীজনা এব, ততস্তাসাং নামাদ্যগ্রহণং তা ইতি স্ত্রীত্বেনানুক্তিশ্চ পরমগোপ্যতমত্বাৎ। দৈহিকং দেহসম্বন্ধি পতিপুত্রাদিকং কৃত্যাদিকঞ্চ কিঞ্চিদপি ন বিদুর্ন জানন্তি। অহো বিস্ময়ে খেদে বা, অপ্যর্থে চকারঃ, আত্মানমপি ন বিদুঃ। তৎসম্বন্ধি অন্যৎ ঐহিকামুষ্মিকার্থাদিকং কিঞ্চিদপি ন বিদুরিতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতঃ কিঞ্চিদনুসন্ধানাভাবান্ন কিঞ্চিদপি তেষাং বহিঃস্বাস্থ্যমাপাদয়িতুং ময়া শক্যং স্যাৎ, প্রত্যুত মদীক্ষণাদেব পরমপ্রেমবিশেষোদয়েন তে বৈকল্যং মূর্চ্ছাং লভন্ত ইতি তেষাং তদ্দূরবস্থাদর্শনাদ্ বরং মে তত্রাগমনাদিকমিবেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৫। তাহার হেতু বলিতেছেন, আমাকে দেখিলেও তাঁহাদের মদ্বিরহজন্য দুঃখের শান্তি হয় না। কারণ, তাঁহারা আমাকে দেখিলেই প্রগাঢ় পরমগম্ভীর ভাবের (প্রেমের) আবির্ভাবে প্রথমেই পরম সম্ভ্রমের সহিত স্বেদ-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকারে বিহ্বল হইয়া শেষে বিশেষরূপে মোহগ্রস্ত হইয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবশতঃ গোপ-গোপীগণের যে মোহ, উহা যোগীগণের ন্যায় অপকৃষ্ট নহে; কারণ, যোগীগণের নির্বিকল্প সমাধি সর্বশূন্যতা-সম্পাদক। আর সেই মোহ প্রাকৃতজনগণের ন্যায় পরম দুঃখদায়কও নহে। কারণ, উহা প্রেমবিকারজনিত,

সুতরাং ঐ মোহ বা মূর্ছাবস্থায়ও অন্তরে সপরিকর শ্রীভগবৎস্ফূর্তি হইয়া থাকে। এস্থলে 'তে' শব্দে গোপ-গোপী প্রভৃতি ব্রজবাসীসকলকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। অথবা কেবল গোপীগণকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। কারণ, স্ত্রীত্ব-হেতু তাঁহাদের নামাদি পরম গোপনীয়, সুতরাং (প্রকাশ্যভাবে নাম গ্রহণ না করিলেও) কেবল 'তে' শব্দে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পরন্তু তাঁহারা সেই মোহদশায় দেহ-দৈহিক সমস্ত বিষয়ই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। এখানে দৈহিক বলিতে দেহ-সম্বন্ধি পতি-পুত্রাদি ও স্নান-ভোজনাদি কৃত্যসমূহ বিস্মৃত হইয়া থাকেন! এই বিষয় সূচনার জন্য বিস্ময়ে বা খেদে 'অহো' অব্যয় প্রয়োগ করিয়াছেন। অহো! তদবস্থায় তাঁহারা আপনাকে অনুসন্ধান করেন না। অতএব দেহ-সম্বন্ধি অন্য বিষয় অর্থাৎ ঐহিক ও পারত্রিক বা জগতের অন্য কিছুই যে জানিতেন না, তাহা আর কি বলিব? অতএব তাঁহাদের বাহ্যানুসন্ধান না থাকায় আমি বহিঃস্বাস্থ্য-সম্পাদনে অসমর্থ; বরং আমার দর্শনমাত্র পরমপ্রেম-বিশেষের উদয়ে বৈকল্য ও মূর্ছাদিই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইজন্য আমি ব্রজে গমন করি না বা তথা বাসও করি না। অর্থাৎ তাঁহাদের সেই দুরবস্থা দর্শন অপেক্ষা না যাওয়াই ভাল, ইহাই আমরা ধারণা।

সারশিক্ষা

৯৫। কেবল সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন হইলে ভাবসমূহ সাত্ত্বিক হয়। সত্ত্বের লক্ষণ এই—যাহা রসের উদ্বোধক, তাদৃশ অন্তরের কোন ধর্মবিশেষই সত্ত্ব। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—এই আটটিকে সাত্ত্বিকভাব বলে। এই সাত্ত্বিকভাবসকল তখনই ভক্তদেহে প্রকাশ পায়, যখন সত্ত্বভাবাক্রান্ত হইয়া চঞ্চল চিত্ত আপনাকে প্রাণে সমর্পণ করে এবং প্রাণও বিকার প্রাপ্ত হইয়া দেহকে বিপুলবিক্রমে বিক্ষুব্ধ করে। এইরূপে প্রাণ কখন পৃথিবী, কখন বা জল, কখন বা তেজ ও আকাশকে অবলম্বন করে, আবার কখনও স্বপ্রধান হইয়া অর্থাৎ বায়ুপ্রধান হইয়া দেহে সঞ্চরণ করে। এইরূপে দেহ ও প্রাণ বিক্ষুব্ধ হইয়া পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইলে স্তম্ভ, জলাশ্রিত হইলে অশ্রু, তেজঃস্থ হইলে স্বেদ ও বৈবর্ণ্য, আকাশকে প্রাপ্ত হইলে প্রলয় বা মূর্ছা হয়। বায়ুকে আশ্রয় করিলে রোমাঞ্চ, কম্প ও স্বরভঙ্গ (ভাববশে গদগদ বাক্য) হয়। এইস্থলে ক্ষুব্ধ করে বলিবার তাৎপর্য এই যে, ভগবৎপ্রীতি-হেতু ভক্তের বহিঃচেষ্টা লোপ পায়, এজন্য তিনি নিশ্চল হইয়া থাকেন। কিন্তু অন্তরে ভগবৎ স্ফূর্তি লুপ্ত হয় না। তবে যে কেহ কেহ বলেন, প্রলয়ে বিষয়ালম্বনে চিত্ত লীন থাকে বলিয়া মনের ক্রিয়াও লোপ পায়, তাহা সত্য; কিন্তু ভক্তগণের মনোবৃত্তি লুপ্ত হয় না। কারণ চিত্ত তখনও সপরিকর

শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া থাকে। এজন্য অন্তঃকরণে তদীয় স্ফূর্তি বিরাজ করে বলিয়া ভাবানুরূপ রস আস্বাদন হয়। তবে জ্ঞানীগণের নির্বিকল্প বা ব্রহ্মসমাধি নামক প্রলয়কালে উপাস্য-উপাসকের ভেদবুদ্ধি তিরোহিত হয় বলিয়া মনের ক্রিয়া থাকে না, কিন্তু ভক্তের মনোবৃত্তির বিলোপ হয় না বলিয়া প্রীতির বিষয় ও আশ্রয়রূপে ভগবান ও ভক্ত উভয়ের ভেদ স্ফূরিত হইতে থাকে, ইহাই জ্ঞানী ও ভক্তের ভেদ।

অনেক সময় সাধারণ মানুষে যে অশ্রু-পুলকাদি দেখা যায়, উহা সাত্ত্বিকাভাস! অর্থাৎ উহা সাত্ত্বিক নহে, কিন্তু সাত্ত্বিকের মত দেখা যাইতেছে। এইরূপ সত্ত্বাভাস চারি প্রকার। রত্যাভাসভব, সত্ত্বাভাসভব, নিঃসত্ত্ব ও প্রতীপ। ইহাদের উদাহরণ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

যাহা চেষ্টা ও জ্ঞানাদির অভাব সত্ত্বেও কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিতাৎপর্য-হেতু অশ্রু-পুলকাদির উদয় হয়, তাহাই সাত্ত্বিক; কিন্তু এই অশ্রু-পুলকাদি কৃত্রিম হইতে পারে বলিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিপূর্বক প্রবৃত্তিবশতঃ হইলে, উহা সাত্ত্বিক হইবে না, সাত্ত্বিকভাবে অশ্রু-পুলকাদির স্বতঃই প্রবৃত্তি হয়। অতএব অশ্রু বা পুলকই যে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণ, তাহা বলা যায় না। আবার সাত্ত্বিকভাবের মধ্যেও যে ভাব কেবল অন্তরের ক্ষোভ করে, তাহারা ব্যভিচারী; আর যাহারা বাহিরের ক্ষোভ করে, তাহারা অনুভাব মধ্যে পরিগণিত হয়।

৯৬। দৃষ্টেঽপি শাম্যেন্ময়ি তন্ন দুঃখং, বিচ্ছেদচিন্তাকুলিতাত্মনাং বৈ।
হর্ষায় তেষাং ক্রিয়তে বিধির্যো দুঃখং স সদ্যোদ্বিগুণীকরোতি॥

মূলানুবাদ

৯৬। অতএব আমাকে দেখিলেও তাঁহাদের (মদ্বিরহজনিত) দুঃখের শান্তি হইবে না। আর তাঁহাদের হর্ষের নিমিত্ত আমি যদি মধুর বিহারাদিরও অনুষ্ঠান করি, তথাপি কিন্তু আমার বিচ্ছেদ-চিন্তায় আকুলিত বলিয়া ঐ বিহারাদিও তাঁহাদিগের দুঃখকে সদ্যই দ্বিগুণতর বর্ধিত করিয়া দেয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৬। ননু মাস্তু মোহেঽন্যজ্ঞানম্? অন্তস্তব সপরিকরস্য স্ফূর্ত্ত্যা বহিরপি ত্বৎসন্দর্শনং ঘটত এব, বিগাঢ়ভাবোদয়স্যৈব তৎস্বভাবকত্বাৎ। অতএবেদৃশ-প্রেমাভাবাচ্ছ্রীধ্রুবস্য শ্রীভগবদ্ ধ্যানাবিষ্টচেতসোঽপি সাক্ষাদ্‌বহির্বর্ত্তমান—শ্রীভগবদ্দর্শনং ন বৃত্তম্; কেবলং শ্রীভগবতৈব কৃপয়া তদন্তঃস্ফুরন্নিজরূপমন্তর্ধাপ্য স্বস্য সাক্ষাদ্দর্শনং কারিতম্। তদুক্তং চতুর্থস্কন্ধে (শ্রীভা ৪।৯।২) 'স বৈ ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া, হৃৎপদ্মকোষে স্ফুরিতং তড়িৎপ্রভম্। তিরোহিতং সহসৈবোপলক্ষ্য, বহিঃস্থিতং তদবস্থং দদর্শ॥' ইতি, এবং সকলফলাধিকতরে সাক্ষাৎ ত্বদ্দর্শনে সতি স্বাস্থ্যং সম্ভবেদেবেতি চেৎ সত্যম্; তথাপি দুঃখবিশেষবতাং সদ্যঃ স্বাস্থ্যাপাদনং ন কিল সিধ্যেৎ; যদ্বা, তত্রাপি ভাবিবিরহশঙ্কয়া পুনরস্বাস্থ্যং জায়ত এবেত্যাহ—দৃষ্টেতি। তৎ মদ্বিরহকৃতম্। তত্র হেতুঃ—বিচ্ছেদেন যা চিন্তা শোকস্তয়া আকুলিতো বিকলীকৃত আত্মা চিত্তং দেহো বা স্বভাবো বা যেষাং তেষাম্। আকুলিতশব্দপ্রয়োগস্যায়মভিপ্রায়ঃ—যথা বহুলোপবাসক্ষীণাশেষধাতোঃ-পরমক্ষুধাতুরস্যান্নপ্রাপ্ত্যাপি অস্বাস্থ্যং নাপযাতি, কিন্তু তদুপভোগেনৈব; তত্রাপি ন সদ্যঃ কিন্তু সুরীত্যা চিরেণৈব; তথা তত্রাপি ন খলু দর্শনমাত্রেণৈব কিন্তু ক্রীড়াদিনৈব; তত্র চ তত্তদিচ্ছয়া সম্যক্‌তয়ৈব বহুকালেন চেতি। তচ্চাবশ্যকবিবিধকৃত্যসমুচ্চয়ব্যগ্রাত্মত্তো ন সিধ্যতীতি কুতস্তেষাং স্বাস্থ্যং ঘটতামিতি ভাবঃ। যদ্বা, বিচ্ছেদস্য ভাবিনিশ্চিন্তয়া চিন্তনেন আকুলিতাত্মনাম্। অতস্তৎস্বভাবকত্বাত্তেষাং সাক্ষাদ্দর্শনাদপি স্বাস্থ্যং ন ভবেদিতি ভাবঃ। বৈ স্মরণে, এতন্ময়া তত্রানুভূতং স্মর্যত এবেত্যর্থঃ; যদ্বা, যুষ্মাভিরেতৎ স্মর্যতামিত্যর্থঃ। তচ্চ দশমস্কন্ধে শেষে (শ্রীভা ১০।০৯।১৫) জলবিহারানন্তরম্—'কুররি! বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে, স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ। বয়মিব সখি! কচ্চিদ্‌গাঢ়নির্ভিন্নচেতা, নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন॥' ইত্যাদিদশশ্লোক্যা

শ্রীশুকেনৈবোক্তমস্তি। ন চ তদ্বিরহকালীনং স্বপিতি 'রাত্র্যামীশ্বরঃ' ইত্যুক্তে। তত্র চ দিন এব; তত্রাপি জলক্রীড়ায়ামেব। অতএব তত্র তেনৈবোক্তম্—'ঊচুর্মুকুন্দৈকধিয়োঽগির উন্মত্তবজ্জড়ম্। চিন্তয়ন্ত্যোঽরবিন্দাক্ষং তানি মে গদতঃ শৃণু॥' (শ্রীভা ১০।৯০।১৪) ইতি। অস্যার্থঃ—মুকুন্দৈকধিয়ঃ সমাহিতা ইব ক্ষণমগিরঃ সত্যঃ পুনস্তমেবারবিন্দাক্ষং চিন্তয়ন্ত্যঃ। জড়ং যথা স্যাত্তথা যানি বাক্যানি ঊচুঃ তানি মে মত্তো গদতঃ শৃণ্বিতি ননু ভবান পরমবিদগ্ধশেখরোঽশেষশক্তিমান্ তথা তান্ রময়তু, যথা ক্বচিদ্বিচ্ছেদেঽপি সতি তে সুখিন এবং বর্তেরন্, তত্রাহ—হর্ষায়েতি। তেষামিতি পূর্ববদেব ব্রজজনানাং গোপীজনানামেবেতি বা। অস্য পদস্য প্রথমার্ধে চান্ত্যপাদেঽপ্যনুষঙ্গঃ। বিধির্মধুরমধুরবিহারাদিপ্রকারঃ। সদ্যস্তৎকরণক্ষণ এব, অস্তু তাবৎ পশ্চাৎ। যথা তাপশান্তয়ে প্রতপ্ততৈলে প্রক্ষিপ্তং জলং বহ্নিমেব সপদি সাক্ষাত্তনোতীত্যেষ দৃষ্টান্তোঽত্র দ্রষ্টব্যঃ। অয়ং ভাবঃ—অহো এতাদৃশস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাস্য কথং বিরহং সোঢুং শক্ষ্যামঃ? কিংবা চিরং তথা বর্তমানেঽপি ময়ি এতাদৃশোঽয়মধুনৈব কুত্রাপি গতপ্রায় এবেতি চিন্তয়া বিরহদুঃখস্যৈবোদয়ান্মধুর-মধুরবিহারবিশেষাদিনা তদ্দুঃখমধিকমেব স্যাদিতি। এবং ময়া বিহিতোঽগ্নেরুষ্ণস্বভাবো যথা কথমপি নাপযাতি, তথা তেষামপি ময়ৈবাসাধারণনিজমহাপ্রসাদতয়া প্রদত্তস্তৎস্বভাবো ময়াপি কিঞ্চিন্নরাকর্তুং ন শক্যতে; যতস্তথৈব তেষাং সর্বতোঽধিকমাহাত্ম্যবিশেষসিদ্ধিরিতি দিক্। যদ্যপি পরমমধুর মহানন্দঘনমূর্ত্তেঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য সাক্ষাদালিঙ্গনাদিনা বস্তুস্বভাব-তস্তদনুরূপপরমানন্দবিশেষোঽপি কদাচিত্তাসামাবির্ভবতি, তথাপি তদীয়বিরহজপ্রেমবিশেষস্যৈব পরমমহত্ত্বাচ্চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত-পরমসুখবিশেষ-ময়ত্বাত্তন্মহাপ্রসাদবিশেষপাত্রভূতাসু তাসু প্রায়স্তথৈবাসাবুদেতীত্যূহ্যম্। তত্র যদ্যপি প্রায়ঃ সর্বেষামেব ভগবৎ প্রাপ্ত্যভাবাত্তদ্বিরহো বর্তত এব, তথাপি তাদৃশ-প্রেমাভাবাদ্বিরহার্তেঃ সম্যগনুদয়েন তাদৃশমহাসুখবিশেষো ন কিল সম্পদ্যতে। তাদৃশপ্রেমা চ কেবলং শ্রীকৃষ্ণস্য মহাকৃপাবিশেষেণ প্রায়স্তৎসন্দর্শনাদিনৈব সিধ্যতীতি দিক্। এবং সর্বথৈব তেষামাবির্ভবৎপরমপ্রেমবৈকল্যসন্তানং সাক্ষাদ্দ্রষ্টুমশক্তস্তত্রাহং ন বসামি ন যামি চেতি তাৎপর্য্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৬। যদি বলি, প্রেম-মোহে অন্য জ্ঞান থাকে না সত্য, কিন্তু অন্তরে সপরিকর শ্রীভগবৎ স্ফূর্তি-হেতু বাহিরেও তাঁহার সন্দর্শন সংঘটিত হয়। কেননা, এতাদৃশ প্রগাঢ় ভাববিশেষের উদয় হইলে তৎস্বভাবেই শ্রীভগবৎ সন্দর্শন হইয়া থাকে।

অতএব তাদৃশ প্রেমের অভাববশতঃ শ্রীধ্রুবের শ্রীভগবৎধ্যানাবিষ্ট-চিত্তে শ্রীভগবৎস্ফূর্তি হইলেও বাহিরে সাক্ষাৎ বর্তমান শ্রীভগবদ্দর্শন হয় নাই; কেবল শ্রীভগবান কৃপা করিয়া তাঁহাকে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়াছিলেন।

যেহেতু, শ্রীভগবান যখন তাঁহার অন্তরে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত নিজরূপ অন্তর্ধান করিয়া লইলেন, তখন তিনি চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত করিবামাত্র হৃদয়ে যে রূপ দর্শন করিতেছিলেন, বাইরেও সেইরূপ দর্শন করিলেন। একথা চতুর্থস্কন্ধে উক্ত আছে—"প্রগাঢ় ধ্যানযোগে ধ্রুবের চিত্ত নিশ্চল হইয়াছিল বলিয়া তিনি তদ্দ্বারা হৃদয়পদ্মকোষে স্ফূর্তিপ্রাপ্ত বিদ্যুৎপ্রভা-সন্নিভ শ্রীভগবানের রূপ দর্শন করিতেছিলেন; কিন্তু শ্রীভগবান যখন তাঁহার হৃদয়মধ্য হইতে নিজ রূপ আকর্ষণ করিয়া লইলেন, তখন তিনি সহসা সেই রূপেয় তিরোধান দেখিয়া ধ্যানভঙ্গপূর্বক উত্থিত হইলেন এবং নয়ন উন্মীলন করিবামাত্র হৃদয় মধ্যে ভগবানের যে রূপ দর্শন করিতেছিলেন, বাহিরেও সেই রূপ দেখিতে পাইলেন।" অতএব এইপ্রকার সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শনই সর্বপ্রকার সাধ্যফল অপেক্ষাও অধিকতর শ্রেষ্ঠফল; কাজেই আপনার সাক্ষাদ্দর্শন হইলে ব্রজবাসীদিগের স্বাস্থ্যলাভ হওয়া সম্ভব। একথা সত্য, কিন্তু বিরহজনিত দুঃখবিশেষপ্রাপ্ত ব্যক্তির কেবল দর্শনেই সদ্য স্বাস্থ্য-সম্পাদন অসম্ভব। অথবা ভাবিবিরহ আশঙ্কায় পুনশ্চ অধিকতর দুঃখ জন্মিতে পারে, ইহাই বুঝাইবার জন্য 'দৃষ্টেঽপি' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, আমাকে দেখিলেও মদ্বিরহ জন্য দুঃখের শান্তি হইবে না। তাহার হেতু হইল—তাঁহাদের চিত্ত বা তাঁহাদের আত্মা বা তাঁহাদের স্বভাব। অর্থাৎ তাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তি বিচ্ছেদচিন্তায় .বা বিচ্ছেদশোকে সদা আকুলিত হওয়াই তাঁহাদের স্বভাব। যেমন বহুকাল উপবাসের দ্বারা শরীরস্থ সমস্ত ধাতু ক্ষীণ হইলে অত্যন্ত ক্ষুধাতুর ব্যক্তিও অন্নপ্রাপ্তিমাত্র সদ্যই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারে না অর্থাৎ বুভুক্ষাজনিত পীড়া হইতে নির্মুক্ত হয় না; কিন্তু সেই অন্ন ভোজন করিলেই ক্ষুধার শান্তি হয় এবং অস্বাস্থ্যও দূর হয়; তাহাও আবার তৎক্ষণাৎ হয় না—সুরীতিতে উপভোগ করিলেই দীর্ঘকালের অস্বাস্থ্য দূর হয়! তথা দীর্ঘকাল বিরহকাতর ব্রজবাসীদিগের দুঃখ আমার দর্শনমাত্র দূর হইবে না; যদি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মধুর ক্রীড়াদির অনুষ্ঠান করি তাহা হইলে বিরহ দুঃখ দূর হইতে পারে; সুতরাং তাদৃশ ক্রীড়াদির অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু সম্প্রতি আমি নানাবিধ কৃত্য-সম্পাদনে ব্যস্ত আছি; সুতরাং ব্রজে গমন বা দীর্ঘকাল বাস করিয়া মধুর ক্রীড়াদির অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের স্বাস্থ্য-সম্পাদন ঘটিবে না। অথবা ভাবি বিচ্ছেদচিন্তায় ('বিচ্ছেদ হইবে' এই ভাবনায়) আকুলিত হওয়াই যাঁহাদের স্বভাব, সেই ব্রজবাসীদিগের স্বভাবকত্ব-হেতু আমার

সাক্ষাদ্দর্শনেও তাঁহাদের স্বাস্থ্যলাভ হইবে না—ইহা আমার অনুভব-বেদ্য এবং স্মর্যমান বিষয়ও বটে। এস্থলে মূলের 'বৈ' শব্দ স্মরণে, অতএব তোমরাও ইহা স্মরণ করিয়া দেখ, অনুভূত-সত্য কিনা। এ বিষয় দশমস্কন্ধের শেষে জলবিহারনিরত মহিষীগণের উক্তিই প্রমাণ। তাহা এইরূপ—"হে সখি কুররি! এক্ষণে রাত্রিকাল, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, 'আমরা তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতেছি'—মনে করিয়াই কি তুমি বিলাপ করিতেছ? অথবা আমাদের মত তুমিও নিদ্রাহীনা হইয়া শয়নেও ইচ্ছা করিতেছ না? যেহেতু বিলাপ করিতেছ। সখি! নলিনলোচনের উদার-লীলাবলোকন—মধুর হাস্যযুক্ত কটাক্ষবাণ দ্বারা কি আমাদিগের ন্যায় তোমার চিত্ত গভীরভাবে বিদ্ধ হইয়াছে? আহা! সখি! তুমি নিশাকালে স্বীয় কান্তের দর্শন না পাইয়া লোচনযুগল মুদ্রিত করিতেছ না,—করুণস্বরে রোদন করিতেছ? অথবা তুমি কি দাসীভাবপ্রাপ্ত আমাদিগের ন্যায় অচ্যুতের চরণসেবিত-মালা কবরীতে ধারণ করিবার নিমিত্ত রোদন করিতেছ?" এই প্রকার দশটি শ্লোকে শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহাদের প্রেমচেষ্টা বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এই উক্তিসকল মহিষীবর্গের বিরহকালীন বর্ণন নহে, দিবাভাগে শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলক্রীড়ায় নিরত থাকাকালে প্রবৃদ্ধ অনুরাগভরে এই বিয়োগ-স্ফূর্তিরূপ প্রেম-বৈচিত্ত্য উপস্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ মিলনেও বিরহজনিত আকুলতার স্ফূর্তি হইয়াছিল। তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ মহিষীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছিলেন এবং গতি, আলাপ, মৃদুহাস্য, নর্মদৃষ্টিভঙ্গী ও আলিঙ্গনাদি দ্বারা তিনি মহিষীগণের বুদ্ধি অপহরণ করিয়াছিলেন। এই পর্যন্ত বর্ণন করিবার পর শ্রীশুকদেব বলিলেন, একমাত্র শ্রীমুকুন্দেই যাঁহাদের বুদ্ধি নিবদ্ধ ছিল, সেই মহিষীগণ সমাধিপ্রাপ্ত মুনিগণের ন্যায় কিছুক্ষণ জড়ের ন্যায় বাক্যরহিত হইয়া পুনর্বার সেই শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বিচারশূন্য হইয়া যে সকল প্রগল্‌ভ্য বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ করিতেছি, শ্রবণ কর। (অতঃপর বিরহস্পর্শী উন্মাদ বচনসমূহ পূর্বোক্ত কুররি ইত্যাদি দশটি শ্লোকে বলিয়াছেন।) যদি বল, আপনি পরম বিদগ্ধশেখর ও অশেষ শক্তিমান, সুতরাং ব্রজবাসীগণ যে প্রকারে সুখী হইতে পারেন, অর্থাৎ বিচ্ছেদকালেও যেন আপনার বিরহজনিত দুঃখ না হয়, সেইভাবেই রমণ করুন। তাহাতেই বলিতেছেন, 'হর্ষায়' ইত্যাদি। ব্রজবাসীদিগের সুখের নিমিত্ত আমি যে কিছু বিহারাদির অর্থাৎ পূর্ববৎ মধুর মধুর বিহারাদির অনুষ্ঠান করি, তৎসমস্তই তাঁহাদিগের ঐ দুঃখকে তৎক্ষণাৎ দ্বিগুণ করিয়া তুলে—দূরে থাকুক পশ্চাৎকালের কথা, অর্থাৎ সদ্যই ঐ দুঃখ দ্বিগুণতর হইলে, পশ্চাৎ যে বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ

কি? যেমন, প্রতপ্ত তৈলের তাপশান্তি নিমিত্ত প্রক্ষিপ্ত জলসেকে অগ্নিতাপ সদ্যই বর্ধিত হয়, তদ্রূপ আমার সাক্ষাদ্দর্শনেও তাঁহাদের বিরহতাপ শান্তি হইবে না, এই দৃষ্টান্তে ইহাই দ্রষ্টব্য। তাৎপর্য এই যে, ব্রজবাসীগণ মনে করেন, 'অহো! এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণবিরহ আমরা কিরূপে সহ্য করিতে সক্ষম হইব? কিংবা আমি দীর্ঘকাল তথায় বর্তমান থাকিলেও "এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ কোথায় গেল?"—এরূপ চিন্তায় বিরহদুঃখের উদয়ে আমার মধুর মধুর বিহার-বিশেষাদির দ্বারাও তাঁহাদের দুঃখ আরও অধিকতর বর্ধিত হইয়া থাকে। এইরূপে আমার বিহিত লীলাদিও তাঁহাদের পক্ষে অগ্নির উষ্ণ স্বভাবের ন্যায় হইয়া থাকে। অর্থাৎ অগ্নির উষ্ণ স্বভাব যেমন কিছুতেই দূরীভূত হয় না, সেইরূপ তাঁহাদের প্রতি নিজ অসাধারণ মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইলেও তৎস্বভাববশতঃ কোন প্রকারেই আমি সেই দুঃখ নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইব না। যেহেতু, সেই প্রকারেই তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা অধিকতর মাহাত্ম্যবিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যদ্যপি পরম মধুর মহা আনন্দঘনমূর্তি শ্রীনন্দনন্দনের সাক্ষাৎ আলিঙ্গনাদি দ্বারা বস্তুস্বভাবের অনুরূপ পরমানন্দবিশেষও কখন কখন তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভাব হয়, তথাপি তদীয় বিরহজনিত প্রেমবিশেষের পরমমহত্ত্ব অর্থাৎ চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরমসুখবিশেষ তদীয় মহাপ্রসাদবিশেষের পাত্রভূতা সেই গোপীগণেই উদয় হইয়া থাকে। যদিও সকল ভগবৎ ভক্তেরই ভগবৎপ্রাপ্তির অভাবে বিরহদশা উপস্থিত হয়, তথাপি অন্যান্য ভক্তে তাদৃশ প্রেমের অভাববশতঃ শ্রীব্রজবাসীদিগের ন্যায় বিরহ ও আর্তি সম্যক্ উদিত হয় না বলিয়া তাদৃশ মহাসুখবিশেষ লাভ হয় না। তাদৃশ প্রেম কেবল শ্রীকৃষ্ণের মহাকৃপাবিশেষে তাঁহার সন্দর্শনাদি দ্বারাই সিদ্ধ হয়। ইহাই এই বিচারের দিক্‌দর্শন। এইরূপে সর্বদা তাঁহাদের পরমপ্রেম বৈকল্যের আবির্ভাববশতঃ আমি সাক্ষাৎভাবে তাহা (উক্ত প্রেম বৈকল্যভাব) দর্শন করিতে অশক্ত বলিয়া ব্রজে বাস করি না বা তথায় গমন করি না, ইহাই তাৎপর্য।

সারশিক্ষা

৯৬। ভগবৎসাক্ষাৎকারের যোগ্য ভক্তের ইন্দ্রিয়সকল ভগবৎকৃপায় তদীয় স্বপ্রকাশতা শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় বলিয়া ভগবদ্দর্শনের সময় ভক্ত মনে করেন যে, আমি প্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তিনি কৃপা করিয়া নিজের স্বপ্রকাশতাশক্তির দ্বারাই ভক্তের গোচরীভূত হয়েন।

এইরূপে শ্রীভগবান ভক্তবাৎসল্যগুণ কদাচিৎ শ্রীধ্রুবাদির মত কোন কোন ভক্তের চক্ষুঃসাফল্য-সম্পাদনরূপ কৃপাহেতু সাক্ষাৎ চক্ষুদ্বারা দর্শনযোগ্য হয়েন সত্য, কিন্তু সেই দর্শনেও হ্লাদিনী শক্তিরই অভিব্যক্তি। কারণ, শ্রীভগবানের যে রসরূপতা, তাহা হ্লাদিনীরই বৈচিত্রীবিকাশ এবং ঐ হ্লাদিনীই কৃপাশক্তিরূপা অর্থাৎ ভক্তের হৃদয়ে ভক্তিরূপে সঞ্চারিত হয়; সুতরাং যাঁহার ভিতরে এই হ্লাদিনীর যতখানি সঞ্চরণ তিনিই ততখানি ভক্ত এবং ভগবৎ সাক্ষাৎকারের যোগ্য। পরন্তু শ্রীরাধিকা স্বয়ং হ্লাদিনীরূপা এবং অন্যান্য গোপীগণ তাঁহার কায়ব্যূহ ও মহিষীবর্গ তাঁহার প্রকাশরূপা এবং লক্ষ্মীগণ বৈভবস্বরূপা। এইজন্য লক্ষ্মীগণে ঐশ্বর্যপূর্ণা প্রেম এবং শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণে মহাভাবের প্রারম্ভক অনুরাগ পর্যন্ত প্রীতির অভিব্যক্তি হয় বলিয়া মান ও প্রেমবৈচিত্ত্যরূপ উভয় প্রকার বিরহ সম্ভব হয়। তাহার মধ্যে এই শ্লোকের টীকায় মহষীগণের প্রেমবৈচিত্ত্য-নামক বিরহ বর্ণিত হইয়াছে। এই যে প্রেমবৈচিত্ত্য, ইহা অপেক্ষা অন্যত্র অধিক শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির কথা শুনা যায় না, কেবল ব্রজদেবীগণের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি মহাভাবসীমা প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রজদেবীগণ ব্যতীত অন্যত্র কিন্তু মহাভাবের কথা শুনা যায় না।

শ্রীভগবানের প্রেয়সী লক্ষ্মীগণ, মহিষীগণ ও গোপীগণ। তাহার মধ্যে লক্ষ্মীগণ অনাদিকাল হইতে বিবাহ বিনা শ্রীভগবানকে নিজকান্তস্বরূপে মধুরভাবে সেবা করিতেছেন। পরন্তু লক্ষ্মীগণ শ্রীনারায়ণের বক্ষবিলাসিনী হইলেও চরণসেবাপরায়ণা। ইঁহাদের সহিত কিন্তু শ্রীনারায়ণের মিলনে বা প্রেমসেবায় উৎকণ্ঠা নাই বা বিরহেরও বেদনা নাই। অর্থাৎ ইঁহাদের সহিত শ্রীনারায়ণের চিরমিলন বলিয়া বিরহের স্থান নাই; সুতরাং ইঁহাদের চিরমিলনে সুখানুভূতিও উৎকণ্ঠাশূন্য ঐশ্বর্যময়। শ্রীমহিষীগণের কিন্তু বিবাহবিধি অনুসারে শ্রীভগবানের সহিত মিলন হয় এবং তাঁহারা আজীবন পতিবুদ্ধিতে তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। প্রথম মিলন জন্য উৎকণ্ঠা থাকিলেও পত্নীরূপে অঙ্গীকৃত হওয়ার পর কিন্তু মিলনে আর সেরূপ উৎকণ্ঠা থাকে না বা সেবাপ্রাপ্তির কোন বাধাও থাকে না; তবে সময়ে সময়ে প্রেমস্বভাবে মান ও প্রেমবৈচিত্ত্যাদির উদয়ে মিলন-ভেদ বিরহদশায় উৎকণ্ঠাদি দেখা যায় বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্তভাবে পতিবুদ্ধিতে উৎকণ্ঠাবিহীন সেবায় অনুরাগের চরমদশা বিকাশ হয় না। কারণ, "ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।" (উঃ) বিরহ ব্যতীত কদাপি সম্ভোগের পুষ্টি হয় না; সুতরাং যেখানে নিরন্তর মিলনের সুখানুভূতি, সেখানে বিরহের বেদনা কিরূপে অনুভব হইবে? বাস্তবিকপক্ষে বিরহের পর যেমন মিলনের মাধুর্য আস্বাদন হয়, চিরমিলনে বা অবাধ মিলনে তাহা কদাপি সম্ভবপর নয়। কিন্তু

ব্রজসুন্দরীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলনে যে উৎকণ্ঠা, তাহার সীমা নাই। তাঁহাদের হৃদয় সর্বদাই বিরহবেদনায় ও মিলনোৎকণ্ঠায় পূর্ণ থাকে। তাঁহাদের যদি কোনগতিকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয়, সে মিলনে যে কত আনন্দ, তাহার সহিত লক্ষ্মীগণের চিরমিলনের আনন্দ এবং মহিষীগণের অবাধমিলনের আনন্দের তুলনা হয় না।

এস্থলে আরও জ্ঞাতব্য, স্বয়ংভগবান শ্রীকৃষ্ণ নায়ক চূড়ামণি এবং নিত্য-গুণশালী হইলেও ভক্তের ভাব-অনুরূপ ও ধামবৈশিষ্ট্যে প্রকাশ-তারতম্য হয়। তাহার মধ্যে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নিখিলগুণ-প্রকাশ-হেতু পূর্ণতম মাধুর্য-প্রকটিত হয় বলিয়া পূর্ণতম, শ্রীমথুরায় তদপেক্ষা অল্পগুণ-প্রকাশে পূর্নতর মাধুর্য-প্রকটিত হয় বলিয়া পূর্ণতর। শ্রীদ্বারকায় তাহা অপেক্ষাও অল্পতর গুণ-প্রকাশে পূর্ণমাধুর্য প্রকটিত হয় বলিয়া পূর্ণ।

ব্রজদেবীগণের সমর্থারতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল বলিয়া স্বভাবতঃ উষ্ণা, অথচ প্রবল আনন্দপ্রবাহস্বরূপা; সুতরাং বিরহদশায় বিষাদাদিময় সঞ্চারিভাব সকল উষ্ণপর হইলেও কোটি কোটি চন্দ্র হইতেও সুশীতল ও আনন্দসমর্পিকা! তবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, বিরহদশায় বিষাদাদি আনন্দময় হইলে শ্রীকৃষ্ণবিরহে দুঃখবোধ হয় কেন? আর মিলনেরই বা ইচ্ছা হয় কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাপ্তি-ভাবনায় বিষাদাদিও উপাধিবিশেষ। এই উপাধির বর্তমানতায় বিষাদাদি সঞ্চারিভাবকে দুঃখময়বোধ হইলেও উহার অপগমে নিবিড় সুখবোধ হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত আনন্দাশ্রুকেও দর্শন-প্রতিবন্ধক বলিয়া ব্রজসুন্দরীগণ তিরস্কার করেন, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণবিরহে আনন্দময় বিষাদাদিকেও তাঁহারা তিরস্কার করেন। ("যেন তপ্ত ইক্ষুচর্বণ, মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন") অতএব বিরহময় বিষাদাদি উষ্ণস্বভাব হইলেও বা তজ্জনিত ত্যাগচ্ছো হইলেও উহার মাধুর্যানুভববশতঃ ত্যাগ করিতে পারা যায় না; বরং বিরহের উষ্ণাবস্থায় অনুরাগ ও শঙ্কাদির প্রাধান্য থাকে বলিয়া স্থায়ীভাব অধিকতর পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়; এইজন্যই মিলন অপেক্ষা বিরহের মহত্ত্ব; কিন্তু স্থায়ীভাবের স্বতঃউষ্ণতা নাই।

৯৭। অদৃশ্যমানে চ ময়ি প্রদীপ্তবিয়োগবহ্নেবিকলাঃ কদাচিৎ।
মৃতা ইবোন্মাদহতাঃ কদাচিদ্বিচিত্রভাবং মধুরং ভজন্তে॥

মূলানুবাদ

৯৭। আবার আমি তাঁহাদের অদৃশ্য হইলে, তাঁহারা কখনও প্রদীপ্ত বিরহানলে বিকল, কদাচিৎ মযতবৎ হয়েন, কখনও বা উন্মাদগ্রস্ত হইয়া বিবিধ মধুর ভাব আশ্রয় করিয়া থাকেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৭। তথাপি তে ত্বয়া কদাচিদপি পরিত্যক্তুং নোপযুজ্যন্তে, তবৈবাকৃতজ্ঞত্বাদিদোযাপত্তেঃ। তত্রাহ—অদৃশ্যেতি দ্বয়েন। প্রদীপ্তো বিয়োগেন মদ্বিচ্ছেদেন যো বহ্নিঃ সাক্ষাদ্‌বহ্নিবৎ পরমঘনসন্তাপঃ। যদ্বা, বিয়োগরূপো বহ্নিস্তস্মাদ্ধেতোর্বিকলাঃ বিহ্বলাঃ সন্তঃ; কদাচিন্মৃতা ইব ভবন্তি, পরমমোহাবাপ্ত্যা বহিশ্চেষ্টাদিরাহিত্যাৎ। কদাচিচ্চ উন্মাদেন হতা অভিভূতা ইব সন্তঃ বিচিত্রং বহুবিধং ভাবং চেষ্টাং ভজন্তে আশ্রয়ন্তি, প্রকরণবলাত্তে ব্রজজনা এবেতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৭। তথাপি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে বাস করা কদাচ যুক্তিযুক্ত হইবে না; কারণ, তাহাতে অকৃতজ্ঞাদি দোষ আপতিত হইবে। তাহাতেই 'অদৃশ্যমানে' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, ''আমি তাঁহাদের অদৃশ্য হইলে, আমার বিচ্ছেদে যে প্রদীপ্ত বহ্নি, তাহা সাক্ষাৎ বহ্নি হইতেও পরম তীক্ষ্ণ সন্তাপময়। অথবা বিয়োগরূপ প্রদীপ্ত বহ্নিদ্বারা তাঁহারা বিহ্বল হয়েন, কদাচিৎ মৃতবৎ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ চরম মোহব্যাপ্তি-হেতু বাহ্যচেষ্টাদিরহিত মৃতবৎ হয়েন। কখনও বা উন্মাদাদি সাত্ত্বিকভাবে অভিভূত হইয়া বিচিত্র বহুবিধ ভাব-চেষ্টা ভজনা করিয়া থাকেন। প্রকরণবলে 'তে' শব্দে কেবল ব্রজবাসীগণকেই বুঝাইতেছে।

সারশিক্ষা

৯৭। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে, কেবল 'সত্ত্ব' হইতেই সমুৎপন্ন হইলে ভাবসকল সাত্ত্বিক হয়। এখানে 'সত্ত্ব' বলিতে শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশতা লক্ষণ স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। (অত্র সত্ত্ব শব্দেন স্বপ্রকাশতালক্ষণ স্বরূপশক্তিবৃত্তিবিশেষ উচ্যতে) আর স্বরূপ শব্দের তাৎপর্য 'স্ব' ও 'রূপ' একই

বস্তু। অতএব 'স্ব'—শক্তিমান ব্যতীত শক্তি যেমন কখনও একাকী অবস্থান করেন না, তদ্রূপ শক্তি ব্যতীত শক্তিমান কখনও কারণরূপে অভিব্যক্ত হন না। এই যে শক্তি ও শক্তিমানের মূল অভেদত্ব সত্ত্বেও ভেদরূপে অবস্থান, ইহাই মূলতঃ মিলন ও বিরহ হইলেও বিরহদশায় শক্তিমানের লীলানুকরণ এবং শক্তির স্বতন্ত্র সত্তায় রসাস্বাদন, ইহা এক অভিনব তত্ত্ব।

৯৮। তমিস্রাপুঞ্জাদি যদেব কিঞ্চিন্মদীয়বর্ণোপমমীক্ষ্যতে তৈঃ।
সচুম্বনং তৎ পরিরভ্যতে মদ্ধিয়া পরং তৎ ক্ব নু বর্ণনীয়ম্॥

মূলানুবাদ

৯৮। ব্রজবাসীগণ আমার কিঞ্চিৎ বর্ণ সাম্যে তিমিরপুঞ্জাদি যাহা কিছু দর্শন করেন, তাহাকেই আমার স্বরূপ বুদ্ধিতে চুম্বন ও আলিঙ্গনাদি করিয়া থাকেন। এই সকল বৃত্তান্ত আমি কাহার নিকট বর্ণন করিব?

দিগ্দর্শিনী টীকা

৯৮। তদেবাহ—তমিস্রেতি। মদীয়ো যো বর্ণঃ পরমস্নিগ্ধামলশ্যামকান্তিস্তত্তুল্যং তমিস্রপুঞ্জাদিকং নিবিড়ান্ধকারাদিকং যৎকিঞ্চিদেব তৈর্ব্রজজনৈর্গোপীজনৈর্বা বীক্ষ্যতে; চুম্বনেন সহিতং যথা স্যাৎ, মদ্ধিয়া শ্রীকৃষ্ণোঽয়মিতি বুদ্ধ্যালিঙ্গ্যতো অহো পরমাশ্চর্য্যমেতদতোঽন্যদপি তদবৃত্তং বর্ণ্যতামিতি চেত্তত্রাহ—পরমিতি। মল্লীলানুকরণভঙ্গ্যাদিকং ক্ব কস্মিন্ জনে বর্ণনীয়ম্? অপি তু ন ক্বাপি তদ্বর্ণয়িতুং যুজ্যত ইত্যর্থং, সর্বেষাং তচ্ছ্রবণেঽনদিকারাৎ। যদ্বা, তচ্ছ্রবণেনাপি সর্বেষামেব তাদৃশশোকদুঃখাপত্তেঃ। এবমবহং তত্র স্থিত্বাপি তেষাং কিমপি সুখমধিকং দাতুং ভাবিবিরহচিন্তাদুঃখঞ্চ নিবারয়িতুং ন শক্নোমি। মদ্বিরহেঽপি তৈর্মৎসন্দর্শনাদি-সম্ভোগসুখং কদাচিদনুভূয়ত এবেতি তেষাং কিমপি প্রত্যুপকারং কথঞ্চিদপি কর্ত্তুং ন প্রভবামীতি পূর্বোক্তমাত্মনো মহাঋণিত্বমেব সাধিতম্। ইত্থমশক্ত্যাঽকৃতজ্ঞত্বাদিকঞ্চ পরিহৃতমিত্যূহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৮। তাহাই বলিতেছেন, 'তমিস্র' ইত্যাদি। ব্রজবাসীগণ বিশেষতঃ গোপীগণ আমার বর্ণসদৃশ অর্থাৎ পরমস্নিগ্ধ শ্যামলকান্তিতুল্য নিবিড় অন্ধকারাদি যাহা কিছু অবলোকন করেন, তাহাকেই মদবুদ্ধির চুম্বনের সহিত আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। অহো! পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদিগের অন্যান্য বৃত্তান্ত অর্থাৎ মদীয় লীলানুকরণভঙ্গি আদি চেষ্টাসমূহ আমি কাহার নিকট বর্ণন করিব? অপিচ কাহারও নিকট বর্ণনযোগ্য নহে, কারণ সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে সকলের অধিকার নাই; অথবা তাহা বর্ণন করিলে সকলেরই তাদৃশ শোকদুঃখাদি উৎপন্ন হইবে, কাজেই তাহা বর্ণনীয় নহে। অতএব আমি ব্রজে অবস্থান করিলেও তাঁহাদিগকে অধিকতর সুখ দান করিয়া তাঁহাদের ভাবি বিরহচিন্তাজনিত দুঃখ দূর করিতে পারিব না। আর

এই প্রকার বিরহের মধ্যেও যে তাঁহারা কখন কখন আমার সন্দর্শনাদি-সম্ভোগসুখ অনুভব করিয়া থাকেন, তাহা হইতে অধিকতর সুখ কি ব্রজে অবস্থান করিলেই সম্পন্ন হইবে? অর্থাৎ আমি ব্রজে বাস করিলেও তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রত্যুপকার করিতে সক্ষম হইব না; অতএব পূর্বোক্তপ্রকারে শ্রীভগবানের মহাঋণীত্বই সাধিত হইল।

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ আপনার অক্ষমতার কথা বলিয়া অকৃতজ্ঞতা দোষ পরিহার করিলেন।

৯৯। অতএব ময়া স্বস্য স্থিতিমপ্যস্থিতেঃ সমাম্।
দৃষ্ট্বা ন গম্যতে তত্র শৃণ্বর্থং যুষ্মদুদ্বহে॥

মূলানুবাদ

৯৯। অতএব আমার ব্রজে বাস করা ও না করা উভয়ই সমান দেখিয়া সেইস্থানে গমন করিতেছি না; তবে যে তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি, তাহারও কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

৯৯। যত এবম্, অতোঽস্মাদেব হেতোঃ স্বস্য মম তত্র ব্রজে স্থিতিং বাসমস্থিতেরেব সমাং তুল্যাং দৃষ্ট্বা বিজ্ঞায় ন গম্যতে। অয়ং ভাবঃ—সন্দর্শনেন বৈকল্যমন্বীক্ষ্যান্তর্হিতো ভবামি। অন্তর্ধানেন চ বৈকল্যামাকলয্য সাক্ষাদ্‌ভবামীত্থং কেনাপি প্রকারেণ তেষাং স্বাস্থ্যং কর্তুমশক্নুবন্নহমপি সদা ব্যাগ্রোঽস্বস্থ এবেতি। অতো যুক্তযুক্তম্—স্বাস্থ্যং নালোচয়ামীতি। 'এবং মহাঋণী' ইতি, 'মদীক্ষণাদেব' ইতি, 'হর্ষায় তেষাং ক্রিয়তে বিধির্যঃ, ইত্যাদিনা নিরন্তরং তেষামানন্দনার্থং তদ্‌ব্রজে নিজগমননিবাসবিহারাদিকং শ্রীভগবতা কিল সূচিতমেব। তচ্চ প্রথমস্কন্ধে (শ্রীভা ১।১১।৯) আনর্তানাং স্তুতৌ—'কুরূন্মধূন্ বাথ সুহৃদ্‌দিদৃক্ষয়া' ইত্যনেন, তথা কৌরবপুরস্ত্রীণামুক্তৌ—'অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুলং, অহো অলং শ্লাঘ্যতমং মধোর্বনম্।' (শ্রীভা ১।১০।২৬) ইত্যাদিনা। তথা দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৪৪।১৩) মাথুরপুরস্ত্রীণামুক্তৌ—'পুণ্যা বত ব্রজভুবঃ' ইত্যাদিনা চ ব্যক্তং ভূতমেব। বিশেষতশ্চ পদ্মপুরাণোত্তরখণ্ডে শ্রীদেবীং প্রতি শ্রীমহাদেবকথিতেন শ্রীভগবতো ব্রজগমনাদিবৃত্তেন নিতরামভিব্যঞ্জিতমেব। তথা অস্মিন্নেব গ্রন্থেঽগ্রে দ্বিতীয়খণ্ডে শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যান্তে শ্রীভগবতো গোকুলে নিরন্তরনির্ভরবিহারবিশেষঃ প্রতিপাদয়িষ্যত এব। তথাপ্যত্র শ্রীসত্যভামাদি-মহিষীষু স্বয়ং ভগবতা নিজগোকুলগমনাদিকং বিশেষতো ব্যক্ততয়া যন্ন প্রতিপাদিতং, তচ্চ শ্রীমহিষীণাং মনোদুঃখ-বিশেষাশঙ্কয়া পরদুঃখাসহিষ্ণুত্বাদিত্যেবমুহ্যম্। কথং তর্হি বহ্বীনামস্মাকং বিবাহমকরোরিত্যাশঙ্ক্যাহ—শৃণ্বিতি। যুষ্মাকমুদ্বহে পাণিগ্রহণেঽর্থং নিমিত্তং হেতুমিতি যাবৎ॥

টীকার তাৎপর্য্য

৯৯। অতএব আমার ব্রজে অবস্থান ও অনবস্থান উভয়ই সমান দেখিয়া সেইস্থানে গমন করিতেছি না। অর্থাৎ সেইস্থানে প্রকাশ্যভাবে গমন করিতেছি না বটে, কিন্তু আমার ব্রজে (অপ্রকটভাবে) নিত্য অবস্থান প্রসিদ্ধই আছে। এইজন্যই

পূর্বে বলিয়াছি "যদিও আমি তাঁহাদিগের প্রীতির নিমিত্ত ব্রজে গমন করি বা বাস করি, তাহা হইলেও তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যলাভ হইবে না। যেহেতু, আমার সন্দর্শনেও তাঁহারা সদা প্রেম বৈকল্যাদিভাবে অভিভূত হইয়া থাকেন, তাহা দেখিয়া আবার আমি অন্তর্হিত হইলেও তাঁহারা বিকল হইয়া থাকেন। এই প্রকারে আমি কিছুতেই তাঁহাদিগের স্বাস্থ্য-সম্পাদন করিতে পারি নাই। অথচ তাঁহাদিগকে সুখী করিবার জন্য আমাকেই সর্বদা ব্যগ্র থাকিতে হয়। অতএব 'আমি তাহাদিগের নিকট মহাঋণী' ইত্যাদি।

এই প্রকারে "আমার দর্শনমাত্র" হইতে আরম্ভ করিয়া "ব্রজবাসীদিগের হর্ষের নিমিত্ত আমি যে কিছু মধুর বিহারাদির অনুষ্ঠান করি", এই পর্যন্ত শ্রীভগবদ্বাক্যে নিরন্তর ব্রজবাসীদের আনন্দবিধানের জন্য শ্রীভগবানের ব্রজে গমন, নিত্য অবস্থান ও বিহারাদি সূচিত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রথমস্কন্ধেও উক্ত আছে, (আনর্ত-নামক জনপদবাসীগণের স্তুতি) "শ্রীকৃষ্ণ পৌরজনের স্তুতিবাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের প্রতি কৃপাকটাক্ষরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে করিতে স্বীয় রাজধানী দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন।" এই প্রকার কৌরব-পুরস্ত্রীগণও বলিয়াছেন, "অহো! পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীপতি যে যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই যদুকুল ধন্য। আর শ্রীবৃন্দাবনেরই বা কি সৌভাগ্য! শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র পররেণুস্পর্শে সেই স্থান পরম গৌরবান্বিত হইয়াছে। আর দ্বারকারও মাহাত্ম্যের সীমা নাই—পৃথিবী উহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে।" তথা দশমস্কন্ধে মথুরানাগরীগণের উক্তি—"ব্রজভূমি কি পুণ্যবতী! কারণ, শিব ও লক্ষ্মী যাঁহার চরণ অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই পুরাণপুরুষ মনুষ্যচিহ্নে গুপ্ত হইয়া বনজাত মনোহর মালাধারণ করিয়া বেণুবাদন করিতে করিতে তথায় সর্বদা বিহার করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি প্রমাণে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যবিহারাদি জন্য ব্রজের সর্বাপেক্ষা অধিক মাহাত্ম্য ব্যক্ত হইয়াছে আর পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে শ্রীহর-পার্বতী-সংবাদে শ্রীভগবানের ব্রজে গমনাদির বৃত্তান্ত সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে। তথা এই গ্রন্থের দ্বিতীয়খণ্ডে শ্রীগোলোকমাহাত্ম্য বর্ণনের শেষভাগে শ্রীগোকুলে শ্রীভগবানের নিরন্তর নির্ভর বিহারাদি প্রতিপাদিত হইবে। এজন্য এখানে (শ্রীসত্যভামাদি মহিষীবর্গের নিকট) শ্রীকৃষ্ণ নিজের পুনর্বার ব্রজগমনাদির বৃত্তান্ত বিশেষভাবে প্রতিপাদন বা ব্যক্ত করিলেন না। কারণ, তাহাতে শ্রীমহিষীবৃন্দের বিশেষ মনোদুঃখের আশঙ্কা আছে এবং সেই দুঃখদর্শনে শ্রীকৃষ্ণেরও দুঃখোৎপত্তি হইবে। কারণ, তিনি কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না (যদি প্রশ্ন হয়) তাহা হইলে আপনি আমাদিগকে বিবাহ করিলেন কেন? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, তবে যে তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি, তাহার কারণ বলি, শ্রবণ কর।

১০০। তাসামভাবে পূর্বং মে বসতো মথুরাপুরে।
বিবাহকরণে কাচিদিচ্ছাপ্যাসীন্ন মানিনি॥

মূলানুবাদ

১০০। অয়ি মানিনি! পূর্বে মথুরাপুরে বাসকালে গোপীগণের সহিত বিচ্ছেদ হইলেও আমার কিন্তু বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০০। তমেবাহ—তাসামিতি ষড়্‌ভিঃ। শ্রীরাধিকাদীনাং গোপীনামভাবে বিচ্ছেদে সতি। অধুনা তাসামিতি স্ত্রীত্বেনৈব নির্দেশস্তত্তদ্‌বর্ণনেন তাস্বেব মনোঽভিনিবেশাৎ প্রস্তাবৌচিত্যাদ্বা। হে মানিনি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০০। তাহাই 'তাসাম্' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে বলিতেছেন, পূর্বে মথুরাপুরে অবস্থানকালে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত বিচ্ছেদ হইলেও আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না; অধুনা কিন্তু মহিষীগণকে স্ত্রীত্বে অঙ্গীকার-নির্দেশ অর্থাৎ তাঁহাদের বিবাহাদির বৃত্তান্ত কথন-প্রসঙ্গে শ্রীসত্যভামাদেবীর প্রতি মনোনিবেশবশতঃ অথবা যাহা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই প্রস্তাবিত বিষয়ের ঔচিত্য-বিধায় "অয়ি মানিনি!" বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

১০১। মদনাপ্ত্যা তু রুক্মিণ্যা বাঞ্ছন্ত্যাঃ প্রাণমোচনম্।
শ্রুত্বাস্যা বিপ্রবদনাদার্তিবিজ্ঞপ্তিপত্রিকাম্॥

১০২। মহাদুষ্টনৃপশ্রেণিদর্পং সংহরতা ময়া।
পাণিগৃহীতঃ সংগ্রামে হৃত্বা রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্॥

মূলানুবাদ

১০১-১০২। পরন্তু শ্রীরুক্মিণীদেবী আমাকে না পাইলে প্রাণত্যাগ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন বলিয়া এক আর্তিসূচক বিজ্ঞপ্তি-পত্রিকা প্রেরণ করেন এবং তৎপ্রেরিত পত্রবাহক বিপ্রের মুখেও ঐ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি মহাদুষ্ট নৃপতিগণের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য যুদ্ধসংরত সেই রাজন্যবর্গের সমক্ষেই শ্রীরুক্মিণীকে হরণ করিয়া ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০১। কথং তর্হি পরমব্যগ্রঃ সন্ স্বয়ম্বরে ভীষ্মকনন্দিনীমেতাং হৃত্বানীয়োদবহস্তত্রাহ—মদিতি দ্বাভ্যাম্। মম অনাপ্ত্যা অপ্রাপ্ত্যা, মদনস্য কামস্যাপ্ত্যেতি শ্লেষেণ পরিহাসঃ। প্রাণানাং মোচনং ত্যাগমিচ্ছন্ত্যা। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৫২।৪৩) শ্রীরুক্মিণীপ্রেষিতপত্রান্তে—'যর্হ্যম্বুজাক্ষ! ন লভেয় ভবৎ প্রসাদং, জহ্যামসূন্, ব্রতকৃশা শতজন্মভিঃ স্যাৎ।' ইতি। আর্তের্নিজদৈন্যস্য বিজ্ঞপ্তিঃ—'শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর! শৃণ্বতাং তে, নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্। রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং, ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥' (শ্রীভা ১০।৫২।৩৭) ইত্যাদিসপ্তশ্লোক্যা নিবেদনম্। যস্যাং পত্রিকায়াং তাম্, বিপ্রস্য রুক্মিণীপ্রেষিতপুরোহিতপুত্রস্য বদনাৎ শ্রুত্বা মদাজ্ঞয়া তেনৈব তৎপত্রিকাবাচনাৎ। অস্যা ইতি এতস্যাঃ; সাক্ষাদেব কথ্যমানেঽস্মিন্ বৃত্তে কিমপ্যন্যথা ন মন্তব্যমিতি ভাবঃ॥

১০২। মহাদুষ্টা যে নৃপা জরাসন্ধ-শিশুপালাদয়স্তেষাং শ্রেণী তস্যা দর্প। ভিমানং সংহরতা; হেতৌ শতৃঙ্, সংহর্তুমিত্যর্থঃ। রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাং সতাম্, অনাদরে ষষ্ঠী। সংগ্রামে রুক্মিপ্রভৃতিকৃতযুদ্ধমধ্যে হৃত্বা রুক্মিণীং বলাদ্ গৃহীত্বা কুণ্ডিনপুরাদ্ দ্বারকায়ামস্যামানীয়াস্যা এব পাণিগৃহীতঃ বিবাহঃ কৃত ইত্যর্থঃ। এবমাবশ্যককৃত্যগত্যৈবাস্যা বিবাহো ময়াকারি, ন চ নিজমনঃপ্রীত্যেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০১। আচ্ছা আপনার যদি বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না, তাহা হইলে পরম ব্যগ্রতার সহিত স্বয়ম্বরে ভীষ্মকনন্দিনী এই শ্রীরুক্মিণীকে হরণ করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন কেন? তাহাই 'মদনাপ্ত্যা' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। এই রুক্মিণী আমাকে প্রাপ্ত না হইলে (এখানে 'মদন্যাপ্ত্যা' বলিতে (মদন + আপ্ত্যা) মদন = (কামবেগ) প্রাপ্তা রুক্মিণী আমাকে না পাইলে, ইহা শ্লেষব্যঞ্জক পরিহাসোক্তি জানিতে হইবে। প্রাণ মোচনের অভিলাষিণী হইয়াছেন, এ বিষয়ে দশমস্কন্ধে তৎপ্রেরিত পত্রের শেষভাগে লিখিত ছিল—"হে কমললোচন! আমি যদি আপনার দুর্লভ প্রসাদ লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে ব্রত দ্বারা শরীর কৃশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব এবং শতজন্ম কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াও আপনার প্রসাদ লাভ করিব।" আরও নিজ দৈন্য বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন, "হে ভুবনসুন্দর! আপনার যেই সকল গুণ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া শ্রোতৃগণের অঙ্গতাপ হরণ করে, হে অচ্যুত! আপনার সেই সকল গুণ এবং আপনার যে রূপ দর্শন করিলে দর্শনকারীদিগের যাবতীয় অর্থ লাভ হয়, সেই রূপের কথা শুনিয়া আমার চিত্ত নির্লজ্জভাবে আপনাতে আসক্ত হইয়াছে।" এইরূপে নিজদৈন্য নিবেদন করিয়াছিলেন। আর তৎপ্রেরিত পুরোহিতপুত্রের নিকট সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়া এবং তাহার মুখে ঐ পত্রলিখিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এই শ্রীরুক্মিণীকে হরণ করতঃ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। ইনি সাক্ষাতে বিদ্যমান, সুতরাং কথ্যমান বৃত্তান্তের কিছুতেই অন্যথা মন্তব্য করিতে পার না, ইহাই 'অস্যা' শব্দের তাৎপর্য।

১০২। উক্ত পত্রলিখিত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমি জরাসন্ধ-শিশুপালাদি নৃপতিকুলের দর্পচূর্ণ করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে করিতে রাজকুলের সমক্ষেই এই রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছি। "দর্পং সংহরতা" এই পদের হেতু অর্থে শতৃঙ্ প্রত্যয় হইয়াছে। অর্থাৎ তাহাদের দর্প সংহার করিবার হেতুতেই। আর "রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্" পদের অনাদরে ষষ্ঠী করা হইয়াছে। অর্থাৎ দর্শনকারী সেই রাজকুলকে অনাদর বা অগ্রাহ্য করিয়াই (রুক্মী প্রভৃতি শত্রু-কৃত সংগ্রাম মধ্যে) ইহাকে সবলে হরণ করিয়া কুণ্ডিনপুর হইতে দ্বারকায় আনয়নপূর্বক পাণিগ্রহণ করিয়াছি। এইরূপ আবশ্যক-কৃত্য উপস্থিত হওয়ায় আমি বাধ্য হইয়া ইহাকে বিবাহ করিয়াছি; কিন্তু নিজ মনঃপ্রীতির জন্য নহে।

সারশিক্ষা

১০১। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ যদি ব্রজসুন্দরীগণকে এত ভালবাসেন, তাহা হইলে শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি রাজকুমারীগণকে বিবাহ করিলেন কেন? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, রাজকুমারীগণকে বিবাহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীগণের প্রতি প্রেমবশ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। কেননা, উক্ত রাজকুমারীগণ ও গোপকুমারীগণ একাত্মা ছিলেন বলিয়া বিরহকাল যাপন ও রাজকুমারীগণের প্রাণরক্ষার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রেও উক্ত আছে—'কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকা'। যাঁহারা কৈশোরে গোপকন্যা, তাঁহারাই যৌবনে রাজকন্যা হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে তাঁহারা প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, ইহা শ্রীরুক্মিণীদেবীর বাক্যেও সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে।

**১০৩। অস্যাঃ সন্দর্শনাত্তাসামাধিক্যেন স্মৃতের্ভবাৎ।
মহাশোকার্তিজনকাৎ পরমাকুলতামগাম্॥**

মূলানুবাদ

১০৩। কিন্তু এই শ্রীরুক্মিণীকে সন্দর্শন করিয়া আমার সেই গোপীগণের স্মৃতি আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং ঐ স্মৃতি মহাশোক ও আর্তিজনক বলিয়া আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১০৩। তর্হি কথমন্যাসামপি মাদৃশীনাং বিবাহঃ কৃতঃ? তত্রাহ—অস্যা ইতি ত্রিভিঃ। রুক্মিণ্যাঃ সন্দর্শনাৎ যস্তাসাং গোপীনামাধিক্যেনাতিশয়েন স্মৃতেরনুস্মরণস্য ভব উৎপত্তিস্তস্মাদ্ধেতোঃ পরমাকুলতাং প্রাপ্তোঽহম্। কথম্ভূতাৎ? মহত্যোঃ শোকার্ত্যোর্জনকাৎ। অয়মর্থঃ—রুক্মিণ্যাং গোপীনাং কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যদর্শনেন তাসাং স্মৃতিবিশেষে জাতে সতি কথঞ্চিত্তিরোহিতস্যাপি তদ্বিরহশোকদুঃখস্য বিবৃদ্ধ্যা পরমাকুলোঽহমভবমিতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৩। ভাল, তাহা হইলে আপনি মাদৃশী রাজকন্যা সকলকে বিবাহ করিলেন কেন? তাহাই 'অস্যা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। এই রুক্মিণীকে সন্দর্শন করিয়া আমার গোপীগণের স্মৃতি অতিশয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল বলিয়া আমি পরম আকুল হইয়া পড়িলাম। সেই আকুলতা কিরূপ? অতিশয় শোক ও আর্তিজনক। অর্থাৎ সেই গোপীগণের সহিত এই রুক্মিণীর কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে, তাই তাঁহার সন্দর্শনে আমার গোপীগণের স্মৃতিবিশেষ জাত হয়। যদিও সেই স্মৃতিবিশেষ হইতেই বিরহজনিত শোকদুঃখ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া আমাকে অত্যন্ত আকুল করিয়া তুলে, অর্থাৎ অন্য সময়ে তাঁহাদের স্মৃতি কিঞ্চিৎ তিরোহিতের ন্যায় থাকিলেও ইঁহার সন্দর্শনে সেই স্মৃতি বিশেষভাবে বর্ধিত হয়।

১০৪। ষোড়শানাং সহস্রাণাং সশতানাং মদাপ্তয়ে।
কৃতকাত্যায়নীপূজাব্রতানাং গোপযোষিতাম্॥
১০৫। নিদর্শনাদিব স্বীয়ং কিঞ্চিৎ স্বস্থয়িতুং মনঃ।
তাবত্য এবং যূয়ং বৈ ময়াত্রৈতা বিবাহিতাঃ॥
১০৬। অহো ভামিনি জানীহি তত্তন্মম মহাসুখম্।
মহিমাপি স মাং হিত্বা তস্থৌ তত্রোচিতাস্পদে॥

মূলানুবাদ

১০৪-১০৬। আরও শ্রবণ কর, আমার প্রাপ্তি কামনায় কাত্যায়নী ব্রতপরা ষোড়শ সহস্র একশত গোপকুমারীর সহিত তোমাদিগের সংখ্যায় সাদৃশ্য দেখিয়া এবং সেই নিদর্শনের দ্বারা নিজের মনকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করিবার জন্য আমি এইস্থানে তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি। অহো ভামিনি! তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, আমার সেই সকল মহাসুখ ও সেই মহিমা অধুনা আমাকে ত্যাগ করিয়া সেই ব্রজে গমন করিয়াছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৪। শতাধিক ষোড়শসহস্রসংখ্যানাং গোপযোষিতাং শ্রীনন্দ-ব্রজকুমারীণামিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীমথুরামাহাত্ম্যে গোপীতীর্থপ্রসঙ্গে—'গোপ্যো গায়ন্তি নৃত্যন্তি সহস্রাণি চ ষোড়শ।' ইতি। অত্র চকারেণানুক্তং কিঞ্চিদধিকশতং সমুচ্চীয়তে ইতি জ্ঞেয়ম্। যদ্যপি সর্বা এব শ্রীনন্দব্রজরমণ্যঃ শ্রীকৃষ্ণরতা ইতি অন্যা তপি বহ্ব্যঃ সন্তি। তথাপি 'কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধিশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি! পতিং মে কুরু তে নমঃ॥' (শ্রীভা ১০।২২।৪) ইতি মন্ত্রেণ সংকল্পপূর্বকং পরমপ্রেমতৃষ্ণয়া ব্রতকরণপ্রয়াসাৎ পতিত্বেন প্রার্থনাচ্চ তা এব কুমার্যো নিতবামনুরক্তা ইতি তা এবাত্র বিশেষেণ প্রস্তূয়ন্তে। অতএবোক্তং মদাপ্তয়ে পতিত্বেন মম প্রাপ্ত্যর্থং কৃতং কাত্যায়ন্যা দেব্যাঃ পূজাব্রতমারাধননিয়মো যাভিস্তাসামিতি॥

১০৫। নিতরাং দৃশ্যতে সাক্ষাদিবানুভূয়তে যেন তন্নিদর্শনং চিহ্নবিশেষ ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ধেতোঃ; ইবেতি সর্বথা তাসা সাদৃশ্যাভাবেন সম্যঙ্‌নিদর্শনতোঽনুপপত্তেঃ। তাবত্যঃ শতাধিক ষোড়শসহস্রপরিমিতা অষ্টোত্তরা ইতি জ্ঞেয়ম্; এবং পূর্বত্রাপি। বহ্বীষু সংখ্যাসু অনুক্তায়া অপ্যল্পসংখ্যায়াঃ স্বত এবান্তর্ভাবসম্ভবাৎ। বৈ প্রসিদ্ধৌ;

১০৬। তথাপি মমাত্র কিঞ্চিৎ সুখং তাদৃশং ন জাতমেব, বিশেষতশ্চ তাসাং বিয়োগেন তাদৃশো মহিমাপি কিলাপগত ইত্যাহ—অহো ইতি। স ব্রজভূমিসম্বন্ধি-পরমানির্বচনীয়ঃ, তত্র ব্রজে; কুতঃ? উচিতং স্থিতিযোগ্যমাস্পদংস্থান তস্মিন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৪-১০৬। শ্রীনন্দব্রজস্থিত ষোড়শ সহস্র একশত অষ্ট সংখ্যক গোপকুমারী আমাকে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন। যদ্যপি শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্যে গোপী-তীর্থ-প্রসঙ্গে ষোড়শ সহস্র গোপকুমারীর ব্রত ও নৃত্য-গীতের কথা লিখিত আছে, কিন্তু মূলের 'চ'কার হইতে অনুক্ত অষ্টোত্তর শতাধিক কাত্যায়নীব্রতপরা গোপকুমারীর কথাই বুঝাইতেছে। যদিও সমস্ত শ্রীনন্দব্রজস্থিত রমণীই শ্রীকৃষ্ণরতা, অর্থাৎ উক্ত সংখ্যা ব্যতীত অপরাপর বহু সংখ্যক ব্রজরমণী ছিলেন, তথাপি "হে কাত্যায়ণি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধীশ্বরী! হে দেবী! নন্দগোপের পুত্রকে আমাদিগের স্বামী করিয়া দিউন—আপনাকে নমস্কার করি।" এই মন্ত্রপাঠ করিয়া সঙ্কল্পপূর্বক অর্থাৎ কৃষ্ণই আমাদিগের পতি হউন, এই উদ্দেশ্যে আমাতে চিত্তসমর্পণপূর্বক পরম তৃষ্ণায় যাঁহারা ব্রতাচরণ করিয়াছিলেন, সেই কাত্যায়নীব্রতপরা গোপকুমারীসকল আমাতে অতিশয় অনুরক্তা ছিলেন বলিয়া এখানে তাঁহাদের বিশেষ প্রশংসা করিতেছেন। অতএব যে সকল গোপকুমারী আমাকে পতিরূপে পাইবার জন্য কাত্যায়নীদেবীর অর্চনারূপ ব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপকুমারীর সহিত তোমাদিগের সংখ্যার সাদৃশ্য দেখিয়া এবং সেই নিদর্শন বা চিহ্নবিশেষ সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিয়া এবং তদ্দ্বারা নিজমনকে কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ করিবার নিমিত্ত আমি এইস্থানে তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি। মূলে 'নিদর্শনাদিব' পদের 'ইব'কারের তাৎপর্য এই যে, সেই গোপকুমারী সকলের সহিত মহিষীগণের সাদৃশ্য অভাবে সম্যক্ নিদর্শন প্রতিপত্তি হইতেছে না, কেবল সংখ্যার সাদৃশ্য অর্থাৎ অষ্টোত্তর শতাধিক ষোড়শ সহস্র পরিমিত মহিষীরও সংখ্যা জানিতে হইবে। আর এইপ্রকারেই পূর্বোক্ত বহু সংখ্যক অনুরক্তা মহিষীর মধ্যে অনুক্ত একশত অষ্ট সংখ্যক স্বতঃই অন্তর্ভুক্ত সম্ভব হইতেছে। এই বিষয় সর্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। অহো ভামিনি! আমি এই তোমাদিগকে বিবাহ করিয়াছি সত্য, কিন্তু ইহাতে কিঞ্চিৎ সুখও জন্মে নাই। বিশেষতঃ তাঁহাদিগের বিরহে আমার সেই সকল মহাসুখ ও সেই মহামহিমা আমাকে ত্যাগ করিয়াছে। অর্থাৎ আমার সেই ব্রজভূমি সম্বন্ধীয় পরম অনির্বচনীয় মহিমাও লুপ্ত হইয়াছে। অথবা সেই সকল মহিমা আমাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্থিতিযোগ্য আস্পদ সেই ব্রজেই গমন করিয়াছে জানিও।

১০৭। চিত্রাতিচিত্রৈ রুচিরৈর্বিহারৈ,-
রানন্দপাথোধি-তরঙ্গমগ্নঃ।
নাজ্ঞাসিষং রাত্রিদিনানি তানি,
তত্তন্মহামোহনলোকসঙ্গাৎ॥

১০৮। বাল্যক্রীড়াকৌতুকেনৈব তে তে,
দৈত্যশ্রেষ্ঠা মারিতাঃ কালিয়োঽপি।
দুষ্টো নির্দম্যাশু নিঃসারিতোঽসৌ,
পাণৌ সব্যেঽধারি গোবর্ধনঃ সঃ॥

মূলানুবাদ

১০৭। আমি সেই সেই মহামোহন নন্দব্রজলোকের সঙ্গে চিত্রাতিচিত্র মনোজ্ঞ বিহাররূপ আনন্দসাগরতরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া রাত্রিদিন জানিতে পারি নাই।

১০৮। আমি ব্রজে বাল্যক্রীড়া-কৌতুকরসে দৈত্যশ্রেষ্ঠগণের বিনাশ সাধন করিয়াছি, দুষ্ট কালিয়কে দমন করিয়া ব্রজ হইতে দূরীভূত করিয়াছি, বাম করে গিরিবর গোবর্ধনকে ধারণ করিয়াছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৭। তদেব চিত্রেত্যাদিষড়্‌ভিঃ প্রপঞ্চয়ন্ আদৌ ব্রজে স্বয়মনুভূতং মহাসুখমাহ—চিত্রেতি ত্রিভিঃ। চিত্রেভ্যোঽদ্ভুতেভ্যোঽপ্যতিবিচিত্রৈঃ, জগচ্চিত্তচমৎকারভরকারিভিরিত্যর্থঃ। তানি তৎকালীনানি ব্রজভূসম্বন্ধীনি বা; তে তে পরমানির্বচনীয়প্রভাবা মহামোহনা যে লোকাঃ শ্রীনন্দব্রজজনাস্তেষাং সঙ্গাদ্ধেতোঃ, অস্য পদস্যোত্তরত্রাপি সম্বন্ধঃ কার্যঃ॥

১০৮। ননু তত্রাপি দুষ্টদৈত্যবধাদিশ্রমেণ দুঃখং সম্ভাব্যত এবেতি চেন্ন; বাল্যলীলয়ৈব পুত্রিকাবৎ তেষাং মারণাদেবেত্যাহ—বাল্যেতি। তে তে ষট্‌ক্রোশব্যাপিশিলাকঠিনশরীর-পূতনাদয়ঃ, অতো দৈত্যেষু শ্রেষ্ঠাঃ কামরূপধরত্বাদিনা সাক্ষান্মহাদৈত্যত্বেনৈব স্থিতত্বাৎ, ন তু মনুষ্যতাপ্রাপ্তশাল্বাদিবৎ। অসৌ পরমভয়ানককালিয়োঽপি বাল্যক্রীড়াকৌতুকেনৈব নির্দম্য নিঃশেষেণৈব দমিত্বা সর্বস্বগ্রহণাৎ ফণাভঞ্জনাদিনা শরীরদণ্ডনাচ্চ নিঃসারিতঃ যমুনাহ্রদান্নিষ্কাষিতঃ স পরমস্থূলোচ্চতরঃ সব্যে বামে পাণৌ অধারি ধৃতঃ; এতচ্চ সর্বং বাল্যক্রীড়াকৌতুকেনৈবেতি। অস্তু তাবদ্ ভয়দুঃখাদি, প্রত্যুত মহাসুখমেব জাতমিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৭। ব্রজের সেই সকল মহাসুখ ও মহামহিমার বিষয় 'চিত্রাতিচিত্র' ইত্যাদি ছয়টি শ্লোকে প্রপঞ্চিত করিয়া প্রথমতঃ ব্রজে স্বানুভূত মহাসুখের বিষয় তিনটি শ্লোকে বলিতেছেন। আমি সেই ব্রজে চিত্রাতিচিত্র অর্থাৎ অদ্ভুত হইতেও অতি অদ্ভুত জগৎচিত্ত-চমৎকারকারী লীলাবিলাসসমূহ দ্বারা আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া রাত্রিদিবস জানিতে পারি নাই; অর্থাৎ ব্রজভূমি-সম্বন্ধীয় সেই সেই কাল বা সেই সেই পরমানির্বচনীয় প্রভাবযুক্ত মহামোহন শ্রীনন্দব্রজজনের সঙ্গ হেতু আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলাম।

১০৮। যদি বল, তত্রাপি সেই ব্রজেও দুষ্ট দৈত্যবধাদিজনিত শ্রমে দুঃখ সম্ভাব্য হইতেছে? তদুত্তরে বলিতেছেন, না, সেই সকল দৈত্যবধে ক্লেশ হয় নাই; বরং আমি বাল্যলীলা-কৌতুক সহকারেই প্রধান প্রধান দৈত্যের বধসাধন করিয়াছি। যেমন পূতনার ক্রোড়ে অবস্থান করিয়াই তাহাকে পুত্রিকাবৎ মারিয়াছি। সেই পূতনার বিশাল দেহ ছয় ক্রোশব্যাপী দীর্ঘ এবং শিলার ন্যায় কঠিন। অতএব ঐ পূতনা দৈত্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ কামরূপ ধারণাদি দ্বারা সাক্ষাৎ মহাদৈত্য স্বরূপেই তাহার স্থিতি, শাল্বাদির মত মনুষ্যতাপ্রাপ্ত দৈত্য ছিল না। আর পরম ভয়ানক দুষ্ট কালিয়কেও বাল্যক্রীড়া-কৌতুক সহকারে নিঃশেষরূপে দমন করিয়াছি, তাহার সর্বস্ব গ্রহণ ও ফণাভগ্নাদি দ্বারা শারীরিক দণ্ডবিধান করিয়া যমুনাহ্রদ হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছি। আবার বামহস্তে পরমস্থূল ও উচ্চতর গিরিবর গোবর্ধনকে ধারণ করিয়াছি। বস্তুতঃ এই সকল কার্য বাল্যক্রীড়া-কৌতুক সহকারেই করিয়াছি। তত্তৎ কার্যে ভয়-দুঃখাদির কথা দূরে থাকুক, প্রত্যুত উহাতে আমার মহাসুখই উৎপন্ন হইয়াছিল।

১০৯। তাদৃক্সন্তোষার্ণবেঽহং নিমগ্নো,
যেন স্তোত্রং কুর্বতাং বন্দনঞ্চ।
ব্রহ্মাদীনাং ভাষণে দর্শনে চ,
মন্বানোঽঘং ব্যস্মরং দেবকৃত্যম্॥

১১০। রূপেণ বেষেণ রবামৃতেন,
বংশ্যাশ্চ পূর্বানুদিতেন বিশ্বম্।
সম্মোহিতং প্রেমভরেণ কৃৎস্নং,
তিষ্ঠন্তু দূরে ব্রজবাসিনস্তে॥

মূলানুবাদ

১০৯। আমি ব্রজে এরূপ আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন ছিলাম যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ আমার স্তব ও বন্দনাদি করিতে প্রবৃত্ত হইলেও আমি তাঁহাদিগের দর্শন ও সম্ভাষণকে দুঃখজনক বোধ করিয়া দেবকার্যসকল বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

১১০। ব্রজগোপীগণের কথা দূরে থাকুক, ঐ সময় আমার অপূর্ব রূপ, বেষ ও বংশীরবামৃত দ্বারা বিশ্ব চরাচরকেই প্রেমভরে সংমোহিত করিয়াছিলাম।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১০৯। কীদৃশং তৎসুখমিত্যপেক্ষয়ামাহ—তাদৃগিতি। যেন সন্তোষার্ণব মজ্জনেন, আদিশব্দেন ইন্দ্র-নারদাদয়ঃ। ভাষণে সম্ভাষণে, অঘং দঃখং মন্বানঃ; দেবকৃত্যং কংসবধাদিকং বিস্মৃতবানহম্॥

১১০। ইদানীং তত্রত্যপরমমহিমানমাহ—রূপেণেতি ত্রিভিঃ। সৌন্দর্যেণ এতচ্চ কেবলমনুতাপেনৈবোক্তম, কদাপি তৎসৌন্দর্যস্যান্যথাত্বাসম্ভবাৎ। বেষেণ চ বর্হাপীড়গঞ্জাবতংসাদিভূষণেন। বংশ্যা রবো নাদ এবামৃতং পরমমধুরানন্দরসত্তেন চ কৃত্বা। কথম্ভূতেন রূপাদিনা? পূর্বং কদাপ্যনুদিতেন অপ্রকটীভূতেন কৃৎস্নং বিশ্বং সম্যক্ মোহিতং ময়া রূপাদিনা এব বা। কর্তৃণা। কেন? প্রেমভরেণ ব্রহ্মানন্দাধিকতরেণ মহারসবিশেষেণ, ন তু মায়য়া সমাধিসুখাদিনা বা। তে নিরন্তরমদনুরাগ- রসাস্বাদবেদিনো ব্রজবাসিনঃ গোপগোপিকাদয়ঃ দূরে তিষ্ঠন্তু। তে যদ্রূপাদিনা প্রেমভরেণ সম্মোহিতা ভবন্তি, তদুচিতমেব; যদ্বা, কিং তদ্বাচ্যমিত্যর্থ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১০৯। ব্রজে কীদৃশ সুখ ছিল? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন, 'তাদৃক্' ইত্যাদি। আমি ব্রজে এরূপ সন্তোষসাগরে নিমগ্ন ছিলাম যে, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও নারদাদি দেবগণ আমার স্তব ও বন্দনে প্রবৃত্ত হইলেও আমি তাঁহাদিগের দর্শন ও সম্ভাষণাদি দুঃখজনক মনে করিতাম। তাই কংসবধাদি দেবকার্য সকল বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

১১০। ইদানীং 'রূপেণ' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে ব্রজের পরম মহিমা বলিতেছেন। যদিও কখন শ্রীকৃষ্ণসৌন্দর্যের অন্যথা অসম্ভব, তথাপি কেবল অনুতাপের নিমিত্ত এইরূপ উক্তি; আমি ব্রজে অপূর্ব রূপ, বর্হাপীড় ও নবগুঞ্জাদি বিভূষণে বিভূষিত চারু বেষ ও পরম মধুর আনন্দরসস্বরূপ বংশীরবামৃতে বিশ্বচরাচরকে বিমোহিত করিয়াছিলাম। সেই অপূর্ব রূপাদি কি প্রকার? যাহা জগতে কখনও প্রকটিত হয় নাই, সেই রূপাদির দ্বারা অখিল বিশ্বসংসারকেই বিমোহিত করিয়াছিলাম। বিমোহিত করিয়াছিলেন কিরূপে? প্রেমভরে, ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিকতর মহারসবিশেষের দ্বারা। আর সেই প্রেমসুখও মায়িকসুখ বা সমাধিসুখের মত নহে, ইহা ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিকতর মহারসস্বরূপ। সেই প্রেমসুখ কেবল ব্রজবাসীগণ অর্থাৎ যাঁহারা অনুরাগভরে নিরন্তর রসাস্বাদকোবিদ সেই গোপ-গোপিকাদের কথা দূরে থাকুক, অর্থাৎ তাঁহারা ত' নিরন্তর আমার সেই রূপ, বেষ ও বংশীরবামৃত দ্বারা প্রেমভরে সম্মোহিত এবং তাহা স্বভাবতঃই উচিত হইতেছে, অথবা এ বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

১১১। আকাশযানা বিধি-রুদ্র-শক্রাঃ,
সিদ্ধাঃ শশী দেবগণাস্তথান্যে।
গাবো বৃষা বৎসগণা মৃগাশ্চ,
বৃক্ষাঃ খগা গুল্মলতাস্তৃণানি॥

১১২। নদ্যোঽথ মেঘাঃ সচরাঃ স্থিরাশ্চ,
সচেতনাচেতনকাঃ প্রপঞ্চাঃ।
প্রেমপ্রবাহহোত্থবি কাররুদ্ধাঃ,
স্বস্বস্বভাবাৎ পরিবৃত্তিমাপুঃ॥

মূলানুবাদ

১১১-১১২। যাহার পরিণাম আকাশযানস্থিত ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, শশী প্রভৃতি দেবতাসকল এবং সিদ্ধগণ, গোগণ, বৃষগণ, বৎসগণ, মৃগগণ, বৃক্ষসকল, পক্ষিগণ, তৃণ-গুল্ম-লতাসকল, নদীসকল, মেঘসমূহ, স্থাবর-জঙ্গম, চেতন-অচেতন নিখিল প্রপঞ্চ প্রেমপ্রবাহোত্থ সাত্ত্বিকবিকারসমূহ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া স্বীয় স্বীয় স্বভাবের বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১১-১১২। তদেব প্রবঞ্চয়তি—আকাশেতি দ্বাভ্যাম্। অন্যে মুনিগন্ধর্ববিদ্যাধরাদয়ঃ; প্রেমপ্রবাহেণ প্রেমরসপূরেণ উত্থমাবির্ভূতং বিকারাণাং স্বেদকম্পপুলকাদীনাং জাতং সমূহো যেষু তথাভূতা সন্তঃ। স্বকীয়-স্বকীয়াৎ স্বভাবাৎ প্রকৃতেঃ পরিবৃত্তিং বিপর্যয়ং প্রাপ্তাঃ। তত্র আকাশগতয়োঽপি ভূমিং স্পৃশন্তি স্ম; ব্রহ্মাদয়ঃ পরজ্ঞানবন্তোঽপি অনিশ্চিততত্ত্বতয়া মোহং প্রাপুঃ। গবাদয়ঃ পশুযোনয়ো জঙ্গমাশ্চ পরমজ্ঞানিভাবং সমাধিং প্রাপ্তা ইব গত্যাদিহান্যা স্থাবরতাং, বৃক্ষগুল্মাদয়ঃ স্থাবরাঃ কম্পাদিনা জঙ্গমভাবম্, অচেনতজলবাহিন্যো নিম্নগাঃ কদাচিৎ স্তব্ধপ্রবাহতাং কদাচিদুৎস্রোতস্ত্বম্। অস্তু তাবদ্‌ব্রজভূমিবর্তিনঃ, এতে তত্রত্যাকাশসম্বন্ধিনো বায়ুবশগা মেঘা অপি স্থিরাতপত্রাদিভাবমিত্যেবমুহ্যম্। তত্র চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৩৫।১৪-১৫) পঞ্চত্রিংশৈকবিংশাধ্যায়োক্তা 'বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো, বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ। তব সুতঃ সতি! যদাধরবিম্বে, দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ॥ সবনশস্তদুপধার্য সুরেশাঃ, শক্রশর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ। কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ, কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ।' ইত্যাদয়ঃ শ্লোকা অনুসর্তব্যাঃ; তে চ সব্যাখ্যানমগ্রে লেখ্যাঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১১-১১২। তাহাই 'আকাশ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে প্রপঞ্চিত হইতেছে। আকাশচারী ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেবতাগণ এবং অন্যান্য মুনি, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর প্রভৃতি সিদ্ধগণ প্রেমরস-প্রবাহ হইতে উত্থিত স্বেদ-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকবিকারসমূহে পরিব্যাপ্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় স্বভাবের বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইতেন। অর্থাৎ যাঁহারা আকাশগত, তাঁহারা ভূমিতল স্পর্শ করিতেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ পরমজ্ঞানবান হইয়াও তত্ত্বনির্ণয়ে অসমর্থ-হেতু মোহপ্রাপ্ত হইতেন। জঙ্গম প্রাণী গবাদি পশুসকল স্বভাবতঃ অজ্ঞানী হইয়াও পরমজ্ঞানীগণের ন্যায় সমাধিদশা প্রাপ্ত হইত। অর্থাৎ জঙ্গম প্রাণীগণ প্রেমভরে গতিহীন হইয়া স্থাবরধর্ম প্রাপ্ত হইত। আবার স্থাবর বৃক্ষ-গুল্মাদি প্রেমভরে কম্পিত বা বিচলিত হইয়া জঙ্গমধর্ম প্রাপ্ত হইত। অচেতন জলবাহিনী নদীসকল স্বভাবতঃ নিম্নগতিবিশিষ্টা হইলেও কখন স্তব্ধপ্রবাহা, কখন বা উর্ধ্বস্রোতা হইত। অর্থাৎ স্বভাবের বৈপরীত্য ভজনা করিত। ব্রজভূমিবর্তি এই সকল স্থাবর-জঙ্গমাদির কথা দূরে থাকুক, তত্রত্য আকাশ-সম্বন্ধীয় বায়ুবশ মেঘনিকরও স্থিরভাবে আতপত্রের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। এস্থলে অপরাপর বিষয় উহ্য রহিল। তবে দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশ ও বিংশ অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ উক্ত হইয়াছে। তাহা এইরূপ—"হে যশোদে! তোমার তনয় বিবিধ গোপক্রীড়ায় অতি নিপুণ, তিনি বেণুবাদ্য বিষয়ে যে সকল স্বরজাতি নিজে শিক্ষা করিয়াছেন, অধরে বেণু সংন্যস্ত করিয়া যখন সেই সকল স্বর আলাপ করিতে থাকেন, তখন ইন্দ্র, মহাদেব ও ব্রহ্মা প্রভৃতি সুরেশ্বরগণও হ্রস্ব-মধ্য-দীর্ঘ-ভেদক্রমে সেই সমস্ত গীত আলাপন শ্রবণ করিয়া (পণ্ডিত হইলেও) মোহপ্রাপ্ত হন। তৎকালে গীতধ্বনি-রাগে তাঁহাদের কন্ধর আনত হয়—চিত্ত মোহপ্রাপ্ত হয়। যেহেতু, তাঁহারা সেই সকল স্বরালাপের ভেদ নিশ্চয় করিতে পারেন না।" ইত্যাদি শ্লোক অনুস্মর্তব্য। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে করিব।

১১৩। এতৎ সত্যমসত্যং বা কালিন্দী পৃচ্ছ্যতামিয়ম্।
যা তু ব্রজজনস্বৈরবিহারানন্দসাক্ষিণী॥

মূলানুবাদ

১১৩। এই সকল সত্য কি অসত্য, তাহা এই কালিন্দীকে জিজ্ঞাসা কর। কারণ, এই কালিন্দী ব্রজবাসীদিগের সহিত আমার স্বচ্ছন্দবিহারের সাক্ষিণী—ইনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৩। এষা চ প্রেমভরেণ স্তুতির্ময়া ক্রিয়ত ইতি মা মন্যস্ব। যতোঽত্র ধর্মরাজ-ভগিনী পরমপুণ্যা শ্রীযমুনৈব প্রমাণমিত্যাহ—এতদিতি। চিত্রাতি-চিত্রৈরিত্যাদিনা ময়োক্তং যৎ; যা কালিন্দী; তৈঃ স বা অনির্বচনীয়ো যো ব্রজজনৈঃ কৃত্বা হেতুর্ভিবা স্বৈরবিহারঃ মম স্বচ্ছন্দবিলাসঃ। যথা, ব্রজজনানাং ময়া সহ স্বৈরবিহারস্তস্য সাক্ষিণী সাক্ষাদ্‌দ্রষ্ট্রী॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৩। আমি প্রেমভরে স্তুতি করিতেছি, এরূপ মনে করিও না। যেহেতু, ধর্মরাজভগিনী পরমপুণ্যা শ্রীযমুনাই ইহার প্রমাণ। আর আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, চিত্রাতিচিত্র রুচির বিহারসমূহ দ্বারা আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া রাত্রিদিবস জানিতে পারি নাই। ইত্যাদি কথা সত্য কি মিথ্যা তাহাও এই কালিন্দীকে জিজ্ঞাসা কর। কারণ, ইনি সেই ব্রজবাসীদিগের সহিত আমার অনির্বচনীয় স্বৈরবিহার বা স্বচ্ছন্দবিলাস প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অথবা আমার সহিত সেই ব্রজবাসীদিগের স্বৈরবিহারের সাক্ষিণী—সাক্ষাৎ দ্রষ্ট্রী।

১১৪। অধুনা তু স এবাহং স্বজ্ঞাতীন্ যাদবানপি।
নেতুং নার্হামি তং ভাবং নর্মক্রীড়াকুতূহলৈঃ॥

মূলানুবাদ

১১৪। অধুনা সেই আমি, কিন্তু এখন অমি স্বজ্ঞাতি এই যাদবগণকেও সেই ভাবপ্রাপ্ত করাইতে পারি নাই। অর্থাৎ তাদৃশ নর্মক্রীড়া-কৌতূহল প্রদর্শনে অসমর্থ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৪। ননু তত্তন্নিজাক্রীড়জনাদিবিচ্ছেদেন তব তাদৃশবিহারাদিসুখমত্র ন সম্পদ্যতাং নাম। মহিমা তু সদৈব নির্বিকারত্বাত্তাদৃশ এবাত্রাপি বর্তত ইতি চেন্ন, তত্তদশক্তেরিত্যাহ—অধুনেতি সার্ধেন। স অবিকারোঽপ্রচ্যুতস্বভাব এবাহং স্বস্য মম জ্ঞাতীরপীত্যনেন দেহসম্বন্ধবিশেষঃ সূচিতঃ। তং পূর্বোক্তং ভাবং প্রেম। যদ্বা, তেষাং ব্রজবাসিনামিব ভাবং নেতুং প্রাপয়িতুং নার্হামি ন শক্নোমীত্যর্থঃ। নর্মাণি পরিহাসবাক্যানি, ক্রীড়াঃ সমুদ্রজলবিহারাদয়ঃ, কুতূহলানি বিবাহাদ্যুৎসবাঃ, তৈরপি কৃত্বা॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৪। যদি বল, সেই সেই নিজক্রীড়াজনাদির বিচ্ছেদেও কি এখানে আপনার তাদৃশ বিহারাদিসুখ সম্পন্ন হয় না? আর আপনার মহিমা ত' সদা নির্বিকার (নিত্য একরূপ) এবং স্বভাবও অপ্রচ্যুত; সুতরাং এখানে তাদৃশী মহিমা বর্তমান হউক না কেন? না, যদিও সেই আমি, কিন্তু অধুনা তাদৃশী মহিমা প্রকটনে অশক্ত। তাহাই 'অধুনা' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। সেই আমি, (অবিকারী ও অপ্রচ্যুত স্বভাববিশিষ্ট হইয়াও) এখন আপনার জ্ঞাতি যাদবগণকেও (এই বাক্যে দেহসম্বন্ধবিশেষ সূচিত হইল) অর্থাৎ ইহারা দেহসম্বন্ধীয় আত্মীয় হইলেও সেই ব্রজভাব প্রদান করিতে সক্ষম হইতেছি না। অধিক কি, নর্মপরিহাস, সমুদ্রে জলবিহারাদি ক্রীড়া-কৌতুক, বিবাহাদি উৎসবেও সেই ব্রজভাব প্রাপ্ত করাইতে পারি নাই।

১১৫। দুষ্করং মে বভূবাত্র ত্বাদৃশাং মানভঞ্জনম্।
অতোঽত্র মুরলী ত্যক্তা লজ্জয়ৈব ময়া প্রিয়া॥

মূলানুবাদ

১১৫। হে ভামিনি! এক্ষণে তোমরা ন্যায় মানিনীর মানভঞ্জন করাও আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে! তাই লজ্জবশথঃ প্রিয় মুরলীকেও ত্যাগ করিয়াছি।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৫। ত্বাদৃশাং তৎসদৃশীনাং মহিষীণাম্; তত্ত্বতস্তস্যা ভগবচ্চিত্তপ্রতিকূল-মানাগ্রহাভাবাত্তন্মানভঞ্জনন্তু সুকরমেবেত্যর্থঃ। তর্হি জগন্মোহন-লীলাং মুরলীমত্রাপি গৃহাণেতি চেত্তত্রাহ—অত ইতি। অস্মাদেবোক্তাদ্ধেতোঃ প্রিয়া মুরলী ময়া ত্যক্তা, ইব উৎপ্রেক্ষায়াম্; তচ্চ লজ্জয়েব রাজরাজেশ্বরতাদৌ গোপাক্রীড়নকস্বীকারেণ লোকলজ্জা স্যাত্তয়েব; বস্তুতস্তু তাদৃশত্বদ্বাদনবৈদগ্ধিমহিম্নোঽত্র সম্বরণেনৈব। যদ্বা, লোকোক্তৌ, অত্র তাদৃশবাদনাশক্ত্যা লজ্জা স্যাদিত্যনেন হেতুনা ত্যক্তেত্যর্থঃ। যথাস্থানমেব মম মহিমাপ্যাবির্ভবতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৫। এখানে তোমার ন্যায় মহিষীর মানভঞ্জন করাও আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে। আচ্ছা, তাহা হইলে জগন্মোহন মুরলীর আশ্রয় গ্রহণ করুন। তাই বলিতেছেন 'অতো' ইত্যাদি। এইজন্যই আমি মুরলী ত্যাগ করিয়াছি। অর্থাৎ তোমার মত মানিনীর মানভঞ্জন করিতে পারিব না দেখিয়া লজ্জায় প্রিয় মুরলীকে ত্যাগ করিয়াছি। মূলের 'লজ্জয়ৈব' পদের 'ইব'কার উৎপ্রেক্ষায়। ইহার তাৎপর্য এই যে, তোমার মত মহিষীর মানভঞ্জন দুষ্কর নহে, পরন্তু সুকর বলিয়া প্রয়োজন নাই। আর ভগবচ্চিত্ত-প্রতিকূল মানে মহিষীগণেরও আগ্রহ নাই; সুতরাং তাদৃশ মানভঞ্জন ব্যাপারে মুরলীর আবশ্যক নাই এবং এই মানও তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। বিশেষতঃ এখানে শ্রীকৃষ্ণ রাজরাজেশ্বর, আর মুরলী হইতেছে গোপ-ক্রীড়নক; সুতরাং রাজরাজেশ্বরের পক্ষে মুরলীবাদন দ্বারা মহিষীর মানভঞ্জন লোকলজ্জাকর বলিয়া মুরলী ত্যাগ করা সমীচীন; কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এখানে ব্রজের মত মুরলীবাদন-বৈদগ্ধী-মহিমা-প্রকটন সম্বরণ করিয়াছেন। অথবা এখানে তাদৃশ মুরলীবাদনে অশক্ত বলিয়া মুরলী ত্যাগ করিয়াছেন। ভাবার্থ এই যে, যথাস্থানেই শ্রীকৃষ্ণের মহিমার আবির্ভাব হয়।

সারশিক্ষা

১১৫। উপমেয়কে উৎকৃষ্টভাবে দেখাইবার নিমিত্ত উপমানের সহিত হেত্বন্তরের উপন্যাস দ্বারা যে বিতর্ককরণ তাহাই উৎপ্রেক্ষা।

১১৬। অহো বত ময়া তত্র কৃতং যাদৃক্ স্থিতং যথা।
তদস্তু কিল দূরেঽত্র নির্বক্তুং চ ন শক্যতে॥

মূলানুবাদ

১১৬। অহো কি দুঃখ! আমি ব্রজে যেরূপ লীলা করিয়াছিলাম এবং যেরূপ আনন্দে বাস করিতাম, এখানে সেরূপ লীলা করা দূরে থাকুক, তাহা বর্ণন করিতেও অসমর্থ।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১১৬। ননু সদা সর্বশক্তিমান্ ভবান্, তথাপি তথৈব কর্তুং স্থাতুং ইচ্ছেতি চেৎ, তদা সর্বমত্রাপি তাদৃশমেব সিধ্যতি? সত্যম্।তাদৃশীচ্ছা চ মম স্থানবিশেষ এব জায়তে; অতো ন কিল তাদৃশমন্যত্র সম্পদ্যত ইত্যাহ—অহো বতেভি পরমখেদে। যাদৃক্ বাল্যলীলাকৌতুকাদিকং কৃতম্, যথা যেন প্রকারেণ গোপীরমণাদিসুখেন স্থিতঞ্চ, তৎ তাদৃক্‌করণং তথাবস্থানং চাত্র দূরে অস্তু; নির্বক্তুং সম্যঙ্‌নিরূপয়িতুমপি তদত্র ন শক্যতে। তথা সতি তচ্ছ্রবণাত্তাদৃশীনামপি তাদৃক্‌প্রেমমূর্ছা জাতা স্যাদিতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৬। যদি বল, সদা সর্বশক্তিমান আপনি ইচ্ছা করিবামাত্র তাদৃশী লীলা ও সুখ সর্বত্রই সিদ্ধ হইতে পারে? সত্য, কিন্তু আমার তাদৃশী ইচ্ছা স্থানবিশেষেই উৎপন্ন হয়, সর্বত্র হয় না; সুতরাং তাদৃশী লীলা ও সুখ অন্যত্র সম্পন্ন হয় না। তাই বলিতেছেন, 'অহো' ইত্যাদি। ('অহো বত' পরম খেদে) অহো কি দুঃখ! আমি ব্রজে যেরূপ বাল্যলীলা-কৌতুকাদি করিয়াছিলাম ও যে প্রকার সুখে অবস্থান করিতাম, এখানে সেরপ করা বা থাকা ত' দূরের কথা, তাহা সম্যক্ বর্ণন বা নিরূপণ করিতেও পারি না। তাহা যদি হইত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যদি তাহা বর্ণন করিতে পারিতেন, তবে তাদৃশ লীলাকথা শ্রবণে মহিষীগণেরও প্রেমমূর্ছা উৎপন্ন হইত।

সারশিক্ষা

১১৬। বিলীন স্মরবিকার ব্যক্তির যেমন সুন্দরী রমণী দেখিলে স্মরবিকার উদ্দীপ্ত হয়, সেই প্রকার লীলাভূমির বিলাসোপযোগী নিভৃত নিকুঞ্জ এবং সমর্থা

রতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের তজ্জাতীয় সেবাবাসনা হইতে শ্রীভগবানের স্মরবিলাস বিষয়ে ইচ্ছার উদ্গম হইয়া থাকে; কিন্তু দ্বারকায় রাজপ্রাসাদে সমঞ্জসা রতিমতী মহিষীবর্গের তাদৃশ স্বচ্ছন্দ বিহারের অবসর নাই এবং তাদৃশ অনুরাগোৎকর্ষের সহিত সেবাবাসনাও নাই; সুতরাং মহিষীগণ-সম্বন্ধে শ্রীভগবান সমঞ্জসা রতির বিষয়মাত্র, অর্থাৎ স্বকীয় নায়কগুণযুক্ত। অতএব শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে যেরূপ লীলা করিয়াছিলেন বা যেরূপ সুখ আস্বাদন করিয়াছিলেন, দ্বারকায় সেরূপ হয় না। ইহার নিদান অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে রতির ভেদ আলোচনা করিতে হইবে।

যদিও রতি স্বভাবতঃ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীলা এবং আনন্দপ্রবাহস্বরূপা, তথাপি যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না এবং প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের দ্বারাই উদ্বুদ্ধ হয় ও সম্ভোগেচ্ছাই যাহার নিদান, তাদৃশী রতিই সাধারণী রতি। পরন্তু গাঢ়তার অভাবে এই রতির সম্ভোগেচ্ছাতেই পর্যাবসান হইয়া থাকে। আর এই সম্ভোগেচ্ছাতে থাকে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা, সুতরাং সম্ভোগের হ্রাস হইলেই রতিরও হ্রাস হয়। যদিও ইহাতে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গসুখের দ্বারা নিজ প্রীতিলাভ-ইচ্ছা বর্তমান, তথাপি এই প্রীতি শ্রীকৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্যমূলা নহে বলিয়া এই জাতীয় নায়িকার সহিত বিহারাদিতে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হইতে পারেন না। ইহার দৃষ্টান্তস্থল—শ্রীকুব্জার রতি।

সমঞ্জসা রতিতে পত্নীত্বের অভিমান বর্তমান থাকে বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও মহিমাদির কথা শ্রবণের দ্বারা এই রতি উদ্বুদ্ধ হয়। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মহিষীগণের যে রতি, তাহাই সমঞ্জসা রতি। এই রতিতে কদাচিৎ নিজসুখস্পৃহার সম্ভাবনা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণসুখেই উহা পর্যবসিত হয়; কিন্তু কখন কখন ইহাতে সম্ভোগতৃষ্ণাও জন্মে; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণাঙ্গ-সঙ্গ-জন্য স্বসুখবাসনার আকারে উত্থিত হইয়া সাধারণীর ন্যায় স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হয়; কিন্তু শেষে শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্যময় প্রেমের সহিত একীভূত অর্থাৎ উক্ত প্রেমের অন্তর্ভূত হইয়া সমর্থার ন্যায় স্বরূপাভিন্নরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

সমর্থা রতিতে কিন্তু নিজসুখস্পৃহা থাকে না। সমর্থা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, স্বীয় রমণ শ্রীকৃষ্ণের সর্বতোভাবে বশীকারে সমর্থা এবং এই রতি দ্বারা তাদাত্ম্য লাভ হয় বলিয়া ইহাকে সমর্থা রতি বলে। ব্রজবল্লভাগণের রতি সমর্থা। এই সমর্থা রতির প্রভাবেই তাঁহারা কুলধর্ম-লোকলজ্জাদি সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যান। বস্তুতঃ এই রতি অতিশয় গাঢ় বলিয়া কোন ভাবের দ্বারা ভেদিত হয় না এবং কারণ-নিরপেক্ষভাবে স্বয়ং ক্রিয়মাণ বলিয়া ইহা ইহার সহিত সম্ভোগেচ্ছার কোন

বিশেষ বা পার্থক্য নাই। এইজন্য পৃথকভাবে সম্ভোগেচ্ছার উদয় হয় না। ইহার সকল উদ্যমই শ্রীকৃষ্ণসুখতাৎপর্যমূলক, অর্থাৎ সম্ভোগতৃষ্ণার ন্যায় চেষ্টাদির উদয়েও কেবল শ্রীকৃষ্ণসুখেরই উদ্যম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্য এই সমর্থা রতি ক্রমবিকাশে মহাভাবকক্ষায় উন্নীত হইতে পারে। আর এই সমর্থা রতি কেবল ব্রজবল্লভাগণের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অতএব ব্রজবল্লভাগণই শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ, লীলা ও মাধুর্যের সমগ্রভাবে আস্বাদনে সমর্থা এবং স্বীয় স্বীয় মাধুর্যের অনুভবদানে শ্রীকৃষ্ণেরও মোহন বিষয়ে—চরমচমৎকারাতিশয়-সম্পাদনে সমর্থা; অর্থাৎ এই সমর্থা রতির বিষয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকর্ষ সম্পাদনে সমর্থা। তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এখানে ব্রজজাতীয় সুখ অনুভব করা দূরে থাকুক, তাহা বর্ণন করিতেও পারি না।

১১৭। একঃ স মে তদ্ব্রজলোকবৎ প্রিয়,
স্তাদৃগ্ মহাপ্রেমভরপ্রভাবতঃ।
বক্ষ্যত্যদঃ কিঞ্চন বাদরায়ণি-
র্মজ্জীবিতে শিষ্যবরে স্বসন্নিভে॥

মূলানুবাদ

১১৭। সেই ব্রজবাসীগণের ন্যায় আমার প্রিয় এক শ্রীবাদরায়ণি আছেন, তিনিই তাদৃশ মহাপ্রেমভর-প্রভাবের মৎকর্তৃক রক্ষিত নিজের তুল্য প্রিয় শিষ্যবর পরীক্ষিৎকে এই ব্রজলীলার কিঞ্চিন্মাত্র শ্রবণ করাইবেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১১৭। ননু নির্বচনং বিনা তচ্ছ্রবণাদ্যভাবেন প্রেমরসবিস্তারণরূপং ত্বদবতারমুখ্যপ্রয়োজনং কলৌ কথং সম্পদ্যতাম্? তত্রাহ—এক ইতি। স সুপ্রসিদ্ধঃ; তে উক্তমাহাত্ম্যা যে ব্রজলোকা গোপগোপিকাদ্যাস্তদ্বন্মে মম প্রিয়ঃ। অতএব তাদৃক্ তদ্ব্রজলোকসদৃশো যো মহাপ্রেমভরস্তস্য প্রভাবতঃ শক্তের্হেতোঃ অদঃ মদ্বাল্যলীলাদিকং কিঞ্চন স্বল্পং বাদরায়ণিঃ শ্রীব্যাসনন্দনঃ শিষ্যবরে শ্রীপরীক্ষিতি বক্ষ্যতি। কতম্ভূতে? মজ্জীবিতে ময়া জীবিতে, মাতৃগর্ভেঽশ্বত্থাম্নো ব্রহ্মাস্ত্রতেজোনিবারণাৎ। যদ্বা, ভারতোক্তানুসারেণ মৃত এব জাতে ময়া পুনর্জীবিত ইত্যর্থঃ; যদ্বা, ময়ি জীবিতং জীবনং যস্য; যস্য জীবনকালো মদ্ভক্তিংবিনা কোঽপি ন গতঃ ; যঃ ক্ষণমপি মাং বিনা ন জীবতীতি বা তস্মিন্নিত্যর্থঃ। এবং স্বেন বাদরায়ণিনা সন্নিভে সদৃশে, যদ্বা, নিরুপম ইত্যর্থঃ। অতঃ পরমগুহ্যমপি তস্মিন্ প্রকাশয়িষ্যতি ইতি জ্ঞেয়ম্। এবং তাদৃশবক্তৃশ্রোতৃপ্রভাবতস্তদ্রসঃ কুত্র কুত্রাপি কলিকালেঽপি সঞ্চরিষ্যতীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৭। যদি বল, সেই ব্রজলীলা বর্ণন বিনা উহা শ্রবণাদির অভাবে প্রেমরস বিস্তারণরূপ কলিকালের মহান্ অবতারের মুখ্য প্রয়োজন সম্পন্ন হইবে কিরূপে? তাই বলিতেছেন, 'একঃ' ইত্যাদি। ব্রজলীলা-মাহাত্ম্য সুপ্রসিদ্ধ। তথাপি সেই গোপ-গোপিকাদি ব্রজবাসীগণের ন্যায় আমার প্রিয় কেবল এক বাদরায়ণি (শ্রীশুকদেব) আছেন; অতএব তিনিই ব্রজলোক-সদৃশ মহাপ্রেমের প্রভাবে আমার

বাল্যলীলাদির কিঞ্চিৎ স্বসদৃশ শিষ্যবর শ্রীমান্ পরীক্ষিৎকে শ্রবণ করাইবেন। তিনি কি প্রকার? মজ্জীবিতে, মৎকর্তৃক রক্ষিত, অর্থাৎ মাতৃগর্ভে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রতেজ নিবারণ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। অথবা মহাভারতের উক্তি অনুসারে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে যিনি নিহত হইলে মৎকর্তৃক পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অথবা আমিই যাহার জীবন এবং জীবনকালে মদ্ভক্তি বিনা যিনি ক্ষণকালও জীবনধারণ করিতে পারেন নাই, সেই পরীক্ষিৎ বা এইরূপ স্বসদৃশ নিরুপম শিষ্যবর।

অতএব ইহা পরমগুহ্য হইলেও শ্রীবাদরায়ণি এই ব্রজলীলা তাঁহার সমীপে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিবেন, জানিতে হইবে। বস্তুতঃ এই প্রকার ব্রজরসিক বক্তা ও শ্রোতার প্রভাবেই এই ব্রজলীলারস কোথাও কোথাও কলিকালেও সঞ্চারিত হইবে।

সারশিক্ষা

১১৭। পূজ্যপাদ মহাকবি শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রমেই 'পিবত ভাগবতং রসমালয়ং' বলিয়া ব্রজরসের সূচনা করিয়াছেন এবং উপসংহারেও 'তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ' উক্ত রসামৃতে তৃপ্তজনের অন্যত্র রতি হয় না। এইরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য প্রকটন করিয়াছেন।

বস্তুতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে রসিক ভক্তের আস্বাদনের অযোগ্য কোন অংশ নাই, তবে যে রাজগণের চরিত্র ও সৃষ্টিতত্ত্বাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও অপারমার্থিক নহে। অর্থাৎ যাঁহাদের চরিত্রাদি শ্রবণ করিলে শ্রোতৃবর্গের চিত্ত ভগবৎপ্রীতি আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, সেই প্রকার রাজন্যবর্গের চরিত্রে বৈরাগ্যাদিযুক্ত ভক্তিযোগের ক্রমবিকাশ দেখান হইয়াছে। অতএব উক্ত চরিত্রাদি বর্ণনেও ভগবৎপ্রীতির পরিণামত্ব বর্তমান বলিয়া শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ এই শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ সর্বত্র 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' এই সূত্রেরই ব্যাখ্যা হইয়াছে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়রূপে ব্রজগোপ-গোপীগণের মহিমাও নিষ্পাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ রাসপ্রসঙ্গে 'রন্তুং মনশ্চক্রে' এই বাক্যে স্ফুটভাবে কেবল রমণেচ্ছা গোপীগণকে আকর্ষণ করিয়া রাসরসে প্রমত্ত করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে যে নিগূঢ় ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছেন, তাহাতেই কলির জীবের পক্ষে শ্রীভাগবত বর্ণন সার্থক হইয়াছে, বলিতে হইবে।

উপদেশ করিয়া পরবর্তীকালের জীবের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিয়াছেন। যদিও এই পরমানন্দরূপা শ্রীকৃষ্ণলীলাকথার দুস্তর্ক্য ও অচিন্ত্য প্রভাব স্বতঃসিদ্ধ, তথাপি কিন্তু সদ্‌বক্তার মুখনিঃসৃত হইলে অলৌকিক বিভাবত্ব-প্রাপক মধুর রস হইতে স্পষ্টতঃ পরমানন্দই আস্বাদন হইয়া থাকে। কিন্তু লৌকিক-কাব্যনিবদ্ধ প্রাকৃত নায়ক-নায়িকা-বিষয়ক পুস্তকাদির বর্ণন ও শ্রবণ দুঃখজনকই হইয়া থাকে, কারণ, দুঃখময় বস্তুর স্ফূরণে দুঃখই লাভ হইয়া থাকে।

এইজন্যই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিলেন, “এই ব্রজরস কোথাও কোথাও সঞ্চারিত হইবে।” যেহেতু, ব্রজরসিক বক্তা ও শ্রোতার প্রভাবেই লীলাকথা আস্বাদ্য হইয়া থাকে।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১১৮। এতাদৃশং তদ্ব্রজভাগ্যবৈভবং,
সংরম্ভতঃ কীর্তয়তো মহাপ্রভোঃ।
পুনস্তথাভাবনিবেশশঙ্কয়া,
তাঃ প্রেরিতা মন্ত্রিবরেণ সংজ্ঞয়া॥

১১৯। সর্বা মহিষ্যঃ সহ সত্যভাময়া,
ভৈষ্ম্যাদয়ো দ্রাগভিসৃত্য মূর্দ্ধভিঃ।
পাদৌ গৃহীত্বা রুদিতার্দ্রকাকুভিঃ,
সংস্তুত্য ভর্তারমশীশমচ্ছনৈঃ॥

মূলানুবাদ

১১৮-১১৯। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, মহাপ্রভু রোষভরে এতাদৃশ ব্রজভাগ্য-বৈভব সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলে পুনর্বার সেইরূপ ভাবাবিষ্ট হইবার আশঙ্কায় তাঁহাকে উক্ত কার্য হইতে নিবৃত্ত করাইবার জন্য মন্ত্রীবর শ্রীউদ্ধব মহিষীবৃন্দকে সঙ্কেত দ্বারা প্রভুর সম্মুখে প্রেরণ করিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১১৮-১১৯। সংরম্ভতঃ ক্রোধাদাবেশাদ্বা। পুনস্তথাভাবঃ তথাত্বং পূর্বোক্তং মহার্তরোদনাদি তস্য নিবেশঃ প্রবেশস্তস্য শঙ্কয়া, মন্ত্রিবরেণোদ্ধবেন তাঃ সর্বা মহিষ্যঃ সংজ্ঞয়া সঙ্কেতেন প্রেরিতাঃ সত্যঃ সত্যভাময়া সহ দ্রাক্ শীঘ্রমভিসৃত্য অগ্রতো ভূয় ভর্তারং শ্রীকৃষ্ণদেবমশীশমন্ শময়ামাসুঃ, সংরম্ভোপশমং কারয়ামাসুরিত্যর্থঃ। শনৈরিতি শীঘ্রং তৎসংরম্ভত্যজনাশক্যত্বাৎ। কিং কৃত্বা? পাদৌ স্বভর্তুশ্চরণারবিন্দদ্বন্দ্বং মূর্ধ্বভির্গৃহীত্বা রুদিতৈরার্দ্রাভিঃ সরসাভিঃ কাকুভিঃ সংস্তূয়॥

টীকার তাৎপর্য্য

১১৮-১১৯। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধাবেশে এতাদৃশ ব্রজভাগ্য-বৈভব বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে পুনর্বার ভাবাভিনিবেশ হইতে পারে, অর্থাৎ পূর্ববৎ মহার্ত-রোদনাদির আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে উক্ত কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য

প্রভৃতি মহিষীবৃন্দ শ্রীসত্যভামার সহিত সম্মুখে যাইয়া ভর্তা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল মস্তকে ধারণপূর্বক রোদন রস-সিক্ত বিনয়বচনে তাঁহাকে ধীরে ধীরে শান্ত করিলেন। অর্থাৎ তাঁহার ক্রোধাবেশ উপশমের নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু 'শনৈঃ' শব্দের অর্থ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সদ্যই সেই ক্রোধাবেশ ত্যাগ করিতে অসমর্থ, সুতরাং ধীরে ধীরে ত্যাগ করিলেন।

১২০। ভোজনার্থঞ্চ তেনৈব দেবকী রোহিণী তথা।
অন্নপানাদিসহিতে তত্র শীঘ্রং প্রবেশিতে॥

মূলানুবাদ

১২০। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত মাতা শ্রীদেবকী ও শ্রীরোহিণীদেবীকে অন্নপানাদির সহিত প্রবেশ করাইলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২০। তথাপি তৎপ্রসঙ্গত্যাগঃ কথং ঘটতাম্? পরমভক্তবরস্য তস্যৈব চাতুর্যাদিত্যাহ—ভোজনার্থমিতি দ্বাভ্যাম্। তেন মন্ত্রিবরেণৈব; এবমধুনৈব রোহিণ্যাঃ প্রবেশাখ্যানাৎ। সা চতুরবরা ভগবৎপার্শ্বমনাগত্য পূর্বমেব ভোগ্যসাধনায় রসবতীং গতেত্যূহ্যম্। এবং শ্রীবলরামোঽপ্যভিজ্ঞবরঃ স্নানব্যাজেন স্বগৃহং যযাবিতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২০। তথাপি সেই ব্রজপ্রসঙ্গ ত্যাগ সংঘটিত হইল কিরূপে? পরম ভক্তবর শ্রীউদ্ধবের চাতুর্যাদি হইতে, তাহাই 'ভোজনার্থ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। তখন মন্ত্রীবর শ্রীউদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত শ্রীদেবকী ও শ্রীরোহিণীকে অন্নপানাদির সহিত প্রবেশ করাইলেন। অধুনা শ্রীরোহিণীদেবী এইরূপে আগমন করিলেন বটে; কিন্তু এই ব্যাখ্যায় উহ্য রহিল যে, সুচতুরা শ্রীরোহিণীদেবী শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বত্যাগ করিয়া পূর্বেই (তাঁহাকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত) পাকশালায় গমন করিয়াছিলেন। এই প্রকার বিজ্ঞবর শ্রীবলরাম স্নানের ছলে পূর্বেই স্বগৃহে গমন করিয়াছিলেন, জানিতে হইবে।

১২১। বলদেবং কৃতস্নানং প্রবেশ কৃতিনা তদা।
দ্বারান্তে নারদস্তিষ্ঠেদিতি বিজ্ঞাপিতো বিভুঃ॥
১২২। সর্ব্বন্তরাত্মদৃক্ প্রাহ সস্মিতং নন্দনন্দনঃ।
অদ্য কেন নিরুদ্ধোঽসৌ যন্নায়াত্যত্র পূর্ব্ববৎ॥

মূলানুবাদ

১২১। কৃতস্নান শ্রীবলদেবের দ্বারা দ্বারদেশে শ্রীনারদের আগমনবার্তা বিজ্ঞাপিত করাইলেন।

১২২। এই কথা শুনিয়া সর্বান্তর্যামী শ্রীনন্দনন্দন ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আজ শ্রীনারদ পূর্বের ন্যায় এখানে আগমন করিতেছেন না কেন? আজ তাঁহাকে কে নিরোধ করিল?

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২১। কৃতিনা পরমচতুরেণ তেনৈব মন্ত্রিবরেণ; বিভুঃ শ্রীকৃষ্ণদেবঃ॥

১২২। সর্বেষামন্তরাত্মানং চিত্তং তদ্বৃত্তমন্তর্যামিতয়া পশ্যতি জানাতীতি তথা সঃ, অতএব নারদব্যবহারজ্ঞানাৎ স্মিতেন সহিতং যথা স্যাত্তথা প্রাহ। ননু পরমানর্থোৎপাদকনারদচেষ্টিতেন ন কথং চুক্রোধ? তত্রাহ—নন্দনন্দন ইতি। নন্দব্রজজনানাং মহিমাতিশয়প্রকটনার্থমেব তস্য তত্র প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। যদ্বা, সর্বচিত্তদর্শ্যপ্যজানন্নিবাহ—অদ্য কেনেতি। যতোঽয়ং নন্দনন্দনঃ রসিকবর্গশিরোমণিরিত্যর্থঃ। অসৌ নারদঃ; যদ্‌যস্মান্নিরোধাৎ, অত্র মৎপার্শ্বে; পূর্ববদিতি—যথা সর্বকালং কেনাপ্যনিবার্যমাণঃ স স্বয়মেবাত্রায়াতি, তথা কুতোঽদ্য নায়াতীত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২১। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১২২। যদি বল, পরম অনর্থোৎপাদক শ্রীনারদের চেষ্টাতে প্রভু ক্রোধ করিলেন না কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন, নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্বান্তর্যামী অর্থাৎ সকলের চিত্তবৃত্তি জানেন; সুতরাং শ্রীনারদেরও চিত্তবৃত্তি জানেন। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, নন্দব্রজজনের মহিমাতিশয় প্রকটনের জন্যই শ্রীনারদের

তাদৃশী প্রবৃত্তি। অথবা শ্রীনন্দনন্দন রসিকবর্গ শিরোমণি বলিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, আজ শ্রীনারদ পূর্বের ন্যায় এখানে (মৎ পার্শ্বে) আগমন করিতেছেন না কেন? আজ কে তাঁহাকে নিরোধ করিল? অর্থাৎ সর্বকাল যেরূপ কেহ তাঁহাকে এখানে আসিতে নিবারণ করে না, তিনি স্বয়ংই আসিয়া থাকেন, আজ আসিতেছেন না কেন?

১২৩। প্রত্যুবাচোদ্ধবঃ স্মিত্বা প্রভো ভীত্যাপি লজ্জয়া।
ততো ব্রহ্মণ্যদেবেন স্বয়মুক্তঃ প্রবেশ্য সঃ॥

মূলানুবাদ

১২৩। প্রত্যুত্তরে শ্রীউদ্ধব ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন, প্রভো! তাঁহার নিজের লজ্জা ও ভয়ই তাঁহাকে নিরোধ করিয়াছে, তখন ব্রহ্মণ্যদেব স্বয়ং উঠিয়া শ্রীনারদকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া বলিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৩। উদ্ধবোঽপি স্মিত্বা নারদচেষ্টাস্মরণেন ঈষদ্ধসিত্বা প্রত্যুবাচ—কিং ভীত্যা স্বকীয়াপরাধভয়েন নিরুদ্ধ ইতি। ময়ি তস্য তদ্ভয়ং কদাপি নাস্তোবেতি চেত্তত্রাহ—লজ্জয়াপীতি; নিজ-নিবিড়-প্রেমভরাবির্ভাব-বিকারেণ মহতাং স্বত এব লজ্জোৎপত্তেঃ, জগদুপদ্রববিশেষকারণোত্থাপনাদ্বা। ততস্তস্মাদেবোক্তাদ্ধেতোঃ; ব্রহ্মণ্যদেবেন ভগবতা স্বয়মেবোত্থায়াগ্রে অভিগম্য সাদরং প্রণম্য হস্তে ধৃত্বা স নারদঃ স্বকীয়প্রাসাদবরং প্রবেশ্য পূজয়িত্বা তেনৈবোক্ত ইত্যর্থো দ্রষ্টব্যঃ, ব্রহ্মণ্যদেবেনত্যুক্তেঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৩। শ্রীনারদের চেষ্টা স্মরণে শ্রীউদ্ধবও ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাঁহার নিজের ভয়ই তাঁহাকে নিরোধ করিয়াছে।" কি ভয়? "স্বকীয় অপরাধ ভয়।" শ্রীভগবান বলিলেন, "আমার কাছে ত' শ্রীনারদের কদাপি কোনও ভয় নাই।" শ্রীউদ্ধব বলিলেন, "তাহা হইলে লজ্জাই তাঁহাকে নিরোধ করিয়া থাকিবে।" বস্তুতঃ নিজ-নিবিড়-প্রেম-বিকারের আবির্ভাবে মহাজনগণ স্বতঃই লজ্জিত হইয়া থাকেন। কিংবা জগৎ উপদ্রবকর কারণবিশেষ উত্থাপন করিয়াছেন বলিয়া স্বয়ংই লজ্জিত হইয়াছেন। তখন ভগবান ব্রহ্মণ্যদেব স্বয়ংই উত্থিত হইলেন এবং তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া শ্রীনারদকে সাদরে প্রণাম করিয়া হস্তধারণপূর্বক নিজ প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া পূজা করিলেন। এস্থলে 'ব্রহ্মণ্যদেব' বলিবার তাৎপর্য উক্ত প্রকার জানিতে হইবে।

শ্রীভগবানুবাচ—

১২৪। মৎপ্রীত্যুৎপাদনব্যগ্র শ্রীনারদ সুহৃত্তম।
হিতমেবাকৃতাত্যন্তং ভবান্মে রসিকোত্তম॥

১২৫। প্রাগ্‌যদ্যপি প্রেমকৃতাং প্রিয়াণাং,
বিচ্ছেদদাবানলবেগতোঽন্তঃ॥
সন্তাপজাতেন দুরন্তশোকা-
বেশেন গাঢ়ং ভবতীব দুঃখম্॥

মূলানুবাদ

১২৪। শ্রীভগবান বলিলেন, হে সুহৃত্তম শ্রীনারদ! আপনি আমার প্রীতি-উৎপাদনে ব্যগ্র। অতএব হে রসিকোত্তম! আপনি আমার অত্যন্ত হিতসাধন করিয়াছেন।

১২৫। যদিও প্রথমতঃ প্রেমকৃত প্রিয়জনের বিরহরূপী দাবানল-বেগ হইতে অন্তঃকরণে তীব্র সন্তাপ জন্মে এবং উহা হইতে অসীম শোক প্রকটিত হয় ও ঐ শোকাবেশ-হেতু অন্তরে অতিশয় দুঃখ হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৪। হে মৎপ্রীতেরুৎপাদনে ব্যগ! অতএব হে সুহৃত্তম পরমহিতকারিন্! যদ্বা, হে নিরুপাধ্যুপকারিশ্রেষ্ঠ। ভবান্মে মম অত্যন্তং হিতমুপকারমেবাকৃত চকার, ন ত্বপরাধং কমপীত্যর্থঃ। হে রসিকেষু মচ্চরণারবিন্দমকরন্দলম্পটেষু উত্তম শ্রেষ্ঠেতি মদ্ভক্তিরসিকানামযমেব স্বভাব ইতি লজ্জা চ কাপি না কার্যেতি ভাবঃ॥

১২৫। ননু ভগবদ্ভক্তিতরলিতেন ময়া লজ্জা ন কর্তব্যাস্তু নাম। মোহোৎপাদনেন ভবতোঽত্যন্তদুঃখং কৃতং, কুতো হিতম্? তত্রাহ—প্রাগিতি দ্বাভ্যাম্। প্রিজনানাং বিচ্ছেদো বিরহ এব দাবানলঃ অন্তর্বহিঃ পরমসন্তাপকত্বাৎ, তস্য বেগাদ্ যোঽন্তঃসন্তাপস্তস্মাজ্জাতেন দুরন্তস্য নিঃসীমস্য শোকস্যাবেশেন প্রবেশেন তদভিভবেন বা যদ্যপি প্রাক্ প্রথমং গাঢ়ং দুঃখং ভবতি। কিন্তুতাৎ? প্রেম্ণা কৃতাৎ, এবং যাদৃশং প্রেম তাদৃশমেব বিচ্ছেদদুঃখমপি স্যাৎ ইতি জ্ঞেয়ম্। ইবেতি পরিণামে সুখোৎপত্ত্যপেক্ষয়াভবন্ এব পর্যবসানাৎ। যদ্বা, দুঃখমিত্যনেন সম্বন্ধনীয়ম্। ততশ্চ তেনাপি বস্তুতোঽন্তঃসুখমেব। বহির্দীনদ্বৈকল্যাদিদর্শনাচ্চ দুঃখভানাৎ, দুঃখমিব ভবতীত্যর্থঃ। অথবা লোকোক্তিরীত্যানধিকার্থমেব॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৪। শ্রীভগবান বলিলেন, হে সুহৃত্তম নারদ! আপনি আমার প্রীতি-উৎপাদনে বিশেষ ব্যগ্র, সুতরাং পরম হিতকারী। অথবা হে নিরুপাধিক উপকারীশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার অত্যন্ত উপকারই করিয়াছেন, অপরাধ করেন নাই। হে রসিকোত্তম! আপনি আমার চরণারবিন্দ-মকরন্দ-লম্পট ভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আর আমার ভক্তিরসিকগণেরও স্বভাবই এই প্রকার, সুতরাং লজ্জা করা কর্তব্য নহে।

১২৫। ভগবদ্ভক্তিতরলিত আমার লজ্জা কর্তব্য নয় বটে, কিন্তু আমি মোহ উৎপাদন করিয়া আপনাকে অত্যন্ত দুঃখ প্রদান করিয়াছি, হিতসাধন করিলাম কিরূপে? শ্রীনারদ এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন, আশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবান 'প্রাগ্' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, প্রিয়জনের বিরহই দাবানল, তাহা অন্তরে ও বাহিরে পরম সন্তাপদায়ক। অর্থাৎ সেই প্রিয়জন-বিরহানল-বেগ হইতে অন্তরে যে পরম সন্তাপ জাত হয়, সেই দুরন্ত সন্তাপ বা শোকের প্রবেশে বা সেই শোকাবেশে অভিভূত হইলে যদ্যপি প্রথমতঃ অন্তরে প্রগাঢ় দুঃখ হয়। সেই দুঃখ কি প্রকার? প্রেমকৃত বা প্রেম হইতে উৎপন্ন। এইরূপে প্রিয়জন-কৃত প্রেম যত গভীর হইবে তাহার বিচ্ছেদ দুঃখও তত গভীর হইবে, ইহাই জ্ঞাতব্য তথ্য। এখানে 'ইব'কারের তাৎপর্য এই যে, সেই দুঃখ কিন্তু পরিণাম-সম্ভোগসুখ হইতেও প্রশংসনীয়। অর্থাৎ সেই দুঃখ না হইয়া সুখরূপেই পর্যবসান হয়। অথবা 'দুঃখ' শব্দের সহিত 'ন' সম্বন্ধনীয় বলিয়া বস্তুতঃ সেই দুঃখের দ্বারা অন্তরে পরম সুখই হইয়া থাকে। তবে বাহিরে দৈন্য ও বৈকল্যাদি দর্শনে দুঃখের ভানমাত্র হইয়া থাকে; কিন্তু স্বরূপতঃ দুঃখ নহে। তাই 'দুঃখমিব' বলা হইয়াছে, অথবা ইহা লৌকিক উক্তি বা রীতি আদির অনবিকার্থ।

১২৬। তথাপি সম্ভোগসুখাদপি স্তুতঃ,
স কোঽপ্যনির্বাচ্যতমো মনোরমঃ।
প্রমোদরাশিঃ পরিণামতো ধ্রুবং,
তত্র স্ফুরেত্তদ্রসিকৈকবেদ্যঃ॥

মূলানুবাদ

১২৬। তথাপি সেই দুঃখ পরিণাম সুখস্বরূপ বলিয়া সম্ভোগবস্তুত অর্থাৎ সম্ভোগসুখ হইতেও প্রশংসনীয় কোন এক অনির্বচনীয় মনোরম প্রমোদ রাশির স্ফূর্তি করাইয়া দেয় বলিয়া উহা একমাত্র রসিকজন-বেদ্য। অর্থাৎ বিরহজন্য গাঢ়দুঃখের পরিপাক অবস্থায় প্রমোদরাশির উদয় হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৬। তথাপি তাদৃশদুঃখে সত্যপি তত্র তস্মিন্ দুঃখে পরিণামতঃ পশ্চাৎ তৎপরিপাকাদ্বা প্রমোদরাশির্ধ্রুবং নিশ্চিতং স্ফুরেৎ। কথম্ভূতম্? সম্ভোগে যোগসময়ে যৎ সুখং, তস্মাদপি স্তুতঃ শ্লাঘ্য ইত্যর্থঃ, ততোঽপ্যধিকত্বাৎ। কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—স কোঽপীতি। ব্রহ্মানন্দোঽনির্বাচ্যস্তস্মাদপ্যাধিক্যেন ভজনানন্দোঽনির্বাচ্যতরঃ, তত্র চ প্রেমানন্দোঽনির্বাচ্যতমঃ, তত্রাপি বিরহার্তিদ্বারা জাতঃ সন্ পরমান্ত্যকাষ্ঠাবিশেষ প্রাপ্তা পরমমহানির্বাচ্যতম ইত্যর্থঃ। ন চ দুঃখহেতুকত্বাদহৃদ্য ইত্যাহ—মনো রময়তীতি মনোরম ইতি। ননু দুঃখে কথং সুখানুভবঃ সম্ভবেত্তত্রাহ—তদ্রসিকেন তাদৃশপ্রেমলম্পটেনৈবৈকেন বেদ্যঃ জ্ঞাতুং শক্যঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৬। তথাপি তাদৃশ বিরহ দুঃখ থাকিলেও সেই দুঃখ পরিণামে বা তাহার পরিপাকদশায় নিশ্চয়ই প্রমোদরাশির স্ফূর্তি হয়। তাহা কি প্রকার? পরিণাম-সম্ভোগ-সুখ হইতেও প্রশংসনীয়। অর্থাৎ সম্ভোগে যে সুখ হয়, সেই সুখ হইতেও অধিক এবং প্রশংসনীয়। আচ্ছা, সম্ভোগসুখ হইতে সেই সুখ অধিক হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের অপেক্ষায় বলিতেছেন, 'স কোঽপি'। কোন এক অনির্বাচ্যতম অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ অনির্বাচ্য হইলে ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও অধিক বলিয়া ভজনানন্দ অনির্বাচ্যতর হইবে, আবার ভজনানন্দ অনির্বাচ্যতর হইলে প্রেমানন্দ

তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া অনির্বাচ্যতম। তথাপি প্রেমকৃত প্রিয়জন-বিরহানলবেগ হইতে উত্থিত যে দুঃখ, শোক, তাহা পরম-অন্ত্যকাষ্ঠাবিশেষপ্রাপ্ত বলিয়া পরম অনির্বাচ্যতম। অর্থাৎ সেই বিরহদুঃখের পরিপাকদশায় যে পরম মহাসুখরাশির উদয় হয়, তাহা পরম অনির্বাচ্যতম। আর সেই মহাসুখ বিরহ-দুঃখ হইতে উৎপন্ন হইলেও অহৃদ্য নহে, (মনো রময়তীতি মনোরম) মনোরম। যদি প্রশ্ন হয়, বিরহ-দুঃখ মধ্যে সুখানুভব সম্ভব হয় কিরূপে? তাই বলিতেছেন, রসিকজনৈকবেদ্য আনন্দরাশির স্ফূর্তি হয়। অর্থাৎ তাদৃশ প্রেমরসলম্পট মহাজনগণেরই বেদ্য; কিন্তু প্রেমিক ব্যতীত অন্যে তাহা জানিতে পারে না।

সারশিক্ষা

১২৬। ব্রহ্মানন্দের মীমাংসা করিতে গিয়া শ্রুতি (তৈঃ উঃ ব্রঃ অঃ ৮) বলিয়াছেন, এই মনুষ্যলোকে যে ব্যক্তি পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়-ভোগ দ্বারা শ্রেষ্ঠ আনন্দ-লাভ করে, তাহার আনন্দের নাম মানুষানন্দ। এই মানুষানন্দের শতগুণ মানুষ-গন্ধর্বের আনন্দ। মানুষ-গন্ধর্বের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ দেব-গন্ধর্বের আনন্দ। দেব-গন্ধর্বের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ চির-লোক পিতৃগণের আনন্দ। চির-লোক পিতৃগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ আজানজ দেবগণের আনন্দ। আজানজ দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ কর্ম-দেবগণের আনন্দ। কর্ম-দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ দেবগণের আনন্দ। দেবগণের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ ইন্দ্রের আনন্দ। ইন্দ্রের যে আনন্দ, তাহার শতগুণ বৃহস্পতির আনন্দ। বৃহস্পতির যে আনন্দ, তাহার শতগুণ প্রজাপতির আনন্দ। প্রজাপতির যে আনন্দ, তাহার শতগুণ ব্রহ্মের আনন্দ। বস্তুত এই প্রণালীতে ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ স্থির করা যায় না। তাই শ্রুতি বলিলেন, 'যতো বাচা নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।' যাহা হইতে মনের সহিত বেদ-লক্ষণ বাক্য নিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের পরিমাণ করিতে শ্রুতিও অসমর্থ। অতএব এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মানন্দের অপরিমেয়ত্ব ও অনির্বাচ্যত্ব স্থাপিত হইল। তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিলেন, ব্রহ্মানন্দ অনির্বাচ্য হইলে, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও অধিক বলিয়া ভজনানন্দন অনির্বাচ্যতর হইবে। আবার ভজনানন্দ অনির্বাচ্যতর হইলে, প্রেমানন্দ তাহা অপেক্ষাও অধিক বলিয়া অনির্বাচ্যতম। তথাপি প্রেমকৃত প্রিয়জন-বিরহানল হইতে উত্থিত যে দুঃখ-শোক, তাহা পরম অনির্বাচ্যতম।

প্রেমের দুইটি কলেবর, বিরহ ও মিলন। অতএব প্রেমিকগণকে শ্রীকৃষ্ণবিরহের মহাদুঃখে ও শ্রীকৃষ্ণমিলনের পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন থাকিতে হয়; কিন্তু এই

বিরহের দুঃখ ও মিলনের আনন্দের তুলনা অনুসন্ধান করিলে কুত্রাপি পাওয়া যাইবে না। কারণ, জাগতিক দুঃখ ও সুখের সহিত উহার কোনই সাদৃশ্য নাই, কাজেই জাগতিক কোন প্রকার সুখ-দুঃখের অনুভূতির দ্বারা এই অতুলনীয় সুখ-দুঃখের ইঙ্গিতও পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ জাগতিক সুখ-ভোগকালে দুঃখের অনুভূতি থাকে না এবং দুঃখ-ভোগকালে সুখের অনুভূতি থাকে না; কিন্তু প্রেমিক ভক্তগণ যুগপৎ তাঁহাদের প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের মিলনসুখ ও বিরহদুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহাদের যখন বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন হয়, তখন অন্তরে বিরহের তীব্রতাপ অনুভূত হয়। আবার যখন বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ হয়, তখন অন্তরে অফুরন্ত মিলনানন্দের অনুভব হয়। কাজেই তুচ্ছ বিষয়সুখ হইতে আরম্ভ করিয়া পরম মহান্ ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত যতপ্রকার আনন্দ আছে, তাহার কিছুই তুলনাযোগ্য হইতে পারে না। তবে যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম আছে, তাঁহারাই ইহার অতুলনীয় মাধুর্যের কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন।

এ জগতে অন্ধকার ব্যতীত যেমন আলোকের অনুভূতি থাকে না, সেইরূপ দুঃখ ব্যতীত কদাপি সুখের অনুভব হয় না; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিরহে যে দুঃখ, তাহা উক্তপ্রকার অভাবাত্মক নহে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ ভাববিশেষ। যদিও এজগতে আলোকের অভাবই অন্ধকার এবং সুখের অভাবই দুঃখ, কিন্তু বিরহ সেইরূপ মিলনের অন্তরায় নহে; যেহেতু, প্রেমে সর্বাংশে বিরহ নাই, বরং বিরহ স্বয়ংই মিলনের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। তাই মহাকবি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

এই প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃত একত্রে মিলন॥

অতএব পরিমিত জ্ঞান-শক্তি মানুষ আর কি করিয়া বিরহের বেদনা বা মিলনের আনন্দের কথা বলিবে?

১২৭। তচ্ছোকদুঃখোপরমস্য পশ্চাচ্চিত্তং যতঃ পূর্ণতয়া প্রসন্নম্।
সম্প্রাপ্তসম্ভোগমহাসুখেন, সম্পন্নবত্তিষ্ঠতি সর্বদৈব॥

মূলানুবাদ

১২৭। যেহেতু, বিরহজনিত শোক-দুঃখ উপরমের পর চিত্ত সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া সম্ভোগসুখ সম্পন্নের ন্যায় মহাসুখে অবস্থান করিতে থাকে। অর্থাৎ এইপ্রকার শোক-দুঃখ নিবৃত্তির পর অভীষ্ট বস্তুর নিরন্তর স্ফূর্তি-হেতু অন্তঃকরণ সর্বদা পূর্ণতায় প্রসন্ন হয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৭। ননু গাঢ়দুঃখপরিপাকতঃ পরমদুঃখবিশেষময়ো মোহো মৃত্যুর্বা সম্ভবেৎ, কথং তস্মাৎ প্রমোদরাশিঃ স্ফূরতীতি। তত্রাপি তদনুরূপকারণাদেব 'সুখানন্তরং দুঃখং, দুঃখানন্তরং সুখম্' ইতি ন্যায়েনৈবাস্তু। কথং দুঃখপরিণামতঃ এব স্ফূরতীতি চ প্রত্যেতব্যম্? সত্যম্, স্বানুভবপ্রামাণ্যাৎ তথা তদানীং সুখস্ফূর্তেঃ। কারণান্তরাভাবাচ্চেত্যাহ—তচ্ছোকেতি। তয়োবিরহজশোকদুঃখয়ো; যদ্বা, শোকেন দুখং শোকদুঃখং তস্য শোকদুঃখস্য উপরমঃ প্রশান্তিস্তস্য পশ্চাদনন্তরম্; যতঃ কারণাচ্চিত্তং তেষামেব বিরহশোকদুঃখবতাং মনঃ সর্বদৈব প্রসন্নং সৎ পূর্ণতয়া ন্যূনতাবৈপরীত্যেন বিশিষ্টং তিষ্ঠতি। কীদৃশম্? সম্যক্ প্রাপ্তং যৎ সম্ভোগমহাসুখং, তেন সম্পন্নবৎ। বতিপ্রয়োগশ্চ বস্তুতো বিরহদুঃখজত্বেন সম্ভোগজত্বাভাবাৎ। অতঃ কারণাত্তত্র প্রমোদরাশি-স্ফূর্তিঃ প্রত্যেতব্যেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—প্রিয়তমজনেন সহ ক্রীড়াবিশেষে বৃত্তে সতি, যথা মহাসুখেন সম্পন্নং মনঃ স্যাত্তথৈব বিরহশোকার্ত্যুপরমেহপীতি চিত্তপ্রসন্নতাদিনা কার্যেণ কারণানুমানাৎ প্রমোরাশি-স্ফূর্তিরবশ্যমন্তব্যেব, সুখবিশেষোদয়ং বিনা চিত্তপ্রসন্নতাদ্যসম্ভবাৎ। তৎস্ফূর্তেশ্চ তদানীং কারণান্তরদর্শনাৎ বিরহদুঃখাদেবাসাবস্ফুরদিতি চ মন্তব্যমেবেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৭। যদি বল, গাঢ়দুঃখ পরিপাকক্রমে পরম দুঃখবিশেষময় মোহ বা মৃত্যুই সম্ভবে, প্রমোদরাশির স্ফূর্তি হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ তদনুরূপ কারণবশতঃ (স্বীয় উক্তির সমর্থনে একটি ন্যায় প্রদর্শন করিতেছেন 'সুখানন্তরং দুঃখং, দুঃখানন্তরং সুখম্' ইতি)—'সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ' এই ন্যায়ানুসারে শোক-দুঃখের নিবৃত্তির পর মিলনজনিত সুখের উদয় সম্ভব; কিন্তু দুঃখের পরিণাম

বা পরিপাকক্রমে প্রমোদরাশির স্ফূর্তি কি প্রত্যয়যোগ্য? একথা সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে স্বানুভবই প্রমাণ। অর্থাৎ তদানীং (প্রিয়জন বিরহকালেও) চিত্তে সুখস্ফূর্তি এবং সেই সুখস্ফূর্তির কারণান্তর না থাকায় নিজ অনুভূতিই এই বিষয়ে প্রমাণ। এক্ষণে স্বানুভবগম্য প্রমাণের বিষয় প্রদর্শন জন্য 'তচ্ছোক' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, বিরহজনিত শোক-দুঃখের নিবৃত্তির পর অথবা শোকের দ্বারা যে দুঃখ, সেই শোক-দুঃখের উপশমেব পর বিরহী মন সম্যক্ প্রসন্ন হইয়া সম্পূর্ণভাবে অর্থাৎ ন্যূনতা-বৈপরীত্যভাববিশিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। সেই সুখ কি প্রকার? সম্ভোগসুখ সম্পন্নের ন্যায় মহাসুখ। অর্থাৎ মিলনের অভাবে চিত্তে যে একটা ন্যূনতাভাব বা অপূর্ণভাব ছিল, তাহা আর থাকে না; বরং চিত্ত আরও প্রসন্ন হইয়া থাকে। বস্তুতঃ সেই পূর্ণতা বিরহ-দুঃখ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু সম্ভোগজত্ব নহে—এই বিষয় সূচনার জন্য 'সম্পন্নবত্তিষ্ঠতি' পদে 'বতি' প্রয়োগ হইয়াছে। আর এই কারণেই সেই অবস্থায় প্রমোদরাশি স্ফূর্তি হয়, সুতরাং ইহা প্রত্যয়ের যোগ্য। ভাবার্থ এই যে, প্রিয়তমজনের সহিত ক্রীড়াবিশেষ আচরিত হইলে মন যেমন মহাসুখসম্পন্ন হয়, সেইরূপ বিরহজনিত শোকার্তির উপরম অবস্থাতেও চিত্তের প্রসন্নাদি কার্যের দ্বারাই কারণের অনুমান করিতে হয়, অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নাদি লক্ষণের দ্বারাই প্রমোদরাশি স্ফূর্তির অবশ্যই মন্তব্য করিতে হইবে। যেহেতু, সুখবিশেষ উদয় না হইলে চিত্তপ্রসন্নাদি অসম্ভব। আর তদানীন্তন সেই সুখস্ফূর্তির অন্য কোন কারণান্তরও বিদ্যমান নাই। অতএব উহা যে বিরহদুঃখ হইতে স্ফূর্তি হইতেছে, তাহা মন্তব্য করিতেই হইবে।

১২৮। ইচ্ছেৎ পুনস্তাদৃশমেব ভাবং,
ক্লিষ্টং কথঞ্চিৎ তদভাবতঃ স্যাৎ।
যেষাং না ভাতীতি মতেঽপি তেষাং
গাঢ়োপকারী স্মৃতিদঃ প্রিয়াণাম্॥

মূলানুবাদ

১২৮। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণবিরহবিধুর-চিত্ত পুনশ্চ তাদৃশ ভাবই ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং সেই বিরহ জন্য শোকাদি আর্তিভাবের কোনপ্রকার অভাব হইলে অত্যন্ত দুঃখিতও হইয়া থাকে। কাহারও মতে যদি এই বিষয়টি রুচিকর না হয়, তথাপি তাঁহারা প্রিয়জনের স্মৃতিপ্রদ বলিয়া উহাকে পরম উপকারক বিবেচনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাঁহাদের চিত্তে এতাদৃশ বিরহ জন্য আর্তিভাবের স্ফূর্তি হয় না, তাঁহাদের পক্ষেও ইহা প্রিয়জনের স্মারক বলিয়া পরমোপকারী।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১২৮। ননু 'সুখানন্তরং দুঃখং, দুঃখানন্তরং চ সুখম্' ইতি ন্যায়াৎ স্ফুরতু নাম পশ্চাৎ প্রমোদরাশিঃ, শোককালে চ তদ্দুঃখং তদবস্থমেব তচ্চাতীবা যুক্তম্। ব্রহ্মানন্দাধিকভজনানন্দাদপ্যধিকস্য প্রেমানন্দস্য বিরহশোকার্তিকালেঽন্যথাত্বাপত্তেঃ। ন তদ্দুঃখস্যাপি বিচারেণ সুখরূপত্বাদিত্যাহ—ইচ্ছেদিতি। বিরহিণাঃ চিত্তমের কর্তৃ, তাদৃশমেব মহাশোকার্তিরোদনাদিরূপং ভাবং সত্তাং স্থিতিমিতি যাবৎ পুনরপীচ্ছেৎ। কথঞ্চিদিতি প্রিয়তমবিরহবতাং কদাচিদপি তাদৃগ্ভাবাভাবো ন স্যাদেব। কেনাপি প্রকারেণ যদি ভবত্তেদা ক্লিষ্টং পরমদুঃখিতং স্যাদিত্যর্থঃ। দুঃখস্য বাঞ্ছনীয়ত্বাভাবাদভাবে চ ক্লেশাপত্ত্যা তদ্দুঃখং সুখমেব মন্তব্যমিতি ভাবঃ। দুঃখবৎ প্রতীয়মানস্যৈব সুখস্য চরমকাষ্ঠাবিশেষাপ্তপরমমহত্তায়া অভিপ্রেতত্বাৎ। যথাগ্নি-প্রতিযোগীঘন-হিমাদিস্পর্শেন পাদাদ্যঙ্গেষু জায়মান-পরম-মহাজাড্যস্য জ্বলদঙ্গারস্পর্শবদভিজ্ঞা স্যাৎ। তত্র হি যথাঙ্গারস্পর্শপ্রতীতির্মিথ্যা পরমমহাজাড্যমেব সত্যম্, তথাত্রাপি দুঃখস্য প্রতীতের্মিথ্যাত্বমেব সুখস্যৈব সত্যত্বং বিজ্ঞেয়ম্। কিন্তু ভগবতো ভগবৎপ্রিয়তমজননাঞ্চ কেষাঞ্চিৎ বিরহসম্বন্ধিদুঃখমেবৈতাদৃশং ভবতি, ন তু সার্বত্রিকমিতি সর্বমনবদ্যম্। যদ্যপ্যাত্মানমধিকৃত্যৈব শ্রীভগবতৈবমুক্তং তথাপি তদীয়বিরহার্তভক্তজনবিষয়কমেব জ্ঞেয়ম্; তেষ্বেব সর্বথা তদুপপত্তেঃ। তত্র চ শ্রীগোপীব্যতিরিক্ত-ভক্তজনবিষয়কমেব মন্তব্যম্। যতস্তাসাং কদাচিদপি বিরহার্তেঃ

শান্তির্ন ভবেদেব, সঙ্গমেঽপি বিরহশঙ্কয়া দুঃখস্যৈবাপত্তেঃ। এতচ্চ প্রাগুক্তমেব। ন চ তাসাং ভগবদ্বিরহতাপে কদাপীচ্ছা স্যাৎ, কোটিদাবানলাধিকদাহকত্বেন তস্যানুভূয়মানত্বাৎ। যথোক্তং শ্রীদশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০।৪৭।৪৯-৫০) তাভিরেবোদ্ধবং প্রতি—'সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা গাবো বেণুরবা ইমে। সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতা প্রভো॥ পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত। শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্তুং নৈব শক্নুমঃ॥' ইতি। অনয়োরর্থঃ—আচরিতাঃ সেবিতাঃ; কৃষ্ণবিস্মৃতৌ ন তাবদ্দুঃখং স্যাৎ, সাপি নাস্মাকং ভবতীতি ভাব ইতি। এবং কৃষ্ণস্মরণেন বিরহার্তিবিবর্ধনাৎ তদ্‌বিস্মরণমপীচ্ছন্তি, কুতস্তু তাস্তদ্‌বিরহাগ্নিমিচ্ছন্তু নাম। অতএব তাসাং সর্বদৈব মহাবেগেন বিরহদুঃখ-বিশেষোদয়াৎ সর্বাধিকতরসুখবিশেষানুভবঃ স্যাদিতি সিধ্যতি। তাদৃশসুখস্য হি তেনৈব প্রকারেণ সম্পদ্যমানত্বাৎ তাদৃশরূপত্বাচ্চ। এবমেবাশেষেভ্যো ভক্তবৃন্দেভ্যঃ প্রিয়তমজনেভ্যশ্চ তাসাং মাহাত্ম্যং সিধ্যতীতি দিক্। ইতি এতন্ময়োক্তং, যেষাং ন ভাতি ন প্রকাশতে তেষাং মতেঽপি প্রিয়জনানাং স্মৃতের্দাতা পরমোপকারী ভবত্যেব। এবং হি তৈরবশ্যমেব মন্তব্যমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৮। যদি বল, 'সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ' এই ন্যায়ানুসারে বিরহজনিত শোকদুঃখের উপরমে প্রমোদরাশির স্ফূর্তি হয় হউক; কিন্তু শোককালে ত' কেবল দুঃখ, সুতরাং সেই অবস্থায় প্রমোদরাশির স্ফূর্তি অতীব অযুক্ত। যেহেতু, ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা ভজনানন্দ অধিক এবং ভজনানন্দ অপেক্ষা প্রেমানন্দ অধিক; সুতরাং বিরহ-শোকার্তিকালে সেই প্রেমানন্দের অন্যথাপত্তি হইতেছে। না, তাহার অন্যথা হয় না। কারণ, বিচারের দ্বারা জানা যায় যে, সেই দুঃখও সুখরূপ; তাই বলিতেছেন 'ইচ্ছেৎ' ইত্যাদি। 'ইচ্ছেৎ' এই ক্রিয়ার কর্তৃপদ বিরহীগণের চিত্ত। অতএব শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিধুর চিত্ত পুনশ্চ তাদৃশ মহাশোকার্তি-রোদনাদিরূপ ভাবের স্থায়িত্ব ইচ্ছা করিয়া থাকে এবং সেই ভাবের অভাব হইলে অত্যন্ত দুঃখিতও হইয়া থাকে। আর ব্যবহার ক্ষেত্রেও দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণবিরহ-বিধুর চিত্তে কোন সময়েও তাদৃশ ভাবের অভাব হয় না। অতএব উহা দুঃখ নহে, সুখরূপ; ইহাই আমার মন্তব্য। যেহেতু, কেহই দুঃখ ইচ্ছা করে না, অতএব সেই ভাব দুঃখের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও উহা সুখের চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত পরমমহিমান্বিত, ইহাই অভিপ্রেতার্থ জানিতে হইবে। যেমন অগ্নি-প্রতিযোগী ঘন-হিমাদ্রি (বরফখণ্ড)

স্পর্শে পাদাদি অঙ্গে মহা জাড্য উপস্থিত হইলে জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শবৎ প্রতীতি হয়; কিন্তু এস্থলে জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ-প্রতীতি মিথ্যা, পরম মহাজাড্যই সত্য; তদ্রূপ এখানেও দুঃখপ্রীতি মিথ্যা, সুখই সত্য জানিতে হইবে। কিন্তু কোন কোন ভগবৎপ্রিয়তম বিরহীজনের বিরহসম্বন্ধীয় দুঃখ এতাদৃশ ভাবাপন্ন হইলেও সর্বত্র নহে। এই প্রকারে উক্ত প্রশ্নের অনবদ্যরূপে সামঞ্জস্য হইল। যদিও শ্রীভগবান নিজ অধিকার অনুসারে বা নিজের অনুভূতি হইতে এই সকল কথা বলিলেন, তথাপি তদীয় বিরহার্তি ভক্তজন-বিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। কারণ, ভক্তগণেরই সর্বথা বিরহার্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু এই মন্তব্য শ্রীগোপীজন-ব্যতিরিক্ত অন্য ভক্তজন-বিষয়ক বলিয়াই মন্তব্য করিতে হইবে। যেহেতু, তাঁহাদিগের বিরহার্তির কখনও শান্তি হয় না; এমনকি, সঙ্গমেও ভাবিবিরহ আশঙ্কায় দুঃখ উপস্থিত হয়। ইহার বিচার পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু তাঁহাদের ভগদ্বিরহ তাপেও কদাপি শান্তি ইচ্ছা হয় না। কারণ, কোটি দাবানল অপেক্ষাও বিরহের অধিক দহন এবং তাহা তাঁহারা অনুভবও করিয়া থাকেন। যথা, দশমস্কন্ধে শ্রীউদ্ধবের প্রতি সেই ভগবতীগণের উক্তি—"হে প্রভো! এই সকল গাভী ও বেণুরব এবং এই সকল নদী, শৈল, বনপ্রদেশ শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে সেবন করিয়াছিলেন। অহো! শ্রীনন্দনন্দনের শ্রীনিকেতন-পদচিহ্ন দ্বারা এই সকল সরিৎ, শৈল ও বনপ্রদেশ বার বার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। এজন্য আমরা বিস্মৃত হইতে সমর্থ হইতেছি না।" তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিতেও আমাদের দুঃখ হয় না এবং কদাপি শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতিও ঘটে না। এইরূপে গোপীগণের শ্রীকৃষ্ণস্মরণেই বিরহার্তি বিবর্ধিত হয় বলিয়া তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মরণ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। আচ্ছা, তাঁহারা বিরহবহ্নি-ভোগ ইচ্ছা করেন কেন? এ বিষয় চিন্তা করিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, তাঁহাদিগের সর্বদাই মহাবেগে বিরহদুঃখবিশেষ উদয় হয় বলিয়া তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা অধিকতর সুখবিশেষেরও অনুভূতি সিদ্ধ হইতেছে। অতএব তাঁহাদের পক্ষে বিরহানলও উক্তপ্রকারে সুখবিশেষরূপে সম্পদ্যমানত্ব-হেতু বিরহাগ্নিও তাদৃশ সুখরূপত্ব জানিতে হইবে। এই প্রকারে অশেষ ভক্তবৃন্দ বা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমজন অপেক্ষা গোপীগণের মাহাত্ম্য অধিকতররূপে সিদ্ধ হইতেছে। আর ইহাও আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, যাঁহাদের মতে এই বিরহদুঃখ রুচিকর হয় না, তাঁহারাও কিন্তু প্রিয়জনের স্মারক বলিয়া এই বিষয়কে পরমোপকারী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধেও উক্তপ্রকার মন্তব্য করিতে হইবে।

সারশিক্ষা

১২৮। শ্রীব্রজসুন্দরীগণের বিরহ-সম্বন্ধে শ্রীউদ্ধবের উক্তি এইরূপ—"হে মহাভাগ্যসকল! আপনাদের এই বিরহ দ্বারা আমার প্রতি মহান অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সেইজন্যই আমি ভগবৎপ্রেমের মূর্তি আপনাদের দর্শন করিলাম।" (শ্রীভা ১০।৪৭।২৭) তাৎপর্য এই যে, যদি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনাদের বিরহ না ঘটিত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ব্রজে পাঠাইতেন না, আমিও ব্রজে আসিতাম না, তাহাতে মাদৃশ অজ্ঞজনের আপনাদের অনির্বচনীয় মহিমাময় ভগবৎপ্রীতির পরিচয় অর্থাৎ আপনারা যে ভাববিশেষদ্বারা সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মহাভাব-সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা চিরস্থায়ী হইয়া থাকিত। তাই বলিতেছি, শ্রীকৃষ্ণ কৃপা করিয়া এই বিরহলীলা প্রকটনপূর্বক আমাকে ব্রজে পাঠাইয়া আপনাদের প্রেম-মহিমা অনুভব করিবার সুযোগ দিয়াছেন। অতএব এই বিরহ দ্বারা আমার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা প্রকাশ পাইয়াছে। এই প্রকারে ব্রজসুন্দরীগণের মহিমা কীর্তন করিয়া তাঁহাদিগকে সাক্ষাৎভাবে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহাদের কৃপায় তদীয় মহামহিম স্ফূর্তি হওয়ায় দৈন্যভরে অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া কেবল তাঁহাদের পদরেণুকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাও আবার একটিমাত্র রেণুকে এবং তাঁহাদের সজাতীয়-সম্বন্ধে সাধারণ ব্রজস্ত্রীগণের পাদরেণুকে বন্দনা করিলেন।

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ভক্তের স্বভাবের অনুরূপ শ্রীভগবানেরও স্বভাব প্রকটিত হয়, সুতরাং শ্রীভগবানে প্রবল অনুরাগ থাকিলে, কদাচ অনুরাগের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া তাহা খর্ব করিতে পারে না; বরং বিঘ্ন উপস্থিত হইলে 'প্রিয়তমকে বুঝি হারাইলাম' এই উৎকণ্ঠা উৎপাদন-হেতু অনুরাগকেই পুষ্ট করে। এই অনুরাগের 'স্ব-সংবেদত্ব' বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে করিব।

১২৯। কথঞ্চন স্মারণেব তেষা-
মবেহি তজ্জীবনদানমেব।
তেষাং যতো বিস্মরণং কদাচিৎ,
প্রাণাধিকানাং মরণাচ্চ নিন্দ্যম্॥

মূলানুবাদ

১২৯। যে কোন প্রকারে প্রিয়জনের স্মরণকার্যকে প্রেমিকগণের জীবনদান বলিয়াই জানিও। কারণ, প্রাণাধিকজনের কখনও যদি বিস্মরণ হয়, তাহা মরণ হইতেও নিন্দনীয়।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১২৯। তদেবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বোধয়তি—কথমিতি। তেষাং প্রিয়জনানাং কেনাপি প্রকারেণ স্মারণমেব যৎ, তজ্জীবনস্য দানমেবেত্যেবাহ জানীহি। যতো যস্মাদ্ধেতোঃ প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকানাং তেষাং প্রিয়জনানা কদাচিদপি বিস্মরণং মরণাদপি নিন্দ্যং ধিক্কারাস্পদম, মরণাধিকতরদুঃখদোষাবহত্বাৎ। যদ্বা, মরণমেব বরং, ন তু তেষাং বিস্মরণং পরমনিন্দাস্পদত্বাদিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১২৯। তাহাই অন্বয় ও ব্যতিরেকমুখে বুঝাইবার জন্য "কথম্" ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন, কোনপ্রকারে প্রিয়জনের স্মরণকার্যকে জীবনদান বলিয়াই জানিও। যেহেতু, প্রাণাধিক প্রিয়জনের কখনও যে বিস্মরণ, তাহা মরণ হইতেও নিন্দনীয় বা ধিক্কারাস্পদ। অতএব প্রিয়জনের বিস্মরণ মরণ হইতেও অধিকতর দোষাবহ। অথবা প্রিয়জনের বিস্মরণ অপেক্ষা বরং মরণই ভাল। কারণ, প্রিয়জনের যে বিস্মরণ, তাহা পরম নিন্দাস্পদ।

১৩০। ন সম্ভবেদস্মরণং কদাপি,
স্বজীবনানাং যদপি প্রিয়াণাম!
তথাপি কেনাপি বিশেষণেন,
স্মৃতিঃ প্রহর্ষায় যথা সুজীবিতম্॥

মূলানুবাদ

১৩০। যদিও নিজজীবনতুল্য প্রিয়জনের কদাপি বিস্মরণ সম্ভব হয় না, তথাপি কোনপ্রকারে তাঁহার বিশেষ স্মৃতি হইলে উহা জীবনদানের ন্যায় অতিশয় আনন্দপ্রদ হইয়া থাকে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩০। ননু এবং তেষাং ক্ষণমাত্রমপি বিস্মরণাসম্ভবাৎ সদৈব স্মর্যমাণানাং তেষাং স্মরণেন ক ইবোপকারঃ স্যাৎ? সত্যম্, পরমমনোহরপ্রকারবিশেষেণ স্মারণাৎ, তাদৃগেবোপকারঃ স্যাদিত্যাহ—নেতি। স্বজীবনানাং স্বকীয়জীবনরূপাণামিতি; যথা নিজজীবনস্য কদাপি বিস্মৃতির্ন ঘটতে, তথা প্রিয়জনানামপীত্যর্থঃ। অতো যদপি যদ্যপি কদাচিদপি অস্মরণং স্মরণাভাবো ন সম্ভবেৎ। বিশেষেণ বৈশিষ্ট্যেন কৃত্বা স্মৃতিঃ প্রকৃষ্টহর্ষায় পরমসুখায় ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ—সুজীবিতং নিত্যবিচিত্রমহোৎসবেন জীবনং যথা প্রহর্ষায় ভবতি, তথেতি। তত্র যথা মহোৎসবাদিসুখরহিতং কেবলং জীবনমাত্রং প্রহর্ষায় ন ভবতি, প্রত্যুত দারিদ্র্যাদিদুঃখেন পরমশোকায়ৈব, তথা প্রেম্ণা বিনা প্রিয়জনস্মরণমপীতি দৃষ্টান্তেনানেন ধ্বনিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩০। আচ্ছা, এই প্রকারে যদি প্রিয়জনের ক্ষণকালমাত্র বিস্মরণ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সর্বদা স্মর্যমান তাঁহার স্মরণের দ্বারা কি উপকার হয়? শ্রবণ কর, একথা সত্য যে কেবল স্মরণমাত্র উপকারক নহে; কিন্তু পরম মনোহর প্রকার-বিশেষ দ্বারা যে স্মরণ হয়, তাহাতেই তাদৃশ উপকার হয়; ইহাই 'ন সম্ভবেৎ' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন। স্বকীয় জীবনরূপ প্রিয়জনের কদাপি বিস্মরণ সম্ভব হয় না। অর্থাৎ নিজ জীবনের যেমন কখনও বিস্মৃতি সম্ভব হয় না, তেমনি

প্রিয়জনেরও বিস্মরণ হয় না। যদিও কদাপি প্রিয়জনের স্মরণ অভাব হয় না, সর্বদাই স্মৃতি বর্তমান থাকে, তথাপি তাঁহার বিশেষ স্মৃতিই উৎকৃষ্ট জীবনের ন্যায় পরম সুখদান করিয়া থাকে। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এইরূপ ঃ—যেমন মহোৎসবাদি-সুখরহিত কেবল জীবনধারণমাত্রই প্রকৃষ্টরূপে আনন্দের কারণ হয় না, প্রত্যুত, দারিদ্র্যাদি দুঃখযুক্ত জীবন পরম শোকেরই কারণ হয়; পরন্তু সজীবিত অর্থাৎ নিত্য বিচিত্র মহোৎসবময় জীবনই প্রকৃষ্টরূপে আনন্দের কারণ হয়; সেইরূপ প্রেম বিনা প্রিয়জনের স্মরণও সুখের হয় না। অর্থাৎ প্রেমের বিচিত্র পরিপাকময় প্রক্রিয়াবিশেষের সহিত যে স্মরণ, তাহাই উৎকৃষ্ট জীবনের ন্যায় আনন্দদান করিয়া থাকে।

সারশিক্ষা

১৩০। প্রেম—হ্লাদিনীসার বৃত্তিবিশেষ, ভক্তের মনোবৃত্তি বিশেষরূপে আবির্ভূত হইয়া আপন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে; কিন্তু হ্লাদিনীবৃত্তির যে প্রথম আবির্ভাব, তাহা শুধু মাত্র স্বকৃপা প্রকাশের জন্য। অর্থাৎ কৃপারূপে জীবকে কৃতার্থ করিবার জন্যও বটে, আবার শ্রীভগবানকে প্রেমে বশ করিবার জন্যও বটে। এইপ্রকার সংশ্লেষদশায় প্রেম শ্রীভগবানকে বশীভূত করেন এবং বিশ্লেষদশায় জীবকে কৃপা করেন। শ্রীভগবান নিগ্রহ ও অনুগ্রহের উভয়ের কর্তা, কিন্তু তাঁহার প্রিয়জন হ্লাদিনীর মূর্তি শ্রীব্রজসুন্দরীগণ অনুগ্রহৈক-স্বভাবা। এইজন্যই শ্রীভগবৎকৃপা হইতে তাঁহার প্রিয়জনের কৃপা শ্রেষ্ঠ এবং সহজলভ্য।

আর শ্রীকৃষ্ণের যে রসরূপতা, তাহাও তাঁহার হ্লাদিনীশক্তিকে আশ্রয় করিয়া অপরের হৃদয়ে ভক্তি-প্রেমরূপে সঞ্চারিত হয়। অতএব যাঁহার হৃদয়ে এই হ্লাদিনীর যতখানি সঞ্চরণ, তিনিই ততখানি ভক্ত। আর স্মরণ ব্যাপারটিও এই ভক্তিরই অঙ্গবিশেষ; সুতরাং প্রেমের সহিত স্মরণই শ্রীভগবানের বিশিষ্ট মাধুর্যাস্বাদনের হেতু।

১৩১। ইত্যেবমুপকারোঽদ্য ভবতাকারি মে মহান্।
তত্তেঽস্মি পরমপ্রীতো নিজাভীষ্টান্ বরান্ শৃণু॥

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১৩২। মুনির্জয় জয়োদ্ঘোষৈঃ সবীণাগীতমৈড়ত।
ব্রজক্রীড়োত্থনামাঢ্যৈঃ কীর্তনৈশ্চ বরপ্রদম্॥

মূলানুবাদ

১৩১। হে দেবর্ষে! এইরূপে আপনি অদ্য আমার মহান্ উপকার করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে আপনি অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন।

১৩২। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, এই কথা শুনিয়া শ্রীনারদমুনি 'জয়' 'জয়' শব্দ করিয়া বীণাগীত সহকারে ব্রজক্রীড়া-সমুদ্ভূত নামসমূহ কীর্তন দ্বারা বরপ্রদ শ্রীভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩১। ভবতা চাদ্য পরমোত্তমপ্রকারেণ শ্রীগোপিকানাং স্মরণং মে কারিতমিতি পরমহিতমেব কৃতমিত্যুপসংহরন্নাহ—ইতীতি। অনেনোক্তপ্রকারেণ; তৎ তস্মাত্তে ত্বাং প্রতি অহং পরমপ্রীতোঽস্মি॥

১৩২। ততশ্চ দুর্লভতরাণামাত্মহৃদ্যানাং পরমবরাণাং সংপ্রাপ্তয়ে প্রথমমস্তৌদিত্যাহ—মুনিরিতি। জয় জয়েতিরূপৈরদ্‌ঘোষৈরুচ্চতরশব্দৈঃ কৃত্বা; বীণাগীতেন সহিতং যথা স্যাৎ, কীর্তনৈশ্চ কৃত্বা ঐড়ত অস্তৌৎ। কথম্ভূতৈঃ? ব্রজে যা ভগবতঃ ক্রীড়াস্তাভ্য উত্থানি প্রাদুর্ভূতানি যানি নামানি শ্রীগোকুলমহোৎসব শ্রীযশোদানন্দন-শ্রীনন্দকুমারগোপগোপীজনপ্রিয়-শ্রীগোপীগণমনোহর-পূতনা-মোচনেত্যাদীনি তৈরাঢ্যৈঃ সমৃদ্ধৈঃ বরান্ প্রকর্ষেণ দদাতীতি তথা তং শ্রীভগবন্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩১। হে শ্রীনারদ! আপনি অদ্য পরমোত্তম প্রকারে শ্রীগোপীগণকে স্মরণ করাইয়া আমার পরম উপকার করিয়াছেন। এই প্রকারে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপসংহার নিমিত্ত বলিতেছেন, আমি আপনার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি।

১৩২। অতঃপর শ্রীনারদ দুর্লভতর নিজহৃদ্য পরমবরসমূহ সংপ্রাপ্তির নিমিত্ত

প্রথমে শ্রীভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে স্তব করিলেন? উচ্চৈঃস্বরে 'জয়' 'জয়' শব্দ করিয়া বীণাগীতের সহিত (শ্রীভগবান ব্রজে যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, সেই) ব্রজলীলা সমস্তূত নাম সকল পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিতে লাগিলেন। যথা, হে গোকুলমহোৎসব! হে শ্রীযশোদানন্দন! শ্রীনন্দকুমার! হে শ্রীগোপ-গোপীজনপ্রিয়! হে শ্রীগোপীগণ-মনোহর! হে পূতনামোচন! ইত্যাদি নামাবলি সমৃদ্ধ কীর্তন দ্বারা বরপ্রদ শ্রীভগবানকে স্তব করিতে লাগিলেন।

১৩৩। স্বয়ং প্রয়াগস্য দশাশ্বমেধ,
তীর্থাদিকে দ্বারাবতীপরান্তে।
সম্ভাষিতানাং বিষয়ে ভ্রমিত্বা,
পূর্ণার্থতাং শ্রীমদনুগ্রহেণ॥
১৩৪। বিপ্রাদীনাং শ্রোতুকামো মুনীন্দ্রো,
হর্ষাৎ কৃষ্ণস্যাননাদেব সাক্ষাৎ।
এবং মাতঃ প্রার্থয়ামাস হৃদ্যং,
তস্মিন্ রম্যোদারসিংহে বরং প্রাক্॥

মূলানুবাদ

১৩৩-১৩৪। হে মাতঃ! মুনিবর স্বয়ং প্রয়াগের দশাশ্বমেধ তীর্থ হইতে দ্বারাবতী পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া বিপ্রাদি যে যে ভক্তের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের অনুগ্রহে পূর্ণার্থতা প্রাপ্ত হইয়াছেন জানিয়াও মুনীন্দ্র হর্ষপ্রযুক্ত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, উদারশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের নিকট প্রথমতঃ বক্ষ্যমান প্রিয়বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৩-১৩৪। তত্রাগ্রে ভগবদনুগ্রহাদৌ তৃপ্ত্যভাবস্য প্রার্থত্বে প্রথমমেব হেতমাহ—স্বয়মিতি দ্বাভ্যাম্। প্রয়াগস্য দশাশ্বমেধনাম তীর্থং তদাদির্যস্য। দ্বারাবতী চ পরান্তঃ পর্যন্তো যস্য তস্মিন্ বিষয়ে স্থানে স্বয়ং নারদেন ভ্রমিত্বা সম্ভাষিতানাং বিপ্রাদীনাং দশাশ্বমেধে বিপ্রভোজনার্থমাগতস্তদ্দেশাধিকারী ভগবৎপূজারতো যো বিপ্রঃ প্রথমং নারদেন দৃষ্টা সম্ভাষিতস্তদাদীনাম্; আদিশব্দেন দাক্ষিণাত্য-মহারাজমারভ্য শ্রীমদুদ্ধবান্তাস্তেন সম্ভাষিতাঃ সর্বে গ্রাহ্যাঃ। শ্রীমতো ভগবতঃ, যদ্বা, শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যগ্রে বর্ত্তত এবং প্রকরণবলাদপি প্রাপ্তং স্যাদেব। ততশ্চ শ্রীমান্ পরমোজ্জ্বলো যোঽনুগ্রহস্তেন হেতুনা যা পূর্ণার্থতা পূর্ণা সমস্তা অর্থা ধর্মার্থকামমোক্ষভজনাদয়ো যেষাং তত্ত্বাবস্তত্তা তাং, যদ্যপি স্বয়ং জানাত্যেব তথাপি হর্ষাদ্ধেতোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীমুখাদেব সাক্ষাচ্ছ্রোতুকামঃ প্রাক্ আদৌ এবং বক্ষ্যমাণং বরং, হে মাতস্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে প্রার্থয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। হৃদ্যং প্রিয়ং চিরং হৃদি

বর্তমানমিতি বা; রম্যেষু পরমোত্তমেষু উদারেষু বদান্যেষু মধ্যে সিংহে শ্রেষ্ঠতমে; অতএব তথা প্রার্থনং তৎফলসুসিদ্ধিশ্চেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৩-১৩৪। প্রথমতঃ শ্রীভগবানের অনুগ্রহাদিতে যেন কখন কাহারও তৃপ্তি না হয়, এই বর প্রার্থনার হেতু "স্বয়ং" ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, প্রয়াগের দশাশ্বমেধ-নামক তীর্থ হইতে দ্বারাবতী পর্যন্ত শ্রীনারদ স্বয়ং ভ্রমণ করিয়া বিপ্রাদি যে যে ভক্তগণের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ দশাশ্বমেধতীর্থে বিপ্রভোজনার্থ সমাগত সেই দেশের অধিকারী ভগবৎপূজারত যে বিপ্রকে শ্রীনারদ প্রথমে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই বিপ্রাদি ভক্তগণ। এখানে 'আদি'-পদে দাক্ষিণাত্য মহারাজ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকায় শ্রীউদ্ধব পর্যন্ত সকল ভক্তকেই গ্রহণ করিতে হইবে। যেহেতু তাঁহারা সকলেই শ্রীমদ্ ভগবানের ভক্ত। অথবা 'শ্রীমদ্' পদে প্রকরণবলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ তাঁহারা সকলেই শ্রীমান্ কৃষ্ণের পরমোজ্জ্বল অনুগ্রহে পরিপূর্ণ সর্বার্থ হইয়াছেন। অথবা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও ভজনানন্দাদি যাবতীয় অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া পরিপূর্ণসর্বার্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ কোনরূপ অপূর্ণতা নাই। যদ্যপি শ্রীনারদ স্বয়ং ইহা জানেন, তথাপি হর্ষ প্রযুক্ত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রথমতঃ বক্ষ্যমাণ প্রিয় বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। হে মাতঃ! এই প্রকারে শ্রীনারদ বদান্যশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবানের নিকট নিজহৃদ্য ও চিরপ্রিয় পরমোৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। আর শ্রীভগবান বদান্যশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার নিকট প্রার্থনা কদাচ বিফল হয় না, অর্থাৎ প্রার্থিত ফল নিশ্চয়ই সিদ্ধ হইবে।

১৩৫। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কস্যাপি তৃপ্তিরস্তু কদাপি ন।
ভবতোনুহগ্রহে ভক্তৌ প্রেম্ণি চানন্দভাজনে॥

মূলানুবাদ

১৩৫। হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! আনন্দস্বরূপ আপনার অনুগ্রহে, ভক্তিতে ও প্রেমে যেন কখনও কাহারও তৃপ্তি না হয়, ইহাই আমার প্রার্থিত বর।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৫। ভবদনুগ্রহাদৌ কস্যাপি জনস্য কদাচিদপি তৃপ্তিরলং বুদ্ধির্মাস্তু মা ভবত্বিতি প্রার্থনম্। যাবান্ তাবান্ পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্তোঽপি ভদবদনুগ্রহাদির্ভবতু, তথাপ্যেতাবতৈব পরিপূর্তির্জাতেতি মতির্মাভূদিত্যর্থঃ। তত্র চ যদ্যপ্যনুগ্রহাদ্ ভক্তিঃ, ততঃ প্রেমা স্যাদিত্যতঃ সমুচ্চয়ো ন ঘটতে, তথাপি কঞ্চিৎ প্রতি কশ্চিদনুগ্রহঃ স্যাৎ; কস্যাপি চ কাচিদ্‌ভক্তির্জায়ত ইত্যভিপ্রায়েণ তথোক্তম্। কুতঃ? আনন্দস্য ভাজনে আস্পদে; এতচ্চানুগ্রহাদীনাং ত্রয়াণামেব বিশেষণং জ্ঞেয়ম্। অতঃ কেবলজ্ঞাননিষ্ঠানামাত্মারামাণাং স্বরূপানুভবতুচ্ছসুখে তৃপ্তিরিব ভবদনুগ্রহাদাবপি ভক্তানাং কথঞ্চিদপি তৃপ্তির্নৈব যুক্তেতি ভাবঃ; অন্যথা তত্তদানন্দ-বিশেষানুভবস্যৈবাসিদ্ধেরিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৫। ভবদীয় অনুগ্রহ, ভক্তি ও প্রেমে যেন কখনও কাহারও অলংবুদ্ধি বা তৃপ্তি না হয়, ইহাই আমার প্রার্থিত বর। অর্থাৎ আপনার অনুগ্রহাদি যতদূর পরকাষ্ঠাপ্রাপ্ত হইতে পারে, ততদূর চরমসীমা প্রাপ্ত হইলেও "পরিপূর্ণ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছি" এই বুদ্ধি যেন কখনও কাহারও না হয়। যদিও শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইতেই ভক্তি এবং ভক্তি হইতে প্রেমের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, কিংবা একই ভক্তে সমুচ্চয় প্রাপ্তি ঘটে; তথাপি কখন কাহারও প্রতি অনুগ্রহের, কখন বা কাহারও প্রতি ভক্তিরও বিকাশ দেখা যায়। এই অভিপ্রায়ে অনুগ্রহ, ভক্তি ও প্রেম পৃথক পৃথক উক্ত হইয়াছে। আর আনন্দাস্পদত্ব-হেতু অনুগ্রহ, ভক্তি ও প্রেম এই তিনটি উক্ত আনন্দেরই বিশেষণ। অতএব কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ আত্মারামগণের স্বরূপানুভূতিরূপ তুচ্ছ সুখে তৃপ্তি হইতে পারে বটে কিন্তু ভগবদনুগ্রহাদিপ্রাপ্ত ভক্তের তাহাতে কিছুমাত্র তৃপ্তি হয় না। অন্যথা ভগবদনুগ্রহ, ভক্তি ও প্রেমানন্দবিশেষের অনুভববৈশিষ্ট্য সিদ্ধ হয় না।

শ্রীভগবানুবাচ—

১৩৬। বিদগ্ধনিকরাচার্য কো নামায়ং বরো মতঃ।
স্বভাবো মৎকৃপাভক্তিপ্রেম্‌ণাং ব্যক্তোঽয়মেব যৎ॥

মূলানুবাদ

১৩৬। শ্রীভগবান বলিলেন, হে বিদগ্ধচূড়ামণি নারদ! আপনি এ কি বর প্রার্থনা করিলেন? আমার কৃপার, ভক্তির ও প্রেমের এতাদৃশ স্বভাব ত' সকলেই অবগত আছেন!

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৬। হে বিদগ্ধনিকরাণামাচার্য গুরো! ইত্যুপহাসঃ, স্বভাবসিদ্ধত্বেন বরস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। যদ্বা, সর্বং স্বয়ং জানতাপি, তথা সাক্ষাৎ সম্পত্যেব তত্তত্ত্বমনুভবত্যপি তাদৃশবরপ্রার্থনং কেবলং বৈদগ্ধীবিশেষাৎ কেনাপ্যভিপ্রায়েণেতি তত্ত্বত এব তথা সম্বোধনম্। স চ পূর্বমেবোদ্দিষ্টঃ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণাননাদেব শ্রোতুকাম ইত্যনেন। যদ্ যস্মাৎ তৎকৃপাদীনাময়মেব ব্যক্তঃ স্ফুটঃ প্রসিদ্ধো বা স্বভাবঃ প্রকৃতিঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৬। হে বিদগ্ধনিকরের আচার্য! (এই সম্বোধন উপহাসব্যঞ্জক) কেননা, ভক্তিতে কখনও কাহারও তৃপ্তি হয় না, ইহা ভক্তির স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া প্রার্থিত বর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। অথবা শ্রীনারদ স্বয়ং সমস্ত জানিয়াও এবং সম্প্রতি সাক্ষাৎ তাহার তত্ত্ব অনুভব করিয়াও তাদৃশ বরপ্রার্থনা কেবল বৈদগ্ধীবিশেষ হইতে কোন এক নিগূঢ় অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত তত্ত্বতঃ এই প্রকার সম্বোধন করিলেন। সেই অভিপ্রায় পূর্বে উদ্দিষ্ট হইলেও অধুনা সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এই চতুরতা। যেহেতু, শ্রীভগবৎ কৃপাদির এতাদৃশ স্বভাব ত' প্রসিদ্ধই আছে।

১৩৭। প্রয়াগতীর্থমারভ্য ভ্রামং ভ্রামমিতস্ততঃ।
অত্রগত্য চ যে দৃষ্টাঃ শ্রুতাশ্চ ভবতা মুনে॥

১৩৮। সর্বে সমস্তসর্বার্থা জগন্নিস্তারকাশ্চ তে।
মৎকৃপাবিষয়াঃ কিঞ্চিৎ তারতম্যং শ্রিতাঃ পরম্॥

মূলানুবাদ

১৩৭-১৩৮। হে মুনিবর! আপনি প্রয়াগতীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এখানে আগমন করিয়া যে যে ভক্তের বিষয় শ্রবণ করলেন ও যাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন, তাঁহারা সকলেই আমার কৃপাপাত্র বলিয়া পরিপূর্ণ অর্থপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং জগতের নিস্তারকারক হইয়াছেন; তবে তাঁহাদের মধ্যে কেবল কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৭। এতচ্চ সম্প্রতি ত্বয়ৈবানুভূতমস্তীত্যাহ—প্রয়াগেতি সার্দ্ধদ্বয়েন। ইতস্ততঃ ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তদ্বহিশ্চ। অত্র দ্বারকায়াম্, যে চ শ্রুতাঃ শ্রীবৈকুণ্ঠবাসিনঃ শ্রীনন্দব্রজজনাশ্চ॥

১৩৮। তে সর্বে জগন্নিস্তারকাশ্চেতি পরানপি পরিপূর্ণসর্বার্থান্ কর্তুং সমর্থা ইত্যর্থঃ। যতো মম কৃপায়া বিষয়া আশ্রয়াঃ। নন্বেবং চেত্তর্হি তেষাং সর্বেষামপ্যেকরূপতা অভবিষ্যৎ। ময়া চ বহুধা ভেদো দৃষ্টঃ। সত্যং ভক্তিস্বভাবাদিত্যাহ—পরং কেবলং কিঞ্চিৎ স্বল্পং তারতম্যং ন্যূনাধিকভাবং শ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ; পূর্বপূর্বেভ্য উত্তরোত্তরাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ। এবং সর্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং পরমভগবতীষু শ্রীরাধাদিষু পর্যবসিতং জ্ঞেয়ম্। তারতম্যে সত্যপি স্বস্বরসজাতীয়-সুখপরমকাষ্ঠাসম্পত্ত্যা সর্বেষামেব তেষাং পরিপূর্ণার্থতা সিধ্যত্যেবেত্যগ্রে শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যে বিস্তারেণ ব্যক্তং ভাবি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৭-১৩৮। সম্প্রতি আপনি এ-বিষয় অনুভব করিয়াছেন, ইহাই 'প্রয়াগ' ইত্যাদি সার্ধ দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন। আপনি প্রয়াগ তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ও বাহিরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এই দ্বারকায় আসিয়াও

যাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন এবং বৈকুণ্ঠবাসী যে শ্রীনন্দব্রজজনাদির কথা শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা সকলেই পরিপূর্ণ সর্বার্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া জগতের নিস্তার করিতে সমর্থ। যেহেতু, তাঁহারা সকলেই আমার কৃপার পাত্র। আচ্ছা, তাহা হইলে তাঁহার ত' সকলেই একরূপ হইতেছেন, অথচ আমি তাঁহাদের মধ্যে বহুপ্রকার ভেদ দর্শন করিলাম। একথা সত্য; কিন্তু ভক্তির স্বভাব-ভেদবশতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে কেবল কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে। অর্থাৎ তাঁহারা সকলেই আমার কৃপাপাত্র হইলেও তাঁহাদের মধ্যে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিকভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর এই ভাবও পূর্ব পূর্ব হইতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। অতএব আপনি প্রয়াগ তীর্থ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া যে যে ভক্তের সহিত সম্ভাষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও পূর্ব পূর্ব হইতে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। অতএব এই বিচারানুসারে পরম ভগবতী শ্রীরাধিকাদি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্ততত্ত্বে পর্যবসিত হইতেছেন, জানিতে হইবে। আবার এই প্রকার তারতম্য সত্ত্বেও স্ব স্ব রসজাতীয় সুখের পরাকাষ্ঠা সম্পত্তিতেও তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেরই পরিপূর্ণার্থতা সিদ্ধ হইতেছে। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা পরে (শ্রীগোলোকমাহাত্ম্যে) করিব।

১৩৯। তথাপি তেষামেকোঽপি ন তৃপ্যতি কথঞ্চন।
তদ্‌গৃহাণ বরানন্যান্মত্তোঽভীষ্টতরান্ বরান্॥

মূলানুবাদ

১৩৯। তথাপি তাঁহাদিগের মধ্যে কোন একজনও কোনপ্রকারে পরিতৃপ্ত হয়েন নাই; অতএব আপনি আমার নিকট হইতে অপর কোন অভীষ্টতর বর গ্রহণ করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৩৯। একোঽপি কশ্চিদপি কথঞ্চনেতি সপরিকরমদীয়-পরমানুগ্রহাদি-প্রাপ্ত্যাপীত্যর্থঃ। ন তৃপ্যতীতি সর্বৈরেব তৈরাত্মনোঽসৌভাগ্যাদিবর্ণনেন ন্যূনতাস্থাপনাৎ। তত্তস্মাৎ বরান্ শ্রেষ্ঠান্ বরান্ বরণীয়ার্থান্ তত্রাপ্যভীষ্টতরান্ নিজপ্রিয়তমান্ মত্তো গৃহাণ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৩৯। এই প্রকার তারতম্য থাকিলেও কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কোন এক ব্যক্তিও কোনরূপে পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। অর্থাৎ সপরিকর মদীয় পরম অনুগ্রহাদি প্রাপ্ত হইলেও কোন একজনও কোনরূপে পরিতৃপ্ত নহেন। এজন্য তাঁহারা সকলেই আপন আপন অসৌভাগ্যাদি বর্ণনের দ্বারা ন্যূনতা স্থাপন করিয়াছেন। অতএব আপনি আমার নিকট হইতে অপর কোন অভীষ্টতর বর প্রার্থনা করুন।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১৪০। নর্তিত্বা নারদো হর্ষাদ্ভৈক্ষ্যবৎ সদ্বরদ্বয়ম্।
যাচমানো জগাদেদং তং বদান্যশিরোমণিম্।

মূলানুবাদ

১৪০। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, তখন শ্রীনারদ হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে বদান্যশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভিক্ষার ন্যায় দুইটি উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪০। হর্ষশ্চ বিপ্রাদীনাং তেষাং সর্বেষামপি পরিপূর্ণার্থতায়াঃ ভগবদনুগ্রহাদিষু স্বভাবতো ভক্তানামতৃপ্তের্বা সাক্ষাচ্ছ্রীভগবন্মুখেন শ্রবণাৎ। তস্মাদ্ধেতোর্নর্তিত্বা ক্ষণং নৃত্যং কৃত্বা। ভৈক্ষ্যবদিতি যথা বস্ত্রাদিকং প্রসার্যাঞ্জলিং বদ্ধা বা ভিক্ষান্নাদিকং প্রার্থ্যতে তথেত্যর্থঃ। যদ্বা, যথা নিজজীবনরক্ষার্থং ভিক্ষুভিঃ পরমাগ্রহেণ তদ্‌যাচ্যতে তদ্বদিতি; সৎ উৎকৃষ্টং বরদ্বয়ং যাচমানঃ যাচিষ্যমাণঃ ইদং বক্ষ্যমাণং স্বদানাতৃপ্তেত্যাদি সার্ধপদ্যং তং ভগবন্তং প্রতি প্রাগ্ জগাদেত্যর্থঃ। তচ্চ তাদৃশবরদ্বয়প্রাপ্তয়ে ভগবতঃ পরমস্তুত্যর্থমিতি জ্ঞেয়ম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪০। দেবর্ষি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে বিপ্রাদি ভক্তবর্গের সর্বার্থ পরিপূর্ণতা এবং শ্রীভগবানের অনুগ্রহাদিতে স্বভাবতঃ কখনও কাহারও তৃপ্তি হয় না, এই কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভৈক্ষ্যদ্রব্যের মত অর্থাৎ ভিক্ষুকগণ যেরূপ বস্ত্রাদি প্রসারণ পূর্বক বা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ভিক্ষান্ন প্রার্থনা করে, অথবা নিজ জীবন রক্ষার্থ যেরূপ পরমাগ্রহের সহিত অন্নাদি প্রার্থনা করে, সেই মত শ্রীনারদও দুইটি উৎকৃষ্ট বর প্রার্থনা করিবার পূর্বে বক্ষ্যমাণ বাক্যসকল বলিয়াছিলেন এবং তাহাই 'স্বদানাতৃপ্ত' ইত্যাদি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব উহা তাদৃশ বরদ্বয় প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রীভগবানের পরম স্তুতিবিশেষ বলিয়া জানিতে হইবে।

শ্রীনারদ উবাচ—

১৪১। স্বদানাতৃপ্ত বৃত্তোঽহমিদানীং সফলশ্রমঃ।
ত্বন্মহাকরুণাপাত্রজনবিজ্ঞানমাপ্তবান্॥

মূলানুবাদ

১৪১। শ্রীনারদ বলিলেন, হে স্বদানেও অতৃপ্ত ভগবান! ইদানীং আমার শ্রম সফল হইল; কারণ, আমি আপনার মহাকরুণার পাত্রসকলকে বিশেষরূপে জানিয়াছি।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১৪১। হে স্বস্য দানেঽপ্যতৃপ্ত! সফলঃ সাফল্যং প্রাপ্তঃ শ্রমঃ অধ্যয়নাদিপ্রয়াসঃ প্রয়াগাদিতস্ততো ভ্রমণায়াসো বা যস্য তথাভূতোঽহমিদানীমেব বৃত্তঃ। যতঃ ত্বদীয়মহাকরুণায়াঃ পাত্রাণাং জনানাং বিজ্ঞানমহং প্রাপ্তবান্। তা ভগবত্যো গোপ্য এব ত্বৎকরুণাসারচরমকাষ্ঠাপাত্রমিতি সম্প্রত্যেব সাক্ষাদহমন্বভবমিত্যর্থঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪১। হে স্বদানাতৃপ্ত ভগবন্! (আপনি আপনার শ্রীবিগ্রহ দান করিয়াও অতৃপ্ত) সম্প্রতি আমি সফলকাম হইয়াছি। অর্থাৎ অধ্যয়নাদি পরিশ্রমের অথবা প্রয়াগাদি ইতস্ততঃ ভ্রমণজনিত আয়াসের ফল প্রাপ্ত হইলাম। কারণ, আমি তদীয় মহাকরুণার পাত্রজনকে বিশেষরূপে জানিয়াছি। বিশেষতঃ পরম ভগবতী শ্রীগোপীগণই যে আপনার করুণাসার বা চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত কৃপাপাত্রজন, তাহা সম্প্রতি আমি সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছি।

১৪২। অয়মেব বরঃ প্রাপ্তোঽনুগ্রহশ্চোত্তমো মতঃ।
যাচে তথাপ্যুদারেন্দ্র হার্দং কিঞ্চিচ্চিরন্তনম্॥

মূলানুবাদ

১৪২। ইহাই আমার উত্তম বর লাভ এবং ইহাই আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট অনুগ্রহ বলিয়া বোধ হইতেছে। হে উদারশ্রেষ্ঠ! তথাপি বহুকাল হইতে আমার হৃদয়ে বর্তমান কিঞ্চিৎ প্রার্থনা আছে।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪২। অয়ং তদ্বিজ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ এব বরঃ প্রাপ্তো ময়া। অয়মেব ভবতোঽনুগ্রহশ্চ উত্তমঃ শ্রেষ্ঠো মতঃ। যদ্যপ্যেবং তথাপি যাচেঽহম্। তত্র হেতুঃ—ভো উদারাণাং বদান্যানামিন্দ্রেতি, অন্যথা ভবতঃ সন্তোষো ন স্যাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, তথাপি চিরন্তনং হার্দং চিরকালপ্রার্থনীয়ত্বেন যন্মম হৃদি বর্ততে তদিত্যর্থঃ। ননু তৎ পরমদুর্লভভরমিতি চেত্তত্রাহ—উদারেন্দ্রেতি। তব কিঞ্চিদপ্যদেয়ং নাস্তীতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪২। ইহাই আমার বরলাভ, অর্থাৎ আপনার মহাকরুণাসার পাত্র গোপীগণের বিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; সুতরাং ইহাই আমার পক্ষে উৎকৃষ্ট অনুগ্রহ বলিয়া বোধ হইতেছে। যদিও এই প্রকারে আমার বর লাভ হইয়াছে, তথাপি আমার হৃদয় মধ্যে চিরকালের হার্দ কিঞ্চিৎ প্রার্থনা রহিয়াছে; অধুনা তাহাই প্রার্থনা করিতেছি। বিশেষতঃ আপনি বদান্যগণের শিরোমণি বলিয়া বর না লইলে আপনার সন্তোষ হইবে না। যদি বলেন, আপনি যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা যদি দুর্লভতর হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, আপনি উদারশেখর; সুতরাং আপনার অদেয় কিছুই নাই।

১৪৩। পায়ং পায়ং ব্রজজনগণপ্রেমবাপীমরাল,
শ্রীমন্নামামৃতমবিরতং গোকুলাব্ধ্যুত্থিতং তে।
তত্তদ্বেশাচরিতনিকরোজ্জৃম্ভিতং মিষ্টমিষ্টং,
সর্বাল্লোঁকান্ জগতি রময়ন্ মত্তচেষ্টো ভ্রমাণি॥

মূলানুবাদ

১৪৩। হে ব্রজজনগণের প্রেমরূপ সরোবরের সঞ্চরণশীল রাজহংস! আমি যেন গোকুলরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে উত্থিত সেই সেই পরম অনির্বচনীয় গোপবেশ ও লীলাদির দ্বারা প্রকাশিত মধুর হইতেও সুমধুর আপনার শ্রীমন্নামামৃত পান করিতে করিতে উন্মত হইয়া সমস্ত লোককে আনন্দিত করতঃ জগতের সর্বত্র বিচরণ করি। (ইহাই আমার প্রথম বর)।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১৪৩। এবং স্তুত্বা তথৈব প্রার্থয়তি—পায়ং পায়মিতি দ্বাভ্যাম্। ভো ব্রজজনগণস্য প্রেমবাপীষু মরাল! রাজহংসতুল্য! সদা সুখবিহারিন্নিত্যর্থঃ। অতএব গোকুলরূপাদব্ধেঃ ক্ষীরসমুদ্রাদুত্থিতমাবির্ভূতং তব শ্রীমৎ সর্বশোভাযুক্তং নামামৃতম্ অবিরতং পায়ং পায়ং পীত্বা পীত্বা সর্বান্ লোকান্ রময়ন, ত্বৎকীর্তনাদিরস-সঞ্চারণেন হর্ষয়ন্ মত্তানামিব চেষ্টা সততপ্রেমভরাবির্ভাবেন যুগপদ্ধাসরোদনার্তনাদনর্তনাদিরূপা যস্য তথাভূতঃ। যদ্বা, মত্তচেষ্টো বিস্মৃতদেহদৈহিকঃ সন্নিত্যর্থঃ। জগতি ভ্রমাণি সর্বত্র সঞ্চরাণি, প্রার্থনায়াং পঞ্চমী, ইত্যেকো বরঃ। কীদৃশং তৎ? মিষ্টেভ্যঃ শ্রীবিষ্ণু-শ্রীনারায়ণ-নরসিংহ-রামচন্দ্রমথুরানাথ-যাদবেন্দ্রেত্যাদিভ্যোঽপি মিষ্টম্। কুতঃ? তেষাং তেষাং পরমানির্বচনীয়ানাং বেশানাং ভূষণানাম্ আচরিতানাঞ্চ কর্মণাং নিকরৈর্দেব-স্থানীয়ৈরুজ্জৃম্ভিতং প্রকাশিতম্। তত্র বেশোজ্জৃম্ভিতং শিখিপিঞ্ছমৌলিগুঞ্জাবতংস-কদম্বভূষণেত্যাদি, আচরিতজ্জৃম্ভিতঞ্চ পূতনাপ্রাণপানশকটভঞ্জনেত্যাদি; তথা শ্রীনন্দনন্দন-যশোদাবৎসল-শ্রীগোপিকামনোহর-ব্রজজনানন্দেত্যাদি চ তৎ সমবেতত্বাৎ গ্রাহ্যম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৩। এইরূপ স্তুতিপূর্বক উক্ত বরদ্বয় প্রার্থনা করিতেছেন, তাহাই 'পায়ং পায়ং' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হে ব্রজজনগণের প্রেমরূপ

সরোবরে সঞ্চরণশীল রাজহংস! (রাজহংস যেমন সরোবরে সুখে বিহার করে, আপনিও সেইরূপ ব্রজজনগণের প্রেমরূপ সরোবরে সুখে বিহার করেন) অতএব আমি যেন গোকুলরূপ ক্ষীরসাগর হইতে সমুত্থিত আপনার সর্বশোভাযুক্ত নামামৃত অবিরত পান করিতে করিতে মত্ত ব্যক্তির সদৃশ চেষ্টাশীল হইয়া অর্থাৎ সতত প্রেমানন্দের আবির্ভাবে যুগপৎ হাস্য-রোদন আর্তনাদ-নর্তন-কীর্তনাদির রস-সঞ্চারে সমস্ত লোককে আনন্দিত করিয়া জগতের সর্বত্র বিচরণ করি। অথবা মত্ত ব্যক্তির সদৃশ চেষ্টা বলিতে মত্ত ব্যক্তি যেরূপ দেহ-দৈহিক-চেষ্টাদি বিস্মৃত হইয়া জগতের সর্বত্র ভ্রমণ করে, আমিও সেইরূপ দেহ-দৈহিক-কৃত্যাদি ভুলিয়া আপনার নামামৃত নিরন্তর পান করিব। (ইহাই আমার প্রথম বর প্রার্থনা) সেই নামামৃত কিরূপ? আপনার সেই নামাবলি মধুর হইতেও সুমধুর। যেমন শ্রীবিষ্ণু, শ্রীনারায়ণ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীমথুরানাথ, শ্রীযাদবেন্দ্র ইত্যাদি মধুর নামাবলি। আচ্ছা, এই সকল নাম হইতে গোকুলাব্ধি-সমুত্থিত নামাবলি সমুধুর কেন? গোকুলে সেই সেই পরম অনির্বচনীয় বেশ, ভূষা ও লীলাসমূহের দ্বারা প্রকাশিত নামাবলি স্বতঃই সুমধুর। তাহার মধ্যে বেশোবিজৃম্ভিত নামাবলি, যেমন শিখিপিঞ্ছমৌলি, গুঞ্জাবতংস, কদম্বভূষণ ইত্যাদি। চেষ্টাদি দ্বারা প্রকাশিত নামাবলি, যেমন পূতনাপ্রাণনাশন, শকটভঞ্জন ইত্যাদি। তথা শ্রীনন্দনন্দন, শ্রীযশোদাবৎসল, শ্রীগোপিকামনোহর, শ্রীব্রজজনানন্দ ইত্যাদি সমবেত নামাবলি। এই প্রকার বেশ, ভূষা ও লীলাদিসূচক নামাবলিও সমবেত তত্ত্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪৪। ত্বদীয়াস্তাঃ ক্রীড়াঃ সকৃদপি ভুবো বাপি বচসা,
হৃদা শ্রুত্যাঙ্গৈর্বা স্পৃশতি কৃতধীঃ কশ্চিদপি যঃ।
স নিত্যং শ্রীগোপীকুচকলসকাশ্মীরবিলস-
ত্ত্বদীয়াঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বে কলয়তুতরাং প্রেমভজনম্॥

মূলানুবাদ

১৪৪। যে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস সহকারে আপনার ব্রজলীলা বাক্য দ্বারা বর্ণন করেন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ করেন, বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা একবারও আপনার সেই ক্রীড়া হৃদয়ে ধারণ করেন বা আপনার ক্রীড়াভূমি স্পর্শ করেন, তিনি শ্রীগোপীকুচকলসের কুঙ্কুম দ্বারা শোভমান তদীয় শ্রীচরণযুগলে নিত্যা প্রেমভক্তি লাভ করুন। (ইহাই আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা)।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৪। কিঞ্চ, তা ব্রজভূমিসম্বন্ধিনীঃ ক্রীড়াঃ, তা ভুবঃ, শ্রীবৃন্দাবনাদিব্রজভূমীরপি বা। তৎস্পর্শেনেনাপি স্বত এবং তত্তৎক্রীড়াকীর্তনাদিসুসিদ্ধেঃ, সর্বথা তাসাং শ্রীকৃষ্ণস্মারকস্বভাবকত্বাৎ। তথা চ দশমস্কন্ধে (শ্রীভা ১০। ৭। ৪৯) 'সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশা' ইত্যাদি। শ্রুত্যা শ্রবণেন কর্ণেনৈকেনাপীতি বা। কৃতধীর্নিশ্চিতমতিঃ তত্র তত্র বিশ্বস্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। যঃ সকৃদপি স্পৃশতি, কশ্চিদপীতি জাত্যাদ্যপেক্ষাং নিরস্যতি। তত্র চাঙ্গৈঃ ক্রীড়াস্পর্শনং নাম তত্তৎক্রীড়াবিজ্ঞাপক শ্রীভাগবতমহাপুরাণাদি স্পর্শনঃ জ্ঞেয়ম্। বচ আদিনা ভূস্পর্শনঞ্চ তৎকীর্তনাদি; অঙ্গৈস্তৎস্পর্শনঞ্চ তত্রত্যরজঃসম্পর্ক ইতি দিক্। স জনঃ প্রেমভজনং সপ্রেমভক্তিং নিত্যং প্রত্যহং নিশ্চলং বা কলয়তুতরাং নিতরাং লভতামিতি দ্বিতীয়-বর-প্রার্থনম্। কস্মিন্? শ্রীগোপীনাং শ্রীরাধাদীনাং কুচা এব কলসা মঙ্গলঘটাস্তেষাং কাশ্মীরৈঃ কুঙ্কুমৈর্বিলসৎ শোভমানং যত্ত্বদীয়মঙ্ঘ্রিদ্বন্দ্বং তস্মিন্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৪। আরও বলিতেছেন, আপনার ব্রজভূমি সম্বন্ধিনী ক্রীড়া বা শ্রীবৃন্দাবনাদি ব্রজভূমিস্পর্শ করিলে স্বতঃই তত্তৎক্রীড়াকীর্তনাদি সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ, এই ব্রজভূমি সর্বথা শ্রীকৃষ্ণ-স্মারক অর্থাৎ সর্বপ্রকারেই শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করাইয়া দেয়। যথা, দশমস্কন্ধে—"এই সকল সরিৎ, শৈল, বনপ্রদেশ বার বার শ্রীকৃষ্ণকে

স্মরণ করাইয়া দিতেছে।" ইত্যাদি প্রমাণ দ্রষ্টব্য। অতএব যে কোন ব্যক্তি কৃতনিশ্চয় হইয়া অর্থাৎ সেই লীলা ও লীলাস্থান-মাহাত্ম্যে বিশ্বস্ত হইয়া বাক্য দ্বারা, নেত্র দ্বারা, বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা একবারও আপনার সেই ক্রীড়া ও ক্রীড়াভূমি স্পর্শ করেন, (মূল শ্লোকে 'কশ্চিদপি' পদে কোন ব্যক্তি বলায়, জাতি ও আশ্রমাদির অপেক্ষা তিরোহিত হইয়াছে) আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ক্রীড়াস্পর্শ বলিতে সেই সেই ক্রীড়া-বিজ্ঞাপক শ্রীভাগবত-মহাপুরাণাদি স্পর্শন জানিতে হইবে। আর বাক্য দ্বারা স্পর্শ বলিতে ব্রজভূমি সম্বন্ধিনী মহিমা-কীর্তন, অঙ্গের দ্বারা ক্রীড়াভূমি স্পর্শ বলিতে ব্রজরজঃ-সম্পর্ক। অর্থাৎ ব্রজের রজে অঙ্গ সংস্পর্শ বুঝাইতেছে। এই প্রকারে যে কোন ব্যক্তি ব্রজলীলা ও লীলাভূমি স্পর্শ করেন, তিনি শ্রীরাধিকাদি গোপী-কুচ-কলসরূপ মঙ্গল ঘটের কুঙ্কুম দ্বারা বিলসিত বা শোভমান তদীয় পাদপদ্মযুগলে নিত্য প্রেমভক্তি লাভ করুন। (ইহাই আমার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা)।

সারশিক্ষা

১৪৪। শ্রীব্রজধাম অদ্ভুত বীর্যশালী বলিয়া কোনপ্রকারে কিছুমাত্র সম্বন্ধ হইলেও নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের চিত্তে অবিলম্বে ভাবভক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। এমনকি শ্রদ্ধাদি সাধনভূমিকা অতিক্রমণের ক্লেশাদিরও অপেক্ষা নাই—সদ্যই ভাবের আবির্ভাব হয়। এইজন্য শ্রীব্রজভূমি-স্পর্শনকে প্রেমের প্রাপক বলিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রীহরিভক্তি সুদুর্লভা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, কিন্তু এখানে অনায়াসলভ্য বলা হইল, সুতরাং এই বিরোধের সমাধান কি? ইহা আপাত বিরোধরূপে প্রতীয়মান হইলেও শ্রীব্রজভূমি অদ্ভুত বীর্যশালী বলিয়া স্পর্শমাত্র নিরপরাধ ব্যক্তির ভাবভক্তির আবির্ভাব করাইয়া দেয়। আর অন্য ব্যক্তির শ্রীব্রজ-প্রাপ্তির ভাগ্য সংঘটিত করাইয়া দেয়। বস্তুতঃ এই ব্রজভূমির ও ব্রজলীলার এমন কোন অচিন্ত্যশক্তি আছে যে, ইহাদের স্পর্শমাত্র ভাবভক্তি ও ভাবের বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে যুগপৎ প্রকাশ করিয়া দেয়।

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

১৪৫। ততঃ শ্রীহস্তকমলং প্রসার্য পরমাদরাৎ।
এবমস্ত্বিতি সানন্দং গোপীনাথেন ভাষিতম্॥

মূলানুবাদ

১৪৫। শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন, অতঃপর শ্রীগোপীনাথ পরম আদরের সহিত শ্রীকরকমল প্রসারণ করিয়া "তাহাই হউক" বলিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৫। শ্রীহস্তকমলং দক্ষিণং প্রসার্যেতি জ্ঞেয়ম্, তস্মৈ বরদরূপত্বাৎ। তৎ প্রসারণঞ্চ নারদপ্রার্থনাপ্রকারানুসারেণ সাক্ষাদিব তদ্বরদ্বয়সমর্পণবোধনার্থম্। গোপীনাথেনেতি তস্যৈব তদ্বরদ্বয়ং পরমহৃদ্যমিতি সূচয়তি। অতএব আনন্দেন সহিতং যথা স্যাত্তথা, ভাষিতমুক্তম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৫। এখানে শ্রীহস্তকমল প্রসারণ বলিতে দক্ষিণহস্ত প্রসারণই জানিতে হইবে; যেহেতু, দক্ষিণকরকমলই বরদরূপত্ব। অতএব শ্রীনারদের প্রার্থনার প্রকারানুসারে সাক্ষাৎভাবে বরদ্বয় সমর্পণ বোধনার্থ শ্রীগোপীনাথ দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিলেন। আর উক্ত বরদ্বয় যে পরমহৃদ্য, তাহা সূচনার জন্য শ্রীগোপীনাথের নাম উল্লেখ করিলেন। অতএব আনন্দের সহিত 'তাহাই হউক' এই কথা বলিলেন।

সারশিক্ষা

১৪৫। শ্রীনারদের অভিপ্রায় এই যে, প্রেমাধিক্যে গোপীগণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করেন, সেই ভাবেই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করা। আর সেই বিষয়ও শ্রীকৃষ্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার প্রার্থনাটি সাদরে অনুমোদন করিয়াছেন।

শ্রীভগবান গীতায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" অর্থাৎ, যাহারা আমাকে যে ভাব লইয়া প্রপন্ন হয়, আমি তাহাদিগকে সেইরূপ ফল দিয়া ভজনা করিয়া থাকি। অতএব সাধারণ-প্রপন্ন ভক্তের ইচ্ছানুরূপেই যখন শ্রীকৃষ্ণ কার্য করিয়া থাকেন, তখন ভক্তচূড়ামণি শ্রীনারদের অভিলাষপূরণে যে তিনি সর্বদা ব্যগ্র, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

**১৪৬। ততো মহাপরানন্দার্ণবে মগ্নো মুনির্ভৃশম্।
গায়ন্নৃত্যন্ বহুবিধং কৃষ্ণং চক্রে সুনির্বৃতম্॥**

মূলানুবাদ

১৪৬। অনন্তর শ্রীনারদমুনি পরমানন্দসমুদ্রে মগ্ন হইলেন এবং বার বার নৃত্য ও গান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অতিশয় আনন্দিত করিলেন।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১৪৬। ততস্তাদৃশভাষণাৎ, কৃষ্ণং সদা ঘনানন্দপূর্ণমপি সুনির্বৃতং পরমসুখিনং চক্রে। অনেন তদীয়কীর্তনাদিভক্তিমহিমা দর্শিতঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৬। অতঃপর শ্রীনারদ তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং বহুবিধ নৃত্য-গীত দ্বারা সদা ঘনানন্দ পূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেও অতিশয় সুখী করিলেন। এতদ্দ্বারা তদীয় কীর্তনাদি-ভক্তিমহিমা দর্শিত হইল।

১৪৭। বুভুজে ভগবদ্ভ্যাং স পরমান্নং সপানকম্।
দেবকী-রোহিণীদৃষ্টং রুক্মিণ্যা পরিবেষিতম্॥

মূলানুবাদ

১৪৭। পরে মুনিবর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সহিত বিবিধ পেয় ও পরমান্নাদি ভোজন করিলেন। ভোজনকালে শ্রীরুক্মিণীদেবী পরিবেশন করিতে লাগিলেন এবং মাতা শ্রীদেবকী ও রোহিণীদেবী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৭। ভগবদ্ভ্যাং শ্রীরামকৃষ্ণাভ্যাং সহ; সঃ নারদঃ; পানকানি বিবিধ-পেয়দ্রব্যাণি তৎসহিতম্; পরমমূৎকৃষ্টমন্নমুং পায়সাদি; তদেব বিশিনষ্টি—দেবকীতি সার্ধেন। দেবকীরোহিণীভ্যাং মাতৃভ্যাং দৃষ্টং দৃষ্টং পরীক্ষিতং সৎ ততো রুক্মিণ্যা মহিষীগণশ্রেষ্ঠয়া পরিবেষিতং যথাক্রমমল্পশো ভোজনপাত্রে সমর্পিতম্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৭। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের সহিত শ্রীনারদ বিবিধ পেয় দ্রব্য ও পরম উৎকৃষ্ট অন্নাদি (পায়সাদি) ভোজন করিলেন। তাহাই 'দেবকী' ইত্যাদি সার্ধ শ্লোকে বিশেষভাবে বলিতেছেন। শ্রীদেবকী ও শ্রীরোহিণী মাতৃদ্বয়ের দ্বারা সেই ভক্ষ্যদ্রব্য পরীক্ষিত এবং মহিষীশ্রেষ্ঠা শ্রীরুক্মিণীদেবী কর্তৃক পরিবেশিতা ও যথাক্রমে অল্প অল্প করিয়া ভোজনপাত্রে সমর্পিত হইতেছিল।

১৪৮। উদ্ধবেন স্মার্যমাণং বীজিতং সত্যভাময়া।
অন্যাভির্মহিষীভিশ্চ রঞ্জিতং তত্তদীহয়া॥

১৪৯। আচান্তো লেপিতো গন্ধৈর্মালাভির্মণ্ডিতো মুনিঃ।
অলঙ্কারৈর্বহুবিধৈরর্চিতশ্চ মুরারিণা॥

মূলানুবাদ

১৪৮। শ্রীউদ্ধব ভোজনদ্রব্যসকল স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন, শ্রীসত্যভামাদেবী বীজন করিতে লাগিলেন, শ্রীজাম্ববতী প্রভৃতি মহিষীগণ সময়োচিত চেষ্টা দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন।

১৪৯। এই প্রকার ভোজনের পর আচমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মুনিবরের গাত্রে গন্ধলেপন এবং মাল্যাদি বহুবিধ অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া পূজা করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৪৮। 'ইদং ন ভুক্তমস্তি, ইদন্তু তব প্রিয়ং, তদিদং ভুঙ্‌ক্ষ্ব, ইদং ভুঙ্‌ক্ষ্ব' ইতি স্মার্যমাণম্। সত্যভাময়া চ পরমপ্রিয়তময়া অত্যুষ্ণাদি-শান্তয়ে বীজিতং প্রাপিতব্যজনাবাতং সৎ। অন্যাভির্জাম্ববতী-প্রভৃতিভিঃ তয়া তয়া ভোজনে কর্তব্যয়া ঈহয়া শীতলজলপূর্ণভৃঙ্গার-সমর্পণ-ভোগদ্রব্যাদিপ্রশংসন-সর্বগাত্রবীজনাগুরু-ধূপনাদিচেষ্টয়া রঞ্জিতং রাগবিষয়ীকৃতম্॥

১৪৯। আচান্তঃ কৃতাচমনঃ সন্ অর্চিতঃ সম্মানিতঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৪৮। "ইহা খাও নাই, ইহা তোমার প্রিয়, ইহা খাও, ইহা খাও" ইত্যাদি প্রকারে শ্রীউদ্ধব ভক্ষ্য দ্রব্যসকল স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীসত্যভামাদেবী ভক্ষ্যদ্রব্যের অতি উষ্ণতাদি নিবারণ নিমিত্ত বীজন করিতে লাগিলেন। শ্রীজাম্ববতী প্রভৃতি মহিষীগণ ভোজন বিষয়ে বিবিধ চেষ্টা দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ স্ব স্ব কর্তব্যানুসারে কেহ শীতলজলপূর্ণ ভৃঙ্গার সমর্পণ, কেহ বা ভোগ্য দ্রব্যাদির প্রশংসা, কেহ বা সর্বগাত্রে বীজন, কেহ বা অগুরুধূমে ভোজনস্থান সুরভিত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সকলে ভোজন বিষয়ে অনুরাগ বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

১৪৯। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৫০। অথ প্রয়াগে গত্বা তান্ মদপেক্ষয়া বিলম্বিতান্।
মুনীন্ কৃতার্থয়ানীতি সমনুজ্ঞাপ্য মাধবম্॥

১৫১। স্বয়ং যদ্ভক্তিমাহাত্ম্যমনুভূতমিতস্ততঃ।
সানন্দং বীণয়া গায়ন্ স যযৌ ভক্তিলম্পটঃ॥

মূলানুবাদ

১৫০-১৫১। অনন্তর ভক্তিলম্পট শ্রীনারদ প্রয়াগে তাঁহার অপেক্ষায় অবস্থিত মুনিদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য শ্রীমাধবের অনুজ্ঞা লইয়া স্বয়ং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া যে ভক্তিমাহাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন, বীণাযোগে তাহারই আনন্দের সহিত গান করিতে করিতে গমন করিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫০-১৫১। অথানন্তরং মাধবং শ্রীমধুবংশ-সমুদ্রচন্দ্রং ভগবন্তং সমনুজ্ঞাপ্য সম্যক্ তদীয়াজ্ঞামাদায় স মুনির্যযৌ; অর্থাৎ প্রয়াগমেবেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কিমর্থম্? প্রয়াগে মদপেক্ষয়া বিলম্বিতান্ কৃতবিলম্বান্ তান্ মাঘে কৃতপ্রাতর্বেণীস্নানান্ মুনীন্ গত্বা কৃতার্থয়ানি পরিপূর্ণার্থান্ করবাণীত্যেতদর্থং সমনুজ্ঞাপ্য, বিনা ভগবদাজ্ঞয়া তেষাং তত্তদ্রহস্যপ্রকাশনেন তাদৃক্ত্বাপাদনস্যাযোগ্যত্বাৎ। মাধবমিত্যনেন শ্রীমাধবাধিষ্ঠিত প্রয়াসসেবিনোঽপি তে তস্যৈবাশ্রিতা ইতি সূচ্যতে। কিং কুর্বন্? ইতস্ততঃ প্রয়াগাদৌ দ্বারকান্তে স্থানে স্বয়ং নারদেন যদনুভূতং তৎ সানন্দং গায়ন্, যতো ভগবদ্ভক্তিরসিকঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫০-১৫১। অনন্তর শ্রীমাধবের অর্থাৎ মধুবংশরূপ সমুদ্রের চন্দ্রস্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা লইয়া মুনিবর প্রয়াগে গমন করিলেন। ইহাই 'অথ প্রয়াগে' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে অন্বয় হইয়াছে। দেবর্ষি কি জন্য প্রয়াগ গমন করিলেন? প্রয়াগে তাঁহার অপেক্ষায় মাঘে ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া যে সকল মুনি অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে এই সমস্ত ভক্তিরহস্য বলিয়া কৃতার্থ করিবার জন্য শ্রীমাধবের অনুজ্ঞা লইলেন। কারণ, শ্রীভগবানের আজ্ঞা বিনা মুনিসমাজে সেই ভক্তিরহস্য প্রকাশ করা অযোগ্য। এস্থলে 'মাধব' বলিবার তাৎপর্য এই যে,

সেই মুনিগণ শ্রীমাধবাধিষ্ঠিত প্রয়াগতীর্থকে আশ্রয় করিয়া আছেন, সুতরাং তাঁহারাও যে শ্রীমাধবের আশ্রিত, ইহাই সূচিত হইল। শ্রীনারদ স্বয়ং প্রয়াগ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বারকা পর্যন্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যে ভক্তিরহস্য অনুভব করিয়াছিলেন, আনন্দভরে বীণাযোগে তাহাই গান করিতে করিতে গমন করিলেন। যেহেতু, তিনি ভগবদ্ভক্তিরসিক।

১৫২। তেঽপি তন্মুখতঃ সর্বং শ্রুত্বা তত্তন্মহাদ্ভুতম্।
সারসংগ্রাহিণোঽশেষমন্যৎ সর্বং জহুর্দৃঢ়ম্॥

১৫৩। কেবলং পরমং দৈন্যবমলম্ব্যাস্য শিক্ষয়া।
শ্রীমন্মদনগোপালচরণাব্জমুপাসত॥

মূলানুবাদ

১৫২। সেই সারগ্রাহী মুনিগণও শ্রীনারদের মুখ হইতে তত্তৎ মহাদ্ভুত ভক্তিমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ কর্ম-জ্ঞানাদি সাধন সম্যক্ পরিত্যাগ করিলেন।

১৫৩। মুনিগণ শ্রীনারদের শিক্ষানুসারে কেবল পরম দৈন্য অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্ মদনগোপালদেবের চরণযুগল উপাসনা করিতে লাগিলেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫২। তে মুনয়োঽপি, তস্য নারদস্য মুখতঃ, তত্তৎ নারদানুভূতং সর্বং শ্রুত্বা অন্যৎ জ্ঞানকর্মাদিকং সর্বং সদ্যস্তৎক্ষণ এব জহুঃ। কুতঃ? সারং তত্ত্বম্ উপাদেয়াংশং বা সম্যগ্ গ্রহীতুং শীলমেষামিতি তথা তে॥

১৫৩। নন্ববস্তুত্যাগেন কা নাম সারসংগ্রাহিতেত্যাশঙ্ক্যাহ—কেবলমিতি। দৈন্যং নিজাকৃতার্থত্বাদিজ্ঞানেন ভগবৎপাদপদ্মভক্ত্যভাবাদিনা বা যার্তিস্তৎ কেবলমাশ্রিত্য, তেনৈব ভগবদনুগ্রহভরসিদ্ধেঃ। অস্য নারদস্য শিক্ষয়া তৎকৃতোপদেশেন॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫২। মূলানুবাদ দ্রষ্টব্য।

১৫৩। কেবল বস্তুত্যাগের দ্বারা সারগ্রাহিতা কি হইল? এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, 'কেবলং' ইত্যাদি। তাঁহারা কেবল পরমদৈন্য অবলম্বন করিয়া শ্রীমন্ মদনগোপালদেবের পাদপদ্ম ভজন করিতে লাগিলেন। সেই দৈন্য কিরূপ? নিজ অকৃতার্থতাদি জ্ঞানে অর্থাৎ আমরা অকৃতার্থ—আমাদের ভগবৎপাদপদ্মে ভক্তিভাবাদি কিছুই নাই, এইরূপ আর্তিকেই দৈন্য বলে। কারণ, এই প্রকার দৈন্য হইতেই ভগবদনুগ্রহভরতা সিদ্ধ হয়। অবশ্য তাঁহারা শ্রীনারদের শিক্ষানুসারেই দৈন্যমূলক ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৫৪। মাতর্গোপকিশোরং তং ত্বঞ্চ রাসরসাম্বুধিম্।
তৎ-প্রেমমোহিতাভিঃ শ্রীগোপীভিরভিতো বৃতম্॥
১৫৫। অমূষাং দাস্যমিচ্ছন্তী তাদৃশপ্রেমভঙ্গিভিঃ।
নিত্যং ভজস্ব তন্নাম-সংকীর্তনপরায়ণা॥

মূলানুবাদ

১৫৪-১৫৫। হে মাতঃ! আপনিও গোপীগণের দাস্য কামনা করিয়া এবং সেই প্রেমমোহিতা শ্রীগোপীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাস-রসসাগর গোপকিশোরকে তাদৃশ প্রেমভক্তির সহিত তাঁহার নাম-সংকীর্তনপরায়ণা হইয়া নিত্য ভজনা করুন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৪-১৫৫। এবমুপাখ্যানং সমাপ্য স্বমাতরং প্রতি ফলিতমুপদিশতি—মাতরিতি। হে মাতস্তমুক্তমাহাত্ম্যং গোপকিশোরং শ্রীকৃষ্ণং ত্বমপি তাদৃশানাং গোপীপ্রেমসদৃশানাং প্রেম্ণাং ভঙ্গিভিঃ পরম্পরাভিঃ পরিপাটীভির্বা ভজস্বেতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ। কথভূতম্? রাস এব রসঃ ক্রীড়া; যদ্বা, রাসে রাসক্রীড়ায়াং রসো রাগঃ; যদ্বা, তদ্রূপো রসঃ পরমানন্দবিশেষঃ তস্যাব্ধিম্ অনবচ্ছিন্নস্থিরাশ্রয়ম্; অতস্তস্মিন্ গোপকিশোরে যৎ প্রেমা তেনৈব মোহিতাভিঃ, অতএব অভিতঃ রাসে মণ্ডলীভাবেন সর্বতঃ স্থিতত্বাদাবৃতম্; ননু তদীয়-ভাগিনেয়বধ্বা মম গোপীসদৃশভাবেন ভজনং লোকে বিরুদ্ধমিতি চেত্তত্রাহ—অমূষাং গোপীনাং দাস্যং দাসীত্বমিচ্ছন্তী সতী। তস্য কিং মুখ্যং লক্ষণমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তস্য গোপকিশোরস্য যানি নামানি তেষাম্। যদ্বা, তৎ প্রসিদ্ধং যৎ কৃষ্ণেতি নাম, তস্য সংকীর্তনম্ উচ্চৈঃ সুস্বরমধুরগাথয়া কীর্তনং তৎপরায়ণা সতী। তদেব তাদৃশপ্রেম-ভজনপ্রকারলক্ষণং তাদৃশপ্রেমসম্পত্তিলক্ষণং চেতি ভাবঃ॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৪-১৫৫। এই প্রকারে উপাখ্যান সমাপন করিয়া নিজ মাতাকে সমগ্র উপাখ্যানের প্রতিফলিত অর্থ উপদেশ করিতেছেন, 'মাতঃ' ইত্যাদি। হে মাতঃ! আপনিও গোপীগণের দাস্যাভিলাষিণী হইয়া ভজন করুন। অর্থাৎ উক্তপ্রকার মাহাত্ম্যমণ্ডিত গোপকিশোর শ্রীকৃষ্ণকে গোপীপ্রেমসদৃশ প্রেম-পরম্পরা দ্বারা বা প্রেম-পারিপাটির সহিত নিত্য ভজন করুন। সেই গোপকিশোর কিরূপ? তিনি

রাসরসাম্বুধি অর্থাৎ রাসরূপ রসক্রীড়ার সাগরস্বরূপ। অথবা রাসক্রীড়ায় যে রস বা রাগ, তাহার সাগরস্বরূপ। অথবা রাসরূপ রসের বা পরমানন্দবিশেষের অনবচ্ছিন্ন স্থির আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া গোপকিশোরে যে প্রেম, সেই প্রেমমোহিতা। অতএব রাসে মণ্ডলীভাবে গোপিকা-পরিবৃত গোপকিশোরকে ভজন করুন। যদি বলেন, আমি তদীয় ভাগিনেয়-বধূ, সুতরাং আমার গোপীসদৃশভাবে ভজনা করা লোকবিরুদ্ধ হইবে। তাই বলিতেছেন, গোপীগণের দাসীত্ব ইচ্ছা করিয়া ভজনা করুন। ভাল, সেই ভজনের মুখ্য লক্ষণ কি? এরূপ প্রশ্নের অপেক্ষায় বলিতেছেন, সেই গোপকিশোরের নামসংকীর্তন-পরায়ণা হইয়া অর্থাৎ গোপকিশোর শ্রীকৃষ্ণের যে যে নাম আছে, সেই সেই নামের অথবা তাঁহার প্রসিদ্ধ যে শ্রীকৃষ্ণনাম, সেই শ্রীকৃষ্ণনামের সংকীর্তন। এখানে 'সংকীর্তন' বলিতে উচ্চরবে অথচ সুস্বরে (মধুরভাবে) নামগাথা-কীর্তন। এই প্রকার নামকীর্তনই তাদৃশ প্রেমের ভজনপ্রকার এবং তাদৃশ প্রেম-সম্পত্তিরও লক্ষণ।

১৫৬। গোপীনাং মহিমা কশ্চিত্তাসামেকোঽপি শক্যতে।
ন ময়া স্বমুখে কর্ত্তুং মেরুর্মক্ষিকয়া যথা॥

১৫৭। অহো কৃষ্ণরসাবিষ্টঃ সদা নামানি কীর্ত্তয়েৎ।
কৃষ্ণস্য তৎপ্রিয়াণাঞ্চ ভৈষ্ম্যাদীনাং গুরুর্ম্মম॥

১৫৮। গোপীনাং বিততাদ্ভুতস্ফুটতর-প্রেমানলার্চ্চিশ্ছটা-
দগ্ধানাং কিল নামকীর্তনকৃতাত্তাসাং বিশেষাৎ স্মৃতেঃ।
তত্তীক্ষ্ণজ্বলনোচ্ছিখাগ্রকণিকাস্পর্শেন সদ্যো মহা,
বৈকল্যং স ভজন্ কদাপি ন মুখে নামানি কর্ত্তুং প্রভু॥

মূলানুবাদ

১৫৬। মক্ষিকা যেরূপ নিজমুখে সুমেরু পর্বতকে ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমিও সেই সকল গোপীদিগের মধ্যে কোন একজনের মহিমাও এই মুখে বলিতে পারি না।

১৫৭-১৫৮। অহো! আমার গুরু কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের ও তাঁহার প্রিয়া শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতির নামসকল সদা কীর্তন করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি কখনও ব্রজগোপীগণের নাম মুখে উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। কারণ, অতি বিস্তৃত সর্ববিলক্ষণ পরম পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমরূপা অনলশিখার তাপে নিরন্তর দগ্ধ গোপীগণের নামকীর্তন করিলে তাঁহাদিগের বিশেষ স্মরণ-হেতু তাঁহাদিগের হৃদয়স্থিত তীক্ষ্ণ প্রেমানল হইতে উত্থিত শিখাগ্রকণিকার স্পর্শমাত্র বিকলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাই তিনি গোপীদিগের নামকীর্তনে সমর্থ হয়েন নাই।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৬। তর্হি তাসামেব মাহাত্ম্যং বিস্তার্য কথ্যতাম্, তত্রাহ—গোপীনামিতি। তাসামুক্তমাহাত্ম্যানাং গোপীনাম্; কশ্চিৎ স্বল্পোঽপি একো মহিমা স্বমুখে কর্ত্তুং কথঞ্চিদপ্যুচ্চারয়িতুং ময়া ন শক্যতে, অযোগ্যত্বেনাশক্তেঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—সুমেরুঃ পর্বতশ্রেষ্ঠো মক্ষিকয়া স্বমুখে কর্ত্তুং গ্রসিতুং যথা ন শক্যতে তথেতি॥

১৫৭। অস্তু তাবত্তাসাং মাহাত্ম্যং 'কীর্তনীয়মিতি, নামাপি' বিশেষেণ গ্রহীতুমশক্যম্। নিজজীবনৈককারণ—শ্রীভগবৎকীর্তনাদি-বিচ্ছেদকপ্রেমবৈবশ্য বিশেষশঙ্কয়েত্যাশয়েনাহ—অহো ইতি দ্বাভ্যাম্। কৃষ্ণস্য নামানি, তস্য প্রিয়াণাং রুক্মিণ্যাদীনামপি নামানি মম গুরুঃ শ্রীবাদরায়ণিঃ সদা কীর্তয়েৎ। তত্র হেতুঃ—কৃষ্ণে রসঃ অনুরাগঃ, কৃষ্ণরূপো বা যো রসঃ পরমানন্দবিশেষস্তেনাবিষ্টোঽভিভূতঃ॥

১৫৮। গোপীনান্তু নামানি শ্রীরাধাচন্দ্রাবলীত্যাদীনি কদাপি মুখে কর্তুমুচ্চারয়িতুমপি ন প্রভুঃ ন সমর্থো ভবতি। তত্র হেতুঃ—বিততো বিস্তৃতঃ পরমমহত্ত্বাচরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। যোঽদ্ভুতঃ সর্ববিলক্ষণঃ স্ফুটতরপরমপ্রকটঃ প্রেমা, স এবানলঃ পরমপ্রকাশত্ব-দাহকত্বাদিস্বভাবাৎ, তস্যার্চিঃ ছটা জ্বালাপ্রসারস্তয়া দগ্ধানাং তাসাং গোপীনাং নাম-সংকীর্তনেন সংজ্ঞাবিশেষনির্দেশেন কৃতাৎ, তাসামেব স্মৃতেঃ স্মরণস্য বিশেষাধিক্যাৎ বিশিষ্টরূপেণ স্মরণাদ্বা হেতোর্যস্তাসাং সম্বন্ধিন্যাস্তীক্ষ্ণজ্বলনোচ্চশিখাগ্রকণিকায়াঃ স্পর্শস্তেন সদ্যস্তন্নামকীর্তনসময়ে তৎস্মরণসময় এব বা মহাবৈকল্যং পরমবিহ্বলতাং ভজন প্রাপ্নুবন্নিতি। অতএব দশমস্কন্ধে সামান্যেনৈব .উক্তির্ন তু বিশেষেণ নামগ্রহণাদিনা। তথাচ তত্র—'দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহং হিত্বা সমুৎসুকাঃ। পয়োঽধিশ্রিত্য সংযাবমনুদ্বাস্যাপরা যযুঃ॥' (শ্রীভা ১০।২৯।৫) ইত্যাদি, তথা 'কস্যাশ্চিৎ পূতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম্। তোকায়িত্বা রুদন্ত্যন্যা পদাহন শকটায়তীম্॥' (শ্রীভা ১০।৩০।১৫) ইত্যাদি, তথা 'তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলা। বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্ (শ্রীভা ১০।৩০।২২) ইতি, তথা 'যাং গোপীমনয়ৎ কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে। সা চ মেনে তদাত্মানং বরিষ্ঠং সর্বযোষিতাম্।' (শ্রীভা ১০।৩০।৩৫-৩৬) ইতি, তথা 'ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত।' (শ্রীভা ১০।৩০।৩৮) ইতি, তথা 'কাচিৎ করাম্বুজং শৌরের্জগৃহেঽঞ্জলিনা মুদা। কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংসে চন্দনরুষিতম্॥' (শ্রীভা ১০।৩২।৪) ইত্যাদি, তথা 'কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ। উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি।' (শ্রীভা ১০।৩৩।৯) ইত্যাদি, তথা 'কাশ্চিত্তৎকৃতহৃত্তাপ-শ্বাসম্লানমুখশ্রিয়ঃ। স্রংসদ্দুকূলবলয়-কেশগ্রন্থ্যশ্চ কাশ্চন॥' (শ্রীভা ১০।৩৯।১৪) ইত্যাদি, তথা 'কাচিন্মধুকরং বীক্ষ্য ধ্যায়ন্তী কৃষ্ণসঙ্গমম্। প্রিয়-প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ।' (শ্রীভা ১০।৪৭।১১) ইতি। তন্নামাগ্রহণঞ্চ পরমগৌরবেণেত্যপি ন মন্তব্যম্। কৃষ্ণরসাবিষ্ট ইত্যনেনৈব তন্নিরাকরণাৎ। তদ্যুক্তমুক্তম্—বৈকল্যপ্রাপ্তেবেতি॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৬। তাহা হইলে গোপীগণের মাহাত্ম্য বিস্তারপূর্বক বল। উত্তরে বলিতেছেন, সেই সকল গোপীদিগের কোন একজনেরও স্বল্পমাত্র মহিমা এই মুখে উচ্চারণ করিতে সক্ষম নহি। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—মক্ষিকা যেরূপ নিজমুখে পর্বতশ্রেষ্ঠ সুমেরুকে ধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ আমি অযোগ্য বলিয়াই তাঁহাদিগের মহিমা বর্ণনে অক্ষম।

১৫৭-১৫৮। গোপীদিগের মাহাত্ম্য কীর্তনের কথা দূরে থাকুক, তাঁহাদের নামও বিশেষভাবে গ্রহণ করিতে অক্ষম। কারণ, তাঁহাদের নাম কীর্তন করিলে, তাঁহাদের স্মরণে পরম প্রেমবৈবশ্যবিশেষ উদয় হইলে আমার একমাত্র জীবনস্বরূপ শ্রীভগবৎ-কীর্তনাদি বিচ্ছেদ হইবে; এই আশঙ্কায় 'অহো' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন, আমার গুরুদেব শ্রীবাদরায়ণি কৃষ্ণের ও তাঁহার প্রিয়া শ্রীরুক্মিণ্যাদির নামসকল সদা কীর্তন করিয়া থাকেন। তাহার হেতু, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ বা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পরমানন্দরসে আবিষ্টতা; কিন্তু শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণের নাম কখনও মুখে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাহার হেতু, সেই গোপীগণের চরমসীমাপ্রাপ্ত পরমমহত্ব, বিশেষতঃ সর্ববিলক্ষণ অতিবিস্তৃত পরম প্রকটিত প্রেমানলশিখার তাপে দগ্ধ গোপীগণের নামকীর্তন করিলে, তাঁহাদিগের স্মরণে (এখানে তাঁহাদিগের সংজ্ঞাবিশেষ নির্দেশ দ্বারা স্মরণ জানিতে হইবে) এবং সেই বিশিষ্ট স্মৃতিবশতঃ তৎসম্বন্ধীয় তীক্ষ্ণ অনল হইতে সমুত্থিত শিখাগ্রকণিকার স্পর্শমাত্র বৈকল্যের উদয় হয় বলিয়া, আমার গুরুদেব তৎক্ষণাৎ (সেই নামকীর্তনকালেই) পরম বিহ্বলতা প্রাপ্ত হয়েন; তাই তিনি কখনও তাঁহাদিগের নাম মুখে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। অতএব দশমস্কন্ধে সামান্যভাবে তাঁহাদিগের নাম উক্ত হইয়াছে; কিন্তু বিশেষভাবে বলেন নাই। যথা, "কেহ কেহ গাভীর দুগ্ধদোহন করিতেছিলেন, দোহন সমাপ্ত না করিয়াই চলিয়া গেলেন। কোন গোপী দুগ্ধ আবর্তন করিতেছিলেন, দুগ্ধ উৎলাইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু তাহা না নামাইয়া চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ চুল্লীর উপর গোধূমকণা পাক করিতেছিলেন এবং তাহা পক্ক হইয়া আসিতেছিল তাহা না নামাইয়া চলিয়া গেলেন। কেহ কেহ পায়স প্রস্তুত করিতেছিলেন", ইত্যাদি। তথা "শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরণকারিণী কোন গোপী, পূতনার ন্যায় আচরণকারিণী অন্য গোপীর স্তনপানের অনুকরণ করিতে লাগিলেন, কেহ শকটভঞ্জনের অনুকরণ, অর্থাৎ কোন গোপিকা হস্ত-পদ দ্বারা ভূধারণপূর্বক অধোমুখে উচ্চভাবে অবস্থিতা হইয়া শকটের অনুকরণ করিলে, অন্য গোপী বালকৃষ্ণবৎ রোদন করিতে করিতে তাহাকে পাদপ্রহার করিলেন" ইত্যাদি। তথা "সেই সকল অবলাগণ বিরহে ও অন্বেষণে বলহীনা হইয়াও কৃষ্ণের গমনপথে সেই সেই (ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ প্রভৃতি উনবিংশতি পদচিহ্ন শ্রীকৃষ্ণেরই) পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে অগ্রভাগে শ্রীকৃষ্ণের একান্তবল্লভার পদচিহ্নের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন সংমিশ্রণ দেখিতে পাইয়া আর্তিভরে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন। যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন প্রথম দর্শনাবধি এ পর্যন্ত পরম সৌভাগ্যবতী শ্রীরাধার পদচিহ্ন দেখিতে

পান নাই। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে অগ্রভাগে শ্রীরাধাপদ-সুধারাশি দর্শন করিলেন। তাঁহারা সেই ধ্বজাদির দ্বারা শোভিত পদচিহ্ন অনুসরণ করিলেন; কিন্তু তাহা মধ্যে মধ্যে দূর্বাময় ভূতলে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আবার অন্যস্থানে অন্বেষণ করিতে করিতে যুগল পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন।" ইত্যাদি, তথা "এই প্রকারে সকল গোপীগণ পদচিহ্নসকল পরস্পরকে দেখাইয়া প্রমত্তার ন্যায় হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য স্ত্রীগণকে বনের ভিতর ত্যাগ করিয়া যে গোপীকে নির্জনে আনিয়াছিলেন, সেই রমণীও তৎকালে আপনাকে সর্বরমণী অপেক্ষা বরিষ্ঠ মনে করিলে তাঁহার মন শান্ত হইল; কিন্তু অন্য গোপীগণের ন্যায় সৌভাগ্যগর্বযুক্ত হইলেন। অর্থাৎ তিনি মনে করিলেন, সেই প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার অনির্বচনীয় বিচিত্র মহিমা, তিনি কাম-ভোগার্থ বনাগতা গোপীগণকে ত্যাগ করতঃ এক আমারই অনুবর্তন করিয়া একা আমাকেই ভজিতেছেন। এইরূপ মনে করার পর শ্রীকৃষ্ণের সহিত কিছুদূর বনপ্রদেশে গমন করিয়াই গর্বিতভাবে শ্রীকেশবকে বলিলেন, "আমি আর চলিতে পারিতেছি না, অন্যের দুষ্প্রবেশ্য কুঞ্জের ভিতর বা আমাকে ফুলসাজে সাজাইবার জন্য কুসুমকাননে, কিংবা তোমার যেখানে ইচ্ছা, তথায় আমাকে পূর্ববৎ স্কন্ধে করিয়া লইয়া চল।" শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়া-কর্তৃক এই প্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া বলিলেন, "তবে আমার স্কন্ধে আরোহণ কর।" তারপর সেই রমণী স্কন্ধারোহণে উদ্যতা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। তখন কৃষ্ণদর্শনৈকা সেই রমণী মুহুর্মুহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। (এস্থলে বিরহ-দৈন্যের তুল্য বচন দ্বারা সকল গোপিকারই তুল্যদশা দর্শিত হইল) অতঃপর মিলনের কথা বলিতেছেন, "মিলনে কোনও গোপিকা শ্রীকৃষ্ণের বামে যাইয়া তাঁহার চন্দনচর্চিত বামবাহু নিজস্কন্ধে স্থাপন করিলেন। কোনও ব্রজসুন্দরী অঞ্জলি পাতিয়া শ্রীকৃষ্ণের মুখের চর্বিত তাম্বুল গ্রহণ করিলেন। কেহ বা কামসন্তপ্তা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পদকমল স্বীয় হৃদয়ে স্থাপন করিলেন।" (এইরূপ চেষ্টাদি উপবেশনের পূর্বের; কিন্তু উপবেশনের পর চরণধারণ হইবে) ইত্যাদি। তথা "কোন গোপিকা শ্রীমুকুন্দের সহিত শুদ্ধাস্বরজাতির আলাপ করিলেন, অথবা শ্রীমুকুন্দের সহিত একসঙ্গে স্বরালাপ করিলেও শ্রীকৃষ্ণের সহিত অমিশ্রিতই হইল। শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইয়া 'সাধু' 'সাধু' বলিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন", ইত্যাদি। তথা "গোপীসকল সেই রাসসভায় বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণীর বাদ্যের সহিত যখন ভগবানের সমভিব্যাহারে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তখন কর্ণোৎপল, অলকাশোভিত কপোলদেশ ঘর্মবিন্দু দ্বারা তাঁহাদিগের বদনমণ্ডল অপূর্ব শোভা ধারণ করিল এবং তাঁহাদিগের কবরী হইতে

মাল্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল" ইত্যাদি। তথা কোন গোপী (প্রিয়তমের সমাগম চিন্তা করিয়া অর্থাৎ কোন এক মধুকরকে দেখিয়া প্রিয়তম যেন দূত পাঠাইয়াছেন, এইরূপ কল্পনা করিয়া এই কথা বলিতে লাগিলেন) "হে ধূর্তের বন্ধু মধুকর! আমাদের চরণ স্পর্শ করিও না, দেখিতেছি, তোমার শ্মশ্রুরাজিতে সপত্নীর কুচমণ্ডল-বিলুণ্ঠিত মালার কুঙ্কুম সংলগ্ন হইয়াছে।" এইপ্রকার বহুতর শ্লোকে শ্রীগোপীগণের উদ্দেশ্যে কেবল 'কাশ্চিৎ', 'কস্যচিৎ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করিয়াই তাঁহাদের মহিমাবর্ণন সমাপ্ত করিয়াছেন; কিন্তু বিশেষরূপে তাঁহাদিগের নামসকল উচ্চারণ করিতে পারেন নাই। যদি প্রশ্ন হয়, "গৌরববশত তাঁহাদিগের নামসকল উচ্চারণ করেন নাই।" এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত নহে। কারণ, আমার গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়াই নাম গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। এইজন্য 'কৃষ্ণরসাবিষ্ট' পদ প্রয়োগে গৌরবের আশঙ্কা নিরাস করিয়াছেন। অর্থাৎ তিনিও কৃষ্ণরসাবিষ্ট হইয়া কখনও তাঁহাদিগের নাম মুখে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

সারশিক্ষা

১৫৭-১৫৮। পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় আচরণকারিণী গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের মূর্তির সদৃশীভূতা হইয়াছিলেন। অর্থাৎ অন্তরে বাহিরে শ্রীকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত হইয়া আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত এক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা তখন আর নিজদিগকে গোপী বলিয়া মনে না করিয়া 'আমিই কৃষ্ণ' এইভাবে বিভোর হইয়া পরস্পরকে সেই কথাই বলিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়াবিলাসসমূহ অনুকরণ করিতে লাগিলেন।

এস্থলে যে পূতনাবধাদি লীলানুকরণের কথা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের নিজভাব স্থিতির কথাই বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার গানের জন্য যে যে লীলা প্রবর্তিত হইয়াছিল, সেই সেই লীলাই তাঁহাদিগকে সেইভাবে আবিষ্ট করিয়া সেই সেই লীলানুকরণে প্রবর্তিত করাইয়াছিল। এই সময় যদি তাঁহাদের নিজভাব বিলুপ্ত হইত, তাহা হইলে সেই সেই লীলায় (যেমন গোবর্ধন ধারণ লীলায়) পর্বত উত্তোলনের জন্য তাঁহাদের যত্ন করিতে হইত না, শ্রীকৃষ্ণাবেশেই তুলিয়া ফেলিতেন; কিন্তু তাহা হয় নাই।

শ্রীপরীক্ষিতের সভা রাজর্ষি, মহর্ষি প্রভৃতি নানাবিধ রুচিসম্পন্ন সজ্জনে পূর্ণ ছিল, তাই শ্রীল শুকদেব গোপীগণের নাম কীর্তন না করিয়া অশেষ কবিত্বশক্তিবলে ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, যাহা নিগূঢ় রহস্যময় তাহা বাচ্য হইলে উহার গাম্ভীর্য তরলিত হয়, বিশেষতঃ মুনি-ঋষি প্রভৃতি শ্রোতাগণ প্রায়শঃ

পরোক্ষবাদ-প্রিয়, এজন্য গোস্বামীপাদ ভঙ্গীক্রমে গোপীগণের নাম-কীর্তন করিয়াছেন। আবার কোন কোন মহাত্মা বলেন, "পূজ্যতমত্বাৎ প্রত্যক্ষনামগ্রহণভয়াৎ" অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণ পরম পূজ্যতম বলিয়া সাক্ষাৎ নাম গ্রহণে ভয় আছে। অতএব পরোক্ষভাবে বা ইঙ্গিতক্রমে তাঁহাদের নাম ব্যক্ত করাই সমীচীন।

এইজন্য পূজ্যপাদ গ্রন্থকার ঐ বিষয় একটু আবরণ করিয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং শ্রীল শুকদেব পাদও অন্তরে রস অনুভব করিয়াই ভঙ্গীক্রমে তাহা বর্ণন করিয়াছেন।

১৫৯। তাসাং নাথং বল্লবীনাং সমেতং,
তাভিঃ প্রেম্ণা সংশ্রয়ন্তী যথোক্তম্।
মাতঃ সত্যং তৎপ্রসাদান্মহত্ত্বং,
তাসাং জ্ঞাতুং শক্ষ্যসি ত্বঞ্চ কিঞ্চিৎ॥

মূলানুবাদ

১৫৯। হে মাতঃ! আপনি যদি সেই বল্লবীগণের সহিত রাসক্রীড়াদিসঙ্গত বল্লবীনাথকে প্রেমসহকারে (মদুক্তপ্রকারে) ভজনা করেন, তবে তাঁহাদিগের প্রসাদে আপনিও গোপীগণের মহিমা কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিবেন।

দিগ্‌দর্শিনী টীকা

১৫৯। ননু মাহাত্ম্যবিশেষজ্ঞানং বিনা তাসাং দাসীত্বকামনয়া তাদৃশপ্রেমভজনং কথং স্যেৎস্যতি? তত্রাহ—তাসামিতি। যথোক্তং তদুপাসনাশাস্ত্রোক্তমনতিক্রম্য; যদ্বা, মাতরিত্যাদিশ্লোকাভ্যাং ময়া যদুক্তং তদনতিক্রম্য। তাভির্বল্লবীভিঃ সমেতং রাসক্রীড়াদিনা সঙ্গতং বল্লবীনাং নাথং শ্রীকৃষ্ণং প্রেম্ণা কৃত্বা সংশ্রয়ন্তী সম্যক্ সেবমানা সতী। তস্য বল্লবীনাথস্য তাসাঞ্চ বল্লবীনাং প্রসাদাৎ তাসাং বল্লবীনাং মহত্ত্বং কিঞ্চিৎ স্বল্পতরমনির্বচনীয়ং বা ত্বমপি জ্ঞাতুং শক্ষ্যসি। অয়মর্থঃ—মুখেন সর্বথা তৎ সর্বং বর্ণয়িতুমশক্যমেব; কথঞ্চিদ্ বর্ণিতমপি ত্বয়া নিঃশেষং ধারয়িতুমশক্যম্; অতো যথোক্তভজন প্রবৃত্ত্যৈব ত্বয়া তৎকিঞ্চিৎ স্বমনস্যেব জ্ঞাতব্যম্। ততঃ সম্যগ্‌ভজনং সম্পৎস্যতে; ততঃ পুনস্তদ্‌বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ; ততঃ পুনঃ সম্যক্ প্রেমভজনং সেৎস্যতীতি। এবং ভগবদ্ভজনগোপীমহিম-জ্ঞানয়োরনোঽন্যং ক্রমেণ কার্য-কারণত্বং দর্শিতম্ যদ্যপি ভগবতস্তদ্‌ভক্তেশ্চ মাহাত্ম্যবিশেষজ্ঞানাদেব তৎপ্রেমভক্তিঃ সম্পদ্যত ইতি সর্বত্রোচ্যতে, তথাপি নিখিলভক্তগণমুখ্যতমানাং শ্রীগোপীনাং মাহাত্ম্যজ্ঞানে সতি স্বত এব ভক্তের্ভগবতোঽপি মহিমবিশেষো নিতরাং জ্ঞাতঃ স্যাদিতি দিক্॥

টীকার তাৎপর্য্য

১৫৯। যদি বলেন, গোপীদিগের মাহাত্ম্যবিশেষ জ্ঞান বিনা তাঁহাদের দাসীত্বকামনায় তাদৃশ প্রেমভজন সম্পন্ন হইবে কিরূপে? তাই বলিতেছেন, 'তাসাং' ইত্যাদি। মাতঃ! আপনি বল্লবীগণের সহিত রাসক্রীড়াদিসঙ্গত সেই শ্রীবল্লবীনাথকে

প্রেমসহকারে মদুক্তপ্রকারে, অর্থাৎ পূর্বে আপনাকে যেরূপ উপাসনার বিধি বলিয়াছি, সেই বিধি অতিক্রম না করিয়া সম্যক্ ভজন করুন। এখানে সম্যক্ ভজন বলিতে উক্ত উপাসনা বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অর্থাৎ সেই নিয়ম অতিক্রম না করিয়া সম্যক্‌ভাবে সেবা করিলে সেই বল্লবীনাথ ও বল্লবীগণের প্রসাদে তাঁহাদিগের অনির্বচনীয় মহিমা কিঞ্চিৎ অবগত হইতে পারেন। তাৎপর্য এই যে, আমি সেই বল্লবীগণের মহিমা এই মুখে বর্ণন করিতে অসমর্থ। আর কথঞ্চিৎ বর্ণন করিলেও আপনি তাহা নিঃশেষরূপে ধারণা করিতে সক্ষম হইবেন না। অতএব যথারীতি ভজন প্রবৃত্তি দ্বারা সেই মাহাত্ম্যের কথঞ্চিৎ নিজমনেই জ্ঞাতব্য। তাহা হইলেই সম্যক্ প্রেমভজন করিতে সক্ষম হইবেন। এই প্রকারে ভগবদ্ভজন এবং গোপী-মহিমাজ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে ক্রমানুসারে কার্য-কারণত্ব দর্শিত হইল। যদিও ভগবান ও ভক্তের মাহাত্ম্যবিশেষ জ্ঞান হইতেই প্রেমভক্তি সম্পাদিত হয়—ইহা সর্বত্র কথিত হইয়া থাকে, তথাপি নিখিল ভক্তগণ হইতেও মুখ্যতমা শ্রীগোপীগণের মাহাত্ম্যজ্ঞান হইলে স্বতঃই অপরাপর ও ভগবানের মহিমাবিশেষ সম্পূর্ণ জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

সারশিক্ষা

১৫৯। ভগবৎ-প্রীতি ভাববস্তু হইলেও ভগবদ্ধামে মূর্তিমান হইয়া এই প্রীতির অবস্থিতি আছে। এইজন্য ভক্তিরসিকগণ তাহার স্বরূপ, আকার ও দেহ এই তিনটির পৃথক পৃথক বর্ণনা দিয়াছেন। তাহার মধ্যে বস্তু মূলসত্তাই বস্তুর স্বরূপ, তাহার মূর্ত অভিব্যক্তিই দেহ ও দেহের অবয়ব সংযোগে যে বৈশিষ্ট্য (যদ্দ্বারা বস্তুর বস্তুত্ব অনুভব করা যায়) তাহা উহার আকার।

বস্তুতঃ এই প্রীতি মূলতঃ ভাববস্তুর হ্লাদিনীসারবৃত্তিবিশেষ ও ভক্তের মনোবৃত্তি-বিশেষরূপে উহার অভিব্যক্তি এবং আনুকূল্যাদিময় অভিলাষরূপে তাহার বৈশিষ্ট্যপ্রকাশ!

এইরূপে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব তারতম্য হইলেও প্রীতি কেবল ভক্ত হৃদয়ের আনুকূল্যাদিময় অভিলাষের আধিক্য বিস্তার করে। এ সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামীপ্রভু প্রীতি-সন্দর্ভে বলিয়াছেন— 'প্রীতিঃ খলু ভক্তচিত্তমুল্লসয়তি, মমতয়া যোজয়তি, বিশ্রম্ভয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়েনাভিমানয়তি, দ্রাবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাষাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোর্ধ্ব-চমৎকারেণান্মাদয়তি চ।' অর্থাৎ গুণান্তরের উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে প্রীতির যে তারতম্য বা ভেদ হয়, তাহা দুই প্রকারের, প্রথমতঃ ভক্তচিত্ত সংস্কারের দ্বারা

দ্বিতীয়তঃ ভক্তের ভগবান সম্বন্ধীয় অভিমান বিশেষের দ্বারা। কারণ, উক্ত গুণসকল ভক্তগণের অভিমান-বিশেষের হেতু। এই প্রকারে প্রীতির গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থায় যে ক্রমপরিণতি, তাহাও চিত্ত সংস্কারের দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া প্রীতির উৎকর্ষেরও তারতম্য হয়। আর সেই অভিমানবশে প্রীতির যে তারতম্য, তাহাকে অবলম্বন করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসতত্ত্ব। এইজন্য এই পঞ্চরসের মধ্যেও "পূর্বরসের গুণ পরে পরে হয়।"

এখানে জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, প্রীতির পরমানন্দরূপতা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও কামস্যামান্যচেষ্টা হইল—স্বীয় আনুকূল্যতাৎপর্যা। আর শুদ্ধপ্রীতিচেষ্টা হইল 'প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্যা' অর্থাৎ এই প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্যতাই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যা এবং এই শুদ্ধা প্রীতির চরমপরিপাক বৃন্দাবনের গোপীভাবে, সুতরাং ইহাই প্রীতির চরমোৎকর্ষ বৈশিষ্ট্য।

অতএব 'শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাই প্রেম'। এই প্রেমই প্রীতির প্রাণ এবং এই প্রীতিই ভক্তচিত্তে নানা ক্রিয়াকারে আত্মপ্রকাশ করে। চিত্তকে উল্লসিত করায়, মমতাবোধ দ্বারা প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত করায়, আশ্বস্ত করায়, প্রিয়ত্বের অতিশয়ত্ব-হেতু অভিমান করায় এবং স্ববিষয়ের প্রতি প্রত্যভিলাষাতিশয়ের দ্বারা অর্থাৎ প্রচুর অভিলাষের দ্বারা আসক্ত করে বা যুক্ত করে, প্রতিক্ষণ স্ববিষয়কে নবনবত্বের দ্বারা অনুভব করায়; অসমোর্ধ্ব চমৎকারিত্বের দ্বারা চিত্তকে উন্মাদিত করে। অতএব উক্তরূপ উল্লাসের মাত্রাধিক্য-ব্যঞ্জিকা যে প্রীতি, তাহারই নাম রতি। যথা, 'তত্রোল্লাসমাত্রাধিক্যব্যঞ্জিকা প্রীতিঃ রতিঃ'।

এই প্রীতি কেবল উল্লাসের আধিক্য ব্যক্ত করে এবং কেবল শ্রীভগবানেই উহার তাৎপর্য। অর্থাৎ প্রেমাস্পদেই তাৎপর্যবোধ, তদ্ভিন্ন অন্য সকল বস্তুতে তুচ্ছবুদ্ধি জন্মে।

অতঃপর প্রেমের কথা বলিতেছেন—'মমতাতিশয়াবির্ভাবেন সমৃদ্ধা প্রীতিঃ প্রেমা।' অর্থাৎ মমতাবোধের আতিশয্যের আবির্ভাবে সমৃদ্ধা যে প্রীতি, তাহাই প্রেমনামে অভিহিত। এই প্রেমের আবির্ভাব হইলে তৎপ্রীতিভঙ্গহেতুসমূহ আর তাহার উদ্যম বা স্বরূপকে কোন বাধা দিতে পারে না। অতএব মমতার আধিক্য প্রেমভক্তির বৈশিষ্ট্য। প্রেমের আবির্ভাবে ভক্তচিত্ত সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র হয় বলিয়া এ সংসারে কোন বাধা-বিঘ্নই আর এই প্রীতির পথকে রুদ্ধ করিতে পারে না।

বিশ্রম্ভাতিশয়াত্মক প্রেমের নাম প্রণয়। যথা, 'বিশ্রম্ভাতিশয়াত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ'। এই প্রণয়ের উদয় হইলে সম্ভ্রমাদি যোগ্যতাতেও তাহার অভাব হয়। এখানে

বিশ্রম্ভ বলিতে প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদবুদ্ধি, অর্থাৎ স্বীয় মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত প্রণয়ীর (যে সকলের) অভেদবুদ্ধি। ইহাতে নিজের প্রতি যেমন গৌরব-বুদ্ধির অভাব হয়, প্রিয়তমের প্রতিও তেমন গৌরব-বুদ্ধির অভাব হয়। এই প্রণয়ই অবস্থাবিশেষে মানরূপে পরিণত হয়। যথা—'প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটিল্যাভাষপূর্ণকভাব-বৈচিত্রীঃদধৎ প্রণয়ো মানঃ।'

অর্থাৎ প্রিয়তাতিশয়ের অভিমান দ্বারা কৌটিল্যাভাসপূর্বক ভাববৈচিত্রী দান করে যে প্রণয়, তাহা হইল মান। এখানে প্রিয়তার অতিশয়তা-হেতু অভিমান এবং এই অভিমান হইতে প্রণয়ে কৌটিল্য, (বক্রতা বা বামতা) আর এই কৌটিল্য হইতে সঞ্জাত হয় ভাববৈচিত্রী। অতএব এই মান জাত হইলে স্বয়ং ভগবানও সেই প্রণয়কোপ হইতে ভয় প্রাপ্ত হন। এখানে প্রিয়তাতিশয়ের অভিমান এইরূপ—'আমি প্রিয়তমকে কত ভালবাসি তাহার সীমা নাই, আর প্রিয়তমও আমার প্রেমাধীন'। কিন্তু এই প্রণয় যখন বাহ্যিক কুটিলতা প্রকাশ করিয়া উহাকে কোন এক বিচিত্র অবস্থায় উন্নীত করে, তখন বাহিরে উপেক্ষা এবং অন্তরে প্রচুর প্রণয়ের সমাবেশ হয়। এজন্য মনে প্রণয়ের গাঢ়তা সম্পাদিত হয় বলিয়া শ্রীভগবানও প্রণয়কোপে ভয়প্রাপ্ত হয়েন।

এই প্রকার অত্যন্ত চিত্তদ্রাবক প্রেমই স্নেহ। যথা—'চেতোদ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ'। অর্থাৎ যে প্রেম চিত্তকে অতিশয় দ্রব করে তাহাই হইল স্নেহ। এই স্নেহ সঞ্জাত হইলে প্রিয়তমের সম্বন্ধাভাসেই মহাবাষ্পাদিবিকার, প্রিয়দর্শনাদিতে অতৃপ্তি, প্রিয়ের অত্যন্ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহার কোন অনির্দিষ্ট অনিষ্টের আশঙ্কা প্রভৃতির উদয় হয়। এখানে সম্বন্ধাভাস বলিতে যে কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ, দর্শন, বাক্যশ্রবণ ও তাঁহার স্মরণ হইলে চিত্ত বিগলিত হইয়া প্রচুর অশ্রু নির্গমন করাইয়া দেয় বলিয়া হৃদয়ের গোপনভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

এই প্রকার অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহই রাগ। যথা—'স্নেহ এবাভিলাষাতিশয়াত্মকো রাগঃ।' চিত্তে এই রাগ সঞ্জাত হইলে ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা দেখা যায়। আবার তাঁহার সংযোগে পরম দুঃখও সুখরূপে প্রতিভাত হয়। অতএব প্রণয়ের উৎকর্ষতা-হেতু অতিশয় দুঃখও চিত্তে সুখরূপে অনুভূত হইলে সেই উৎকর্ষকে রাগ বলা হয়।

ব্রজদেবীগণেই রাগের পরাকাষ্ঠা—"দুঃখস্য পরমকাষ্ঠা কুলবধূনাং স্বয়মপি পরম-মর্য্যাদানাং স্বজনার্য্যপথাভ্যাং ভ্রংশ এব, নাগ্ন্যাদির্নচ মরণম্। ততশ্চ তৎকারিতয়া প্রতীতোঽপি শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধঃ সুখায় কল্প্যতে চেৎ তর্হ্যেব রাগস্য পরম

ইয়ত্তা।" (শ্রীউজ্জ্বলের টীকায় শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু) পরম মর্যাদাসম্পন্ন কুলবধূগণের পরম দুঃখের কারণ হইতেছে—স্বজন ও আর্যপথভ্রংশন। অগ্নিপ্রবেশে বা বিষপানে মরণও তাঁহারা সাদরে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে লজ্জাত্যাগ সর্বথা অসম্ভব। অথচ রাগাতিশয্যে বেদমর্যাদা ও কুলমর্য্যাদা অতিক্রমণেই তাঁহাদের রাগের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়। অতএব এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রবল তৃষ্ণাই রাগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সেই রাগই নিজের বিষয় আলম্বন শ্রীকৃষ্ণকে অনুক্ষণ নবনবরূপে অনুভব করাইয়া নিজেও অনুক্ষণ নবনবভাব ধারণ করে, তাহাই হইল অনুরাগ। যথা—'স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ং চ নবনবী ভবন্ননুরাগঃ।'

এই অনুরাগ সঞ্জাত হইলে পরস্পর বশীভাবের অতিশয়তা ঘটে, প্রেমবৈচিত্ত্য (ইহা একপ্রকার বিরহ-ভেদ, অর্থাৎ প্রিয় নিকটে থাকিলেও বিরহানুভূতি) ইহা প্রেমের উৎকর্ষ হইলেও বিচ্ছেদভয়ে আর্তিরূপে স্ফুরণ হয়। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী অপ্রাণীতেও জন্মলালসা এবং বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্তি প্রভৃতির উদয় হয়।

এই উন্মাদক অনুরাগই অসমোর্ধ্ব-চমৎকারিতা দ্বারা সম্বেদনযোগ্য দশা প্রাপ্ত হইলে ভাবরূপে পরিণত হয়, কোন কোন স্থলে এই ভাবই মহাভাব নামে অভিহিত হয়। যথা—'অনুরাগ এবাসমোর্ধ্বচমৎকারেণোন্মাদকো মহাভাবঃ।'

এই মহাভাবের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণসংযোগে নিমেষ-সহিষ্ণুতা, কল্পপরিমিত কালকে ক্ষণকাল মনে করা, আর বিয়োগে ক্ষণকালকেও কল্পপরিমিত মনে করা ইত্যাদি অবস্থা দেখা যায়।

এই মহাভাবই হইল শ্রীরাধিকার স্বরূপ এবং অপরাপর ব্রজসুন্দরীগণ তাঁহার কায়ব্যূহ বলিয়া তাঁহারাও মহাভাববতী; কিন্তু মহিষীগণ শ্রীরাধার প্রকাশরূপা বলিয়া তাঁহাদিগের মহাভাবের উন্মুখ অনুরাগ পর্যন্তই হইল প্রীতির (প্রেমের) শেষ সীমা, তাহার পরে আর মহিষীগণের কোন অধিকার দৃষ্ট হয় না।

এই মহাভাবেরও যে পরকাষ্ঠারূপ-অধিরূঢ় মহাভাব, তাহা একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্য কাহাতেও সম্ভবে না। এই অধিরূঢ় মহাভাবে যুগপৎ মিলন ও বিরহের স্ফূর্তি হইয়া থাকে।

১৬০। **এতন্মহাখ্যানবরং মহাহরেঃ,**
কারুণ্যসারালয়নিশ্চয়ার্থকম্।
যঃ শ্রদ্ধয়া সংশ্রয়তে কথঞ্চন,
প্রাপ্নোতি তৎপ্রেম তথৈব সোঽপ্যরম্॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে শ্রীভগবৎকৃপাভরনির্দ্ধারখণ্ডে
পূর্ণো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।
সমাপ্তঞ্চেদং প্রথমখণ্ডম্।

মূলানুবাদ

১৬০। যিনি এই মহা আখ্যানবর (যাহাতে শ্রীকৃষ্ণের কারুণ্যসারপাত্র নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেই শ্রেষ্ঠ উপাখ্যানবর) শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ কীর্তন বা যে কোন প্রকারে সম্যক্ আশ্রয় করেন, তিনিও সত্বর শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রেম লাভ করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে প্রথম খণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে মূলানুবাদ সমাপ্ত।

দিগ্দর্শিনী টীকা

১৬০। অহো যথোক্তাশ্রয়ণেন মহিমবিশেষজ্ঞানতো ভজনিবশেষসম্পত্ত্যা ভগবৎপ্রেম সেৎস্যতীতি কিং বক্তব্যম্? তত্তৎ-প্রতিপাদকৈতদগ্রন্থস্য শ্রদ্ধাশ্রবণাদপি সম্পদ্যত ইত্যাহ—এতদিতি। মহাহরেঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রস্য যৎ কারুণ্যং তস্য সারঃ শ্রৈষ্ঠ্যং তস্যালয়ঃ ভাজনং তস্য নিশ্চয়ো নির্ধারণং স এবার্থঃ প্রয়োজনং যস্য তৎ; বহুব্রীহৌ কঃ। শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেন কথঞ্চিৎ কেনাপি শ্রবণ-কীর্তনাদি-প্রকারেণ সংশ্রয়তে, সম্যক্ সেবতে, সোঽপি, কিমুত তথা ভজমানঃ। অরং দ্রুতং তৎ তস্মিন্ মহাহরৌ প্রেম, তথৈব তাদৃশমেব প্রাপ্নোতি॥

প্রীয়তাং কৃষ্ণভক্তির্মে পাষাণসদৃশস্য চ।
স্বয়ং তরলিতস্যৈতৈঃ কর্পরীর্নর্তনাদিভিঃ॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃত-টীকায়াং দিগ্দর্শিন্যাং প্রথমখণ্ডে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

টীকার তাৎপর্য্য

১৬০। অহো! উক্তপ্রকারে শাস্ত্র আশ্রয়ে গোপীগণের মহিমাবিশেষজ্ঞান হইতে যে ভজনসম্পত্তিরূপ ভগবৎপ্রেম লাভ হইবে, এ বিষয়ে বেশী কথা বলায় লাভ

কি? তত্তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপাসারপাত্রনির্ধারণরূপ প্রয়োজনান্বিত এই শ্রেষ্ঠ উপাখ্যান শ্রবণ-কীর্তনাদি যে কোন প্রকারে আশ্রয় করিলেই তাদৃশ প্রেমলাভ হইবে, ইহাই 'এতন্' ইত্যাদি শ্লোকে বলিতেছেন—মহাহরি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের যে করুণা এবং সেই করুণাসার (শ্রেষ্ঠ) বা করুণালয় যে গোপীগণ, সেই গোপীগণের সহিত গোপীনাথের প্রেমসহকারে যে ভজনরীতি, অর্থাৎ প্রয়োজন-নির্ধারণরূপ এই শ্রেষ্ঠ (শ্রীবৃহদ্ভাগতামৃত-নামক) উপাখ্যান যিনি শ্রদ্ধাসহকারে (বিশ্বাসের সহিত) সম্যক্ প্রকারে আশ্রয় করেন, অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তনাদি যে কোন প্রকারে সম্যক্ সেবা করেন (তাঁহার কথা আর কি বলিব?) তিনিও সত্বর মহাহরি শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রেম লাভ করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে প্রথমখণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে টীকা-তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত॥
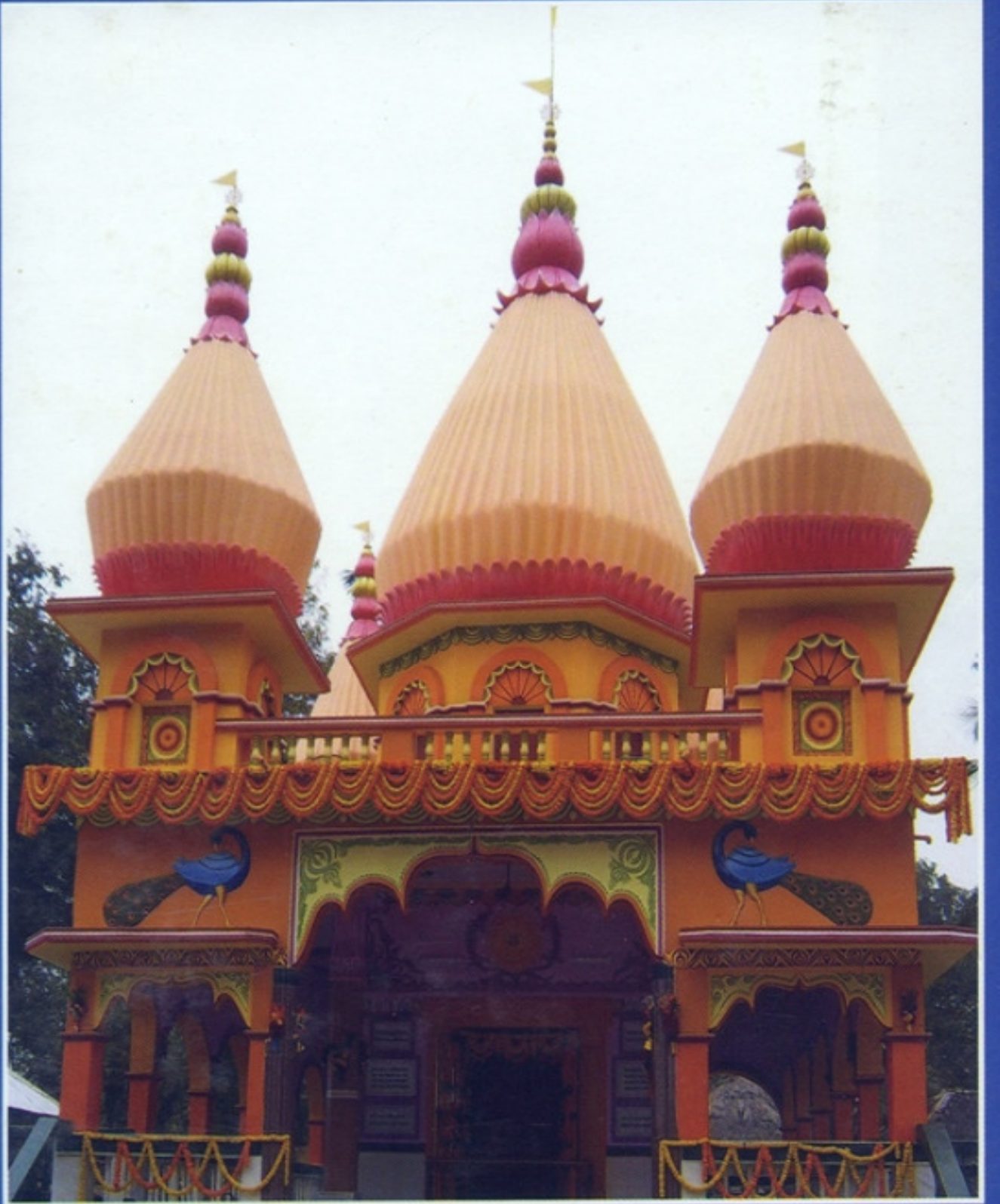
শ্রীশ্রী নিতাই নিমাই রাধাকান্ত জীউর মন্দির

সাউরী, প্রপন্নাশ্রম